শ্রীক্ষেত্র



2

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্ ।
তদা রভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্ ॥

—ঋগ্বেদ ১০।১৫৫।৩

শ্রীক্ষেত্র

(প্রথম—চতুর্থ খণ্ড)

চতুর্থ সংস্করণ

প্রথম খণ্ডে—শ্রীক্ষেত্রের শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক বিবরণ এবং শ্রীজগন্নাথ-সেবক রাজন্যবৃন্দ, শ্রীমন্দির, শ্রীবিগ্রহ, সেবক, পূজা-প্রণালী, যাত্রা-মহোৎসব, ভোগ, বেশাদির বিস্তৃত বিবরণ; **দ্বিতীয় খণ্ডে**—শ্রীক্ষেত্রস্থ প্রাচীন মঠ-সমূহের বিবরণ; **তৃতীয় খণ্ডে**—শ্রীচৈতন্যপদাঙ্কিত শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডলস্থ তীর্থ-সমূহের বিবরণ; **চতুর্থ খণ্ডে**—শ্রীচৈতন্য-সমসাময়িক শ্রীক্ষেত্রাবির্ভূত ভক্তবৃন্দ ও তৎপরবর্তি-কালীয় আচার্যবৃন্দের চরিত



'শ্রীচৈতন্যদেব', 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা
ও 'গৌড়ীয়'-পত্রের প্রবীণ সম্পাদক
'মহামহোপদেশক

শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-
বিরচিত

গৌড়ীয়-মিশনের (রেজিষ্টার্ড) সহকারী সেবাসচিব
শ্রীজগজ্জীবনদাস ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক শ্রীগৌড়ীয়
মঠ, বাগবাজার কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা—৩
২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটকপর্বত, গৌরবাটসাহী, পুরী (উড়িষ্যা)
৩। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ, ৮।১৭, বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী (ইউ, পি)
৪। শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ, ৭৭ নং তুলারাম বাগ,
এলাহাবাদ (ইউ, পি

শ্রীমন্মধ্বাচার্যের আবির্ভাব-তিথি
বিজয়া দশমী
২৫ পদ্মনাভ, ২৪ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর,
১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ।

মুদ্রাকর—শ্রীজগজ্জীবন দাস
শ্রীভাগবত প্রেস
১৬এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীল-সনাতনগোস্বামি-প্রভুপাদকৃতঃ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-স্তবঃ

শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রিশিরোমুকুট-রত্ন হে।
দারুব্রহ্মন্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥
প্রফুল্ল-পুণ্ডরীকাক্ষ লবণাব্ধিতটামৃত।
গুটিকোদর মাং পাহি নানাভোগ-পুরন্দর ॥
নিজাধর-সুধাদায়িন্নিন্দ্রদ্যুম্ন-প্রসাদিত।
সুভদ্রালালনব্যগ্র রামানুজ নমোঽস্তু তে ॥
গুণ্ডিচারথযাত্রাদি-মহোৎসব-বিবর্ধন।
ভক্তবৎসল বন্দে ত্বাং গুণ্ডিচারথমণ্ডনন্ ॥
দীনহীন-মহানীচ-দয়ার্দ্রীকৃত-মানস।
নিত্যনূতনমাহাত্ম্যদর্শিন্ চৈতন্যবল্লভ ॥

(শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ, নমস্কারঃ ১০৩)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপহার-পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

পতিতপাবন শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রের পতিতপাবনবর নিজ-জনের অনুজ্ঞা ও আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া গত শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীপুরুষোত্তমবাসি-সজ্জনগণের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ে অবস্থান-কালে যে-সকল তথ্য তাঁহাদেরই কৃপায় সংগ্রহ করিবার সুযোগ হইয়াছিল, তাহা গুম্ফিত করিয়া 'শ্রীক্ষেত্র'-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। 'গৌড়ীয়'-পত্রে (বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ) "শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের কয়েকটি প্রাচীন শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-মঠ" এবং "শ্রীপুরুষোত্তমধাম ও শ্রীচৈতন্যদেব"-শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শেষোক্ত প্রবন্ধ-অবলম্বনে এই গ্রন্থ পল্লবিত হইয়াছে। ইতি—

শ্রীধাম-মায়াপুর
শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের
আবির্ভাব-তিথি,
২রা আশ্বিন, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপা-কণাকাঙ্খী
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

গত বৎসর শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-তিথিতে (৩রা আশ্বিন, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ) কেবলমাত্র শ্রীক্ষেত্রের বিবরণ 'শ্রীক্ষেত্র—প্রথম সংস্করণ'-রূপে প্রকাশিত হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই উক্ত সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অভীষ্টানুসারে ও সজ্জন পাঠকবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে এবার দ্বিতীয় সংস্করণে—প্রথম খণ্ডে শ্রীক্ষেত্রের বিবরণাংশ ও দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীক্ষেত্রের মঠসমূহের বিবরণ গুম্ফিত করিয়া প্রকাশিত করা হইল।

বলা বাহুল্য—মহৎ, ভক্ত, সাধু ও সজ্জনবৃন্দের অহৈতুক-আশীর্বাদ সম্বল করিয়া অত্যন্ত অযোগ্য, মূর্খ, নীচ, পতিত, পামর ব্যক্তিও শ্রীপুরুষোত্তম ধামস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিশিষ্ট সেবকবৃন্দ, বিভিন্ন মঠের মঠাধীশ, মহান্ত ও অধিকারিগণের কৃপায় ও সৌজন্যে তাঁহাদের নিকট হইতে সাক্ষাদ্ভাবে ও আলাপ-আলোচনার ফলে যে-সকল মৌলিক তথ্য, প্রাচীন সনন্দ, গুরুপ্রণালী, ঐতিহ্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইল।

এই গ্রন্থ-সঙ্কলনকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য গবেষকগণের লিখিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সন্দর্ভ ও গ্রন্থাদিও আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন আধ্যক্ষিক গবেষকের মতবাদের নিরপেক্ষ সমালোচনাও করিতে হইয়াছে। 'কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধন-প্রয়াসের' ন্যায় অযোগ্যতম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মূর্খ ব্যক্তির এই ক্ষুদ্রচেষ্টা, অবশ্যম্ভাবী ত্রুটি, বিচ্যুতি ও ভ্রম প্রমাদ ভবিষ্যতে কোন সুযোগ্য সুনিপুণ ভক্ত-সজ্জন সুলেখকের হস্তে সংশোধিত হইয়া সম্বর্ধিত গ্রন্থরূপে প্রকটিত হইবে, এই ভরসাতেই আংশিক ও অসম্পূর্ণ তথ্যসমূহও এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ হই নাই। সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্বক ভ্রম-প্রমাদগুলি নির্দেশ করিয়া দিলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত করিবার চেষ্টা করা হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরহরির পদাঙ্কপূত তদ্রূপবৈভব শ্রীক্ষেত্র যাঁহাদের জীবন-সর্বস্ব, সেই সকল মহৎ, ভক্ত, সাধু ও সজ্জনের শ্রীচরণরেণুর অহৈতুকী করুণা যাচ্ঞা করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিতেছি।

শ্রীস্নানযাত্রা
২৯ ত্রিবিক্রম, ৪৬০ শ্রীগৌরাব্দ,
৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপালবপ্রার্থী
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

দুই বৎসর পূর্বেই 'শ্রীক্ষেত্র-গ্রন্থে'র দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। সহৃদয় সজ্জনগণের আগ্রহাতিশয্য ও সনির্বন্ধ অনুরোধ অসম্মান করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌর-জগদীশের কৃপা-প্রার্থনামুখে 'শ্রীক্ষেত্রে'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহা নামে 'তৃতীয় সংস্করণ' হইলেও কার্যতঃ একরূপ নূতন গ্রন্থ। পূর্ব-সংস্করণ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডে প্রধানতঃ শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম, শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীমন্দিরের সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক তথ্য ও পূজাপদ্ধতি, যাত্রামহোৎসব, ভোগ, বেশাদির বিবরণ এবং দ্বিতীয়খণ্ডে শ্রীক্ষেত্রস্থ প্রাচীন মঠসমূহের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান তৃতীয় সংস্করণে এই দুই খণ্ডের মধ্যে অনেক নূতন তথ্য সংযোজিত হইয়াছে; যথা—**শ্রীদারুব্রহ্ম**-শ্রীজগন্নাথদেবের **সম্বন্ধে** বিশ্বের সর্ব-প্রাচীনতম প্রামাণিক গ্রন্থ **ঋগ্বেদের প্রমাণ** ও সায়ণ-কৃত ভাষ্য, শ্রীজগন্নাথদেবের বিচিত্র ভোগাবলীর বিস্তৃত বিবরণ, গত বৎসরে (১৯৫০ খৃষ্টাব্দে) অনুষ্ঠিত **নবকলেবরের আনুপূর্বিক ইতিহাস ও বিবরণ**, শ্রীরথযাত্রার সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য এবং অনেকগুলি অপ্রকাশিত-পূর্ব চিত্র প্রথমখণ্ডে সংযোজিত হইয়াছে; দ্বিতীয় খণ্ডেও বিভিন্ন প্রাচীন মঠের বিবরণ-মধ্যে অনেকগুলি নূতন তথ্য ও নূতন চিত্র এবং শ্রীপুরুষোত্তমধামস্থ পল্লীভেদে প্রাচীন ও আধুনিক মঠসমূহের তালিকা সংযুক্ত হইয়াছে। 'শ্রীক্ষেত্রে'র তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সম্পূর্ণ নূতন। তৃতীয় খণ্ডে **শ্রীচৈতন্যপদাঙ্কিত শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলস্থ তীর্থসমূহের বিবরণ**-প্রদানের প্রারম্ভেই শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের একটি

মানচিত্র এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত পদ্যাবলীর প্রমাণ উদ্ধার করিয়া সেই ক্রমানুসারে জলেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর ও তদন্তর্গত তীর্থসমূহ, কটক, সাক্ষিগোপাল, শ্রীভুবনেশ্বর ও তৎপ্রসঙ্গে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির-সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ আলোচনা, সত্যভামাপুর, কপোতেশ্বর, দণ্ডভাঙ্গা নদী, কমলপুর, আঠারনালা, আলালনাথ, বেন্টপুর, কোণার্ক প্রভৃতি শ্রীগৌরপদাঙ্কিত তীর্থসমূহের প্রত্যক্ষদর্শি-সূত্রে সমাহৃত বহু মৌলিক তথ্যপূর্ণ বিবরণ ও প্রসঙ্গ বহু চিত্রদ্বারা বিবৃত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডে শ্রীল রায়রামানন্দপাদের সুমধুর চরিত ও শিক্ষা, গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও তৎপূর্ববর্তী বৈষ্ণব-নৃপতিগণের বহু মূল্যবান্ তথ্যপূর্ণ চরিত ও ইতিহাস, মহাভাগবতী ও মহাবিদুষী শ্রীমাধবী দেবী-প্রমুখা উৎকলবাসিনী ভক্তমহিলার চরিত-কথা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গী ও শ্রীজগদীশের একান্ত ভক্ত উৎকলীয় পরমভাগবতগণের উপদেশ-গর্ভ চরিতমালা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলা সঙ্গোপনের পরে উৎকলে আবির্ভূত ও শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীমন্দির ও সেবার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত পুণ্যশ্লোক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দের পরমশিক্ষাপ্রদ চরিতগাথা গুম্ফিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের পরিশিষ্টে লণ্ডনস্থ 'Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland-নামক প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থায় রক্ষিত শ্রীচন্দ্রিকা বা শ্রীচন্দ্রাদেবীর শিলালিপি, শ্রীভুবনেশ্বরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন ভট্ট শ্রীভবদেবের শিলালিপি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত উৎকলদেশীয় শ্রীগৌর-ভক্তগণের নাম-মালা, উৎকল-কবি রামদাসকৃত 'দার্ঢ্যতাভক্তি'-গ্রন্থোক্ত শ্রীজগন্নাথদেবের ভক্তবৃন্দের নামাবলী প্রভৃতি সংযোজিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাষায় শ্রীক্ষেত্র-সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য 'শ্রীক্ষেত্র'-গ্রন্থটি ঐরূপ গতানুগতিক আনুকরণিক সংস্করণ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হয় নাই ; বরং এই গ্রন্থে ব্যতিরেকভাবে ঐরূপ সমৎসর চিন্তাস্রোতের অস্থিরতাই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীগৌর-প্রণয়ী ভক্তগণের পরিসেবিত অপ্রাকৃত শ্রীভগবৎস্বরূপবৈভব পরম-কারুণিক অবতার যে শ্রীধাম কার্যান্তরে ভ্রমণকামী ব্যক্তিগণকেও মহতের হীনার্থাধিকসাধিকা কৃপাদৃষ্টি-লাভের আনুকূল্য করেন, সেই শ্রীধামের ও শ্রীধামবাসিগণের শ্রীচরণরজের লোভে উদ্দীপ্ত হইবার প্রার্থনা ও দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াস হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব-কথারুচিঃ।
স্যান্মহৎ-সেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥ *

অর্থাৎ নিরহঙ্কার সাধুগণ শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম সতত হৃদয়ে ধারণ করায় স্বয়ংই পরম পবিত্র, তীর্থস্বরূপ। তাঁহাদের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা একবারও নিত্যসুখস্বরূপ শ্রীভগবানে মনোনিবেশ করেন, তাঁহারাও পুনরায় বিবেক, স্থৈর্য, ধৈর্য ক্ষান্তি, শান্তি প্রভৃতি পুরুষসার-হরণকারী বহির্মুখ-গৃহের উপাসনা করেন না, কিন্তু তাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীমথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীদ্বারকাদি শ্রীভগবদ্‌গৃহ বা শ্রীধামের সেবা অর্থাৎ তথায় শ্রীহরিভজনার্থ পর্যটন ও বাসাদি করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের (১০ ৮৭।৩৫) এই সিদ্ধান্তানুসারে প্রায়শঃ সেই সকল মহাতীর্থে শ্রীকৃষ্ণভক্তিজন্মৈকমূল মহৎসঙ্গের সম্ভাবনা আছে। সেই সকল পুণ্যতীর্থ নিষেবণের দ্বারা মহতের অকস্মাৎ সেবা লাভ হয়। মহতের সেবার দ্বারা শ্রীবাসুদেবের কথায় রুচির উদয় হয়। **কার্যান্তর উদ্দেশ্যেও পুণ্যতীর্থে ভ্রমণকারী জীবের তীর্থসেবনোদ্দেশে সমাগত অথবা সেই পবিত্র তীর্থে স্বভাবতঃই অবস্থিত**

* ভা ১।২।১৬

মহতের দর্শন, শ্রীচরণ-স্পর্শন ও সম্ভাষণাদি-সেবা বিনা-যত্নেই হইয়া থাকে। বহির্মুখ জীবের পক্ষে মহদ্‌গণের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি থাকা সম্ভব নহে। সেই পরদুঃখ-দুঃখী মহদ্‌গণের দর্শন-প্রভাবে তাঁহাদিগের আচরণে শ্রদ্ধা জন্মে। মহা-পুরুষগণের স্বভাবসিদ্ধ পরস্পর ভগবৎকথা-কীর্তন-শ্রবণকারী ব্যক্তির ইঁহারা কি বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ করি'—এরূপ ইচ্ছাও হয়। তখন সেই মহতের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীহরিকথার শ্রবণ হইতে ভগবৎকথায় রুচির উদয় হয়। এই প্রকারে বহির্মুখ জীবেরও পুণ্যতীর্থ-নিষেবণের দ্বারা শ্রীহরিকথায় রুচি-লাভের সম্ভাবনা হইতে পারে। মহতের শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিলে তাহা অতি সত্বরই কার্যকরী হয় অর্থাৎ শ্রীহরিসেবায় স্বাভাবিকী রুচির উদয় করায়।

শ্রীক্ষেত্র—ভৌম-বৈকুণ্ঠ; তথায় শ্রীভগবান্ অর্চাবতার-রূপে নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন। সেই শ্রীধামের বৈভব-বৈচিত্রী নানারূপে প্রকাশিত। শ্রীনীলাচল-বিভূষণ শ্রীলীলা-পুরুষোত্তম শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীক্ষেত্রভূষণ লীলাসঙ্গী শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ কিভাবে, কিরূপ চিত্তবৃত্তিতে, কাঁহার স্মৃতিতে, কোন্ বস্তুর অনুসন্ধানে, কোন্ অস্মিতায়, কি অভিনিবেশে শ্রীক্ষেত্রে বিচরণ ও বাস করিয়াছেন; শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামানন্দপাদ; নামাচার্য শ্রীল হরিদাসঠাকুর, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথদ্বয়, শ্রীল পরমানন্দপুরীপাদ, পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ, শ্রীগৌরহরির নিত্যসেবক শ্রীগোবিন্দ, সপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ, সপার্ষদ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, সপরিকর শ্রীসেন-শিবানন্দ, সেবোন্মাদী শ্রীকুলীনগ্রামী ভক্তবৃন্দ, ভাবোন্মাদী শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীগৌরগোষ্ঠী, শ্রীক্ষেত্র-সন্ন্যাসী বিদ্বৎ-শিরোমণি শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য, সর্ব-সমর্পিতাত্মা শ্রীকাশীমিশ্র, শ্রীগৌরসর্বস্ব সবংশ শ্রীভবানন্দ রায়, সবান্ধব শ্রীশিখি মাহিতি, শ্রীজগন্নাথ

মাহিতি, শ্রীকানাই খুঁটিয়া প্রভৃতি অগণিত শ্রীগৌরগতপ্রাণ মহদ্গণ কোন্ স্মৃতিতে আবিষ্ট হইয়া শ্রীনীলাচল-বিভূষণ শ্রীনরব্রহ্ম শ্রীসচল-জগন্নাথ ও শ্রীনীলশৈলশিরোরত্ন শ্রীদারুব্রহ্ম শ্রীঅচল-জগন্নাথের সেবাদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন, সেই স্মৃতির কণামাত্রও শ্রীগৌড়ীয়মহতের কৃপায় হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইলে 'শ্রীক্ষেত্র'-গ্রন্থ অনুশীলনের উদ্দেশ্য স্বার্থক হইবে। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার সন্ন্যাসলীলা-আবিষ্কারের পরবর্তী চব্বিশ বৎসরের মধ্যে—

অষ্টাদশ বর্ষ কে:ল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি' জীবে শিখাইলা ভক্তি॥ *

বাকী পূর্ব-ছয় বৎসরের মধ্যেও শ্রীপুরুষোত্তমে গমনাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমের সেই লীলাকৈবল্য-বারিধির কত বিপ্রলম্ভ-তরঙ্গাবলীই না শ্রীপুরুষোত্তমধামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল! কালিন্দীর স্মৃতি-উদ্দীপনকারী সেই নীলাম্বুধির পুলিনে কত দেশের কত প্রণয়ী ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণরস-সাগর-সঙ্গমের লোভে ভক্তি-পীযূষ-বাহিনী সুরধুনীর ন্যায় সমাগত হইয়াছিলেন! সেই নীলসাগরের বেলায় বিপ্রলম্ভ-রসামৃতসিন্ধুর উদ্বেলন এবং তাহাতে মর্মী শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়ের অন্তরঙ্গ-সেবা-তরঙ্গবিলাস রসরাজ ও মহাভাব উভয়-মিলিত স্বরূপের চিদ্রসবিজ্ঞান ও অপ্রাকৃত দর্শনকে লীলায়িত করিয়াছিল! তাই আজও শ্রীপুরুষোত্তমের মহাতীর্থ নীলসাগর উদার মধুর ছন্দে, তরঙ্গায়িত নৃত্যে উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসে নীলাচল-বিভূষণ সপরিকর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পদনখ-সৌন্দর্যের ঔদার্য-গৌরব গান করিতেছে।

এই গ্রন্থ-সঙ্কলনকালে এই মূর্খ, অযোগ্য, অসমর্থ ব্যক্তিকে সহৃদয় বৈষ্ণবগণ অহৈতুকী সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম গণনা

* চৈ চ ম ১।২২

করিতে পারিলাম না। নিম্নে কতিপয় সজ্জনের নাম-মালা বর্ণানুক্রমে গ্রথিত করিয়া তাঁহাদের সৌজন্যের স্বীকার ও যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীআনন্দচন্দ্র দাস (সত্যভামাপুর ; স্থানীয় বিবরণ-প্রদান)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাস সামন্ত, রাজপণ্ডা (যাজপুর ; তথ্যাদি-প্রদান)

শ্রীকৃষ্ণানন্দ ঘোষ (কলিকাতা ; দুইটি আলোকচিত্র-প্রদান)

পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথসিঙ্গারী (পুরী ; আলোকচিত্র-প্রদান)

শ্রীদামোদর মাহাতি, সোনাথালি-সূয়ার (পুরী ; ভোগতালিকা-প্রদান)

পণ্ডিত শ্রীসদাশিব রথ (রথের চিত্র ও সমস্ত অংশের নামের তালিকা)

শ্রীপদ্মচরণদাস অধিকারী (পুরী ; মঠের বিবরণ-প্রদান)

শ্রীপদ্মচরণ পট্টনায়ক দেউলকরণ, (পুরী ; ঐ)

শ্রীবনমালিদাস গোস্বামী, মহান্ত (পুরী ; হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি ও ঐতিহ্যাদি-প্রদান)

শ্রীবলভদ্রদাস মহান্ত (পুরী ; বিভিন্ন তথ্য-প্রদান)

শ্রীবিচ্ছন পট্টনায়ক (কটক ; তথ্যাদি ও গ্রন্থাদি-প্রদান)

শ্রীবিনোদচৈতন্য দাস (রেমুণা ; স্থানীয় বিবরণ-প্রদান)

শ্রীবিশ্বনাথ রাজগুরু (পুরী ; বিভিন্ন তথ্য ও বিবরণ-প্রদান)

শ্রীবিশ্বম্ভরদাস গোস্বামী, মহান্ত (পুরী ; প্রাচীন ঐতিহ্য, পুঁথি ও সনন্দাদি-প্রদর্শন)

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র আচার্য, কলাকোবিদ (কলিকাতা ; শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের মানচিত্রাদি-অঙ্কন)

শ্রীরঙ্গনাথ দেব গোস্বামী (পুরী ; প্রাচীন তথ্য-প্রদান)

শ্রীরামচন্দ্রমহাপাত্র (ভুবনেশ্বর ; শ্রীঅনন্তবাসুদেবের ঐতিহ্য-প্রদান)

শ্রীরামনিধিদাস পণ্ডা (মালতীপাটপুর ; বিভিন্ন তথ্য-প্রদান)
স্বধামগত হনুমান খুঁটিয়া (পুরী ; নবকলেবরের বিবরণ-প্রদান)
শ্রীহরিবন্ধু বটু (যাজপুর ; যাজপুর তথ্যাদি-প্রদান)

উপসংহারে একটি বিশেষ বক্তব্য এই যে,—অনাদিবহির্মুখতা জীবকে সর্বদাই মাটীর দিকে আকর্ষণ করিয়া লয়। বহির্মুখতার এই মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির বিপরীত দিকে কোন বহির্মুখই যাইতে পারে না। একমাত্র সর্ববৃহত্তম সর্বাকর্ষক সর্বকারণ-কারণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীর দূত মহৎ ব্যতীত মাটি ও উদরের আকর্ষণ হইতে যত বড়ই হউক, কোন বহির্মুখ জীবই মুক্ত থাকিতে পারে না। মাটি হইতে রাজনীতি ও উদর হইতে অর্থনীতিরূপা—দুইটি বিশ্বগ্রাসিনী দানবীর জন্ম হইয়াছে। ঐ দানবী দুইটি শ্রীভগবান্‌কে ও তাঁহার ভক্তগণকেও 'মাটি' ও 'উদরে'র অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহে। সেই চিন্তাস্রোতঃ হইতে কেহ শ্রীনীলাচলবিভূষণ শ্রীগম্ভীরানাথ শ্রীগৌরসুন্দরকে বাঙ্গালী, কেহ বা ওড়িয়া, কেহ বা পূর্ববঙ্গীয়, কেহ বা পশ্চিমবঙ্গীয় এবং তাঁহার দেশকালাতীত নিত্যলীলাসঙ্গী ভক্তগণকেও বাঙ্গালী ওড়িয়া, পশ্চিমা, ভারতীয় প্রভৃতি মাটিয়া জাতি বা প্রদেশের অন্তর্ভুত করিয়া সর্বকারণ-কারণ পরাৎপরতত্ত্ব ও তাঁহার স্বরূপশক্তি ও তৎকায়ব্যূহের শ্রীচরণে অপরাধ করে ও আত্মবঞ্চিত হয়। 'শ্রীক্ষেত্র' গ্রন্থ পাঠ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, জগতের কোন দেশ, প্রদেশ, জাতির বা তদ্দেশোদ্ভূত মরণশীল জীবের নিন্দা বা বন্দনা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেশকালাতীত ভগবৎ-স্বরূপ, স্বরূপবৈভব (শ্রীধাম) তৎস্বরূপশক্তি ও তাঁহার কায়ব্যূহ মহদ্‌বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্মের নখশোভা যাহাতে আমাদিগের স্বরূপ উদ্বোধন করিয়া দেয়, উহারই প্রার্থনা ও আকাঙ্খা করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ-সঙ্কলন-ব্যাপারে কতকগুলি বিষয়ে আধ্যক্ষিক প্রত্নতাত্ত্বিক-গণের বিচার ব্যতিরেকভাবে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ উহা যাহাতে অন্বয়মুখিনী সেবার কৈঙ্কর্য করে, তাহাই মূল উদ্দেশ্য। গ্রন্থ-সঙ্কলন ও মুদ্রণ, উভয় কার্যই অযোগ্যতম জরাজীর্ণ ব্যক্তির দ্বারা আয়ুর স্বল্পতা আশঙ্কা করিয়া অতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করিতে হওয়ায় ইহাতে নানাপ্রকার ত্রুটি, বিচ্যুতি, ভ্রম-প্রমাদ, অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি দোষ রহিয়া গিয়াছে, তাহা কৃপাপূর্বক সহৃদয় পাঠকগণ প্রদর্শন করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

শ্রীরায়-রামানন্দপাদের বিরহ-তিথি
১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৫৮ বঙ্গাব্দ
৪ ত্রিবিক্রম ৪৬৫ শ্রীগৌরাব্দ
'শ্রীপাটপয়াগ',
১৬৮।২, সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা—২

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপা-লবপ্রার্থী
দাসানুদাসাভাস
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

চতুর্থ সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

নীলাচলনাথ কমলনয়ন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত চারিখণ্ডে প্রকাশিত শ্রীক্ষেত্র গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ গৌড়ীয় মিশনের ভূতপূর্ব সেবাসচিব পরমশ্রদ্ধাস্পদ স্বধামগত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গৌড়ীয়-মিশনের সেবকবৃন্দের সহায়তায় পরিশ্রম সহকারে প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থের চতুর্থখণ্ডে নীলাচলস্থিত লীলাসঙ্গী শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হইয়াছে। সর্বশেষে পরিশিষ্ট (১)–(৫) এর মধ্যে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার নীলাচলবাসী

ও আবির্ভূত গৌরপার্ষদবৃন্দ ও বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত গুম্ফিত করিয়াছেন। তখন নানা কারণে পরিশিষ্টের বিষয়-সূচী তৃতীয় সংস্করণে সংযোজিত হয় নাই, তাহা বর্তমান নূতন সংস্করণে সংযোজিত হইল।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সর্বকালীন সেবা, ভোগরাগ, পূজা, উৎসবাদির বিস্তৃত বিবরণ, বিভিন্ন জাতীয় সেবকবৃন্দের বিবরণ ও বিভিন্ন স্থানের চিত্র প্রভৃতি স্থান-কাল-পাত্র সমন্বিত নীলাচলচন্দ্র শ্রীজগন্নাথের ও তৎ-সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ-সম্বলিত শ্রীক্ষেত্র-গ্রন্থের ন্যায় কোন গ্রন্থ অদ্যাপিও প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থখানি পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের সজ্জন ভক্ত-বৃন্দের প্রতি অনবদ্য অবদান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এই গ্রন্থের চাহিদা হওয়ায় এবং তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায়, সজ্জনগণের আগ্রহে ও বিশেষতঃ পূজ্যপাদ গ্রন্থ-কারের সুযোগ্য অধঃস্তনগণের শুভেচ্ছায় ও অনুমতিক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের মাহাত্ম্য প্রচারার্থ এই নূতন চতুর্থ-সংস্করণ গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হইল। এখন হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশনের দায়িত্ব ও সত্ত্ব গৌড়ীয় মিশনের উপরেই ন্যস্ত হইল। এই গ্রন্থের জন্য প্রাপ্ত অর্থাদি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট প্রচারার্থ ব্যয়িত হইবে।

এই গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের প্রকাশক গৌড়ীয় মিশনের অযোগ্য সেবক বহুকাল যাবৎ পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের অনুগত সেবকরূপে বিভিন্ন গ্রন্থের ও পত্রিকার সেবাকার্য করিয়াছে। বিশেষতঃ এই শ্রীক্ষেত্র গ্রন্থের অনেক উপাদান এই অযোগ্য সেবক কর্তৃক গ্রন্থকার সংগ্রহ করাইয়াছেন। আজ মাদৃশ অযোগ্য জীবাধম পূজ্যপাদ স্বধামগত গ্রন্থকারের পবিত্র-স্মৃতি হৃদয়ে লইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়া এই

চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। দ্রুত মুদ্রণে কোথাও ত্রুটি, বিচ্যুতি থাকিলে সহৃদয় পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিয়া, তাহা প্রদর্শন করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি,
বিজয়া দশমী,
২৫ পদ্মনাভ, ২৪ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর,
১২৮৫ বঙ্গাব্দ, ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী
দাসানুদাস
শ্রীজগজ্জীবনদাস ভক্তিশাস্ত্রী
সহকারী সেবাসচিব,
গৌড়ীয় মিশন।

বিষয়-সূচী

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

পরিশিষ্ট সূচী

পরিশিষ্ট—(১)

পরিশিষ্ট—(২)

পরিশিষ্ট—৩

পরিশিষ্ট—৪

পরিশিষ্ট—৫

আলেখ্য-সূচী

প্রথম খণ্ড

আলেখ্য

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

চতুর্থ খণ্ড

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩২	পা ৪	'নরহরিজ্যোতিষস্তোত্র'	'নরহরিযতিস্তোত্র'
৫৪	২	Vaitarani Vol. XI, P. 1 গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া	Vaitarani (Cuttack, Vol. XI, No. 1, September, 1936, p. 19) নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধে
৭৪	২০	মেঘনাদ-প্রাচীব	মেঘনাদ-প্রাচীর
৭৫	২২	'ফতে হনুমান্'	'ফতে হনূমান্'
৮০	পা ৫	চিত্রাগুপ্তাদির	চিত্রগুপ্তাদির
৯৬	২০	কাঞ্চি	কাঞ্চী
১১২	২	গাটাকচু-মরিচপানি ১২	গোটাকচুমরিচপানি ১২
১৩৩	৪	1830	1880
১৬৭	৬	শঙ্খআ	শঙ্খুআ
১৮২	১৪	কাটকপুংস্থ	কাকটপুরস্থ
২০২	৭	শঙ্কুআ	শঙ্খুআ
২১৪	পা২৬	O'. Malley	O' Malley
২৮৭	৬	কালিঙ্গি-সুরভিমধ্যে	কালিঙ্গিক-সুরভিমধ্যে
,,	৯	উর্ধ্বগমন-পথ-	উর্ধ্বগমন-পথ-
৩৬২	১	ওড্রদেশে	ওড্রদেশে
৩৮১	১	সমাচার	সমাচর
৩৮৪	৩	ভক্তি-	ভুক্তি
৪২০	১৫	স্থূলতা	উচ্চতা
৪৪৩	১০	খারবেলে	খারবেলের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৪৮	৮	প্রদেশের	প্রদেশে
৪৫১	পা ১	অসিতে	আসিতে
৬০৪	পা ২	(১৬৮৩) শাকে	(১৬৮৬) শাকে
৬০৮	,,	৮৬২ খৃষ্টাব্দে	১৮৬২ খৃষ্টাব্দে
৬০৯	১৬	রেভেন্স্‌	রেভেন্স
৬৩৫	১৩	-তত্ত্বসার (সানুবাদ),	-তত্ত্বসার (সানুবাদ), শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত (স্বকৃত-'গৌড়ীয়'-ভাষ্যসহ),

---

সাঙ্কেতিকচিহ্নের পরিচয়

অ—অধ্যায় ; অন্ত্যখণ্ড ; অন্ত্যলীলা
আ—আদিখণ্ড ; আদিলীলা
উ খ—উত্তরখণ্ড
গৌ গ—শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা
চৈ চ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
চৈ ম—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল
চৈ ভা—শ্রীচৈতন্যভাগবত
না পু—শ্রীনারদপুরাণ
পা—পাদটীকা
বি—বিলাস
ভ র—শ্রীভক্তিরত্নাকর
ভা—শ্রীমদ্ভাগবত
ম—মধ্যখণ্ড ; মধ্যলীলা
শেষ—শেষখণ্ড
স তো—সজ্জনতোষণী
সং—সংস্করণ

J. A. S. B.—Journal of the Asiatic Society of Bengal.

J. B. O. R. S.—Journal of the Bihar and Orissa Research Society.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীক্ষেত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম বৈভব

শ্রীক্ষেত্রের বৈভব ও নামবৈচিত্র্য

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে নিত্য-অধিষ্ঠিত পতিতপাবন শ্রীঅর্চাবতার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুরী এবং তৎপারিপার্শ্বিক পুণ্যক্ষেত্রসমূহ অনাদিকাল হইতে 'শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডল' নামে প্রচারিত আছে। হাওড়া-ষ্টেশন হইতে এস্, ই, রেলপথে পুরী-ষ্টেশন ৩১০ মাইল। সুপ্রাচীন পৌরাণিক সাহিত্য এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রাচীন গৌড়ীয়-সাহিত্যে এই পরম-তীর্থ 'শ্রীক্ষেত্র', 'পুরী', 'পুরুষোত্তম', 'শ্রীজগন্নাথ', 'নীলাচল' প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে[১] স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশিবকে বলিতেছেন,—

*   *   *

সেই স্থানে আমার পরমগোপ্য **পুরী** ॥
সেই স্থান, শিব ! আজি কহি তোমা-স্থানে।
সে **পুরীর** মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে ॥

১। অ ২।৩৬৬-৭৪, ৩৭৬-৭৭

সিন্ধুতীরে বটমূলে **নীলাচল-নাম**।
ক্ষেত্র-শ্রীপুরুষোত্তম—অতি রম্য-স্থান ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে-স্থানের কিছু করিতে না পারে ॥
সর্ব-কাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি ॥
সে-স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু-কীট-কৃমি ॥
সভারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে।
'ভুবনমঙ্গল' করি' কহয়ে যে-স্থানে ॥
নিদ্রাতেও যে-স্থানে সমাধি-ফল হয়।
শয়নে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয় ॥
প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথা-মাত্র যথা হয় আমার স্তবন ॥

* * *

নিজ-নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে, সে আমার সম ॥
সে-স্থানে নাহিক যম-দণ্ড-অধিকার।
আমি করি ভাল-মন্দ বিচার সভার ॥

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ-শক্তি—শ্রীদেবী। শ্রীবিষ্ণুর যে-ক্ষেত্র বা ধাম শ্রীশক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত, তাহাই শ্রীক্ষেত্র ; অথবা 'শ্রী'-শব্দে সর্বলক্ষ্মীময়ী অংশিনী শ্রীরাধিকা। মধুর-রসের উপাসকগণের অনুভবে যে-স্থানে শ্রীশ্রীরাধিকার সেবামাধুর্যৌদার্য-প্রভাব প্রকটিত, তাহাই

'শ্রীক্ষেত্র'। শ্রীরাধামাধব-মিলিততনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অসমোর্দ্ধ কৃপা-প্রভাবে এই ক্ষেত্র পরিপ্লাবিত রহিয়াছে। তাঁহারই দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপাদ ও শ্রীল রায়-রামানন্দ প্রভুপাদ এই স্থানে মহাভাব-রসরাজ-মিলিত-তনু পুরাণপুরুষের পরিশিষ্টলীলা-কৈবল্য-মাধুরী বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীমতীর দ্বিতীয়-মূর্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিরূপে শ্রীক্ষেত্র-সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়া এই স্থানে শ্রীগোপীনাথ-মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবতরূপী শ্রীগৌরহরিকে নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ শ্রবণ করাইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-লীলার পর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার লীলাপরিশিষ্ট-পরাকাষ্ঠা শ্রীক্ষেত্রেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায় ও তাঁহাদের মিত্র শ্রীশ্রীসনাতন-রূপ-হরিদাস, তদনুগবর শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব-কবিরাজ—সকলেই শ্রীক্ষেত্র-বিহারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে তাঁহাদের অভীষ্ট-দেবতা রূপে বরণ করিয়াছেন। এজন্য শ্রীনবদ্বীপ-বিহারী শ্রীগৌরহরি অপেক্ষা শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগগণের নিকট শ্রীক্ষেত্র-বিহারী শ্রীচৈতন্যদেবের অধিকতর চমৎকারিতা-বৈশিষ্ট্য অনুভূত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যেরূপ লীলা-পুরুষোত্তম, শ্রীক্ষেত্রও সেইরূপ সমস্ত ধামের মুকুটমণি 'শ্রীপুরুষোত্তমধাম' নামে প্রখ্যাত। কারণ, এই শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর গৌড়ীয়গণের প্রাণকোটিসর্বস্ব শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ ; সুন্দরাচলরূপী শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীকুণ্ড, চটকাচলরূপী শ্রীগোবর্ধন, শ্রীবংশীবট, শ্রীকালিন্দী, শ্রীগোপীনাথ-শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগোপীশ্বর-শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ও শ্রীবর্ষাণেশ্বর-শ্রীনামাচার্যের লীলাস্থল—সমস্তই প্রকটিত আছেন। শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

মধুরা-দ্বারকা-লীলা যাঃ করোতি চ গোকুলে।
নীলাচলস্থিতঃ কৃষ্ণস্তা এব চরতি প্রভুঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে মথুরা-দ্বারকাদি যে-সকল লীলা বিস্তার করেন, তিনি শ্রীনীলাচলে অবস্থান করিয়া সেই সকল লীলাই প্রকট করেন।

উৎকলখণ্ডে শ্রীক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে জৈমিনি ঋষি বলিতেছেন,—সেই পরম রমণীয় আশ্চর্য ক্ষেত্রটি দশ যোজন বিস্তৃত ও তীর্থরাজ সমুদ্রের সলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া বালুকারাশিতে বেষ্টিত। উহার মধ্যস্থল বৃহৎ নীলপর্বতদ্বারা পরিশোভিত রহিয়াছে। *

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—সমুদ্রের উত্তর তীরে মহানদীর দক্ষিণ প্রদেশটি পৃথিবীর মধ্যে সকল তীর্থের ফল প্রদান করেন। **একাম্র-কানন ভুবনেশ্বর হইতে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরভূমি পর্যন্ত প্রত্যেক পদবিক্ষেপের স্থান উত্তরোত্তর অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ।** সিন্ধুতীরে যে স্থানে নীলপর্বত বিরাজমান, পৃথিবীতে সেই স্থানটি গোপনীয়, এমন কি ব্রহ্মারও অতি দুর্লভ। †

এই ক্ষেত্রের বিস্তার পঞ্চ ক্রোশ ; এই পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে তীর্থরাজ সমুদ্রের তটবর্তী দুই ক্রোশ অতিশয় পবিত্র। উহা সুবর্ণ-বালুকা-সমাকীর্ণ এবং নীলগিরিদ্বারা সুশোভিত। ক্ষেত্রের আকার শঙ্খের ন্যায় ; তাহার মস্তকে পশ্চিম সীমা। ঐ শঙ্খাকার ক্ষেত্রের অগ্রে নীলকণ্ঠ শিব অবস্থিত। এই ক্রোশ-মাত্র ক্ষেত্র অতি সুদুর্লভ। সাক্ষাৎ নারায়ণের এই ক্ষেত্রটি পরম পাবন। ঐ শঙ্খের উদরভাগটি সমুদ্রের জলে নিমগ্ন। ††

---

* উৎকলখণ্ড ১।১২-১৩, বঙ্গবাসী সং, ১৩০৯ সাল।

† ঐ ১।৩৩-৩৫

†† পঞ্চক্রোশমিদং ক্ষেত্রং সমুদ্রান্তব্যবস্থিতম্। দ্বিক্রোশং তীর্থরাজস্য তটভূমৌ সুনির্মলম্॥ সুবর্ণবালুকাকীর্ণং নীলপর্বতশোভিতম্। সীমা প্রতীচী ক্ষেত্রস্য শঙ্খাকারস্য মূর্ধনি। শঙ্খাগ্রে নীলকণ্ঠঃ স্যাদেতৎক্রোশঃ সুদুর্লভঃ॥ পরমং পাবনং ক্ষেত্রং সাক্ষান্নারায়ণস্য বৈ। শঙ্খস্যোদরভাগস্তু সমুদ্রোদকসংপ্লুতঃ॥ (ঐ ৩।৫২-৫৩, ৪।৫-৬)

অচলব্রহ্ম বা দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথদেবই সচলব্রহ্মরূপে শ্রীনীলাচল-বিভূষণ শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধি। শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ অচল ও সচল শ্রীজগন্নাথদেবকে 'শ্রীলীলাস্তবে'[১] এইভাবে স্তুতি করিয়াছেন,—

শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রি-শিরোমুকুটরত্ন হে।
দারুব্রহ্মন্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥
প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ লবণাব্ধিতটামৃত।
গুটিকোদর মাং পাহি নানাভোগপুরন্দর ॥
নিজাধর-সুধাদায়িন্নিন্দ্রদ্যুম্নপ্রসাদিত।
সুভদ্রা-লালনব্যগ্র-রামানুজ নমোঽস্তু তে ॥
গুণ্ডিচা-রথযাত্রাদি-মহোৎসববিবর্ধন।
ভক্তবৎসল বন্দে ত্বাং গুণ্ডিচারথমণ্ডনম্ ॥
দীনহীনমহানীচ-দয়ার্দ্রীকৃতমানস।
নিত্যনূতনমাহাত্ম্য-দর্শিন্ চৈতন্যবল্লভ ॥ নমঃ ॥

ইহার অব্যবহিত পরেই[২] শ্রীক্ষেত্রবিহারী শ্রীগৌরহরিকে তন্নিজজন শ্রীল সনাতন স্তব করিতেছেন,—

শ্রীমচ্চৈতন্যদেব ত্বাং বন্দে গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
শচীনন্দন মাং ত্রাহি যতিচূড়ামণে প্রভো ॥
আজানুবাহো স্মেরাস্য **নীলাচলবিভূষণ**।
জগৎ-প্রবর্তিত-স্বাদুভগবন্নামকীর্তন ॥
অদ্বৈতাচার্য-সংশ্লাঘিন্ সার্বভৌমাভিনন্দক।
রামানন্দ-কৃতপ্রীত সর্ববৈষ্ণববান্ধব ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-প্রেমামৃত-মহাম্বুধে।
নমস্তে দীনদীনং মাং কদাচিৎ কিং স্মরিষ্যসি ? নমঃ ॥

১। ১০৩ সংখ্যা; ২। ১০৪ সংখ্যা

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে১ (২।১।১৫৯-৬৩, ১৬৭) লিখিয়াছেন,—নীলাচলে লবণসমুদ্রের তীরে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে দারুব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীজগন্নাথ বিরাজমান্ আছেন। তিনি মহাবিভূতিমান্। স্বয়ং উৎকলরাজ্য পালন এবং সর্বদা সেবকবৎসলরূপে নিজমাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া তিনি তথায় অধিষ্ঠিত আছেন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁহার অন্ন রন্ধন করেন এবং করুণাময় প্রভু তাহা ভোজন করিয়া নিজ ভক্তগণকে বিতরণ করেন। তাহাতেই ভক্তগণ ঐ দেবদুর্লভ অন্ন লাভ করিতে পারেন। প্রভুর সেই প্রসাদান্নের নাম 'মহাপ্রসাদ'। তাহা যে-কেহ স্পর্শ করিলে বা যে-কোন স্থানে নীত হইলেও সকলেই অবিচারে ভোজন করিতে পারেন। অহো! শ্রীজগন্নাথদেব বা তদন্ন মহাপ্রসাদের মহিমা দূরে থাকুক, সেই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এইরূপ যে, তথায় গর্দভও চতুর্ভুজরূপে দৃষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ-মাত্র কাহারও আর পুনর্জন্ম

১। দারুব্রহ্ম জগন্নাথো ভগবান্ পুরুষোত্তমে।
ক্ষেত্রে নীলাচলে ক্ষারার্ণবতীরে বিরাজতে॥
মহাবিভূতিমান্ রাজ্যমৌৎকলং পালয়ন্ স্বয়ম্।
ব্যঞ্জয়ন্ নিজমাহাত্ম্যং সদা সেবকবৎসলঃ॥
তস্যান্নং পাচিতং লক্ষ্ম্যা স্বয়ং ভুক্ত্বা দয়ালুনা।
দত্তং তেন স্বভক্তেভ্যো লভ্যতে দেবদুর্লভম্॥
মহাপ্রসাদ-সংজ্ঞঞ্চ তৎ পৃষ্টং যেন কেনচিৎ।
যত্র কুত্রাপি বা নীতমবিচারেণ ভুজ্যতে॥
অহো তৎক্ষেত্রমাহাত্ম্যং গর্দভোঽপি চতুর্ভুজঃ।
যত্র প্রবেশমাত্রেণ ন কস্যাপি পুনর্ভবঃ॥

* * *

দূরাদদর্শি পুরুষোত্তম-বক্ত্র চন্দ্রো, ভ্রাজদ্বিশালনয়নো মণিপুণ্ড্র ভালঃ।
স্নিগ্ধাভ্রকান্তিররুণাধরদীপ্তিরম্যো-,ঽশেষপ্রসাদবিকসৎস্মিতচন্দ্রিকাঢ্যঃ॥

হয় না। সেই প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষকে এই চক্ষুর্দ্বারাই দর্শন করিলে জন্ম সফল হয়। শ্রীপুরুষোত্তমদেবের শ্রীমুখচন্দ্রে বিশাল নয়নযুগল শোভা পাইতেছে, ললাটফলকে মণিময় তিলক বিরাজিত, শ্রীঅঙ্গকান্তি নবীন-নীরদ-সদৃশ, অরুণাধরের দীপ্তি শ্রীমুখমণ্ডলের রমণীয়তা-ব্যঞ্জক, মন্দহাস্য-রূপ চন্দ্রিকা উক্ত রমণীয় মুখমণ্ডলকে অধিকতর রমণীয়রূপে প্রকট করিয়া আপামর সাধারণ সকল লোকের প্রতি মহাপ্রভুর প্রসাদ বিতরণ করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস লিখিয়াছেন[১],—

মহানন্দে সর্বলোক 'জয় জয়' বলে।
আইলা **সচল-জগন্নাথ** নীলাচলে॥
আপনে শ্রীজগন্নাথ ন্যাসিরূপ ধরি'।
নিজে সংকীর্তন-ক্রীড়া করে' অবতরি'॥

শ্রীক্ষেত্রের আকার শঙ্খসদৃশ হওয়ায় ইহাকে 'শঙ্খক্ষেত্র' বলে। ইহা 'দশাবতার-ক্ষেত্র' নামেও কথিত। যেহেতু এই স্থানই সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের মূলায়তন; ভগবান্ এই স্থানেই বিভিন্ন অবতার প্রকট করিয়া কার্য-বশতঃ অন্যত্র গমন করেন এবং পৃথিবী-সম্বন্ধে কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিয়া পুনরায় এই স্থানেই অবস্থিত থাকেন। শ্রীমৎস্যাদি দশাবতারের দর্শনাদি করিলে যে ফললাভ হয়, মানব কেবল শ্রীপুরুষোত্তম ধাম-দর্শনেই সেই ফল লাভ করেন।[২] শ্রীনীলমাধব-ভানুর উদয়াচল অথবা নীলপর্বতের উপরে বড় দেউল নির্মিত হওয়ায় শ্রীজগন্নাথ 'নীলগিরিবাসী' ও ঐ-স্থান 'নীলাচল' বা 'নীলাদ্রি' নামে খ্যাত

১। চৈ ভা অ ৫।১২৬, ১৩৫

২। উৎকলখণ্ড ৫৫।১২-১৪

হইয়াছেন। মাদলা-পঞ্জিকায়[১] উক্ত হইয়াছে যে, জম্বুদ্বীপে ভারত-খণ্ডের উত্তরদেশে দক্ষিণমহোদধির উত্তর তীরে শ্রীপুরুষোত্তম-বৈকুণ্ঠে দশ-যোজন-মধ্যে দক্ষিণাবর্ত-শঙ্খের পঞ্চক্রোশব্যাপী নাভিমণ্ডলস্থ[২] নীলকন্দর-পর্বতে গদাচক্রশঙ্খপদ্ম-কর নীলমণিগঠিত নীলমাধব-মূর্তি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। লীলা-পুরুষোত্তম এইস্থানে অর্চাবতাররূপে নিত্য অধিষ্ঠিত। তাঁহার নামানুসারে এই ক্ষেত্র—'শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম'; ত্রিজগতের নাথ শ্রীবিষ্ণুর ধাম বা 'পুর' বলিয়া এই স্থান 'শ্রীজগন্নাথ' বা 'পুরী' নামে খ্যাত হইয়াছে।

শ্রীক্ষেত্র—ভৌমবৈকুণ্ঠ। শ্রীভগবান্ কখনও বিভিন্ন-মূর্তিতে নিজ-পরিকর ও ধামসহ অবতীর্ণ হন, কখনও বা নিত্য-অর্চাবতার স্ব-স্ব ধামসহ জগতে প্রকটিত করিয়া তথায় নিত্য অধিষ্ঠিত থাকেন।

যদ্যপি পরব্যোম সভাকার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কা'রো কাঁহো সন্নিধান ॥
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম—'জগন্নাথ' নাম ॥
প্রয়াগে 'মাধব', মন্দারে 'শ্রীমধুসূদন'।
আনন্দারণ্যে 'বাসুদেব', 'পদ্মনাভ', 'জনার্দন' ॥
বিষ্ণুকাঞ্চীতে 'বিষ্ণু' রহে, 'হরি' মায়াপুরে।
ঐছে আর নানা-মূর্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে ॥

১। **মাদলা-পঞ্জিকা**—উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস-স্বরূপ মাদলা-পঞ্জিকা লম্বা-লম্বিভাবে তালপত্রে লিখিত হইয়া মর্দলাকারে বদ্ধ থাকায় ইহার নাম 'মাদলা-পাঞ্জী' হইয়াছে। ইহাতে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের ও উড়িষ্যার নৃপতিগণের ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। —মঃ মঃ সদাশিব মিশ্র।

২। দক্ষিণাবর্ত-শঙ্খাকার শ্রীক্ষেত্রের নাভিমণ্ডলে শ্রীনীলমাধবের উদয়াচল—পঞ্চক্রোশব্যাপি ক্ষেত্র।

এইমত ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সভার পরকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে যাঁহার বিলাস॥
সর্বত্র প্রকাশ তাঁ'র—ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম নাশি' ধর্ম স্থাপিতে॥ *

অপ্রাকৃত অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের আবির্ভাব কোন জড়ীয় কাল, জড়ীয় স্থান বা জড়ীয় পাত্রের অন্তর্গত হইতে পারে না। বেদ তাঁহাকে 'অবিচিন্ত্যতত্ত্ব' বলিয়াছেন। ইহা বুঝিতে না পারিয়া আধ্যক্ষিক, প্রত্নতাত্ত্বিক বা গবেষকগণ অনাদি বস্তুর আদি, ঐতিহ্যের অতীত অপ্রমেয় পরব্রহ্মের ইতিহাস ও ব্যভিচারী প্রমাণসমূহ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দিশাহারা হইয়া পড়েন এবং নানাপ্রকার অনুমান ও কল্পনার আশ্রয়ে স্বয়ং বঞ্চিত হ'ন এবং অপরকে বঞ্চিত বা বিপথগামী করেন। অনাদি বস্তুর আদি অনুসন্ধান ও অপ্রাকৃতের প্রাকৃত ইতিহাস নির্ণয় করিবার কৌতূহলরূপ বিপ্রলিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌত-প্রমাণ আশ্রয় করিবার জন্যই বেদ পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শাস্ত্রমূর্তি মহতের নিকট হইতে শ্রৌত-উপদেশ শ্রবণ করিতে হয়। এই পদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কৌতূহলকাম-পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

---

* চৈ চ ম ২০।২১২, ২১৫-১৯

দ্বিতীয় বৈভব

শ্রীনীলমাধব

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রাকট্য-সম্বন্ধে কিংবদন্তী ও শাস্ত্রীয়-উক্তি, উভয়বিধ বিবরণ পাওয়া যায়। উৎকল ভাষায় রচিত 'দেউল-তোলা' (মন্দির-নির্মাণ) নামক উড়িষ্যায় বহুল প্রচারিত (গ্রন্থের তারিখ অনির্ধারিত) একটি কবিতা-পুস্তক হইতে শ্রীজগন্নাথের প্রাকট্যের ইতিহাস প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীব্রহ্মার প্রথম পরার্ধে শ্রীচতুর্ব্যূহ-ভগবান্ শ্রীনীলমাধব-মূর্তিরূপে শঙ্খক্ষেত্র-নীলাচলে পতিত-নীচকে কৃপাবিতরণার্থ অবতীর্ণ হ'ন। দ্বিতীয় পরার্ধে মনু-সন্ধি একযুগ গত হইলে সত্যযুগ আরম্ভ হয়। সেই সময় শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন নামে সূর্যবংশীয় এক পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা মালবদেশের অবন্তীনগরীতে রাজত্ব করিতেন। তিনি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ভগবৎ-প্রেরিত কোন এক বৈষ্ণব তখন শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে শ্রীনীলমাধবের কথা জ্ঞাপন করিলেন। রাজা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ব্রাহ্মণকে শ্রীনীলমাধবের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। সকলেই বিফল মনোরথ হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। একমাত্র রাজপুরোহিত শ্রীবিদ্যাপতি বহুস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে 'শবর'-নামক একটি অনার্য জাতির দেশে উপস্থিত হইলেন। সেই শবর-পল্লীতে উপনীত হইয়া তিনি 'বিশ্বাবসু' নামক এক শবরের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তথায় গৃহস্বামীর 'ললিতা'-নাম্নী একটি কুমারী কন্যাকে একাকিনী দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ পরে গৃহস্বামী শবর গৃহে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক সেই ব্রাহ্মণ

অতিথির সেবা করিবার জন্য কন্যাকে আদেশ করিলেন। তৎপরে শবরের বিশেষ অনুরোধে বিদ্যাপতি তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

বিদ্যাপতি দেখিতে পাইলেন, উক্ত শবর প্রত্যহ রাত্রিতে বাহিরে চলিয়া যান এবং তৎপরদিবস মধ্যাহ্নে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন; তখন শবরের শরীরে কর্পূর, কস্তুরী, চন্দনাদির গন্ধ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি তাঁহার পত্নী ললিতাসুন্দরীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ললিতা জানাইলেন যে, তাঁহার পিতা প্রত্যহ শ্রীনীলমাধবের পূজার্থ অন্যত্র গমন করেন।

এতদিন পরে শ্রীনীলমাধবের সন্ধান পাইয়া বিদ্যাপতির আনন্দের সীমা থাকিল না। শবরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াই ললিতা পতিকে শ্রীনীলমাধবের কথা জানাইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি শ্রীনীলমাধবের দর্শন-প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে একদিন কন্যার বিশেষ প্রার্থনায় বিশ্বাবসু বিদ্যাপতির চক্ষু বন্ধন করিয়া তাঁহাকে শ্রীনীলমাধবের দর্শনার্থ লইয়া গেলেন। বিশ্বাবসুর কন্যা স্বামীর বস্ত্রাঞ্চলে কতকগুলি সর্ষপ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি পথে ঐগুলি নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। যখন বিদ্যাপতি শ্রীনীলমাধবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন শবর বিদ্যাপতির চক্ষুর বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিলেন। বিদ্যাপতি শ্রীনীলমাধবের অপূর্ব-শ্রীমূর্তি দর্শনপূর্বক আনন্দে নৃত্য ও স্তব করিতে লাগিলেন। শবর বিদ্যাপতিকে শ্রীনীলমাধবের নিকট রাখিয়া কন্দ-মূল ও বনপুষ্পাদি পূজোপকরণ আহরণার্থ অন্যত্র গমন করিলেন। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ দেখিলেন, একটি ঘুমন্ত কাক নিকটস্থ একটি কুণ্ডে পতিত হইবামাত্র প্রাণ ত্যাগ করিল এবং চতুর্ভুজ-মূর্তি ধারণপূর্বক (সারূপ্য লাভ করিয়া) বৈকুণ্ঠে গমন করিল। ইহা দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণও সেই বৃক্ষে আরোহণ-

পূর্বক উক্ত কুণ্ডে পতিত হইয়া প্রাণ-বিসর্জনের চেষ্টা করিলেন। এমন সময় এইরূপ একটি আকাশবাণী হইল,—"হে ব্রাহ্মণ! তুমি যে শ্রীনীলমাধবের দর্শন পাইয়াছ, তাহা সর্বপ্রথমে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজকে জ্ঞাপন কর।"

শবর বনফুল ও কন্দ-মূল আহরণ করিয়া শ্রীনীলমাধবের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন ; তখন শ্রীনীলমাধব শবরকে বলিলেন,—"আমি এতদিন তোমার প্রদত্ত বনফুল ও বনফল গ্রহণ করিয়াছি, এখন আমার ভক্ত শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের প্রদত্ত রাজসেবা-গ্রহণের অভিলাষ হইয়াছে।"

শ্রীনীলমাধবের পূজা হইতে বঞ্চিত হইবেন—ভাবিয়া শবর নিজ জামাতা বিদ্যাপতিকে স্বগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন ; পরে দুহিতার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিলেন। ব্রাহ্মণ তখন শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীনীলমাধবের আবিষ্কারবার্তা জ্ঞাপন করিলেন। রাজা মহানন্দে বহু লোকজন লইয়া শ্রীনীলমাধবকে আনয়ন করিবার জন্য অভিযান করিলেন। বিদ্যাপতির নিক্ষিপ্ত সর্ষপ হইতে উৎপন্ন উদ্ভিদ্‌গুলি তাঁহাদের পথপ্রদর্শক হইল কিন্তু শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন তথায় শ্রীনীলমাধব বিগ্রহ দেখিতে না পাইয়া সৈন্যসামন্তদ্বারা শবরপল্লী অবরোধ ও শবরকে বন্দী করিলেন। তখন রাজার প্রতি আকাশ-বাণী হইল,—"শবরকে ছাড়িয়া দাও। নীলাদ্রির উপর একটি মন্দির নির্মাণ কর ; তথায় দারুব্রহ্মরূপে আমার দর্শন পাইবে, নীলমাধব-মূর্তিতে তুমি দর্শন পাইবে না।"

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন প্রস্তরের দ্বারা শ্রীমন্দির নির্মাণার্থ 'বউলমালা' নামক স্থান হইতে প্রস্তর আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়া তথা হইতে নীলকন্দর পর্যন্ত একটি পথ নির্মাণ করিলেন। ঐ পথে প্রস্তর আনয়ন করাইয়া

শঙ্খনাভিমণ্ডলে একটি মন্দির নির্মাণ করাইলেন এবং 'রামকৃষ্ণপুর' নামক একটি গ্রাম স্থাপন করিলেন। শ্রীমন্দির মাটির নীচে ৬০ হাত ও মাটির উপরে ১২০ হাত উচ্চ করা হইল। মন্দিরের উপর একটি কলস ও তাহার উপর একটি চক্র স্থাপিত হইল এবং মন্দিরকে সুবর্ণমণ্ডিত করা হইল। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীব্রহ্মার দ্বারা শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার অভিলাষ করিয়া ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার অপেক্ষায় বহুকাল যাপন করিলেন। এই সময়ের মধ্যে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের নির্মিত মন্দির সমুদ্রের বালুকাদ্বারা আবৃত হইয়া গেল। ইতোমধ্যে 'সুরদেব', তৎপরে 'গালমাধব' প্রভৃতি কয়েকজন রাজা তথায় রাজত্ব করিলেন। গালমাধব বালুকাভ্যন্তর হইতে মন্দিরটি উদ্ধার করিলেন। এদিকে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার নিকট হইতে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া উক্ত মন্দিরটি তাঁহার রচিত বলিয়া দাবী করায় গালমাধব ঐ মন্দির নিজকৃত বলিয়া জানাইলেন। কিন্তু মন্দিরের নিকটবর্তী কল্পবটস্থিত 'ভুষণ্ডি' কাক—যিনি যুগযুগান্তর ধরিয়া শ্রীরামনাম কীর্তন করিতে করিতে তথায় সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন, তিনি জানাইলেন যে, ঐ মন্দিরটি শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ নির্মাণ করাইয়াছেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে উহা বালুকায় প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছিল, গালমাধব রাজা তাহা উদ্ধার করিয়াছেন। গালমাধব সত্যের অপলাপ করায় ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরের পশ্চিমে, শ্রীমন্দিরের বহির্দেশে ব্রহ্মার নির্দেশানুসারে অবস্থান করিলেন। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীব্রহ্মাকে এই পরম-মুক্তিদায়ক ক্ষেত্র ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীব্রহ্মা বলিলেন,—"শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিদ্বারা প্রকাশিত এই শ্রীক্ষেত্র ও স্বপ্রকাশ শ্রীভগবান্‌কে প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। শ্রীজগন্নাথ ও তাঁহার শ্রীধাম এই প্রপঞ্চে তদীয় কৃপায় নিত্য অবস্থিত;

তবে আমি এই শ্রীমন্দিরের চূড়ায় একটি ধ্বজা বন্ধন করিয়া দিতেছি; যাঁহারা দূর হইতে এই ধ্বজা দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন, তাঁহারা অনায়াসে মুক্তি লাভ করিবেন।"



তৃতীয় বৈভব

শ্রীদারুব্রহ্ম

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীনীলমাধবের দর্শন না পাইয়া অনশনব্রত অবলম্বনপূর্বক প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া কুশ-শয্যায় শয়ন করিলেন। তখন শ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নে তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি চিন্তা করিও না, সমুদ্রের 'বাঙ্কিমুহান' নামক স্থানে[১] দারুব্রহ্মরূপে ভাসিতে ভাসিতে আমি উপস্থিত হইব।" রাজা সৈন্যসামন্ত-সহ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাঙ্কিত শ্রীদারুব্রহ্মকে দর্শন করিলেন। রাজা বহু বলবান্ লোক, হস্তি-প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়াও সেই দারুব্রহ্মকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। তখন শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নে জানাইলেন—"আমার পূর্ব সেবক বিশ্বাবসু—যিনি আমার শ্রীনীলমাধব-স্বরূপের পূজা করিতেন, তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর এবং একটি সুবর্ণ রথ দারুব্রহ্মের সম্মুখে স্থাপন কর।"

রাজা সেই স্বপ্নাদেশানুসারে কার্য আরম্ভ করিলেন। বসু-শবর আসিয়া শ্রীদারুব্রহ্মের একপার্শ্ব ও বিদ্যাপতি-ব্রাহ্মণ অপর পার্শ্ব ধারণ করিলেন। তখন চতুর্দিকে সকলে হরিসংকীর্তন করিতে লাগিলেন।

১। এইস্থান 'চক্রতীর্থে'র সন্নিকটে অবস্থিত।

রাজা শ্রীদারুব্রহ্মের শ্রীচরণ ধারণপূর্বক রথে আরোহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীদারুব্রহ্ম রথে আরোহণ করিলে রাজা তাঁহাকে নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া আসিলেন। তথায় শ্রীব্রহ্মা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; শ্রীনৃসিংহদেব যজ্ঞবেদীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। কথিত হয় যে, যে-স্থানে শ্রীমন্দির বর্তমান, সেইস্থানে ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মুক্তিমণ্ডপের সংলগ্ন পশ্চিমদিকে যে নৃসিংহদেব বিরাজমান আছেন, তিনিই উক্ত 'আদি নৃসিংহদেব'।

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীদারুব্রহ্মকে শ্রীমূর্তিরূপে প্রকট করিবার জন্য বহু দক্ষ শিল্পীকে আহ্বান করিলেন; কিন্তু তাহারা কেহই দারুব্রহ্ম স্পর্শই করিতে পারিল না, তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র সমস্তই খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হইয়া গেল। অবশেষে স্বয়ং ভগবান্ 'অনন্ত-মহারাণা' নামে আত্ম-পরিচয় প্রদানপূর্বক একটি বৃদ্ধশিল্পীর ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া ২১ দিনের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করিবেন,—এইরূপ প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। এদিকে যে-সকল কারিগর রাজার আহ্বানে আগমন করিয়াছিলেন, উক্ত বৃদ্ধ সূত্রধরের উপদেশানুসারে রাজা তাঁহাদের দ্বারা তিনটি রথ প্রস্তুত করাইলেন। সেই বৃদ্ধ কারিগর দারুব্রহ্মকে শ্রীমন্দিরের ভিতরে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া একাকী অবস্থান করিবেন এবং ২১ দিনের পূর্বে কিছুতেই রাজা দ্বার উন্মোচন করিতে পারিবেন না,—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইলেন; কিন্তু দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইবার পর কারিগরের অস্ত্র-শস্ত্রাদির কোন প্রকার শব্দ না পাইয়া রাজা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ-সত্ত্বেও রাজা রাজ্ঞীর পরামর্শানুসারে বলপূর্বক স্বহস্তে শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন; তথায় বৃদ্ধ কারিগরকে দেখিতে পাইলেন না, কেবল দেখিলেন—দারুব্রহ্ম তিনটি শ্রীমূর্তিরূপে

প্রকটিত রহিয়াছেন। আরও সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শ্রীমূর্তির শ্রীহস্তের অঙ্গুলিসমূহ ও শ্রীপাদপদ্ম প্রকাশিত হ'ন নাই। বিচক্ষণ মন্ত্রী জ্ঞাপন করিলেন,—উক্ত বৃদ্ধ কারিগর আর কেহই নহেন, তিনি স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ; রাজা নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এক সপ্তাহকাল পূর্বে শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করায় শ্রীজগন্নাথ আপনাকে ঐভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। রাজা তখন নিজেকে অত্যন্ত অপরাধি-জ্ঞানে প্রাণ ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিলে অর্ধরাত্রে শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া বলিলেন,— "আমি এইরূপ দারুব্রহ্ম আকারেই 'শ্রীপুরুষোত্তম' নামে শ্রীনীলাচলে নিত্য অধিষ্ঠিত আছি। এই প্রপঞ্চে আমি আমার শ্রীধামের সহিত চব্বিশটি অর্চাবতাররূপে অবতীর্ণ হই। 'আমি প্রাকৃত হস্ত-পদাদিরহিত হইয়াও অপ্রাকৃত হস্ত-পদাদির দ্বারা ভক্তের প্রদত্ত সেবোপকরণ গ্রহণ করি এবং ভুবনমঙ্গলার্থ বিচরণ করি'—বেদের[১] এই নিত্য-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য ও তুমি যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছ, তৎপ্রসঙ্গে একটি লীলামাধুরী প্রকট করিবার জন্য আমি এই মূর্তিতে প্রকটিত হইয়াছি। 'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনে' আমার মাধুর্যরসলুব্ধ ভক্তগণ আমাকে 'শ্রীশ্যামসুন্দর-মুরলীবদন'রূপে দর্শন করেন। আমার ঐশ্বর্যময়ী সেবায় যদি তোমার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তুমি স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত হস্তপদাদির দ্বারা আমাকে কখন কখন ভূষিত করিতে পার; কিন্তু জানিও—আমার শ্রীঅঙ্গ যাবতীয় ভূষণের ভূষণ-স্বরূপ।"

রাজা স্বপ্নযোগে শ্রীজগন্নাথদেবের এই বাণী শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন এবং প্রার্থনা জানাইলেন,—"যে বৃদ্ধ কারিগর এই শ্রীমূর্তি প্রকট করিয়াছেন, তাঁহার বংশধরগণ যেন যুগে যুগে জীবিত থাকিয়া তিনটি

১। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।১৯

রথ-নির্মাণকার্যে ব্যাপৃত থাকেন।" শ্রীজগন্নাথদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তাহাই হইবে।" তৎপরে শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে আরও বলিলেন,—"যে বিশ্বাবসু নীলমাধবরূপী আমার সেবা করিতেন, তাঁহার বংশধরগণ যুগে যুগে আমার 'দয়িতা'-সেবক নামে পরিচিত থাকিয়া সেবা করিবেন। বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণপত্নী-গর্ভজাত বংশধরগণ আমার অর্চক হইবেন ; আর বিদ্যাপতির শবরীর গর্ভজাত সন্তানগণ আমার ভোগরন্ধনকার্য করিবেন। তাঁহারা 'সূয়ার' (সূপকার) নামে খ্যাত হইবেন।"

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীজগন্নাথদেবকে বলিলেন,—"আমাকে একটি বর দান করিতে হইবে। প্রত্যহ একপ্রহর অর্থাৎ তিনঘণ্টা মাত্র আপনার শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকিবে ; আর জগদ্বাসী সকলের দর্শনের জন্য অবশিষ্ট সময় আপনার শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। সারাদিন আপনার ভোজন চলিবে, আপনার হস্তপল্লব কখনও শুষ্ক হইবে না।" শ্রীজগন্নাথদেব "তথাস্তু" বলিয়া সম্মত হইলেন এবং বলিলেন,—"এখন তোমার নিজের জন্য কিছু বর প্রার্থনা কর।" তখন রাজা বলিলেন,—"যাহাতে কোনও ব্যক্তি আপনার শ্রীমন্দিরকে নিজ সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিতে না পারে, তজ্জন্য আমি নির্বংশ হইতে চাই, আমাকে সেই বর দান করুন।" শ্রীজগন্নাথদেব "তথাস্তু" বলিয়া রাজাকে এই বরও প্রদান করিলেন।

শাস্ত্রীয় বিবরণ

অথর্ববেদ, শ্রীব্রহ্মপুরাণ, শ্রীনারদপুরাণ, শ্রীস্কন্দপুরাণ (উৎকলখণ্ড), শ্রীকূর্মপুরাণ, শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীভবিষ্যপুরাণীয় শ্রীপুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য, শ্রীনীলাদ্রিমহোদয়, শ্রীবিষ্ণুরহস্য প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য ও বিবরণাদি দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীমৎস্যপুরাণ,

শ্রীবরাহপুরাণ ও শ্রীপ্রভাসখণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীনারদপুরাণে (উ খ ৫২।১২) শ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনারায়ণ বলিতেছেন[১],—পুরুষোত্তম নামে যে ত্রিলোক-দুর্লভ মহাতীর্থ আছে, তথায় স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক নির্মিত কেশব-অর্চা-অধিষ্ঠিত আছেন। সেই শ্রীমূর্তি দর্শন করিলে মানব অনায়াসে আমার স্থানে আসিতে পারে।

সত্যযুগে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা বিষ্ণুর অর্চন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান ও প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন। প্রাসাদে কি শ্রীমূর্তি স্থাপন করিবেন, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইলে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সাগর-কূলে গমন করিলেন এবং তথায় একটি অদৃষ্টপূর্ব মহাবৃক্ষ এবং তৎসঙ্গেসঙ্গেই ব্রাহ্মণরূপধারী স্বয়ং বিষ্ণুকে বিশ্বকর্মার সহিত দেখিতে পাইলেন। স্বয়ং ভগবানের অভীষ্টানুসারে বিশ্বকর্মা সেই দারু হইতে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা এই ত্রিমূর্তির প্রাকট্য বিধান করিলেন। সঙ্কীর্তন-মহোৎসবের সহিত সেই মূর্তিত্রয় প্রতিষ্ঠিত হইল।*

শ্রীস্কন্দপুরাণীয় উৎকলখণ্ডের (১-১৯ অধ্যায়) বিবরণ এইরূপ,—চরাচর সৃষ্টির পর শ্রীব্রহ্মা জীবের ত্রিতাপ-মুক্তির উপায় চিন্তা করিয়া শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে শ্রীভগবান্ পৃথিবীর মধ্যে গোপনীয় ও সুদুর্লভ সিন্ধুতটস্থ নীলপর্বতান্তর্গত পুরুষোত্তমক্ষেত্রে তাঁহার নিত্যাবস্থিতি এবং তথায় তাঁহার দর্শনফলেই জীবের পরমমুক্তির কথা জ্ঞাপন করিলেন। নীলাচলের রোহিণীকুণ্ডে একটি কাক স্নান ও তাহার জল পান করিয়া

১। প্রতিমাং তত্র তাং দৃষ্ট্বা স্বয়ং দেবেন নির্মিতাম্।
অনায়াসেন বৈ যান্তি ভবনং মে ততো নরাঃ॥

*না পু. উ খ ৫৪।২২।৬৫

শ্রীভগবদ্দর্শনমাত্রেই সারূপ্য ও পার্ষদগতি লাভ করিল দেখিয়া ব্রহ্মা চমৎকৃত হইলেন। ধর্মরাজ যমও এই সংবাদ পাইয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে শ্রীলক্ষ্মীদেবী কৃপাপূর্বক জানাইলেন যে, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে দেহত্যাগকারী জীব যমের অধিকার-বহির্ভূত। পরার্ধকাল পর্যন্ত শ্রীলক্ষ্মীসহ শ্রীনীলমাধব তথায় নীলকান্তমণিময়ী শ্রীমূর্তিতে প্রকট থাকিয়া দ্বিতীয় পরার্ধের প্রারম্ভে শ্বেতবরাহকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার পঞ্চমাধস্তন ইন্দ্রদ্যুম্নের আগমনের পূর্বেই অন্তর্হিত হইবেন। যথাকালে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন অবন্তীনগরীতে আবির্ভূত হইয়া এই চর্মচক্ষেই পৃথিবীর কোথায় ভগবদ্দর্শন-লাভ ঘটে এইরূপ চিন্তান্বিত হইলে কোন তৈর্থিক ব্রাহ্মণের নিকট শ্রীক্ষেত্রস্থ শ্রীনীলমাধব-মূর্তির কথা জানিতে পারিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন-কর্তৃক প্রেরিত তৎপুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতি অনুসন্ধান করিতে করিতে নীলগিরির পশ্চাতে শবরদ্বীপে বিশ্বাবসু-নামক নীলমাধবের অর্চকের সন্ধান পাইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে—নীলাচল ও শ্রীনীলমাধব বালুকাস্তূপের দ্বারা আবৃত হইয়াছেন, এইরূপ সংবাদ পাইলেন। পরে শ্রীনারদের উপদেশ-অনুসারে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীনীলকণ্ঠ-মহাদেবের সন্নিধানে সর্ববিঘ্নবিনাশী শ্রীআদি-নৃসিংহদেবকে বিশ্বকর্মানির্মিত পশ্চিমমুখী মন্দিরে স্থাপন করিলেন। তাঁহার সম্মুখে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ-দ্বারা শ্রীগদাধরকে সন্তুষ্ট করিলে মহাসাগরের তীরে শঙ্খচক্রাদি-চিহ্নিত এক অলৌকিক দারুর আবির্ভাব-বার্তা শুনিতে পাইলেন। শ্বেতদ্বীপস্থ বিষ্ণুরই অঙ্গস্খলিত রোম দারুরূপ ধারণ করিয়াছেন এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বপ্ন-দৃষ্ট শ্রীভগবন্মূর্তি ঐ দারুতে প্রকটিত হইবেন, স্বপ্নযোগে পূর্বেই ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। নারদের আদেশে ইন্দ্রদ্যুম্ন সঙ্কীর্তনোৎসবমুখে দারুরূপী বিষ্ণুকে মহাবেদীতে স্থাপনপূর্বক পূজা করিলেন। তিনি দৈববাণী

দ্বারা আদিষ্ট হইলেন যে, পঞ্চদশ দিবস বেদীগৃহ আবৃত রাখিয়া সমাগত এক বৃদ্ধ সূত্রধরকে ঐ গৃহে একাকী প্রবেশ করাইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। তদনুসারে ইন্দ্রদ্যুম্ন নির্দিষ্টকাল-অন্তে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা তিথিতে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া রত্নসিংহাসনে গদা-মুষল-চক্র-পদ্ম-কর শ্রীবলরাম, বরাভয়পদ্মধারিণী শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীসুদর্শনের সহিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কর শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন পাইলেন।

উৎকলখণ্ড ও কপিলসংহিতার বর্ণনা প্রায় একই রূপ। শ্রীনীলাদ্রি-মহোদয়ে[১] (৪র্থ খণ্ড) শ্রীজগন্নাথদেবের আবির্ভাব-সম্বন্ধে অন্যপ্রকার বিবরণ দৃষ্ট হয়; কিন্তু মূল বিষয়-বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। শ্রীনীলাদ্রি-মহোদয়ে উক্ত হইয়াছে যে পঞ্চদশ দিন উপস্থিত হইলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীজনার্দন, শ্রীবলদেব, ভদ্রা, সুদর্শন, বিশ্বধাত্রী, লক্ষ্মী ও শ্রীমাধবের সহিত

১। দিনে পঞ্চদশে প্রাপ্তে তদা বিপ্রাঃ স্বয়ং বিভুঃ।
রত্নসিংহাসনে দিব্যে তাবদাবির্ভূব হ॥
বলেন ভদ্রয়া যুক্তস্তথা সহ-সুদর্শনঃ।
বিশ্বধাত্র্যা চ লক্ষ্ম্যা চ মাধবেন সমং তদা॥
সপ্তধাবির্ভবো দেবঃ স্বয়ং তত্র জনার্দনঃ।
জগদানন্দকন্দোঽভূৎ সমুত্তোল্য ভুজদ্বয়ম্॥
পদ্মাসনতয়া বিপ্রা গুপ্তবৎপাণিপঙ্কজঃ।
দারুব্রহ্মশরীরেণ প্রকাশোঽজনি ভূতলে॥
নীলজীমূতসঙ্কাশঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ।
শোণাধরধরঃ শ্রীমান্ ভক্তানামভয়ঙ্করঃ॥
বলভদ্রস্তথা সপ্তফণাবিকটমস্তকঃ।
কুন্দেন্দুশঙ্খধবলঃ প্রকাশোঽম্বুজলোচনঃ॥
গুপ্তপাদকরাম্ভোজ-সমুত্তোলিতসদ্ভুজঃ।
ভক্তানামবনায়ৈব তথা ভদ্রাপি-ভদ্রদা॥

দিব্যরত্নসিংহাসনে সপ্তধা আবির্ভূত হইলেন। শ্রীজগন্নাথের নীলমেঘের ন্যায় বর্ণ এবং পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত লোচন। পদ্মাসনে অধিষ্ঠিত থাকায় দুইটি করকমল গুপ্ত ও দুইটি উত্তোলিত ; শ্রীবলভদ্রের সপ্তফণা-বেষ্টিত মস্তক, বর্ণ কুন্দেন্দুশঙ্খ-ধবল, পদ্মলোচন, গুপ্তপাদ, দুইটি হস্ত গুপ্ত ও দুইটি উত্তোলিত। ভক্তগণের পোষণকারিণী শুভাননা সুভদ্রার শ্রীমূর্তিও ঐরূপ, তাঁহার করপদ্ম অধোলম্বিত ও বর্ণ কুঙ্কুমাভ। সুদর্শন স্তম্ভরূপী ও জিতেন্দ্রিয়। ভগবান্ মাধবের স্বরূপ হ্রস্বায়তন। সুহাস্যবদনা লক্ষ্মী চতুর্ভুজা, দুই হাতে বর ও অভয় এবং দুই হাতে দিব্য কমল, তিনি কমলাসনে উপবিষ্টা, চারিটি গজ ও শুণ্ডদ্বারা সুবর্ণ কলস ধরিয়া অমৃতদ্বারা তাঁহার অভিষেক করিতেছে। দেবী বিশ্বধাত্রীও পদ্মাসনে অবস্থিতা, তিনি দক্ষিণকরে জ্ঞানমুদ্রা ও বামকরে চারুকমল ধরিয়া আছেন তিনি প্রকাশা ও ধবলাকৃতি। পঞ্চদশ দিবস পরে সকলে

অধোলম্বিতহস্তাব্জা কুঙ্কুমাভা শুভাননা।
সুদর্শনঃ স্তম্ভরূপী বভূব বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
প্রভোঃ স্বরূপমভজন্মাধবো হ্রস্বরূপকঃ।
লক্ষ্মীশ্চতুর্ভুজা বিপ্রা বরাভয়ধরা সতী ॥
তথৈবাব্জযুগং দিব্যং ধারয়ন্তী স্মিতাননা।
চতুর্গজকরোৎক্ষিপ্ত-সুবর্ণকলসামৃতৈঃ ॥
কৃতাভিষেককমলা কমলাসনসংস্থিতা।
পদ্মাসনগতা দেবী বিশ্বধাত্রী তথা দ্বিজাঃ ॥
জ্ঞানমুদ্রাং করে দক্ষে বামে চ চারুপঙ্কজম্।
ধারয়ন্তী ধরাদেবী প্রকাশা ধবলাকৃতিঃ ॥
ততঃ পঞ্চদশস্যান্ত দিনস্যানন্তরে তদা।
এবং সপ্তবিধা বিষ্ণোর্দারুরূপধরস্য বৈ।
প্রকাশমূর্তয়ো বেত্তাং বর্ধকিশ্চ ন বিদ্যতে ॥

ভগবানের এইরূপ সাতটি দারুময়ী মূর্তি দেখিতে পাইলেন, কিন্তু সেই সূত্রধরকে কেহ আর দেখিতে পাইলেন না।

শ্রীপদ্মপুরাণে[১] এইরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়,—কাঞ্চীর রাজা রত্নগ্রীব বহুকাল রাজ্য ভোগ করিবার পর নির্বেদগ্রস্ত হন। তিনি স্বপ্নযোগে এক তাপসশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের দর্শন লাভ করেন। পরদিন রাজসভায় উপবিষ্ট হইলে ঠিক সেইরূপ এক ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হন। সেই ব্রাহ্মণের নিকট নীলপর্বতস্থ শ্রীপুরুষোত্তমধামের কথা জানিতে পারেন। ব্রাহ্মণ বলেন যে, শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদে ধনুর্ধারী ভীল্লগণও চতুর্ভুজাকার। একসময় তথায় পৃথু-নামক কোন এক ভীল্লবংশীয় বালক জম্বুফল-আহরণার্থ বৃক্ষের উপর উঠিয়া মণিময় ও স্বর্ণখচিত ভিত্তি-যুক্ত এক বিষ্ণুমন্দির দেখিতে পায়। বালক মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-শারঙ্গ-পদ্মধারী শ্রীহরির দর্শন লাভ করে। ভূমিতে পতিত ভগবন্নিবেদিত অন্নের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া বালক শ্রীভগবানের দর্শন করিবামাত্র চতুর্ভুজত্ব লাভ করে এবং তাঁহার নিকট এই অত্যাশ্চর্য সংবাদ শুনিয়া অন্যান্য ভীল্লগণও তথায় শ্রীহরির দর্শন ও মহাপ্রসাদান্ন গ্রহণ করিয়া চতুর্ভুজত্ব প্রাপ্ত হয়। ভীল্লবালক পৃথুই বিষ্ণুমন্দির আবিষ্কার করিয়া তাহা ভীল্লগণের গোচরে আনয়ন করিলে তাহারা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া উক্ত মন্দির উদ্ধার করে। অতএব শ্রীপদ্মপুরাণে জীর্ণ মন্দির-উদ্ধারের বিবরণ পাওয়া যায়।



১। পাতাল খণ্ড, ৯ম অধ্যায়।

চতুর্থ বৈভব

শ্রীজগন্নাথের সেবক রাজবৃন্দ

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ বহুকাল শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা করিবার পর স্বধামে গমন করেন। কলিযুগারম্ভের পর অনেক রাজা শ্রীজগন্নাথ দেবের পূজা করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ রাজবর্গের প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তি ও দ্রবিণাদিদ্বারা শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা-বৈভব ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতে লাগিল। 'মাদলা-পাঞ্জী'তে কোন্ রাজা, কি জন্য, কোথায় কি ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে সেই-সকল ভূ-সম্পত্তির নাম ও পরিমাণ উল্লেখ না করিয়া কেবল ভূ-সম্পত্তি-অর্পণকারী রাজবৃন্দের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

(১) চুড়ঙ্গদেব, (২) বিড়গঙ্গ, (৩) একজটা কামদেব, (৪) মদন মহাদেব, (৫) রাজরাজেশ্বরদেব, (৬) ছোট পুরুষোত্তমদেব, (৭) অনঙ্গভীমদেব, (৮) লাঙ্গুলা নরসিংহদেব, (৯) কবি নরসিংহ, (১০) মাতা বিরজাদেই, (১১) দ্বিতীয় ভানুদেব, (১২) দ্বিতীয় প্রতিভানু, (১৩) বীরবাসুদেব, (১৪) কপিলেন্দ্রদেব (১৪৩৫-৭০ খৃষ্টাব্দ), (১৫) শ্রীপুরুষোত্তমদেব (১৪৭০-৯৭ খৃষ্টাব্দ), (১৬) শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব (১৪৯৭-১৫৪১ খৃষ্টাব্দ)।

শ্রীঅনঙ্গভীমদেব শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া সর্বাপেক্ষা অধিক সেবা-বৈভব বিস্তার করিয়াছেন। তিনি সমস্ত শ্রীক্ষেত্রকে শ্রীবিষ্ণু ও তাঁহার পার্শ্বদেবতাগণের মন্দিরের দ্বারা বিভূষিত এবং তজ্জন্য বহু সম্পত্তি ও স্বর্ণভারাদি অর্পণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে যে শ্রীমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শ্রীঅনঙ্গভীমদেবের দ্বারাই প্রাচীন মন্দিরের

ভগ্নাবশেষের উপর নির্মিত হইয়াছিল। কথিত হয় যে, এই সুবৃহৎ শ্রীমন্দির শ্রীনীলকণ্ঠ রাজগুরু-মহাপাত্র পরমহংস বাজপেয়ীর অধ্যক্ষতায় পনর লক্ষ স্বর্ণ-মাঢ়ব্যয়ে [১ মাঢ়=অর্দ্ধ তোলা ?] নির্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ উক্ত সমগ্র মুদ্রার পরিমাণকে ৪০ হইতে ৫০ লক্ষ টাকা বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Hunter সাহেবের ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'History of Orissa Vol. I পুস্তকের ১০০—১০২ পৃষ্ঠায় এইরূপ উল্লেখ আছে,—

In the midst of his grandeur he (Ananga Bhima Deo) was struck down by a great calamity. He unhappily slew a Brahman and the rest of his life became one grand expiation of guilt. Tradition relates that he built sixty stone temples to the gods, bridged ten broad rivers, dug forty great wells and encased them with solid masonry, constructed one hundred and fifty two flights of stairs on the river-banks as bathing places and points of transit, founded four hundred and fifty colonies of Brahmans upon lands granted out of royal demesne and excavated one million of tanks to protect the crops of the husbandmen . To him Lord Jagannath appeared in a dream and commanded him to journey to the sands of Puri and there to call on his name ; so the king in the 12th year of his reign journeyed to Puri, and offered up his prayers. So the great temple of Jagannath was built, as it now stands. all the chiefs

and princes applauding the king's speech ; gold and jewels to the value of a million and a half measures of gold were set apart for the work, being estimated at half a million sterling in the money of our time. Fourteen years the artificers laboured and the temple was finished in 1198 A. D. *

শ্রীঅনঙ্গভীমদেব যে যে ভূমি শ্রীজগন্নাথের সেবার্থ অর্পণ করিয়াছিলেন এবং যে-সকল মঠাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'মাদলা-পাঞ্জী' অনুসারে নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির—৪ বাটি[১], মার্কণ্ডেশ্বর—১ বাটি, চক্রতীর্থ—৪ বাটি, যমেশ্বর—১০ মাণ ; শ্বেতমাধব, মৎস্যমাধব, শ্বেতগঙ্গাতীর্থ

---

* ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কটক হইতে প্রকাশিত Brij Kishore Ghosh প্রণীত 'History of Pooree' পুস্তকে (১০ পৃষ্ঠা) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারকার্য ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে করা হইয়াছিল, এইরূপ উল্লিখিত আছে। Mr. Fergusson ও তৎপ্রণীত 'History of Architecture' (II. p. 592) গ্রন্থে এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। 'Asiatic Researches' পত্রিকায় (Vol. XV. pp.163—338, Serampore, 1825) 'An Account, Geographical, Statistical and Historical of Orissa proper or Cuttack' এই প্রবন্ধের একস্থলে (২৬৯ পৃষ্ঠা) Mr A. Stirling শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-নির্মাণের সমাপ্তিকাল ১১৯৬ খৃষ্টাব্দ লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহা মুদ্রাকর-প্রমাদ, কারণ, উক্ত প্রবন্ধেরই অন্যত্র (৩১৫ পৃষ্ঠা) তিনি ১১৯৮ খৃষ্টাব্দ—এই তারিখ নির্ণয় করিয়াছেন। মহারাজ অনঙ্গভীমদেব তাঁহার অধীন সামন্তরাজ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণকে আহ্বান করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির নির্মাণ ও তাঁহার সেবাপরিচালনার সঙ্কল্প প্রকাশপূর্বক যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ Stirling-এর উক্ত প্রবন্ধে ২৭০—৭২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

১। বঙ্গদেশের প্রায় তিন বিঘায় উড়িষ্যায় এক মাণ বা একর (৪৩৫৬০ বর্গফুট) হয় এবং ২০ মাণে এক বাটি হয়।

—২ বাটি, উগ্রসেনমাধব ও রুক্মিণী-মাধব—২ মাণ, দক্ষিণ-কালিকা—২ মাণ, চামুণ্ডা—২ মাণ, মরীচিকা-দেবী—২ মাণ, সর্বমঙ্গলা—৫ মাণ, শ্রীগুণ্ডিচামন্দির—২ বাটি, বালি-নৃসিংহ—৫ মাণ ; নীলমাধব, নীলকণ্ঠেশ্বর ও ইন্দ্রদ্যুম্ন—২ বাটি ; আনন্দচণ্ডী—৫ মাণ ; সাহিস্থিত দেবদেবী—১০ মাণ ; ব্রহ্মপুর—১৩৬ বাটি, ৬ মাণ।

শ্রীঅনঙ্গভীমরাজ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের চতুর্দিকে বহু মঠ স্থাপিত করিয়া মঠের অধ্যক্ষগণকে শ্রীজগন্নাথদেবের বিভিন্ন-সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন—তাঁহার বিধানানুসারে মুদ্রাহস্ত বা মুদিরথ পশুপালক ব্রাহ্মণ-সেবকের সন্ধ্যা-পূজা ও স্নান-বিধি শিক্ষা দিবেন ; শ্রীক্ষেত্রের সমস্ত লোকের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া দণ্ড বিধান করিবেন। তিনি বিভিন্ন দেশের সন্ন্যাসিগণের দ্বারা শ্রীক্ষেত্রে মঠ স্থাপন করেন। আন্ধ্রমঠ—১২টি, মহারাষ্ট্র—৮টি, দ্রাবিড়—৬টি, কনোজ—৫টি, হেঙ্গুরা—৩টি, উৎকল—১৪টি, গৌড়ীয়া—৫টি, একদণ্ডী—৩টি, মানদণ্ডী—১৫টি ও ত্রিদণ্ডী—৭টি। প্রতিমঠকেই তিনি বাস্তভিটা ও টোটা (বাগান) প্রভৃতির জন্য এক মাণ করিয়া ভূমি দিয়াছিলেন। সমুদ্রের তীরে আরও ২টি মঠকে বাস্তভিটা, ডিহ (উচ্চ ভূমি) ও টোটার জন্য ১০ মাণ করিয়া ভূমি দিয়াছিলেন। শ্রীবলরামদেবের 'বার-অগ্নিশর্মা'-মঠের জন্য ১০ মাণ ভূমি দিয়াছিলেন। মন্দির-প্রতিষ্ঠাকারী আত্রেয়-গোত্র পুরারথ আচার্যকে স্বজন-কুটুম্বাদি লইয়া থাকিবার জন্য মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বে রথসাহি পল্লীতে ৪ বাটি ভূমি দিয়াছিলেন। উগ্রসেন-শবরের ৪ পুত্র, ৩ কন্যা ও কুটুম্বগণের বাসস্থানের জন্য দয়িতাপাড়া-সাহি—৬ বাটি ; পতিবংশগণকে একত্র থাকিবার জন্য ভিখারিপাড়া—৬ বাটি ; পানিছড়া-পাণ্ডাদিগের বাসস্থানের জন্য চুড়ঙ্গসাহি—৩ বাটি ; সিংহারী (শৃঙ্গারকারী), পশুপালক ও মহাজনগণকে দোলমণ্ডপসাহি,

বালিসাহি ও যমেশ্বরপুরসাহি—৩ বাটি; সোয়ার ও মহাসোয়ারকে মুহুলিসাহি—৩ বাটি; অন্যান্য সেবকগণকে বালিসাহী, কালিকাদেবী-সাহি, মাটি-মণ্ডপ ও চুড়ঙ্গসাহি—২০ বাটি; পড়িছা ও যাচকরণগণের থাকিবার জন্য—৩ বাটি; যবনের উপদ্রব হইতে রক্ষাকারী ব্যক্তি-গণের থাকিবার জন্য—২০ মাণ ভূমি; জলচল প্রজাগণের থাকিবার জন্য—২০ বাটি; কুম্ভকারগণের জন্য—৩ বাটি; যাঁহারা যাত্রিগণকে স্নানদানাদি করাইবেন, এইরূপ ব্রাহ্মণগণের জন্য—২১ বাটি; জলছত্র-স্থাপনের জন্য—১৯ বাটি এবং কুম্ভকারগণের গৃহের জন্য সসঙ্গ-গ্রাম হইতে ৭ বাটি ভূমি দান করিয়াছিলেন।

শ্রীঅনঙ্গভীমদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগরাগ ও যাত্রামহোৎসবাদির জন্য নিম্নলিখিত পরগণা ও চাক্‌লার অন্তর্গত বহু ভূমি দান করিয়া-ছিলেন। 'মাদলা-পাঞ্জী'তে প্রত্যেক ভূমির নির্দেশ ও পরিমাণ লিখিত আছে। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে কেবলমাত্র সেই-সকল পরগণা ও চাক্‌লার নাম উদ্ধৃত হইল,—

লেম্বাই-দণ্ডপাট, দক্ষিণদিক্-দণ্ডপাট, রাহাঙ্গ-বিষে (চাক্‌লা), কোটরাহাঙ্গ-বিষে, বাঁচাষ-বিষে, অন্তরোধ-বিষে, ডমারখণ্ড-বিষে, কুরুলোবিষে, কুদাহারবিষে, কাটেবিষে, সাইলোবিষে, সাইবিরিবিষে, কোটদেশ-দণ্ডপাট, পরঙ্গ-দণ্ডপাট, কোন্দরা-দণ্ডপাট, চব্বিশকুদ-দণ্ডপাট, আশিকাশী-দণ্ডপাট, কলিঙ্গ-দণ্ডপাট, ভদ্রক-দণ্ডপাট, সোরো-দণ্ডপাট, গণসরখণ্ডবিষে, কায়েন্দাবিষে, কুডেবিষে, জয়পুরবিষে, খাজুরীবিষে, সুনারীবিষে, তনিয়া-দণ্ডপাট, জলেশ্বর-চৌড়, দান্তনী-চৌড়, মালজাঠ্যা-দণ্ডপাট, দক্ষিণ-দণ্ডপাট, ওলধারবিষে, পূর্বডুরাই-বিষে, অন্তর্ধবিষে, ওজারখণ্ডবিষে, কাদোবিষে, মরড়াবিষে, চৌবিষে-দণ্ডপাট, সিরাই-বিষে, কবরবিষে।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তি

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা-পূজার জন্য নিম্নলিখিত ভূ-সম্পত্তি ও অর্থদান করিয়াছিলেন,—

রাহাঙ্গবিষে (অলণ্ডগ্রাম)—২৬১ বাটি, সুবলগ্রাম—২৬০।৬ *, বামরডা—২১৪।৫, বাণপুর—৪৮।২, কমলপুর—২ বাটি, কৌড়ি—৬৬৬ কাহন। প্রতাপরুদ্রের পট্টমহিষী পদ্মাবতী—৩৬৩ বাটি, ১৯ মাণ ভূমি দান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে যে মদনমহাদেব নামান্তর 'মধুমাধবদেবে'র নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, কথিত হয় যে, তিনি আলালনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

গবেষকগণের বিভিন্ন মতবাদ

কেহ কেহ বলেন,—উৎকলরাজ যযাতি-কেশরীর রাজত্বকালে শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দির প্রথম নির্ম্মিত হয়। 'মাদলা-পাঞ্জী'তে এইরূপই বর্ণিত আছে। ক্ষোদিতলিপি প্রভৃতির বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, গঙ্গবংশীয় রাজা অনন্তবর্ম্মন্ চোড়গঙ্গদেব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় একাদশ-শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের উত্তর দ্বারের সম্মুখস্থিত তিরমলমন্দিরে রাজা চতুর্থ নৃসিংহ-দেবের যে তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে শ্রীজগন্নাথমন্দির যে গঙ্গেশ্বর বা রাজা অনন্তবর্ম্মন্ চোড়গঙ্গদেব-কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা অবগত হওয়া যায়। †

* প্রথম সংখ্যাটি বাটি ও দ্বিতীয়টি মাণ-নির্দ্দেশক।

† J. A. S. B. LXIV, 1895, page 139.

প্রাসাদং পুরুষোত্তমস্য নৃপতিঃ কো নাম কর্তুং ক্ষম-
স্তস্যেত্যাদি নৃপৈরুপেক্ষিতময়ং চক্রেঽথ গঙ্গেশ্বরঃ।

*　　*　　*　　*

নির্বিঘ্নঃ পুরুষোত্তমঃ প্রমুদিতস্তদ্ধামলাভাদ্রমা-
প্যেতদ্ভর্তৃগৃহং বরং পিতৃগৃহাৎ প্রাপ্য প্রমোদান্বিতা॥

অর্থাৎ শ্রীপুরুষোত্তমের এরূপ মন্দির নির্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পূর্বে এরূপ কোন নৃপতিরই বা নামোল্লেখ করা যাইতে পারে? প্রথম রাজগণকর্তৃক অনারব্ধ এই মন্দির গঙ্গেশ্বরই নির্মাণ করেন ***। বিরহবিধুর শ্রীপুরুষোত্তমদেব এই নবগৃহ প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রমোদান্বিতা শ্রীলক্ষ্মীদেবীও পিতৃগৃহ হইতে ভর্তার এই নূতন শ্রেষ্ঠতর ভবনেই অনুরাগিণী হইয়াছিলেন।

শ্রীঅনঙ্গভীম—২য় (১১৯০—৯৮ খৃ) পরবর্তিকালে প্রাকার ও পার্শ্বস্থিত মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া মন্দিরের উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামের সহিত ঐরূপ প্রখ্যাতি বিজড়িত থাকিবে। শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা-পদ্ধতিও তাঁহারই আমলে যথারীতি প্রণালীবদ্ধ হইয়াছিল। *

গোপালচন্দ্র আচার্যচৌধুরীকৃত 'শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ'-নামক পুস্তকে (৯০১ পৃ) বর্ণিত হইয়াছে, "শ্রীজগন্নাথমন্দিরের গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিপিবদ্ধ আছে,—

শকাব্দে রন্ধ্রশুভ্রাংশরূপনক্ষত্রনায়কে।
প্রাসাদং কারয়ামাসেঽনঙ্গভীমেন ধীমতা॥

উক্ত গ্রন্থকার শেষ পঙ্‌ক্তির "প্রাসাদঃ কারিতোঽনঙ্গভীমদেবেন ধীমতা" এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। লিপিটি নাকি রত্নবেদীর পশ্চাতে

* **J. A. S. B 1895**, **page 135, No. 2.**

অবস্থিত। তদনুসারে ১১১৮ শকাব্দা=১১৯৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের নির্মাণকার্য অনঙ্গভীমের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়। প্রচলিত প্রবাদানুসারে রাজগুরু পরমহংস বাজপেয়ীর হস্তে শ্রীমন্দিরের তত্ত্বাবধান ও নির্মাণের ভার অর্পিত হইয়াছিল।

ডক্টর আর, জি, ভাণ্ডারকর বিদ্যাধর কবি-বিরচিত 'একাবলী' নামক একখানি অলঙ্কার-শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। 'মেঘদূত' ও রঘুবংশের বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ উক্ত 'একাবলী'র 'তরল'-নাম্নী একটী টীকা রচনা করিয়াছেন। 'একাবলী'তে 'নরসিংহ'-নামক যে উৎকলরাজের উল্লেখ আছে, ভাণ্ডারকর তাঁহাকে গঙ্গবংশোদ্ভব উৎকলরাজ 'দ্বিতীয় নরসিংহদেব' বলিয়া নির্ধারিত করেন, যেহেতু 'একাবলী'তে বিদ্যাধর-কবি রাজা নরসিংহদেবের রাজসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে এবং পুরীতে প্রাপ্ত তাম্রলিপিতে দেখা যায়—দ্বিতীয় নরসিংহদেব 'কবিপ্রিয়ঃ' ও 'কবিকুমুদচন্দ্রঃ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রায় বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী 'একাবলী'র নরসিংহ রাজাকে উৎকলাধিপ 'প্রথম নরসিংহদেব' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। *

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি, আই, ই 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতি'-কর্তৃক আবিষ্কৃত সংস্কৃত-ভাষায় প্রাচীন উৎকল অক্ষরে লিখিত 'গঙ্গবংশানুচরিতম্' নামক যে অপ্রকাশিত পুঁথির বিবরণ 'সাহিত্য'-পত্রে১ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে 'বিদ্যার্ণব'-নামক কোনও স্তুতিপাঠকের সস্ত্রীক শ্রীপুরুষোত্তমতীর্থ-দর্শন ও বিবিধ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সংবাদ কাব্যচ্ছলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থরচয়িতা 'বাসুদেব-রথ' রাজগুরুপদে

* J. A. S. B. Vol. LXXII, pt. 1, No 2. 1903, p. 28.

১। 'সাহিত্য', অগ্রহায়ণ, ১৩২৭, ৫৩০-৩৫ পৃ।

প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে গ্রন্থটি গঙ্গবংশীয় রাজা পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল।

চোড়গঙ্গ হইতে গণনা করিলে দেখা যায়,—'গঙ্গবংশানুচরিতম্' গ্রন্থের মতে পুরুষোত্তমদেব গঙ্গবংশের সপ্তবিংশতিতম নৃপতি। ঐ-সকল 'গঙ্গ'-বংশীয় রাজাদিগের নাম নিম্নলিখিত ক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে,—

(১) কুড়ঙ্গ, (২) চুড়ঙ্গ, (৩) রাজরাজেশ্বর, (৪) অতিরথ, (৫) একজটী কামদেব, (৬) মদন-কামদেব, (৭) অনঙ্গভীম, (৮) নৃসিংহ, (৯) ভীমনৃসিংহ, (১০) পুরুষোত্তম-নৃসিংহ, (১১) কবি-নৃসিংহ, (১২) অকটাসরটানৃসিংহ, (১৩) প্রতাপনৃসিংহ, (১৪) নিশঙ্কভানু, (১৫) বাতুলভানু, (১৬) বীরভানু, (১৭) রুচিকভানু, (১৮) মধরভানু, (১৯) কজ্জলভানু, (২০) স্বর্ণভানু, (২১) কালষণ্ড, (২২) চুরঙ্গ, (২৩) নৃসিংহ, (২৪) অনন্ত, (২৫) পদ্মনাভ, (২৬) পীতাম্বর, (২৭) পীতাম্বর-বৈমাত্রেয় বাসুদেবের পুত্র পুরুষোত্তম।

(১) অনন্তবর্মন্ চোড়গঙ্গ—বর্তমান শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের নির্মাতা (১০৭৮ খৃ, রাজত্ব ৭০ বৎসর), (২) কামার্ণব বা মধুকামার্ণব (১১৪২ খৃ) (৩) রাঘব (১১৫৬ খৃ), (৪) রাজরাজ—দ্বিতীয় (১১৭০ খৃ), (৫) অনিয়ঙ্কভীম অথবা অনঙ্গভীম—দ্বিতীয় (১১৯০-৯৮ খৃ), (৬) রাজরাজ—তৃতীয় (১১৯৮-১২১১ খৃ), (৭) অনঙ্গভীম—তৃতীয় (১২১১-৩৮ খৃ), (৮) নরসিংহদেব—প্রথম (১২৩৮-৬৪ খৃ), কোণারক সূর্যমন্দির-নির্মাতা, (৯) বীরভানুদেব—প্রথম (১৫ বৎসর রাজত্ব), (১০) নরসিংহ অথবা নরনারসিংহ—দ্বিতীয় * (১১) বীরভানুদেব—দ্বিতীয় (১৩০৬ খৃ), (১২)

* আনন্দতীর্থ শ্রীমধ্বাচার্যের বিখ্যাত শিষ্য শ্রীনরহরিতীর্থ সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বে নাবালক রাজা দ্বিতীয় নরসিংহের অভিভাবক ও প্রতিভূরূপে ১২ বৎসরকাল রাজত্ব পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীআনন্দতীর্থের আদেশে রাজকোষ হইতে শ্রীসীতা-

নরসিংহদেব—তৃতীয়, (১৩) বীরভানুদেব—তৃতীয়, (১৪) নরসিংহদেব—চতুর্থ। ইহার অব্যবহিত পরেই 'ভাস্বদ্‌বংশাবতংস' কপিলেন্দ্রদেব ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পরবর্তী রাজা প্রতাপ-পুরুষোত্তমদেব।

শ্রীপুরুষোত্তমদেবের সময়ে (১৪৭০-৯৭ খৃ) উৎকলের নানাস্থানে বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহা তাঁহার নামাঙ্কিত শিলালিপি-পাঠে জানা যায়। শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের (বড় দেউলের) চূড়ায় সুপ্রাচীন কাল হইতে যে নীলচক্র বিরাজমান ছিল, শ্রীপুরুষোত্তমদেব তাহা পুনঃ সংস্থাপন করেন। এই নীলচক্রের মধ্যে একটি খোদিত লিপি[১] দৃষ্ট হয়। শ্রীপুরুষোত্তমদেবের পুত্রই শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব। তিনি ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন[২]। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজত্ব-কালেই সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নীলাচলে শুভবিজয় করেন।

এই তালিকায় গঙ্গবংশীয় 'পুরুষোত্তম'-নামক কোনও রাজার নাম পাওয়া যায় না। সূর্যবংশীয় পুরুষোত্তমদেব বা প্রতাপ-পুরুষোত্তমদেবের

রাম বিগ্রহ আনিয়া মধ্বাচার্যকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই শ্রীবিগ্রহই অদ্যাপি উড়ুপীতে পূজিত হইতেছেন। নরহরির পূর্বাশ্রমের নাম—রামশাস্ত্রী বা সাম-শাস্ত্রী ছিল। মুম্বই নির্ণয়সাগর প্রেস্ কর্তৃক প্রকাশিত (১৮৯৭ খৃ) 'স্তোত্র-মহোদধি', ১ম ভাগের অন্তর্গত 'নরহরি-জ্যোতিষস্তোত্র' দ্রষ্টব্য। Vide R. D. Banerjee's 'History of Orissa', Vol. I, Page 270.

১। চক্রং দৃষ্ট্বা হরের্দূরাৎ প্রাসাদোপরিসংস্থিতম্।
সহসা মুচ্যতে পাপান্নরো ভক্ত্যা প্রণম্য তম্॥

২। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজত্বকাল ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণনানুসারে ১৪৯৭—১৫৪১ খৃষ্টাব্দ। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সিংহাসন-আরোহণের তারিখ শ্রীজগন্নাথমন্দিরের মধ্যস্থ অঙ্ক তারিখ হইতে গণনা করা হইয়াছে। Vide R. D. Banerjee's 'History of Orissa', 1930, Page 322.

শাসনকাল ১৪৬৯-৭০ হইতে ১৪৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। * মাদলা-পাঞ্জী অনুসারে শ্রীপুরুষোত্তমদেবের রাজত্বের সপ্তম অঙ্কে (১৪৭৩-৭৪ খৃ), শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগমণ্ডপ এবং নবম অঙ্কে (১৪৭৫-৭৬ খৃ) রন্ধন-শালাদি নির্মিত হয়। এই পুরুষোত্তমদেবই কাঞ্চী-অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন।

মৈত্রেয় মহাশয় 'গঙ্গবংশানুচরিতম্'-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—গঙ্গবংশে ছয়জন দেব, ছয়জন নৃসিংহ ও ছয়জন ভানু—এই অষ্টাদশ নৃপতি ও তৎপরে অন্যান্য ক্ষিতিপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায়বাহাদুর চক্রবর্তী মহাশয়ের তালিকা অনুসারে পুরুষোত্তম পর্যন্ত মাত্র ষোলজন রাজার সন্ধান পাওয়া যায়; ইহার মধ্যে তিনজন 'ভানু' ও চারিজন 'নৃসিংহ'-নামবিশিষ্ট।

দেবেষু চাবিরভবৎ প্রথমং কুড়ঙ্গো,
যং চোড়গঙ্গ ইতি কেচন নির্দিশন্তি।

চোড়গঙ্গ যে বঙ্গবিজয়ী সম্রাট্ রাজেন্দ্রচোলের দৌহিত্র ছিলেন, তৎসম্বন্ধে 'গঙ্গবংশানুচরিতম্'-গ্রন্থের সহিত চক্রবর্তী মহাশয়ের কোনও মতভেদ নাই। এই নবাবিষ্কৃত পুঁথির তালিকায় এগারটি অধিক নাম দৃষ্ট হয়। কবি প্রসঙ্গক্রমে এই-সকল রাজার শাসনকালের কীর্তিকলাপ বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে অনঙ্গভীমকর্তৃক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির এবং প্রথম নৃসিংহদেব-কর্তৃক কোণারকের সূর্যমন্দির-নির্মাণের সময় এইরূপ উল্লিখিত আছে, যথা—

অঙ্ক-ক্ষৌণী-শশাঙ্কেন্দু-সম্মিতে শকবৎসরে।
অনঙ্গভীমদেবেন প্রাসাদঃ শ্রীপতেঃ কৃতঃ॥

ইহাতে ১১১৯ শকাব্দা (১১৯৭ খৃষ্টাব্দ) প্রাপ্ত হওয়া যায়।

---

* J. A. S. B. Vol. XIX. Pt. No. 2, 1900, Page 10.

অক্ষয়বাবুর কথিত পুঁথি হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত কাব্যের নায়ক ও নায়িকা—বিদ্যার্ণব ও লীলাবতী পোতারোহণে পুরীধামের 'স্বর্গদ্বার'-নামক বেলাভূমির উপকণ্ঠে উপনীত হইয়া প্রতি-পোতারোহণে সমুদ্রতটে পদার্পণ করিবার পর তথায় অনেক প্রস্তর-চৈত্য দেখিয়াছিলেন এবং এই সকল চৈত্যের অনতিদূরে শ্মশানভূমির সমীপে 'শ্রীচৈতন্যমণ্ডলী'-নামক পরমভাগবতগণের আবাস ছিল।

*　　*　　*

মন্যে দৈন্যবশীকৃতেন বিধিনা স্বর্দ্বারমারোপি কিং
শ্রীচৈতন্যমতানুসারিসুজনশ্রেণীতি নিঃশ্রেণিকা ॥

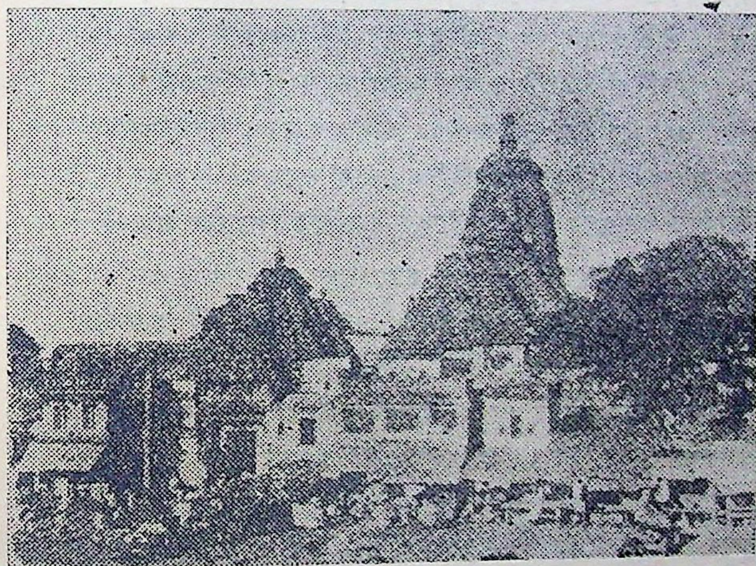
সমুদ্রতটে শ্মশানভূমির উপর এখনও এই জাতীয় সমাধিমন্দির দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম বৈভব

শ্রীমন্দির ও শ্রীঅর্চাবতার

কেহ কেহ বলেন,—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির, যাহা মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নদেব নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা কালক্রমে জীর্ণ হওয়ায় গঙ্গবংশের রাজা চোড়গঙ্গদেব (১০৭৮ খৃ ?) পুরাতন মন্দিরের ভগ্নপীঠে একটি নূতন মন্দির-নির্মাণের সঙ্কল্প করেন। সম্ভবতঃ তিনি মন্দিরের কিয়দংশ নির্মাণ করিয়া থাকিবেন; কিন্তু রাজা অনঙ্গভীমই প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীমন্দিরকে সম্পন্ন করেন। কেহ কেহ বলেন,—১১৮৯ হইতে ১২২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীঅনঙ্গভীম-কর্তৃক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরনির্মাণ-কার্য সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূলমন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত শ্রীবিমলাদেবীর মন্দির এবং উত্তর-পশ্চিমদিকে অবস্থিত শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দিরও শ্রীঅনঙ্গভীমের রাজত্বকালে নির্মিত হয়। রাজা পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকালে (১৪৭০-৯৭ খৃ) * ভোগমণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন,— নাটমন্দিরটি রাজা প্রতাপরুদ্রদেব (১৪৯৭—১৫৪১ খৃ) অথবা তাঁহার পরবর্তী রাজা গোবিন্দবিদ্যাধরদেবের আমলে নির্মিত হইয়াছিল।



শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার, শ্রীছত্রভোগমণ্ডপ, শ্রীজগমোহন, শ্রীমুখশালা ও শ্রীগর্ভমন্দির

* রাজত্বের তারিখগুলি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'History of orissa' Vol. I, P. 305, 322 অনুসারে প্রদত্ত হইল।

পূর্বে শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন একটি গৃহে ভোগ রন্ধন হইত, কিন্তু ইহা বিরাট ভোগের দ্রব্যাদি-রন্ধনের পক্ষে ক্ষুদ্র-পরিসর হওয়ায় এবং মন্দিরের মধ্যে ধূম প্রবেশ করায় বর্তমান ভোগ রন্ধনাগার নির্মিত হইয়াছে এবং মন্দিরের সহিত একটি আবৃত-পথের দ্বারা রন্ধনাগার সংশ্লিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরকে সাধারণতঃ প্রধান প্রাসাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত করা যায়। এই অট্টালিকাশ্রেণী পূর্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে সমশ্রেণীতে বিস্তৃত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব পূর্বাভিমুখী হইয়া শ্রীমন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। তিনি যে গর্ভমন্দিরে অবস্থান করেন, তাহা 'মণিকোঠা' নামে প্রসিদ্ধ এবং যে উচ্চ-বেদীর উপর আসীন আছেন, তাহা 'রত্নবেদী' নামে কথিত। এই মূলমন্দিরটি 'বড় দেউল' নামে অভিহিত হয়।

শ্রীমন্দির-প্রাসাদের পূর্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে বিস্তারের প্রথমেই—

(১) **ভোগমণ্ডপ**—এখানে ছত্রভোগের দ্রব্য সজ্জিত করা হয়। পুরীর বিভিন্ন মঠ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সেবোপকরণই 'ছত্রভোগ' নামে পরিচিত।

(২) ভোগমণ্ডপের পরেই **জগমোহন** বা নাট্যমন্দির ; তথায় শ্রীগরুড়স্তম্ভ বিরাজিত। এই গরুড়স্তম্ভের অগ্রে মধ্যাহ্নকালে ও মধ্যরাত্রিতে শ্রীভগবানের শয়নের পূর্বে দেবদাসীর নৃত্য হয়। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগরুড়স্তম্ভের পশ্চাদ্দেশে অবস্থান করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেন। প্রতিদিন নির্নিমেষ-নেত্রে যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীকমলনয়নকে দর্শন করিতেন, সেই পাষাণময় স্থান ব্রহ্ম-শিবাদি-বন্দিত রাতুল-চরণ-স্পর্শে বিগলিত হইয়া শ্রীচরণ-চিহ্নে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। সেই 'শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্নযুগল' গৌড়ীয় ভক্তগণের নিত্য আরাধ্যরূপে অদ্যাপি বিরাজমান রহিয়াছেন।

(৩) শ্রীজগমোহনের পর **শ্রীমুখশালা**। এই স্থান হইতে সাধারণ যাত্রিগণ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখচন্দ্রিকা দর্শন করেন। কিন্তু শ্রীগৌরগত-প্রাণ শ্রীগৌড়ীয়গণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে লঙ্ঘন করিয়া শ্রীকমলনয়নের দর্শনার্থী হ'ন না। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ শ্রীবিষ্ণুপার্ষদ শ্রীগরুড়ের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুজনের আনুগত্যে বিষ্ণু-দর্শনাকাঙ্খী হইতেন, শ্রীগৌড়ীয়-গণও সেইরূপ শ্রীগৌরপদাঙ্কিতপথে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের পশ্চাতে থাকিয়া এবং সেই আনুগত্যময়ী স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হইয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবের দর্শনপ্রার্থী হইয়া থাকেন।

(৪) শ্রীমুখশালার পরেই 'বড় দেউল' বা **গর্ভমন্দির**। এই মন্দিরে রত্নবেদীর উপরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীবলরাম, শ্রীশ্রীসুভদ্রাদেবী ও শ্রীসুদর্শনচক্র বিরাজমান আছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ পূর্বমুখী হইয়া উত্তর-ভাগে, শ্রীশ্রীবলরাম দক্ষিণভাগে এবং উভয়ের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীসুভদ্রাদেবী বিরাজমানা রহিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে 'সুভদ্রালালনব্যগ্র' বলিয়া স্তব করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণে[১] শ্রীসুভদ্রাদেবীর স্বরূপ এইরূপ বর্ণিত আছে,—

* * *

তয়োর্মধ্যস্থিতাং লক্ষ্মীং সুভদ্রাং ভদ্ররূপিণীম্ ॥
সর্বদেবারণীং পাপসাগরোত্তারকারিণীম্।
বিকচাম্ভোজবদনাং বরাজ্ঞাভয়ধারিণীম্।
কুঙ্কুমারুণদেহাং তাং সাক্ষাল্লক্ষ্মীমিবাপরাম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেবের মধ্যস্থলে অবস্থিতা মঙ্গলরূপিণী লক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীসুভদ্রাদেবীকে সর্বদেবতার অংশিনী, পাপসিন্ধুতারিণী, প্রফুল্লপদ্মাননা,

---

১। উৎকলখণ্ড ১৯।৪৫-৪৬

শ্রেষ্ঠ-পদ্ম ও অভয়ধারিণী, কুঙ্কুমের তুল্য অরুণবর্ণদেহধারিণী এবং সাক্ষাদ্দ্বিতীয়া লক্ষ্মীরূপে (দর্শন করিলেন)।

শ্রীসুভদ্রাদেবী শ্রীজগন্নাথের ভগিনী বলিয়া পৌরাণিকী কথা থাকিলেও তিনি তাঁহারই শক্তি-স্বরূপা। উৎকলখণ্ডে[১] লিখিত আছে,—

লক্ষ্মীঃ প্রাদুর্বভূবেয়ং সর্বচৈতন্যরূপিণী।
ইয়ং কৃষ্ণাবতারে হি রোহিণীগর্ভসম্ভবা ॥
বলভদ্রাকৃতির্জাতা বলরূপস্য চিন্তনাৎ।
ক্ষণং ন সহতে সা হি মোক্তুং নীলাবতারিণম্ ॥
ন ভেদস্ত্বস্তি কো বিপ্রাঃ কৃষ্ণস্য চ বলস্য চ।
একগর্ভপ্রসূতত্বাদ্‌ব্যবহারোঽথ লৌকিকঃ ॥
ভগিনী বলদেবস্য হ্যেষা পৌরাণিকী কথা।
পুংরূপেণ স্ত্রীরূপেণ লক্ষ্মীঃ সর্বত্র তিষ্ঠতি ॥
পুংনাম্না ভগবান্ বিষ্ণুঃ স্ত্রীনাম্না কমলালয়া।
দেবতির্যঙ্‌মনুষ্যাদৌ বিদ্যতে নৈতয়োঃ পরম্ ॥
কো হ্যন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষাদ্‌ভুবনানি চতুর্দশ।
ধারয়েত্তু ফণাগ্রেণ সোঽনন্তো বলসংজ্ঞিতঃ ॥
তস্য শক্তিস্বরূপেয়ং ভগিনী শ্রীপ্রবর্তিকা[২]।
সুদর্শনন্তু যচ্চক্রং সদা বিষ্ণুকরে স্থিতম্ ॥

ইনিই (শ্রীসুভদ্রাদেবীই) সর্বচৈতন্যরূপিণী লক্ষ্মী মূর্ত্যন্তরে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন ; ইনিই কৃষ্ণাবতারে রোহিণীগর্ভে প্রকটিতা হ'ন। শ্রীবলভদ্রের চিন্তাহেতু শ্রীবলভদ্রের ন্যায় আকৃতি পাইয়াছিলেন। তিনি শ্রীনীলাবতারীকে ত্যাগ করিয়া কদাপি অল্পসময়ও অবস্থান সহ্য করেন না। হে বিপ্রবর্গ! শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের মধ্যে কোনরূপ ভেদ নাই।

১। উৎকলখণ্ড ১৯।১১-১৭ ; ২। পাঠান্তর—'স্ত্রী-প্রবর্তিকা'।

একই গর্ভে প্রসূত হওয়ায় লোকপ্রসিদ্ধ ব্যবহারই হইয়াছে। শ্রীসুভদ্রা শ্রীবলদেবেরই ভগিনী, ইহা পৌরাণিকী কথা। পুরুষরূপে ও স্ত্রী-মূর্তিতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী সর্বত্র অবস্থান করেন। তিনি 'পুরুষ'-নামে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ও 'স্ত্রী'-নামে শ্রীলক্ষ্মীদেবী (পদ্মালয়া)। তিনি দেব, তির্যগ্‌জাতি ও মনুষ্যগণের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতীত অপর কেই বা ফণার অগ্রভাগে চতুর্দশ ভুবন ধারণ করিতে পারেন? তিনিই 'বল' নামে শ্রীঅনন্তদেব। শ্রীসুভদ্রা তাঁহারই শক্তি-স্বরূপা ভগিনী ও শ্রী-প্রদানকারিণী। ['স্ত্রী প্রবর্তিকা' পাঠ-স্থলে স্ত্রী বা শক্তির আকরবস্তু ও প্রবর্তনকারিণী—এইরূপ অর্থ করা যায়।] 'সুদর্শন'-নামক চক্র সর্বদাই শ্রীভগবানের হস্তে বিরাজমান থাকেন।

'নীলাদ্রিমহোদয়ে' চতুর্থ অধ্যায়ে এইরূপ উক্তি আছে,—

ভক্তানামবনায়ৈব তথা ভদ্রাপি ভদ্রদা।
অধোলম্বিতহস্তাব্জা কুঙ্কুমাভা শুভাননা॥

শুভাননা কুঙ্কুমবর্ণা শ্রীসুভদ্রার করকমলদ্বয় অধোলম্বিত। ইনি স্বয়ং মঙ্গলস্বরূপা হইয়াও ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্তই ভদ্রদা বা মঙ্গলপ্রদা।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের অধীশ্বর শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা শ্রীমূর্তিত্রয়কে কেহ কেহ বৌদ্ধ-কল্পিত প্রতীকবিশেষ বলিয়া ধারণা করেন; ইহা সম্পূর্ণ অলীক ও প্রমাণ-বিরুদ্ধ। বিশ্বের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে সমুদ্রতীরে বিরাজমান শ্রীদারুব্রহ্মের উল্লেখ আছে,—

অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্।
তদা লভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্॥ *

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বেদের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার সায়ণাচার্য উক্ত ঋগ্বেদ-মন্ত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

* ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, ১৫৫-তম সূক্ত, তৃতীয়া ঋক্

"আদৌ বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্তমানমপূরুষং **নির্মাত্রা পুরুষেণ রহিতং যদ্দারু দারুময়ং পুরুষোত্তমাখ্যং দেবতাশরীরং সিন্ধোঃ পারে** সমুদ্রতীরে প্লবতে জলস্যোপরি বর্ততে তদ্দারু হে দুর্হণো দুঃখেন হননীয় কেনাপি হন্তুমশক্য হে স্তোতরা রভস্ব, আলম্বস্ব, উপাস্স্বেত্যর্থঃ। তেন দারুময়েন দেবেনোপাস্যমানেন পরস্তরমতিশয়েন তরণীয়মুৎকৃষ্টং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছ।" *—অর্থাৎ, দূরবর্তী স্থানে বর্তমান (অধোক্ষজ), নির্মাতৃ-পুরুষরহিত (স্বয়ম্ভূ বা অপৌরুষেয়) যে দারুময় পুরুষোত্তম নামক ভগবদ্‌-বিগ্রহ সমুদ্রতীরে বিরাজমান, হে অমর স্তবকারিন্, সেই দারু-ব্রহ্মকে আশ্রয় কর এবং তাঁহার উপাসনা-দ্বারা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব লোকে গমন কর।

মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য 'পুরুষোত্তমতত্ত্বে' ও পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি তৎকৃত 'বাচস্পত্য'-নামক সংস্কৃত অভিধান-গ্রন্থে 'অথর্ববেদে'র নাম উল্লেখ করিয়া ঋগ্বেদের উপরি-উক্ত মন্ত্রটি উদ্ধার করিয়াছেন; কিন্তু অথর্ববেদের কোনও সংস্করণে উহা নাই। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য 'পুরুষোত্তমতত্ত্বে' † উক্ত মন্ত্রের যে 'শাঙ্খায়ন-ভাষ্য' উদ্ধার করিয়াছেন, পুণার 'আনন্দাশ্রম-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা'য় প্রকাশিত 'শাঙ্খায়নব্রাহ্মণে'র সংস্করণে তাহা দৃষ্ট হয় না। 'উৎকলখণ্ডে' পূর্বোক্ত ঋগ্বেদ-মন্ত্রের প্রতিবচন দেখিতে পাওয়া যায়। ‡

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আর্যগণের তীর্থ-স্থানসমূহও বৌদ্ধপ্রায় হইয়া গেল; এমন কি, সনাতন বৈদিক-ধর্মের প্রায় সকল

* 'Rigveda-Sanhita, Ed. by F. Max Muller, Vol, VI, London, 1874, P. 549.

† মহামহোপাধ্যায়-রঘুনন্দন-ভট্টাচার্য-প্রণীত 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব', শ্রীশ্যামাকান্ত-বিদ্যাভূষণ-ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, ৫৩৯ পৃষ্ঠা

‡ য এষ প্লবতে দারুঃ সিন্ধুপারে হ্যপৌরুষঃ। তমুপাস্য দুরারাধ্যং মুক্তিং যাতি সুদুর্লভাম্॥—উৎকলখণ্ড ২১।৩ (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

চিহ্নই লুপ্ত হইতে থাকিল। উৎকলরাজ্যেও বৌদ্ধদিগের অধিকার বিস্তৃত হইল। তাহাতে সুদীর্ঘকাল শ্রীদারুব্রহ্ম-বিষ্ণুর মাহাত্ম্য সনাতন-ধর্ম-জগতে অপ্রকাশিত রহিল। বৌদ্ধগণ আর্যগণের তীর্থ ও দেবতাকে 'দূষিত' (?) করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে 'দন্তপীঠ' (?) স্থাপন[১] এবং শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা-মূর্তিকে 'বুদ্ধ', 'ধর্ম' ও 'সঙ্ঘ' আখ্যা প্রদান করিতে পারেন। এমন কি, আর্যগণের অনুকরণে বৌদ্ধগণও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার ন্যায় ঐ ত্রিমূর্তির রথযাত্রাদি উৎসবও করিতে পারেন।

পঞ্চম শতাব্দীতে 'ফাহিয়ান্'-নামক প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক পুরুষোত্তমক্ষেত্র দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত লিখিয়াছেন যে,—ঐ স্থানে তখন বৌদ্ধধর্ম অদূষিতরূপে প্রচারিত ছিল এবং ব্রাহ্মণগণের কোনও দৌরাত্ম্য ছিল না। ইহা হইতে জানা যায়,—তদানীন্তন প্রবল-প্রতাপশালী বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মক্ষেত্র অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা সেই স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইবার ভয়ে ভীত থাকিতেন। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়,—শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের প্রকাশিত গৌড়ীয়গণের ঠাকুর 'শ্রীগোপাল'কে কোন সম্প্রদায়-বিশেষ পরবর্তিকালে নিজ-সম্প্রদায়ের সম্পত্তিরূপে (!) পরিগণিত করায় তাঁহারা গৌড়ীয়গণ হইতে ভীত হ'ন। অতএব বৌদ্ধধর্ম-প্রসারের পূর্বে ব্রাহ্মণগণের সনাতন-বৈদিকধর্ম অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্মই প্রকাশিত ছিল, ইহা প্রমাণিত হয়।

সপ্তম-শতাব্দীতে আচার্য শঙ্কর শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে 'ভোগবর্ধন' বা 'গোবর্ধন'-নামে একটি মঠ স্থাপন করেন।

১। শ্রীপুরুষোত্তমে দন্তপীঠ-স্থাপনের প্রসঙ্গ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও কল্পিত বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

সপ্তম-শতাব্দীতে 'হুয়েন্-সাং' নামক দ্বিতীয় চৈনিক পরিব্রাজক পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,—সেই সময় বুদ্ধদন্ত সিংহলে নীত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক ঐ তীর্থ সম্পূর্ণরূপে দূষিত হইয়াছে।

কোনও পাশ্চাত্ত্য গবেষক পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—

There are weighty reasons for rejecting the theory of a Buddhist origin. The legend of Buddha's tooth is after all only a legend, the historical basis of which has not been proved ; and it is very doubtful whether Dantapura, the city of the tooth, can be identified with Puri. Modern scholars hold that this town, the Dantapura of the Mahabharata and the capital of Kalinga, should with greater probability be identified with Pliny's Dandagula near the Godavari river. * * * Again, the similarity between the form of the image and the Buddhistic symbols of an open Trisula on a wheel, though curious, is not convincing ; for such symbols are as common to Hinduism as Buddhism, the Trisula being a well known symbol of Saivism and the wheel of Vaishnavism. * * * At Mukhalingam in the Ganjam district, there is a large temple of Siva, called Mukhalingeswar, to which is ascribed a connection with the Savaras, similar to that given in the legend about Jagannath.

As regards the Car Festival, it is noticeable that cars are used not only in Puri for the worship of Jagan-

nath, bnt also in Bhubaneswar for the worship of Siva in Jajpur for the worship of the goddess Biraja, and also in many temples to the South. Moreover, the procession of cars of the gods is, as shewn above, mentioned in one of Asoka's Edicts and is probably pre-Buddhistic. The eating of Mahaprasad by all castes from the same plate is a custom also found in Bhubaneswar and outside Orissa, while the substitution of Jagannath for Buddha as the ninth Avatara is purely local, Balaram and Krishna being substituted in other instances. Lastly, one of the strongest arguments, the finding of relics, can be traced to the Vedic period as a very old custom. *

প্রসিদ্ধ উৎকল-পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র, কাব্যকণ্ঠ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দে 'শ্রীজগন্নাথমন্দির'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"আধুনিক উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস-স্বরূপ মাদলাপঞ্জিকা। * * * মন্দিরকে লইয়াই মাদলা-পঞ্জিকার সৃষ্টি, তজ্জন্য যে-সকল রাজাদিগের অধীনে মন্দিরের তত্ত্বাবধান ছিল, তাঁহাদিগের চরিত মাদলা-পঞ্জিকায় লিখিত আছে। ইহাতে বোধ হয়, ইহা মন্দিরের সমকালীন। সুশৃঙ্খলভাবে লিখিত হয় নাই সত্য, কিন্তু যযাতির সময় হইতে যথা-রীতিতে লিখিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভব। * * * উক্ত পঞ্জিকার লেখা হইতে বোধ হয় যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে ভারতের যে-যে রাজা যে-সময়ে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগের অধীনে মন্দির ছিল। এইরূপে অশোক-প্রভৃতি যে-যে বৌদ্ধ রাজা রাজ-চক্রবর্ত্তী

* 'Puri Gazetteers' (1929), Edited by L. S. S. O' Malley, I. C. S., Chapter IV. Pages 102-3.

হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানে বৌদ্ধমতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অর্চনাদি হইবার কথা উক্ত পঞ্জিকায় প্রকাশ। যদি বৌদ্ধমত ধ্বংস করিবার জন্য হিন্দুরা যত্নবান্ হইতেন, তাহা হইলে এ মতের উল্লেখ মাদলা-পঞ্জিকায় হইত না। এই হেতু পঞ্জিকা প্রকৃত সত্য ঘটনার বিবরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ অনুমেয়। এই সময় হইতে জগন্নাথ বুদ্ধাবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া জনশ্রুতি এ প্রদেশে শুনা যায়। এই মতে জাতিভেদ না থাকায়, সমস্ত জাতিকে উক্ত ভেদ-পরিত্যাগপূর্বক নির্বিকল্পভাবে এখানে অন্ন ভক্ষণ করিতে দেখা যায়। এখানে বৌদ্ধমত-অবস্থিতির এই একটি প্রধান হেতু বলিয়া ধরা যায়। এ বিষয়ে আমাকে বেশী কিছু পরিশ্রম করিতে হইবে না; কারণ, শাস্ত্র-প্রমাণানুসারে বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে এই স্থান স্থাপিত বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। তবে অন্নমহাপ্রসাদ-সম্বন্ধে প্রমাণসমূহ যে যে গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সেই গ্রন্থের নাম এ-স্থানে উল্লেখ করা হইল; যথা—পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বরাহপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বিষ্ণুযামলতন্ত্র, তত্ত্বযামল, বহ্বৃচ-পরিশিষ্ট, রুদ্রযামল, চতুর্বর্গ-যোগীশ্বর, ব্রহ্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণান্তর্গত পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য-প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, জাতি এবং স্পর্শদোষ পরিত্যাগপূর্বক ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সমস্ত ব্যক্তি একত্র অন্ন-মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবে, দূরদেশে লইয়া গেলেও অন্ন-মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য লঘু হইবে না।

কেহ কেহ বলেন যে, বৌদ্ধমতে মূর্তিত্রয়ের অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের পূজা হইতেছিল, তাহারই অনুকরণে উক্ত ধর্মের নাম লোপ করার অভিপ্রায়ে মূর্তিত্রয় স্থাপন করিয়া নিজ-নিজ মত দৃঢ় করিবার নিমিত্ত হিন্দুদিগের বদ্ধপরিকর হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এবং বৌদ্ধদিগের

রথযাত্রাকে অনুকরণ করিয়াই ভুবনেশ্বরের এবং জগন্নাথদেবের রথযাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না; কারণ, সনাতনধর্ম বৌদ্ধমতের বহুসহস্র-বৎসর পূর্ব হইতেই ভারতে বিদ্যমান। শ্রীজগন্নাথ—স্বয়ংরূপ ভগবান্। শ্রীবলদেব—স্বয়ং প্রকাশ ও শ্রীসুভদ্রাদেবী—স্বরূপশক্তিরূপিণী। বৈষ্ণবধর্মের সর্বত্রই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবান্—এই ত্রিবিধমূর্তি স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথ—স্বয়ংরূপ শ্রীভগবান্, শ্রীবলদেব—স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব শ্রীগুরুদেবস্বরূপ ও শ্রীসুভদ্রাদেবী—স্বরূপশক্তিরূপিণী বৈষ্ণবী মূর্তি। বৌদ্ধগণ যদি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের ত্রিমূর্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে তাহা বৈষ্ণবগণের অনুকরণেই পরবর্তিকালে করিয়া থাকিবে।

রথের ব্যবহার বৈদিক যুগ হইতেই প্রচলিত আছে এবং মহাভারতেও শ্রীকৃষ্ণ-প্রভৃতি ইহার ব্যবহার করিয়াছেন, দেখা যায়। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে যদি রথযাত্রার উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে বৌদ্ধেরা হিন্দুধর্মের অনুকরণেই তাহা করিয়া থাকিবে; কারণ, পরকার্যসমূহ পূর্বানুগামীই হয়। তাহাদিগের মতের মূলভিত্তিস্বরূপ 'ললিতবিস্তর', 'মহাশম্ভুপুরাণ' ও 'অষ্টসাহস্রিকা'-প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে সেগুলি হিন্দুদিগের পুরাণের আদর্শে রচিত হইয়াছে।"

প্রত্নতত্ত্ববিৎ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় ষ্টার্লিং, কানিংহাম্, ফার্গুসন্, হান্টার প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিক এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও সাহিত্যিকের মতবাদের প্রতিবাদ করিয়া তৎসম্পাদিত বিশ্বকোষে[১] লিখিয়াছেন,—"পুরাবিদ্গণের মত গ্রহণ করিলে বলিতে

১। বিশ্বকোষে 'জগন্নাথ'-শব্দ, ৫৭৪ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ; (১৩০১ বঙ্গাব্দ)

হয়, বৌদ্ধধর্মের অবসান ও রাজা যযাতিকেশরীর অভ্যুদয় হইতে হিন্দু-জগতে জগন্নাথের আবির্ভাব। বাস্তবিক কি তাই? যে জগন্নাথ-ক্ষেত্র হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত ভারতীয় হিন্দুগণের প্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া গণ্য, প্রাচীন পুরাণাদিতে যাহার মাহাত্ম্য বর্ণিত, সেই পুণ্যস্থান বৌদ্ধধর্মমূলক ও এত আধুনিক! ইহা বড় আশ্চর্যের কথা! সাঞ্চি হইতে যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাকেই যখন কেবল অনুমানদ্বারা বৌদ্ধধর্মযন্ত্র বলা হইয়াছে, তখন কিরূপে আমরা বিশেষ প্রমাণ-ব্যতীত দারুব্রহ্মের মূর্তিত্রয় ধর্মযন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? বিশেষতঃ এখন যেরূপ দারুব্রহ্মের মূর্তি আছে, তাহার সহিত বৌদ্ধধর্ম-যন্ত্রের প্রকৃত সাদৃশ্য নাই। * * * ইলোরার বৌদ্ধ দেবালয় জগন্নাথ-দেবের মন্দির বলিয়া গণ্য হইলেই যে জগন্নাথকে বুদ্ধ বলিতে হইবে, এ কথার কোন অর্থ নাই; অথবা দুই একখানি আধুনিক পঞ্জিকা অথবা অজ্ঞ চিত্রকর-অঙ্কিত আধুনিক দুই একখানি ছবিতে দশাবতারের বুদ্ধমূর্তি স্থানে জগন্নাথ অঙ্কিত হইলেই জগন্নাথকে বুদ্ধাবতার বলা যাইতে পারে না। প্রাচীন হিন্দুমন্দিরে যেখানে দশাবতারের বুদ্ধমূর্তি খোদিত আছে, তথায় ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি দৃষ্ট হয়; এখানকার মত হস্তপদ-হীন জগন্নাথমূর্তি দেখা যায় না। যেমন প্রাচীন বোধগয়া হিন্দুর করতলগত হইবার পরও বায়ুপুরাণীয় গয়ামাহাত্ম্যে বোধিতরুমূলে বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া পিণ্ডাদি প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে; সেইরূপ যদি জগন্নাথ বৌদ্ধতীর্থ হইত, তাহা হইলে পুরাণাদি কোন না কোন সংস্কৃত গ্রন্থে নিশ্চয়ই বুদ্ধের কোনরূপ আভাস থাকিত। বরং উৎকলখণ্ডে (৫৫।১৩-১৪) লিখিত আছে,—

অতো দশাবতারাণাং দর্শনাদ্যোস্তু যৎ ফলম্।
তৎফলং লভতে মর্ত্যো দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্॥

উক্ত শ্লোকে দশাবতার হইতে জগন্নাথের প্রভেদ বর্ণিত হইয়াছে। মাগুনিয়াদাসাদির কথা নিতান্ত আধুনিক ও অপ্রামাণিক বলিয়া অগ্রাহ্য। রাজেন্দ্রলাল যে জগন্নাথের বুদ্ধবেশাদির কথা লিখিয়াছেন, তাহারও প্রমাণ নাই। 'নীলাদ্রিমহোদয়ে' জগন্নাথের শৃঙ্গার-বেশাদির সমস্তই উল্লেখ আছে, কিন্তু বুদ্ধবেশের কথাই নাই। এ-ছাড়া উক্ত-পুরাবিদ্‌গণ শ্রীক্ষেত্রে বর্ণ-বিচার-পরিত্যাগ-প্রথা উল্লেখ করিয়া বৌদ্ধ-ধর্মের প্রাধান্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও ঠিক নহে; শ্রীক্ষেত্রে বিলক্ষণ বর্ণবিচার-প্রথা প্রচলিত আছে, কেবল এখন মহা-প্রসাদ-ভক্ষণ-সম্বন্ধে নাই। * * * জগন্নাথের রথযাত্রা যে বুদ্ধদেবের রথযাত্রার অনুকরণ, তাহা ঠিক বলা যায় না। কারণ, রথযাত্রার প্রথা বহু প্রাচীন; জগন্নাথ ব্যতীত অপরাপর হিন্দু-দেবদেবীরও রথযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। এ-ছাড়া বুদ্ধের পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও মহাবীর-স্বামীর রথযাত্রার প্রমাণদ্বারা বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব হইতেই যে রথযাত্রা প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'Tajpore'-নামক সংবাদপত্রের ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় 'The Temple of Jagannath at Puri" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীসুদর্শনের তত্ত্ব এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

* * * in the middle room an elevated seat on which stand four different forms, viz., Jagannath, Balaram, Subhadra and Sudarsana. According to the Vedanta, God is one without a second, but He has infinite energies and attributes which are not fully known to man. But then

man perceives only three energies in God, because he has no other corresponding sides to understand the other powers. From one of the energies proceeds matter in all its different forms and properties and this energy is styled *Maya-Shakti* of God. From the second energy proceeds all spiritual creation, in all its relations and phases. This power is entitled the *Jiva-Shakti* of God. The third energy perceivable by man is is the energy of Will, which is called *Chit Shakti*. God moving in creation is what is meant by this infinite energy. Jagannath is the emblem of God having no other form than the eyes and the hands. They mean to shew that God sees and knows and creates. Balarama is *Jiva-Shakti* of God; Subhadra, the *Maya-Shakti*, and Sudarsana is the energy of Will. We can not form any idea of God separated. We form all ideas of these energies and hence it is that the worship of Jagannath depends upon the collection of these four forms on the same platform. Here we see God analysed in the shape of forms for the sake of those who want to conceive of Him. It is the same thing to see Jagannath as to study the Vedanta in all its branches. The temple and its institution appear to me to be a book for those who can read it; to the foolish the institution is certainly useless except as a means of reminding the Deity who created the world.

একাদশ-শতাব্দীতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য শ্রীরামানুজ শ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবাসৌষ্ঠবের ঔজ্জ্বল্য সাধন করিয়া শ্রীদারুব্রহ্মের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করেন। তিনি এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি মঠ স্থাপন করেন। উহা সম্প্রতি শ্রীরামানুজকোট বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীরামানুজাচার্য্যের জনৈক প্রিয় শিষ্যের নাম—শ্রীগোবিন্দ। শ্রীগোবিন্দের সন্ন্যাসের নাম তামিল ভাষায় 'এম্বারুমানার'। 'এম্বার'-শব্দের অর্থ 'মন্নাথ'। এই শব্দটির পূর্ব্বাংশ ও শেষাংশ একত্র করিয়া 'এম্ব-আর' বা 'এমার' পদ সিদ্ধ হইয়াছে; অর্থাৎ শ্রীরামানুজীয়গণ শ্রীগোবিন্দের নামানুসারে তাঁহাদের মঠের নামকরণ করিয়াছেন॥

শ্রীরামানুজাচার্য্যের পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সন্নিকটে একটি কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত ধর্ম্মবাহন কুক্কুর-মূর্ত্তি ছিল। শ্রীরামানুজাচার্য্য ঐ কুক্কুর-মূর্ত্তিকে শ্রীবিগ্রহের নিকট হইতে অপসারিত করেন এবং শ্রীমন্দিরের সেবার সৌষ্ঠব বিধান করেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের পরে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণও শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন।



ষষ্ঠ বৈভব

শ্রীপুরুষোত্তমে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেব

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পদার্পণ করেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং পরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, ঠাকুর শ্রীল হরিদাস, শ্রীল স্বরূপদামোদর

তদনুগত শ্রীগোস্বামিগণ ও সমস্ত গৌড়ীয়ভক্ত নীলাচলে বিজয় করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পুরাণপুরুষের পরিশিষ্টলীলা-পরাকাষ্ঠা বিস্তার করেন। মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের চরণে আপনাকে চিরবিক্রীত করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের দক্ষিণহস্তস্বরূপ শ্রীল রায়-রামানন্দই সর্বপ্রথমে শ্রীনীলাচলবিহারী শ্রীগৌরহরিতে রসরাজ-মহাভাব-মিলিতধাম সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। নীলাচলবাসী তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীনীলাচলবিহারী শ্রীগৌরহরিকে সচলব্রহ্মরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিবার পর চব্বিশ বৎসরের মধ্যে,—

অষ্টাদশবর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি' জীবে শিখাইলা ভক্তি॥ *

পূর্ব ছয় বৎসরের মধ্যেও শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনীলাচলে গমনাগমন করিয়াছেন। সেই সময় সুকৃতিমান্ জীবগণ যুগপৎ চলাচল দুই ব্রহ্মকে গৌর-শ্যামরূপে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সাগরে নদ-নদী-মিলনের ন্যায় বহুদেশস্থ ভক্তগণ শ্রীনীলাচলবিহারীর পদামৃত-সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তমের বহু প্রাচীন শাসন-ব্রাহ্মণ তথা রাজগুরুগণের মুখে আমরা শ্রবণ করিয়াছি,—শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সময় হইতে শ্রীপুরুষোত্তমধাম বিশেষতঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সর্বস্থল শ্রীশ্রীগৌর-স্মৃতিচিহ্নে বিভূষিত ছিল। 'কূর্মবেড়' বা দ্বিতীয় প্রাকারের মধ্যে শ্রীমন্দিরের চতুর্দিকে যে বিরাট চত্বর আছে, তাহা এখনও 'শ্রীচৈতন্য-মণ্ডল' বা 'শ্রীচৈতন্যমণ্ডপ' নামে খ্যাত রহিয়াছে। শ্রীপুরুষোত্তমবাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ পরস্পর সম্ভাষণকালে এখনও "আপনারা কি শ্রীচৈতন্য-মণ্ডপে

* চৈ চ ম ১।২২

বসিয়াছিলেন ?”—এইরূপ জিজ্ঞাসাদি করিয়া থাকেন। মুক্তিমণ্ডপ—সঙ্কীর্ণ নির্দিষ্ট স্থানমাত্র, তাহা শ্রীমন্দিরের দক্ষিণদ্বারের সংলগ্ন-প্রদেশে ষোলশাসনের নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণগণের অধ্যুষিত স্থান। কিন্তু শ্রীমন্দিরের চতুর্দিকস্থ বিরাট চত্বরের সবত্র সকলেই যেস্থানে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সচল ও অচল শ্রীজগন্নাথের দর্শনার্থী হইয়া ভ্রমণ বা উপবেশন করিতেন, সেই বিস্তৃত ক্ষেত্র অদ্যাপি ‘শ্রীচৈতন্য-মণ্ডল’ বা ‘শ্রীচৈতন্যমণ্ডপ’ নামে খ্যাত রহিয়াছে। এখনও ‘বাইশ পহাছ’ অতিক্রম করিয়া কূর্মবেড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবামাত্র দক্ষিণ-হস্তে উত্তরদিকে একটি প্রকোষ্ঠ-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দারুময়ী শ্রীমূর্তি ‘গুপ্তগৌরাঙ্গ’ নামে খ্যাত হইয়া বিরাজমান আছেন। শ্রীমূর্তি মুণ্ডিতমস্তক ও উপবিষ্ট। কথিত হয় যে, এই শ্রীমূর্তি শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজ স্থাপন করিয়াছেন। পরবর্তিকালে পূজারিগণের সেবাশৈথিল্যে এই সেবা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; কিন্তু সেই শ্রীমূর্তি তথায় বিরাজমান ছিলেন। কিছুদিন হইল, শ্রীরাধাকান্তমঠের যত্নে শ্রীমূর্তির অঙ্গরাগ, শ্রীমন্দিরের সংস্কার ও সেবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজগন্নাথদেবের মূলমন্দিরের বহির্ভাগে শ্রীমন্দিরগাত্রে দক্ষিণাভিমুখে ষড়্‌ভুজ-শ্রীমূর্তি, নাট্যমন্দিরের মধ্যে উত্তরদিকে প্রাচীর-গাত্রে পূর্বাভিমুখে ষড়্‌ভুজ-শ্রীমূর্তি, দক্ষিণদ্বারে সংলগ্ন পূর্বদিকে একটি প্রকোষ্ঠে পশ্চিমাভিমুখী প্রমাণাকার ভক্ত-নয়নাভিরাম ষড়্‌ভুজ-শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্তি বিরাজমান। এই শেষোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তি সূপকার-নিয়োগের স্থানে অবস্থিত। সূপকার ব্রাহ্মণগণ শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত না হইলে তাঁহারা এই স্থানে ষড়্‌ভুজমূর্তি প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইতেন না, বা তদ্‌বিষয়ে বাধা দিতেন। উড়িষ্যার স্মার্তব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত গোঁড়া। এজন্যই তাঁহারা পরবর্তিকালে বিদেশ হইতে আগত শাক-সব্জী, ফল-ফুল এখনও নৈবেদ্যাদিতে ব্যবহার করেন না। বৈদ্যুতিক আলোক এখনও গর্ভ-

মন্দিরে প্রবেশ করে নাই। কূর্মবেড়ের মধ্যে ঐ আলোপ্রবেশের সময় বহু আপত্তি হইয়াছিল। এখনও সেজন্য অনেক প্রাচীনপন্থী ব্যক্তি উহার নিন্দা করিয়া থাকেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কুলগুরু-বংশীয় 'রাজগুরু'-উপাধিক কোন কোন কুলীন, পণ্ডিত ও প্রাচীন ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে স্থানীয় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের মঠসমূহের অধ্যক্ষগণ বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া শ্রীমন্দিরের উত্তরদিকে শ্রীলক্ষ্মী-মন্দিরের সম্মুখে যে কুণ্ডটিতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণোদক পতিত হয়, তৎসংলগ্ন উচ্চবেদীতে আচার্য শ্রীরামানুজের শ্রীমূর্তি স্থাপন করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সমৃদ্ধিশালী মঠসমূহের প্রবল প্রতাপ, তথা বিপুল অর্থভাণ্ডারের আকর্ষণ, কিছুই রাজা বা স্থানীয় সেবক-সম্প্রদায়কে বশীভূত করিতে পারে নাই। কোন রাজগুরুবংশীয় পণ্ডিত ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, পুরীর কোন রাজা সম্প্রদায়-বিশেষের মহান্তগণকে বলিয়াছিলেন,—"যদি এই কূর্মবেড়ের মধ্যে কোন আচার্যের নূতনমূর্তি-স্থাপনে প্রয়াসী হ'ন, তাহা হইলে আপনাদের কপালের তিলক লুপ্ত হইবে।" অথচ এই কূর্মবেড়ের মধ্যে, মূলমন্দিরের ললাটে ও অভ্যন্তরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীমূর্তি ও শ্রীপাদপদ্ম নির্বিবাদে পূজিত হইতেছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাশক্তি শ্রীমন্দিরের সর্বত্র প্রকাশিত থাকিবার আর একটি নিদর্শন এই যে, শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ব্যতীত কূর্মবেড়ের মধ্যে যে-সকল অসংখ্য পার্শ্বদেবতার মন্দির বিরাজমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে কোথাও কখনও ঘণ্টাদি বাদ্যের ধ্বনি হইতে পারে না ; কেবল দুর্গোৎসবের কয়েকদিন শ্রীবিমলাদেবীর মন্দিরে সাময়িকভাবে বাদ্যভাণ্ড বাজিয়া থাকে, কিন্তু ষড়্‌ভুজ-শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দিরে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। তথায় সকল সময়ই ঘণ্টা-বাদ্যাদি হইতে পারে এবং বাদ্যযোগে কীর্তনাদি হইতে পারে।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের সময় হইতে বর্তমান পুরীর মহারাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রদেবের পিতৃদেব শ্রীমুকুন্দদেব পর্যন্ত সকলেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নিকট হইতে দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্য-দেব ও শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসক ছিলেন ; কেবল বর্তমান মহারাজ তাঁহার বিদিত কোনও কারণের বশবর্তী হইয়া 'এমার-মঠে'র শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীনগণ বলেন,—এযাবৎ-কাল শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের ললাটে গৌড়ীয়গণের তিলক অঙ্কিত ছিল ; কিন্তু অতি অল্পদিন পূর্ব হইতে তথায় সম্প্রদায়বিশেষের তিলক দৃষ্ট হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন রাজপ্রাসাদের (পুরুণা নহরের) ভগ্নাবশেষের মধ্যে এখনও শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও তদীয় অধস্তনগণের সেবিত নৃত্যপরায়ণ শ্রীশ্রীগৌরগদাধর-মূর্তি ও শ্রীনিত্যানন্দ-মূর্তি বিরাজমান আছেন। এখন উড়িষ্যার প্রত্যেক ভাগবত-টুঙ্গিতে শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্তনানুযায়ী কীর্তন হইয়া থাকে এবং কোথায় কোথায়ও বা শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীমূর্তি পূজিত হইতেছেন। এখনও শ্রীপুরুষোত্তমের সর্বত্র শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ের বহু মঠের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, উৎকলের প্রায় আট শতাধিক মন্দিরে এখনও শ্রীগৌরবিগ্রহ পূজিত হইয়া থাকেন। *

নীলাচলের সর্বস্থল শ্রীগৌরস্মৃতিতে ভরপূর। শ্রীজগন্নাথের মন্দির এখনও গৌরবাট-নামে বিখ্যাত এবং সেই গৌরবাট-মধ্যস্থ পল্লী ও পথসমূহ 'গৌরবাটসাহী' নামে পরিচিত। শ্রীগৌরহরির কটকে পদার্পণের স্মৃতিসূচক উৎসব অদ্যাপি প্রতি-বৎসর 'বালিযাত্রা' নামে বিখ্যাত রহিয়াছে। উৎকলে এমন একটি গ্রাম নাই, যেখানে শ্রীচৈতন্যদেবের

* প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত 'বিশ্বকোষে' পুরী-শব্দ—৭২৮ পৃঃ, ১ম খণ্ড।

শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত না আছে। কোন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিক 'Vaitarani' Vol. XI, p. 1 গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন,—"Orissa was Chaitanya and Chaitanya was Orissa. The king, the subjects, the high and the low—all were mad after Him." Kennedy সাহেব তাঁহার 'The Chaitanya Movement' (P. 75) গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"Orissa became such a stronghold of the Chaitanya faith that to-day the name of Gouranga is more commonly reverenced and worshipped among the masses in Orissa than in Bengal itself." 'শূন্য-সংহিতা'-নামক উৎকল ভাষায় লিখিত গ্রন্থের মতে উৎকলে শ্রীচৈতন্যের অনুগ বার হাজার ভক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের ওড়িয়া ভক্তগণের মধ্যে শ্রীরামানন্দ রায় শ্রীগৌরহরির সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও অন্তরঙ্গ ছিলেন। শ্রীশিখি মাহিতির ভগ্নী পরমা বৈষ্ণবী ও বিদুষী শ্রীমাধবী দেবী, দেউলকরণ শ্রীশিখিমাহিতি (মহান্তি) শ্রীকাশীমিশ্র, শ্রীতুলসী পড়িছা, শ্রীজগন্নাথ মহান্তি, শ্রীকানাই খুণ্টিয়া, শ্রীরায়রামানন্দের পিতা শ্রীভবানন্দ এবং তাঁহার পুত্র গোপীনাথ, সুধানিধি, কলানিধি ও বাণীনাথ এবং স্বয়ং গজপতি মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র প্রভৃতি উৎকলবাসী গৌরপার্ষদবৃন্দ সর্বতোভাবে নীলাচলে শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট প্রচারে আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেবের শ্রীমন্দিরের অতি সন্নিকটস্থ পবিত্র-ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই স্থানে ভজনলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারই ভজনস্থলীতে পরবর্তিকালে

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্তমানে 'শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, শ্রীটোটাগোপীনাথের সন্নিকটে চটকপর্বতে গৌরবাট-সাহীতে অবস্থিত রহিয়াছেন।

বহির্মুখতার নৈসর্গিক-রুচিচালিত হইয়া বাঙ্গালার কোনও আধ্যক্ষিক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন,—Chaitanya was one of the principal causes of the political decline of the empire and the people of Orissa. Not only that; the acceptance of Vaishnavism or rather Neo-Vaishnavism was the real cause of the Musalman conquest of Orissa twenty eight years after the demise of Prataprudra.

* * Neo-Vaishnavism became fashionable and powerful officers of Prataprudra, like Ramananda Raya, the governor of Rajmahendri before its final loss and Gopinath Barajena that of the Maljyatha Dandapata or Medinipur, were the most notable converts after the king himself.

* * *

The decline of the power and prestige of Orissa is solely due to the national adoption of the sublime Bhakti-marga of Chaitanya. *

আধ্যক্ষিক ঐতিহাসিকের যুক্তি এই,—সূর্যবংশীয় কপিলেন্দ্র ও তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তমদেব উড়িষ্যার বিশেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের রাজ্যের সীমা গঙ্গার দক্ষিণতীর হইতে

* 'History of Orissa' by R. D. Banerjee, Vol. 1., 330-31, 336.

আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণানদীর উত্তরতট পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চী পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত করিয়া বিজয়-নগরের রাজধানী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বিজয়নগর-রাজ্য হইতে 'রত্নবেদী সিংহাসন'-প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার পুরীতে আনিয়া-ছিলেন। কিন্তু পুরুষোত্তমদেবের পুত্র রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের পাল্লায় পড়িয়া পরিবার-পরিজন, অমাত্য-ভৃত্য, রাজৈশ্বর্য, যথাসর্বস্ব পরমার্থের নিকট বিনাশুল্কে চিরবিক্রয় করিয়া ভিখারী সাজিলে বিজয়-নগরের সম্রাট্ কৃষ্ণদেব রায় সাধু প্রতাপরুদ্রের রাজধানী পুনঃ পুনঃ আক্রমণ এবং গোদাবরীর দক্ষিণস্থ যে-সকল প্রদেশ প্রতাপরুদ্রের অধিকারে ছিল, তাহা বিজয়নগর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। অবশেষে প্রতাপরুদ্র বিজয়নগর-রাজের হস্তে তাঁহার দুহিতাকে প্রদান করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হ'ন। এইরূপ ধর্মোন্মত্ততা (?) কেবল ব্যক্তিগত অধঃপতন নহে, জাতীর অধঃপতন ও অধীনতার কারণ।

আমরা ব্যষ্টিগত, জাতিগত বা রাষ্ট্রগত অধঃপতনের স্বরূপের পরিমাপ জড়ের উন্নতি ও অবনতির তৌলদণ্ডেই করিয়া থাকি। সর্ব-গ্রাসী জড়বাদ, যাহা ভুঁই ও ভুঁড়িকে কেন্দ্র করিরা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা সমগ্র মানবজাতির, তথাকথিত সভ্যসমাজের ও রাষ্ট্রের জাতীয়তার শরীরে কতটা বিষাক্ত-জীবাণু প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে, তাহা নানা প্রত্যক্ষ উদাহরণের যদি এখনও আমাদের উপলব্ধির বিষয় না হয়, তবে বলা যাইতে পারে যে, এই মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের তথাকথিত প্রগতির ভাবী পরিণাম প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দুইটি সমসাময়িক মহাযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের হস্তে যে 'রঞ্জন-রশ্মি' দিয়াছে, তাহাতেও যাঁহারা সতর্ক হইবে না, তাঁহারা নিশ্চয়ই জ্ঞাত ও অজ্ঞাত আত্মহত্যার সেনাদল।

'জড়বাদ' ভারতের নিজস্ব নহে—ভারতের কেন, বিশ্বের কোন চেতনেরই নিজস্ব নহে ; তাহা আমাদের নিজস্ব সত্তার উপর বৈদেশিক আক্রমণ-মাত্র। সেই আক্রমণই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ। সেই মেরুদণ্ডটি ভাঙ্গিয়া গেলে সমস্তই অধঃপতিত হইল—বিনষ্ট হইল! এইরূপ বৈদেশিক আক্রমণে অভিভূত হইয়াই আমরা হিতকে বিপরীত মনে করিতেছি,—বুঝি উন্মুখতার বিকাশ—উন্মুখতার বোধন—উন্মুখতার অনুশীলনদ্বারাই আমাদের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অধঃপতন হইয়াছে! বুঝি, বাঁচিবার উপায়-সন্ধানই আমাদের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে! বস্তুতঃ কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত, কি সমাজগত—যাবতীয় অধঃপতন একমাত্র পরতত্ত্বের প্রতি উন্মুখতার অনুশীলনের অভাবেই সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহা ঐতিহাসিক বাস্তব সত্য।

যাঁহারা বলেন,—'শ্রীচৈতন্যদেব কোন দেশ বা জাতির উন্নতির বিঘ্নকারী ও অধঃপতনের কারণ', তাঁহারা ন্যূনাধিক অধঃপতনের প্রপাতধারার মুখে পতিত হইয়াই ঐরূপ উক্তি করিতেছেন ; ইহা চন্দ্র-সূর্যের অস্তিত্ব অপেক্ষাও অধিকতর সত্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া দবিরখাস ও সাকরমল্লিক যে তদানীন্তন গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের প্রধানমন্ত্রীর পদ, শ্রীরামরায় রাজ্যশাসন-কার্য কিংবা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু 'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, অপ্সরাসম ভার্যা' পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; কিংবা মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র যে যুদ্ধ-বিগ্রহাদির প্রতি উদাসীন হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা জাতীয় অধঃপতন না হইয়া কতটা প্রকৃত জাতীয়-উন্নতি ও সুসভ্যতার আনুষঙ্গিক পরিপুষ্টি হইয়াছে, তাহা বর্তমান যুগ ও ভাবী যুগের মনীষিগণের চিন্তা করিবার বিষয় হইয়াছে এবং হইবে। ঐরূপ লোক-নেতৃত্ব লাভ করিবার জন্য জগতের মনীষিগণ কত অবৈধ দক্ষিণা-প্রদান, জীবনপণ, প্রতিষ্ঠার

বিনিময়ে কারা বরণ, ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবজগৎকে প্রভুত্ব-কামনার যূপ-কাষ্ঠে বলি দান করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীল সনাতন সমগ্র মানব-জাতির বা জীবজগতের স্বাধীনতার অর্থাৎ অনাদিকালের বন্ধনমোচনের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিবার জন্য কারা বরণ করিয়াছিলেন এবং গৌড়ের বাদশাহের প্রধানমন্ত্রীর পদ পরিত্যাগের জন্য সপ্ত-সহস্র মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল সনাতনের ব্যবহার হুসেন শাহকে চমৎকৃত করিয়াছিল।

জাগতিক সম্পৎ, জাগতিক স্বাধীনতা, জড়বিলাস, ভোগবৈচিত্র্য-বিস্তার প্রভৃতি ব্যাপারে আধুনিক বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য-জাতি আমাদের আদর্শস্থানীয়; কিন্তু তাঁহাদের ঐরূপ জাতীয় অভ্যুদয় ও স্বাধীনতার শেষ পরিণাম কি আমাদের চক্ষু উন্মীলন করিবে না? তথাকথিত জাতীয় অভ্যুদয় ও সভ্যতার চরমশিখরে আরোহণ করিয়া জাতিকে হয় চরমে খণ্ড বা বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, না হয়, সামরিক-অস্ত্র-নিরোধ-আইনের কোন কৃত্রিম উপায় বা ভাবী কাল্পনিক নিরাপত্তার আকাশকুসুমের উপর নির্ভর করিতে হয়। এক-একটি মানবের প্রাণ কত মূল্যবান্, এক-একটি মানবের প্রাণের জন্যই জগতের সমস্ত ধনসম্পদ্ বা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির পরিকল্পনা, অথচ ঐরূপ লক্ষ লক্ষ সমর্থ মানবকে একসঙ্গে একমুহূর্তে কিরূপে বিনাশ করা যায়, তাহার কল-কৌশল বা উপায়োদ্ভাবন যে সভ্যতা, যে বিজ্ঞান, যে রাজনীতি, সমাজ-নীতি বা অর্থনীতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষা দিয়া থাকে, যে সভ্যতা মানবজাতিকে হিংসার সেনা করিয়া তোলে, তাহার চরম ফল ধ্বংস ব্যতীত আর কি? বাস্তব অকৃত্রিম অহিংস্য-নীতির শিক্ষাদাতা শ্রীচৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্র ঐরূপ জগদ্ধ্বংসকারিণী রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সমস্ত রাজনীতিকে শ্রীচৈতন্যের

শ্রীপাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত করিয়া দেশের, সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নতি করিয়াছেন। বস্তুতঃ অধুনা শ্রীচৈতন্যদেব ও তদ্দাসগণের প্রভাবেই উড়িষ্যার কেন, সমগ্রবিশ্বের প্রকৃত উন্নতির পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উড়িষ্যার প্রকৃত সভ্যতা, শিক্ষা, কৃষ্টি, সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান-প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়াই অধিকতর উন্নতি হইয়াছিল। পরমার্থকে বা পরতত্ত্বকে নির্বাসিত করিলে জগতের কোনও দেশ বা জাতির কোনই অর্থলাভ হইতে পারে না। লিঙ্গরাজ শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির, পুরীর শ্রীজগন্নাথের মন্দির, কোণার্কের সূর্য-মন্দির প্রভৃতি শিল্পকলা-চাতুর্য প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্ত্য সুদক্ষ স্থপতিবিদ্-গণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। শ্রীরায়রামানন্দ, উৎকল-কবি শ্রীগোবিন্দদেব-প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের শোভা বর্ধন করিয়াছেন। এমন কি, যে অতিবড়ী জগন্নাথদাস কবিত্ব প্রতিভায় উৎকলবাসীর চিত্তরঞ্জন করিয়াছেন, তিনিও যে-কোনভাবে হউক, শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগত সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে ঐ উন্মাদনা লাভ করিয়াছিলেন ; ইহা ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করেন। শ্রীমাধবীদেবী, শ্রীগঙ্গামাতা * প্রভৃতি মহিলা-ভক্তগণ কত কত জীবের নিত্য উন্নতির পথ-প্রদর্শনকারিণী হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্ত-সম্প্রদায়ের প্রভাব উৎকলের নৈতিক উন্নতিকে কতটা বিশুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও সুধীগণ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বা জাতীয়তার বিচার পারমার্থিকতার মুক্তপ্রদেশে নাই।

---

* শ্রীশিখিমাহিতির ভগ্নী শ্রীমাধবীদেবী সংস্কৃতভাষায় গ্রন্থ ও উৎকলভাষায় প্রেমভক্তিসূচক গীত রচনা করিয়াছেন। পুঁটিয়ার রাজদুহিতা শ্রীগঙ্গামাতা শ্রীশ্বেত-গঙ্গার তীরে মঠস্থাপনপূর্বক শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন ও প্রচার করিয়াছেন।

প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায়ই পরমার্থরাজ্যের চরমকথা উৎকল হইতে সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হইয়াছে। যে পরমসত্যের সন্ধান এখনও বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সভ্য ও উন্নত জাতিগণ প্রাপ্ত হ'ন নাই, সেই পরম-চরমধনের গুপ্ত খনি, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীপুরুষোত্তমে আবিষ্কার করিয়াছেন।

মনে করুন, যদি শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয় না করিতেন, যদি শ্রীচৈতন্যদেব উৎকলে না আসিতেন বা জগতে তাঁহার অবতার না হইত, তাহা হইলে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইতিহাস কি প্রমাণ করিয়া দিত? পূর্ব পূর্ব প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতিগণের কথা দূরে থাকুক, যে বিজয়নগর-রাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই 'সোনার লঙ্কা'ই অক্ষত থাকিল কি? কৃষ্ণদেবরায়ের অধস্তন অচ্যুতরায়, রামরাজ-প্রভৃতির সময় বিজয়-নগরকে অধীনতার রাহু গ্রাস করিয়া বসিল। টালিকোটের যুদ্ধে মুসলমানগণ হিন্দুগণকে পরাভূত করিয়া রামরাজকে নিহত ও বিজয়-নগরকে বিনষ্ট করিল; বিজয়নগরের মর্মর-সৌধরাজি ও প্রাসাদ ধূলিসাৎ হইল—হিন্দুসাম্রাজ্য বা জাতির উন্নতির (?) উদয়াচলই আবার অস্তাচলে পরিণত হইল। জাগতিক অভ্যুদয়ের গৌরব-রবির পরমায়ুঃ কতক্ষণ?

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা!"

যে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়া শ্রীঅম্বরীষ, শ্রীপৃথু-প্রভৃতির ন্যায় সার্বভৌম-সম্রাট্ উদিত হইয়াছেন, যে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়া দাক্ষিণাত্যের শ্রীমন্দির-গাত্রে শিল্পকলা-চাতুর্য এখনও মূর্তিমৎ রহিয়াছে, যে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়া বেদ, শ্রুতি, শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত-সাহিত্যের অভ্যুদয় হইয়াছে এবং পরবর্তিকালে শ্রীচৈতন্য-

দেবের শ্রীপাদপদ্মকে কেন্দ্র করিয়া যে শ্রীগৌড়ীয়-সাহিত্যরত্নাকরের বিস্তার হইয়াছে, যে পরমার্থকে কেন্দ্র করিয়া যাবতীয় রসশাস্ত্র ও গীত-শাস্ত্রের অদ্বিতীয়-রসধ্বনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই পরমার্থই জাতীয় অধঃপতনের কারণ,—এই সিদ্ধান্ত (?) অধঃপতিতগণের মুখেই শোভা পায়। তবে এ-কথা ঠিক যে, পরতত্ত্বের ভোগাবস্থ জীবজগতের ভোগের ইন্ধনরূপে পর্যবসিত হইলেই তাহা জাতীয় ধ্বংসের কারণ হয়।

বর্তমান সভ্যতা, শিক্ষা, কৃষ্টি, তথাকথিত প্রগতি বা উন্নতি ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিকে, সমষ্টির বিরাড়্রূপ জাতিবিশেষকে ময়ূরপুচ্ছধৃক্ বিষ্ঠা-ভোজী বায়সের ন্যায় আনুকরণিক ভোক্তা সাজাইয়া ধ্বংসের নব নব আবিষ্কৃত অভিযানের সৈন্য করিয়াছে ; কামের ইন্ধন যোগাইয়া—লোভের টোপ খাওয়াইয়া জাতিকে ইন্দ্রিয়মেধযজ্ঞে আহুতি দিতেছে। এই নরমেধযজ্ঞই কি সভ্যতা ও প্রগতির তন্ত্র-মন্ত্র ও উপাসনা ?

কৃত্রিম ধার্মিক-সম্প্রদায়ের বিচারের সহিত অকৈতব পারমার্থিক-সম্প্রদায়ের বিচারকে তুল্য গণনা করায় এবং ঐ-সকল ধর্মধ্বজিগণের ধর্মের ধারণায় আমাদের মস্তক ভরপূর করিয়া রাখায়, আমরা প্রকৃত সত্য-নিরূপণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। পারমার্থিকগণ কৃত্রিম ধার্মিক-সম্প্রদায়ের ন্যায় জগৎ বা প্রাণিজাতি-বিদ্বেষী নহেন, আবার তাহাদের বহির্মুখতার অনুরাগীও নহেন। যে 'ডিনামাইট্' (dynamite) মানব-জাতির ভোগের পথ পরিষ্কার করিবার পরিবর্তে হরিসেবার বিঘ্নরূপ পাহাড়-পর্বতগুলিকে দূরীভূত করিয়া দেয়—হরিকথা-কীর্তনে সুযোগ করিয়া দেয়, যে 'য়্যারোপ্লেন্' (aeroplane) বা আধুনিক মারণাস্ত্র ভোগযুদ্ধের বা নরমেধযজ্ঞের সহায়ক হইয়া জাতির ধ্বংস সাধন করিবার পরিবর্তে নানা হরিকথা-প্রচারের আনুকূল্য করিয়া মৃত-জীবজগৎকে অমর, দুঃখীকে নিত্যসুখী করিবার সহায়তা করে, সেরূপ বিজ্ঞানের

অবদানগুলির প্রতি পারমার্থিকগণ বিদ্বেষী হ'ন না। চরমে জাতি-ধ্বংসকারিণী স্বৈরিণী প্রগতির মুখ ফিরাইয়া উহাকে হরিসেবার আনুকূল্য-কারিণী এবং আনুসঙ্গিকভাবে সমগ্র প্রাণীজাতির কল্যাণদায়িনী করিতে একমাত্র শ্রীভাগবত-ধর্মই সমর্থ।

উড়িষ্যার কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মত এই যে,—যদি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব গজপতি-শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও তাঁহার মন্ত্রী শ্রীরামানন্দরায়ের দ্বারা পরাক্রান্ত যবন নৃপতিগণের বর্বর-ধর্মোন্মত্ততার ও নৈতিক চরম-অধঃপতনের সংঘর্ষময় যুগে বৈরাগ্যযুক্ত প্রেমরসের বাণী প্রচার করিয়া উড়িষ্যার জনসাধারণের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার না করিতেন, তাহা হইলে সমগ্র উড়িষ্যা বিধর্মীর কবলে কবলিত হইয়া আজ পাকিস্তানের অন্তর্গত হইত। সারগ্রাহী দূরদর্শী রাজনৈতিকগণ বলেন, শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব ও শ্রীরামানন্দরায় শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিধর্মের প্রচারের সহায়ক হইয়া অতি আনুসঙ্গিক ও গৌণভাবেও উড়িষ্যার এই মহোপকার সাধন করিয়াছেন অর্থাৎ গো-বেদ-বিদ্বেষিগণের ধর্মোন্মত্ততার যথেচ্ছাচারিতা ও সমষ্টিগত পীড়ন হইতে উড়িষ্যাকে পরোক্ষভাবে রক্ষা করিয়াছেন। এজন্যই কালাপাহাড় প্রভৃতি ধর্মোন্মত্ত বিধর্মিগণ উড়িষ্যার দেউল প্রভৃতি আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াও তথায় হিংসামূলক বিধর্মের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

রাখাল বাবুর স্বকপোলকল্পিত মতবাদ খণ্ডন করিয়া আধ্যক্ষিক পণ্ডিত সমাজের আর একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন,—

The real cause of the fall of the empire was not the 'acceptance of Neo-Vaishnavism', but the weakness of the successors.

It is a law of nature that no family can produce an uninterrupted line of geniuses. The tottering empire,

surrounded by powerful foes, was like the 'bow of Ulysses' which only a strong man could handle.

Prataprudra died in 1540 A. D. and within twenty eight years no less than seven kings belonging to three different dynasties occupied the throne.

Taking advantage of the weakness of the centripetal force, the Samanta chiefs, specially the Bhanjas grew turbulent. Thus, in a country where the administration is autocratic, the succession of the ill-conditioned kinglings spelt disaster.

Assassination, rebillion and struggle for power brought about internal anarchy. Govinda Vidyadhar Bhoi murdered the sons of his master. His grandson Narasinha had to atone for his sin. Mukundadeva Harichandan, the Commander-in-chief murdered him to pave his own way to the throne.

Along with these traitors, there were others who were ready to sell their mother-country. Govinda Vidyadhar's nephew Raghu Bhanja Chhotaraya twice invaded Orissa, with the help of Muhammad Khan Sur. Rama Chandra Bhanja, the commander of Sarangarh betrayed the case of Mukundadeva, at the darkest hour of the country's history.

It is dificult to link this sickening tale of moral turpitude with the Chaitanya Movement, which taught mankind to be faithful and honest.

Similarly, centuries ago, senility crept into the spirit of the inhabitants of Navadwipa, long before Chaitanya was born there. The story of Bengal's submission to Ikhtyaruddin Khalji is a disgraceful one ; and no

devotion to a religious movement serves as an extenuating cause in that case.

Thus, Vaishnavism or no Vaishnavism—the succession of weaklings, the moral degeneration of high officials of the state and the decline in the military strength of the nation—would have brought about the downfall, sooner or later.

At this fateful hour of stupor, there appeared Kalapahad, the 'Black Ogre', as the messenger of Nemesis. The treachery of the titled blackguards made any effective risistance impossible and Kalapahad encountered no stiff opposition in his task of the conquest of Orissa. *

জড়বাদ-সর্বস্ব অতিসংকীর্ণ-দৃষ্টি আধাক্ষিক ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদের উচ্ছিষ্ট-মতবাদকে বহুমানন করিয়া কিছুদিন পূর্বে (১৯৫০ খৃ) উড়িষ্যা গভর্ণমেন্ট্ প্রকাশিত 'নবকলেবর-স্মরণী ও উড়িষ্যা-পরিচিতি'র মধ্যে কয়েকটি প্রকৃত ইতিহাস-বিরুদ্ধ অসংযত বাক্য প্রচারিত হইয়াছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে ঐ-সকল বাক্যের যথেষ্ট প্রতিবাদ হইয়াছে। ঐ-সকল উক্তির মূল কথা এই,—"রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব সর্বযুগে সর্বদেশে সর্বনাশের কারণ হইয়াছে।" † কিন্তু সারগ্রাহিগণের অভিজ্ঞতাপূর্ণ ইতিহাস-সমর্থিত সিদ্ধান্ত এই যে,—রাজনীতিতে নাস্তিকতা ও ইহসর্বস্ববাদের প্রভাবই সর্বযুগে সর্বদেশে সর্বপাত্রে সর্বনাশের কারণ হইয়াছে, হইবে এবং হইতে থাকিবে ; ইহাই ইতি-

* 'The History of Medival Vaishnavism in Orissa' by Prabhat Mukharjee, Chap. XI, Pp. 177-78.

† ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা গভর্ণমেন্টের পাব্লিক্ রিলেসন্স্ ডিপার্টমেণ্ট-কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'নবকলেবর-স্মরণী ও উড়িষ্যা-পরিচিতি', ২৭ পৃষ্ঠা।

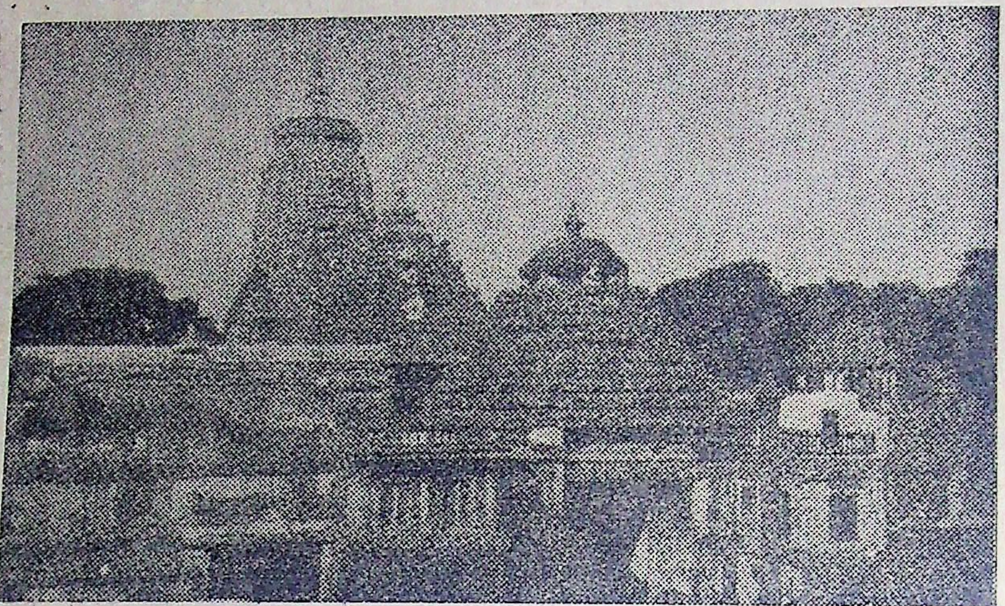
হাসের জলন্ত শিক্ষা। কাপুরুষোচিত ধর্মোন্মত্ততা (fanaticism) ও ভগবৎপ্রীতির ধর্ম (ভগবৎ-স্বরূপশক্তির বৃত্তি) এক নহে।



সপ্তম বৈভব

শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দির (‘বড় দেউল’)

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দির ‘বড় দেউল’ নামে কথিত। ইহা দুইটি বিভিন্ন ঐককেন্দ্রিক প্রাকারের মধ্যে অবস্থিত। বহিঃপ্রাকারটি ‘মেঘনাদ-প্রাচীর’ ও অন্তঃপ্রাকার বা দ্বিতীয় প্রকারটি ‘কূর্মবেড়’ নামে কথিত। বহিঃপ্রাকারের চারিদিকে চারিটি প্রবেশ-দ্বার। প্রত্যেকটি প্রবেশ-দ্বার বিস্তৃত তোরণযুক্ত। প্রথম দ্বারের তোরণ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় প্রাকারের তোরণে উঠিবার সোপানাবলী আছে। তৎপরে দ্বিতীয় প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে পার্শ্বদেবতাগণের মন্দির। তৎপরে চতুর্দিকে বিরাট্ চত্বর, মধ্যস্থলে পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্বাভিমুখী মন্দির চারিটি ভাগে বিভক্ত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন—(১) ‘মূল-মন্দির’, (২) ‘মুখ-শালা’, (৩) ‘নাট্যমন্দির’ ও (৪) ‘ছত্রভোগ-মণ্ডপ’। নাট্যমন্দিরের পূর্ব-সীমানায় ও ছত্রভোগ-মণ্ডপের সম্মুখে শ্রীগরুড়স্তম্ভ বিরাজমান। একটি উচ্চ স্তম্ভোপরি ভগবৎপার্ষদ শ্রীগরুড় করযোড়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রার স্তুতিনিরত-মূর্তি প্রকট করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই গরুড়স্তম্ভের পশ্চাৎ হইতেই দর্শনার্থিগণের শ্রীভগবদ্দর্শনের বিধি আছে। মূলমন্দিরে গর্ভ-গৃহস্থ বেদী ‘রত্নবেদী’ নামে খ্যাত। এই রত্নবেদীর উপরই শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও মধ্যস্থলে শ্রীসুভদ্রাদেবী বিরাজমান



শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির, শ্রীজগমোহন, শ্রীনাটমন্দির ও শ্রীসিংহদ্বারের দৃশ্য

আছেন। রত্নবেদীর পর যে গর্ভমন্দিরের দ্বার আছে এবং তৎপরে যে চন্দন-অর্গল (চন্দনকাষ্ঠ-নির্মিত সাধারণের পথরোধক অর্গল) দৃষ্ট হয়, তাহারই মধ্যবর্তি-স্থান 'মুখ-শালা' নামে পরিচিত; তৎপরে নাট্য-মন্দির। এই স্থানে শ্রীভগবানের প্রীতিকর নৃত্যসঙ্কীর্তনাদির অনুষ্ঠান হয় এবং দর্শনার্থিগণ সমবেত হ'ন। নাটমন্দিরের পর ছত্রভোগ-মণ্ডপ। ছত্রভোগ-মণ্ডপে কেবলমাত্র পুরীর বিভিন্ন মঠধারিগণের ও সাধারণের বরাত দেওয়া ভোগ হইয়া থাকে; কিন্তু রাজ-প্রদত্ত ভোগসমূহ মূল-মন্দির মধ্যেই হয়। রত্নবেদীর মধ্যে পূর্বোক্ত শ্রীবিগ্রহত্রয় ব্যতীত শ্রীসুদর্শনচক্র এবং শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীসরস্বতীর শ্রীমূর্তি বিরাজমান আছেন।

মূলমন্দির-মালার উত্তরে ও দক্ষিণে পার্শ্বমন্দিরসমূহ বিরাজমান আছে। দক্ষিণে শ্রীমদনমোহনের মন্দির ও শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মার্জন-মণ্ডপ (এইস্থানে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্নান করেন), উত্তর পার্শ্বে 'ভাণ্ডার-লোকনাথে'র মন্দির (ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ); এতদ্ব্যতীত উত্তর পার্শ্বে 'দেউল-করণে'র কার্যালয় আছে। দেউলকরণ 'মাদলা-পাঞ্জী' দেখিয়া প্রত্যহ তিথি, নক্ষত্র-অনুযায়ী পূজাদির বিধান প্রদান করেন। মূলমন্দিরের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে তিনটি পিঢ়-দেউল। এই তিনটি মন্দির মূলমন্দিরের গাত্রে উচ্চভাগে সংলগ্ন আছে। ইহাতে যথাক্রমে শ্রীবরাহ, শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীবামনদেব অবস্থান করিতেছেন। মূলমন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বভাগে উচ্চ-প্রদেশে শ্রীশ্রীষড়্‌ভুজ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান আছেন। বড়-দেউল বা মূলমন্দিরের বিমানাংশ উচ্চতায় ২০০ ফিট্ ও পরিধিতে ৪২ ফিট্ বলিয়া কেহ কেহ নিরূপণ করেন। শুনিতে পাওয়া যায়, সর্বোপরি যে 'নীলচক্র'-নামক সুদর্শনচক্রটি শোভা পাইতেছে, তাহা অষ্ট-ধাতুনির্মিত। ১৫:৪ খৃষ্টাব্দে খুরদার রাজা রামচন্দ্রদেব এই চক্রটির জীর্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্দিরের বহির্গাত্রে মিথুনীভূত নর-নারীর মূর্তি-সম্বন্ধে ষড়্‌রিপু-তাড়িত গবেষকগণ অনেক কিছু স্বকপোল-কল্পিত অযাচিত অভিমত প্রকাশ করেন ; কিন্তু ঐরূপ অশ্লীলতাব্যঞ্জক-মূর্তি কেবল পুরীর মন্দিরে নহে, উৎকলের অন্যান্য অংশে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের, এমন কি, কোনও কোনও রোমান্‌-ক্যাথলিক্‌-গির্জার উপরেও দৃষ্ট হয়। প্রাচীন স্থপতিবিদ্‌গণ বজ্র-পতনাদি নিবারণের জন্য মিথুনীভূত-মূর্তি স্থাপনের বিধান প্রদান করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথের বাহিরেই জগৎ বা বিরাটের কামচিত্র। শ্রীজগন্নাথ—শ্রীমদনমোহন—মন্মথমন্মথ—স্বরাট্‌—অদ্বিতীয় ভোক্তা বা অপ্রাকৃত শ্রীকামদেব।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের শিখরদেশস্থ নীলচক্রে যে ধ্বজা উড্ডীন হয়, তাহা যাত্রিগণও স্থানীয় পাণ্ডাগণের সাহায্যে বন্ধন করিতে পারেন। পাণ্ডাগণ ধ্বজা উড্ডীন করিবার আনুকূল্যস্বরূপ তীর্থযাত্রিগণের নিকট পাঁচসিকা হইতে সাতশত টাকা পর্যন্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্দিরের চূড়ায় আরোহণ করিয়া ধ্বজা বন্ধন ও প্রদীপ দান করিবার জন্য একশ্রেণীর সেবক নির্দিষ্ট আছেন ; তাঁহারা পুরুষানুক্রমে ঐ কার্য করেন। বর্তমানে তাঁহাদের সংখ্যা পঁচিশ ঘরের অধিক নহে। ইঁহারা সামান্য কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া অনায়াসে দ্রুতগতিতে শ্রীমন্দিরের শিখরে আরোহণ-পূর্বক ধ্বজা বন্ধন করেন।

প্রতি-একাদশীর রাত্রিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের শিখর-দেশে নীলচক্রের নিম্নে এবং শ্রীভোগমন্দির ও শ্রীনাট্যমন্দিরের চূড়ায় তিনটি ঘৃত-প্রদীপ প্রদান করা হয়। উহাদিগকে 'মহাদীপ' বলে। দীপদানের সময় চতুর্দিক হইতে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইতে থাকে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-গর্ভগত ও চূড়ার কলসীর মধ্যে নিহিত অগণিত ধন-রত্ন, মণি-মাণিক্যের কথা প্রবাদের মত প্রচারিত ছিল।

ক্রমশঃ ইহা বিধর্মি-রাজগণের লোলুপকর্ণকে আকর্ষণ করে ; সুতরাং বহু অহিন্দুশাসক এই মন্দির আক্রমণ করিয়া বহুবার ধন-রত্ন-লুণ্ঠনের চেষ্টা করিয়াছে। লিখিত বিবরণের মধ্যে যে-সকল বিধর্মীর অভিযানের কথা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের বাদশাহ হুসেনশাহের অভিযানই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি-গ্রন্থেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। শ্রীমন্দিরের পূজারিগণ অভিযানের ইঙ্গিত পাইয়াই তৎপূর্বে চিল্কা-হ্রদের নিকট নৌকায় করিয়া শ্রীবিগ্রহ-গণকে স্থানান্তরিত করেন। হুসেনশাহ বিফলমনোরথ হইয়া মন্দিরের বিভিন্ন স্থান ভগ্ন করে এবং দক্ষিণদেশ হইতে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রত্যাবর্তনে পলায়ন করে।

১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় উড়িষ্যার দেবমন্দিরসমূহ আক্রমণ করে। কালাপাহাড় ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ভীষণ অপরাধ-ফলে আধ্যক্ষিক হইয়া পড়ে এবং অহিন্দুধর্ম গ্রহণ-পূর্বক তাহার ধারণার হিন্দুধর্মের বিদ্বেষী হয়। মাৎসর্যানল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য কালাপাহাড় উৎকলের সমস্ত স্থানের শ্রীমন্দির (?) ও শ্রীবিগ্রহ (?)-সমূহ বিনাশের চেষ্টা করিয়া 'পৃথিবীর মানচিত্র বিনষ্ট করিয়া পৃথিবী ধ্বংস বা দখল করিয়াছি' এইরূপ বৃথা আস্ফালনের ফলস্বরূপে আত্মবিনাশই বরণ করে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজারিগণ ম্লেচ্ছভয়ে তাঁহাদের আরাধ্যদেবকে 'পারিকুদ'-নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন এবং পুনরায় চিল্কা-হ্রদের নিকট তাঁহাকে গুপ্তভাবে সংরক্ষণ করেন। কালাপাহাড় অনুসন্ধানের ফলে ইহা জানিতে পারিয়া রাবণের মায়াসীতা-স্পর্শের ন্যায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহকে মর্ত্যবস্তু-বোধে অবমাননা করিবার চেষ্টা করিলে অতি ভয়াবহভাবে কালাপাহাড়ের জীবনান্ত হয়।

পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকালে চারিবার, মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে দুইবার, দিব্যসিংহদেবের রাজত্বকালে একবার এবং রামচন্দ্রদেবের রাজত্বকালে (১৭৩১-১৭৪২ খৃঃ) পুনরায় একবার শ্রীবিগ্রহগণ ম্লেচ্ছভয়ে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। দুইজন অহিন্দু-শাসক মন্দিরের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়াছিল। অন্য আর একজন সেই উদ্দেশ্যে 'পিপিলি' পর্যন্ত আসিয়াছিল, কিন্তু পরে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। অহিন্দু শাসকগণ যাত্রিগণের নিকট কর ধার্য করিয়া অথবা পূজার ছাড়পত্রের মাশুলরূপে বাৎসরিক নয় লক্ষটাকা (সিক্কা) মন্দির হইতে আদায় করিত।

রাজা মানসিংহ যখন উড়িষ্যা জয় করিলেন, তখন হইতে খুরদার রাজা শ্রীমন্দিরের তত্ত্বাবধায়করূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। রাজা রামচন্দ্রদেবের উত্তরাধিকারিগণও সেই পদবীতে নিযুক্ত ছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়গণের আমলে

মহারাষ্ট্রীয় শাসকগণের আমলে তাঁহারা তত্ত্বাবধায়ক বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ব্যতীত মন্দিরের কার্য নির্বাহ করিতেন। ইংরাজগণ উড়িষ্যা দখল করিলে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব-পর্যন্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ব্যতীতই শ্রীমন্দিরের কার্য নির্বাহ হইত। মহারাষ্ট্রীয়গণ শ্রীমন্দিরের সেবাপূজা-সংরক্ষণে যথেষ্ট সহায়তা ও বহুভাবে আনুকূল্য প্রদান করিয়াছিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে 'সাতাইশ হাজারি মাহাল' নামে সাতাইশ হাজার টাকার বাৎসরিক আয়ের একটি সম্পত্তি মহারাষ্ট্ররাজ দান করেন।

ব্রিটিশ আমলে

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড্ ওয়েলেস্‌লি লেপ্টেন্যাণ্ট্ কর্ণেল ক্যাম্বেল্‌কে (যিনি উড়িষ্যার ব্রিটিশ-সৈন্যগণের অধ্যক্ষ ছিলেন) নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করেন,—

On your arrival at Jagannath you will employ every possible precaution to preserve the respect due to the Pagoda and to the religious prejudices of the Brahmins and pilgrims. You will furnish the Brahmins with such guards as shall afford perfect security to their persons rites and ceremonials, and to the sanctity of the religious edifices, and you will strictly enjoin those you command to observe your orders on this important subject with the utmost degree of accuracy and vigilance.

The Brahmins are supposed to derive considerable profits from the duties levied on pilgrims; it will not, therefore, be advisable at the present moment to interrupt the system which prevails for the collection of those duties.

You will assure the Brahmins at the Pagoda of Jagannath, that they will not be required to pay any other revenue or tribute to the British Government than that which they have been in the habit of paying to the Maratha Government, and that they will be protected in the exercise of their religious duties.

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১০ নং আইনের দ্বারা যাত্রিকর (Pilgrim Tax) রহিত করা হয় এবং শ্রীমন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার খুরদার রাজার উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে একটি দেবোত্তর সম্পত্তি সেবা-পূজাদির ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রদত্ত হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে খুরদার

রাজার দেহত্যাগের পর তাঁহার কৃত উইলের সর্ত-অনুসারে তাঁহার বিধবা পত্নী মন্দির-সংক্রান্ত কার্যের ব্যবস্থা-বিষয়ে অধিকারিণী হ'ন। তাঁহার পোষ্যপুত্র সাবালক হইয়া পূজাদির ব্যবস্থাভার গ্রহণ করেন; কিন্তু অল্পকাল-মধ্যেই তাঁহাকে হত্যাপরাধে নির্বাসিত হইতে হয়। ইহার পর রাজা মুকুন্দদেবের নাবালক অবস্থায় তাঁহার পিতামহী অভিভাবকরূপে থাকিয়া একজন ম্যানেজারের সাহায্যে মন্দির-সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা করেন। পরে রাজা স্বয়ং সাবালক হইয়া মন্দির-সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্বাবধানের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আশানুরূপ সুবন্দোবস্ত করিতে কৃতকার্য না হওয়ায় তাঁহার সম্মতিক্রমে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্পত্তি ও মন্দিরের তত্ত্বাবধান-সংক্রান্ত কার্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করিবার জন্য একজন উৎকলবাসী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হ'ন। তাঁহার অধীনে কতিপয় ইন্স্পেক্টর্, ওভার্সিয়ার্ ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ নিযুক্ত হ'ন। তাঁহারা কতকগুলি পদাতিক পরিচারকের সাহায্যে শ্রীমন্দিরে পূজাদি-কার্যের ব্যবস্থা করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে রায় বাহাদুর রাজকিশোর দাস, ওড়িয়া ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীজগন্নাথমন্দিরের প্রথম ম্যানেজার হ'ন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে রাজা মুকুন্দদেব স্বধামে গমন করিলে তাঁহার পোষ্যপুত্র 'রামচন্দ্রদেব'-নাম গ্রহণ করিয়া মন্দির-সংক্রান্ত সমস্ত কার্যের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ইনি রাজাসন গ্রহণ করিবার পর গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত ম্যানেজারের দ্বারা মন্দিরের পরিচালনকার্য প্রত্যাহার করেন।

শ্রীমন্দিরের আয়

শ্রীজগন্নাথদেবের বিপুল ভূসম্পত্তির আয় ব্যতীত বিভিন্ন প্রকারে শ্রীমন্দিরের বর্তমানে যে আয় হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল,—

(ক) পিণ্ডিকা অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নৈবেদ্যস্বরূপ প্রদত্ত দ্রব্য ; যথা—মণিরত্নাদি, স্বর্ণ ও রৌপের গহনা, টাকা-পয়সা-প্রভৃতি, রেশম ও সূতার বস্ত্রাদি, শাল, থালা-বাটী-প্রভৃতি তৈজসপত্র, ছাতা, পাখা-প্রভৃতি দ্রব্য।

(খ) মন্দির-ভাণ্ডারের ব্যয়ে প্রদত্ত 'কোঠভোগ'-নামক দৈনিক নৈবেদ্য বা মহাপ্রসাদ-বিক্রয়লব্ধ অর্থ।

(গ) রথে যে কাষ্ঠ ও বস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ।

(ঘ) মন্দিরাভ্যন্তরে মিষ্টান্ন-মহাপ্রসাদ ও নির্মাল্য (শুষ্ক-মহাপ্রসাদ) বিক্রয়কারিগণকে অনুমতিপত্র-দেওয়া-বাবদ যে দর্শনী বা অর্থ সংগৃহীত হয় এবং রোহিণীকুণ্ড, গুণ্ডিচাবেদী ও পাকশালা-দর্শন-বাবদ যাত্রিগণের নিকট হইতে পয়সা আদায় করিবার জন্য যে-সব লোক নিযুক্ত আছে, তাহাদের নিকট হইতে ঐ অনুমতি-বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হয়।

(ঙ) সেবাইতগণের প্রথম নিয়োগ-জন্য, পাকশালার চুল্লী-বিলি-বাবদ অথবা রত্নবেদীর সম্মুখে ভোগপ্রদানের জন্য সেবাইতগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(চ) যাত্রিগণের নিকট হইতে বিভিন্ন বাবদে আদত্ত অর্থ, যথা—মশাল জ্বালাইবার অধিকার প্রদান-বাবদ, পাখা-ব্যবহার-বাবদ, ধ্বজা-পতাকা অথবা বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্র মন্দিরের উপরে প্রদান-জন্য, মন্দির-প্রাঙ্গণাভ্যন্তরে মর্মর প্রস্তর-স্থাপনের অনুমতি-বাবদ এবং চন্দনযাত্রা ও রথযাত্রার সময়ে 'পন্তিভোগ' (পথিমধ্যে যে ভোগ প্রদান করা হয়) প্রদানে অনুমতির দরুণ। ইং ১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ও ব্যয় মোট ২৬০০০০ টাকা হইয়াছিল।

অরুণস্তম্ভ

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের পূর্বদ্বার বা সিংহদ্বারের সম্মুখে যে বিস্তৃত চত্বর আছে, তাহারই মধ্যে 'অরুণস্তম্ভ'-নামক একটি উচ্চ স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। পূর্বে এই স্তম্ভটি কোণার্কের সূর্যমন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত ছিল। 'বাবা ব্রহ্মচারী'-নামক মহারাষ্ট্রীয়দের গুরু রাজা দ্বিতীয় দিব্যসিংহদেবের (১৭৭৯-১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ) সময়ে এই স্তম্ভটি কোণার্ক হইতে আনিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে স্থাপন করেন। পূর্বের প্রাচীন সিংহদ্বারও জীর্ণ হইয়া পতনোন্মুখ হইয়াছিল। উক্ত 'বাবা ব্রহ্মচারী' যাত্রিগণের নিকট হইতে মাধুকরী ভিক্ষা-সংগ্রহের দ্বারা বর্তমান সিংহদ্বার নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

অরুণস্তম্ভের উপরে অরুণের মূর্তি বিরাজমান। অনেক সময় পাণ্ডাগণ অজ্ঞাতক্রমে ইঁহাকে হনূমান্ বা গরুড়-মূর্তি বলিয়া নির্ধারণ করেন। পৌরাণিক বিবরণানুসারে কশ্যপ ও বিনতার পুত্র অরুণ পূর্ণাবয়ব-প্রাপ্ত হইবার পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। সূর্যের প্রখর রশ্মি পাছে কোণার্কের রথ-প্রতিম সূর্যমন্দিরের অশ্বসমূহকে দগ্ধ করে, এই আশঙ্কায় অশ্ব ও সূর্যের মধ্যস্থলে অরুণ-মূর্তি স্থাপিত হইয়াছিলেন। কোণার্ক-মন্দিরের সূর্য-প্রতিমা রাজা নরসিংহদেবের সময়ে (১৬২২-১৬৪৬ খৃষ্টাব্দ) শ্রীজগন্নাথদেবের প্রাকারের মধ্যস্থিত ইন্দ্রদেবের মন্দিরে আনিয়া স্থাপন করা হয়।

মেঘনাদ-প্রাচীর

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের বিরাট্ প্রাঙ্গণ ও চতুর্দিকস্থ বিবিধ মন্দিরাদিকে বেষ্টন করিয়া যে বহিঃপ্রাকার বিরাজমান, তাহাই 'মেঘনাদ-প্রাচীর' নামে খ্যাত। এই প্রাচীর ৬৬৫ × ৬৪০ ফিট্ পরিমাণ স্থান বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। প্রাচীরের উচ্চতা কোথায়ও ২০ ফিট

এবং কোথায়ও ২৪ ফিট্। ইহা পূর্বে আরও হ্রস্বাকার ছিল এবং রাস্তার কোন-কোন স্থান হইতে ভিতরের সমস্ত ব্যাপার দেখা যাইত। রাজা পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকালে বিধর্মী শত্রুর আক্রমণ হইতে মন্দিরকে রক্ষা করিবার জন্য বর্তমান প্রাচীর নির্মিত হয়।

কূর্মবেড়

শ্রীমন্দিরের বহিঃপ্রাকার বা মেঘনাদ-প্রাচীরের পরে যে দ্বিতীয় প্রাকার আছে, তাহা 'কূর্মবেড়', নামে কথিত হয়। এই কূর্মবেড়ের পরে পার্শ্ব বা আবরণদেবতাবৃন্দের মন্দিরসমূহ বিরাজমান।

চতুর্দ্বার

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের প্রথম প্রাকার অতিক্রম করিতে হইলে চারিদিকে চারিটি দ্বার আছে। প্রধান দ্বার, যাহা অরুণস্তম্ভের সম্মুখে অবস্থিত, তাহাই পূর্বদ্বার বা 'সিংহদ্বার'। ঐ দ্বারের সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড সিংহমূর্তি বিরাজমান। পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দ্বার যথাক্রমে 'ব্যাঘ্রদ্বার', 'হস্তিদ্বার' ও 'অশ্বদ্বার' নামে পরিচিত। একমাত্র দক্ষিণ-দ্বার ব্যতীত অন্যান্য দ্বারের সম্মুখে তত্তৎপ্রাণীর মূর্তি অর্থাৎ ব্যাঘ্র ও হস্তীর মূর্তি বিরাজমান আছে। দক্ষিণদ্বারের অভ্যন্তরে দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্রকায় অশ্বমূর্তি ছিল, বর্তমানে একটি ভগ্ন হইয়াছে। পশ্চিম দ্বার বা ব্যাঘ্রদ্বার 'খঞ্জা-দ্বার' নামেও পরিচিত। কারণ, এই দ্বারের মধ্য দিয়া খঞ্জা অর্থাৎ ভোগের বিবিধ দ্রব্য শ্রীমন্দিরের ঘেরার মধ্যে আনীত হয়।

পূর্বদ্বারের তোরণ ও প্রাঙ্গণ

পূর্বদ্বার বা সিংহদ্বারের প্রথম তোরণে প্রবেশের পথে দক্ষিণদিকে পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ, শ্রীসুগ্রীব এবং বামভাগে 'ফতে হনুমান্' ও গণেশ-মূর্তি আছেন। তৎপরে 'বাইশপাহাচে'র তৃতীয় সোপানে

শ্রীকাশী-বিশ্বনাথের মন্দির, কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে বামভাগে শ্রীনৃসিংহদেব বিরাজমান। শ্রীগৌরসুন্দর ইঁহারই সম্মুখে নৃত্যগীতাদি করিয়াছিলেন।

পশ্চিমদ্বারের প্রাঙ্গণ

পশ্চিমদ্বারের প্রবেশ-পথের দক্ষিণদিকে শ্রীরামেশ্বর-মহাদেব, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীদ্বারিকানাথ ও শ্রীবদ্রীনাথ—এই চারি ধামের ঈশ্বর আছেন। পশ্চিমদ্বারের দ্বিতীয় তোরণে প্রবেশের পথে বাম ও দক্ষিণ উভয়দিকে শ্রীজগন্নাথদেবের 'ফুলতোটা' বা ফুলের বাগান আছে। বাগানের পূর্ব-উত্তর-কোণে একটি গৃহে শ্রীবিগ্রহের পুষ্পমালিকা ও আভরণাদি নির্মিত হয়। বাগানের ভিতরে দক্ষিণদিকে চক্র-নারায়ণ ও সিদ্ধেশ্বর, আর বামদিকের বাগানে প্রবেশের পথে ধবলেশ্বর-মহাদেব বিরাজমান।

উত্তরদ্বারের প্রাঙ্গণ

উত্তরদ্বারের প্রথম তোরণ অতিক্রম করিয়া প্রবেশের পথে দক্ষিণ-দিকে শীতলাদেবীর মন্দির ও তৎসংলগ্ন চত্বরে 'সোণা-কূপ'। এই কূপ হইতে স্নানযাত্রার দিন একশত আট কলস জল স্নান-বেদীতে লইয়া গিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-উৎসব হয়। এই কূপ বৎসরব্যাপী অব্যবহৃত থাকে, স্নানযাত্রার পূর্বদিবস ইহার সংস্কার করা হয়। উত্তর দ্বারের দ্বিতীয় তোরণের সংলগ্ন পূর্বদিকে একটি দ্বার অতিক্রম করিলে একটি বিস্তৃত বটবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। এই বেষ্টনের মধ্যে একটি উচ্চ-স্থানে 'কৈবল্য-বৈকুণ্ঠ'-নামক একটি স্থান আছে। কিংবদন্তী এই যে, এস্থানে পূর্বে শ্রীনীলমাধব ছিলেন।

দক্ষিণদ্বারের প্রাঙ্গণ

দক্ষিণদ্বার দিয়া প্রবেশের মুখেই দক্ষিণদিকে উত্তরাভিমুখী শ্রীনৃসিংহ-দেব বিরাজমান। ইনি কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মহাত্মা

শ্রীবাসুদেব রামানুজদাস মহারাজ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তৎপরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পশ্চিমাভিমুখী শ্রীষড়্‌ভুজ-মহাপ্রভু একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন। ইহার ঠিক বরাবর পশ্চিমদিকে স্বধামগত শ্রীবাসুদেব রামানুজদাসজীর ভজনগৃহ। ইহার মধ্যে সাতভাই 'হনূমান্' আছেন। আরও অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় তোরণে উপনীত হইবার পূর্বে দক্ষিণদিকে শ্রীজগন্নাথদেবের রন্ধনশালা ও বামহস্তে শ্রীবুড়ীমা-ঠাকুরাণী পূর্বাভিমুখিনী হইয়া বিরাজমানা আছেন এবং তৎসংলগ্নস্থানে শ্রীজগন্নাথ দেবের তোটা বা ফুলবাগান দৃষ্ট হয়।

শ্রীপতিতপাবন

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীনীলমাধব-স্বরূপে বিশ্বাবসু-শবরের পূজা ও নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। শবর-জাতি বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত প্রাচীন অন্ত্যজ-জাতিবিশেষ *। ইহারা পতিত বলিয়া বিদিত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সমগ্র জগতের প্রভু। পতিত ব্যক্তিও শ্রদ্ধালু হইলে তাঁহার অহৈতুকী কৃপার অধিকারী হইতে পারেন। তিনি পতিতের ত্রাণকর্তা। যে-সকল পতিতজাতির শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার নাই, তাঁহারাও যাহাতে বহির্দেশ হইতে প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, তজ্জন্য সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়াই উচ্চবেদীর উপরে পূর্বাভিমুখে পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ-মূর্তি বিরাজমান আছেন। সিংহদ্বারে প্রবেশ না করিয়া রাজপথ হইতেই এই শ্রীমূর্তির দর্শন-লাভ হয়।

* 'ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে'র বর্ণনানুসারে বিশ্বামিত্র হইতে যে-সকল দস্যুজাতির উদ্ভব হইয়াছিল, শবরেরা তাহাদের অন্যতম। মহাভারতে শবর-জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অমরসিংহ, বরাহমিহির, বাণভট্ট-প্রভৃতিও শবরজাতির উল্লেখ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, 'সালবেগ'-নামক কোন যবনকুলোদ্ভূত ভক্তকে দর্শনদানার্থ পতিতপাবন শ্রীশ্রীজগন্নাথ সিংহদ্বারে আত্মপ্রকট করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, রাজা রামচন্দ্রদেবের (১৭৩৮ খৃঃ) * রাজত্ব-কালে পতিতপাবন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হ'ন। আবার কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের নামে পতিতপাবন-মূর্তির প্রাকট্য আরোপ করেন। কথিত হয়, জনৈক মুসলমান পাঠান সেনাপতি উৎকলদেশ আক্রমণ-কালে জনৈকা উৎকলিয়া হিন্দুরমণীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহারই গর্ভে সালবেগ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীজগন্নাথের দেশই তাহাদের পূর্ব-দেশ। তিনি পতিতা এবং শ্রীজগন্নাথদেব পতিতপাবন ও তাঁহাদের নিত্য উপাস্য—ইহা মাতার নিকট হইতে শুনিয়া সালবেগের শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সিংহদ্বারের বাহিরে থাকিয়াই সালবেগ পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথকে সকাতরে ডাকিতে থাকেন। কথিত হয়, তাঁহারই আর্তিক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীজগন্নাথের বড়-দেউল হইতে স্বয়ং সিংহদ্বারে উপনীত হ'ন এবং তদবধি পতিতগণকে কৃপাবিতরণের জন্য সিংহদ্বারে পতিতপাবন

---

* কেহ কেহ বলেন, ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে পুরীর রাজা রামচন্দ্রদেব উড়িষ্যার তদানীন্তন মুসলমান শাসনকর্তা মুর্শিদকুলি খাঁর কন্যার সহিত অবৈধ প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হ'ন এবং তাঁহারা বড়বাটী দুর্গে কিছুদিন বাস করেন। কিছুকাল পরে উক্ত রাজা তাহার এই কুকার্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া পুরীতে আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনার্থী হইলে শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে পতিত রাজার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। অথচ অনুতপ্ত রাজা যাহাতে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন লাভ করিতে পারেন, এ-জন্য তখন সিংহদ্বারে পতিত-পাবন মূর্তি স্থাপিত হ'ন। এই বিবরণানুসারে পতিতপাবন মূর্তি কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর যাবৎ স্থাপিত হইয়াছেন।

অর্চামূর্তিরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। সালবেগের রচিত ওড়িয়া ভাষায় অনেক মর্মস্পর্শী কীর্তনের পদ পাওয়া যায়। সালবেগ পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে 'পতিতপাবনাষ্টকম্' নামক একটি অষ্টক * রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াও শুনা যায়। অদ্যাপি শ্রীক্ষেত্রে বলগণ্ডিতে (পুরীর গভর্ণমেণ্ট্ হাসপাতালের সম্মুখে) সালবেগের সমাধির নিকট

---

* শ্রীমদ্‌হরিদাসদাস মহোদয়ের সম্পাদিত 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য' ৬৭-৬৮ পৃঃ—

পতিতপাবনাষ্টকম্

সচিন্ত ইব লক্ষ্যসে সপদি মে চরিত্রং স্মরন্
পরং কলিতসাহসঃ পতিতপাবনত্ব-ব্রতাৎ।
ন মামগণয়ঃ পুরা ন হি বিচারকালোঽধুনা
ব্রতং বিসৃজ বাথবা বরদ পাবয়ৈনং জনম্ ॥ ১

(হে প্রভো !) আমার চরিত্র স্মরণ করিয়া এইক্ষণে আপনাকে চিন্তাকুল লক্ষ্য করিতেছি, কিন্তু যেহেতু আপনার ব্রতই পতিতের পবিত্রীকরণ, অতএব আমি সাহস পাইয়াছি। আপনি পূর্বে আমাকে গণনা করেন নাই ; এখন আর বিচারের সময় নহে। অতএব, হয় আপনার ব্রত পরিহার করুন, অথবা হে বরদাতঃ ! এই ব্যক্তিকে পবিত্র করুন।

ন রাঘব ! ন বায়সো ন খলু কৃষ্ণ চৈদ্যোঽস্ম্যহং
ন খল্বহমজামিলো নরকনাশ নারায়ণ !
প্রধানমপরাধিনাং পরিবৃঢ়ঞ্চ মাং পাপিনং
ক্ষমাজলনিধে ! বিদন্ সপদি সাবধানো ভব ॥ ২

হে রাঘব ! আমি সেই (জটায়ু) কাক নহি, হে কৃষ্ণ ! আমি চেদিরাজ শিশুপাল নহি, হে নরকত্রাতঃ নারায়ণ ! আমি'ত অজামিলও নহি। হে ক্ষমাসাগর ! আপনি পাপকারী আমাকে অপরাধিগণের প্রধান প্রভু জানিয়া এক্ষণে (আমার প্রতি) মনোনিবেশ করুন।

শ্রীরথযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথদেবের রথ থামিয়া তাঁহার ভক্ত-বৎসলতার পরিচয় প্রদান করেন।

যদুত্থদঘলেখনাকলন-জাগ্রদগ্রাঙ্গুলি-
মিলৎ প্রখর-লেখনী-মুখবিঘাতবীতোদ্যমাঃ।
অলং কিল ললজ্জিরে সপদি চিত্রগুপ্তাদয়ঃ
স এষ পতিতাগ্রণী সদয় রক্ষ দক্ষোঽসি চেৎ ॥ ৩ ॥

যাহার প্রতিক্ষণে উদ্গত পাপরাশির লেখনপ্রয়াসে চিত্রগুপ্তাদির অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থিত তীক্ষ্ণ লেখনীর মুখ বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহারা নিষ্ফলযত্ন হইয়া অত্যন্ত লজ্জা পাইয়াছেন, এই ব্যক্তি সেই পতিতাধম; হে দয়ালো! আপনার নৈপুণ্য থাকিলে ইহাকে রক্ষা করুন।

বিদন্নপি হৃদন্তরে প্রতিপদং যদংহঃকৃতে
যতে যদুপতে ন তে বিফলতা ব্রতে স্যাদিতি।
যতোঽসি জগতো গুরুঃ স্মৃতিনিষেধতস্তে ততো
ন নাম চ ভজামি যত্তৎ বৃথা ক্রুধং মা কৃথাঃ ॥ ৪ ॥

হে যদুপতে! আপনার ব্রত কদাপি বিফল হয় না, ইহা হৃদয়ে অনুভব করিয়াই আমি পাপ-বিষয়ে যত্ন করিতেছি; যেহেতু আপনি জগদ্গুরু, স্মৃতির নিষেধ-প্রযুক্ত আপনার নাম ভজনও করিতেছি না, অতএব আমার প্রতি বৃথা ক্রোধ করিবেন না।

অনন্ত! যদঘাবলী-মনন-সাবধানাত্মকে-
নিজে দুরিতমণ্ডলে নিখিল-সাক্ষিভির্নেক্ষিতে।
জনা জগতি নির্ভয়া জয় জয়েতি জল্পন্ত্যমুং
প্রভো! খলধুরন্ধরং পতিতপাবনশ্চেদব ॥ ৫ ॥

হে অনন্ত! সাক্ষাদ্ভাবে নিখিল দর্শকগণ যাহার পাপরাশির প্রতি মনোযোগ-প্রদানের স্বভাব পাইয়া নিজের দুষ্কৃতিপুঞ্জের দিকে দৃক্পাত করিতেছে না, পৃথিবীতে লোকেরা নির্ভয়ে ঐ ব্যক্তিকে জয়-জয়কার প্রদান করিতেছে, হে প্রভো! আপনি যদি পতিতের পাবন, তবে ঐ খলপ্রধানকে ত্রাণ করুন।

উৎকল-কবি রামদাস বিরচিত 'দার্ঢ্যতা ভক্তি'-নামক গ্রন্থে সালবেগের অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে সালবেগের সমাধি-শীর্ষক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

অনেক-পতিতাধিপানবতি চক্রবর্তী যথা
নৃপানয়মসজ্জনঃ পতিতপাবনত্বেন নু।
ইতি প্রতিদিশং খলাঃ পতিতপাবনং মাং বিদু-
র্ন পাবয়সি চেৎ ফলং ননু ভবেদিদং কেবলম্॥ ৬

রাজচক্রবর্তী (সম্রাট) যেরূপ সামন্ত নরপতিগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ এই অসদ্‌ব্যক্তিও পতিতপাবনরূপে বহু বহু পতিতকে পালন করিতেছে, অতএব সর্বদিকে দুষ্টগণ আমাকে পতিতাগ্রগণ্যগণের রক্ষাকারী বলিয়া জানে, যদি আপনি আমাকে পবিত্র না করেন, তবে কেবল তাহাই কি উহার ফল হইবে না?

কদাপি হি পদামৃতং তব ময়াপি নাস্বাদিতং
বৃথা ভব-কথাভরৈরপি চ নাথ! নীতং বয়ঃ।
ত্বয়া যদপি হেলয়া ময়ি ন চেদ্বিধেয়া দয়া
তবৈব মহতী ক্ষতিঃ পতিতপাবনস্ত্বং যতঃ॥ ৭

আমি কখনও আপনার পাদধৌত জল আস্বাদন করি নাই এবং পার্থিব ব্যাপার সমূহে লিপ্ত থাকিয়া বৃথা আয়ুঃ অতিবাহিত করিয়াছি। এক্ষণে আপনি যদি অবজ্ঞাপূর্বকও আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন না করেন, তাহাতে আপনারই হানি হইবে, যেহেতু আপনি ত' পতিতপাবন।

ভবান্ পরমধার্মিকঃ প্রকটিতাতিকারুণ্যকঃ
স্বতন্ত্রচরিতো যদি স্বয়ময়ঞ্চ কিং নেদৃশঃ।
অলং কিমপি চেৎ স্বকং পতিতপাবনত্বাদিকং
প্রদর্শয়তু নান্যথা ভবতু তে যশঃ সর্বথা॥ ৮

আপনি পরমধর্মরক্ষক ও অত্যধিক করুণা-প্রকাশকারী হইয়া স্বাধীন-স্বভাব-বিশিষ্ট। এই ব্যক্তিও কি ঐরূপ নহে? এক্ষণে পর্যাপ্তরূপে আপনার পতিতপাবনতাদি গুণ প্রদর্শন করুন, যাহাতে আপনার সুনাম সর্বপ্রকারে অন্যরূপ (বিনষ্ট) না হয়।

নোলিয়া (তেলেগু মৎস্যজীবী), কণ্ডরা, মুচি, বাউরী, কেঅট (মৎস্যজীবী), কুল্লোল, কাহাল, শিউলি (মদবিক্রেতা), চণ্ডাল, ডোম, হাড়ি, গোখা, কোল, সান্তাল, শবর, পাণ, রজক, কুম্ভকার, সাধারণ বারবনিতা এবং অন্যান্য প্রদেশের পূর্বোক্ত জাতির তুল্য জাতিগণের সিংহদ্বার অতিক্রম করা নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত বিধর্মী, শ্রীমূর্তিবিদ্বেষী ও অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণের পক্ষেও সিংহদ্বার অতিক্রম করা নিষিদ্ধ। কথিত হয় যে, এক সময় পাশ্চাত্ত্যদেশীয় কোন একজন বিধর্মী ছদ্মবেশে মন্দিরের বেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু নাটামন্দিরে প্রবেশের পূর্বেই লোকে তাঁহাকে চিনিয়া ফেলে। ঐরূপ বিধর্মী ব্যক্তি মন্দিরে প্রবেশ করায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে মহা-স্নান করাইতে হয়। অশ্রদ্ধালু নাস্তিকগণের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার জন্য মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেবলমাত্র শ্রদ্ধালু পতিতগণই বহির্দেশ হইতে 'পতিতপাবন'কে দর্শন করিয়া দৈন্যভরে তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করিবেন। অকপট দৈন্যই শ্রদ্ধার প্রধান লক্ষণ। গায়ের জোরে মন্দিরে প্রবেশের দাবী করা প্রভুত্ব-কামনা বা নাস্তিকতার লক্ষণ। জীবকে এই মর্যাদা-শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য নিখিল-ব্রাহ্মণের

বদন্তি যদি পাবিতাঃ পতিতপাবনত্বব্রতং
ভবন্তমধিকং ন তৎ পরমদুর্বিনীতোঽপ্যহম্।
পুনাতু ন পুনাতু বা ভুবি যথা তথৈব ব্রুবে
গৃহাণ গুণমেব মে কুরু কৃপাং সদোষা ন কে ॥ (৯)

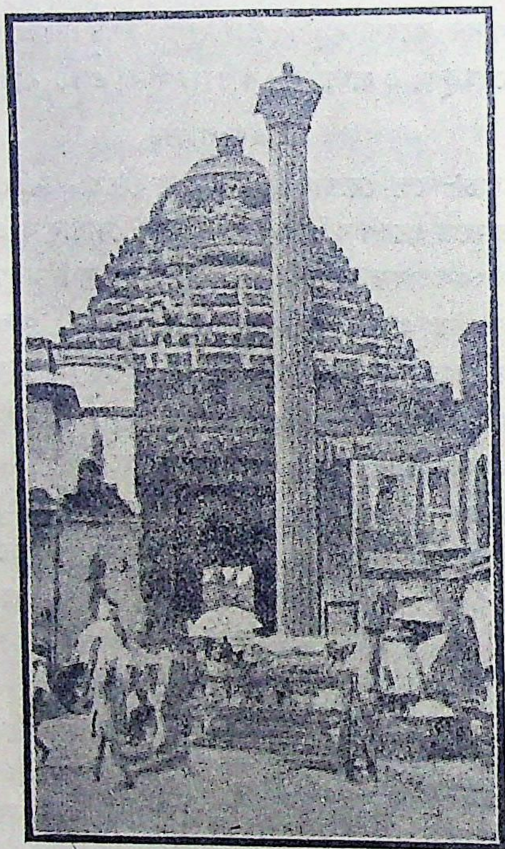
যাঁহারা পবিত্রতা পাইয়াছেন, তাঁহারা যদি আপনাকে পতিতের পাবনরূপ ব্রতশীল বলিয়া বলে, তথাপি অত্যন্ত দুর্বিনীত আমি তাহা অধিক বলি না; এক্ষণে আপনি পাবন করুন, অথবা না করুন, আমি পৃথিবীতে যে কোন প্রকারে বলি, আপনি গুণই গ্রহণ করুন, আমাকে কৃপা করুন, কোন্ জীবই বা দোষযুক্ত নহে?

আদিগুরু শ্রীব্রহ্মা শ্রীগৌর-লীলায় শ্রীল ঠাকুর হরিদাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া এবং কর্ণাট-ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের প্রপূজ্যচরণ শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভু নিজকে 'নীচজাতি' অভিমান করিয়া কখনও সিংহদ্বার অতিক্রম করেন নাই। মহাপ্রেমিক হইয়াও তাঁহারা শাস্ত্র-মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। তাঁহারা অতিশয় দৈন্যভরে দূর হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়া ও ধ্বজা দর্শন করিবার লীলা প্রকট করিয়াছেন।

বাইশ-পাহাচ

'পাহাচ'-শব্দে সোপান। সিংহদ্বার হইতে শ্রীমন্দিরের দ্বিতীয় বেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে বাইশটি সোপান অতিক্রম করিতে হয়। উৎকলভাষায় উহাকে 'বাইশ-পাহাচ' বলে। অরুণস্তম্ভের চত্বর হইতে দ্বিতীয় প্রাকারের তোরণ পর্যন্ত অথবা 'আনন্দ-বাজারে' প্রবেশের তোরণ পর্যন্ত বাইশটি সোপান আছে। রাজপথ হইতে শ্রীমন্দির বহু উচ্চে অবস্থিত। বহিঃপ্রাকারের পর এই বাইশটি সোপান অতিক্রমপূর্বক উচ্চে উঠিয়া শ্রীমন্দিরের চত্বরে উপনীত হওয়া যায়। তথা হইতে আবার কতিপয় সোপান অতিক্রম করিয়া শ্রীনাটমন্দিরে প্রবেশের দক্ষিণ ও উত্তর দ্বার দিয়া যাত্রিগণ জগমোহনে প্রবেশ করেন। চতুর্দ্বার দিয়া মন্দিরের দ্বিতীয় প্রাকারের অন্তর্গত চত্বরে উঠিবার জন্য সকলদিকেই সোপান আছে। কিন্তু সিংহদ্বারের পর যে বাইশ পাহাচ বা সোপান, তাহা সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। ফলকামিগণ তাঁহাদের শিশুসন্তানকে এই বাইশ-পাহাচ দিয়া গড়াইতে গড়াইতে শ্রীমন্দিরের উপর আরোহণ করান এবং ইহার দ্বারা সন্তানের দীর্ঘ-জীবন লাভ হইবে, মনে করেন। আবার ভগবদ্ভক্তগণ বাইশ-পাহাচে বৈষ্ণবের পদধূলিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে দ্বিতীয় প্রাকার অতিক্রম-পূর্বক ছত্রভোগ-মন্দিরের নিম্নে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া তৎপরে শ্রীপ্রতাপ-

রুদ্র-স্থাপিত শ্রীচৈতন্যমূর্তি ও শ্রীচৈতন্য শ্রীচরণচিহ্ন দর্শন করিয়া নাট্যমন্দিরের দক্ষিণদ্বার দিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশপূর্বক গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন প্রার্থনা করেন। শ্রীগৌরসুন্দর



শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদ্বার ও অরুণস্তম্ভ

শ্রীমন্দিরে প্রবেশকালে প্রত্যহ সিংহদ্বারের নিকটে উক্ত বাইশ-পাহাচের তলে গর্ত-মধ্যে পাদ প্রক্ষালন করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতেন।

সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে।
'বাইশ-পাহাচ'-তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে॥
সেই গাড়ে করেন প্রভু পাদ-প্রক্ষালনে।
তবে করিবারে যায় ঈশ্বর-দরশনে॥ *



অষ্টম বৈভব

শ্রীমন্দির-পরিক্রম

অরুণস্তম্ভের পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে শ্রীমন্দিরের ধ্বজ, শেখর ও শ্রীচক্রকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম এবং বহিঃপ্রাকার বা মেঘনাদ-প্রাচীরের পূর্বদিকে অবস্থিত সিংহদ্বারের উত্তরদিকে 'কপাটের আড়ে বাইশ-পাহাচ-তলে' যে নিম্নগর্তমধ্যে শ্রীশ্রীগৌরহরি শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করিতেন, সেইস্থানে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে তদন্তর্গত তোরণ-মধ্যে প্রবেশের মুখে দক্ষিণদিকে প্রথমেই দক্ষিণাভিমুখী শ্রীনৃসিংহদেব, তৎপরে শ্রীসুগ্রীব, তৎপরে পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন হয়। পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ পূর্বাভিমুখী হইয়া রাজপথের পতিত জাতিগণকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিতেছেন। প্রথম তোরণের প্রবেশপথে বামদিকে উত্তরাভিমুখী হইয়া 'ফতে হনূমান্' বিরাজমান। পাণ্ডাগণ বলেন,—এই শ্রীহনূমানের কৃপায় শ্রীভগবদ্দর্শন 'ফতে' অর্থাৎ সিদ্ধ হয়। তৎপরে

* চৈ চ অ ১৬।৪১-৪২

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও সেবাবিষয়ে সিদ্ধিদাতা শ্রীগণেশের লেপ্যামূর্তি। বাইশ-পাহাচ দিয়া শ্রীমন্দিরের অভিমুখে উঠিবার সময় বামভাগে তৃতীয় সোপানে কাশীর শ্রীবিশ্বনাথ শিবলিঙ্গ। ইনি কাশীধাম হইতে অহঙ্কার-মত্ত হইয়া শ্রীজগন্নাথদর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন ; এজন্য শ্রীমন্দিরের প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হ'ন নাই ; তাই তৃতীয় সোপানের উপরে থাকিয়া নীলচক্র দর্শন করিতেছেন। তৎপরে শ্রীরামচন্দ্রের লেখ্যা অভিষেক-মূর্তি ; তাঁহারই সংলগ্ন পশ্চিমাংশে শ্রীনৃসিংহদেব উত্তরাভিমুখী হইয়া বিরাজমান। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই স্থানে শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[১] উক্ত হইয়াছে—

বাইশ-পাহাচ-পাছে উপর দক্ষিণ-দিকে।
এক নৃসিংহমূর্তি আছেন উঠিতে বামভাগে॥
প্রতিদিন তাঁ'রে প্রভু করেন নমস্কার।
নমস্করি' এই শ্লোক পড়ে বার-বার॥
নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্ক-নখালয়ে॥
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো, যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো, নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥

'বাইশ-পাহাচ' ও দ্বিতীয় প্রাকারের ব্রহ্মাদিদেবতার মূর্তি-খচিত মর্মরতোরণ অতিক্রম করিবার পর বরাবর ছত্রভোগ-মণ্ডপ দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় তোরণের মধ্যে পূর্বাভিমুখে 'পাতালপুর-মহাবীর'। গৌড়ীয় ভক্তগণ ছত্রভোগ-মণ্ডপের নিম্নস্থ চত্বরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে প্রণত হইয়া, পরিক্রমের পথের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলেও উত্তর-পূর্বদিকে

১। অ ১৬।৫০-৫৩

শ্রীপ্রতাপরুদ্র-প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যদেব ও উত্তরদিকে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনানন্তর পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে শ্রীমন্দিরকে দক্ষিণহস্তে রাখিয়া পরিক্রম আরম্ভ করেন।

পার্শ্ব-দেবতা

ভোগমণ্ডপে রন্ধনশালা হইতে ভোগ আনয়ন করিবার জন্য যে আবৃত পথ আছে, সেই পথের সংলগ্ন স্থানে দক্ষিণদিকে পূর্ব-দক্ষিণ-কোণে 'শ্রীশ্রীঅগ্নীশ্বর মহাদেব' বা আগ্নেয়েশ্বর (শিবলিঙ্গ) পাতালে বিরাজমান। কথিত হয় যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগরন্ধনের জন্য যে অগ্নি প্রজ্বালিত হয়, ইনি তাহা পর্যবেক্ষণ করেন। অগ্নির অধিনায়ক বলিয়া ইঁহার নাম 'অগ্নীশ্বর' হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন,—অগ্নি-কোণের অধীশ্বর বলিয়া ইঁহার 'অগ্নীশ্বর' নাম হইয়াছে। আরও দক্ষিণে কল্পবটের নিকটে নিম্নলিখিত কয়েকটি দেবতা মন্দির আছে,—

(১) শ্রীসত্য-নারায়ণ—ইনি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। ইঁহার দক্ষিণ-নিম্নহস্তে পদ্ম, কেহ কেহ বলেন—অভয় ; ঊর্দ্ধ্ব-হস্তে চক্র ; বাম-ঊর্দ্ধ্ব-হস্তে শঙ্খ ও নিম্নহস্তে গদা। সিদ্ধার্থসংহিতার মতে ইনি শ্রীজনার্দনমূর্তি। ইনি উত্তরাভিমুখী হইয়া বিরাজমান। এই শ্রীবিষ্ণুমূর্তির বামদিকে শ্রীলক্ষ্মীদেবী, দক্ষিণে শ্রীবিজয়া, নিম্নে শ্রীগরুড়। কেহ কেহ বলেন,—এই শ্রীজনার্দন-বিষ্ণুমূর্তিকে 'সত্যনারায়ণ' নামে অভিহিত করিবার কারণানুসন্ধানে জানা যায় যে, অহিন্দু শাসকগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছিল। উড়িষ্যায় শ্রীসত্যনারায়ণ-পূজা-প্রবর্তন এবং শ্রীসত্যনারায়ণ-পালা-রচনা মুসলমান-অভিযানের পর সংঘটিত হইয়াছে। (২) বটগোপাল—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দবিগ্রহ ; (৩) বটবিহারী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ; (৪) শ্রীবটকৃষ্ণ ; (৫) বালমুকুন্দ ; (৬) হরি-সহদেবশিব—ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের যাবতীয় গোধনের পর্যবেক্ষক ;

(৭) বটবিহারী জগন্নাথ ; (৮) শ্বেতগণেশ—ইনি কল্পবটবৃক্ষের ছায়ার নিম্নে একটি মন্দিরে অবস্থিত। ইঁহার সম্মুখে একটি স্তম্ভের উপর ইঁহার বাহন মূষিক আছেন। (৯) কল্পবট—কল্পবট-নামক একটি সুবিস্তৃত বটবৃক্ষ শ্রীজগন্নাথদেবের নাট্যমন্দিরের দক্ষিণদ্বারে প্রবেশ করিবার চত্বরোপরি উচ্চবেদীতে ও মুক্তিমণ্ডপের সংলগ্নস্থানে অবস্থিত। এই কল্পতরুর নিম্নে ফলকামিগণ ফল কামনা করেন, আর শুদ্ধ ভক্তগণ ভগবৎপ্রীতি প্রার্থনা করেন। (১০) পঞ্চপাণ্ডবশিব—মার্কণ্ডেয়, লোকনাথ, কপালমোচন, নীলকণ্ঠ ও যমেশ্বর—এই পঞ্চশিবের পাঁচটি মন্দির। ইঁহারা পঞ্চপাণ্ডবের পূজিত। (১১) বটমঙ্গলা—দেবীমূর্তি। শ্রীজগন্নাথদেবের এই-সকল পার্শ্বদেবতার মন্দির কল্পবটের চতুর্দিকে শোভা পাইতেছে। শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণে শ্রীবটবলভদ্র (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমূর্তি) বিরাজমান।

ষড়্‌ভুজ শ্রীমন্মহাপ্রভু

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-দ্বার (অশ্বদ্বার) দিয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখে যাইতে দক্ষিণদিকে (শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে) শ্রীমন্দিরের পাণ্ডাগণ শ্রীশ্রীষড়্‌ভুজ-মহাপ্রভু-বিগ্রহ পশ্চিমাভিমুখী করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। পুরীর অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ ও শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি-মহাশয়ের চেষ্টায় বর্তমানে অনেকটা সেবাসৌষ্ঠবের ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীশ্রীষড়্‌ভুজ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের বিরক্ত বৈষ্ণব বৈকুণ্ঠগত শ্রীল বাসুদেব রামানুজদাস মহারাজ একটি শ্রীনৃসিংহমন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন। তিনি শ্রীষড়্‌ভুজ-মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের বরাবর একটি প্রকোষ্ঠে বাস করিয়া ভজন করিতেন। ইঁহার ভজনগৃহে 'বারভাই হনূমান্' বিগ্রহ আছেন।

শ্রীষড়্‌ভুজ মহাপ্রভুর প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে যে-কেহ প্রবেশ করিয়া পরিক্রম ও স্পর্শাদি করে ; কখনও বা শ্রীবিগ্রহের পাদস্পর্শ-প্রভৃতি করে ; ইহা বড়ই অপরাধের কথা। সেবকগণের এ-বিষয়ে সাবহিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীষড়্‌ভুজ-মহাপ্রভুর দর্শনান্তে কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে পূর্বাভিমুখিনী শ্রীবুড়িমা ঠাকুরাণী। শ্রীমন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণদিকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের তোটা বা পুষ্পোদ্যান, আর শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ পূর্বদিকে রন্ধনশালা ; ইহাতে নাকি ৭৫২টি চুল্লী আছে। দক্ষিণ-দ্বারের দ্বিতীয় প্রাকারের তোরণ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলে শ্রীশেষশায়ি-ভগবান্, শ্রীসূর্যনারায়ণদেব, শ্রীক্ষেত্রপাল শিব ও শ্রীমুক্তীশ্বর শিব—ইনি শ্রীমুক্তিমণ্ডপের পূর্বদক্ষিণ-কোণে অবস্থিত এবং মুক্তিমণ্ডপের ঈশ্বর বা অধিনায়ক। তৎপরে মুক্তিমণ্ডপ।

মুক্তিমণ্ডপ

মুক্তিমণ্ডপের অপর নাম—ব্রহ্মাসন বা ব্রহ্মপীঠ। কথিত হয় যে, যখন অনঙ্গভীমদেব শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির নির্মাণ করেন, সেই সময় মুক্তিমণ্ডপও নির্মিত হইয়াছিল। মুক্তিমণ্ডপ-সভার বর্তমান পরিচালকগণ ইহা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাপন করেন। পুরীর শঙ্কর মঠের সন্ন্যাসিগণ ও ষোড়শ শাসনের*

* ১। গৌরীনাথপুর, ২। হরেকৃষ্ণপুর, ৩। বলভদ্রপুর, ৪। বীরকিশোরপুর, ৫। নরসিংহপুর, ৬। বীরপ্রতাপপুর, ৭। বিশ্বনাথপুর, ৮। শ্রীরামচন্দ্রপুর, ৯। বীররামচন্দ্রপুর, ১০। বীরপুরুষোত্তমপুর, ১১। দামোদরপুর, ১২। বাসুদেব-পুর, ১৩। জগন্নাথপুর, ১৪। বিজয়-রামচন্দ্রপুর, ১৫। রায়চক্রধরপুর, ১৬। সোমেশ্বরপুর—এই ১৬টি 'শাসন'। এই-সকল স্থানে পুরীর রাজার শাসন-পদ্ধতির

ব্রাহ্মণগণ এই স্থানে উপবেশন করেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কাহারও এস্থানে উপবেশন করিবার অধিকার নাই। মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র 'শ্রীজগন্নাথ-মন্দির'-প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"মুক্তিমণ্ডপে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও নির্বাচিত শাসনের পণ্ডিতদের একটি সভা আবহমান-কাল হইতে অবস্থিত। শ্রীমন্দিরের স্মৃতিবিষয়ক যাবতীয় কার্য এই সভাদ্বারা নির্ধারিত হইবার পর মন্দিরে প্রচলিত হয়। উড়িষ্যাপ্রদেশে স্মৃতিবিষয়ক যাবতীয় ব্যবহার এই সভার-দ্বারা মীমাংসিত হয়। ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে যে-যে স্মৃতি-বিষয়ক প্রশ্ন উপস্থিত হয়, উহার মীমাংসিত উত্তর এই সমাজ হইতে প্রেরিত হয়। মন্দিরের পাণ্ডা, সেবক-প্রভৃতি এই সমাজে পরীক্ষা প্রদান করিয়া উত্তীর্ণ হইলে মহারাজের দ্বারা দেবের যথাযোগ্য কার্যে নিযুক্ত হন।"

উৎকলের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শম্ভুকর বাজপেয়ী, বিদ্যাকর বাজপেয়ী, নৃসিংহ বাজপেয়ী, গদাধর রাজগুরু ও স্মৃতি-নিবন্ধ-লেখক অন্যান্য পণ্ডিতগণ মুক্তিমণ্ডপ সভার সভ্য ছিলেন। পুরীর শঙ্করাচার্য মঠের সন্ন্যাসিগণ মুক্তিমণ্ডপ সভার সভাপতি হইয়া থাকেন।

আমরা মুক্তিমণ্ডপ-পুস্তকাগার-দর্শনের জন্য উক্ত পুস্তকাগারে বর্তমান রক্ষক বালিসাহি-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন,—"এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত তাল-পাতার হস্তলিখিত পুঁথিগুলি অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং

আদর্শ বা নমুনা প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাদিগকে 'শাসন' বলে। রাজার শাসনকার্যে পূর্বে ব্রাহ্মণগণই বুদ্ধিদাতা বা মস্তিষ্ক ছিলেন।

উড়িষ্যার রাজা, রাণী বা মন্ত্রি-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত গ্রাম ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইলে 'শাসন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং যে ব্রাহ্মণ সেই দান গ্রহণ করেন, তিনি 'পাণিগ্রাহী' নামে উক্ত হন। (J. B. O. R. S. Vol. V, pt. 1V, P. 579.)

যেগুলি আছে, তাহাও বিপর্যস্তভাবে আছে।" উক্ত সভার গ্রন্থাগারে পনর শত মুদ্রিত পুস্তক ও মাত্র কুড়িটি হস্তলিখিত পুঁথি ছিল। শ্রীরঘুনাথ মিশ্র বলিলেন,—মাত্র ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে 'মুক্তিমণ্ডপ' সভার গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়। উড়িষ্যার প্রত্যেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে ও মঠসমূহে বহু হস্তলিখিত শাস্ত্রপুঁথি ছিল, উহার একটি তালিকা এসিয়্যাটিক্ সোসাইটির তত্ত্বাবধানে পুরীর খটুয়াসাহিপল্লীনিবাসী শ্রীযুত বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহা বর্তমানে কটক রেভেন্সা কলেজে রক্ষিত আছে। দশজন সভ্য লইয়া মুক্তিমণ্ডপ সভার একটি ম্যানেজিং কমিটি গঠিত আছে। শঙ্করানন্দমঠের বাল-ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহাশয় বর্তমানে এই সভার সভাপতি এবং পণ্ডিত নারায়ণ মিশ্র ইহার সেক্রেটারী। এই সভা ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপন করেন। গভর্ণমেন্ট্ ইহার জন্য মাসিক ২২টাকা, উড়িষ্যার আঠগড় ষ্টেটের রাজা ও মেদিনীপুরের অন্তর্গত নাড়াজোলের রাজা প্রত্যেকে মাসিক ১০টাঃ করিয়া সাহায্য করেন এবং ঐ বিদ্যালয়ের দুইজন পণ্ডিতের মাসিক বেতন বাবদ ৪০টাঃ চাঁদা করিয়া উঠান হয়। এই বিদ্যালয় পূর্বে জেপুর-মঠের প্রাঙ্গণে অবস্থিত ছিল ; পরে শোণপুর ও বামড়ার রাজা, কাসিমবাজারাধিপতি স্যার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রভৃতির অর্থানুকূল্যে একটি নূতন দালান প্রস্তুত হইয়াছে। শঙ্করমঠের মধুসূদন তীর্থ কিছুদিন এই সভার সভাপতি ছিলেন।

মুক্তিমণ্ডপ ও শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে যে একটি বিস্তৃত বারান্দা দৃষ্ট হয়, তাহা এমার মঠের মহান্তমহারাজ শ্রীগদাধর-রামানুজদাস প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। মুক্তিমণ্ডপ ও তৎসংলগ্ন বিস্তৃত অলিন্দে পবিত্রা-রোপণী একাদশী হইতে শ্রীবলদেব-পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচদিন মহাসমারোহে শ্রীমদনমোহনের ঝুলনোৎসব হইয়া থাকে।

মুক্তিমণ্ডপের দক্ষিণদিকে শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনগৃহ। এইস্থানে শ্রীভগবানের সেবার চন্দন ঘসা হয়। মুক্তিমণ্ডপের পশ্চিমে পূর্বাভিমুখী শ্রীনৃসিংহদেব। সর্বপ্রথমে এই শ্রীনৃসিংহমূর্তি যজ্ঞবেদীতে স্থাপন করিয়া শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীব্রহ্মার পৌরহিত্যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইহাই আদি শ্রীনৃসিংহমূর্তি। শ্রীজগন্নাথদেবের নাট্যমন্দিরের দক্ষিণদ্বারের সংলগ্ন চত্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের শ্রীবিজয়বিগ্রহগণ বিরাজমান আছেন, যথা—শ্রীমদনমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীদোলগোবিন্দ, শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, শ্রীনারায়ণ, (চতুর্ভুজমূর্তি) ও শ্রীহনূমান্। শ্রীমদনমোহন ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিজয়বিগ্রহ চন্দনযাত্রার সময়ে শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে বিজয় করেন। শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীনৃসিংহচতুর্দশীতে 'শ্রীজগন্নাথবল্লভে' বিজয় করেন। শ্রীদোলগোবিন্দ দোলযাত্রার সময় দোলমঞ্চে বিজয় করেন। শ্রীশ্রীরামলক্ষ্মণ শ্রীরামনবমীতে শ্রীজগন্নাথবল্লভে বিজয় করেন ; আর শ্রীনারায়ণ প্রতি-অমাবস্যায় সমুদ্রে বিজয় করেন। শ্রীহনূমান্‌জী চৈত্র-সংক্রান্তিতে শ্রীজগন্নাথবল্লভ হইয়া চক্রতীর্থে বিজয় করেন।

শ্রীবিজয়বিগ্রহবৃন্দের শ্রীমন্দিরের বিপরীত দিকে পূর্বাভিমুখী মার্জনা-মণ্ডপ ; প্রতি-বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে শ্রীলক্ষ্মীদেবী উক্ত মণ্ডপে বিজয় করিয়া ভক্তগণের স্নান সেবা ও ভোগাদি গ্রহণ করেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের জলক্রীড়া-মণ্ডপ—ইহা রোহিণীকুণ্ডের নিকটে দক্ষিণদিকে অবস্থিত। চন্দনযাত্রার ২১ দিন পরে বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদন-মোহন এইস্থানে বিজয় করিয়া জলক্রীড়া করেন। রোহিণীকুণ্ড—এই কুণ্ডে সুদর্শনচক্র ও ভূষণ্ডিকাকের মূর্তি ও তৎসংলগ্ন পশ্চিমদিকে শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন আছে। 'বড়দেউলে'র পশ্চিম-দক্ষিণকোণে শ্রীবিমলাদেবী পূর্বাভিমুখিনী হইয়া অবস্থিতা ; ইনি চতুর্ভুজা। ইঁহার দক্ষিণ-নিম্নহস্তে অক্ষমালা, দক্ষিণ উর্দ্ধ্বহস্তে অমৃতকলস ; বাম উর্দ্ধ্বহস্তে

নাগবালি (নাগকন্যা) ও বাম-নিম্নহস্তে অভয়বর। তৎপরে শ্রীবেণী-মাধব—শ্রীজগন্নাথমূর্তি, তৎপরে শ্রীনন্দমহারাজ বা শ্রীব্রজলীলা, অহল্যা-উদ্ধার শ্রীরামপাদপদ্ম, শ্রীবৃন্দাদেবী, শ্রীসাক্ষিগোপাল। পাণ্ডাগণ বলেন,—'এইস্থানে পূর্বে শ্রীসাক্ষিগোপাল ছিলেন।' তৎপরে ভণ্ডগণেশ (কাঞ্চিগণেশ) অবস্থিত ; কথিত হয় যে, শ্রীপুরুষোত্তমদেব কাঞ্চি হইতে ইঁহাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন। তৎপরে পশ্চিম দরজা বা ব্যাঘ্র-দ্বারের অন্তস্তোরণ, উত্তরদিকে শ্রীধবলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এবং তৎসংলগ্ন উত্তরে দক্ষিণাভিমুখী শ্রীবীরহনুমান্ বা 'কাণপাতা হনুমান্'। কথিত হয় যে, শ্রীমন্দিরে সমুদ্রগর্জন প্রবেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথের বিশ্রাম-সুখ ভঙ্গ করিতে না পারে, এজন্য ইনি সর্বদা কাণ পাতিয়া আছেন ; তাই মন্দিরের মধ্যে এখনও সমুদ্রগর্জন শুনিতে পাওয়া যায় না। পশ্চিম দরজার দক্ষিণদিকে পূর্বাভিমুখে শ্রীরামেশ্বর শিব ; তৎপরে শ্রীজগন্নাথদেবের উদ্যান, তন্মধ্যে শ্রীচক্রনারায়ণ ও সিদ্ধেশ্বর মহাদেব আছেন। তৎপরে উত্তরদিকে গমন করিয়া শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ) ; তৎপরে শ্রীবঙ্কবিহারী (ইনিও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণবিগ্রহ)। শ্রীসরস্বতী, শ্রীসত্যভামা, শ্রীষষ্ঠী, শ্রীসাবিত্রী ও শ্রীগায়ত্রী একটি মন্দিরে অবস্থিতা। ইহা সাধারণতঃ 'শ্রীসরস্বতীর মন্দির' নামে খ্যাত। তৎপরে শ্রীনীলমাধবের মন্দির। ইনি পূর্বাভিমুখী হইয়া শ্রীগৌরপাদ-পদ্মের নিকটস্থ আনন্দবাজারের যে পূর্বাভিমুখী দ্বার, তাহার ঠিক বরাবর অবস্থিত রহিয়াছেন। বিশ্বাবসু শবর সর্বপ্রথমে এই শ্রীনীলমাধবের পূজা করিয়াছিলেন এবং শ্রীবিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ ইঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন ; ইনি অপূর্বদর্শন, চতুর্ভুজ জনার্দন (?) মূর্তি। তৎপরে ভদ্রকালী ও কেদারনাথের মন্দির বড়দেউলের উত্তর-পশ্চিমকোণে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দির ; ইনি পূর্বাভিমুখিনী হইয়া বিরাজমানা। চতুর্ভুজা শ্রীলক্ষ্মীদেবী

নিম্ন-দক্ষিণ ও বামহস্তে যথাক্রমে অভয় ও পদ্ম এবং ঊর্দ্ধ দুইহস্তে গজ ধারণ করিয়া বিরাজমানা আছেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমদিকে তাঁহার ভাণ্ডার-গৃহ ও তৎপরে তাঁহার রন্ধনগৃহ আছে। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দিরের পূর্ব-উত্তরদিকে নবগ্রহের মন্দির, তৎপরে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। কেহ কেহ বলেন,—"ইন্দ্রের মন্দিরের অভ্যন্তরে 'সূর্যনারায়ণ' আছেন। এই সূর্যবিগ্রহ খোর্ধার রাজা নরসিংহ-দেবের রাজত্বকালে কোণার্কের মন্দির হইতে আনীত হইয়াছেন।" * মূর্তির দুইহস্তে সনালপদ্ম রহিয়াছে। সূর্যনারায়ণ-বিগ্রহের পশ্চাতে ইন্দ্রের যে ভগ্নমূর্তি আছে, তাহাকে ভুলক্রমে বা অভিসন্ধিবশতঃ কেহ কেহ বুদ্ধদেবের ভগ্নমূর্তি বলিয়া নির্দেশ করেন। তৎপরে শ্রীদধিবামন; তৎপরে শ্রীশ্রীরামসীতা ও শ্রীলক্ষ্মণের মন্দির। তৎপরে পাতালেশ্বর; ইনি 'বলি-পাতালেশ্বর-মহাদেব' নামে খ্যাত। পাতালেশ্বরের মন্দিরটি খুব গভীর। তৎপরে উত্তরদ্বার বা হস্তিদ্বারের অন্তঃপ্রাকারের তোরণ। তোরণ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমভাগে কৈবল্যবৈকুণ্ঠ; তৎপরে বৈকুণ্ঠেশ্বর মহাদেব বটবৃক্ষের নিম্নে বিরাজমান আছেন। দ্বিতলের উপরে বৈকুণ্ঠ। এইস্থানে অন্নদান বা 'আটিকা বন্ধন' হয়। এইস্থানে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-বিগ্রহ আছেন। তৎসংলগ্ন উত্তরপশ্চিমকোণে উদ্যানের মধ্যে শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীকলেবরস্থাপন-স্থান ও শ্রীতুলসীকানন। উত্তরপশ্চিমভাগে সোপানাবলীর পার্শ্বে বর্ধমান মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, তৎপরে তপস্বী মহাবীর, তৎপার্শ্বে উত্তরায়ণীদেবী, তৎপরে শীতলা, শীতলার সম্মুখে সোণাকূপ ও পারেশ্বরীদেবী (উত্তর দরজার তোরণের পশ্চিম পার্শ্বে); তৎপরে লোকনাথ-মহাদেব, ধবলেশ্বর, ঈশানেশ্বর ও পূর্বদিকে আনন্দবাজারের পথ।

---

* 'Puri Gazetteer', P. 283.

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মের শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন পূর্ব্বোত্তর কোণে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মালিকা, পুষ্পাভরণ-প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা হয়। বাঁকুড়া জেলার 'নারায়ণ ব্রহ্মচারী'-নামক একব্যক্তির বংশধর—'সোনা গোসাই' নামে খ্যাত এক ব্রাহ্মণ এই সকল পুষ্পাভরণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ইনি নাকি পাণ্ডাগণের গুরুবংশ এবং মৈত্রবংশোদ্ভূত বঙ্গদেশীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। শ্রীজগন্নাথদেবের সেবাধিকার লাভ করায় ইনি 'ব্রহ্মচারী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের গাত্রসংলগ্ন বহির্দ্দেশে শ্রীচরণামৃত-কুণ্ডের পশ্চিমপার্শ্বে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিলে উত্তরদিকে একটি ছোট মন্দিরে পার্শ্বদেবতা শ্রীবামনদেবের শ্রীমূর্ত্তি, পশ্চিমদিকে একটি মন্দিরে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমূর্ত্তি এবং দক্ষিণদিকে একটি মন্দিরে শ্রীবরাহদেবের শ্রীমূর্ত্তির দর্শন হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম

শ্রীমন্দিরের উত্তর-পূর্ব্বদিকে একটি নাতি-উচ্চ মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম একটি পদ্মাকৃতি মর্ম্মর-পীঠের উপর বিরাজমান আছেন। এই শ্রীপাদপদ্ম-যুগল শ্রীগরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে অবস্থিত ছিলেন। শ্রীগৌরহরি শ্রীগরুড়-স্তম্ভের পশ্চাদ্দেশ হইতে একপার্শ্বে থাকিয়া দর্শনলীলা প্রকট করিতেন। প্রত্যহ ঐ-স্থানে অবস্থান করিয়া মহাভাবাবেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথের সম্মুখে আর্ত্তিনিবেদন জ্ঞাপন করিতেন। যে গৌরহরির শ্রীপাদপদ্মস্পর্শাভাসে বজ্রকঠিন হৃদয় পর্য্যন্ত বিগলিত হয়, সেই শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া সাধারণ পাষাণ বিগলিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? যে-সকল আধ্যক্ষিক ব্যক্তি কলিযুগপাবনাবতারীকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান করে, তাহারা ইহাতে অবিশ্বাসী হইতে পারে; কিন্তু শ্রীগৌরহরির অংশাংশস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদ-

পদ্মের স্পর্শে পাষাণী অহল্যার উদ্ধার হইয়াছিল। ক্রমাগত বারিধারা-পতনে পাষাণের ক্ষয় হয়, আর যাঁহার নয়নদ্বয় হইতে মহাভাবসিন্ধু অবিশ্রান্তভাবে অশ্রুধারাকারে বিগলিত হইত, যিনি গলিতকুষ্ঠ বাসুদেবের ত্রাতা, শ্রীসার্বভৌমের উদ্ধারকারী, শ্রীব্রহ্ম-শিবাদি-বন্দিত-চরণ, তাঁহার শ্রীচরণস্পর্শে যে প্রস্তর বিগলিত হইয়া সেই 'রাতুল চরণে'র চিহ্ন-বিভূষিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু[১] গাহিয়াছেন,—

গরুড়ের সন্নিধানে রহি' করে' দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বলে'?
গরুড়-স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে॥

শ্রীশ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মাঙ্কিত সেই প্রস্তরটি শ্রীগরুড়-স্তম্ভের পশ্চাদ্ভাগ হইতে পূর্বোক্ত শ্রীমন্দিরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদ এই শ্রীগৌর-পাদপদ্মযুগল-সম্বন্ধে একটি স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং এই শ্রীগৌর-পাদপদ্মযুগলের প্রকাশমূর্তিসমূহ তিনি শ্রীগৌরপদাঙ্কিত বিভিন্নক্ষেত্রে স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের শ্রীমন্দিরের ঠিক বরাবর ছত্রভোগমণ্ডপের সংলগ্ন উত্তরদিকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির। কথিত হয় যে, এই স্থানেই শ্রীশ্রীরাধাকান্ত (কাঞ্চি হইতে শ্রীপুরুষোত্তমদেব-কর্তৃক আনীত শ্রীবিগ্রহ) পূর্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন ; পরে শ্রীকাশীমিশ্র এই শ্রীবিগ্রহ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া লইয়া তাঁহার নিজ গৃহে স্থাপন করেন। সেই

১। চৈ চ ম ২।৫৪

শ্রীরাধাকান্তদেবের নামানুসারেই শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী 'শ্রীরাধাকান্ত মঠ' স্থাপন করিয়াছেন। পূর্বোক্ত শ্রীরাধাকান্তমন্দির-সংলগ্ন পশ্চিমদিকস্থ আর একটি ক্ষুদ্র মন্দিরেও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীবিগ্রহ আছেন।

আনন্দবাজার

শ্রীমন্দিরের উত্তর-পূর্বদিকে মহাপ্রসাদ-বিপণি বা 'আনন্দবাজার' অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীজগন্নাথদেবের বিভিন্ন প্রকার ভোগের অন্ন-মহাপ্রসাদ, ছাপ্পান্ন-ভোগের মিষ্টপ্রসাদাদি বিক্রয় হয়। বাজারের বেষ্টনীর মধ্যে রাজভোগের প্রসাদ-বিক্রয়ের জন্য রাজার একটি দোকান আছে। প্রত্যেক প্রসাদের মূল্য নির্ধারিত আছে।

আনন্দবাজারে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদের কোন প্রকার স্পর্শদোষ বা উচ্ছিষ্টাদির বিচার নাই। সমগ্র সাত্বতশাস্ত্র উর্ধ্ববাহু হইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে[১] উদ্ধব বলিতেছেন,—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥

শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

শুষ্কং পর্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥

শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[২] বলিয়াছেন,—

তাতে 'বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও ছাড়ি' ঘৃণা-লাজ।
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ॥

১। ভা ১১।৬।৪৬; ২। চৈ চ অ ১৬।৫৮-৬২

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
'ভক্তশেষ' হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ—এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি,—শুন, ভক্তগণ!
বিশ্বাস করিয়া কর এ-তিন-সেবন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে জানা যায়,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে সিংহদ্বারের সমীপেই শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদের বিপণিসমূহ অবস্থিত ছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'আনন্দবাজার'-শব্দের উল্লেখ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু সিংহদ্বারে আগমন করিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসবার্থ মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন। এখনও সিংহদ্বারে শুষ্কমহাপ্রসাদ ও মিষ্ট-প্রসাদের বিপণি আছে। পরবর্তিকালে হয় ত' মেঘনাদ-প্রাচীরের অভ্যন্তরে মহাপ্রসাদ-বিপণিসমূহ স্থানান্তরিত হইয়া থাকিবে। বাইশ-পাহাচ অতিক্রম করিয়া স্নানবেদীর নিকটে মহাপ্রসাদের যে বিপণিশ্রেণী আছে, তাহাই এখন 'আনন্দবাজার' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কেবল যে সকল অন্ত্যজ-জাতির শ্রীমন্দিরে প্রবেশাধিকার নাই, তাহাদের জন্যই বর্তমানে সিংহদ্বারের দক্ষিণভাগে কিছু মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[১] দৃষ্ট হয়,—

সিংহদ্বারে আসি' প্রভু পসারির ঠাঁই।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিলা তথাই॥

১। অ ১১।৭৩-৭৯

হরিদাস-ঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে, ভিক্ষা দেহ' ত' আমারে ॥
শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাঞা।
প্রসাদ দিতে আসে তা'রা আনন্দিত হঞা ॥
স্বরূপ-গোসাঞি পসারিকে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লঞা পসারি পসারে বসিল ॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুরে ঘর পাঠাইলা।
চারি বৈষ্ণব, চারি পিছাড়া সঙ্গে রাখিলা ॥
স্বরূপ-গোসাঞি কহিলেন সব পসারিরে।
এক এক দ্রব্যের এক এক পুঞ্জা দেহ' মোরে ॥
এইমতে নানা-প্রসাদ বোঝা বান্ধাঞা।
লঞা আইলা চারিজনের মস্তকে চড়াঞা ॥

আনন্দবাজারের ভূমিতে মহাপ্রসাদ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। বিষ্ণু-বস্তুকে পদদলিত করা অত্যন্ত অপরাধজনক ; এবিষয়ে সাবহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইংরাজী ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে 'জগন্নাথমন্দির-সংস্কার-কমিটি' নামে একটি সমিতি পুস্তকাদির প্রচারের দ্বারা শ্রীমন্দিরের সেবাপূজার একদেশী সংস্কার করিবার চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু ইহা শ্রীশ্রীনীলাচল-চন্দ্রের সুখকর বিধানরূপে পরিণত করিতে হইলে মহতের আনুগত্যময় আচরণ আবশ্যক।

শেঠ রামকুমার বাঙ্গর আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদ বিক্রয়ের জন্য উচ্চ পাকা বেদী ও মণ্ডপসমূহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন ; কিন্তু বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সকল সময়েই মণ্ডপের বাহিরেই মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়।

গোলআলু, কপি, ঢেঁড়স, লাউ, উচ্ছে, লঙ্কা, পুঁই, সজিনা ডাঁটা, ডাঁটা, টম্যাটো, কাঁকরোল-প্রভৃতি কতকগুলি শাকসব্জী, সিদ্ধচাউল

ইত্যাদি শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন ভেজিটেবল্ ঘি ব্যবহৃত হইতেছে ; এমন কি প্রদীপের মধ্যে ঘৃতের পরিবর্তে ভেজিটেবল্ ঘি দিয়া 'ঘৃতদীপ' নামে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণেই বিক্রয় হইতেছে !

আনন্দবাজারে উচ্ছিষ্ট বা উচ্ছিষ্ট পাত্রের কোনও বিচার নাই। একই উচ্ছিষ্ট পাত্রে শত শত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না।

ভোগ সাধারণতঃ দুই প্রকার— (১) **'কোঠভোগ'** ও (২) **'ছত্র-ভোগ'**। কোঠভোগ শ্রীমন্দিরের অর্থভাণ্ডার ও রাজভবন হইতে প্রদত্ত হয়, আর ছত্রভোগ পুরীর বিভিন্ন মঠের ও ব্যক্তিগত অর্থ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। কোঠভোগ রাজা অথবা মন্দিরাধ্যক্ষগণ প্রাপ্ত হ'ন। ইহার কিয়দংশ মন্দিরের সেবক ও পূজারিগণকে প্রদান করা হয় এবং অবশিষ্ট প্রসাদ-বিক্রয়লব্ধ-অর্থ রাজার অর্থভাণ্ডারে যায়। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বাংশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগরন্ধন-গৃহ আছে। তাহাতে নির্দিষ্ট 'সুয়ার'গণ বা সূপকারগণ মৃন্ময় পাত্রবিশেষের মধ্যে ভোগ রন্ধন করেন এবং তাহা আবৃত পথের মধ্য দিয়া শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে কিংবা ছত্রভোগ মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হয়। ভোগরন্ধনকালে ও ভোগ লইয়া যাইবার সময় মুখগহ্বর ও নাসিকারন্ধ্র বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া রাখা হয়, যেন ভোগের পূর্বেই শ্রীভগবানের ভোগ্যবস্তুর কোনরূপ ঘ্রাণ জীবের নাসিকায় প্রবেশ না করে। ছত্রভোগমণ্ডপে যখন ভোগ হয়, তখন ভোগগৃহের দ্বার উন্মুক্ত থাকে। তিনজন পূজারী উত্তরাভিমুখী হইয়া ভোগ নিবেদন করেন এবং শ্রীভগবান্ দৃষ্টিদ্বারা দূর হইতে সেই ভোগ গ্রহণ করেন। তখন জগমোহন বা নাট্যমন্দিরের মধ্যে সাধারণ দর্শকগণ দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন, কিন্তু নাট্যমন্দিরে উপবেশন বা গমনা-

গমন করিতে পারেন না। কোঠভোগের সময় মূলমন্দিরের অভ্যন্তরের ভোগশালায় ভোগ হয় ; তখন ভোগমন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে এবং বাদ্য বাজিতে থাকে।

নবম বৈভব

দৈনিক পূজাপদ্ধতি

প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিতে শয়ন পর্যন্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের যথাক্রমে পূজার প্রকরণ 'শ্রীনীলাদ্রিমহোদয়'-প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীনীলাদ্রিমহোদয়, মাদলাপাঞ্জী ও স্থানীয় সেবকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত দৈনিক পূজার বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল।

দ্বারোদ্ঘাটন, মঙ্গলারাত্রিক, তৎপরের 'রোসুই-ধোয়া-পখাল' অর্থাৎ রন্ধনগৃহ ধাবন-মার্জন, অবকাশ-স্নান (দন্তধাবন-স্নান-বেশপরিবর্তনাদি), ভোগরন্ধনের প্রারম্ভিক হোম, সূর্যপূজা, দ্বারপালপূজা, বল্লভপূজা, 'সকাল-ধূপ', 'মইলম-লাগি' (বেশ-পরিবর্তন), মণ্ডপভোগ, দ্বিপ্রহর-ধূপ (ভোগ), 'দিন-পহড়' (শয়ন), 'মইলম-লাগি' (বেশ-পরিবর্তন), সন্ধ্যা আরাত্রিক, সন্ধ্যা-ধূপ (ভোগ), চন্দন-লাগি (চন্দনলেপন), বড়শৃঙ্গারবেশ, বড়শৃঙ্গারভোগ, পুষ্পাঞ্জলি ও সর্বশেষে শ্রীবিগ্রহের শয়ন—এইরূপ ক্রমানুসারে দৈনিক 'নীতি' বা সেবাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে প্রথমে 'ভিতরছো-মহাপাত্র' জয়বিজয়-দ্বারের মুদ্রা পরীক্ষা করেন। তৎপরে তিনি 'পালিয়া-মেকাপ', 'পট্টিয়ারী' বা প্রতিহারী, 'অখণ্ড-মেকাপ' ও 'মুদুলি'—এই উপাধিধারী চারিজন সেবকের সহিত জয়বিজয়-দ্বার উন্মোচনপূর্বক প্রদীপসহ 'ছামুদ্বার' (যে

প্রকোষ্ঠে শ্রীবিগ্রহ নিত্য বিরাজমান থাকেন, সেই প্রকোষ্ঠের দ্বার) পর্যন্ত কোন অপবিত্র দ্রব্য পতিত আছে কিনা, তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া গর্ভগৃহের দ্বারের মুদ্রা ভাঙ্গিয়া তাহা উন্মোচন করেন। সকলে 'মণিমা, মণিমা'-(ঈশ্বরের প্রতি সম্মানসূচক) শব্দ উচ্চারণপূর্বক সিংহাসনের নিকট গমন করেন এবং দুই পার্শ্বে প্রদীপ স্থাপনপূর্বক শয়নের পালঙ্ক, পূর্ব-রাত্রিতে শয়নকালে প্রদত্ত ডাব, সুবাসিত জল ও তাম্বূল সরাইয়া ভাণ্ডারগৃহে রাখেন।

অতঃপর ২১টি ঘৃত-বর্তিকায় শ্রীবিগ্রহের মঙ্গল-নীরাজন ও তৎপরে 'পিষ্টকারতি' হয়। একটি ময়দার তালের উপর ঘৃতসিক্ত প্রদীপকাঠি রাখিয়া আরতি করা হয় বলিয়া ইহাকে 'পিষ্টকারতি' বলে। তৎপরে পশুপালক শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীঅঙ্গ হইতে বড়শৃঙ্গারবেশ উন্মোচন করিয়া শ্বেতবর্ণের সূক্ষ্মবস্ত্র ও উত্তরীয় প্রদান করেন।

অতঃপর অবকাশ অর্থাৎ দন্তধাবন, স্নান ও শ্রীঅঙ্গমার্জন-প্রভৃতির জন্য পুষ্প, চন্দন, কর্পূর, পঞ্চামৃত ও দন্তধাবনকাষ্ঠ-প্রভৃতি আবশ্যক পদার্থ আনীত হয়। অতঃপর রৌপ্যপাত্রস্থিত তিনটি দর্পণে শ্রীবিগ্রহ-গণকে প্রতিবিম্বিত করিয়া স্নান করান হয়। স্নান সম্পন্ন হইলে বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী বস্ত্র, স্বর্ণালঙ্কার ও পুষ্পমালাদ্বারা শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত করা হয়।

মঙ্গলারাত্রিকের পর ভোগরন্ধনগৃহ পরিষ্কার করিয়া তথায় হোম এবং সূর্যপূজা ও দ্বারপালপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

'অনবসর-পিণ্ডি'র (পীঠের) উপর 'বল্লভপূজা' (বালাভোগ) সম্পন্ন হয়। বল্লভপূজায় বল্লভ (খৈ-মুড়কি), দুগ্ধ, সর, মাখন, খৈ, নারিকেল-কোরা, দধি, সরপাপড়ি, ডাব, বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী ফলসমূহ ভোগে নিবেদন করা হয়। পূর্বাহ্ণ ৮টার মধ্যে বল্লভভোগ

প্রদানের নিয়ম। বল্লভপূজা সমাপ্ত হইলে গর্ভগৃহের দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া 'চন্দন-অর্গল'-পর্যন্ত স্থানটি ধৌত করা হয়। অতঃপর চন্দন-অর্গলে পরদা দেওয়া হইলে সকাল-ধূপ (ভোগ) আরম্ভ হয়।

পূর্বাহ্ণ ১০টায় সকালধূপ (ভোগ) দিবার নিয়ম। এই ভোগে খেচরান্ন, শাক, হংসকেলি, কান্তি, মাঠপুলি-প্রভৃতি ভোগোপকরণ নিবেদন করা হয়। এই ভোগে সর্বসাধারণের বরাতি দ্রব্যসমূহও নিবেদন করা যায়। তৎপরে 'মইলম-নীতি' (বেশ-পরিবর্তন) শেষ হইলে মণ্ডপভোগ বা ছত্রভোগ আরম্ভ হয়। এই ভোগে অন্ন, ডাল, তরকারী, বিভিন্ন মিষ্টান্ন, স্থানীয়মঠবাড়ী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বরাতি দ্রব্য নিবেদিত হয়। ইহা ছত্রভোগমন্দিরের মধ্যে নিবেদন করা হয়। তৎপরে দ্বিপ্রহর-ধূপ আরম্ভ হয়। ঘৃতসিক্ত আতপান্ন, মুগের ডাল, মরিচপানি, ঝিলি, সরপুলি, আরিষাপিঠা, বড়বরা, সানবরা, কাকরা, সানপিঠা, তিপুরি, লাড্ডু, বড়-মনোহর, ফেণি, ধউলা, সানমনোহর, দুগ্ধের সর-পানা, বড়-নাড়ি, সান-নাড়ি, সুবাস-পখাল, ঘৃত-কড়ম্বা-প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার এই দ্বিপ্রহরভোগে নিবেদিত হয়। তৎপরে বেশ পরিবর্তন করিয়া তিনটি পালঙ্ক শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে আনয়ন করা হয়। পালঙ্কের নীচে ডাব, তাম্বুল ও 'ঘষাজল' (সুবাসিত জল) রাখা হয়। অতঃপর কর্পূর-আরতি শেষ হইলে পহর (শয়ন) হয়। তৎপরে দ্বার মুদ্রাঙ্কিত করা হয়। সন্ধ্যার পূর্বে 'ভিতর-ছোঁ-মহাপাত্র' মুদ্রা পরীক্ষা করিলে পর প্রাতঃকালের ন্যায় দ্বারোন্মোচন করা হয়। সন্ধ্যার প্রথমে কর্পূর-আরতি, পরে ২১টি বর্তিকায় আরতি এবং তৎপরে 'সঞ্জকাহালি'-আরতি (জয়-বিজয়-দ্বার হইতে যে আরতিটি হয়)—এইরূপ তিনবার আরতি হয়। তৎপরে আবার বেশ পরিবর্তন করিয়া সন্ধ্যা-ধূপ আরম্ভ হয়। এই ভোগে দধি-পখাল, শাকর, সুয়ারি, পারিজাতক, মাণ্ডুয়া,

মাঠপুলি, ঝড়াইনদা, বড়পিঠা, কঅ'ল (কোমল)-পুলি, সানপিঠা-প্রভৃতি নিবেদিত হয়। অতঃপর দুইবার ধূপ-আরতি হয় এবং তৎপরে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পরদা দেওয়া হয়। একাদশীদিবস এই সময় শ্রীমন্দিরের উপর মহাদীপ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের সময় তিনটি রৌপ্যকুম্ভ বা প্রদীপের দ্বারা আরাত্রিক হয়। তৎপরে 'চুনরা' (যিনি শ্রীমন্দিরের উপর মহাদীপ দেন) ঐ রৌপ্য-প্রদীপ হইতে মহাদীপ জ্বালাইয়া শ্রীমন্দিরের উপর দেন। এই সময় সাতটি বর্তিকার দ্বারা শ্রীসুদর্শনের পৃথক্ আরতি করা হয়। সন্ধ্যা-ধূপের পর শ্রীবিগ্রহগণকে রেশমী বস্ত্র পরিধান করাইয়া শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করা হয়—ইহাকে 'চন্দন-লাগি' বলে। 'হড়পনায়ক' তাম্বুল প্রদান করেন। তৎপরে 'পালিয়া-খুণ্টিয়াগণ' 'মণিমা, মণিমা'-শব্দ উচ্চারণ করেন। অতঃপর বীণাবাদ্য-সহযোগে 'শ্রীগীতগোবিন্দ' গান করা হয়। তৎপরে বড়শৃঙ্গার-বেশ হয়। এই সময় পুষ্পের মুকুট, চন্দ্রিকা, নাকুয়াসি (শ্রীবিগ্রহের নাসায় যে পুষ্পমাল্য দেওয়া হয়), কুণ্ডল, করপল্লব ও তুলসীমালা-দ্বারা শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত করা হয়। তৎপরে কূর্মবেড়-প্রাচীরের (অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রাকারের) অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীগণের ভোগরাগ শেষ হইলে শ্রীবিগ্রহগণের বড়শৃঙ্গার-ভোগ আরম্ভ হয়। এই ভোগে মিষ্ট পখাল, কলাবরা, নানাপ্রকার পিঠা, সরপুলি, ঘৃত-পায়স-প্রভৃতি নিবেদিত হয়। অতঃপর গর্ভগৃহে তিনটি পালঙ্ক এবং প্রত্যেক পালঙ্কের নীচে ডাব, সুবাসিত জল ও তাম্বুল রাখা হয়। পশুপালক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে পর শ্রীজগদীশ পালঙ্কোপরি বিজয় করেন, তৎপরে ডাব ও তাম্বুল নিবেদন করা হয় এবং কর্পূর-আরতি ও সঞ্জকাহালি-আরতি সম্পন্ন হইলে দেবদাসীগণ বীণাবাদ্য-সহযোগে 'শ্রীগীতগোবিন্দ' গান ও নৃত্য,

করেন। সেই-সময় রাজপ্রতিনিধি স্বর্ণযষ্টিহস্তে তথায় উপস্থিত থাকেন। তৎপরে দেবদাসীগণ শ্রীজগদীশের নিদ্রাকর্ষক গীত গান এবং 'প্রহররাজ' বেদ পাঠ করেন। পুষ্পাঞ্জলি-ঠাকুর শ্রীজয়বিজয়-দ্বারের সন্নিকটে ডম্বর-আকারে নির্মিত আসনে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবার জন্য শুভবিজয় করেন। তৎকালে তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করা হয়। ডাব ও তাম্বুল অর্পিত হইলে কর্পূর-আরতি, সঞ্জকাহালি-আরতি, ও পুষ্পাঞ্জলি সম্পন্ন হয়; পুষ্পাঞ্জলি-ঠাকুর স্বস্থানে বিজয় করেন এবং প্রদীপ নির্বাপিত করা হয়। 'পালিয়া-খুঁটিয়া' মণিকোঠার দ্বারদেশে 'মণিমা, মণিমা'-শব্দ উচ্চারণ করেন। ছামু-দ্বার ও জয়বিজয়-দ্বারের তালা বন্ধ করা হয়। জয়বিজয়-দ্বারের লোহার কড়া-দুইটি রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিয়া সেই বন্ধনের উপর 'তলিছোঁ'-উপাধিধারী সেবক কর্দম লেপন করিয়া তাহার উপর 'মদনমোহন-মুদ্রা' অঙ্কন করেন। প্রাতঃকালে 'ভিতরছোঁ-মহাপাত্র' সেই মুদ্রা প্রথমে পরীক্ষা করিয়া পরে দারোন্মোচনের অনুমতি প্রদান করেন। জয়বিজয়-দ্বারের বাহিরে সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জ্বলিতে থাকে। 'পালিয়া-মুদুলি' ও 'পালিয়া-মেকাপ'-প্রভৃতি শ্রীমন্দির-সেবকগণ বাহিরে পাহারা দেন।

প্রত্যহ যথাক্রমে বল্লভভোগ, সকালধূপ, দিনার্ধধূপ, সন্ধ্যাধূপ ও বড়শৃঙ্গারধূপ—এইরূপে পাঁচবার ভোগ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সকাল-ধূপের পর 'ছত্রভোগ' হয়। বল্লভভোগ, বড়শৃঙ্গার ও ছত্রভোগ পঞ্চোপ-চারে এবং সকালধূপ, মধ্যাহ্নধূপ ও সন্ধ্যাধূপ ষোড়শোপচারে হয়।

বারবিশেষে নীতি—প্রত্যেক রবিবারে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীবিগ্রহের বেশ পরিবর্তন করা হয়। তৎপরে তিনজন 'দন্তসেবক' রৌপ্যপাত্রে কর্পূরজল লইয়া শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীমুখ মুছিয়া দেন। তৎপরে দন্তধাবন ও স্নানাদি-সেবা সম্পন্ন হয়।

বৃহস্পতিবারে শ্রীমদনমোহন, শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীসরস্বতীদেবী মণি-কোঠায় 'মার্জনামণ্ডপে' শুভবিজয় করেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহগণের দন্তধাবন ও শ্রীঅঙ্গমার্জন-প্রভৃতি প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন হইলে 'বনক-লাগি' (অগুরু, চন্দন, গোরচনা, কস্তুরী ও কেশর-সংমিশ্রিত লেপের দ্বারা গাত্র-লেপন), শীতলভোগ ও কর্পূর-আরতি হয়। তৎপরে শ্রীমদনমোহন ও শ্রীলক্ষ্মী-সরস্বতী স্বমন্দিরে বিজয় করেন। অতঃপর 'খুঁটিয়া-মেকাপে'র উপস্থিতিতে দত্তসেবকগণ শ্রীজগদীশের বনকলাগি করেন। মহাস্নান, শৃঙ্গার, সন্ধ্যারাত্রিক, বেশপরির্তন ও সন্ধ্যাধূপের পর শ্রীমদনমোহন ও শ্রীলক্ষ্মীদেবী রত্নবেদীর সন্নিকটে শুভবিজয় করেন। ঐ দিবস শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গে দুইটি অধিক পুষ্পমালা প্রদত্ত হয়। পরে উহা তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে লইয়া শ্রীমদনমোহন ও শ্রীলক্ষ্মীদেবীর গলদেশে আজ্ঞামালারূপে অর্পিত হয়। তৎপরে শ্রীমদনমোহন ও শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীসরস্বতীর শ্রীমন্দিরে বিজয় করেন। অতঃপর শ্রীমদনমোহন শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীমন্দিরে আসিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে প্রসাদমালা অর্পণ করিয়া পালঙ্কের উপর শুভবিজয় করেন। পরে 'কর্পূরলাগি' শেষ হইলে শ্রীমদনমোহন স্বমন্দিরে শুভবিজয় করেন।

নক্ষত্রবিশেষে নীতি—রোহিণীনক্ষত্রে তিন শ্রীবিগ্রহের নিকট 'অক্ষতলাগি' (আতপচাউল ও দূর্বা নিবেদন) হয়। তৎপরে কর্পূর-আরতি, কেবল শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট জয়মঙ্গল-আরতি ও সঞ্জকাহালি-আরতি হয়। জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রার নিকট একই সময়ে অক্ষতলাগি, কর্পূর-আরতি, জয়মঙ্গল-আরতি, সঞ্জকাহালি-আরতি হয়। শ্রবণানক্ষত্রে মধ্যাহ্নধূপের পর শ্রীমদনমোহন সিংহাসনে বিজয় করেন। তৎপরে শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের সম্মুখে অক্ষতলাগি হয়, পরে কর্পূর-আরতি এবং শ্রীবলদেবের জয়মঙ্গল-আরতি ও সঞ্জকাহালি-আরতি হয়।

তিথি ও পর্ববিশেষে নীতি—একাদশীর দিন শ্রীমদনমোহন শ্রীজগদীশের আজ্ঞামালা প্রাপ্ত হইয়া শিবিকারোহণে কল্পবটমূলে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন, তৎপরে শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণপূর্বক জয়-বিজয়-দ্বারে শুভবিজয় করেন। সেস্থানে প্রসাদচন্দন-লাগি, শীতলভোগ ও 'বন্দাপনা' (আরতি) শেষ হইলে দক্ষিণঘরে (স্বমন্দিরে) প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর শ্রীজগদীশ সর্বাঙ্গশোভিত হন, পরে সন্ধ্যাধূপ হয়। সোমবারে একাদশী পড়িলে শ্রীমদনমোহন সিংহাসন হইতে আজ্ঞামালা প্রাপ্ত হইয়া শিবিকারোহণে শ্রীলোকনাথমন্দিরে শুভবিজয় করেন ; তথায় শীতলভোগ অর্পিত হইলে শ্রীলোকনাথের সঙ্গে জয়বিজয়-দ্বারে গমন করেন। তথায় আরতি, বন্দনা ও শীতল ভোগ শেষ হইলে শ্রীমদনমোহন স্বমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। 'শ্রীরুক্মিনী হরণ' একাদশী হইতে 'বাহুড়া' একাদশী (উল্টারথের পরের একাদশী) পর্যন্ত সকল একাদশীতে পূর্বোক্ত নিয়মে পূজা হয় ; কিন্তু এই সময়ে শ্রীমদনমোহনজীর পরিবর্তে শ্রীদোলগোবিন্দ শ্রীমন্দিরে আগমন করেন। কারণ, রুক্মিণীহরণ একাদশীতে শ্রীমদনমোহন শ্রীরুক্মিণীদেবীর সহিত বিবাহ-মণ্ডপে শুভবিজয় করিয়া থাকেন। এই একাদশীতে রুক্মিণীদেবীর সহিত তাঁহার শুভবিজয় হয়। বাহুড়া একাদশীতে শ্রীমদনমোহন শ্রীজগন্নাথদেবের সঙ্গে থাকেন। বৃহস্পতিবারে একাদশী পড়িলে শ্রীজগদীশ সুবর্ণভুজশোভিত হইয়া বড়শৃঙ্গার ও দণ্ডচ্ছত্র-প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত হন। তৎপরে বড়শৃঙ্গারধূপ হয়।

অমাবস্যা-তিথিতে শ্রীনারায়ণ সমুদ্রে বিজয় করেন। সেই সময় চটকপর্বতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের দ্বারে ও শ্রীটোটা-গোপীনাথে কৃপাপূর্বক শুভবিজয় করিয়া ভক্তগণকে দর্শন দান করেন। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ লাগিবার পূর্ব ১২ ঘন্টার মধ্যে শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা বা ভোগরাগ হয়

না। ঐ সময়ের সেবাপূজাদি তৎপূর্বে সম্পন্ন হইয়া থাকে। গ্রহণ লাগিবার পর মহাস্নান ও খইকোরা প্রভৃতি বালভোগ দেওয়া হয়। গ্রহণ ছাড়িলে মহাস্নান ও দৈনন্দিন পূজা হইয়া থাকে।

মহাস্নানবিধি—নির্দিষ্ট সেবক ব্যতীত অপর কেহ শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিলে শ্রীবিগ্রহকে মহাস্নান করাইতে হয়। জয়বিজয়-দ্বার হইতে রত্নবেদী পর্যন্ত স্থানে যদি কোন সময় মল, মূত্র, রক্ত, অস্থি, চর্ম, নিষ্ঠীবন-প্রভৃতি অপবিত্র ও অমেধ্য বস্তু দৃষ্ট হয়, বা কোন-সময় ঐস্থানে কুক্কুর প্রবেশ করে, অথবা পূজার সময় ভোগসামগ্রী অপবিত্র হয় তবে শ্রীবিগ্রহের 'বড়-মহাস্নান' হইয়া থাকে। যাত্রার সময় যে মহাস্নান হয়, তাহার নাম 'যাত্রা-মহাস্নান'। প্রত্যহ অবকাশসময়ে যেভাবে স্নান হয়, মহাস্নানাদিতে ঐভাবেই স্নান হইয়া থাকে। সিংহাসন হইতে জয়বিজয়-দ্বার ও দক্ষিণ-দ্বার পর্যন্ত ধৌত করা হয়। ভোগের কোন দ্রব্য অপবিত্র হইলে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ সমস্ত ডাল-তরকারী-প্রভৃতি মাটির মধ্যে গর্তে প্রোথিত করা হয়। তৎপরে হোম করিয়া পুনর্বার চুল্লী জ্বালিয়া রন্ধন করা হয়। স্নান-মহাস্নান-প্রভৃতিতে যে অধিক খরচ হয়, তাহা যে ব্যক্তির অনবধানতার জন্য ঐরূপ ঘটিয়াছে, তাহার নিকট হইতেই জরিমানা-স্বরূপ আদায় করা হয়।

'লেঙ্কা' উপাধিধারী সেবকগণ সুয়ার-পাণ্ডাগণকে রন্ধন কার্যের জন্য যথাসময়ে আহ্বান করেন। রন্ধনের পূর্বে তাঁহারা হোম করিয়া অগ্নি স্থাপন করেন। মহাসূয়ার ও পিঠাসুয়ার রন্ধন করেন। 'রোষ-মেকাপ'গণ ঘৃত সরবরাহ করেন; 'সমর্থাগণ' ডাল ভাঙ্গেন, ডাল বাটেন, ও চাউল পরিষ্কার করেন। 'মহাভোই' দধি, দুগ্ধ, ছানা ও পাপড়ি-প্রভৃতি সরবরাহ করেন। 'রোষ-পাইক' রন্ধনের সময় উপস্থিত থাকিয়া পরিদর্শন করেন এবং 'শুদ্ধ-পাইক' রন্ধনগৃহের দ্বারে থাকিয়া রন্ধন-সামগ্রী

পরীক্ষা করিয়া ভিতরে পাঠাইতে থাকেন। রন্ধনসামগ্রীর মধ্যে পিঁয়াজ, লসুন, চিনি, সাদা-লবণ, সিদ্ধচাউল, কলপেষা আটা, গোল-আলু, ভেণ্ডি (ঢেঁড়স), কপি, ঝুড়ঙ্গ (সজিনা-ডাঁটার মত), লাউ, ডাঁটা, পুঁই, সজিনা-ডাঁটা, লঙ্কা, উচ্ছে—এইসকল দ্রব্য যাহাতে না থাকে, তাহা শুদ্ধ-পাইক ভালভাবে দেখিয়া দেন। কোন দ্রব্যের মধ্যে ঐ-সকল নিষিদ্ধ বস্তুর কোন একটি খণ্ড পাওয়া গেলেও তাহা সমস্তই নষ্ট করিয়া পুনর্বার নূতন দ্রব্য ক্রয় করা হয়। নষ্ট দ্রব্যসমূহ মাটীর নীচে প্রোথিত করা হয়।

বিভিন্ন ভোগে প্রদত্ত ভোগসামগ্রীর একটি তালিকা

১। **বাল্যভোগ** বা **বল্লভভোগ** (নির্দিষ্ট সময় প্রাতঃ ৮ ঘটিকা)—নীলাচলে মুড়কিকে 'বল্লভ' বলে। বাল্যভোগের একটি প্রধান উপকরণ মুড়কি ; এই জন্য বাল্যভোগ বল্লভভোগ নামে বিখ্যাত। এই ভোগে মুড়কি বা বল্লভ[১], খৈ, সরপাপড়ি[২], মাখন, দধি, খোয়ামণ্ডা[৩], বল্লভকোরা[৪], খণ্ডমণ্ডা, নড়িয়া-খুদি[৫], ঘসাজল[৬], ও ঋতুপযোগী ফল-সমূহ নিবেদিত হয়।

---

(১) **বল্লভ**—ঘৃতে খৈ ভাজিয়া পাতলা নারিকেলখণ্ড দিয়া জ্বাল দেওয়া গুড়ের মধ্যে খৈ মিশাইতে হয় এবং নামাইবার সময় গোলমরিচ, লবঙ্গ ও বড়এলাচির গুঁড়া এবং কর্পূর মিশ্রিত করিতে হয়। (২) **সরপাপড়ি**—দুধ ফেনাইয়া ফেনাইয়া জ্বাল দিয়া নামাইয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা হইলে তিনটি সর উঠাইয়া ভোগ দেওয়া হয়। ইহাই সরপাপড়ি-ভোগ। (৩) **খোয়ামণ্ডা**—খোয়ার (ঘন ক্ষীরের) সহিত খণ্ড পাক দিয়া (১৫ ছটাক খোয়া ৫ পোয়া খণ্ড) কিসমিস, পেস্তা, বাদাম, বড় এলাইচের গুঁড়া ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া (৫ × ৩ = ১৫টি) লাড়ু প্রস্তুত করা হয়। (৪) **বল্লভকোরা**—নারিকেল কোরাইয়া গুড়ে জ্বাল দিয়া নামাইয়া ঘৃত এবং গোলমরিচ, লবঙ্গ ও বড়-এলাইচের গুঁড়া ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া লাড়ু পাকাইতে হয়। (৫) **নড়িয়াখুদি**—তিনটি অর্ধপক্ব নারিকেল কুচি কুচি করিয়া ছয় সরা ভোগ। (৬) **ঘসাজল**—একটি

প্রতিহারী বা পড়িছা সুয়ারকে (সূপকারকে) "আহে সুয়ার, মহা-সুয়ার সকালধূপ শ্রীজগন্নাথ-মহাপ্রভুঙ্ক অমৃত-মণহি (ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত সুস্বাদু ভোগসামগ্রী) ছেক (এককালীন অর্পিত ভোগসামগ্রী) ঘেনিবা হেউ (গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়)" অর্থাৎ ওহে মহাসুয়ার (সূপকার)! শ্রীজগন্নাথদেবের সকালধূপের জন্য (ভোগের জন্য) আনিত উত্তম নৈবেদ্যগুলি গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়, এই কথা বলিলে সূপকার শ্রীজগন্নাথের ভোগ লইয়া মন্দিরে গমন করেন।

২। **সকালধূপ বা রাজভোগ** (পূর্বাহ্ণ ১০টায় নিয়ম)—এই ভোগে এণ্ডুরি১, খিচুড়ি (কর্মাবাই খিচুড়ি)২, আদাপা-চেলি, মাঠপুলি৩, হংসকেলি৪, হংসঝিলি৫, কাকুয়াঝিলি, চন্দ্রকান্তি৬,

---

জায়ফল একটি মাটির ভাণ্ডে ঘসিয়া জলের সহিত উহা ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া পানীয়রূপে ভোগ।

(১) **এণ্ডুরি**—কলাইবাটা, আদা, হিঙ্গ্, কাঁচা জিরার গুঁড়া একত্র মিশ্রিত করিয়া চাপাটার মত করিতে হইবে। উহা একটি ফুটন্ত জলপূর্ণ মাটীর হাঁড়ির উপরিস্থিত লোহার জালের উপর কলার পাতের মধ্যে রাখিয়া তদুপরি হাঁড়ি ঢাকা দিতে হইবে। উহা বাষ্পে সিদ্ধ হইবে। উহা ঠাণ্ডা হইলে উহার উপর খণ্ড (শর্করা) ছড়াইয়া দিতে হইবে। (২) **কর্মাবাই খিচুড়ি**—দশ ভাগ চাউল ও ছয় ভাগ আস্ত কাঁচামুগ, তাহার সহিত আদা, লবণ ও হিঙ্গ্ মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিয়া অর্ধ সিদ্ধ হইলে ঘৃত দিয়া নামাইতে হইবে। (৩) **মাঠপুলি**—কলাইবাটা, আদা, হিঙ্গ্, কাঁচা জিরার গুঁড়া, লবণ এবং গুড় মিশ্রিত করিয়া ঘৃতে ভাজা হয়। (৪) **হংসকেলি**—কলাইবাটা, আদা, লবণ, হিঙ্গ্, কাঁচা জিরার গুঁড়া একত্র করিয়া লাড়ু পাকাইয়া ঘৃতে ভাজা হয়। (৫) **হংসঝিলি**—উপরিউক্ত দ্রব্য জিলিপির মত করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া শর্করার রসে ফেলিতে হয়। (৬) **চন্দ্রকান্তি**—কলাই বাটিয়া উহাকে আদা, লবণ, হিঙ্গ্, কাঁচা জিরার গুঁড়া সূক্ষ্ম নারিকেল কুচির সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কলার পাতায় রুটির মত গোল করিয়া বানাইয়া ঘৃতে ভাজিয়া ছয়টি ভাণ্ডে আদাচাক্, পাকা তেঁতুলের মণ্ড ও শর্করার দ্বারা পূর্ণ করিয়া তদুপরি পূর্ব-প্রস্তুত চন্দ্রকান্তি ভোগ হয়।

মিঠাকাণিকা[৭], শাক[৮], আলুকদলি-ভজা, পিঠাপুলি, তাট-খিচুড়ি, নুখুরা খিচুড়ি, মেণ্ডা-মুণ্ডিয়া, বুন্দিয়া-খিরি, মাহাদেঈ প্রভৃতি দ্রব্য নিবেদিত হয়।

৩। **ছত্রভোগ** (নির্দিষ্ট সময় বেলা ১২টা)—সাধারণের পক্ষ হইতে এই ভোগের ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন মঠের প্রদত্ত ভোগও এই ভোগের অন্তর্গত। ইহাতে অন্ন, ডাল (অড়হর[১], বিউলি, মুগ, খেসারি, ছোলা ; শ্রীজগন্নাথদেবের কখনও মটর ডাল ভোগ হয় না), মহুরা[২], বেসর[৩], শাক, অম্বল[৪], মধুরুচি[৫], দহিকড়ি[৬],

---

ইহাকে 'বলিভোগ'ও বলে। (৭) **মিঠাকাণিকা**—প্রত্যেক হাঁড়িতে দেড় পোয়াখণ্ড ও তেজপাতা জলের সহিত ফুটিলে চৌদ্দ ছটাক চাউল ও আধপোয়া কাঁচামুগ ছাড়িতে হয়। উহা সিদ্ধ হইতে থাকিলে তাহাতে লবণ দিয়া নামাইয়া ঘৃত চার ছটাক, বড় এলাচি (থেঁতকরা), কিসমিস ও লবঙ্গ (থেঁতকরা) মিশ্রিত করা হয়। (৮) **শাক**—(চাঁপানাটে, ইহাকে উৎকল ভাষায় 'নেউটিয়া' বলে) লক্ষ্মীর পাচিত এই শাক না হইলে শ্রীজগন্নাথের ভোগই হয় না। জল ও কাঁচা ঘৃতে লবণ-সহ শাক সিদ্ধ হইলে পরে আর এক ভাণ্ডে জিরা ও হিঙ্গু, ফোড়ন দিয়া শাকে মিশাইতে হয়।

(১) **অড়হরডাল**—এই ডালটি শ্রীজগন্নাথদেবের বিশেষ প্রিয় উপাদেয় ভোগ। এইরূপ ডালের স্বাদ আর কোথাও হয় না। অড়হর ডালে জিরা-ভাজার গুঁড়া শর্করা ও আদা মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করা হয়। (২) **মহুরা**—বেগুন, কচু, কাঁচকলা, দেশীআলু, খাম্বাআলু, লালআলু, মিষ্ট কুমড়া প্রভৃতি তরকারির সহিত জিরা, গোলমরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, বড়এলাচি, লবঙ্গ ও ধনিয়া বাটিয়া মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করা হয়। তৎপরে জিরা, মৌরী, সরিষা ও মেথি ফোড়ন দিয়া উপরে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। (৩) **বেসর**—আনাজ পূর্ববৎ, উহাতে সরিষা ও মরিচ-বাটার সহিত বেশী পরিমাণ নারিকেল কোরা দেওয়া হয়। (৪) **অম্বল**—চালতা থেঁত করিয়া তাহার সহিত চাউলবাটা, গুড়, সরিষাবাটা, মৌরীবাটা ও নারিকেল-কোরা দিয়া সিদ্ধ করিয়া পূর্ববৎ সম্বরা দেওয়া হয়। (৫) **মধুরুচি**—পাকা তেঁতুলের মণ্ড, গুড়, চাউলগুঁড়া, নারিকেলকোরা ও মিঠা কুমড়া, লবণ দিয়া সিদ্ধ করিয়া পূর্ববৎ সম্বরা দেওয়া হয়। (৬) **দহিকড়ি**—দধি, ছোলার বেসন, হলুদ ও লবণ

শাকর[৭], রাইতা[৮], পিতা[৯] (তিক্ত), কখারু সন্তোরা[১০], গোটাবেগুন-মরিচপানি[১১], গোটাকচু-মরিচপানি[১২], বলিবামন-মুগ[১৩], খুদপিতা[১৪], ফড়ি-শুকৃতা[১৫], ইত্যাদি উপকরণ ভোগ হয়।

একত্র করিয়া ভিজা ছোলার সহিত সিদ্ধ করিয়া পূর্ববৎ সম্বরা। (৭) **শাকর**—পানিকখারু (চাল কুমড়া) পাতলা পাতলা চাকা করিয়া বানাইয়া সিদ্ধ করিয়া উহার সহিত গুড়, তেঁতুলের মণ্ড ও নারিকেল-কোরা মিশ্রিত করিয়া পুনরায় সিদ্ধ করিয়া পূর্ববৎ সম্বরা। (৮) **রাইতা**—পানিকখারু (চাল কুমড়া) সরু সরু করিয়া আমান্ন করিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইয়া শীতল জলে ধুইয়া দধি, কাঁচা সরিষা বাটা, লবন ও ধনিয়া পাতা কুচি কুচি করিয়া মিশাইয়া জিরা ফোড়ন দেওয়া হয়। (৯) **পিতা** (তিক্ত)—কাঁচা কলার মোচা, কাঁচা কলার থোঁড় দশআনা পরিমাণ ও বেগুন, কচু, কাঁচা কলা, দেশী আলু, খাম্বা আলু, লাল আলু, মিষ্ট কুমড়া প্রভৃতি ছয়আনা পরিমাণ নারিকেল-কোরা সহ ভাজা মেথির গুঁড়া, ভাজা জিরা, ভাজা গোলমরিচের গুঁড়া, ও ভাজা ধনিয়ার গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ হইলে পূর্ববৎ সম্বরা। (১০) **কখারু সন্তোরা**—মিষ্ট কুমড়া খোসা ছাড়াইয়া, ছোট ছোট করিয়া আমান্ন করিয়া গুড়, নারিকেল, জিরা, গোলমরিচ ও ধনিয়া বাটার সহিত একত্র করিয়া সিদ্ধ করিয়া পূর্ববৎ সম্বরা। (১১) **গোটাবেগুন-মরিচপানি**—বোটাসহ বেগুন চৌফাল করিয়া ফাড়িয়া তাহার মধ্যে জিরা, গোলমরিচ, ধনিয়া, তেজপাতা, দারুচিনি-বাটা, লবণ, হলুদ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া আবার হাঁড়িতে ঐ সকল মসল্লা ও কাঁচা ঘৃত ও জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া পূর্ববৎ সম্বরা। (১২) **গোটাকচু-মরিচপানি**—গোটা বেগুনের ন্যায় সকল মসল্লা মুখীকচুতে মাখিয়া হাঁড়ির মধ্যে পূর্ববৎ (অর্থাৎ গোটাবেগুন মরিচপানির ন্যায়) মসল্লা ও ঘৃত দিয়া বসাইয়া জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া পূর্ববৎ সম্বরা। (১৩) **বলিবামন-মুগ**—আস্ত কাঁচামুগ, হলুদ, লবণ ও জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া নারিকেলকোরা, জিরা, গোলমরিচ ইত্যাদি পূর্ববৎ মসল্লা ঘৃতসহ পুনরায় সিদ্ধ করিয়া পূর্ববৎ সম্বরা। (১৪) **খুদপিতা**—চাউলের খুদ, লবন, হলুদ ও আমচুরসহ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া টক কমলার রস, ভাজা-মেথী, জিরা ও ধনিয়ার গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দিয়া পরে সম্বরা। (১৫) **ফড়িশুকৃতা**—বেগুন চৌফাল করিয়া আমান্ন করিয়া লবণ, মৌরী ও

৪। **দ্বিপ্রহরধূপ** বা **মধ্যাহ্নভোগ** (নির্দিষ্ট সময় অপরাহ্ণ ২টা) —বিরিবরা, ধউলা, মনোহর, সরপণা, সুবাস-পখাল[১], আরিষা[২], পাগ-আরিষা[৩], নুণখুরমা, বড়িখিরিষা, মরিচপানি, বড়নাড়ি, সরা-কাকরা, ফেণি, গজা (আটার), খজা (ময়দার), তিপুরী[৪], সেবতীঝিলি, বড়পিঠা, তাটপিঠা, মরিচনাড়ু, মাটপুলি, ভজা, শাকরা, ছেনাপিঠা, ওরিয়া, মনোহর, গুড়খিরিষা, কাকরা, সরপুলি[৫], ঝড়াইনদা, জগন্নাথবল্লভ (আটার), মগজনাড়ু, (আটার), লক্ষ্মীবিলাস (ময়দার), ঘৃতান্ন, পীতান্ন ও পঞ্চামৃতখিরি ; এই দ্রব্যসমূহ ভোগ হয়।

সরিষা-বাটা, কোরান নারিকেল ও একটু দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া ঘৃত দিয়া পরে সম্বরা।

(১) **সুবাস-পখাল**—অন্ন সিদ্ধ হইলে মাড় গালিয়া সেই গরম অন্ন ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া নয় হাঁড়িতে ভরা হয়। গোলাপ, মল্লিকা, বেল ও যুঁই ফুল দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল কাপড়ে ছাঁকিয়া পূর্ব্বোক্ত অন্নের সহিত লবণ দিয়া মিশান হয়। ইহার সহিত মরিচপানি ব্যঞ্জন (কাঁচকলা, বেগুন, পটল, ঘৃত ও মসল্লা দ্বারা প্রস্তুত) ভোগ দেওয়া হয়। (২) **আরিষা** (কাঁচা) —কাঁচা চাউলের গুঁড়া পাতলা গুড়ের সহিত মিশাইয়া চারি ঘণ্টা রাখিয়া পরে কলার পাতার উপর পুরীর ন্যায় প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে ভাজা হয়। (৩) **পাগ-আরিষা**—গুড় পাক করিয়া আঠা হইলে উহাতে কাঁচা চাউলের গুঁড়া কিছু কিছু ফেলিয়া ঘাটিতে হইবে। তাহার পর উহাকে উঠাইয়া কলার পাতায় ঘি দিয়া চাপাটির মত প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে ভাজা হয়। (৪) **তিপুরী**—গরুড়-গোবিন্দ-গাছের ছাল (পুরীতে পাওয়া যায়) রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া জল ও কাঁচা চাউলের গুঁড়া মিশাইয়া ফেটান হয়। তৎপরে পুরীর মত করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া খণ্ডের গাঢ় রসে উহা ফেলা হয়। (৫) **সরপুলি**—বিউলি ডাল বাটিয়া তাহার সহিত লবণ, হিঙ্গ, কাচা জিরার গুড়া, আদাছেঁচা, গোটা গোটা গোলমরিচ, নারিকেলের কুচি ও দুগ্ধের সর মিশাইয়া কলার পাতার উপর পুরীর ন্যায় প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া খণ্ডগুঁড়া ছড়াইয়া দিতে হয়।

৫। **সন্ধ্যাধূপ**—এই সময় জেনামণি (কলাই ডালের), মাঠপুলি, কণ্ঠলপুলি (কলাই ডালের), সুয়ারী, মাণ্ডুয়, রসাবলী (দুগ্ধ ও ছানার প্রস্তুত), টাকুয়া, দধিপখাল, পারিজাতক, অমালু, শাকর, মরিচনাড়ু, খইরচুর, হংসবল্লভ, মালপুয়া (আটার), চড়াইনদা (আটা ও কলাই ডালের), চুলিয়া-পখাল, চুপুড়া-পখাল ও পানি-পখাল—এই দ্রব্যসমূহ নিবেদিত হয়।

৬। **বড়শৃঙ্গার-ধূপ**—খিরিখিরিষা, টভাপখাল, কদলীবরা, সুয়ারপিঠা, মিষ্টপখাল, দধি-কাঞ্জী, কেলী ও সরপুলি—এই দ্রব্যসমূহ বড়শৃঙ্গারধূপের সময় নিবেদিত হয়।

৭। **পহুড়** বা শয়নের সময় ঘসাজল (সুবাসিত জল), ডাব ও তাম্বুল অর্পিত হয়।

বরাতিভোগ—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উপর্যুক্ত নির্দিষ্ট ভোগপ্রকরণ প্রত্যহ বা তিথি-বিশেষে শ্রীপুরীধামের বিভিন্ন মঠ, সদাগত ব্যক্তিগণ বরাত বা ফরমাস দিয়া সরু অন্ন, বগড়া অন্ন, মিষ্টকাণিকা, নড়িয়াখিচুড়ি মুগ, অড়হর, ছোলা-চানা ও খেসারীর ডাল, মহুর, বেসর, বলিবামনা, ভজা, শন্তুলা, শাকর, রাঙ্গ, রাঙ্গতা, খটেই, ছেনা-চকটা, কদলী, খিরিষা, অটকালি, জগন্নাথবল্লভ, খজা, মগজনাড়ু, সাদা খাস্তাগজা, মসকনাড়ু, নুণখুরমা, নিমকি, ডালিম্ব, (দন্তভাঙ্গা), খইরচুর, লক্ষ্মী-বিলাস, লড়ুমোড়িচুল, লুচি, রুটি, পুরী, পরটা, চিতউ, চকুলি, মণ্ডা, পুলি, গইঠা, ছেনামণ্ডা, অতরছমণ্ডা, পোড়পিঠা, সাতপুরি, শেউ, চুঞ্চিপত্র, সরুচকুলি-প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া ভোগ দিয়া থাকেন।

যাত্রা ও পর্বভোগ—দৈনিক ভোগ ব্যতীত বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন মাসে ঋতু-উপযোগী ফল ও মিষ্টান্ন ভোগ হইয়া থাকে।

বিভিন্ন যাত্রার ভোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। **বৈশাখ**—(ক) 'পণা-সংক্রান্তি' (১লা বৈশাখ) ; ভোগ—ঘেওরি (পিষ্টক-বিশেষ) ও পণা। (খ) 'দমনক একাদশী' (বা দোনাচুরি) ; ভোগ—ওরিয়া (ঘি-ভাত), মুগডাল ও খিরি (মিষ্টান্ন)। (গ) অক্ষয়-তৃতীয়া বা 'চন্দনযাত্রা' আরম্ভ ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল, পখাল, শাক, সাকরা, পিঠা, পণা ইত্যাদি। (ঘ) 'নীলাদ্রিমহোদয়' বা শ্রীজগন্নাথের জন্মনক্ষত্রদিবস ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল, পিঠা, খিরি প্রভৃতি।

২। **জ্যৈষ্ঠ**—(ক) নৃসিংহচতুর্দশী ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল, খিরি প্রভৃতি। (খ) শ্রীরুক্মিণীহরণ (একাদশী) ; পঞ্চগ্রাসী ভোগ—খোয়া, পেড়া, ফলমূল প্রভৃতি শীতল-ভোগ। বিবাহের সময় এই ভোগ হয়, তৎপরে ওরিয়া, খিরি, মুগডাল, পণা ও পিঠা ভোগ হয়। (গ) 'চম্পক-দ্বাদশী' (শ্রীরুক্মিণীর বিবাহের দ্বিতীয় দিবস) ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল, পিঠা ও খিরি। (ঘ) স্নান-যাত্রা ; ভোগ—কাণিকা, ওরিয়া, মুগডাল, খিরিষা, বড়-আরিষা, সাকরা, পিঠা ও পণা। ঐ দিবস শ্রীবিগ্রহগণ স্নানবেদী হইতে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় 'পন্তিভোগ' বা ফলমূল ভোগ হয়। (ঙ) 'অনবসর ভোগ'—মধ্যাহ্ন-ভোগের পরে পণা ভোগ হয় এবং সন্ধ্যা-ভোগের পর 'চকটা ভোগ' (ছানা, কদলী, খণ্ড, কর্পূর ও গোলমরিচ একত্র) হয়। দশমীর দিন 'দশমূল-পাচন' ভোগ হয়। (চ) 'নেত্রোৎসব ভোগ'—কাণিকা, ওরিয়া, মুগডাল, সাকরা, পিঠা ও পণা।

৩। **আষাঢ়**—(ক) 'গুণ্ডিচা-যাত্রা' দিবস ; ভোগ—কাণিকা। (খ) 'নব-যাত্রা' (গুণ্ডিচামন্দিরে ৯ দিন যাত্রা) ; ভোগ—কাণিকা, ওরিয়া, পখাল, মুগডাল, মরিচপানি, খিরি, খিরিষা, সাকরা, সরবড়া,

পিঠা, কদলী-তলিয়া, বড়া ও পণা। (গ) 'হেরাপঞ্চমী' ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল, খিরি ও পিঠা। (ঘ) 'বাহুড়াগুণ্ডিচা' ; ভোগ—কাণিকা।

৪। **শ্রাবণ**—(ক) কর্কটসংক্রান্তি ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল ও খিরি। (খ) 'চিতালাগি' অমাবস্যা (এই দিবস শ্রীবিগ্রহগণের ললাটে স্বর্ণ-তিলক দেওয়া হয়) ; ভোগ—চিতউ-পিঠা, খণ্ডসহ ৩২ ভাণ্ড গরম দুগ্ধ ও ঘেওরী। (গ) 'পবিত্রাধিবাস' ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল ও পিঠা। (ঘ) **'গম্ভা পূর্ণিমা'** (শ্রীবলদেব-পূর্ণিমা) ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল, খিরি ও বড়া। (ঙ) 'রেখা-পঞ্চমী' (ঐ-দিবস শ্রীবিগ্রহত্রয়ের মুখমণ্ডলের তিন দিক্ একটি স্বর্ণপত্রের দ্বারা বেষ্টন করা হয়, সেই স্বর্ণপত্র অনবসরের সময় খুলিয়া রাখা হয় ; ভোগ—আরিষা ও পখাল।

৫। **ভাদ্র**—(ক) নন্দোৎসব ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল, পিঠা প্রভৃতি। (খ) 'সাতপুরী অমাবস্যা' ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল, বড় কাকরা ও খিরি। (গ) শ্রীরাধাষ্টমী ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল, পিঠা ও খিরি। (ঘ) শ্রীবামনাবির্ভাব ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল. পিঠা ও খিরি।

৬। **আশ্বিন**—(ক) 'ষোলপূজা' (বা শ্রীদুর্গাপূজা) ; ভোগ—খিচুড়ি, ওরিয়া, আরিষা, কাকরা ও দধিপখাল—এই সকল ভোগ হইবার পর শ্রীবিমলাদেবীকে সমর্পণ করা হয়। (খ) দশহরা (বিজয়া দশমীর দিবস)—উক্ত দিবস শ্রীদুর্গামাধব (শ্রীবিমলাদেবীর ও শ্রীজগন্নাথের বিজয়বিগ্রহ-দ্বয়) শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। ঐ দিন ওরিয়া, মুগডাল, পিঠা ও খিরি ভোগ হয়। (গ) 'কুমার-পূর্ণিমা' (বা আশ্বিন পূর্ণিমা) ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল, বড়া ও খিরি।

৭। **কার্তিক**—(ক) 'তুলাসংক্রান্তি' ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল ও খিরি। (খ) দীপাবলী ; ভোগ—দই-পখাল, আরিষা ও কদলী-তলিয়া। (গ) 'উত্থান-একাদশী' ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল ও খিরি।

(ঘ) বিজয়াদশমীর পর একাদশী হইতে উত্থান-একাদশী পর্যন্ত একমাস শ্রীজগন্নাথের 'শ্রীরাধাদামোদর'-বেশ হইয়া থাকে, অবশিষ্ট পাঁচদিন 'শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ'-বেশ হয় এবং ঐ বেশের সময় ফলমূলাদি দিয়া একটি বাল্যভোগ দেওয়া হয়—ইহাকে **'বালধূপ'** বলে। (ঙ) কার্তিক-পূর্ণিমা ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল ও খিরি।

৮। **অগ্রহায়ণ**—(ক) 'নবান্ন' ; ভোগ—কাণিকা, ওরিয়া, মরিচ-পানি, কদলী-তলিয়া, পিঠা ও খিরি। (খ) 'প্রথমাষ্টমী' ; ভোগ—এণ্ডুরি, ওরিয়া, মূলাশাক ও মুগডাল। (গ) 'ওড়নষষ্ঠী'-অধিবাস ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল ও পিঠা। (ঘ) 'ওড়নষষ্ঠী' ; ভোগ—ওরিয়া, মুগডাল, কাণিকা, পিঠা ও সাকরা।

৯। **পৌষ**—(ক) 'পহলী' ; ভোগ—বড়ি, ঝিলি, কাকরা, কাকেরী, অমালু, দরগুয়া, বড়া, চড়েইনদা, মুগেই, গঁইঠা (পিঠা), মণ্ডা, মাণ্ডী ও এণ্ডুরি। (খ) 'বকুল-অমাবস্যা' (পৌষী অমাবস্যা) ; ভোগ—গঁইঠা। এই দিবস আম্রের মুকুল শ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে দেওয়া হয় এবং ভোগেও দেওয়া হয়। (গ) 'পুষ্যাভিষেক' ; ভোগ—কাণিকা, ওরিয়া, মুগডাল, পণা, পিঠা ও খিরি।

১০। **মাঘ**—(ক) 'মকর-সংক্রান্তি' (মাঘমাসের ১লা) ; ভোগ—কাণিকা, চাটি-ভাত, সেরিকীয়া-ভাত, টভা-পখাল, ওরিয়া, খিরি, খিরিষা মরিচপানি, বড়ি-মসুর, পণা, তিপুরী, লাড্ডু, বড়-অমালু, বড়-বড়া ও মাঠপুলি। (খ) 'বসন্ত-পঞ্চমী' ; ভোগ—খিরি ও বড়—আরিষা।

১১। **ফাল্গুন**—'দোল-পূর্ণিমা' ; ভোগ—কাণিকা, ওরিয়া, সাকরা, খিরিষা, পিঠা, পণা ও খিরি।

১২। **চৈত্র**—'শ্রীরামনবমী' ; ভোগ—ওরিয়া ও মুগডাল।

দাণ্ডপন্তি-ভোগ

শ্রীজগন্নাথদেব রথারোহণপূর্বক শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে শুভবিজয় করিবার সময় রাস্তায় যে-সকল ভোগ দেওয়া হয়, তাহাকে 'দাণ্ডপন্তি-ভোগ' বলে। উৎকল ভাষায় 'দাণ্ড'-শব্দে 'পথ' এবং 'পন্তি-ভোগ' বলিতে 'দূর হইতে ভোগ' বুঝায়। এই ভোগে ফলমূলাদি নিসকড়ি দ্রব্যই লাগিয়া থাকে।

রথোপরি-ভোগ

সকাল-ধূপ বা খিচুড়ি ভোগ হইবার পর শ্রীবিগ্রহগণ পহাণ্ডী-বিজয় করিয়া শ্রীরথে উঠেন। উঠিবার পর কাল-অনুযায়ী—দ্বিপ্রহর-ধূপ, সন্ধ্যা-ধূপ, বড়-শৃঙ্গারধূপ হইয়া থাকে। এই সকল ধূপে (বা ভোগে) নি-সকড়ি বা গমের প্রস্তুত দ্রব্যাদির ভোগ হয়। চাউলের গুঁড়ায় প্রস্তুত কোন দ্রব্যাদির ভোগ হয় না। (১) মনোহর, (২) মরিচ-নাড়ু, (৩) কাকরা, (৪) অমালু, (৫) টাকুয়া, (৬) চড়েই-নদা—এইসব কোঠ-ভোগ প্রথমে হইয়া থাকে। তৎপরে বিভিন্ন মঠের প্রদত্ত ছত্র-ভোগের পরিবর্তে ফলমূলাদি শীতলভোগ হয়। শ্রীবিগ্রহগণ রথে থাকাকালীন বহু 'দর্শনী-ভোগ' হইয়া থাকে।

অধরপণা-ভোগ

পুনর্যাত্রার দিন রথ গুণ্ডিচাবাড়ী হইতে শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে পৌঁছিলে 'অধর-পণা-ভোগ' হয়। **সর্বপ্রথম**—রাজার ঘরের পণা-ভোগ হইয়া থাকে। পণা-প্রস্তুত-প্রণালী—১।০ মণ খণ্ড (চিনি) ও ৪ হাঁড়ি দুধের সরের সহিত ৫২ কলসী জল দিয়া বড়-এলাচের গুঁড়া ও গোলমরিচের গুঁড়া মিশাইয়া এক ভাণ্ড পণা প্রস্তুত হয়। এইরূপ তিন ভাণ্ড পণা প্রস্তুত হয়। পণাপূর্ণ ভাণ্ডত্রয় শ্রীবিগ্রহের পাদদেশ হইতে অধর পর্যন্ত স্পর্শ করে। এজন্য উক্ত পণাকে 'অধর-পণা' বলে। ইহাতে

দ্রব্যের মূল্যানুযায়ী এক হাজার টাকা হইতে তিন হাজার টাকা ব্যয় হয়। **দ্বিতীয়**—বড়-ওড়িয়ামঠের অধর-পণা পূর্বমত ভোগ হয়। **তৃতীয়**—শ্রীরাঘবদাস-মঠের অধর-পণা ভোগ হয়। ভোগ দেওয়ার পর প্রত্যেক বার হাঁড়িগুলি রথোপরি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। শ্রীজগন্নাথের এই অধরপণা-প্রসাদ সর্বদেবদেবী পাইয়া থাকেন এবং ইহাতে জগতের শান্তি হয়। এইরূপ দুইদিন 'অধর-পণা' ভোগ হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ছাপ্পান্নভোগ

প্রচলিত একটি সঙ্গীতে 'ছাপ্পান্ন-ব্যঞ্জন নানা জাতি, ভোগ লাগে দিবারাতি'—শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগের সম্বন্ধে এইরূপ একটি উক্তি পাওয়া যায়। শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে 'ছাপ্পান্নভোগ' নামে রাজদত্ত মিষ্ট-দ্রব্যভোগের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ছাপ্পান্ন-প্রকার মিষ্টদ্রব্যের তালিকা অতিক্রম করিয়াও অনেক সময় ভোগের প্রকার দৃষ্ট হয়। কোন কোন পাণ্ডা বলেন,—'ছাপ্পান্ন ভোগ' বলিতে বহুপ্রকার মিষ্টদ্রব্যের ভোগ বুঝায়। শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে সংগৃহীত ছাপ্পান্নভোগের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(১) জগন্নাথবল্লভ, (২) কানিকা, (৩) ফেণা, (৪) নুণফেণী, (৫) ধনুশ্বরণ, (৬) বড়-পুরি, (৭) সানপুরী, (৮) খড়িকামরা, (৯) বড়-নাড়ী, (১০) সান-নাড়ী, (১১) কাকরা, (১২) হংসকেলি, (১৩) চন্দ্রকান্তি, (১৪) পণশুয়া, (১৫) বড়া, (১৬) বড়-ঝিলি, (১৭) সানঝিলি, (১৮) কাকাতুয়া-ঝিলি, (১৯) আরিষা, (২০) পাগ-আরিষা, (২১) মরিচ-লাড্ডু, (২২) খিরিষা, (২৩) মেণ্ঢাশিঙ্গিয়া, (২৪) তিপুরী, (২৫) অরখফুল, (২৬) চউতাপুরী, (২৭) সরকুম্পা, (২৮) সরুচকুলি, (২৯) গজা, (৩০) খজা, (৩১) মগজনাড়ু, (৩২) ডালিম্ব (দন্তভাঙ্গা), (৩৩) নিম্‌কি,

(৩৪) সরভজা, (৩৫) সরমণ্ডা, (৩৬) খোয়ামণ্ডা, (৩৭) পারিজাতক, (৩৮) অমালু, (৩৯) মাণ্ডুয়, (৪০) বল্লভকোরা, (৪১) অমৃত-রসাবলী, (৪২) বড়-খিরিষা, (৪৩) সুয়ারি, (৪৪) ছানা-মাণ্ডুয়, (৪৫) চড়েই-নদা, (৪৬) কড়ম্বা, (৪৭) সর, (৪৮) সাতপুরী, (৪৯) নারিকেল-লাড্ডু, (৫০) হংসবল্লভ, (৫১) ছানাপিঠা, (৫২) সেবতি-ঝিলি, (৫৩) মাঠপুলি, (৫৪) সরপাপুড়ি, (৫৫) খণ্ডমণ্ডা, (৫৬) নড়িয়াখুদি, (৫৭) এণ্ডুরী, (৫৮) পিঠাপুলি, (৫৯) শ্রীহস্তকোরা, (৬০) বুঁদিয়া-খিরি, (৬১) মহাদেঈ, (৬২) সরকাকরা, (৬৩) গুড়খিরিষা, (৬৪) মোহনভোগ, (৬৫) জেনামণি, (৬৬) খইরচূর, (৬৭) কঅঁলপুলি, (৬৮) লক্ষ্মীবিলাস, (৬৯) নুণ-খুরমা, (৭০) চুলিয়া-চুপড়া, (৭১) বলি-বামন, (৭২) ছানাচকটা, (৭৩) অটকালি, (৭৪) চিতউপিঠা, (৭৫) ছুঁচিপত্র, (৭৬) পোড়পিঠা, (৭৭) শেউ, (৭৮) অতরছমণ্ডা, (৭৯) গইঁঠা পিঠা, (৮০) সরপণা, (৮১) মাখন, (৮২) খলিরুটি, (৮৩) মালপোয়া, (৮৪) রাধাবল্লভী, (৮৫) ফেণামণ্ডা।

অন্ন, ডাল ও তরকারী

সরু অন্ন, বগড়া অন্ন, খেচরান্ন, তাটখিচুড়ি, নুখুরাখিচুড়ি, কর্মাবাঈ-খিচুড়ি, সোণাথালি-খিচুড়ি, সুবাস-পখাল, টভা-পখাল, মরিচপানি, বেসর, মহুর, শাকর, শম্ভুলা, রাঈতা, কদলীবড়া, খটেই, কাঞ্জী, রহণি, দধি-পখাল, ভজা, শাক, দইকড়ি, পরমান্ন, কাণিকা (পুষ্পান্ন) ইত্যাদি।

আটিকা-বন্ধন

উৎকল ভাষায় 'আটিকা'-অর্থে মৃৎপাত্রবিশেষ বা হাঁড়ি বুঝায়। আটিকার মধ্যে ভোগ রন্ধন করিয়া তাহা নিবেদন করা হয়। যাত্রিগণের নিকট হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই আমানতের সুদ হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ প্রদান করা হয় এবং তাহা পাণ্ডা বা

ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করেন। এই ভোগ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ৬ বৎসর, ১২ বৎসর ও 'যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর' চলিতে থাকে, এইরূপ শ্রুত হয়।

আটিকা-বন্ধনের নিয়মাবলী

১। মাখন-মিশ্রির ভোগ—এক সেরের ১৩২০০০ টাকা, আধ সেরের ৬৬০০০ টাকা, এক পোয়ার ৩৩০০০ টাকা, আধ পোয়ার ১৬৫০০ টাকা, এক ছটাকের ৮২৫০ টাকা।

২। ছাপ্পান্ন ভোগের ভোগ—এক সেরের ৫৬০০০ টাকা, আধ সেরের ২৮০০০ টাকা, এক পোয়ার ১৪০০০ টাকা, আধ পোয়ার ৭০০০ টাকা, এক ছটাকের ৩৫০০ টাকা।

৩। মোহনভোগের ভোগ—এক সেরের ১৫৫০ টাকা, আধ সেরের ৭৭৫ টাকা, এক পোয়ার ৩৭৫ টাকা, আধ পোয়ার ১৮৭.৫০ পয়সা, এক ছটাকের ৯৩.৭৫ পয়সা।

৪। খজা-নাড়ুর ভোগ—এক সেরের ১৫০০ টাকা, আধ সেরের ৭৫০ টাকা, এক পোয়ার ৩৭৫ টাকা, আধ পোয়ার ১৮৭.৫০ পয়সা, এক ছটাকের ৯৩.৭৫ পয়সা।

৫। সিরা-পুরির ভোগ—এক সেরের ৭৫০ টাকা, আধ সেরের ৩৭৫ টাকা, এক পোয়ার ১৮৭.৫০ পয়সা, আধ পোয়ার ৯৩.৭৫ পয়সা, এক ছটাকের ৪৬.৮৭ পয়সা।

৬। মালপোয়ার ভোগ—এক সেরের ৫৬২ টাকা, আধ সেরের ২৮১ টাকা, এক পোয়ার ১৪০.৫০ পয়সা, আধ পোয়ার ৭০.২৫ পয়সা, এক ছটাকের ৩৫.১২ পয়সা।

৭। কর্মাবাঈ-মিষ্টি-খিচুড়ি—এক সেরের ৪০৪ টাকা, আধ সেরের ২০২ টাকা, এক পোয়ার ১০১ টাকা, আধ পোয়ার ৫০.৫০ পয়সা, এক ছটাকের ২৫.২৫ পয়সা।

৮। নুণতা খিচুড়ির ভোগ—এক সেরের ৩৬০ টাকা, আধ সেরের ১৮০ টাকা, এক পোয়ার ৯০ টাকা, আধ পোয়ার ৪৫ টাকা, এক ছটাকের ২২·৫০ পয়সা।

৯। কাঁচা-ডাল-ভাতের ভোগ—এক সেরের ১৩২ টাকা, আধ সেরের ৬৬ টাকা, এক পোয়ার ৩৩ টাকা, আধ পোয়ার ১৬·৫০ পয়সা, এক ছটাকের ৮·২৫।

দশম বৈভব

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবক-সঙ্ঘ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ছত্রিশ-প্রকার সেবক আছেন। তাঁহারা 'ছত্রিশ-নিয়োগ' নামে খ্যাত। তাঁহাদের মধ্যে যিনি পরিচালক, তাঁহার উপাধি 'ছত্রিশনিয়োগ-নায়ক' বা 'পাটযোষী মহাপাত্র'। তিনি সমস্ত সেবকের নিয়মন ও তত্ত্বাবধান করেন।

মুদিরথ বা মুদ্রাহস্ত—ইঁহারা দুই শ্রেণীর, যথা—অগ্নিশর্মা ও বিষ্ণুশর্মা। শ্রীবলদেবকে অগ্নিশর্মা ও শ্রীজগন্নাথকে বিষ্ণুশর্মা-উপাধিধারিগণ সেবা করেন। ইঁহারা ভোগের পূর্বে চন্দন, পতনী, দমনকপুষ্পের মালা নিবেদন করেন। যাত্রার সময় ইঁহারা শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গসংস্কার-প্রভৃতি কার্য, আরতি, ভোগ-নিবেদন, স্নান-যাত্রায় শ্রীবিগ্রহের স্নান, সোণা-কূপের জল-সংস্কার, পহাণ্ডি-বিজয়, পর্ব-উপযোগী বন্দনা ও যাত্রাপর্ব-সময়ে রাজার অনুপস্থিতিতে প্রতিনিধির কার্য করেন। তাঁহাদের দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে উপনয়ন-সংস্কার হয়। তাঁহারা অবিবাহিত

থাকাকালেই এই সকল সেবার অধিকার পাইয়া থাকেন। বিবাহ হইলে তাঁহারা আর এই সকল সেবা করিতে পারেন না। তাঁহাদের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তি সেবাভার গ্রহণ করেন।

বড়পণ্ডা—পূজাপণ্ডা অর্থাৎ যাঁহারা পূজা করেন; তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বাবধায়ক, তাঁহারাই বড়পণ্ডা। পূজাপণ্ডাগণ ষোড়শোপচারে ভোগ নিবেদন করেন।

পশুপালক—ইঁহারা বেশ-পরিবর্তন ও শৃঙ্গার করেন। তিন শ্রীবিগ্রহের নিকট তিনজন পশুপালক থাকেন।

পতি-মহাপাত্র—শ্রীজগদীশের নীলমাধব-অবতারের সময় বিদ্যাপতির যে ব্রাহ্মণবংশধরগণ শ্রীনীলমাধব-শ্রীমূর্তির পূজা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পতি-মহাপাত্র। দেবস্নান-পূর্ণিমার পর শ্রীবিগ্রহ গুণ্ডিচানগর হইতে শুভবিজয় করা পর্যন্ত যত পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সকলই পতি-মহাপাত্রগণ করিয়া থাকেন।

ভাণ্ডার-মেকাপ—ইঁহারা ভাণ্ডারগৃহের রক্ষক। শৃঙ্গার-সময়ে নির্দিষ্ট সেবকগণকে মূল্যবান্ অলঙ্কারসমূহ প্রদান করেন এবং হিসাব রাখেন।

চাঙ্গড়া-মেকাপ—শ্রীবিগ্রহের যাবতীয় বিচিত্র বসন ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হয়।

পালিয়া-মেকাপ—ইঁহারা ভাণ্ডার-মেকাপের নিকট হইতে অলঙ্কার লইয়া পশুপালকের নিকট দেন এবং পূজা শেষ হইলে আবার সেই অলঙ্কারসমূহ যথাস্থানে ফেরৎ দেন। ইঁহারা পূজার চন্দন যথাস্থান হইতে লইয়া পশুপালকগণকে দেন; শয়নের সময় রত্নসিংহাসনের দুইপার্শ্বে যে দুইটি প্রদীপ থাকে, তাহা নির্বাপণ করেন।

পালিয়া-খুঁটিয়া বা ছামুখুঁটিয়া সেবক—প্রত্যেক পূজার সময় সংগৃহীত পুষ্প ও তুলসী পশুপালকের নিকট দেন। চন্দনলাগির সময় ভাণ্ডার-

গৃহ হইতে সিংহাসন পর্যন্ত চন্দন জল সেচন করেন এবং লোক-যাতায়াত নিবারণ করেন।

গরা-বড়ু—পূজার সময় পশুপালকের হস্তে আবশ্যক জল প্রদান করেন।

পতি-বড়ু—পূজার পূর্বে ধূপ ও দীপ-প্রভৃতি আয়োজন করিয়া রাখেন।

সুয়ার-বড়ু[১]—ভোগের পূর্বে সিংহাসন হইতে চন্দন-অর্গল-পর্যন্ত সমস্ত স্থান ধৌত করেন। রন্ধন-চুল্লী হইতে অগ্নি আনিয়া আরতির জন্য পূজারীদের হস্তে অর্পণ করেন।

পালিয়া-পড়িয়ারী—ইঁহারা তিনপ্রকার; প্রথম দল ভোগের সময় চন্দন-অর্গলে পর্দা দেন; প্রত্যেক ভোগে কি কি আনয়ন করিতে হইবে, তাহা ক্রমানুসারে আনয়ন করিবার জন্য সংবাদ দেন এবং ভোগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বেত্র-হস্তে যাত্রিগণকে সতর্ক করেন। দ্বিতীয় দল ভোগের সময় দক্ষিণ-ভিতর-দ্বারে পাহারা দেন। ইঁহাদের উপাধি—'বড়-দ্বার-পড়িয়ারী'। তৃতীয় দল জয়বিজয়-দ্বারে পাহারা দেন।

ভিতরছোঁ-মহাপাত্র—প্রত্যেক দিন প্রাতে ছামুদ্বার ও জয়বিজয়-দ্বারে মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া তালা খুলিবার অনুমতি প্রদান করেন।

তলিছোঁ-মহাপাত্র—প্রত্যহ রাত্রিতে শয়নের পরে ছামুদ্বার ও জয়-বিজয়-দ্বারে মুদ্রা দেন।

সুয়ার—ইঁহারা পাঁচ প্রকার; (১) মহাসুয়ার—ইঁহারা অন্য সুয়ারদের কার্য পর্যবেক্ষণ করেন, ভোগ-পারস করেন; (২) পিঠা-সুয়ার—ইঁহারা পিষ্টকাদি তৈয়ার করেন; (৩) থালি-সুয়ার—ইঁহারা অন্ন ও তরকারী রন্ধন করেন এবং ভোগের স্থানে রাখেন; (৪) পন্তি-বড়ু—ইঁহারা সিংহাসনের সম্মুখে পন্তি পন্তি বা সারি সারি করিয়া ভোগ সাজাইয়া

১। 'সুয়ার' অর্থে সূপকার। 'বটু'র অপভ্রংশ বড়ু।

থাকেন ; (৫) তোলা-বড়ু—ইঁহারা রাত্রে রন্ধনগৃহ হইতে মণিকোঠায় ভোগ আনয়ন করিবার সময় প্রদীপ ধারণ করেন।

দয়িতা—শ্রীভগবানের নীলমাধব-অবতার-কালে শ্রীবিশ্বাবসু-দয়িতা প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। ইঁহার বংশধরগণ দারুব্রহ্ম-অবতারে শূদ্র-সেবক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণতঃ পশুপালক বা পূজাপাণ্ডা-গণই শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে পারেন। কিন্তু স্নানযাত্রা, শ্রীরথ-যাত্রা ও নবকলেবর-সময়ে দয়িতাগণ শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিয়া নির্দিষ্ট সেবা করেন। দয়িতাগণ শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রাকে পট্টডোরে বন্ধন করিয়া সিংহদ্বারের সমীপস্থ রথে উঠাইয়া দেন—ইহাকে 'পহাণ্ডি' বা 'পাণ্ডুবিজয়' বলে। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[১] এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

বলিষ্ঠ 'দয়িতা'গণ—যেন মত্ত হাতী।
জগন্নাথ বিজয় করায় করি' হাতাহাতি ॥
কতক দয়িতা করে' স্কন্ধ আলম্বন।
কতক দয়িতা ধরে' শ্রীপদ্ম-চরণ ॥
কটিতটে বদ্ধ, দৃঢ়, স্থূল পট্টডোরী ॥
দুইদিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি' ॥
উচ্চ দৃঢ় তুলী সব পাতি' স্থানে স্থানে।
এক তুলী হৈতে ত্বরায় আর তুলী আনে ॥
প্রভু-পদাঘাতে তুলী হয় খণ্ড খণ্ড।
তুলা সব উড়ি' যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥

ইঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবকে অনবসরকালে মিষ্টান্ন ভোগ দেন এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে বালভোগ-মিষ্টান্ন অর্পণ করেন। ইঁহারা অনবসরকালে

১। ম ১৩।৮-১২

'জগন্নাথদেবের জ্বর হইয়াছে' বলিয়া ঔষধ ও পাঁচন (মিষ্টরসের পানা) অর্পণ করেন।

ছামু-খুঁটিয়া-সেবক—ইঁহারা সিংহাসন পাহারা দিয়া থাকেন ; 'ফুল-বাগান-মালাকার' হইতে প্রত্যহ ফুল, চুল, কর-পল্লব ইত্যাদি আনিয়া ভাণ্ডারে রাখেন ; অবকাশ-সময়ে সিংহারীকে (শৃঙ্গারীকে) ডাকিয়া আনিয়া ফুল দিয়া থাকেন ; 'ভাণ্ডার-মেকাপ' হইতে কর্পূর আনিয়া থাকেন ; ডাকা-হাঁকা ইত্যাদি কার্য করেন ; অনবসর-কালে দ্বারে পাহারা দিয়া থাকেন।

শ্রীমুখ-সিংহারি-সেবক—ইঁহারা শ্রীবিগ্রহের শ্রীমুখ মুছাইয়া তাহা চিত্রিত করেন এবং তাহাতে 'বনক' লাগাইয়া থাকেন ; নেত্রোৎসবের সময় 'কালডোলা' (কনীনিকা) দিয়া থাকেন।

মুদুলি—ভাণ্ডারঘরে পাহারা দেন এবং নিত্যব্যবহার্য খুচরা দ্রব্য নিজ তত্ত্বাবধানে রাখেন।

শুদ্ধ-সুয়ার—যাত্রাপর্বের সময় 'নিসকড়ি-ভোগ' আয়োজন করেন। আরতির প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করেন, প্রাতে চন্দন-অর্গল হইতে ছামুদ্বার পর্যন্ত স্থানে কোন অপবিত্র দ্রব্য পড়িয়াছে কিনা, পরীক্ষা করেন।

লেঙ্কা—যতপ্রকার সেবক আছেন তাঁহাদিগকে যথাসময়ে সেবা-কার্যে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করেন।

চাউল-বছা—চাউল ও ডাল বাছিয়া পরিষ্কার করেন।

শুদ্ধ-পাইক—রন্ধনগৃহের দ্বারে পাহারা দেন ; রন্ধনগৃহে ভোগের জন্য নীত দ্রব্য-সকল পর্যবেক্ষণ করেন।

চর্চাইত—ভোগরাগ ও পূজার খবর লইয়া থাকেন অর্থাৎ যাহাতে যথাসময়ে ভোগরাগ ও পূজা হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন।

প্রধানী—প্রত্যেক ধূপের সময় রন্ধনগৃহে গিয়া ভোগ আনিবার জন্য বলেন এবং পূজার সময় হইলে 'পূজাপণ্ডা'দিগকে সংবাদ দেন।

মহাভোই—দধি, দুগ্ধ, সর, ছানা, পাপুড়ি ও ঘৃতাদি ইঁহার তত্ত্বাবধানে থাকে।

ঘণ্টুয়া—ভোগের ও শ্রীবিগ্রহের বিজয়ের সময় ঘণ্টা বাদন করিয়া থাকেন।

চুনরা—প্রত্যহ গরুড়স্তম্ভের নিকট জয়বিজয়-দ্বারের নিকট, প্রত্যেক একাদশী ও দীপাবলী-অমাবস্যার রাত্রে শ্রীমন্দিরের উপর যে দীপ দেওয়া হয়, তাহা তাঁহারা জ্বালাইয়া থাকেন ; নীলচক্রের ধ্বজা অরোপণ করিয়া থাকেন ; শ্রীমন্দিরের ভিতর চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া থাকেন।

করণ (যাহারা লেখালেখি করে)—৮ প্রকার, যথা—দেউলকরণ, বৈঠকরণ, তঢ়াউকরণ, ভণ্ডারকরণ, চ্যাউকরণ, চাঙ্গড়াকরণ, কোঠকরণ ও খরসুধাকরণ।

পুরোহিত—যাত্রাপর্বাদির সময় অগ্নিহোত্র করেন।

রোষপাইক—ইঁহারা রন্ধনের সময় যাহা যাহা কম পড়ে বা আবশ্যক হয়, তাহা 'বেহরণ হাকিম'কে জানান।

রোষ-মেকাপ—প্রত্যেক ভোগে মসলা, ঘৃত ও নবাত-প্রভৃতি যাহা যাহা 'মহাভোই'র নিকট হইতে রন্ধনের জন্য রন্ধনগৃহে আনয়ন করা হয়, সেই-সকল দ্রব্য ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে থাকে।

খট-শেযঘর-মেকাপ—দিনে ও রাত্রে শয়নের সময় রত্নবেদীর সম্মুখে পালঙ্ক রাখেন ; যাত্রাপর্বদিবস ঠাকুর অন্যত্র বিজয় করিলে ইঁহারা রথ, বিমান ও শিবিকা সাজাইয়া থাকেন।

বিমানবড়ু ও হান্দোলাবড়ু—ইঁহারা শ্রীবিগ্রহের বিজয়ের সময় রথ, শিবিকা ও বিমান স্কন্ধে বহন করিয়া থাকেন এবং শ্রীভগবানের রন্ধনগৃহ পরিষ্কার করেন।

মণ্ডনী—রথ, শিবিকা ও বিমান-প্রভৃতির সাজপোষাক ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং ইঁহারা প্রয়োজন-সময়ে রথ, বিমান ও শিবিকাদি সাজাইয়া থাকেন।

অখণ্ড-মেকাপ—সিংহাসনের দুই পার্শ্বে যে দুইটি প্রদীপ থাকে, তাহাতে তৈল দিয়া জ্বালাইয়া থাকেন।

হড়পনায়ক—প্রত্যেক ধূপের (ভোগের) পরে সুবাসিত তাম্বুল প্রদান করেন।

দত্ত—প্রয়োজন-সময়ে শ্রীবিগ্রহের শ্রীমুখশৃঙ্গার করেন।

পানিয়াপট—চন্দন-অর্গল ও ভোগের থালা ধুইবার জন্য প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ ও ভোগের বাসন পরিষ্কার করেন।

ঘটুয়ারী—প্রত্যেক পূজায় চন্দন ঘসিয়া 'পবিত্রবড়ু'কে দিয়া থাকেন। কর্পূর, কস্তুরী, চন্দন, কেশর, চুয়া-প্রভৃতি পিষিয়া 'পালিয়া-মেকাপে'র নিকট দেন। যে-পথে শ্রীভগবানের ভোগ লইয়া যাওয়া হয়, সেই পথে প্রদীপ জ্বালাইয়া দেন।

দর্পণিয়া-সেবক—শ্রীবিগ্রহগণকে দর্পণ প্রদর্শন করেন।

পুরাণপণ্ডা-সেবক—ইঁহারা পুরাণ পাট করেন।

ধ্বজাধরা-সেবক—ইঁহারা ভোগের সময় গরুড়ধ্বজ, তালধ্বজ ও পদ্মধ্বজ ধারণ করেন।

চামর-সেবক—ইঁহারা চামর-সেবা করেন।

আলট-সেবক—ইঁহারা আলটের (বীজন-বিশেষের) দ্বারা ব্যজন-সেবা করেন।

খদিবিছা-সেবক—ইঁহারা খদি অর্থাৎ বিছানার চাদর বিছাইয়া শয্যা রচনা করেন।

যোগাড়মাজা-সেবক—ইঁহারা সেবার বাসনাদি মাজিয়া থাকেন।

রত্নকার্য-বিন্ধানী—ইঁহারা রত্নখচিত অলঙ্কারাদি নির্মাণ করেন।

বীণাকার—শ্রীগীতগোবিন্দ গান করেন এবং 'চন্দন-লাগি'র সময় বীণা বাদন করেন।

প্রহরাজ—শ্রীভগবানের শয়নের সময় বেদ পাঠ করেন।

খুরি-নায়ক—সেবাপূজার সময় নির্দেশ করিয়া থাকেন।

জ্যোতিষরায়—প্রত্যহ পঞ্জিকা দেখিয়া গণনা করিয়া দৈনন্দিন অবকাশ ও ধূপের সময় নির্দেশ করিয়া দেন।

পানিয়া—রন্ধন-গৃহে যত জল প্রয়োজন হয়, তাহা সরবরাহ করেন এবং তরকারী আমান্ন করেন।

দিহুড়িয়া—শ্রীজগন্নাথের বিজয়ের সময় আলোক জ্বালাইয়া থাকেন।

ছতার—শ্রীবিগ্রহের উপরে ছত্র ধারণ করেন।

তরাসিয়া—তরাস (শ্রীবিগ্রহের বিজয় বা যাত্রাকালে ব্যবহৃত সজ্জাবিশেষ) ধারণ করেন।

কাহালিয়া—কাহালি (শুষিরজাতীয় বাদ্যবিশেষ) বাজাইয়া থাকেন।

পাইক—'লেঙ্কা'গণের মত সেবকগণকে যথাসময়ে কার্যে নিযুক্ত হইবার জন্য আহ্বান করেন।

চূণাকুটা—পিষ্টক প্রস্তুত করিবার জন্য নানাপ্রকার চাউল-ডালের চূর্ণ প্রস্তুত করেন।

মাহারী বা দেবদাসী—শ্রীভগবানের শয়নের প্রাক্‌কালে নিদ্রাকর্ষক গীত গান করেন ; চন্দনযাত্রার সময় চাপের উপর (নৌকার চত্বরে) নৃত্যগীত করেন।

মহারাণা—বিভিন্নপ্রকারের শিল্পী ; যথা—বঢ়েই মহারাণা, পাথুরিয়া মহারাণা, কামার মহারাণা, রূপকার মহারাণা, চিত্রকার মহারাণা, তাম্বরা মহারাণা, কংসারি মহারাণা, অষ্টলোহী মহারাণা, করতি

মহারাণা, কাচরা মহারাণা ও সিপুটি-মহারাণা (ইনি কাপড়ের বরাত দেন) ইত্যাদি। মহারাণা রাজোপাধি বিশেষ। শ্রীজগন্নাথের সেবক শিল্পি-সম্প্রদায় উক্ত সম্মানসূচক উপাধি ধারণ করেন।

ঘন্টাবাজা-সেবক, বীরকাহালিসেবক, শেষরাত্রে শ্রীভগবানের নিদ্রালস্যলীলা ভাঙ্গাইবার জন্য শঙ্খবাদ্যকার, ভোগের সময় শঙ্খবাদ্যকার, মাদলমৃদঙ্গসেবক, জোড়াকাহালি-সেবক, উপাঙ্গিয়া-সেবক, চৌষট্টি-সম্প্রদায়ের মধ্যে ২০ নাচোয়ালী, মীন-নায়ক (ইনি নর্তকীগণকে গৃহ হইতে ডাকিয়া আনেন), গীত-গায়ক, যন্ত্রকার-সেবক, রবজি (একপ্রকার বাদ্য)-সেবক, পাটারা-বিন্ধানী, সুগন্ধ ঘটয়ারী, রান্নার ছত্রিশ নিয়োগ, পিঠা-সুয়ার, বগ্ড়া-পিঠা-সুয়ার, মহাসুয়ার, ক্ষীরী-সুয়ার, তরকারী-সুয়ার, পানা-সুয়ার, পাচেড়ি-সুয়ার, তোড়াবড়ু (মুখে কাপড় বান্ধিয়া ভোগ বহন করেন), পত্তিবড়ু, ভিতরবঢ়া, ঘৃতপরিবেষণকারী সেবক, ব্রাহ্মণ-সমর্থা (বাটা ঘষা করেন), শূদ্রসমর্থা (আটা, বিরি, মুগ ভাঙ্গিয়া থাকেন, হলুদ, বেসর-প্রভৃতিও বাটেন), রান্নাঘরের মেকাপ, কাক-তাড়ান-সেবক, তুলাবাতি-সেবক, রান্নাঘরের দ্বারে পাহারা দেওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ ও শূদ্র পাইক, রান্নাঘর-ধোয়া সেবক, ছাই ফেলিবার সেবক 'বাহার-ভাণ্ডার-মেকাপ' (পিতল, কলসী ও ঘটী ইত্যাদি ভাণ্ডারে রাখেন) পাহারা-ঘর-মেকাপ, দুয়ার-নায়ক, ছাতা-সেবক, সোয়াসিয়া-সেবক, সোয়াসর-ঘর-মেকাপ, বেন্টবিন্ধা রাউত, ভাণ্ডার পাহারা দেওয়া সেবক, বারান্দা পাহারা দেওয়া সেবক, ভাণ্ডার-অপহরণ ও অপচয় না হয়—ইহার পর্যবেক্ষক ও আয়ব্যয়-সংকোচ-সেবক।

ভণ্ডার-মেকাপ যখন সেবাকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গৃহে গমন করেন, তখন তাঁহাকে কাপড়-চোপড় ঝাড়িয়া যাইতে হয়। যাত্রার সময় তিনি দয়িতাগণকে ঘর হইতে ডাকাইয়া আনেন। যদি

চুরি হয়, তবে ক্ষতিপূরণ-বাবদ ভণ্ডার-মেকাপ তিন ভাগ দেন, আর ভাণ্ডারী এক ভাগ দেন।

সিংহদ্বারে পরিহারি-নিয়োগ, আস্তান-পরিহারী, বৃন্দাবন-নায়ক, মণ্ডনী-খুঁটিয়া, রথদড়ি-নির্মাণকারী সেবক, চাপ-দড়াই সেবক, ভাট সেবক, পদ্ম-কলাতোটা সেবক, তোটামালী, ক্ষেত্রবৈদ্য, শাস্ত্রবৈদ্য, দুগ্ধগৃহসেবক, গোষ্ঠ-সেবক, গোপাল-সেবক, কুম্ভকার-নিয়োগ সেবক, লবণ-বিষয়ী, সুপারী-বিষয়ী, পট্টহস্ত-মহান্ত, ধান্যগৃহ-সেবক, তাড়নীয়া-মুহুলী সেবক, ধান্যঘর-পাহারা সেবক, মন্দির-পরিষ্কারকারী, কাচাপানি সেবক, তীর্থ-মাটিয়া সেবক (যাঁহারা কুণ্ড হইতে মাটি কাটিয়া থাকেন) প্রভৃতি বহু শ্রীজগন্নাথ-সেবক আছেন।

দেবদাসী

রসিকশেখর, অদ্বিতীয়-ভোক্তা শ্রীজগন্নাথদেবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বিধানের জন্য উৎকলরাজ চুড়ঙ্গদেব শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য-গীতাদির ব্যবস্থা করেন। ভাণ্ডীমালসাহী, মার্কণ্ডেশ্বর, নরেন্দ্রপাটনা ইত্যাদি পল্লীর কন্যাগণ দেবদাসীর কার্য করেন। পতিতজাতিগণের কন্যাগণ বা অসংযত ললনাগণ দেব-দাসীর কার্য করিতে পারে না। যেদিন শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে যে দেব-দাসীর নৃত্য-গীত করিতে হইবে, সেইদিন তাঁহাকে উপবাস করিতে হইবে। নৃত্য-গীতাদির পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মহাপ্রসাদ-সেবন ও ভগবদ্‌গুণ কীর্তন করিতে করিতে রাত্রি যাপন করিতে হইবে। শ্রীজগন্নাথই তাঁহাদের একমাত্র পতি, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে তাঁহারা চির-বিক্রীতা,—এই অনুভবের সহিত তাঁহারা কোন প্রাকৃত পুরুষকে পতিত্বে বরণ না করিয়া ভগবৎ-সুখানু-সন্ধান-চিন্তায়রত থাকিবেন। শ্রীজগন্নাথ**দেব** নিত্য চিদ্‌বিলাসী (লীলা-ময়) প্রভু; তাঁহার নিত্য **দাসীই** (সেবিকাই) দেবদাসীপদবাচ্য।

কেহ কেহ বলেন,—প্রাচীনকালে উৎকলের কোন ভক্ত নৃপতি শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গ ধূলিধূসরিত দেখিয়া অনুসন্ধানফলে জানিতে পারেন যে, শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীজয়দেব-কৃত শ্রীগীতগোবিন্দ-গীতি শ্রবণ করিবার জন্য একটি কুঞ্জবনে গমন করিয়াছিলেন। কোন একটি ভক্ত-ললনা শ্রীগীতগোবিন্দ-গীতি গান করিয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া সেই রাজা উক্ত ললনাকে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে গান করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ইহা হইতে দেবদাসী-প্রথার সৃষ্টি হইল। পরবর্তি-কালে সম্ভ্রান্তবংশের ব্যক্তিগণ তাঁহাদের অবিবাহিতা কন্যাগণকে শ্রীভগবানের এই সেবা করিবার জন্য শ্রীভগবৎপাদপদ্মে অর্পণ করিতেন। প্রত্যহ শ্রীভগবানের প্রাতর্ভোজনের সময় এবং রাত্রিকালে শয়নের সময় একজন মাত্র দেবদাসী একটি বাদ্যের সহযোগে শ্রীগরুড়স্তম্ভের অগ্রে গান ও নৃত্য করেন।

চন্দনযাত্রার সময় বাহার-চন্দন ২১ দিন ও ভিতর-চন্দন ২১ দিন —এই ৪২ দিন প্রত্যহ মধ্যরাত্রে শ্রীবিগ্রহের শয়নের পূর্বে রত্ন-বেদীর সমীপস্থ সমস্ত প্রদীপ নির্বাপিত করা হয়। অন্ধকারের মধ্যে তিনজন সেবক শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া বীজন করেন। একজন দেবদাসী চন্দন-অর্গলের নিকট শ্রীজয়দেবকৃত শ্রীগীতগোবিন্দ গান ও নৃত্য করেন।

দেবদাসী দুই প্রকার—বাহির-দেবদাসী ও ভিতর-দেবদাসী। ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর-কুলোৎপন্না বাহির-দেবদাসী হইতে পারেন। তাঁহারা কেবল শ্রীগরুড়স্তম্ভের সম্মুখে নৃত্য-গীত করেন; ভিতর-দেব-দাসীগণ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পালঙ্কের নিকট নৃত্য-গীত করেন। কেবল ব্রাহ্মণকুলোৎপন্না যুবতীগণই ভিতর-দেবদাসী হইতে পারেন। অতীত-যৌবনা ললনাগণ ভিতর-দেবদাসী হইতে পারেন না। শ্রীচন্দন-যাত্রায়

শ্রীশ্রীমদনমোহনের নৌকাবিহারের সময় একজন বা দুইজন দেবদাসী নৌকার উপর নৃত্য-গীত করিয়া থাকেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Antiquities of Orissa গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে (Vol. II, Appendix, Calcutta, 1830, Pages 165-167) দৃষ্ট হয় যে, তিনি ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয়ের সাহায্যে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের জগমোহনের প্রবেশ-দ্বারের দুইপার্শ্বস্থ ক্ষোদিত শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় জয়বিজয়-দ্বারের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ পাঁচটি ও বাম-পার্শ্বস্থ সাতটি লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন ; তন্মধ্যে কপিলেশ্বরদেব, পুরুষোত্তমদেব, শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব ও মানগোবিন্দ গোবিন্দদেব (মাদলা পাঞ্জীতে উল্লিখিত গোবিন্দবিদ্যাধরদেব) কর্তৃক উৎকীর্ণ যথাক্রমে ৫, ৪, ২ ও ১টি (সর্বসমেত ১২টি) লিপির পরিচয় পাওয়া যায়। * পূর্বোক্ত লিপিসমূহের মধ্যে কয়েকটি ইহার অন্তর্গত।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বের চতুর্থ অঙ্কে, শ্রাবণমাস শুক্লপক্ষ ১০ বুধবার তারিখে (১৭ই জুলাই, ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দ) উৎকীর্ণ (শ্রীজয়বিজয়-দ্বারের বামদিকের ষষ্ঠ) শিলালিপিতে মহারাজের এইরূপ আদেশ আছে,—

আকার—৩´৩´´×১´৩´´ ; পংক্তিসংখ্যা—১০

(১) বীর শ্রীগজপতি গউড়েশ্বর নবকোটীকর্ণাট কলবরগেসর বিরবর শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব

(২) মাহারাজাঙ্কর সমস্ত ৪ অঙ্ক শ্রাহী ককড়া সু ১০ বুধবারে অবধারীত আইঙ্গা প্রমাণে বড়

---

* 'Uriya Inscriptions of the 15th and 16th Centuries' by Monmohan Chakravarti, M. A., B. L ; in the Journal of the Asiatic Sociaty of Bengal, Vol. LXII, Part I, Calcutta, 1893, Pages 88-102.

(৩) ঠাকুরঙ্ক গীতগোবিন্দঠাকুর ভোগবেলে এ নাট হোইব। সঞ্জ-ধূপ সরিলা ঠারু

(৪) বড় সিঙ্গার পরিযন্তে এ নাট হোইব। বড় ঠাকুরঙ্ক সম্পরদা কপিলেশ্বর ঠাকুরঙ্ক বন্ধা

(৫) নাচণীমান পুরুণা সম্পরদা তেলঙ্গী সম্পরদা এমানে সবিহেঁ বড় ঠাকুরঙ্ক গীতগো

(৬) বিন্দ হুঁ আনগীত ন সিখাবে। আনগীত ন গাইবে। আন নাট হোই পরমেশ্বরঙ্ক ছামুরে ন

(৭) হব এ নাট বিতরকে বইষ্ণম গাঅণ চারিজন অছন্তি এমানে গীতগোবিন্দ গীতহি সে গাইবে

(৮) এহাঙ্ক ঠারু অশিক্ষিতমানে একশ্বররে শুণী গীতগোবিন্দ গীতহিঁ সে

(৯) শিখিবে আনগীত ন শিখীবে এহা

(১০) জে পরাক্ষা আনগীত নাট করাইলে জানী সে জগন্নাথঙ্ক দ্রোহ করই।

বঙ্গানুবাদ—বীর শ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি-কর্ণাট-কলবর্গেশ্বর বীরবর শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব মহারাজের চতুর্থ অঙ্ক, কর্কট (শ্রাবণ) মাস, শুক্ল-পক্ষ ১০ তারিখ, বুধবারের আদেশ-অনুযায়ী বড়ঠাকুরের শ্রীগীতগোবিন্দ ঠাকুরভোগের সময়ে নৃত্য হইবে। সন্ধ্যাধূপের শেষ হইতে 'বড়শৃঙ্গার' পর্যন্ত এই নৃত্য হইবে। বনঠাকুরের সম্প্রদায়, কপিলেশ্বর ঠাকুরের নিযুক্ত নৃত্যকারিণীগণ, পুরাতন সম্প্রদায়, তৈলঙ্গী সম্প্রদায়—ইহারা সকলেই বড়ঠাকুরের গীতগোবিন্দ ছাড়া অন্য গীত শিক্ষা করিবে না, অন্য গীত গাহিবে না। অন্য গীত কদাপি পরমেশ্বরের সম্মুখে হইবে না। এই নৃত্যকারিগণ ব্যতিরেকে বৈষ্ণব গায়ক চারিজন আছেন; তাঁহারা

গীতগোবিন্দের গীত গাহিবেন। ইঁহাদের নিকট হইতে অশিক্ষিতগণ একস্বরে শুনিয়া গীতগোবিন্দের গীতই শিখিবে, অন্য গীত শিখিবে না। যে 'পড়িছা' (মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারী) ইহা জানিয়া অন্য গীত নৃত্য করাইবেন, তিনি শ্রীজগন্নাথের দ্রোহ করিবেন।

একাদশ বৈভব

শ্রীজগন্নাথদেবের বেশ

শৃঙ্গারী ও পশুপালক সেবকগণ শ্রীজগন্নাথদেবের বেশভূষা করেন। শ্রীশ্রীভগবানের বিভিন্ন লীলা অবলম্বন করিয়া সময়োচিত বেশ রচনা করা হয়।

১। **বৈশাখে**—শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রাদেবীর শ্রীঅঙ্গে কেবল **চন্দন-বেশ** প্রদান করা হয় এবং শ্রীচন্দনযাত্রার বিংশতি দিবস বিজয়-বিগ্রহ শ্রীশ্রীমদনমোহনের বিংশতি প্রকার বেশ হয়।

২। **জ্যৈষ্ঠে**—শ্রীস্নানপূর্ণিমার দিন স্নানের পর শ্রীজগন্নাথদেবের **গণেশ-বেশ** বা হস্তিবেশ হয়।

উৎকলভাষায় লিখিত 'দার্ঢ্যতা ভক্তি'-নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে কর্ণাট দেশের কাণিয়ারি গ্রামের গণপতি ভট্ট-নামক এক গাণপত্য ব্রাহ্মণ নীলাচলে স্নানযাত্রার দিবস উপস্থিত হইয়া দারুব্রহ্মকে গণপতি-মূর্তিতে দেখিতে না পাইয়া, 'ব্রহ্ম নীলাচলে নাই'—এইরূপ স্থির করেন। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীজগন্নাথদেব গণপতি ভট্টের ঐকান্তিক বিশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া গজাননরূপ প্রকট করেন এবং গণপতি ভট্টের প্রার্থনা-নুসারে 'যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর' স্নানযাত্রা-মহোৎসবের পরে ভক্তবৎসল বাঞ্ছা-

কল্পতরু-নামের স্বাক্ষর-স্বরূপ গণেশবেশ ধারণ করিতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সেই সময় হইতে স্নানযাত্রার পরে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরামের স্নানবেদীতে 'গণেশ-বেশ' এবং শ্রীসুভদ্রাদেবীর 'পদ্মবেশ' (শ্রীমুখমণ্ডলে পুষ্পদ্বারা পদ্মাকৃতি-বেশ) হইয়া থাকে। পুরীর শ্রীগোপাল-তীর্থমঠের মঠাধীশ এই গণেশবেশের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন। কিছুদিন পর ঐ মঠের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিলে, পুরীর রাজা শ্রীরাঘবদাসমঠের মঠাধীশকে ঐ সেবার ভার প্রদান করেন। কিছুকাল পরে পুনরায় শ্রীগোপালতীর্থমঠের আর্থিক অবস্থা পুণরুন্নতি হইলে তাঁহারা রাজার নিকট উক্ত সেবা প্রার্থনা করেন। কিন্তু শ্রীরাঘবদাসমঠ সেই সেবাটি ছাড়িতে অস্বীকৃত হন। পরে রাজা দুই পক্ষকে ডাকাইয়া শ্রীগোপালতীর্থমঠকে শ্রীবলদেবের গণেশ-বেশ ও শ্রীরাঘবদাসমঠকে শ্রীজগন্নাথের গণেশবেশের সেবানুকূল্য করিবার ভার প্রদান করেন। তখন হইতে অদ্যাবধি এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে এই বেশ প্রস্তুত হইতে থাকে। এই বেশের জন্য শ্রীরাঘবদাসমঠের প্রায় ৮০০ টাকা এবং শ্রীগোপালতীর্থ-মঠের প্রায় সমপরিমাণ টাকা খরচ হইয়া থাকে।

জ্যৈষ্ঠী শুক্লা একাদশীতে শ্রীমদনমোহনের **'রুক্মিণীহরণবেশ'** হয়। অনবসরের শেষদিন শ্রীজগন্নাথদেবের **'নবযৌবনবেশ'** হইয়া থাকে।

৩। **আষাঢ়ে**—বাহুড়া একাদশীতে (অর্থাৎ রথ গুণ্ডিচা হইতে শ্রীনীলাচলে ফিরিয়া আসিলে) **'স্বর্ণ-বেশ'** হয়। রাজষ্টেট্ হইতে এই বেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই বেশে শ্রীবিগ্রহগণের স্বর্ণময় হস্ত, পদ ও মুকুট প্রদান করা হয়। রাজষ্টেটের ভূতপূর্ব ম্যানেজার রাজকিশোর বাবুর সময় হইতে এই স্বর্ণবেশের প্রবর্তন হয়।

৪। **শ্রাবণে**—শ্রাবণী অমাবস্যায় (উৎকলে 'চিতালাগি' অমাবস্যা নামে কথিত) **'চিতালাগি-বেশ'** ('চিতা'-শব্দে তিলক বা পুষ্পাদি-রচিত টীকা-জাতীয় অলঙ্কারবিশেষ অথবা ললাটস্থ মণিবিশেষ) হয়। স্নানপূর্ণিমার সময় শ্রীবিগ্রহের ললাটস্থ মণি খুলিয়া রাখা হয়। শ্রাবণী অমাবস্যায় তাহা পুনরায় শ্রীবিগ্রহের ললাটে প্রদান করা হয়। শ্রাবণী শুক্লা পঞ্চমীতে **'রাহুরেখালাগি-বেশ'** হয়। স্নানযাত্রার সময় কর্ণপত্র খুলিয়া রাখা হয় ; তাহা ঐদিবস কর্ণে দেওয়া হয়।

৫। **ভাদ্রে**—শ্রীজন্মাষ্টমীর পর দশমী হইতে দ্বাদশী পর্যন্ত যথা-ক্রমে **'বনভোজন-বেশ'**, **'কালিয়দমন-বেশ'** ও **'প্রলম্ববধ-বেশ** হয়। রাজা এই তিন দিনের বেশের সেবানুকূল্য করেন। তৎপরদিন শ্রীজগন্নাথদেব **'বামন-বেশ'** ধারণ করেন।

৬। **আশ্বিনে**—বিজয়াদশমীতে শ্রীজগন্নাথের **'রাজ-বেশ'** হয়। রাজষ্টেট্ হইতে ইহার ব্যয় নির্বাহ হয়।

৭। **কার্তিকে**—প্রথম ২৫ দিন শুক্লা দশমী পর্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেবের **'শ্রীরাধাদামোদর-বেশ'** বাকী ৫ দিন পঞ্চবেশ হয়। একাদশীতে **'ত্রিবিক্রম'**, দ্বাদশীতে **'বামন'**, ত্রয়োদশীতে **'নৃসিংহ'** চতুর্দশীতে **'পরশুরাম'** ও পূর্ণিমাতে **'রাজাধিরাজ-বেশ** হইয়া থাকে। রাজ-ষ্টেট্ হইতে এই সকল বেশের ব্যয় নির্বাহ হয়।

৮। **অগ্রহায়ণে**—শুক্লা ষষ্ঠি বা **ওড়ন (ওঢ়ন) ষষ্ঠি** হইতে শ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। ইহা মাঘী শুক্লা চতুর্থী পর্যন্ত থাকে। শ্রীজগন্নাথ শীতবস্ত্র ওঢ়েন (ধারণ করেন) বলিয়াই, ঐ নাম।*

৯। **পৌষে**—পৌষী-পূর্ণিমাতে পুষ্যাভিষেক-অন্তে **'রাজ-বেশ'** হয়। এই মাসে সমস্ত ভোগের প্রথমে একটি ভোগ বেশী হয়। পৌষী

১। * শ্রীচৈতন্যভাগবতে অ ১০।৮৮-৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পূর্ণিমা তিথিতে অষ্টোত্তরশত তাম্রঘট-পরিপূর্ণ গবাঘৃত-দ্বারা শ্রীবিগ্রহের অভিষেক সম্পন্ন হয়।

১০। **মাঘে**—বসন্তপঞ্চমীতে শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ হইতে শীতবস্ত্র উন্মোচন করা হয়। বসন্ত-পঞ্চমীর পূর্বে বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার—এই তিন দিনের মধ্যে যেদিন শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে নীল বা কালো রংএর উত্তরীয় দেওয়া হয়, সেই দিন রাত্রিকালে বড়-শৃঙ্গারের সময় বড়ছাতা-মঠের অর্থানুকূল্যে **'পদ্ম-বেশ'** হয়। শ্রীবিগ্রহগণ সমস্ত রাত্র এই বেশে ভূষিত থাকেন। অন্যান্য বেশ হইতে এই বেশের বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য বেশ শয়ন-সময় থাকে না, কিন্তু এই বেশ শয়নের সময়ও থাকে। শ্রীভগবান্‌কে উক্ত বেশে ভূষিত করিয়া মিষ্টান্ন ও মল্লপূপ ভোগ দেওয়া হয়। মাঘী পূর্ণিমায় শ্রীবিগ্রহের **'গজোদ্ধারণ-বেশ'** হয়। এই বেশে ১৬০০ টাকা খরচ হয়। এজন্য শ্রীল বাসুদেব-রামানুজদাস স্বধাম-গমনকালে দুই লক্ষ টাকার ভূ-সম্পত্তি শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তিন জন ট্রাষ্টী নিযুক্ত আছেন। সেই জমির আয় হইতে এই 'গজোদ্ধারণ-বেশ' গ্রীষ্মকালে জলছত্র ও দৈনিক ছত্রের ব্যয় নির্বাহিত হয়। এমারমঠের মহান্ত শ্রীগদাধর-রামানুজদাসজী, রমেশচন্দ্র মিত্র (জজ্), রায়বাহাদুর লোকনাথ মিশ্র—এই তিনজন প্রথমে ট্রাষ্টীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বসন্ত-পঞ্চমীর দিন হইতে দোলযাত্রা আরম্ভ হয়। ঐ-দিন শ্রীমদন-মোহন, শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীসরস্বতী সন্ধ্যায় জগন্নাথবল্লভে বিজয় করেন এবং ভোগান্তে রাত্রে ফিরিয়া আসেন। ঐ-দিন **'চাঁচেরী-বেশ'** হয় এবং 'ফাগু-পল্লব-লাগি' হইয়া থাকে।

১১। **ফাল্গুনে**—দোল-পূর্ণিমার পূর্বে দশমী হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত **'কুণ্ডল-বেশ'** এবং দোল-পূর্ণিমাতে **'রাজ-বেশ'** হয়।

১২। **চৈত্রে**—পূর্বে শ্রীরামনবমীতে শ্রীজগন্নাথদেবের 'রাম-রাজা-বেশ' হইত। তাহাতে প্রায় আট হাজার টাকা খরচ হইত। প্রায় ত্রিশ বৎসরাধিক হইল সেই শৃঙ্গারটি আর হয় না। শ্রীরামনবমী হইতে রাবণবধ ও শ্রীরামচন্দ্রের পুনঃ সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত প্রায় ২০ দিন শ্রীজগন্নাথবল্লভ পর্যন্ত যাত্রা বাহির হয় ও পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়া আসে। বড়দেউলে ও শ্রীজগন্নাথবল্লভে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মলীলা হইতে অভিষেক পর্যন্ত লীলাভিনয় হয়।



দ্বাদশ বৈভব

বিভিন্ন উৎসব বা যাত্রা

লীলাপুরুষোত্তম ভক্তবৎসল মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেব নিত্য যাত্রা-মহোৎসবের দ্বারা সম্পূজিত হইতেছেন। কেহ কেহ ৬২টি উৎসবের তালিকা নিরূপণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীচন্দনযাত্রা, শ্রীস্নানযাত্রা, শ্রীরথযাত্রা ও শ্রীদোলযাত্রা প্রধান মহোৎসবরূপে পরিদৃষ্ট হয়। বৈশাখ মাসে ২১ দিবস-ব্যাপী শ্রীচন্দনযাত্রা-উৎসব, জ্যৈষ্ঠে শ্রীনৃসিংহ-আবির্ভাব-উৎসবে শ্রীজগন্নাথের শ্রীনৃসিংহ-বেশ ও স্নানযাত্রা, তৎপরে অনবসর; আষাঢ়ে নেত্রোৎসব, গুণ্ডিচামার্জন, শ্রীরথযাত্রা, হেরাপঞ্চমী ও গুণ্ডিচা-উৎসব প্রভৃতি; শ্রাবণে শ্রীমদনমোহনের ঝুলনযাত্রা, ভাদ্রে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, কালীয়দমন-উৎসব; আশ্বিনে শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব; কার্তিকে রাসপঞ্চক-উৎসব; অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাষ্টমীতে প্রথমাষ্টমী-উৎসব, শুক্লা

ষষ্ঠী বা ওড়নষষ্ঠী-উৎসব,—শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গে শীতবস্ত্র-প্রদানোৎসব ; পৌষী পূর্ণিমাতে শ্রীবিগ্রহের অভিষেকোৎসব ; মাঘে বসন্তপঞ্চমীতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে শীতবস্ত্র উন্মোচনোৎসব ; ফাল্গুনে দোলযাত্রা ; চৈত্রে দমনকার্পণোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীচন্দনযাত্রা

শ্রীজগন্নাথ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নকে (উৎকলখণ্ড, ২৯শ অ) বলিয়াছিলেন,—

"বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিকা।
তত্র মাং লেপয়েদ্‌গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্‌॥

অর্থাৎ বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়া-নাম্নী তিথিতে সুগন্ধি চন্দনদ্বারা আমার অঙ্গ লেপন করিবে।

শ্রী বিষ্ণুধর্মোত্তরে লিখিত আছে,—

অনুলেপনমুখ্যন্তু চন্দনং পরিকীর্তিতম্‌।

অর্থাৎ অনুলেপন-দ্রব্যসমূহের মধ্যে চন্দনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্তিত।

শ্রীনারদপুরাণে লিখিত আছে,—

যথা বিষ্ণোঃ সদাভিষ্টং নৈবেদ্যং শালিসম্ভবম্‌।
শুকেনোক্তং পুরাণে চ তথা তুলসীচন্দনম্‌॥

পুরাণসমূহে ও শ্রীশুকদেব-কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে, যেরূপ শালিধান্যোৎপন্ন অন্ন শ্রীহরির প্রীতিকর, তুলসী-চন্দনও সেইরূপ প্রীতিকর।

শ্রীপুরুষোত্তমদেব তৎসেবক বৈষ্ণবরাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নদেবকে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের অক্ষয়-তৃতীয়া-নাম্নী তিথিতে নিজ শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি চন্দনলেপনের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন ; আজও তদনুসারে অক্ষয়তৃতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা অষ্টমী-তিথি পর্যন্ত প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়-বিগ্রহস্বরূপ শ্রীমদনমোহনদেবকে শ্রীমন্দির হইতে বিমানে আরোহণ করাইয়া শ্রীনরেন্দ্রসরোবরকূলে আনয়ন করা হয়।

শ্রীমদনমোহনদেব স্বীয় মন্ত্রী শ্রীলোকনাথ-মহাদেবাদির সহিত সরোবরে নৌকাবিলাস করেন। শ্রীমদনমোহনের শ্রীচন্দনযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া শ্রীনরেন্দ্রসরোবরকে 'চন্দন-পুকুর'ও বলা হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[১] শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

এইমতে বৈষ্ণবসব নীলাচলে আইলা।
দৈবে জগন্নাথের সেদিন জল-লীলা॥
নরেন্দ্রের জলে 'গোবিন্দ' নৌকাতে চড়িয়া।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা॥
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলি রঙ্গে॥

*　　*　　*

গৌড়ীয়-সম্প্রদায় সব করেন কীর্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন॥
জলক্রীড়া, বাদ্য, গীত, নর্তন, কীর্তন।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন॥
গৌড়ীয়া-সংকীর্তনে আর রোদন মিলিয়া।
মহাকোলাহল শব্দ হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে।
সবা লঞা জলক্রীড়া করেন কুতূহলে॥

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দন-যাত্রালীলা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন[২],—

*　　*　　*

মহাপ্রভু আইলেন নরেন্দ্রের কূলে॥
হেনকালে রামকৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ।

১। অ ১০।৪১-৪৬, ৪৮-৪৯; ২। চৈ ভা অ ৮।১০১-১১২

জলকেলি করিবারে আইলা নরেন্দ্র ॥
হরিধ্বনি-কোলাহল, মৃদঙ্গ, কাহাল।
শঙ্খ, ভেরী, জয়ঢাক বাজয়ে বিশাল ॥
সহস্র সহস্র ছত্র, পতাকা, চামর।
চতুর্দিকে শোভা করে পরম সুন্দর ॥
মহা জয়জয়-শব্দ, মহা হরিধ্বনি।
ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি ॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহা-কুতূহলে।
উত্তরিলা আসি' সবে নরেন্দ্রের কূলে ॥
জগন্নাথ-গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী সনে।
মিশাইলা তা'রাও চৈতন্য-সঙ্কীর্তনে ॥
দুই গোষ্ঠী এক হই' কি হইল আনন্দ।
কি বৈকুণ্ঠ-সুখ আসি' হৈল মূর্তিমন্ত ॥
চতুর্দিকে লোকের আনন্দ-অন্ত নাই।
সব করেন, করায়েন চৈতন্য-গোসাঞী ॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়।
চতুর্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়।
দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয় ॥
প্রভুও সকল ভক্ত লই' কুতূহলে।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে ॥

ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন শ্রীচন্দনযাত্রার দিনে মহাপ্রভু ও ভক্তগণের নরেন্দ্রজল-বিহার-লীলা এইভাবে কীর্তন করিয়াছেন[১],—

১। চৈ ভা অ ৮।১১৩-১৫, ১২৭-২৯, ১৪০-৪১

শুন, ভাই! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতার।
যেরূপে নরেন্দ্রজলে করিলা বিহার॥
পূর্বে যমুনায় যেন শিশুগণ মেলি'।
মণ্ডলী হইয়া করিলেন জলকেলি॥
সেইরূপ সকল বৈষ্ণবগণ মেলি'।
পরস্পর করে ধরি' হইলা মণ্ডলী॥

* * *

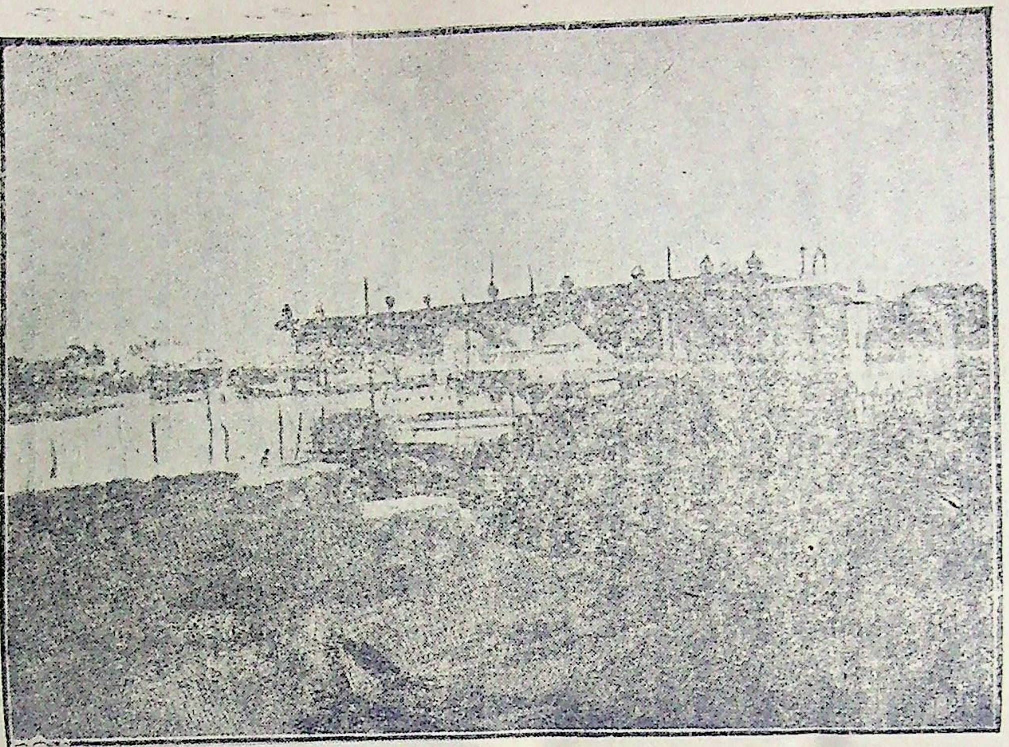
শ্রীগোবিন্দ-রামকৃষ্ণ-বিজয় নৌকায়।
লক্ষ-লক্ষ লোক জলে হরিষে বেড়ায়॥
সেই জলে বিষয়ী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী।
সবেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া করি'॥
হেন সে চৈতন্যমায়া সেস্থানে আসিতে।
কা'রো শক্তি নাহি, কেহ না পায় দেখিতে॥

* * *

যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্নবী-যমুনা।
নরেন্দ্রজলেরও হইল সেই ভাগ্য-সীমা॥
এ-সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
কর্মবন্ধ ছিণ্ডে ইহা শ্রবণে পঠনে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচন্দনযাত্রা-দিবসে শ্রীচন্দন-পুষ্করিণীতে জলকেলি করিয়া শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিবার জন্য সকল ভক্তের সহিত উপস্থিত হইলেন,—

তবে প্রভু জলক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া।
জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সবা' লঞা॥
জগন্নাথ দেখি' প্রভু সর্বভক্তগণ।
লাগিলা করিতে সবে আনন্দে রোদন॥



শ্রীনরেন্দ্রসরোবর বা শ্রীচন্দন-পুকুর : চন্দন-যাত্রাকালে এই সরোবরে শ্রীমদনমোহনের নৌকাবিলাস হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible]

* * *

জগন্নাথ দেখি', জগন্নাথ নমস্করি'।
বাসায় চলিলা গোষ্ঠীসঙ্গে গৌরহরি ॥
যে ভক্তের যেন-রূপ চিত্তের বাসনা।
সেইরূপ সিদ্ধ করে' সবার কামনা ॥
পুত্রপ্রায় করি' সবে রাখিলেন কাছে।
নিরবধি ভক্ত-সব থাকে প্রভু-পাছে ॥
যতেক বৈষ্ণব—গৌড়দেশে, নীলাচলে।
একত্রে থাকেন সবে কৃষ্ণ-কুতূহলে ॥ *

অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে প্রত্যহ অপরাহ্ণে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধি শ্রীমদনমোহন, শ্রীলক্ষ্মী ও সরস্বতাদেবীর[১] সহিত বিমানারোহণে শ্রীনরেন্দ্রসরোবর-তীরে গমন করেন। কিংবদন্তী এই যে, তিনশত বৎসর পূর্বে বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্য উৎকল-জয়ার্থ যাত্রা করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধি শ্রীগোবিন্দদেবকে শ্রীপুরুষোত্তম হইতে টাকীর সন্নিকটে রায়পুরে স্থাপন করেন। তদবধি শ্রীচন্দনযাত্রায় শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে শ্রীগোবিন্দদেবের পরিবর্তে শ্রীমদনমোহনের বিজয় হইয়া থাকে; আর একটি বিমানে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ, এবং পাঁচটি পৃথক্ বিমানে শ্রীলোকনাথ, শ্রীযমেশ্বর, শ্রীকপালমোচন, শ্রীমার্কণ্ডেয়েশ্বর ও শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর—এই পঞ্চমহাদেবের বিজয়মূর্তি বিজয় করেন। একবিংশ-দিবসব্যাপী এই যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীজগন্নাথদেবের

---

* চৈ ভা অ ৮।১৪২-৪৩, ১৬৩-৬৬

১। কেহ কেহ এই শ্রীসরস্বতীদেবীকে 'শ্রীসত্যভামা' বলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের স্বরূপশক্তি শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীসরস্বতী যে প্রাকৃত-ধনাধিষ্ঠাত্রী বা প্রাকৃত-বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী নহেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীমন্দির হইতে শ্রীনরেন্দ্রসরোবর পর্যন্ত রাজপথের স্থানে স্থানে পত্র-পুষ্পফলাদি-শোভিত ছায়ামণ্ডপ নির্মিত হয়। শ্রীমদনমোহন বিমানারোহণে শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে গমনকালে সেই সকল ছায়ামণ্ডপে উপনীত হইয়া বিশ্রাম, পঙ্‌ক্তি-ভোগগ্রহণ, নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করেন। এইরূপে ভোগগ্রহণ করিতে করিতে শ্রীনরেন্দ্রসরোবর-সমীপে উপনীত হন। শ্রীনরেন্দ্রের বক্ষে একটি সুসজ্জিত নৌকায় শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-সরস্বতীর সহিত শ্রীমদনমোহন এবং আর একটি পৃথক্ নৌকায় মন্ত্রী পঞ্চ-মহাদেবের সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আরোহণ করেন। প্রথমটিতে দেবদাসীগণের নৃত্য ও দ্বিতীয়টিতে 'নাটুয়া পিলা'র (নৃত্যকারী বালকের) নৃত্য হয়।

সরোবরের মধ্যবর্তী স্থানে যে তিনটি মন্দির আছে, তাহার মধ্যে বৃহত্তমটির মধ্যভাগে একটি কূপ আছে। সেই কূপোদকে শ্রীমদনমোহন, শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীসরস্বতীকে স্নান করান হয়। দ্বিতীয় মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তৃতীয়টিতে পঞ্চ-মহাদেব বিরাজ করেন। এখানে তাঁহাদের পূজা ও ভোগ হয়। সরোবরের উভয়-তট ও উক্ত মন্দিরসমূহ দীপ-মালায় বিভূষিত করা হয়। উৎসব সম্পন্ন হইলে পূর্ববৎ সাতটি বিমানে আরোহণ করিয়া শ্রীমূর্তিগণ শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। গন্তব্যস্থানে উপনীত হইতে প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হয়। একবিংশ দিবসই এই প্রকার গমনাগমন হইয়া থাকে এবং প্রত্যহ শ্রীশ্রীমদনমোহনকে পৃথক্ পৃথক্ বেশে ভূষিত করা হয়। অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে 'নটবর'-বেশ, চতুর্থীতে 'শ্রীকৃষ্ণজন্ম'-বেশ, পঞ্চমীতে 'রাজাধিরাজ'-বেশ, ষষ্ঠীতে 'শ্রীবনবিহারী'-বেশ, সপ্তমীতে 'বৎসহরণ'-বেশ, অষ্টমীতে 'গোমতীকৃষ্ণ'-বেশ, নবমীতে 'খট-দোলি'-বেশ, দশমীতে 'চক্রনারায়ণ'-বেশ, একাদশীতে 'নৌ-কেলি'-বেশ, দ্বাদশীতে 'নটবর'-বেশ, ত্রয়োদশীতে 'শ্রীরাসমণ্ডল'-বেশ, চতুর্দশীতে 'কন্দর্পরথ'-বেশ, পূর্ণিমাতে 'অঘাসুরবধ'-বেশ, কৃষ্ণা-

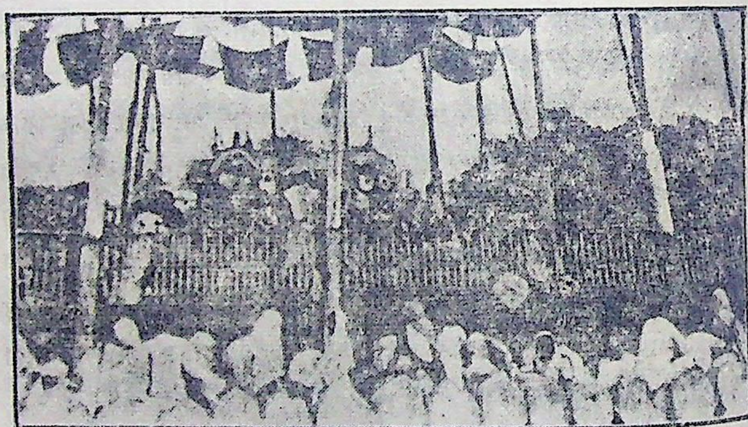
প্রতিপদে 'রঘুনাথ'-বেশ, দ্বিতীয়াতে 'শ্রীচৈতন্য'-বেশ, তৃতীয়াতে 'গিরিগোবর্ধন'-বেশ, চতুর্থীতে 'গিরিধারী'-বেশ, পঞ্চমীতে 'বস্ত্রহরণ'-বেশ, ষষ্ঠীতে 'চিন্তামণিকৃষ্ণ'-বেশ, সপ্তমীতে 'গজ-উদ্ধারণ'-বেশ হয়; অষ্টমীতে কোন স্বতন্ত্র বেশ হয় না। চন্দনযাত্রারবিংশতিতম দিবসে 'ভাউরি' অর্থাৎ নৌকাকে শ্রীবিজয়বিগ্রহগণসহ শ্রীনরেন্দ্রসরোবরের জলে ঘুরাণ হয়। একবিংশতিতম দিবসে অর্থাৎ যাত্রার শেষ দিনে নৌকা দুইটিতে হলুদ-জল ছিটান হইয়া থাকে। চন্দনযাত্রার নামান্তর **'গন্ধলেপন-যাত্রা'**।

শ্রীস্নানযাত্রা

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-জগদীশের স্নানযাত্রা-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে শ্রীজগদীশ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রা-দেবী স্নানবেদীতে 'পহণ্ডি'-বিজয় করেন এবং তথায় সুদর্শনের সহিত শ্রীবিগ্রহত্রয়ের অষ্টোত্তরশত সুবর্ণকুম্ভপূর্ণ সুশীতল-সলিলে মহাস্নান হইয়া থাকে। স্নানানন্তর শ্রীভগবান্ গণেশরূপ ধারণ করেন। সমুদয় ব্রহ্মর্ষি ও সমুদয় দেবতা জগদীশকে মহাস্নান করাইবার জন্য পারিজাত-সুবাসিত সুরতরঙ্গিণীর পূত-সলিল শিরে বহন করিয়া ব্রহ্মার সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করেন এবং ব্রহ্মার আনুগত্যে মঞ্চস্থ শ্রীভগবান্‌কে স্নান করান এবং 'জয়'-শব্দপূর্ণ বিচিত্র স্তুতিবাদ দ্বারা প্রভুকে বন্দনা করেন।

দেবতাগণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে বিরাজমান হইয়া ভগবানের স্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে মহাভাগবত মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন স্নানযাত্রাকালে স্নানবেদীর পারিপার্শ্বিক-স্থানসমূহ চন্দ্রাতপশোভিত ও মহা-মরকতমণি-খচিত সুবিস্তৃত আবরণবস্ত্র-দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেন। ঐ স্নানবেদী কালক্রমে জীর্ণ হইলে মহারাজ শ্রীঅনঙ্গভীমদেব বর্তমান স্নানবেদী নির্মাণ করাইয়াছেন।

স্নানযাত্রাদিবস শ্রীজগদীশের স্নানমঞ্চ নানাবিধ মণি, মুক্তা, মালা, চামর, পতাকা ও তোরণাদি-দ্বারা বিমণ্ডিত, চন্দন-সংমিশ্র সুগন্ধ ও সুশীতল পবিত্র জল-দ্বারা সংসিক্ত এবং সুগন্ধি ধূপ-গন্ধ-দ্বারা সুরভিত করা হয়। তৎপরে শ্রীজগদীশের সেবকগণ দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী কূপ হইতে স্নানীয় জল উত্তোলন-পূর্বক সেই জল সুগন্ধিদ্রব্যে সুবাসিত করিয়া 'পাবমানী'-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সুবর্ণকলসসমূহ পরিপূর্ণ করেন এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবানের অধিবাস করিয়া থাকেন। অনন্তর হোলিদানপূর্বক শ্রীজগদীশকে শ্রীবলরাম, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীসুদর্শনের সহিত স্নানমঞ্চে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হন।



শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা

রাজার নিকট সম্মান ও সমাদরপ্রাপ্ত সেবকগণ চামর ও তালবৃন্তের দ্বারা ভগবানের 'পহণ্ডি'-কালে বীজন করিতে থাকেন। শ্রীজগদীশকে স্নানমঞ্চে লইয়া যাইবার কালে অনবধানতা-প্রযুক্ত পাছে কোন দোষ ঘটে—এই আশঙ্কায় সেবকগণ সুন্দর পট্টবস্ত্রাদিদ্বারা শ্রীপতির সর্বাঙ্গ

আচ্ছাদন পূর্বক তাঁহাকে দূরবর্তী স্নানমঞ্চে লইয়া যান। তৎকালে অখিল-জগৎ-পূজনীয় শ্রীজগদীশকে দূরগমন-নিমিত্ত উত্তানাস্য করিয়া লইয়া যাইতে হয় বলিয়া স্বর্গস্থ দেবগণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন,—"শ্রীজগদীশ বোধ হয় স্বর্গধামে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।" ইহা বিবেচনা করিয়া দেবতাগণ শ্রীপতির দিকে দৃষ্টি স্থাপনপূর্বক "হে রাম! হে কৃষ্ণ! আপনাদিগের জয় হউক, জয় হউক" বলিতে থাকেন। এইরূপ লীলাসহকারে ভগবানের জন্ম-জ্যৈষ্ঠীতে স্নানবেদীতে বিজয়াভিষেক হইয়া থাকে।

ভগবান্ জগদীশ বলিয়াছেন যে, স্বায়ম্ভুব-মনুর সত্যাদি চতুর্যুগান্বিত দ্বিতীয়াংশে এবং সত্যযুগের ভগবদ্দর্শনপ্রদ এই প্রথমাংশে স্বায়ম্ভুব-মনুর যজ্ঞপ্রভাবেই তাঁহার আবির্ভাব। তিনি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইজন্য ঐ-দিবসই শ্রীজগদীশের পুণ্য-জন্মদিবস। তাঁহারই আজ্ঞামতে ঐ-দিবস শ্রীজগদীশকে অধিবাস-পুরঃসর মহাস্নানবিধানানুসারে মহাসমারোহে স্নানবেদীর উপর তাঁহার স্নানসেবা অনুষ্ঠিত হয়।

মহাভাগবত শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ এই বিধানে শ্রীজগদীশ-জন্মতিথি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা-মহোৎসব করিতেন। শ্রীজগদীশ মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিয়াছিলেন,—"সিন্ধুকূলে যে অক্ষয়বট আছে, তাহার উত্তরে সর্বতীর্থময় এক কূপ বিরাজিত আছে; কিন্তু উহা এক্ষণে বালুকা-রাশি-দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে। স্নানার্থ পূর্বে উহা নির্মাণ করাইয়া পরে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। অতএব সেই কূপ আবিষ্কার করা প্রয়োজন। রক্ষক ক্ষেত্রপাল ও দিক্পালগণের উদ্দেশ্যে যথাবিধানে বলিপ্রদান-পূর্বক শঙ্খ, কাহাল, মুরজাদি বাদ্যযন্ত্র বাদিত করিয়া চতুর্দশীতে ঐ কূপের সংস্কার করিতে হইবে। দ্বিজগণ স্বর্ণকুম্ভদ্বারা সেই সর্বতীর্থময় কূপ হইতে পূতজল উত্তোলন করিবেন এবং সেই জল-দ্বারা জ্যৈষ্ঠী

পূর্ণিমায় প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত শ্রীজগদীশ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রার স্নানসেবা করিতে হইবে।" মহাভাগবত শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি সাক্ষাৎ ভগবানের এই আদেশানুসারে আজও পুরুষোত্তমে এই ভাবে শ্রীস্নান-যাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্নানের পর শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরামের গণেশ-বেশ বা হস্তিবেশ হইয়া থাকে।

মহাভাগবত মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীজগদীশের আদেশ ছিল —এই মহাস্নান করাইয়া পঞ্চদশ দিবস শ্রীভগবান্‌কে অঙ্গরাগ-বিহীন বিরূপাবস্থায় কেহ কদাচ দর্শন করিবে না, [১]—

ততঃ পঞ্চদশাহানি স্নাপয়িত্বা তু মাং নৃপ।
অচিত্রং বা বিরূপং বা ন পশ্যেত কদাচন॥

শ্রীজগদীশের আজ্ঞানুসারে এই পঞ্চদশ দিবসকাল শ্রীমন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে। এই সময় শ্রীভগবানের দর্শন হয় না বলিয়া ইহাকে **'অনবসরকাল'** বলা হয়। অনবসরকালে বিপ্রলম্ভাশ্রিত গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের লীলানুসরণে 'শ্রীআলালনাথ' দর্শনার্থ গমন করেন।

শ্রীজগমোহনের পার্শ্বস্থ 'খটশেযগৃহে' বা 'নিরোধন-গৃহে' তিনি একপক্ষকাল অবস্থান করেন।

স্নানযাত্রার সময় স্নান করিয়া শ্রীজগন্নাথদেব নরলীলা-মাধুর্য বিস্তার করিবার জন্য জ্বরলীলা প্রকাশ করেন। দয়িতাপতিগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের জ্বর হইয়াছে বলিয়া পা'ন (মিষ্টরসের পানা-বিশেষ) ভোগ প্রদান করেন এবং অনবসরকালে প্রত্যহ মিষ্টান্ন ভোগ দেন। শ্রীজগ-ন্নাথদেবের স্নানমঞ্চ ও বহিঃপ্রাঙ্গণমধ্যে এত উচ্চে স্থাপিত যে, বড়দাণ্ড (পুরীর প্রশস্ত রাজপথ) হইতেও যাত্রিগণ শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।

১। উৎকলখণ্ড ২৯।২৯

নবযৌবন বা নেত্রোৎসব

স্নান-যাত্রা'র পরে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীজগন্নাথ-শ্রীবলভদ্র-শ্রীসুভদ্রা-দেবীর শ্রীঅঙ্গরাগ-সেবা হয়। শ্রীঅঙ্গরাগের সময় একপক্ষকাল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন হয় না। তৎপরে শ্রীজগন্নাথদেব যখন নব-মূর্তিতে প্রকটিত ও নানাবেশভূষায় সজ্জিত হইয়া দর্শন দান করেন, তখন সেই উৎসবকে 'নেত্রোৎসব' বা 'নবযৌবনোৎসব' বলা হয়। নীলাদ্রিমহোদয় (১৫ অ) স্নানোৎসবের পর একপক্ষকাল শ্রীবিগ্রহ-গণের নবযৌবনোৎসবার্থ শ্রীঅঙ্গরাগসেবার নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জন

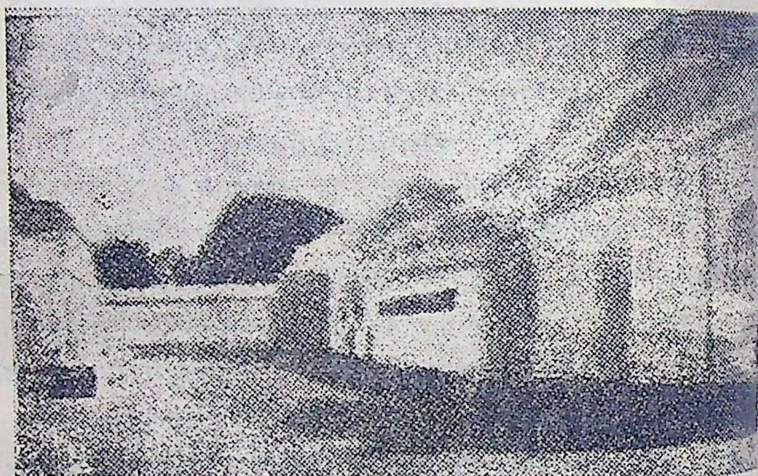
শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির হইতে পূর্বোত্তরে প্রায় একক্রোশ ব্যবধানে গুণ্ডিচামন্দির অবস্থিত। জনশ্রুতি—শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের মহিষীর নামানুসারে ঐ মন্দিরের নাম 'গুণ্ডিচামন্দির' হইয়াছে। গুণ্ডিচামন্দিরের কিয়দ্দূরেই 'ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর' নামে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা বিরাজমানা। শ্রীরথযাত্রা-দিবস শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রাদেবী শ্রীমন্দির হইতে রথে আরোহণ করিয়া গুণ্ডিচামন্দিরে গমন করেন।

শ্রীরাধাভাবমিলিত-তনু শ্রীগৌরহরির হৃদ্গতভাব এই যে, শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন গোকুলবাসিনীগণকে ত্যাগ করিয়া পৌরলীলায় মত্ত হইয়াছিলেন। পরে কুরুক্ষেত্রে উভয়ের মিলন হইলে ব্রজবাসিনীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্যময় স্থান শ্রীকুরুক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব মাধুর্যলীলা-ধাম শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া যাইতে ব্যাকুলা হন। এস্থলেও শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ শ্রীজগন্নাথ-দেবকে শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর ঐশ্বর্যলীলাভূমি শ্রীক্ষেত্র-নীলাচল হইতে মাধুর্যলীলাভূমি সুন্দরাচল বা গুণ্ডিচার দিকে রথে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান।[১]

১। চৈ চ ম ১৩।১২২—১৩৬

শ্রীনীলাচলে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া বিপ্রলম্ভমূর্তি শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর রথাগ্রে নর্তন করিতে করিতে এইরূপ মিলন-গীতি গাহিয়াছিলেন[১],—

সেই ত' পরাণনাথ পাইনু।
যাঁহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু॥



শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরের প্রাঙ্গণ

শ্রীক্ষেত্ররূপ শ্রীকুরুক্ষেত্র ও শ্রীসুন্দরাচলরূপ শ্রীবৃন্দাবনের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে আরও গাহিয়াছিলেন[২],—

ইঁহা লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিকনাদ শুনি॥
এই রাজবেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপবেশ, সঙ্গে মুরলী-বাদন॥

১। চৈ চ ম ১৩।১১৩; ২। চৈ চ ম ১৩।১২৮-৩০, ১৩৭

ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
সেই সুখসমুদ্রের ইঁহা নাহি এক কণ॥

*   *   *

অন্যের হৃদয়—মন,   মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়,   করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥

শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচামন্দিরে বিজয়ের পূর্বে শ্রীমন্দির, শ্রীজগমোহন, সিংহাসন, রত্নবেদী—সমস্তই মার্জন-ঘর্ষণ-দ্বারা পরিষ্কার করা হয়। ভক্তলীলাঙ্গীকারকারী লোকশিক্ষক ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জীবজগৎকে সেবা শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিবৎসর সপার্ষদে গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জন-লীলা প্রকট করিতেন।

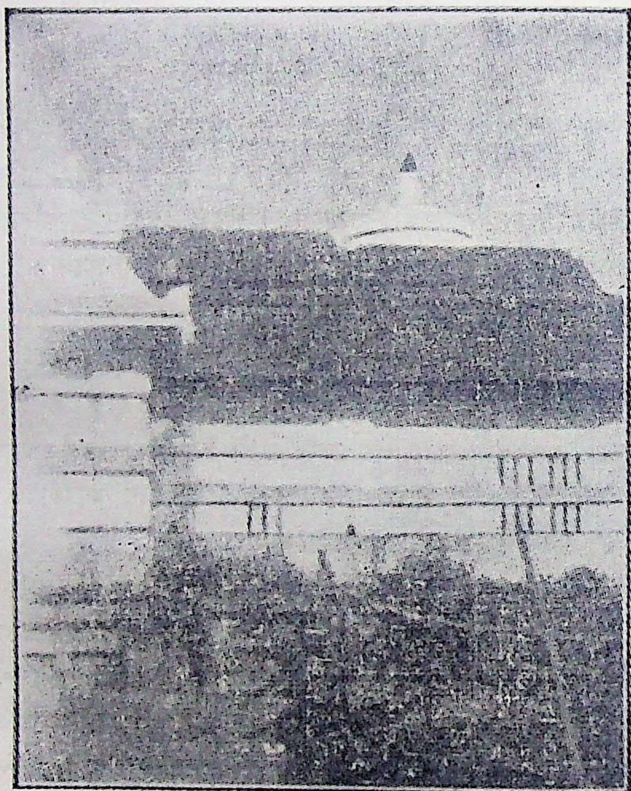
শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ, সংমার্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ, কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার॥ *

শ্রীগৌরসুন্দর আত্মীয় ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগুণ্ডিচামন্দির সম্মার্জন-পূর্বক স্বীয় শীতল ও উজ্জ্বল চিত্তের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন-যোগ্য করিয়াছিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন নিকটবর্তী হইতে থাকিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমেই শ্রীকাশীমিশ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শ্রীসার্ব-ভৌম ভট্টাচার্য ও পড়িছাপাত্রকেও ডাকাইলেন। বৈষ্ণবের আদেশ ও আনুগত্য ব্যতীত ভগবৎসেবার অধিকার নাই, ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্যাদির নিকট হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু—"গুণ্ডিচামন্দির-মার্জন-সেবা মাগি' নিল।" †

* চৈ চ ম ১২।১;   † চৈ চ ম ১২।৭৩

পড়িছা শ্রীগৌরসুন্দরের সম্মুখে একশত সম্মার্জনী ও একশত ঘট আনিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রভাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহস্তে ভক্তগণের অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া দিলেন এবং প্রত্যেকের হস্তে একটি করিয়া



শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির

সম্মার্জনী প্রদান করিলেন। এইরূপে ভক্তগণ-সহ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরে উপনীত হইলেন। প্রথমে শ্রীগৌরসুন্দর নিজহস্তে

সম্মার্জনী লইয়া শ্রীমন্দিরের বহিরভ্যন্তর মার্জন করিয়া পরিষ্কার করিলেন। সিংহাসন মার্জন-পূর্বক পুনরায় উহাকে যথাস্থানে সংস্থাপন করিলেন, ক্ষুদ্র-বৃহৎ মন্দিরসকল ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিলেন, তৎপরে শ্রীজগমোহন পরিষ্কার করিলেন।[১]

চারিদিকে শত ভক্ত সংমার্জনী-করে।
আপনি শোধেন প্রভু, শিখা'ন সবারে॥
প্রেমোল্লাসে শোধেন, লয়েন কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে, করে' নিজকাম॥

শ্রীগৌরসুন্দরের হেমকান্তি উজ্জ্বল তনুখানি ধূলায় ধূসর, কিন্তু তাহাতে যেন আরও অধিক শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে; ভক্তগণেরও সেইরূপ অবস্থা। কখনও কখনও প্রেমাশ্রুদ্বারা মন্দির সংমার্জন করিতেছেন—কি অপূর্ব দৃশ্য! এইরূপে ভোগ-মন্দির ও তৎপরে সমস্ত প্রাঙ্গণাদি ঘসিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিলেন। অতঃপর লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর,—

তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুর সব একত্র করিয়া।
বহির্বাসে লঞা ফেলায় বাহির করিয়া॥[২]

ভক্তগণও জগদ্গুরুর আচরণ অনুবর্তন করিলেন।

প্রভু কহে,—কে কত করিয়াছ সংমার্জন?
তৃণ, ধূলি দেখিলে জানিব পরিশ্রম॥[৩]

সকলের ঝাটানো আবর্জনা একত্র করা হইলে সর্বাপেক্ষা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাগই অধিক হইল।

জগদ্গুরুলীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরহরি এই লীলাটির দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব স্বীয় হৃদয়-

১। চৈ চ ম ১২।৮৪-৮৫; ২। চৈ চ ম ১২।৮৮; ৩। চৈ চ ম ১২।৯০

সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্বাগ্রে হৃদয়টিকে নির্মল, শান্ত, স্বচ্ছ ও ভক্ত্যনুকূল করা আবশ্যক। হৃদয়ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদিরূপ অন্যাভিলাষ কিছুমাত্র থাকিলেও ভগবান্ তথায় আসন স্থাপন করেন না। হৃদয়ের ঐ সকল মল—অন্যাভিলাষ, ফলভোগপর কর্ম, নির্ভেদজ্ঞান ও ভক্তিহীন যোগাদি-চেষ্টার প্রতীক। শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেন,—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" অন্যাভিলাষ কণ্টকময় তৃণের ন্যায় সুকোমলা কেবলা ভক্তিকে বিদ্ধ করে। কর্মাবর্তের ঘূর্ণি-বায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্মল হৃদয়দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে যেরূপ হস্তী আবার গাত্রে ধূলি মাখিয়া থাকে, তদ্রূপ ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্মের দ্বারা কর্মফলই পুনঃ লাভ হয়। প্রীতিময়ী ভক্তিদ্বারাই জীবের হৃদয় অনায়াসে শোধিত হয়। তখন জীবের সেই নির্মল হৃদয়-সিংহাসনে শ্রীভগবান্ বিশ্রামযোগ্য স্থান লাভ করেন।

ভক্তিহীন নির্বিশেষ-জ্ঞান ও ভক্তিহীন কৈবল্যযোগ কঙ্করের ন্যায়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ঐ-সকল তৃণ, ধূলি প্রভৃতি আবর্জনারাশি ভগবৎ-মন্দিরের চতুঃসীমানার অভ্যন্তরে রাখিলেন না ; নিজ বহির্বাসে উঠাইয়া তৎসমুদয় বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিলেন, পাছে বাত্যার সহায়তায় ঐ-সকল জঞ্জাল কোনরূপে শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে।

অনেক সময় ভক্তিহীন কর্মজ্ঞানাদি স্থূল আবর্জনা বিদূরিত হইলেও, হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কষায় থাকিয়া যায়। উহাকে 'প্রতিষ্ঠাশা' প্রভৃতি অনর্থের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অথবা সাত্ত্বিক কষায়, যথা, শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান অপেক্ষাও নির্জনবাস, তীর্থভ্রমণ-স্পৃহাদিতে আদর দেখা যায়।

ঐইরূপে বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কঙ্কর, তৃণ, ধূলিরাশি প্রভৃতি একবার ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর দুই তুইবার করিয়া মন্দিরের সমগ্রাংশ মার্জন ও জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবার পর যদি কোথাও আবার কোন সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তজ্জন্য নিজের পরিধেয় শুক্লবস্ত্রের দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া শ্রীমন্দির ও ভগবৎপীঠস্থানরূপ সিংহাসন মার্জন করিতে লাগিলেন।

এত করিয়া প্রক্ষালন-মার্জন-ঘর্ষণাদির পর শ্রীমন্দিরে আর ধূলিকণার লেশ বা একটি সূক্ষ্ম দাগও থাকিল না ; শ্রীমন্দিরটি স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ হইল। সাধকের হৃদয়টি বিষয়-ভোগবাসনা-জনিত জ্বালা হইতে মুক্ত, অন্যা-ভিলাষ ও কর্মজ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টাস্বরূপা ভুক্তি মুক্তি-কামনা-বর্জিত হইলে এইরূপই স্বচ্ছ সুশীতল হয় অথবা ভুক্তি মুক্তিধিক্কারা প্রীতির উদয়ে ভক্তচিত্তের সংস্কারবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়।

অনেক সময় সমস্ত কামনা-বাসনা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ের কোনও কোনও অজ্ঞাতস্থানে এক একটি সূক্ষ্ম দাগ বা কষায় লাগিয়া থাকে। সাত্ত্বিক কষায়কেও পরিত্যাগ করিয়া নিরুপাধিকী কেবলা প্রীতির গ্রাহক হইবার জন্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জীবজগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।

সাধক স্বীয় হৃদয়কে শ্রীবৃন্দাবনরূপে প্রকাশিত বা স্বরাট্ শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছন্দবিহারস্থল করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানের সহিত উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে করিতে স্ব-হৃদয় মার্জন করিবেন,—ইহা জীবের মঙ্গলার্থ লোক-শিক্ষক-লীল শ্রীগৌরহরি শিক্ষা দান করিলেন ; প্রতি ভক্তের নিকট গিয়া হাতে ধরিয়া মন্দির-মার্জন-সেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাঁহার কার্য ভাল হইতেছে, তাঁহাকে প্রশংসা এবং যাঁহার সেবা আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণির সুখানুসন্ধানাবেশময়ী হইতেছে না, তাঁহাকে পবিত্র ভর্ৎসনাপূর্বক হাতে ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রণালী শিক্ষা

দিলেন ; শ্রীচৈতন্যশিক্ষানুগত লব্ধভজনকৌশল, অদ্বয়জ্ঞানে ভক্তিযোগ-যুক্ত শুদ্ধহৃদয় ভক্তগণকে অপর বিমুখ জীবগণের প্রতি কৃপা বিস্তার করিবার জন্যও উৎসাহান্বিত করিলেন। যিনি যত বেশী পরিমাণ জীবের হৃদয় হইতে কষায় দূর করিয়া জীবজগৎকে কৃপা করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি তত বেশী প্রভুপ্রিয় হইবেন,—ইহাও অমন্দোদয়দয়ানিধি শ্রীগৌরহরি শিক্ষা দান করিলেন।

——:০:——

ত্রয়োদশ বৈভব

শ্রীরথযাত্রা

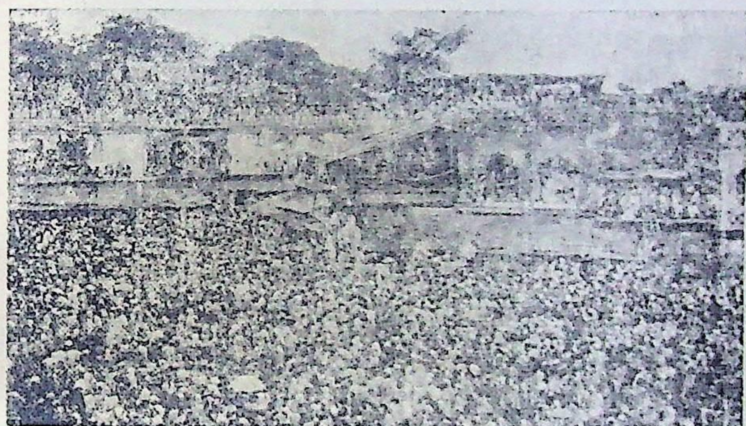
শ্রীরথযাত্রা-উৎসব শ্রীপুরুষোত্তম-ধামের সর্বপ্রধান উৎসব ; ইহার অপর নাম—'নবযাত্রা', 'গুণ্ডিচাযাত্রা', 'নন্দিঘোষ-যাত্রা', 'পতিতপাবন-যাত্রা', বা 'মহাবেদী-উৎসব'[১]। শ্রীজগন্নাথদেব মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিয়াছিলেন,[২]—"আষাঢ়-মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সুভদ্রার সহিত আমাকে ও শ্রীবলরামকে রথে আরোহণ করাইয়া নবযাত্রা-উৎসব সম্পন্ন করিবে। যেস্থানে আমি আবির্ভূত হইয়াছিলাম এবং যেস্থানে তোমার সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের মহাবেদী বর্তমান, সেই শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে আমাকে লইয়া যাইবে।"

রথযাত্রার প্রারম্ভিক কথা

মাঘমাসের বসন্তপঞ্চমী হইতে রথের কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হয়। রথের কাঠ দশপল্লা জেলার রণপুর-জঙ্গল হইতে আনয়ন করা হয়। প্রথমে

১। উৎকলখণ্ড ৩৩-৩৫ অধ্যায় ; ২। ঐ ২৯।৩২-৩৪

বাণপুরের রাজা উক্ত কাষ্ঠ প্রদান করিতেন, পরে তাঁহাদের জামাতৃ-সূত্রে ঐ স্বত্ব লইয়া দশপাল্লার রাজা অদ্যাবধি উহা যোগাইয়া আসিতেছিলেন। বর্তমানে গড়জাত-রাজ্য উড়িষ্যার অন্তর্গত হওয়ায় উড়িষ্যা-সরকার রথের কাষ্ঠ যোগাইতেছেন। সূত্রধর, চিত্রকর ও অন্যান্য ব্যক্তি-দিগকে তাঁহাদের নির্দিষ্ট কার্য নির্বাহের জন্য প্রচুর আয়ের সম্পত্তি প্রদত্ত আছে। ষোল-শাসনের ব্রাহ্মণগণ রথের দড়ি দিয়া থাকেন।



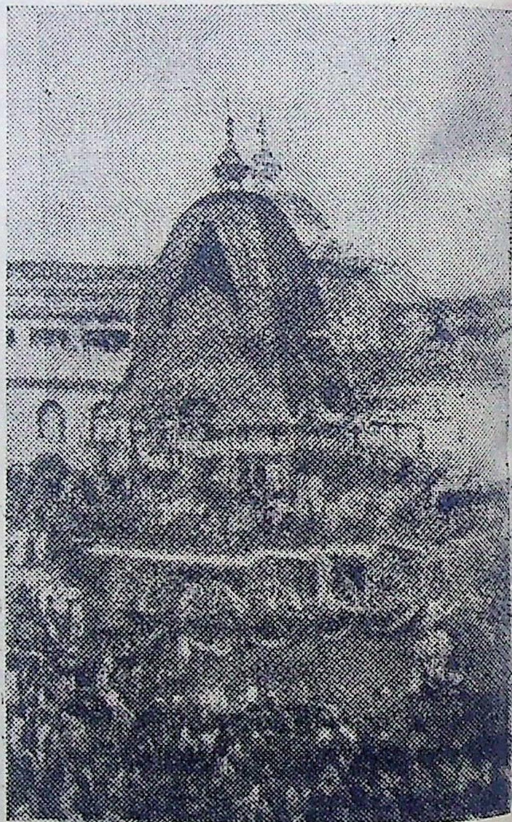
শ্রীরথযাত্রার প্রাক্কালে রাজপথে লোকসংঘট্ট

জায়গীর-ভোগী কালবেড়ায়াগণ রথ টানিয়া থাকেন। শ্রীমন্দিরের পূর্বদিকে অরুণস্তম্ভ হইতে গুণ্ডিচামন্দির পর্যন্ত যে সুবিস্তৃত রাজপথ প্রসারিত আছে, তাহাকে 'বড়দাণ্ড' বলে। ইহার উপর দিয়াই রথ টানা হয়। প্রতিবৎসর অক্ষয় তৃতীয়া হইতে নূতন রথের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়[১]। শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রার জন্য পৃথক পৃথক তিনখানি রথ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১। উৎকলখণ্ড ৩২।২

রথত্রয়ের বিবরণ

শ্রীজগন্নাথদেবের রথের নাম 'নন্দিঘোষ'। উহার চূড়ায় চক্র ও শ্রীগরুড় অধিষ্ঠিত, এজন্য এই রথকে 'চক্রধ্বজ' বা গরুড়ধ্বজ রথ বলে। ইহা ২৩ হাত উচ্চ এবং ইহাতে ৫ হাত পরিধিবিশিষ্ট অষ্টাদশসন্ধির প্রতীক স্বরূপ ১৮টি চাকা থাকে (মতান্তরে ১৬টি)। শ্রীবলদেবের রথের শীর্ষভাগে তাল-চিহ্ন আছে। এই জন্য ইহার নাম 'তালধ্বজ', ইহাকে 'হল-ধ্বজ'ও বলে। ইহা ২২ হাত উচ্চ এবং ইহাতে সাড়ে চার হাত পরিধি-বিশিষ্ট ষোড়শ কলার প্রতীক-স্বরূপ ১৬টি চাকা (মতান্তরে ১৪টি) থাকে। শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথের



শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 'নন্দিঘোষ' রথ

নাম পদ্মধ্বজ বা 'দেবদলন'; ইহা ২১ হাত উচ্চ। ইহাতে ৪ হাত পরিধিবিশিষ্ট (চৌদ্দ ভুবনের প্রতীকস্বরূপ) ১৪টি (মতান্তরে[১] ১২টি) চাকা থাকে।

শ্রীজগন্নাথের রথ পীতবর্ণে, শ্রীবলভদ্রের রথ নীলবর্ণে ও শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হয়।

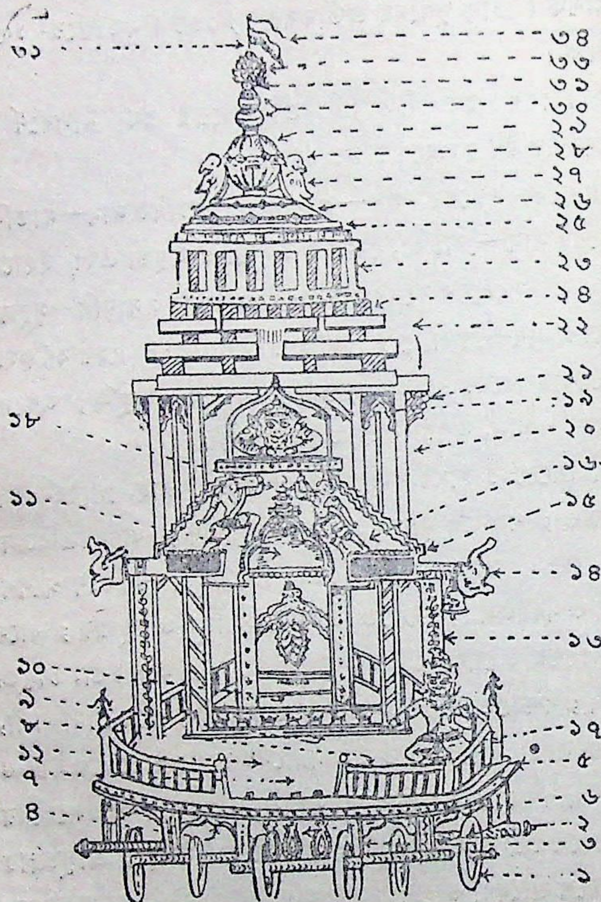
শ্রীজগন্নাথদেবের রথের রক্ষক—শ্রীনৃসিংহ; সারথির নাম—মাতলি; অশ্বচতুষ্টয়ের নাম—রোচিকা, মোচিকা, সূক্ষ্মা ও অমৃতা এবং ইহাদের বর্ণ শুক্ল। শ্রীবলদেবের রথের রক্ষক—শেষাবতার; সারথি—সুদ্যুম্ন; অশ্বচতুষ্টয়ের নাম—স্থিরা, ধ্রুতি, স্থিতি ও সিদ্ধা এবং ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ। শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথের রক্ষক—বনদুর্গা; সারথি—অর্জুন; অশ্বদের নাম—অধর্ম, অজ্ঞান, অপরাজিতা ও জ্যোতিনী।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথের পার্শ্বদেবতা—দক্ষিণে বরাহ, গোবর্ধন-কৃষ্ণ ও গোপী-কৃষ্ণ; পশ্চাতে নৃসিংহ, রাম ও নারায়ণ; বামে ত্রিবিক্রম, হনূমান্ ও রুদ্র। শ্রীবলভদ্রের রথের পার্শ্বদেবতা—দক্ষিণে গণেশ, কার্তিকেয় ও সর্বমঙ্গলা; পশ্চাতে প্রলম্বঘ্ন, হলায়ুধ ও মৃত্যুঞ্জয়; বামে নাটাম্বর, মহেশ্বর ও শেষদেব। শ্রীসুভদ্রার রথের দক্ষিণে চণ্ডী, চামুণ্ডা ও উগ্রতারা; পশ্চাতে বনদুর্গা, শূলীদুর্গা ও বারাহী; বামে শ্যামাকালী, মঙ্গলা ও বিমলা। ইহা ব্যতীত শ্রীজগন্নাথের রথের দ্বারদেশে ইন্দ্র ও ব্রহ্মা এবং ঋষিপাটায় মরীচিপ্রমুখ সপ্তর্ষি থাকেন। শ্রীবলদেবের রথের দ্বারদেশে রুদ্র ও সাত্যকি এবং ঋষিপাটায় অষ্টবসু। শ্রীসুভদ্রার রথের দ্বারদেশে শ্রীদেবী ও ভূদেবী এবং ঋষিপাটায় অষ্ট-ভৈরব অবস্থিত।

রথের চূড়া হইতে চাকার উপরিভাগ পর্যন্ত সমগ্র স্থানটিকে বিচিত্র-বর্ণের বস্ত্রাদিদ্বারা সুশোভিত করা হয়। রথের শিরোভাগে বহু বিচিত্র-

১। উৎকলখণ্ড ৩৩।১২, ১৯

বর্ণের পতাকা উড্ডীন হয় ; রথের উপর অপূর্ব আকারের ঘোটক ও



সংখ্যাগুলি রথের বিভিন্ন অংশের নির্দেশক।

পরবর্তি-পৃষ্ঠায় রথাংশের নাম দ্রষ্টব্য

(এই রথের চিত্র পুরীনিবাসী পণ্ডিত শ্রীসদাশিব রথ মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

তৎপশ্চাতে সারথি (ডাহুক) দৃষ্ট হয়। ডাহুকের নির্দেশে 'কালবেড়িয়াগণ' রথ টানিয়া থাকে।

রথের নিম্নভাগ হইতে বিভিন্ন অংশের নাম

১—চক (চাকা)	১২—ভূমি	২৩—চাষীপটা
২—দাণ্ডিআ	১৩—যোলনাহাক	২৪—দণ্ডা
৩—অর	১৪—মকরদণ্ডা	২৫—পারাভাড়ি
৪—বাঙ্কি	১৫—বসন্ত	২৬—খপুরী
৫—হংসপটা	১৬—দুআরঘোড়া	২৭—পাদ
৬—কণি	১৭—সারথিপীড়	২৮—ওলটশুআ
৭—শঙ্খদ্বার	১৮—কুম্ভপটি	২৯—দধিনউতি
৮—জালি	১৯—রাহুপটি	৩০—কলস
৯—গাঙ্গীপটা	২০—আঠনাহাকা	৩১—কণ্ঠি
১০—সিংহাসন	২১—বাঙ্কি	৩২—দণ্ড
১১—কনকমুণ্ডাই	২২—পীড়	৩৩—চক্র

৩৪—কপিকেতন

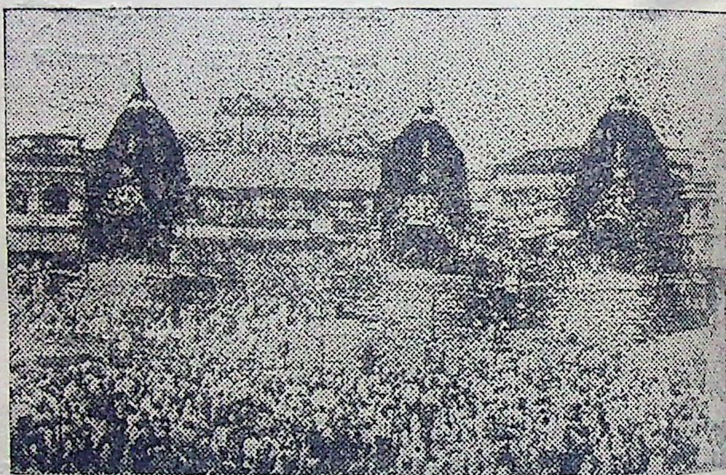
পহণ্ডিবিজয়

রথারোহণার্থ শ্রীমন্দির হইতে শ্রীমূর্তিত্রয়ের বিজয়কে 'পহণ্ডি' বা 'পাণ্ডু-বিজয়' বলে। —(চৈ চ ম ১৩।৫-১৩)

'পাণ্ডুবিজয়' বা 'পহণ্ডিবিজয়' রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথদেবের সিংহাসন হইতে অবতরণ-উৎসব। রথ হইতে অবতরণকালেও ঐ উৎসব হয়। 'পহণ্ডি' শব্দ (ওড়িয়া) সংস্কৃত 'পাদহণ্ডন' হইতে আসিয়াছে। 'পাদহণ্ডন'-অর্থ ধীরে ধীরে পদবিন্যাস। সুতরাং পহণ্ডিবিজয় ধীরে ধীরে পদক্ষেপপূর্বক গমন অর্থে ব্যবহৃত হয়। জগন্নাথদেবকে নামাইবার সময়ে ধাপে ধাপে নামানো হয় এবং প্রত্যেক ধাপে একটি তুলার গদি থাকে, তাহার উপরে ঠাকুরকে অবতারণ করা হয়।"—(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক (১৯৪৪ খৃঃ) প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র ভূমিকা ১০আনা পৃষ্ঠার পাদ-টীকা।)

কেহ কেহ বলেন,—শ্রীরথযাত্রা প্রথমে মলয়াচল-পাণ্ড্য কাঞ্চনমালা প্রবর্তন করাইয়াছিলেন বলিয়া এই বিজয়ের নাম 'পাণ্ডাবিজয়' ও ডোরীর নাম 'কাঞ্চনমালা' হইয়াছে। পরে উহা 'পহণ্ডি-বিজয়' বলিয়া কথিত হইতেছে।

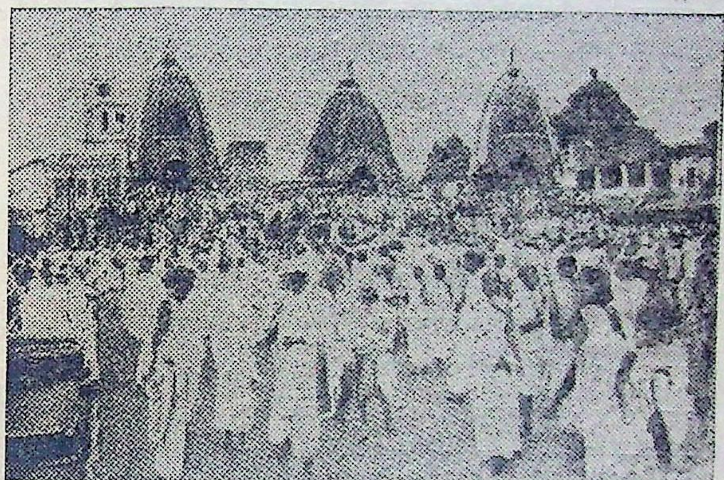
সুদর্শনং পুরস্কৃত্য বলভদ্রং ততঃ পরম্।
সুভদ্রা চ ততো নীত্বা জগদীশং সুরেশ্বরম্ ॥



পহণ্ডিবিজয়ের পূর্বে সজ্জিত রথত্রয়

এই নিয়মে সর্বাগ্রে শ্রীসুদর্শন শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথে বিজয় করেন, তৎপর যথাক্রমে শ্রীবলদেবের, শ্রীসুভদ্রার ও সর্বশেষে শ্রীজগন্নাথের 'পহণ্ডি-বিজয়' হয়। শ্রীসুভদ্রাদেবী দয়িতাগণের স্কন্ধাবলম্বনে রথারোহণ করেন। শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরামকে দয়িতাগণ হস্ত, বাহু, স্কন্ধ ও রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিয়া তৎকৃপায় ও ইচ্ছায় এক তুলি হইতে অন্য তুলিতে শ্রীপদবিন্যাস-লীলাক্রমে রথে উত্তোলন করেন। ইঁহাদিগকেই 'কাল-

বেড়িয়া' বলা হয়। ইঁহারা যাত্রীদের সঙ্গে রথ টানেন। পূর্বে নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবের রথে চৌদ্দশত, শ্রীবলরামের রথে বারশত ও শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথে বারশত 'বেঠিয়া' নিযুক্ত হইত।



শ্রীমন্দিরের সম্মুখে শ্রীবিগ্রহাধিষ্ঠিত রথত্রয়

বিগ্রহগণ রথে অধিষ্ঠিত হইবার পর প্রাচীন রীতি-অনুসারে উড়িষ্যার গজপতি মহারাজগণ স্বর্ণমার্জনী-দ্বারা রথ পরিষ্কার করেন১—এই সেবাকে **'ছেরাপহরা'** বলে। রথমার্জনের পর বিগ্রহগণকে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি-দ্বারা ভূষিত করিয়া সমৃদ্ধির সহিত বিবিধ উপচারে পূজা

১। তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন। সুবর্ণ-মার্জনী লঞা করে পথ সম্মার্জন॥ চন্দনজলেতে করে পথ নিষেচনে। তুচ্ছ সেবা করে বসি' রাজ-সিংহাসনে॥ উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ সেবন। অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন॥ (চৈ চ ম ১৩।১৫-১৭)

করা হয়। পূজান্তে যথাক্রমে শ্রীবলভদ্র, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথের রথ টানা হয়। স্থানীয় পুলিশ রথের চতুর্দিকে রজ্জুদ্বারা বেষ্টন করিয়া রথ রক্ষা করে। রথাগ্রে বিশেষ বিশেষ সংকীর্তনমণ্ডলী নৃত্যকীর্তন করেন। এই প্রকারে রথ চলিতে চলিতে যখন শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ও গুণ্ডিচার প্রায় মধ্যবর্তিস্থলে বর্তমান 'বলগণ্ডি' নামক স্থানে উপস্থিত হয়, তখন মধ্যাহ্নকালীন প্রখর রৌদ্রে ক্লান্তি অনুভব করিয়া শ্রীজগন্নাথদেব ও সেবকবৃন্দ বিশ্রামের জন্য তথায় কিছুকাল অবস্থান করেন। বলগণ্ডির একদিকে বহু ব্রাহ্মণের বসতি ও নারিকেল বন, অন্যদিকে মনোরম পুষ্পোদ্যান। ঐ সময় শ্রীবিগ্রহত্রয়ের সন্তাপশান্তির নিমিত্ত পঞ্চামৃত এবং সুবাসিত সুশীতল জলদ্বারা দর্পণে অভিষেক ; সুগন্ধি চন্দন-কর্পূরাদিদ্বারা সর্বাঙ্গ-লেপন ; সুশোভন চামর ও সুশীতল ব্যজনাদি-দ্বারা বীজন ; এবং সুমধুর পেয় দ্রব্য, খণ্ডবিকারজাত মিষ্টান্ন, খর্জুর, নারিকেল, নানাবিধ রম্ভা, তাল-পনসাদি সুস্বাদু এবং প্রিয় ফল, ইক্ষু, ক্ষীরোৎপন্ন বহুপ্রকার দ্রব্য, সুবাসিত সুশীতল জল, কর্পূর-লবঙ্গাদি সুবাসিত তাম্বূলাদি অনন্ত উপকরণ দ্বারা পূজা হয়। ইহাকে **'বলগণ্ডি-ভোগ'** বলে।[১] তৎপর অপরাহ্ণে রথ ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে সন্ধ্যার সময় গুণ্ডিচামন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হয় এবং রাত্রিকালে বিগ্রহগণের রথেই অবস্থান ও ভোগারতি হয়। পরদিন সায়ংকালে শ্রীবিগ্রহগণ গুণ্ডিচামণ্ডপের যজ্ঞ-বেদীতে পহণ্ডি-বিজয় করেন এবং তথায় ভোগরাগাদি চলিতে থাকে। রথযাত্রার (চতুর্থ দিবসে) পঞ্চমী তিথিকে **'হেরাপঞ্চমী'** বলে। ঐ দিবস শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনার্থ গুণ্ডিচায় বিজয়পূর্বক রথভঙ্গোৎসব করিয়া আসেন। সপ্তম দিবসে সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর 'সন্ধ্যাদর্শন' নামে উৎসব হয়। অষ্টমদিবসে রথত্রয়কে পুনরায় দক্ষিণাভি-

---

১। চৈ চ ম ১৪।২৫-৩৮ ; উৎকলখণ্ড ৩৩।৯৫-১০১

মুখে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হয়। পুনর্যাত্রার দিন অর্থাৎ নবম দিবসে প্রাতঃকালে মহাসমারোহে শ্রীবিগ্রহত্রয়কে পূর্ববৎ রথে অধিষ্ঠিত করিয়া গুণ্ডিচামণ্ডপ হইতে শ্রীমন্দিরাভিমুখে রথত্রয়কে আকর্ষণ করা হয়। রথ 'শ্রদ্ধাবালি'র উপর দিয়া অর্ধাসনীদেবী বা মাসীমার নিকট উপস্থিত হইলে তথায় 'পোড়া-পিঠা' ভোগ হয়। কথিত হয়, নরসিংহদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আঠার-নালা (শঙ্খআ) সেতু বাঁধাইয়াছিলেন। তাঁহার মহিষীর নাম ছিল—শ্রদ্ধাদেবী। সেই 'শঙ্ক্ুআ' নদীর একটি ধারার নাম—'মালিনী'। উহা বড়দাণ্ড ও গুণ্ডিচামণ্ডপকে পৃথক্ করিয়াছিল, বর্তমানে উহার অস্তিত্ব নাই। তজ্জন্য পূর্বে ৬টি রথ প্রস্তুত হইত এবং উত্তর পার্শ্বে ৩টি ও দক্ষিণ পার্শ্বে ৩টি রথে রথযাত্রা হইত। শ্রদ্ধাদেবী 'মালিনী' নদীর উপর সেতু নির্মাণ-পূর্বক গুণ্ডিচামণ্ডপের নিকটস্থ ভূমি রথচালনের উপযোগী করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত নদীর সৈকত 'শ্রদ্ধাবালি' নামে খ্যাত। রথ মাসীমার নিকট হইতে মর্চিকাদেবীর নিকট পৌঁছে। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীজগন্নাথদেবের আগমন জানিয়া শ্রীমন্দির হইতে রাজার সঙ্গে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে আসেন। ইহাকে 'লক্ষ্মীনারায়ণ-ভেট' বলে। ইহার পর রথ সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলে তথায় 'অধরপণা' ভোগ হয় এবং বিপুল হরিসংকীর্তনের মধ্যে রথোৎসব সমাপ্ত হয়। একাদশীর দিন লীলাপুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথের স্বর্ণালঙ্কারের দ্বারা 'রাজবেশ' হয়। দ্বাদশীর দিন শ্রীজগন্নাথের 'নীলাদ্রি-উৎসব' অর্থাৎ শ্রীমন্দিরে বিজয়োৎসব হয়। সেই সময় শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীজগন্নাথের উপর অভিমান করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করেন। শ্রীলক্ষ্মীর প্রতিনিধি-রূপে 'মাহারী' দেবদাসীর সহিত শ্রীজগন্নাথের প্রতিনিধি দয়িতাপতির কিছুক্ষণ বচসা হয়। শ্রীজগন্নাথ বচসায় পরাজিত হইলে দ্বার খোলা হয় এবং 'বন্দাপনা' হইয়া শ্রীজগন্নাথ রত্নসিংহাসনে বিজয় করেন।

ব্রজগোপীদের দাস্যাভিলাষী শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীজগন্নাথকে শ্রীকুরুক্ষেত্র-শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীসুন্দরাচল-শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হন ; পুনর্যাত্রায় তাঁহাদের আগ্রহ নাই।

আধ্যক্ষিক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের ধারণা,—এই রথ-যাত্রা-উৎসবটি বৌদ্ধগণের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব-উপলক্ষে রথযাত্রার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার প্রমাণস্বরূপ ডক্টর মিত্র চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ানের প্রদত্ত বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়ান বুদ্ধের রথযাত্রা বর্ণন করিয়াছেন ; কিন্তু অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত দেখাইয়াছেন যে, ফাহিয়ান পাটলিপুত্রে যে-দিন রথোৎসব দর্শন করিয়াছিলেন, সে-দিন বুদ্ধের জন্মদিন ছিল বটে[১], তথাপি বুদ্ধের জন্মোৎসব-উপলক্ষে রথযাত্রার সৃষ্টি হয় নাই ; কারণ, ফাহিয়ানের পূর্বতন বৌদ্ধদিগের মধ্যে একসময়ে এই উৎসবের প্রচলন ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই উৎসব হইত। প্রাচীন শৈব ও জৈনগণের মধ্যেও রথযাত্রার প্রচলন ছিল ও আছে। এমন কি, একসময়ে য়ুরোপেও রথযাত্রা প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি ভাদ্রমাসের প্রথমভাগে য়ুরোপের অন্তর্গত সিসিলী-দ্বীপে 'রথযাত্রা'র অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সূর্যদেবের রথে যেরূপ জ্যোতিশ্চক্র ও নবগ্রহের মূর্তির সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, সিসিলী-দ্বীপের সুবৃহৎ রথেও সূর্যচন্দ্রাদি নবগ্রহ ও জ্যোতিশ্চক্র রচিত হইয়া সেইরূপ রথোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।*

পুরী হইতে প্রায় ১৯ মাইল উত্তরে সমুদ্রের তীরে কোণার্কের মন্দির অবস্থিত। ইহা কৃষ্ণ-প্রস্তরে নির্মিত অপূর্ব কারুকার্য-খচিত সূর্যমন্দির।

১। Dr. Rajendralal Mitra's 'Antiquities of Orissa', Vol. II, p. 135.

* শ্রীমতি কারাসিওলো (Madam Henrietta Caraciolo) এই রথোৎসবের কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

ত্রয়োদশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে এই সূর্যমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরটিকে সূর্যদেবের রথ বলিতে পারা যায়। ঠিক রথের আকারেই এই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের নিম্নভাগে কৃষ্ণপ্রস্তরের সুবৃহৎ চক্র ও ঘোটক দৃষ্ট হয়।

শ্রীভুবনেশ্বরেও শ্রীরথযাত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পুরীতে আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রোৎসব হয়; কিন্তু ভুবনেশ্বরে চৈত্রী শুক্লাষ্টমী তিথিতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বাদশী দিবসে (পঞ্চম-দিবসে) পুনর্যাত্রা হইয়া থাকে।

নেপালে বৌদ্ধ ও শৈবগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার রথযাত্রোৎসব প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।[১]

হিন্দুদিগের রথযাত্রা বলিতে সকলেরই হৃদয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার কথা উদিত হয়। এই রথযাত্রোৎসব যে কতকাল হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। পৃথিবীর সর্ব-প্রাচীন শাস্ত্র বেদে 'রথ'-শব্দের উল্লেখ আছে। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়-বল্লীর ৩য় মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,—

A colossal car is dragged by a long team of buffaloes through the irregular and ill-paved streets. Upon this are erected a great variety of objects, such a Sun, Moon and principal planets, set in rotary motion and diminishing proportionately in size as they approach the summit of the structure. This erection is in itself really imposing, sumptuously decorated and put in movement in honour of her, who gave birth to the God of Charity. But its functions recall to mind the famed car of Jagannath.

—(*Memoirs of Henrietta Caraciolo, P. 21.*)

১। "The Buddhist Festival is evidently adopted from the Hindu Festival of Jagannath, in honour of Jagannath and his brother Balaram, and the Kumari representing their sister. Subhadra."—(Oldfield's Sketches from Nepal. Vol. II., P. 316.)

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥

যদিও এখানে রথ, সারথি প্রভৃতি শব্দ রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি রথের অস্তিত্ব ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, রথ প্রাচীনকালের রাজন্যবর্গের যুদ্ধাদিতে ব্যবহৃত যান বিশেষ। শ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণ-গ্রন্থেও যুদ্ধাদিতে রথের ব্যবহারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনের রথের সারথি হইয়াছিলেন। বেদে বিষ্ণু ও সূর্যের রথের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বিষ্ণুর রথারোহণ-উৎসব যে হিন্দুগণ বৌদ্ধগণের অনুকরণে করিয়াছেন, ইহার কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ নাই। শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীভবিষ্যপুরাণ, শ্রীস্কন্দপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের রথারোহণের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে, সত্যযুগে অর্থাৎ বুদ্ধদেবের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্বে শ্রীপ্রহ্লাদ প্রথমে মহাবিষ্ণুর রথ টানিয়াছিলেন; তৎপরে দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্বগণও এই রথযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে[১] উত্থান-একাদশীতে শ্রীহরির উত্থানান্তে রথযাত্রার বিধান আছে। কিন্তু আষাঢ়-মাসে পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বিতীয়া-তিথিতেই শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার বিধি। পুরীর রথযাত্রা এক বিরাট্ ব্যাপার। অতি প্রাচীনকাল হইতে সমগ্র ভারতের, এমন কি, সমগ্র পৃথিবীর, ধর্মপ্রাণ লক্ষ লক্ষ নরনারী এই রথযাত্রা-উৎসব-দর্শনের জন্য পুরীতে সমবেত হইতেন এবং এখনও হইয়া থাকেন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অগণিত গৌড়ীয়-ভক্তগণের সহিত প্রতিবৎসর এই

১। বি ১৬।৩৩৮-৮৭

রথযাত্রা-মহোৎসব দর্শন এবং রথের সম্মুখে সাতটি সংকীর্তন-সম্প্রদায় রচনা করিয়া উদ্দণ্ড-নৃত্য-কীর্তন করিতেন।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন ভক্তগণের সহিত রথাগ্রে নৃত্য করিতেন, তখন স্বয়ং মহারাজ প্রতাপরুদ্র স্বর্ণসম্মার্জনীদ্বারা রথের পথ পরিষ্কার করিতেন, —ইহা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল-রূপগোস্বামিপ্রভুঃ শ্রীরথাগ্রে নর্তনকারী শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য দর্শন আকাঙ্খা করিয়াছেন,—

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি-নীলাচলপতে-
রদভ্র-প্রেমোর্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥

শ্রীজগন্নাথের রথ টানিবার সময় রথের চাকার নীচে পড়িয়া প্রাণ-বিসর্জন * ধর্মোন্মত্ত নর-নারীর মধ্যে একসময় খুবই দেখা যাইত। হৃদয়ের সহজ অনুরাগটি অনুকরণমূলক কৃত্রিমতায় পরিণত হইলে তাহাই 'ধর্মোন্মত্ততা' নাম ধারণ করে। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী 'কৃষ্ণসেবা-লাভ হইল না, সুতরাং এই প্রাণপতঙ্গ ধারণ করা বৃথা'—এই সহজ আর্তি ও দৈন্যে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণবিরহে রথচক্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য-সিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদের এই বিপ্রলম্ভময়ী চিত্তবৃত্তি ফলভোগকামিগণের ভোগময় বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্-ভূমিতে অবস্থিত। নশ্বর ও সকাম পুণ্যের আশায় কতকগুলি মূর্খ লোক রথের চাকার নীচে প্রাণ-বিসর্জনের

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবস্য প্রথমাষ্টকম্—৭

* এ-সম্বন্ধে "Puri Gazetter-এ (1929) ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে Bruton, ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে Bernier ও ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে Alexander Hamilton নামক প্রত্যক্ষদর্শী পর্যটকগণের প্রদত্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

যত্ন করিত। ইহা যে কেবল ভারতে প্রচলিত ছিল তাহা নহে, তথাকথিত সুসভ্য য়ুরোপের সিসিলীদ্বীপেও রথযাত্রার সময় ঐরূপ বীভৎস ও নির্মম কাণ্ড হইত।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান এই যে, আষাঢ় মাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রার অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীবলরামের সহিত শ্রীজগন্নাথ-দেবকে রথে আরোহণ করাইয়া এই উৎসব করিতে হয়। যদি এই তিথিতে পুষ্যা-নক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলেও উক্ত তিথিতেই ইহার অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। এই স্থলে কেবল তিথিরই প্রাধান্য, অধিকন্তু নক্ষত্রযোগ হইলে বিশিষ্ট গুণ হইবে মাত্র। এই দিন নানাবিধ উৎসব ও ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হয়। শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীবলরামের সহিত শ্রীজগন্নাথদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া যাত্রা বিধেয়। পরে সাত দিন এই রথ নদীতীরে রাখিয়া, অষ্টম দিনে নানাপ্রকার ভূষণাদি-দ্বারা সজ্জিত করিয়া নবম দিনে পুনর্যাত্রা করিতে হয়। শ্রীবিষ্ণুর দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা অতি দুর্লভ ও মুক্তি-প্রদায়িনী।

আষাঢ়স্য দ্বিতীয়ায়াং রথং কুর্যাদ্‌বিশেষতঃ।
আষাঢ়শুক্লৈকাদশ্যাং জপ-হোম-মহোৎসবম্‌॥
রথস্থিতং ব্রজন্তং তং মহাবেদীমহোৎসবে।
যে পশ্যন্তি মুদা ভক্ত্যা বাসস্তেষাং হরেঃ পদে॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং প্রতিজ্ঞাতং দ্বিজোত্তমাঃ।
নাতঃ শ্রেয়ঃপ্রদো বিষ্ণোরুৎসবঃ শাস্ত্রসম্মতঃ॥[১]

অর্থাৎ আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা করিয়া বিশেষতঃ শুক্লা একাদশীর দিন পুনর্যাত্রা করিতে হইবে। এই দিন জপ ও হোমাদি-

১। শ্রীপদ্মপুরাণ

মহোৎসব বিধেয়। এই মহোৎসবে যাঁহারা শ্রদ্ধা ও আনন্দ-সহকারে বিষ্ণুকে রথে বা গমন-সময়ে দর্শন করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে। অতএব হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এই শ্রীবিষ্ণুর উৎসব শাস্ত্রসম্মত এবং ইহা অপেক্ষা পরম মঙ্গলপ্রদ আর কিছুই নাই।

হেরা-পঞ্চমী

শ্রীরথযাত্রার পরের পঞ্চমীকে 'হেরা-পঞ্চমী' বলে। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীজগন্নাথের অন্বেষণে গুণ্ডিচাতে গিয়া শ্রীজগন্নাথকে হেরিয়া (দেখিয়া) আসেন; এজন্য উৎকলদেশীয় লোকেরা ঐ দিনকে 'হেরা-পঞ্চমী' বলে। ঐ দিন শ্রীজগন্নাথকে হারাইয়া শ্রীলক্ষ্মী তাঁহাকে খুঁজিতে যান বলিয়া উৎকলের কোন কোন সম্প্রদায় উহাকে 'হারা-পঞ্চমী'ও বলে। আবার কেহ কেহ 'হোরাপঞ্চমী' বলেন। 'হোরা'-অর্থে গমন করা। উক্ত পঞ্চমীতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীমন্দির হইতে বাহিরে বিজয় (গমন) করেন; এজন্য ইহাকে 'হোরাপঞ্চমী' বলে। শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে (১০।৬৫) ইহাকে **'হোরামহোৎসব'** বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ উক্ত উৎসবকে 'শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসব' বলিয়া লিখিয়াছেন।

'হেরা-পঞ্চমী' তিথিতে শ্রীযমেশ্বর শিব ও দেবদাসীগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবী নরেন্দ্রসরোবরের তীরে তীরে গুণ্ডিচা মন্দিরের প্রথম দ্বারে উপস্থিত হন। শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দেখিয়া শ্রীজগন্নাথের সেবক দয়িতাগণ শ্রীজগন্নাথের ভোগমন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী রাগান্বিতা হইয়া মন্দিরের বাহিরে চলিয়া আসেন এবং শ্রীজগন্নাথের রথের একটি কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া দেন। তৎপর শ্রীলক্ষ্মীদেবী হেরাগোহিরীসাহীর মধ্যে বিজয় করিলে তথায় তাঁহার ভোগ হয়।

তথা হইতে তিনি শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীজগন্নাথ যেদিন 'বাহুড়া' বিজয় (পুনর্যাত্রা, উল্টারথ) করেন, সেদিন রথ ফিরিয়া আসিয়া রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপনীত হইলে শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহার দাসীগণ-সহ পাল্কীতে করিয়া তথায় উপস্থিত হন। শ্রীজগন্নাথের মালা শ্রীলক্ষ্মীদেবীর গলদেশে প্রদত্ত হইলে শ্রীলক্ষ্মী 'বন্দাপনা' (তণ্ডুল, দূর্বা ও প্রদীপদ্বারা শ্রীজগন্নাথের আরাত্রিক) করিয়া রথ-পরিক্রমান্তে শ্রীমন্দিরে বিজয় করেন।

ঝুলন-যাত্রা

পবিত্রারোপণী একাদশীর পূর্বদিবস হইতে শ্রীবলদেব-পূর্ণিমার (উৎকলে 'গহ্ম'-পূর্ণিমা) পরদিন প্রতিপদ পর্যন্ত সাতদিন মুক্তিমণ্ডপে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীমদনমোহনের শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-সরস্বতী-সহ ঝুলনোৎসব হইয়া থাকে। এই সময়ে শ্রীশ্রীমদনমোহনের বিভিন্ন-প্রকার শৃঙ্গারাদি হয়।

দোলযাত্রা

ফাল্গুনী দশমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত দোলযাত্রা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যাধূপের পর শ্রীশ্রীদোলগোবিন্দ ভগবান্ স্বরূপশক্তি শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-সরস্বতীর সহিত মণিখচিত বিমানে আরোহণ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বল্লভের দ্বারদেশ পর্যন্ত বিজয় করেন এবং তথা হইতে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। দোলপূর্ণিমার পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে দোলমণ্ডপের অগ্নিকোণে 'বহ্ন্যুৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীদোলগোবিন্দ শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীসরস্বতীকে সঙ্গে লইয়া বিমানারোহণে দোলমঞ্চে বিজয় করেন এবং হস্তিদন্ত-নির্মিত দোলায় অধিষ্ঠিত হন। এই সময় শ্রীমূর্তি আবীর-রঞ্জিত হ'ন। শ্রীমন্দিরের উত্তরদিকে লক্ষ্মীবাজারের সন্নিকটে দোলমঞ্চ বিরাজিত। সন্ধ্যার পর শ্রীদোলগোবিন্দ বিমানে আরোহণ করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন।



চতুর্দশ বৈভব

নব-কলেবর

সাধারণতঃ প্রতি দ্বাদশ বৎসরান্তে শ্রীবিগ্রহগণ নবকলেবরে প্রকটিত হন। কিন্তু এই নিয়ম সকল সময় ঠিক থাকে না। যে বৎসর আষাঢ় মাসে দুইটি পূর্ণিমা বা পুরুষোত্তম মাসের * (স্মার্তগণের কথিত মল-মাসের) সঞ্চার হয়, কেবল সেই সময়ই শ্রীনীলাদ্রিমহোদয়ের (৩৮শ অ) বিধানানুযায়ী শ্রীদারুব্রহ্মের নব-কলেবর-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

নীলাদ্রিমহোদয়ে উক্ত হইয়াছে,—যে-বৎসর আষাঢ় মসে পুরুষোত্তম মাস (মলমাস বা অধিমাস) হইবে, ঐ বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে শুভদিনে শুভলগ্নে রাজ-আজ্ঞায় বিদ্যাপতি-বংশীয় ও বিশ্বাবসু-বংশীয়

---

* চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটি করিয়া মাস বাদ দিতে হয়। সেই মাসটির নাম 'অধিমাস'। সূর্যসিদ্ধান্তে (মধ্যমাধিকারে ৩৮-৩৯ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে,—"ষড়্‌বহ্নিত্রিহুতাশাঙ্কতিথয়শ্চাধিমাসকাঃ। * * * খচতুষ্ক-সমুদ্রাষ্টকুপঞ্চ রবিমাসকাঃ ॥" অর্থাৎ এক মহাযুগে অধিমাস ১৫৯৩৩৩৬ ও রবিমাস ৫১৮৪০০০০। অতএব রবিমাসে মাসাদি ৩২।১৬।৪ অন্তর একটি একটি অধিমাস হয়। লৌকিক স্মার্তগণ অধিমাস 'মলমাস' বলিয়া সর্বশুভকার্য হইতে বহির্ভূত এবং 'মলিম্লুচ' অর্থাৎ মলিন মাস প্রভৃতি নামে পরিচিত করিয়া অধিমাস অত্যন্ত ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এদিকে সাত্বত স্মৃতিসমূহ পরমারাধ্য পরমবিধিসম্পুটিত পরমার্থ শাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থ-কার্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশীর্ষস্থানীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এমন কি, বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘাদি মহাপুণ্য মাস অপেক্ষাও এই অধিমাসকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া এই মাসের নাম 'পুরুষোত্তম মাস' দিয়াছেন। গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—আমি যেরূপ এই জগতে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই অধিমাসও তদ্রূপ লোকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত হইবে।

নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিগণ দারু-অন্বেষণার্থ পবিত্র অরণ্যে গমন করিবেন। তাঁহাদের সহিত রাজপ্রতিনিধি কোন ব্যক্তি, চতুর্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, রাজ-পুরোহিত ও শিল্পবিদ্যা-নিপুণ শ্রেষ্ঠ সূত্রধরগণ শ্রীজগন্নাথদেবের আজ্ঞা-মালায় ভূষিত হইয়া যজ্ঞ-সম্ভারসহ গমন করিবেন। তথায় চতুঃশাখা-যুক্ত, সরল, কীট-পতঙ্গাদির দংশন-বর্জিত, বৃহৎসর্প-সমাকীর্ণ, আয়ত নিম্ব-দারু সংগ্রহ করিবেন। তাহার মূলদেশ গোময় জলের দ্বারা লেপন করিয়া চন্দন-জলের প্রোক্ষণ করিবেন। গরুড়ারূঢ় জগদীশের ধ্যান ও পূজা করিয়া দৃঢ়ভক্তি-সহকারে তিন দিন বা একদিন উপবাসী থাকিবেন। পরে রাত্রিতে স্বপ্নে ভগবদনুকূল বিষয় দর্শন পাইবেন। ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর বেদাধ্যয়নে নিরত থাকিবেন, সর্বদা শ্রীজগদীশের নাম-সংকীর্তন করিবেন, কোন কোন সাধু মন্ত্ররাজের জপ করিতে করিতে ব্রত সমাপন করিবেন। পরদিন প্রভাতে নিত্যকর্মান্তে ব্রত সমাপনপূর্বক ভগবৎ-পূজা করিয়া দৃঢ়ভক্তি-সহকারে সকলেই হবিষ্য গ্রহণ করিবেন। পূজার বিধান এইরূপ,—অগ্রে শ্রীজগন্নাথের পীঠাবরণদেবতা গণেশের পূজা, পরে দুর্গা, শঙ্কর, সূর্য ও ভগবান্ শ্রীজগন্নাথের অর্চন করিবেন। তৎপর বরুণের পূজা করিয়া দেশ-কালজ্ঞ ব্যক্তি যত্নপূর্বক স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিবেন এবং আচার্য ও ব্রহ্মার বরণ-পূর্বক সেই মন্ত্ররাজদ্বারা ভগবৎ-সান্নিধ্যের উদ্দেশ্যে হোম করিবেন। 'পাতালনরসিংহ'-মন্ত্রে দুই সহস্র-বার আহুতি দিবেন, অযুত বা নিযুতবার সমিৎদ্বারা হোম করিবেন এবং ভক্তিভরে পূর্ণাহুতি দিয়া আচার্য ও ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিবেন।

আচার্য বৃক্ষের নিকটে গিয়া মন্ত্ররাজের জপপূর্বক চন্দন ও পুষ্পদ্বারা কুঠারের পূজা করিবেন। ব্রাহ্মণগণ তখন চারিদিকে বেদচতুষ্টয় পাঠ করিতে থাকিলে আচার্য স্বয়ং কুঠারদ্বারা দারু ছেদন করিবেন। অনন্তর সূত্রধরগণ মহোৎসব-সহকারে সেই মহাদারুকে ছেদনপূর্বক নামকীর্তনের

সহিত পাতিত করিবেন। দারু পতিত হইলে উহাকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করিবেন। প্রথমে জগদীশের দুইখণ্ড, পরে বলদেবের দুইখণ্ড, সুভদ্রার দুইখণ্ড ও সুদর্শনের একখণ্ড; মাধবের একখণ্ড ও সকলের নিমিত্ত অধিক দুইখণ্ড কল্পনা করিবেন। এইরূপে দ্বাদশখণ্ড লইয়া তাহাদিগকে চতুষ্কোণ করিবেন; শাখা, পত্র ও বল্কলাদি যাবতীয় খণ্ড একটি সুদীর্ঘ গর্তে প্রোথিত করিবেন। চতুশ্চক্রবিশিষ্ট একটি যানে ঐ দারুগুলি ভক্তি-সহকারে স্থাপনপূর্বক দিব্য, সূক্ষ্ম ও সুশোভন বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন ও পট্ট-রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ছত্রধারণ ও চামরব্যজন করিতে করিতে আনয়ন করিবেন। সন্ধ্যাকালেও পূর্ববৎ উপচারদ্বারা পূজা করিবেন। পরমেশকে শীতল দ্রব্যের ভোগে তুষ্ট করিবেন। এইরূপে প্রতিদিন জগদীশের পূজা করিবেন। প্রাসাদের উত্তরে দিব্য গৃহমধ্যে সেই দারু-সমূহের সংস্থাপন করিবেন। শুভদিনে, শুভমুহূর্তে ও শুভলগ্নে শ্রীমূর্তির নির্মাণ আরম্ভ করাইবেন। অনন্তর বরুণের পূজা করিয়া বিদ্যাপতি ও বিশ্বাবসুর বংশীয়গণকে বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, মালা প্রভৃতিদ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া পরিতোষ করিবেন; শিল্পিগণকেও সেইরূপ সম্মান করিবেন।

নব-কলেবর-উৎসবের বিবরণ প্রতিবারেই মাদলাপাঞ্জীতে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। দেউলকরণগণ এইরূপ বলেন,—শ্রীশ্রীদারুব্রহ্মের লোক-হিতার্থ প্রাকট্যলীলার মাধুর্য-পোষণ-কল্পে তাঁহার নব-কলেবর-উৎসবরূপ একটি ভক্ত্যঙ্গ তাঁহারই স্বরূপশক্তি যোগমায়াদ্বারা সাধিত হইয়া ভক্ত-গণের আনন্দবর্ধন এবং দুরিত জীবের কল্যাণসাধন করিয়া থাকে। যোগমায়া-দ্বারা সমাবৃত এই রহস্য মানব-যুক্তির দুরধিগম্য। এজন্য হৃদয়হীন মস্তিষ্কের বিচারদ্বারা পরিচালিত ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও জাগতিক আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় শ্রীদারুব্রহ্মের সেই করুণাময়ী লীলা বুঝিতে পারে না।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী বা তাহার সমসাময়িক কাল হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীনব-কলেবরের ইতিহাস পাওয়া যায়। পরবর্তিকালে অর্থাৎ গত প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে ১৮৫৩, ১৮৭৭, ১৯০৪, ১৯৩১ ও ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে নবকলেবর সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থানকালে জনৈক পূর্ববঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ-কবির সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামিপাদ বলিয়াছিলেন[১],—

পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁরে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায়॥
পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য-চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র-জীব স্ফুলিঙ্গ-সমান॥
দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে, তা'র এই গতি॥
আর এক করিয়াছ পরম 'প্রমাদ'।
দেহ-দেহী-ভেদ ঈশ্বরে কৈলা 'অপরাধ'॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ॥

পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ শ্রীদারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথের দেহ-দেহী-ভেদ না থাকায় তাঁহার শ্রীনব-কলেবর-প্রকট-লীলা কর্মফলবাধ্য ক্ষুদ্র জীবের সম্বন্ধে কথিত শ্রীগীতোক্ত জীর্ণ-শরীর পরিত্যাগ-পূর্বক কর্মফল-প্রাপ্ত পরজন্মে নূতন দেহ ধারণের ন্যায় নহে। শ্রীদারুব্রহ্মের এই নব-কলেবর-ধারণ তাঁহারই পতিতপাবনী ও জীবমঙ্গল-বিধায়িনী ইচ্ছাময়ী লীলাশক্তি যোগমায়ার (কাকটপুরস্থ মঙ্গলাদেবীর) দ্বারা সাধিত হয়। জীবের

১। চৈ চ অ ৫।১১৮—১২২

ভাগ্য, অধিকার, চিত্তের নির্মলতা, অপরাধের তারতম্য ও সদ্ভাব-অনুযায়ী শ্রীদারুব্রহ্মের লীলার তাৎপর্য উপলব্ধির বিষয় হয়। অপরাধ-যুক্ত-চিত্তে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, লৌকিক শ্রদ্ধারও আভাস নাই। এজন্য অপরাধময়ী চিত্তবৃত্তি যোগমায়া-স্বরূপিণী মঙ্গলাদেবীর প্রত্যাদেশ এবং শ্রীমহাদারুর অধিষ্ঠান-সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুতর্ক ও সংশয় উপস্থিত করিয়া থাকে। আবার শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকাভিমানী যাহারা ভক্তি-হীন ও অপরাধময় চিত্তে কেবল গতানুগতিকভাবে সেবার অভিনয় করে, তাহাদের হৃদয়েও সুদৃঢ় বিশ্বাস না থাকায়, তাহারা মঙ্গলাদেবীর স্বাভাবিক প্রত্যাদেশ বা স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেবের অচিন্ত্য ইচ্ছা ও লীলা-শক্তির যোগে প্রকটিত শাস্ত্রীয় লক্ষণাক্রান্ত মহাদারুর অবতারকে কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা স্থাপন করিবার চেষ্টাযুক্ত হইতে পারে। ইহাতে বস্তুতঃ শ্রীদারুব্রহ্মের অপ্রাকৃতত্বের হানি হয় না; কেবলমাত্র আধ্যক্ষিকতাই অপরাধী হইয়া থাকে।

মাদলাপাঞ্জীতে বর্ণিত বিবরণানুসারে জানা যায়, শ্রীজগন্নাথদেবের সর্বপ্রধান সেবক গজপতি পুরীরাজ (যিনি ভগবদ্ভক্তিতে নিষ্ণাত ও অপ্রাকৃত বাৎসল্যরস-নিবন্ধন সর্বদাই শ্রীদারুব্রহ্মের সুখচিন্তায় ব্যস্ত, সুতরাং শ্রীদারুব্রহ্মের রক্ষণাবেক্ষণে অভিনিবিষ্ট) ভিতরছোঁ-মহাপাত্রকে (গর্ভমন্দিরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান সেবক এবং জয়বিজয়-দ্বারের মুদ্রা পরীক্ষককে) শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শ্রীদারুব্রহ্মের শ্রীনবকলেবর প্রাকট্যের ইচ্ছা-লীলার বিষয় জানিতে পারেন, তখন ভক্তরাজ দয়িতাপতি সেবকগণকে নব-কলেবরার্থ মহাদারু আনয়ন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেই নির্দেশের নিদর্শন স্বরূপ দয়িতাপতি-সেবকের মস্তকে শাড়ী বা শিরোপা (অর্থাৎ প্রসাদী পট্টবস্ত্র) বন্ধন করিয়া দেন। সেই দয়িতাসেবক দারুর অনুসন্ধানার্থ

বিশেষ সংযত ও পবিত্রভাবে বহির্গত হইয়া সর্বপ্রথমে পুরীজেলার অন্তর্গত **'কাকটপুরস্থ' মঙ্গলাদেবীর** মন্দিরে উপস্থিত হন। তথায় উপবাসমুখে পূজা, হোম ও প্রার্থনাদি সম্পাদন করিয়া শ্রীদারু-চতুষ্টয়ের অবস্থিতির স্থান-সম্বন্ধে নির্দেশ-মূলক প্রত্যাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত শরণাগত হইয়া তথায় অবস্থান করেন। অনেক সময় স্বপ্নযোগেই প্রত্যাদেশ লাভ হয়। দয়িতাপতি-সেবকগণ এইরূপ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া প্রধান পুরোহিত, দেউলকরণ ও অন্যান্য সেবকগণকে সঙ্গে লইয়া উক্ত নির্দেশ-অনুযায়ী দারুর অনুসন্ধানে যাত্রা করেন। যথাস্থানে উপনীত হইয়া তাঁহারা সেই নিম্ব-মহাদ্রুমে সূতসংহিতা-শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। সূতসংহিতোক্ত লক্ষণমতে শ্রীজগন্নাথদেবের দারু ঈষৎ কৃষ্ণাভ, শ্রীবলভদ্রের দারু শ্বেতাভ এবং সুভদ্রার দারু ঈষৎ রক্তাভ হইবে। সেই সকল দারুতে শঙ্খ, চক্র, গদা অথবা পদ্মের চিহ্ন থাকিবে। প্রত্যেকটি দারুর তিন, পাঁচ বা সাতটি শাখা এবং বৃক্ষের স্বাদ তিক্ত না হইয়া ঈষৎ মিষ্ট হইবে। ইহাতে কোন পক্ষীর বাসা থাকিবে না। দারুর মূলদেশে বল্মীকের অভ্যন্তরে সর্পের বাসা থাকিবে; দারু, হয় তিনটি পর্বত, অথবা তিনটি নদীর, নতুবা তিনটি পথের সংযোগ-স্থলে অবস্থান করিবে—ইত্যাদি লক্ষণসমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়া সেবকগণ শাস্ত্রবিধানানুযায়ী পূজাদি সম্পাদনপূর্বক প্রথমে স্বর্ণ কুঠার, তৎপরে রৌপ্য কুঠার ও তৎপরে লৌহ কুঠারের দ্বারা দারু ছেদন করেন এবং তথায়ই অন্য নিম্ব বৃক্ষের দ্বারা শকট নির্মাণ করিয়া মহাদারুকে যথাশাস্ত্র পট্টবস্ত্রদ্বারা আবরণ ও অর্চনাদি করিয়া উক্ত শকটে স্থাপনপূর্বক সেবক-মণ্ডলীদ্বারা টানিয়া নানা-মঙ্গল-বাদ্যযন্ত্রমুখর হরি-সংকীর্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন গ্রাম হইতে সংকীর্তন-শোভাযাত্রার সহিত শ্রীদারুব্রহ্মের সেবার জন্য

বিচিত্র ভোগসম্ভার ও লোকসংঘট্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্থানে স্থানে মহাদারু বিচিত্র ভোগাদি-সম্ভার ও সংকীর্তনদ্বারা সম্পূজিত হইয়া ক্রমশঃ শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের উত্তরদ্বারের পথ দিয়া বৈকুণ্ঠের * অভ্যন্তরে অর্থাৎ যে-স্থানে রাজ-সূত্রধরগণ শ্রীমূর্তি-প্রাকট্যসেবা করেন, সেই স্থানে উপনীত হন।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত নবকলেবরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

[জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী প্রাচীন সেবকের নিকট হইতে সংগৃহীত]

'এই বৎসর যুগ্ম মিথুন মাস হইবে (অর্থাৎ আষাঢ় মাসে দুইটি পূর্ণিমা বা পুরুষোত্তম মাসের সঞ্চার হইবে) এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথের নব-কলেবর হইবে'—এই সংবাদ রাজ-জ্যোতিষী হইতে অবগত হইয়া ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে (অর্থাৎ ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষভাগে) পুরীর মহারাজ, স্থানীয় প্রবীণ পাণ্ডাগণ, প্রসিদ্ধ মঠ-সমূহের মহান্তগণ, বিশ্বাবসুবংশীয় দয়িতাগণ, বিদ্যাপতি (শ্রীকাশীনাথ পতি-মহাপাত্র) ও ছত্তিশাপাট (সর্ববর্ণের জনসাধারণ) প্রভৃতিকে ডাকাইয়া এক সভার অধিবেশনে নব-কলেবরের করণীয় সর্ববিষয় স্থির করেন এবং ভিতরছোঁ-মহাপাত্রকে (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মহাপাত্রকে), বিশ্বকর্মা (সূত্রধর) ও দয়িতাগণকে শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী শাড়ী মাথায় বাঁধিয়া দিবার জন্য আদেশ দেন। রাজার আদেশানুযায়ী ভিতরছোঁ-মহাপাত্র সকলকে শাড়ী ও দয়িতাপতি শ্রীগোবিন্দদাসকে শ্রীবলরামের আজ্ঞামালা প্রদান করেন। কথিত হয়, দয়িতাপতিগণ পুরীস্থ বাসেলীদেবীকে পূজা করিয়া নব-কলেবরের জন্য তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ২৬শে চৈত্র, ১৯৫০

* কৈবল্য বৈকুণ্ঠ—কিংবদন্তি এইস্থানে পূর্বে শ্রীনীলমাধব ছিলেন

খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল, কৃষ্ণা সপ্তমী রবিবারে দয়িতাপতি ১৯—জন, বিশ্বকর্মা (সূত্রধর)—৪ জন, লেঙ্কা (শ্রীসুদর্শনচক্র-বহনকারী)—১ জন, দেউলকরণ (টাকা-পয়সার হিসাবরক্ষক)—১ জন, উৎকল ব্রাহ্মণ—৫জন সিপাহী—১ জন ও অন্যান্য সেবক মিলিয়া প্রায় ৫০ জন শুভলগ্নে ও শুভক্ষণে রাজাজ্ঞা ও রাজগুরুর প্রদত্ত গুবাক (মাঙ্গলিক দ্রব্য) হস্তে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দণ্ডবৎপ্রণামপুরঃসর তাঁহার নাম কীর্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দির হইতে শুভ যাত্রা করেন। তাঁহারা সেই দিন **শ্রীজগন্নাথবল্লভ** গিয়া রাত্রি যাপন করেন। দুইটি গো-শকটে যজ্ঞের দ্রব্যসম্ভার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও তাঁহাদের সঙ্গে আসে। এ বৎসর শ্রীজগন্নাথবল্লভে দুই রাত্রি অবস্থান করিয়া (সাধারণতঃ শ্রীজগন্নাথবল্লভ হইতে পরদিন উষঃকালেই যাত্রা করিবার নিয়ম) পর-দিন ২৮শে চৈত্র, ১১ই এপ্রিল মঙ্গলবার উষঃকালে শ্রীশ্রীজগবন্ধুর নাম কীর্তন ও স্মরণ করিতে করিতে সর্ববিপদ-ধ্বংসকারী শ্রীসুদর্শনচক্রকে অগ্রে করিয়া তথা হইতে সকলে **কাটকপুরস্থ শ্রীমঙ্গলাদেবীর** উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

কাকটপুরে উপস্থিত হইয়া সকলে দুইদিন যাবৎ শ্রীমঙ্গলার মন্দির মার্জন করেন। দয়িতাপতি-শ্রীগোবিন্দদাস দুইদিন উপবাস-ব্রত ধারণ করিয়া দেবীর প্রত্যাদেশের অপেক্ষা করেন। কিন্তু কোন প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত না হওয়ায় তাঁহারা তথা হইতে প্রাচী নদীর তীরে দেউলীমঠে গমন করেন। যে দিন তাঁহারা দেউলীমঠে উপস্থিত হইলেন, সেই রাত্রেই দয়িতাপতি-শ্রীগোবিন্দ দাসের প্রতি শ্রীমঙ্গলার স্বপ্নাদেশ হয়,—"প্রাচী নদীর নিকট কোন মহাদারুর সন্ধান পাইবে না, কুশভদ্রার নিকট সমস্ত দারু পাওয়া যাইবে।" অনন্তর সকলে কুশভদ্রা নদীর তীরে অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রায় তিনক্রোশ

দূরে এক শ্রীবিষ্ণুমন্দির (শ্রীনীলমাধবের মন্দির) প্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থান করেন। তথা হইতে ১৫ জন সেবক চতুর্দিকে মহাদারুর অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে ৬দিন পরে কুশভদ্রা নদীর ন্যূনাধিক একক্রোশ দক্ষিণে জলালপুর গ্রামে এক শিব-মন্দিরের নিকটে **শ্রীসুদর্শনের** নিম্বদারুবৃক্ষ আবিষ্কৃত হইল। শ্রীসুদর্শনের দারুর নিদর্শন এইরূপ ছিল—পলাশ, বরুণ, শাল ও বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষ শ্রীসুদর্শনদারুর চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়া ছিল। উক্ত বৃক্ষের সন্নিকটেই বল্মীকের স্তূপ (উঁই-এর ঢিপি) ও তথায় সর্প অবস্থিত ছিল। উহার নিকটে একটিই জলকূপ এবং প্রায় ৩০ হাত দূরে একটি পুষ্করিণী ছিল। সুদর্শন-দারুর গাত্রে সুদর্শন-চিহ্ন এবং বৃক্ষটির বর্ণ শ্বেত ও উহাতে তিনটি শাখা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বৃক্ষে কোন পক্ষীর বাসা ও কোন প্রকার কলঙ্ক ছিল না। নীলাদ্রিমহোদয় প্রভৃতি শাস্ত্রে সুদর্শন-দারুর যে সকল লক্ষণ লিখিত আছে, তাহা সমস্তই উক্ত বৃক্ষে পূর্ণভাবে প্রকটিত ছিল। সেই দারুর আবিষ্কারের সংবাদ তৎক্ষণাৎ মাধব-মন্দিরে অবস্থানকারী অবশিষ্ট সেবকগণের নিকট প্রেরিত হইলে তথা হইতে তাঁহারা দারুস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীমঙ্গলাদেবীর প্রত্যাদেশ ও কৃপা স্মরণ করিয়া প্রায় ১৫।১৬ জন সেবক পুনরায় মহাদারুর অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইয়া গেলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীযোগমায়ার কৃপায় দুইদিন পরে **শ্রীজগন্নাথদেবের** মহাদারুর সন্ধান মিলিল। কটক জেলায় জগৎসিংহপুর থানার অন্তর্গত খড়িহর-কানপুরগ্রামে সেই অপ্রাকৃত মহাদারু বিরাজমান ছিল। পঞ্চশাখা-বিশিষ্ট শঙ্খ-চক্র-চিহ্নিত কৃষ্ণবর্ণ নিম্ববৃক্ষ প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ এক উৎকলদেশীয় সাধুব্যক্তির দ্বারা পূজিত হইতেছিল।

বৃক্ষটি অরণ্যের মধ্যে কুশভদ্রা ও দেবী নদীর মধ্যস্থলে বিরাজমান ছিল। বৃক্ষের নিকটেই একটি বরুণ বৃক্ষ, বল্মীকের স্তূপ ও সর্পের আবাস ছিল। সর্পটির মস্তকে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নোপম একটি চিহ্ন উপস্থিত-সকলেই প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। শাস্ত্র-কথিত মহাদারুর অন্যান্য লক্ষণ এই দারুতে না পাওয়া গেলেও বিদ্যাপতি সেই কৃষ্ণবর্ণ নিম্ববৃক্ষের উপর পুরুষোত্তম হইতে আনিত আজ্ঞামালা স্থাপন করিয়া পুনরায় যে স্থানে শ্রীসুদর্শন-দারু আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেস্থানে (জলারপুর গ্রামে) ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পরদিন ১০।১২ জন ব্যক্তি পুনরায় অন্য মহা-দারুর অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া ৩ দিন পরে **শ্রীবলদেবের** শ্রীদারু তাঁহারই সঙ্গিনী-শক্তির কৃপায় সন্ধান করিতে পারিলেন। ঐ দারু কুশভদ্রানদীর তীরে পুরী জেলার বনমালীপুর-নোয়াপাটনা গ্রামে (থানা বালিপাটনা) এক শ্মশানের উপর অবস্থিত ছিল। বৃক্ষটির বর্ণ শ্বেত, তাহা সপ্তশাখা-বিশিষ্ট এবং হল ও মুষল-চিহ্নে চিহ্নিত। ঐ বৃক্ষের প্রায় ২০ হাত দূরে বল্মীকের স্তূপ ছিল, বৃক্ষের নিম্নভাগ সর্প বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। তথায় নিকটস্থ কৈবর্তগণ প্রায় ৭০।৮০ বৎসর যাবৎ ঐ বৃক্ষের পূজা করিতেছিল। বৃক্ষের উপর আজ্ঞামালা স্থাপন করিয়া দয়িতাপতি ও সেবকগণ সকলে পুনরায় জলারপুরে চলিয়া আসিলেন। তথা হইতে পুনরায় অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া দুইদিন পরে পুরীজেলার নূয়াহাট-দুর্গেশ্বর বাহারাণা গ্রামে (নিমাপাড়া থানার অন্তর্গত) প্রাচী নদী হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে **শ্রীসুভদ্রাদেবীর** কৃপায় তাঁহার দারুর সন্ধান পাওয়া যায়। বৃক্ষটি পঞ্চ-শাখা-বিশিষ্ট, রক্তবর্ণ ও শঙ্খ-চক্রে চিহ্নিত। নিকটে এই বরুণ বৃক্ষ, কয়েকটি ক্ষুদ্র বল্মীকস্তূপ ও সর্প দৃষ্ট হইয়াছিল। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলিল, ঐ গ্রামবাসী এক কুম্ভকার বহুদিন যাবৎ দুরারোগ্য সঙ্কটাপন্ন রোগে ভুগিতেছিল,

কোন ঔষধ ব্যবহারেই তাহার কোন কিছু ফল হয় নাই। সে এক রাত্রিতে অকস্মাৎ এক স্বপ্নাদেশ লাভ করিল। নিকটে যে এক সর্প-রক্ষিত রক্তবর্ণ নিম্ববৃক্ষ আছে, তাহা সাক্ষাৎ শ্রীসুভদ্রাদেবীর অবতার। সেই বৃক্ষমূলে গো-দুগ্ধ সেচন করিয়া উহার প্রসাদ গ্রহণ করিলে কুম্ভকার রোগমুক্ত হইবে। উক্ত কুম্ভকার পরদিনই সেই স্বপ্নাদেশ পালন করিয়া দীর্ঘকালের রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে। ইহা স্বয়ং কুম্ভকার নিজেও দারুর অনুসন্ধানকারী সেবকগণকে স্বমুখে জানাইয়াছিল।

প্রত্যেক মহাদারুর সম্মুখে তিন দিন করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। যজ্ঞান্তে উপবাসব্রতধৃক্ বিদ্যাপতি বাদ্যভাণ্ডসহ সংকীর্তন রোলের মধ্যে স্বর্ণকুঠার-দ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথের নাম স্মরণ করিয়া তাঁহার সেবার্থ দারু কর্তন আরম্ভ করেন। তৎপরে দয়িতাপতি রৌপ্যকুঠার-দ্বারা কর্তন করেন। ইহার পর বিশ্বকর্মা (সূত্রধর) লৌহকুঠারের দ্বারা দারু ছেদন করেন, অন্যান্য ব্রাহ্মণাদি সেবকগণ ছেদন করিবার পর দারু ভূতল-শায়ী হন। শাখা-প্রশাখা-পত্রাদি একটি গর্তের মধ্যে প্রোথিত করা হয়। বট-কাঠের চাকা, তেঁতুল-কাঠের ধূর ও বেল-কাঠের 'দণ্ডা'-(দুই পাশের মোটা কাঠ) যুক্ত ৪টি শকটে নববস্ত্রাচ্ছাদিত ৪টি দারু স্থাপন করিয়া বেতের দড়ি দিয়া টানিয়া আনা হয়। দারুর সহিত সংকীর্তন-শোভাযাত্রা পুরীর শ্রীমন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। দারু আনিবার সময় পথে পারিপার্শ্বিক গ্রামবাসিগণ ফলমূল ও বিভিন্ন পূজাসম্ভার লইয়া উপস্থিত হন; দয়িতাপতিগণ উহা ভোগ দেন। প্রত্যেক গ্রাম হইতে লোক-সংঘট্ট খোল, ঢোল, ঝাঁজর, করতাল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার বাদ্যসহ সংকীর্তন-শোভাযাত্রাকে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট করিয়া তোলে। প্রায় দুই তিন সহস্র লোক দারুর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া পঞ্চ দিবস হইতে অষ্টদিবসের মধ্যে শ্রীপুরুষোত্তমে উপনীত হয়।

প্রথমে শ্রীসুদর্শনের দারু, তৎপরে শ্রীবলরামের দারু, তৎপরে শ্রীসুভদ্রাদেবীর দারু এবং সর্বশেষে শ্রীজগন্নাথদেবের দারুর বিজয় হয়। সকল দারুই শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরের নিকট শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দিরের সন্নিধানে শুভাগমন করিলে রাজার নিকট সেই সংবাদ প্রেরিত হয়। রাজা হস্তী, চামর, পাখা, বিভিন্ন প্রকার বাদ্য-যন্ত্র ও বহু লোকজন-সহ গুণ্ডিচামন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেকটি দারুকে শ্রীমন্দিরের উত্তর দ্বার দিয়া **কৈবল্য-বৈকুণ্ঠে** দারুমণ্ডপে লইয়া আসেন।

স্নান-পূর্ণিমার পরদিন হইতে রাজা একশত আটজন ব্রাহ্মণ বরণ করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করেন এবং যজ্ঞ আরম্ভের দিন হইতে বিশ্বকর্মাগণকে (সূত্রধরগণকে) শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞা-বস্ত্র (শাড়ী) দিয়া নবকলেবরের প্রাকট্য-সেবার উদ্বোধন করেন। দারুমণ্ডপে নব-দারুচতুষ্টয় বিজয় করিলে তৎপূর্ববর্তী নবকলেবরের যে দারু আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা বিশ্বকর্মামণ্ডপে নীত হয় এবং সেইস্থানে বিশ্বকর্মা সূত-সংহিতার পদ্ধতি-অনুসারে শ্রীবিগ্রহের প্রাকট্য-সেবা করেন। কৈবল্য-বৈকুণ্ঠের সন্নিকটে দক্ষিণ পার্শ্বে **বিশ্বকর্মামণ্ডপ** নির্মাণ করিয়া যজ্ঞ ও বাদ্যসংযোগে নবকলেবরের প্রাকট্য-সেবা আরম্ভ করা হয়। ত্রয়োদশী তিথি পর্যন্ত ঐ সেবার পূর্ণাপ্তি এবং যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হয়। ঐ কয়েক দিন ব্রাহ্মণ ও দয়িতাগণকে ভোজন করান হয়।

আষাঢ়ী কৃষ্ণপক্ষীয়া চতুর্দশী (৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ; ১৪ই জুন, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ বুধবার) দিবস শ্রীভগবান্ পূর্বঘট পরিত্যাগ করিয়া নবঘটে অধিষ্ঠিত হন। ইহাকে **ঘটপরিবর্তন** বলে। সেই দিন সন্ধ্যা প্রায় ৮টা হইতে পরদিন মধ্যাহ্ন পর্যন্ত শ্রীমন্দিরের দ্বার-চতুষ্টয় বন্ধ থাকে।

চতুর্দশী-দিন ঘট-পরিবর্তনের জন্য নবকলেবর শ্রীমূর্তি-চতুষ্টয়কে বিশ্বকর্মা-মণ্ডপ হইতে বড়-দেউলাভ্যন্তরে বিজয় করাইয়া পূর্ব-কলেবর

ও নবকলেবরের সম্মুখীকরণ ও **ব্রহ্ম-স্থাপন** হয়। 'গুটিকোদর' শ্রীজগন্নাথের উদরস্থ **'ব্রহ্ম'**-নামীয় পদার্থ বার যব-পরিমিত স্থলে অবস্থান করেন, ঐ স্থানকে **'ব্রহ্মস্থলী'** বলে। ব্রহ্ম চন্দন-তুলসীতে নিমজ্জিত থাকেন। সেই তুলসী ও চন্দন বার বৎরের অধিককাল থাকিলেও মলিন হয় না ; ইহা একটি প্রধান বিশেষত্ব। চারিজন পতি-মহাপাত্র চারি-বিগ্রহের জন্য হস্ত পদ অতি সাবধানের সহিত বস্ত্রে আবৃত ও চক্ষু দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া গোপনে প্রাচীন শ্রীমূর্তির উদরাভ্যন্তর হইতে ব্রহ্মমাণ নবকলেবরের ব্রহ্মস্থলীতে অধিষ্ঠিত করেন। সেই সময় নানাবিধ দৈবিক উপদ্রব ও শঙ্কা পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যাপার আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে দর্শন করিলে অমঙ্গল ও মৃত্যু অনিবার্য। কথিত হয়, বর্ধমানের কোন ভূম্যধিকারী নব-কলেবর কিরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা চর্মচক্ষে দর্শন করিয়া কৌতূহল পরিতৃপ্তি করিবার ইচ্ছায় প্রধান পাণ্ডাকে অনেক অর্থ প্রদান করিয়া স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে উক্ত ভূম্যধিকারী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ব্রহ্ম ব্রহ্মস্থলীতে অধিষ্ঠিত হইবার পর নবকলেবর ষোড়শোপচারে পূজিত হন। দয়িতাগণ পূর্ব-বিগ্রহগণকে শকটে করিয়া দক্ষিণ দ্বার দিয়া শ্রীমন্দিরের বহির্দেশে উত্তর পার্শ্বে **কৈবল্য-বৈকুণ্ঠে** লইয়া আসেন। পূর্ববিগ্রহগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, পার্শ্বদেবতাগণ, রথ, সারথি ও অশ্বগণ-সহ পূর্ব-কলেবরকে **মাধবনাট্যার** মধ্যে স্থাপন করা হয়। লোকাচারানুকরণে বিশ্বাবসুবংশীয় দয়িতাসেবকগণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন তাঁহারা কৃষ্ণা চতুর্দশী হইতে দশদিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন এবং একাদশাহে (৯ই আষাঢ়, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ ; ২৪শে জুন, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ) শুক্লা নবমী তিথিতে বড়দেউল হইতে তৈলমর্দন-পূর্বক মার্কণ্ডেয়সরোবরে ক্ষৌরকার্য ও স্নানাদি সমাপন করিয়া রাজপ্রদত্ত নূতন বস্ত্র পরিধান করেন

এবং মন্দিরে আসিয়া শান্তি-উদক পান করেন। দ্বাদশাহে (১০ই আষাঢ়, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ; ২৫শে জুন, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ রবিবার) শুক্লা দশমী তিথিতে ষোল-শাসনের ব্রাহ্মণ, শ্রীক্ষেত্রের সাতসাহীর ব্রাহ্মণ ও ছাত-শানিযোগ সেবাইতগণকে রাজা মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। পুরীর রাজা ব্যতীত বিভিন্নমঠের মহান্ত, সেবাইত ও দয়িতাপতিগণও ইহার কিছু কিছু ব্যয়ভার বিভিন্ন আকারে বহন করেন। সেইদিন মন্দিরের মধ্যে প্রায় ৬।৭ হাজার ব্যক্তি মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। শুনা যায়—গতবৎসর (১৯৫০ খৃষ্টাব্দ) পুরীর রাজা তিন মণ ঘৃত এবং ব্রাহ্মণ ও দয়িতাগণের জন্য বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। মঠের মহান্তগণ প্রায় তিনশত 'বাইহাণ্ডি' মহাপ্রসাদ ও দেড়হাজার 'কুডুআ' ডাল-তরকারীর ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

আষাঢ় কৃষ্ণ-চতুর্দশী হইতে একাদশ দিনে (৯ই আষাঢ়, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ; ২৪শে জুন, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ শনিবার) শুক্লা নবমীতে নবকলেবরের শ্রীঅঙ্গে **'খড়িলাগি'** (অর্থাৎ শ্বেত অঙ্গরাগ) হয়। তারপর পূর্ণ শ্রীঅঙ্গরাগ হইয়া অমাবস্যার দিন (৩০শে আষাঢ়, ১৫ই জুলাই) শ্রীরত্নসিংহাসনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অখিললোকের নিকট নিজদর্শন প্রকট করেন। ইহাই **শ্রীনবযৌবন বা নেত্রোৎসব।**

গতবৎসর (১৯৫০ খৃষ্টাব্দ) বিদ্যাপতি ছিলেন—শ্রীকাশীনাথ পতি-মহাপাত্র, দয়িতাপতি ছিলেন—শ্রীগোবিন্দ দাস, বিশ্বকর্মা ছিলেন—শ্রীফকির মহারাণা, দেউলকরণ ছিলেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ মহান্তি।

কিংবদন্তী এই যে—যে সকল দয়িতাপতি ব্রহ্মমণি স্থাপন করেন, তাঁহাদের দেহত্যাগ হয়। কিন্তু গত বৎসর যে সকল দয়িতাপতি সেই সেবাকার্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই কথার সত্যতা অস্বীকার করেন। গত বৎসর যে চারিজন পতিমহাপাত্র ব্রহ্মমণি স্থাপন করিয়াছেন,

তাঁহাদের কেহই দেহত্যাগ করেন নাই। স্থানীয় এক দয়িতাপতি জানাইয়াছেন যে ভিতরছোঁ মহাপাত্র, যিনি শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধি স্বরূপ দয়িতাগণকে আজ্ঞামালা দিয়া দারু-অন্বেষণার্থ আদেশ করেন, তাঁহারই কিছু দিবসের মধ্যে দেহত্যাগ হয়। এইরূপ পুরুষানুক্রমে সংঘটিত হইতেছে। এইবারও শ্রীকৃষ্ণচরণ মহাপাত্র (যিনি এবার ভিতরছোঁমহাপাত্ররূপে আজ্ঞামালা দিয়াছেন) তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন গত নবকলেবরের সময় কেহ দেহত্যাগ করেন নাই।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে শ্রীনবকলেবরের শ্রীদারু যে যে স্থান হইতে শ্রীমঙ্গলা-দেবীর স্বপ্নাদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

১। **শ্রীশ্রীসুদর্শন**—জলারপুর গ্রাম (থানা গোবিন্দপুর), জিলা কটক।

২। **শ্রীশ্রীবলরাম**—বনমালীপুর নোয়াপাটনা গ্রাম (থানা বালিপাটনা), জিলা পুরী।

৩। **শ্রীশ্রীসুভদ্রা**—দুর্গেশ্বর-বাহ'রাণা গ্রাম (থানা নিমাপাড়া), জিলা পুরী।

৪। **শ্রীশ্রীজগন্নাথ**—খড়িহর কানপুর (থানা জগৎসিংহপুর) জিলা কটক।

শ্রীশ্রীদারুব্রহ্ম প্রকৃতির সৃষ্ট বৃক্ষবিশেষ নহেন। শ্রীভগবান্‌ই স্থূল-বুদ্ধি জীবজগতের প্রতি অশেষ কৃপাবিতরণার্থে স্থূলরূপে আত্ম প্রকট করিবার বাসনায় দারুরূপে অবতীর্ণ হইয়া একটি অভূতপূর্ব অচিন্ত্য লীলা বিস্তার করেন। অভিন্ন যোগমায়াপুর-কাকটপুরবাসিনী যোগমায়া স্বরূপিণী মঙ্গলাদেবী শ্রীদারুব্রহ্মের সেই লীলার সহায়কারিণীরূপে স্বপ্না-দেশ প্রদান করেন। যথাবিধি উপাসনা-তৎপর শরণাগত সেবকের

প্রতি সেই স্বপ্নাদেশ হয় এবং স্বপ্নে যে যে স্থানে শ্রীদারুর যে যে লক্ষণের সঙ্কেত উক্ত হয়, তত্তৎস্থানে সেই সেই লক্ষণাক্রান্ত শ্রীদারুই আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। পূর্ব হইতে কোন ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় সেই সকল দারু স্বেচ্ছায় মনোনীত করিতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্‌ই নিজ কলেবর যোগমায়া দ্বারা সেবকগণকে জ্ঞাপন করেন। সেই সকল মহাদারুর অপ্রাকৃতত্বের বহু লক্ষণ ও নিদর্শন দৃষ্ট হয়। সর্পসমূহ ঐ সকল দারু রক্ষা করে। স্বপ্নাদিষ্ট ব্যক্তি তথায় যথাবিধি হোমাদি সম্পন্ন করিলে তখন প্রহরিস্বরূপ সর্পসমূহ ঐ স্থান পরিত্যাগ করে। এতদ্ব্যতীত ঐ দারু অপর কেহ স্পর্শমাত্র করিলেও প্রহরি-সর্পকুলের দ্বারা দংশিত হইয়া তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

শ্রীতুলসী যেরূপ অন্যান্য বৃক্ষের সঙ্গে অবস্থান এবং প্রকট-অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিলেও নিত্য বৈকুণ্ঠবস্তু, সেরূপ অন্যান্য নিম্ব বৃক্ষের ন্যায় শ্রীদারুব্রহ্ম বহির্মুখ দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলেও তাহা স্বয়ং ভগবদিচ্ছায় মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াও নিত্য বৈকুণ্ঠবস্তু। শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীদারুব্রহ্ম প্রভৃতি শ্রীবৈষ্ণবমূর্তি ও শ্রীবিষ্ণুমূর্তিকে জাতি-সামান্যে দর্শন * করিলে অপরাধে পতিত ও প্রকৃত বস্তুর সন্ধান হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

---

* অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

—শ্রীমদ্রূপগোস্বামিকৃত শ্রীপদ্যাবলীতে (১১৪) উদ্ধৃত দাক্ষিণাত্য-বৈষ্ণববাক্য।

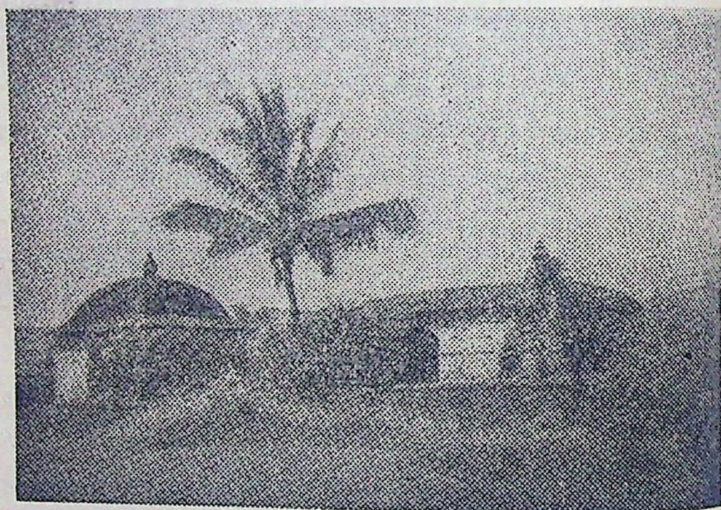
পঞ্চদশ বৈভব

পুরুণা নহর

উৎকল-ভাষায় 'নহর'-শব্দের অর্থ রাজপ্রাসাদ ; 'পুরুণা-নহর' বলিতে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ; পুরীর প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বালিসাহিপল্লীতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রায় ৩০ একর ভূমি পুরাতন রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও চিহ্নসমূহ বক্ষে ধারণ করিয়া উড়িষ্যা রাজগণের অতীত গৌরবের স্মৃতি এখনও ঘোষণা করিতেছে। এই সকল ভগ্নাবশেষের সীমানির্ধারণে পূর্বরাজন্যবর্গের প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত দেবতাবৃন্দের মন্দির এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পূর্ব সীমানায় মঙ্গলাদেবীর মন্দির, পশ্চিমে রামায়ণীদেবীর মন্দির, উত্তরে বারাহী ও দক্ষিণে সাথীডউনীদেবীর মন্দির বিরাজমান। কথিত হয় যে, পুরুষোত্তমের মধ্যে **'বটসাগর'** সর্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান। এই বটসাগরের মধ্যেই রাজপ্রাসাদ তথা বিভিন্ন মহাত্মাগণের মঠাদি নির্মিত হইয়াছিল। শ্রীরাধাকান্তমঠ, শ্রীগঙ্গামাতামঠ, শ্রীশঙ্করাচার্যের শ্রীগোবর্ধনমঠ প্রভৃতি সমস্তই বটসাগরের অন্তর্ভুক্ত। অগ্নিকোণে একটি বিস্তৃত দীর্ঘিকা চতুর্দিক মর্মর-মণ্ডিত সোপানে শোভিত হইয়া এককালে রাজপ্রাসাদের যে বিশেষ শোভাবর্ধন করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই দীর্ঘিকার সোপানাবলী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, জল কর্দমাক্ত, তথাপি ইহা যে বহু অর্থ-ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল, ইহার ভগ্নাবশেষ নীরব-ভাষায় তাহা এখনও ব্যক্ত করিতেছে।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অনুকম্পিত মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও তাঁহার পিতৃদেব মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমদেবের বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি এই

স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের প্রদর্শক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রাজগুরু মহাশয় (ইনি বহু প্রাচীনকাল হইতে অধস্তনসূত্রে উৎকল-রাজগণের গুরু এবং সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তি) বলিলেন যে, রাজা শ্রীপুরুষোত্তমদেবের পূর্ব হইতেও রাজপ্রাসাদের মধ্যে যে-সকল দেব-দেবী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা অদ্যাপি এই স্থানে পূজিত হইতেছেন ; তন্মধ্যে 'অষ্ট শম্ভু' উল্লেখযোগ্য। এই অষ্ট শম্ভুলিঙ্গ বহু প্রাচীনকাল



পুরুণানহরে অষ্টশম্ভুর মন্দির ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-শ্রীগৌরগদাধরের মন্দির

হইতে গজপতিগণের আরাধ্য-দেবতারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। বর্তমানে অষ্ট শম্ভুলিঙ্গ একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের মধ্যে বিরাজমান আছেন। অষ্টলিঙ্গের মধ্যবর্তী লিঙ্গটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শ্বেতপ্রস্তরময়। তাঁহার চতুর্দিকে আর সাতটি বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরময় লিঙ্গ আছেন। শ্বেতশম্ভুর মস্তকোপরি শ্রীঅনন্তদেব বিরাজমান রহিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্যামা-

কালীর মূর্তি, শ্রীরাধাকান্তদেব এবং যে-সকল শ্রীবিগ্রহ শ্রীপুরুষোত্তমদেব কাঞ্চী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আনিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি এখানে পূজিত হইতেছেন। কাঞ্চী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমদেব-কর্তৃক আনীত শ্রীরাধাকান্তদেব শ্রীগোপালগুরু-কর্তৃক শ্রীরাধাকান্তমঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়া শ্রীরাধাকান্তমঠের সেবকগণ দাবী করেন। হইতে পারে যে, বর্তমানে রাজপ্রাসাদে কাঞ্চী হইতে আনীত শ্রীরাধাকান্তের প্রতিভূ-মূর্তিটি আছেন।

অষ্ট শম্ভুর মন্দির ব্যতীত আরও একটি প্রাচীন মন্দিরে শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রদেব এবং তাঁহার পূর্ব ও উত্তর অধস্তনগণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্তিসমূহ দুইটি বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে পূজিত হইতেছেন। মন্দিরের একটি প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীবিগ্রহ ও তাঁহার প্রতিনিধি শ্রীরসিকরায়ের (শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের) ধাতুময়ী শ্রীমূর্তি বিরাজমান আছেন; আর একটি প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের দারুময়ী শ্রীমূর্তি এবং অন্যান্য বহু শ্রীমূর্তি একটি উচ্চ বেদীর উপর বিরাজমান আছেন। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা যে অতি প্রাচীন শ্রীমূর্তি, তাহা বেশ বুঝা যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ-শ্রীমূর্তিদ্বয় প্রায় প্রমাণাকার; শ্রীশ্রীগৌরগদাধর-শ্রীমূর্তি বাহ্যদৃষ্টিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়; ৪টি শ্রীমূর্তিই নৃত্যপরায়ণ। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব পূজিত শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়া মনে হয়, শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীগৌরহরিই যেন এইস্থানে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে শ্রীনীলমাধব-চতুর্ভুজমূর্তি, শ্রীশ্রীরাম-লক্ষ্মণ ও শ্রীসীতার প্রস্তরময়ী-মূর্তি, চতুর্ভুজ 'শ্রীধ্যান-নারায়ণ', পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নিম্নহস্তদ্বয়ে বংশী ও উর্ধ্ব-হস্তদ্বয়ে শঙ্খ-চক্রধারী

ত্রিভঙ্গিম শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণমূর্তি, শ্রীসরস্বতী, শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীশালগ্রাম অষ্টশম্ভুর ন্যায় মণ্ডলাকারে বিরাজমান ; কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার 'অষ্টসাক্ষী মহাদেব'-নামক আটটি শম্ভুলিঙ্গও আছেন।

এইসকল শ্রীবিগ্রহের নিত্যপূজার জন্য রাজ-দরবার হইতে পূজারী ও নির্দিষ্ট ভোগাদির বন্দোবস্ত আছে। এক সময় শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সেবাপ্রাণতায় এই সকল শ্রীমূর্তির সেবা উজ্জ্বলরূপে প্রকটিত ছিল ; কিন্তু পরবর্তিকালের রাজন্যবৃন্দের সেবাশৈথিল্য-নিবন্ধন ইহা প্রাণহীন আনুষ্ঠানিক কৃত্যে পর্যবসিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের পূজিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমূর্তি বেশভূষারহিত হইয়া কোনরূপে ভাড়াটিয়া পূজকের নিয়ম-রক্ষামাত্র-সেবার অভিনয়ের সাক্ষিস্বরূপে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন মন্দিরগৃহে অবস্থান করিতেছেন। এই সকল শ্রীবিগ্রহের ভোগের জন্য দৈনিক ৮ সের চাউল, ৩ সের আটা, আধ সের মুগডাল, আধ সের ঘৃত ও আধসের গুড়ের বন্দোবস্ত আছে। আটা, গুড় ও ঘৃতের দ্বারা 'কাকরা' প্রস্তুত করিয়া ভোগ দেওয়া হয়।

পুরাতন রাজপ্রাসাদের অন্যান্য যে সকল মূল্যবান্ বস্তু ও শিলালিপি প্রভৃতি ছিল, তাহা পুরীর রাজা তাঁহার নূতন প্রাসাদে (যাহা বড়-দাণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত) স্থানান্তরিত করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। উক্ত নূতন রাজপ্রাসাদ রামচন্দ্রদেবের (৩য়) রাজত্বকালে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হইয়াছে। পুরাতন রাজপ্রাসাদ 'পুরুণা নহর' বা 'বালি নহর' নামে পরিচিত।

—:০:—

ষোড়শ বৈভব

শ্রীপুরুষোত্তমের তীর্থ

পঞ্চতীর্থ

চক্রতীর্থ, স্বর্গদ্বার, শ্বেতগঙ্গা, মার্কণ্ডেয় ও শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নসরোবর—এই পাঁচটি তীর্থ শ্রীপুরুষোত্তমের পঞ্চতীর্থ-নামে খ্যাত। এ-সম্বন্ধে একটি শাস্ত্রবচন দৃষ্ট হয়,—

মার্কণ্ডেয়াবটেঽকৃষ্ণে রৌহিণেয়ে মহোদধৌ।
ইন্দ্রদ্যুম্নে নরঃ স্নাত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

মার্কণ্ডেয়-অবটে অর্থাৎ মার্কণ্ডেয়-সরোবরে, অকৃষ্ণে অর্থাৎ শ্বেত-গঙ্গায়, রৌহিণেয়ে অর্থাৎ রোহিণীকুণ্ডে, মহাসমুদ্রে ও ইন্দ্রদ্যুম্নে—এই পাঁচটি তীর্থে স্নান করিলে নরের পুনর্জন্ম হয় না।

চক্রতীর্থ

পুরী রেলওয়ে ষ্টেশনের পূর্বদিকে এবং শ্রীমন্দির হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে 'বলগণ্ডিনলা'র 'বাংকিমুহাণা'র তীরে চক্রতীর্থ অবস্থিত। এই স্থানেই শ্রীদারুব্রহ্ম ভাসিয়া আসিয়াছিলেন। এই স্থানে একটি প্রস্তরময় সুদর্শনচক্র একটি বেষ্টনীর মধ্যে পূজিত হইয়া থাকেন। এই চক্রের অদূরেই একটি কুণ্ড। এই স্থানে সকল সময়ে জল থাকে এবং ফলকামী কর্ম্মিগণ এইস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন।

সন্নিকটেই সমুদ্রসৈকতপর্বতোপরি বার-বৎসর যাবৎ নির্ম্মিত একটি নূতন মন্দিরে শ্রীচক্রনারায়ণ-চতুর্ভুজ-বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রকাশিত আছেন। শ্রীচক্র-নারায়ণ মধ্যস্থলে, তাঁহার পশ্চিমভাগে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও পূর্বে

শ্রীঅনন্তনারায়ণ। এই তিন বিষ্ণুবিগ্রহেরই বক্ষে স্বরূপশক্তি শ্রীলক্ষ্মী-দেবী বিরাজমানা আছেন।

অদূরে আর একটি মন্দিরে শৃঙ্খলবদ্ধ শ্রীহনূমান্ 'বেড়ি হনূমান্' নামে প্রসিদ্ধ আছেন। কথিত হয় যে, যাহাতে সমুদ্র আর অগ্রসর হইতে না পারে, সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার জন্য শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীহনূমান্‌কে প্রহরিস্বরূপ এইস্থানে অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীবজ্রাঙ্গজী লাড্ডু খাইবার প্রলোভন দমন করিতে না পারিয়া প্রভুর ঐ সেবাকার্যে অবহেলা করিয়াই অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীজগন্নাথদেব হনূমান্‌কে অযোধ্যা হইতে আনাইয়া ঐস্থানে শৃঙ্খলবদ্ধ-অবস্থায় রাখিয়াছেন। ইনি 'দরিয়া-মহাবীর' নামেও খ্যাত; কারণ, ইনি চক্রতীর্থ-দরিয়ার নিকটে অবস্থিত।

স্বর্গদ্বার

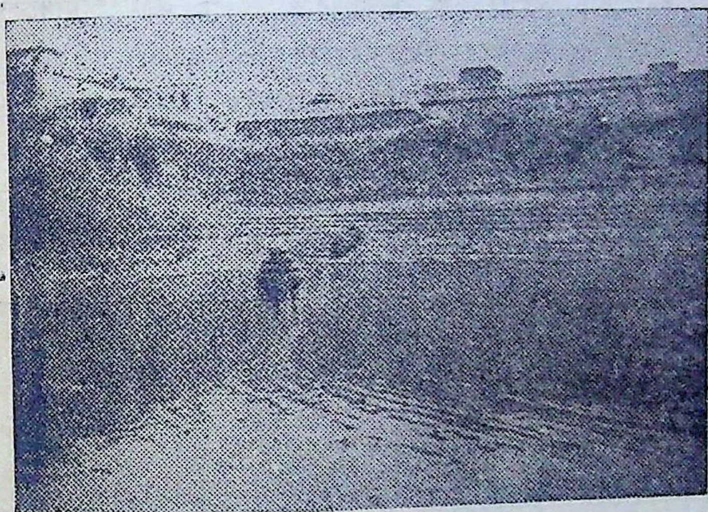
ব্রহ্মা শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় দেবতাগণের সহিত এইস্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অবতরণ-স্থানের নিদর্শনরূপে একখণ্ড প্রস্তর প্রোথিত আছে। উহাকে '**স্বর্গদ্বারসাক্ষী**' বলে। কেহ কেহ ইহাকে 'স্বর্গের সিঁড়ি' বলিয়া থাকেন। এই স্থানে সমুদ্রের ঘাটে অধিকাংশ সকাম তীর্থযাত্রী সমুদ্র স্নান করেন। স্বর্গদ্বারে সমুদ্রতটে শ্মশানক্ষেত্র আছে।

শ্বেতগঙ্গা

স্বর্গদ্বার হইতে শ্রীমন্দিরে যাইবার পথে বামভাগে ও শ্রীমন্দিরের দক্ষিণদিকে একটি গলির ভিতরে 'শ্বেতগঙ্গা'-তীর্থ বা কুণ্ডটি অবস্থিত। শ্বেতগঙ্গার চতুর্দিক্ মর্মরসোপানমণ্ডিত রহিয়াছে। উহার দক্ষিণ-তটে প্রসিদ্ধ '**শ্রীগঙ্গামাতামঠ**' অবস্থিত।

উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে,—ত্রেতাযুগে শ্বেত-নামক এক রাজা শ্রীজগন্নাথদেবের পরমভক্ত ছিলেন। তিনি মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের

প্রবর্তিত প্রণালী-অনুসারে প্রত্যহ ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের পূজার সময় উপস্থিত থাকিয়া সম্মুখে দেবপ্রদত্ত সহস্র সহস্র উপহারসমূহ দর্শনপূর্বক মনে মনে বিচার করিলেন,—'দেবগণ দিব্য উপহারসমূহের দ্বারা যাঁহার অর্চন করিতে সমর্থ হন না, সেই শ্রীজগন্নাথদেব কি আমার ন্যায় মর্ত্য-ব্যক্তির



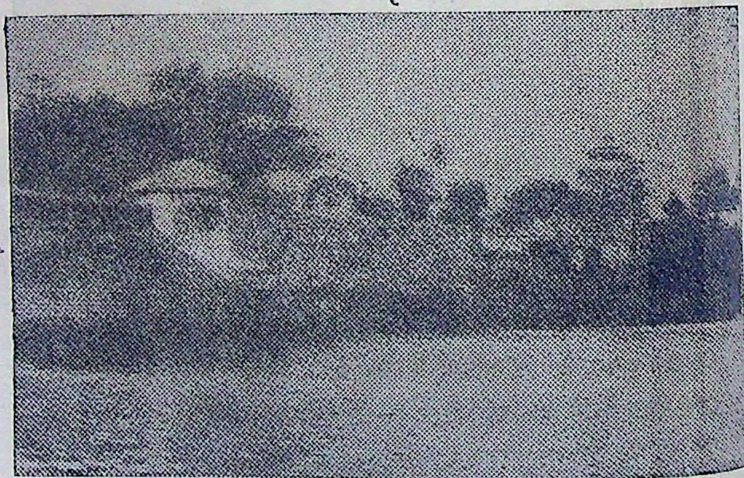
শ্রীশ্বেতগঙ্গা (শ্রীগঙ্গামাতা মঠের সম্মুখে)

উপহার গ্রহণ করেন ?' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রণাম ও স্তব করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে অবস্থান করিলেন। সেই সময় তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন—শ্রীলক্ষ্মীদেবী রাজার প্রদত্ত ষড়্রস-পূর্ণ অন্নাদি শ্রীজগন্নাথদেবকে পরিবেষণ করিতেছেন এবং শ্রীজগন্নাথ ও তাঁহার বিজয়বিগ্রহগণ তাহা পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিতেছেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া রাজা আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান

করিলেন। শ্বেতরাজা বহুকাল যাবৎ শ্রীজগন্নাথদেবের আরাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাহাতে শ্রীজগন্নাথদেব অত্যন্ত প্রীত হইয়া শ্বেত-নৃপতিকে বর প্রদান করেন যে, তিনি অক্ষয়বট ও সাগরের মধ্যবর্তী মুক্তিক্ষেত্রে আদি-অবতার শ্রীমৎস্য-ভগবানের সম্মুখে **'শ্বেত-মাধব'** নামে বিখ্যাত হইবেন। উক্ত শ্বেতমাধবের নামানুসারে এই দীর্ঘিকার নাম **'শ্বেতগঙ্গা'** হইয়াছে। এস্থানে ভক্ত শ্বেতমাধব ও ভগবান্ **শ্রীমৎস্যমাধবের** শ্রীমূর্তি এবং সরোবরের তীরে নবগ্রহের মূর্তি আছেন।

শ্রীমার্কণ্ডেয়-সরোবর

শ্রীমন্দিরের পশ্চিমভাগে এই সরোবরটি অবস্থিত। প্রলয়কালে শ্রীমার্কণ্ডেয়মুনি প্রলয়পয়োধি-জলে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে একটি বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তৎসমীপস্থ একটি বালক মার্কণ্ডেয়কে



শ্রীমার্কণ্ডেয় সরোবর, শ্রীপুরী

"মৎসমীপে আগমন কর"—এইরূপ বলিতেছিলেন। মার্কণ্ডেয় 'এই বাণী কোথা হইতে আসিতেছে'—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখিতে পাইলেন। মার্কণ্ডেয় শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের স্তব করিলেন। তখন শ্রীনারায়ণ মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন,—"বটবৃক্ষের ঊর্দ্ধ-প্রদেশে পত্রপুটে যে বালক শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহাকে দর্শন কর। তাঁহার বিস্তৃত বদনে তুমি অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে।" শ্রীমার্কণ্ডেয় শ্রীনারায়ণের আজ্ঞানুসারে উক্ত বালকের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—তাঁহার মুখগহ্বরে ব্রহ্মসৃষ্ট যাবতীয় বস্তু ও চতুর্দশ ভুবন অবস্থিত রহিয়াছে। অনন্তর মার্কণ্ডেয় তথা হইতে নির্গত হইয়া শ্রীপুরু-ষোত্তমদেবকে দর্শন করিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—"এই ক্ষেত্র নিত্য; ইহাতে প্রলয় নাই।" মার্কণ্ডেয়মুনি বটবৃক্ষের বায়ুকোণে মার্কণ্ডেয়ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমের আদেশে তৎপ্রিয়তম শ্রীশিবের আরাধনা করিলেন। এখন এইস্থানে শ্রীমার্কণ্ডেয়েশ্বর ও শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব বিরাজমান আছেন। হ্রদের তীরে পূর্বে **মার্কণ্ডেয়-বট** বিরাজিত ছিল। চৈত্রী অশোকাষ্টমীতে ঐস্থানে কালিয়দমন-যাত্রা হয়।

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরের অনতিদূরে উত্তরদিকে এই মর্ম্মর মণ্ডিত সুবৃহৎ সরোবর অবস্থিত। মহাভারতীয় আরণ্যকপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়-সমস্যা-প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ আছে। উৎকলখণ্ডের বিবরণানুসারে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধ-যজ্ঞে গোদান-উপলক্ষে গো-সমূহের খুরদ্বারা যে-সকল গর্ত্ত হইয়াছিল, তাহাই দানকালে হস্তচ্যুত জল ও গো-সমূহের মূত্রে পূর্ণ হওয়ায় উক্ত তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরের তীরে **শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর**-মহাদেবের মন্দির আছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য চতুর্দশ পরিচ্ছেদে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের বিবিধ জলকেলি-লীলা-প্রসঙ্গ বর্ণিত[১] আছে।

শ্রীনরেন্দ্র-সরোবর

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের উত্তর-পূর্বাংশে প্রায় এক মাইল দূরে 'শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরে' নামান্তর **'শ্রীচন্দনপুকুর'** অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৮৭৩ ফিট্ ও প্রস্থে ৭৪৩ ফিট্। এই বিশাল দীর্ঘিকার চতুষ্পার্শ্বই



শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর, শ্রীপুরী

বাঁধান এবং সোপানসমূহ প্রস্তর-নির্মিত। শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরের সহিত শ্রীভুবনেশ্বরের বিন্দু-সরোবরের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। কিংবদন্তী এই যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নরেন্দ্রমহাপাত্র-নামক কোন রাজকর্মচারী এই সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। নরেন্দ্র মহাপাত্র কবি নরসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। * মহারাষ্ট্রীয়দিগের গুরু 'বাবা ব্রহ্মচারি'-দ্বারা

১। চৈ চ ম ১৪।৭৫-৯১

* "It was constructed by Narendra Mahapatra, a minister of Kavi Narasimha."—(List of Ancient Monuments in Bengal; Calcutta 1896. P. 486).

সরোবরের চতুর্দিকস্থ প্রস্তরময় বেষ্টন ও প্রস্তর-রচিত সোপানাবলী নির্মিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন,—নরেন্দ্র-শিরোমণি শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমদেবের চন্দনযাত্রার উদ্দেশ্যে এই দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম 'নরেন্দ্র-সরোবর' হইয়াছে। শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়-বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনদেব স্বীয় মন্ত্রী শ্রীলোকনাথ মহাদেবের সহিত অক্ষয় তৃতীয়া হইতে জ্যৈষ্ঠ



শ্রীনরেন্দ্র-সরোবর, শ্রীপুরী

মাসের শুক্লা অষ্টমী-তিথি পর্যন্ত নৌকাবিলাস করেন। কথিত হয় যে, শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরের তটে শ্রীশ্রীল গদাধরপণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীশ্রীঅদ্বৈত, শ্রীস্বরূপাদি-গোস্বামিবৃন্দ ও শ্রীপ্রতাপরুদ্র তাহা শ্রবণ করিতেন।

আঠারনালা

পুরীনগরে প্রবেশ করিবার যে সেতু আছে, তাহাকে 'আঠারনালা' বলে। ইহাতে আঠারটি খিলান আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়-ভক্তগণ আঠারনালায় আসিয়া পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া মহাভাবে নিমগ্ন হইতেন। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[১] ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে[২] এই-সকল উক্তি আছে,—



আঠার-নালা বা শকুআ সেতু

চলিতে চলিতে প্রভু আইলা 'আঠারনালা'।
তাহাঁ আসি' প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা ॥

* * *

১। চৈ চ ম ৫।১৪৭, ১৬।৩৮ ; ২। চৈ ভা অ ২।৪।২-২৩, ৮।৬৩-৬৫

আইলেন মাত্র প্রভু **আঠার-নালায়।**
সর্বভাব সংবরণ কৈলা গৌররায়॥
স্থির হই' বসিলেন প্রভু সবা' ল'য়া।
সবারে বলেন অতি বিনয় করিয়া॥
'তোমরা ত' আমার করিলা বন্ধু-কাজ।
দেখাইলা আনি' জগন্নাথ মহারাজ॥
এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি বা যাইব আগে, তাহা বল মোরে॥'
মুকুন্দ বলেন তবে 'তুমি আগে যাও'।
'ভাল', বলি' চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-রাও॥

* * * *

আঠারনালাকে আইলা গোসাঞি শুনিয়া।
দুইমালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হস্ত দিয়া॥

* * * *

শ্রীঅদ্বৈতসিংহ সর্ব-বৈষ্ণব-সহিতে।
আসিয়া মিলিলা প্রভু **আঠার-নালাতে॥**
প্রভুও আইলা নরেন্দ্রেরে আগুয়ান।
দুই গোষ্ঠী দেখাদেখি হৈল বিদ্যমান॥
দূরে দেখি' দুই গোষ্ঠী অন্যোহন্যে সব।
দণ্ডবত হই' সব পড়িলা বৈষ্ণব॥

কিংবদন্তী যে, মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সর্বপ্রথমে এই সেতু নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেতু-বন্ধনের সময় পুনঃ পুনঃ বিফলপ্রযত্ন হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশক্রমে স্বীয় অষ্টাদশ পুত্রের মস্তক এই নদীগর্ভে দান করিয়া তবে এই সেতু বন্ধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—রাজা মৎস্য-কেশরী ইহা নির্মাণ করেন। আঠারনালা

সেতু প্রাচীন হিন্দু-স্থপতি নৈপুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যাজপুরের নিকট এইরূপ একটি এগার-নালা আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও উক্ত আঠারনালা-সেতু-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন[১]।

শ্রীযমেশ্বর

নীলাচলপতি ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবের দ্বারপাল বা দেওয়ান-স্বরূপ পঞ্চ শ্রীশিবমূর্তি শ্রীপুরুষোত্তমে বর্তমান আছেন ; তাঁহাদের নাম—

১। (1) The Atharanala bridge which crosses the Madhupur Stream, measures in all two hundred and ninety feet long, and is composed of eighteen spans, ranging from seven to sixteen feet across. It is built of laterite and sandstones, and the openings are spanned by a characteristically Hindu construction of corbels and lintels in place of the more usual arch of later times. The bridge is said to have been built towards the end of the thirteenth century A. D. and is mentioned in Chaitanya's biography (sixteenth century) and William Bruton's travels (1633) The followers of Chaitanya also visit the sites held sacred from association with that great apostle. —(Puri Gazetteers by L. S. S. O' Malley, I. C. S., 1929. P. 337).

(2) It was built of a ferruginous coloured stone, probably the iron clay, early in the fourteenth century, by Raja Kabir Narsinh Deo, the successor of Langora Narsinh Deo, who completed the Black Pagoda.

* * *

Its total length is 290 feet, and height of the central passage eighteen feet, and its breadth fourteen ditto ; of the smallest ones at each extremity, thirteen and seven respectively ; and the thickness of the piers, which have been judiciously rounded on the side opposed to the current, eight and six feet ; the height of the parapet, which is a modern addition, is six feet.

—('An Account, Geographical, Statistical and Historical of Orissa proper, or Cuttack', pp. 337-338, by A. Stirling, published in 'Asiatic Researches' or Transactions of the Society, instituted in Bengal, Vol. XV, Serampore, 1825.)

(১) শ্রীযমেশ্বর, (২) শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর, (৩) শ্রীলোকনাথ, (৪) শ্রীকপাল-মোচন, (৫) শ্রীমার্কণ্ডেয়েশ্বর। 'শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্যে' ও 'শ্রীনীলাদ্রি-মহোদয়ে' শ্রীযমেশ্বর-শিবের নামোল্লেখ আছে।

শ্রীযমেশ্বর—শ্রীনরহরি-মূর্তি; তাঁহার সম্মুখে গরুড়স্তম্ভ ও বৃষস্তম্ভ অবস্থিত। যমেশ্বর-মূর্তির উত্তরে পার্বতীদেবীর মন্দির। যমেশ্বরের ত্রিশ ঘর পূজারী উক্ত শ্রীমন্দিরের সংলগ্নস্থানে একটি পল্লী গঠন করিয়া বাস করেন। ইঁহারা সকলেই পঞ্চোপাসক গৃহস্থ এবং ইঁহারা পালা-ক্রমে যমেশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন।

শ্রীযমেশ্বরের বিজয়বিগ্রহ শ্রীহরিহর-মূর্তি বিভিন্ন উৎসবোপলক্ষে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে বিজয় করিয়া শ্রীজগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিজয়-বিগ্রহ ধাতুময়ী চতুর্ভুজ-মূর্তি। উক্ত মূর্তির বাম-ঊর্ধ্ব হস্তে শঙ্খ, বাম-নিম্নহস্তে চক্র, দক্ষিণ নিম্নহস্তে ডমরু, ঊর্ধ্ব-দক্ষিণ-হস্তে ত্রিশূল; বাহনস্বরূপ গরুড ও বৃষ বিরাজমান আছেন।

শ্রীযমেশ্বরের অন্য নাম— **মুক্তীশ্বর**; ইনি যমের দর্প ভঙ্গ করেন। এই ক্ষেত্রে যাঁহার মৃত্যু হইবে, তাঁহার প্রতি যমের আইন কার্যকরী হইবে না। এইজন্য শ্রীজগন্নাথদেবের এই ক্ষেত্রপাল 'যমেশ্বর' নামে অভিহিত। ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের প্রহরীর কার্য করেন এবং সর্বদা ভগবৎপ্রেমে নৃত্য করেন। এস্থানে প্রসিদ্ধি আছে— পুনর্যাত্রার পর একাদশীতিথিতে যখন শ্রীজগন্নাথদেব রথে থাকেন, তখন তাঁহার অন্ন-ভোগ হয় না; সেইদিন যমেশ্বরের যে অন্ন-ভোগ হয়, তাহা মহাপ্রসাদের সহিত অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হয়। প্রত্যহই যমেশ্বরের অন্নভোগ হইয়া থাকে।

শ্রীযমেশ্বরের মন্দিরটি প্রাকার-পরিবেষ্টিত। প্রস্তরের সিঁড়ি দিয়া নিম্ন-প্রদেশে আগমনপূর্বক শ্রীমন্দিরে পৌঁছান যায়। এইস্থান **'যবনীক তীর্থ'** নামে প্রসিদ্ধ। কার্তিকমাসে যম-দ্বিতীয়া বা ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া এবং জ্যৈষ্ঠ-

মাসে শীতলা-ষষ্ঠী—এই দুইটিই যমেশ্বরের প্রধান উৎসব। যমেশ্বরের সেবার জন্য উৎকলরাজের প্রদত্ত বহু জমি ছিল। শুনা যায়, বর্তমানে ‘দণ্ডাসপুরা’-নামক গ্রামে যমেশ্বরের জমিদারী আছে।

যমেশ্বরের মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণে **‘যমেশ্বরের-টোটা’** বা বাগান ছিল। সেই বাগানেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামিপ্রভুকে বাসস্থান দিয়াছিলেন।

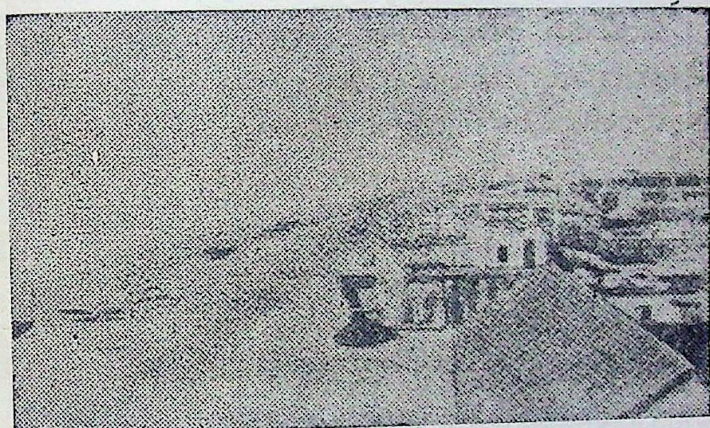
শ্রীলোকনাথ

শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দির হইতে প্রায় দেড়মাইল পশ্চিমে শ্রীশ্রীজগন্নাথের পঞ্চদেওয়ান বা দ্বারপালের অন্যতম শ্রীলোকনাথ-মহাদেব অবস্থিত। অনাদি শিবলিঙ্গ শ্রীলোকনাথ মর্মর-প্রাকারবেষ্টিত একটি মন্দিরে জলে নিমগ্ন হইয়া অবস্থিত আছেন। লোকনাথ-লিঙ্গের দুইপার্শ্বে দুইটি সুবর্ণনির্মিত সর্প ফণা বিস্তার করিয়া শোভিত রহিয়াছেন। শ্রীলোকনাথ নিজপ্রভু শ্রীঅনন্তদেবের আশ্রয়ে এইভাবে শ্রীক্ষেত্রে বিরাজমান আছেন। সাধারণতঃ লোকে লোকনাথ-লিঙ্গের দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হন না, লোকনাথের প্রতিনিধিমূর্তি দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হন। কারণ অনাদি শিবলিঙ্গ শ্রীলোকনাথ জলে নিমজ্জিত আছেন। শিব-রাত্রির সময় জল সেচন করিয়া তাঁহার পূজা করা হয়। চান্দ্র বৈশাখের শেষে সোমবারে এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে। ইহাকে **‘সরন্তী-সোমবার’** বলে।

শ্রীকপালমোচন-মহাদেব

শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-দরজার সন্নিকটে শ্রীকপালমোচন-মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। কিংবদন্তী এই যে, পূর্বে ব্রহ্মার পঞ্চ মস্তক ছিল। মহাদেব একটি মস্তক ছেদন করেন। সেই মস্তকটি (কপাল) ছিন্ন হইবার

সঙ্গে-সঙ্গেই মহাদেবের হস্তে সংলগ্ন হইয়া থাকিল। তিনি স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল ভ্রমণ করিয়া কোথায়ও আশ্রয় পাইলেন না, অবশেষে ভূ-বৈকুণ্ঠ শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শরণ গ্রহণ করিলে মহাদেব ব্রহ্মহত্যাদোষ হইতে মুক্ত হইলেন। এইজন্য তিনি 'শ্রীকপালমোচন' নাম ধারণ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানপূর্বক ভগবান্



মহাতীর্থ সমুদ্র, পুরী

শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা কীর্তন করিতেছেন। ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের পঞ্চ দ্বারপাল বা দেওয়ানের অন্যতম।

মহাতীর্থ সমুদ্র

নীলমহোদধির উত্তরতীরে শ্রীনীলাচল অবস্থিত। এই নীলসমুদ্রকে পাশ্চাত্ত্য ভৌগলিকগণ 'Bay of Bengal' নামে অভিহিত করেন। শ্রীদারুব্রহ্ম এই নীলসমুদ্রের জলে ভাসিতে ভাসিতে 'বাংকিমুহাণে' উপনীত হইয়াছিলেন। কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব,

শ্রীশ্রীরূপসনাতন, শ্রীহরিদাস, শ্রীস্বরূপাদি-পার্ষদবৃন্দ প্রত্যহ শ্রীসমুদ্রস্নান করিতেন,—ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি-লীলাগ্রন্থ-পাঠে জানা যায়। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যদেব নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণের পর তাঁহাকে সমুদ্রজলে স্নান করাইয়া "সমুদ্র আজ হইতে মহাতীর্থ হইল"—এইরূপ শ্রীমুখবাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন[১],—

হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে,—'সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইলা'॥

শ্রীচৈতন্যদেব প্রত্যহ অপতিতভাবে সমুদ্রস্নান-লীলা প্রকট করিয়া শ্রীজগন্নাথমন্দিরের চক্র দর্শন করিতেন এবং নিজ ভক্তগণকেও তাহা অনুসরণ করিবার জন্য কৃপাদেশ করিয়াছিলেন[২],—

মহাপ্রভু কহে,—শুন সর্ব বৈষ্ণবগণ।

* * *

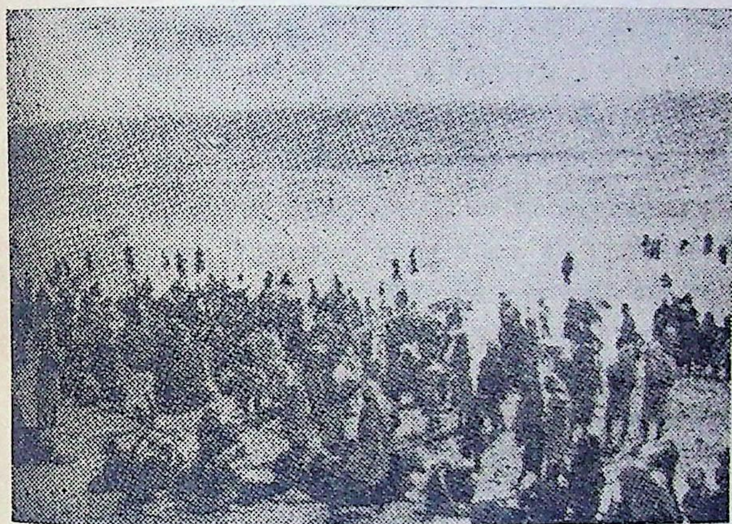
সমুদ্রস্নান করি' কর' চূড়া দরশন।
সমুদ্রস্নান করি' প্রভু আইলা নিজস্থানে।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে॥
আসি' জগন্নাথের কৈলা চূড়া দরশন।
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন॥

শ্রীচৈতন্যদেব মহাভাববিভাবিতা গোপীশিরোমণির কিঙ্করীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া সমুদ্রে শ্রীযমুনা এবং সমুদ্রের উপবনশ্রেণীতে শ্রীবৃন্দাবন সাক্ষাৎকার করিতেন। একদিন শারদ-জ্যোৎস্নাপ্লাবিতা রজনীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু আইটোটা হইতে অকস্মাৎ সমুদ্র দর্শন করিয়া যমুনা-জ্ঞানে তাহাতে ঝম্প প্রদান করিলেন,—

১। চৈ চ ম ১১।৬৪; ২। চৈ চ ম ১১।১৮২-৮৩, ১৯৭-৯৮

যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ-সঙ্গে।
কৃষ্ণ করেন, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥১

শ্রীচৈতন্য-নিজজনাগ্রগণ্য শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীনীলাম্বুধিবিহারী সেই শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য সাক্ষাৎকার আকাঙ্খা করিয়াছেন২,—



মহাতীর্থ সমুদ্রের তীর, শ্রীপুরী

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া
মুহুর্ব্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

১। চৈ চ অ ১৮।৩২

২। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবস্য প্রথমাষ্টকম্—৬

লবণ-সমুদ্রের তীরে শোভমান উপবনশ্রেণীর দর্শনে যিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীবৃন্দাবন-স্মরণহেতু প্রেমে বিবশ হইতেন, কখনও বা যাঁহার জিহ্বা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম-আবৃত্তিহেতু চঞ্চল থাকিত, সেই ভক্তিরসিক শ্রীচৈতন্য কি পুনর্বার আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন ?

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বহু ভক্তের ভক্তিপ্রাণতার কথা উৎকলসাহিত্যে প্রচারিত আছে। শ্রীদীনবন্ধু দাস, শ্রীদামোদর দাস, শ্রীবিশ্বম্ভর দাস, শ্রীরঘু অরক্ষিত, শ্রীনীলাম্বর দাস, শ্রীরঘু বেহারা, শ্রীগঙ্গাধর দাস, শ্রীবন্ধু মহান্তি, শ্রীমণিদাস, শ্রীতলিছোঁ মহাপাত্র, শ্রীঅঙ্কনা ও শ্রীসাধনা, শ্রীগণপতি ভট্ট, শ্রীগীতাপণ্ডা, শ্রীনন্দ পট্টনায়ক, সালবেগ, শ্রীগরীবদাস প্রভৃতি শ্রীজগন্নাথদেবের বহু প্রাচীন ভক্তের সেবোৎকণ্ঠার প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু 'সচল-জগন্নাথ' শ্রীচৈতন্যদেব আশ্রয়বিগ্রহ-শিরোমণির ভাবে বিভাবিত হইয়া কি নীলাচলে নীলাম্বুধির তটে, কি শ্রীরথাগ্রে নর্তন-কীর্তনকালে, কি শ্রীজগন্নাথমন্দিরের **গরুড়স্তম্ভের** পশ্চাতে দর্শন-লীলাপ্রকটকালে—

হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ মুরলীবদন !!

—অহর্নিশ বলিতে বলিতে যে শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানাবেশময়ী বিপ্রলম্ভলীলামাধুরী প্রকট করিয়াছেন, তাহা একমাত্র তাঁহার মর্মী ভক্ত শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীহরিদাস ঠাকুর-প্রমুখ গৌড়ীয়-ভক্তগণের প্রাণকোটির দ্বারা নিত্য নির্মঞ্ছনের বস্তু হইয়া রহিয়াছে।

জয় শ্রীনীলাম্বুধিবিহারী শ্রীগৌরহরির জয় ! জয় শ্রীনীলাচলবিভূষণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের জয় !! জয় শ্রীপুরুষোত্তমসঙ্গিরঙ্গী ভক্তবৃন্দের জয় !!!

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ।



শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীক্ষেত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীক্ষেত্রের মঠ

পূর্বভাষ

শ্রীপুরুষোত্তম-বিষ্ণুর নিত্যাধিষ্ঠান ভূমি শ্রীক্ষেত্র সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের নিকটই পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া আবহমানকাল হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। আচার্য শঙ্কর তাঁহার চারিজন প্রধান শিষ্যের দ্বারা ভারতবর্ষের চারিপ্রান্তে বিষ্ণুর চারিধামে যে চারিটি প্রধান মঠ[1] প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীপুরুষোত্তমের 'শ্রী-গোবর্ধন' বা 'ভোগবর্ধন' মঠ অন্যতম। এমন কি, কবীর ও নানক-পন্থিগণের মঠও এই স্থানে দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র-লীলা-

---

১। শ্রীশঙ্করাচার্য দ্বারকায় সুরেশ্বরাচার্যের দ্বারা 'শারদা-মঠ', পুরীধামে শ্রীপদ্ম-পাদাচার্যের দ্বারা 'গোবর্ধন-মঠ', বদরিকায় তোটকাচার্যের দ্বারা 'জ্যোতির্মঠ' এবং রামেশ্বরে হস্তামলকাচার্যের দ্বারা 'শৃঙ্গেরীমঠ' স্থাপন করান।

পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর ক্ষেত্র বা ধাম। এইজন্য এ-স্থানে বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মঠ প্রাচীনকাল হইতে প্রকাশিত রহিয়াছেন। মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন ও শ্রীপুরুষোত্তমের বিভিন্ন রাজবংশ—সকলেই শ্রীবিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় উদ্‌ভাসিত হইবার পর শ্রীপুরুষোত্তমের সর্বত্র শ্রীশ্রীগৌরহরির নাম-প্রেম-প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে মঠ বা ভক্ত-সঙ্ঘারাম স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। শ্রীল রায়রামানন্দ গোস্বামিপাদ 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে', শ্রীল পরমানন্দপুরী গোস্বামি-পাদ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-পাদ 'শ্রীতোটা-গোপীনাথ-মঠে', শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামি-পাদ 'সাতাসনে'র অন্যতম 'বড় আসন-মঠে', শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি-পাদ 'শ্রীগিরিধারি-আসন-মঠে', শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-পাদ 'শ্রীমদনমোহনদেব-আসন-মঠে', খঞ্জ শ্রীভগবান্ আচার্য 'শ্রীবলরাম-আসন-মঠে', শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী 'শ্রীরাধাকান্তমঠে', শ্রীল নরহরি সরকার-ঠাকুর 'শ্রীবিশাখা-মঠে', শ্রীঅভিরাম ঠাকুর 'শ্রীবালি মঠে', শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু ও তচ্ছিষ্য শ্রীরসিকানন্দ 'শ্রীকুঞ্জমঠে', শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-পাদের শিষ্য শ্রীপ্রেম-দাস বা শ্রীকৃষ্ণদাস 'শ্রীরাধা-দামোদর-মঠে', শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের কোন শিষ্য 'ঝাঞ্জপিটা-মঠে', শ্রীঅদ্বৈত-শাখার শ্রীনন্দিনী 'শ্রীনন্দিনী মঠে', শ্রীশিখি-মাহিতির ভগিনী শ্রীমাধবীদেবী 'বেন্টপুর-শ্রীগোপীনাথ-মঠে' ও শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের অনুগৃহীতা শ্রীশচীদেবী 'শ্রীগঙ্গামাতা-মঠে', শ্রীশ্রীগৌর-বিহিত নামপ্রেমকীর্তন-প্রচারের বন্যা আনয়ন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে এক নবযুগের উদ্বোধন করিয়া-ছিলেন। ইহার পরবর্তিকালে মহাত্মা শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী 'কদলি-পট্কা-আসন-মঠে' ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীল হরিদাস

ঠাকুরের ভজন-স্থলীর সন্নিকটে 'ভক্তিকুটীতে এবং তৎপরবর্তিকালে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের ভজনকুটীতে ও গৌরবাটসাহিস্থ চটকপর্বতে 'শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ' স্থাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মঠসমূহও শ্রীক্ষেত্রবৈভব বর্ধন করিয়াছিল।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় 'Maths of Orissa' নামক একটি গ্রন্থ লিখিয়া উৎকলের মঠসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থটি এখন লুপ্তপ্রায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তাদেশীয় আধুনিক বিভিন্ন গবেষক শ্রীপুরুষোত্তমের বিভিন্ন মঠ-সম্বন্ধে কিছু কিছু বিকৃত ও অসম্পূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। 'পুরী-ডিষ্ট্রীক্ট্-গেজেটিয়ারে'ও পুরীর মঠ-সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। * আমরা পুরীর প্রধান প্রধান মঠে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত

* "Maths are moanstic houses originally founded with the object *** of giving religious instruction to Chelas or disciples, and generally of encouraging a religious life. The heads of these religious houses, who are called Mahants or Mathdharis, are elected from among the Chelas and are assisted in the management of their properties, by Adhikaris, who may be described as their business-managers, They are generally celibates, but in certain Maths, married men may hold the office. Mahants are the gurus or spiritual guides of many people, who present the Maths with presents of money and endowment in land. Thus, the Sriramdasa or Dakshinparsva Math received rich endowments from the Marathas, its abbot having been the Guru of the Maratha Governor; while the Mahant of the Emar Math in the eighteenth Century, who had the reputation of being a very holy ascetic, similarly got large offerings from his followers and is possessed of large estates. Both Saiva and Vaishnava maths exist in Puri. The lands of the latter are known as amruta-manohi (literally, nectar-food), because they

হইয়া যথাসম্ভব অনুসন্ধান-পূর্বক যে-সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই সজ্জন পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিতেছি।

---

were given with the intention that the proceeds thereof should be spent in offering bhoga before Jagannath, and that the Mahaprasad thus obtained should be distributed among pilgrims, beggars and ascetics. They are distinct from the amruta-manohi lands of the temple itself, which are under the superintendence of the Raja. In 1848, Babu Brij Kishore Ghose roughly estimated the annual income of twenty-nine Maths from land alone at Rs. 145400l, and this income has increased largely during the last eighty years.

There are over seventy Maths in Puri town. The chief Saiva Maths are located in the sandy tract near Swarga-dwar, viz Sankaracharya, with a fine library of old manuscripts, and Sankaranand:, which has a branch at Bhubaneswar. Near the Sankaracharya Math is a small Math of the Kabirpanthis or followers of Kabir and the Sikh Guru Nanak. Most of the Maths are naturally Vaishnava. The richest of the latter are Emar, Sriramdasa and Raghabadasa, the inmates of which are Ramats or followers of Ramananda. The Gaudiyas or followers of Chaitanya have two Maths, viz, Radhakanta, with a celibate abbot, and Kothbhoga, with a married abbot ; while the Madhvacharis have the Achari Math with a T lugu married abbot, and the local sub-sects have two Oriya Maths. The Uttaraparsva Math is one of the oldest and most highly esteemed, being permitted to supply a special bhoga of Jagannath, the mohana-bhoga. Another Math with a fair income is located in the Jagannathballabha garden, which is frequently mentioned in the biographies of Chaitanya."

—'Gazetteers of Puri District' (1929), edited by L. S. S. O'. Malley, I. C. S., Revised Edition by P. T. Mansfield, I. C. S., Pages 122-123 (Chapter IV).

—::o::—

শঙ্কর মঠ

১। **গোবর্ধন মঠ**—শ্রীশঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য বালিসাহি-
পল্লীতে সমুদ্রতীরে এই মঠ স্থাপন করেন। ইহাতে শঙ্করাচার্যের একটি
শ্বেত-প্রস্তরময়ী মূর্তি এবং তাঁহার গাদি বিরাজমান আছে। বর্তমান
মঠাধীশের নাম—শ্রীভারতীকৃষ্ণ তীর্থ। ইঁহাদের ইষ্টদেব শ্রীগোপাল
বলিয়া ইঁহারা বলেন। বস্তুতঃ শঙ্কর-সম্প্রদায়ে শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব
স্বীকৃত না হওয়ায় উহা সাত্বত-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসম্মত নহে। মধুসূদন
তীর্থ যখন গোবর্ধন-মঠের মঠাধীশ ছিলেন, তখন আমরা গোবর্ধন-মঠে
একটি বিপুল গ্রন্থাগার (হস্তলিখিত পুঁথির) দর্শন করিয়াছিলাম।
'বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি'-গ্রন্থের ১ম সংখ্যায় গোবর্ধন-মঠের গ্রন্থাবলীর
বিস্তৃত তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে।

২। **গোপালতীর্থ মঠ**—ইহা পুরুণা-নহর বা পুরীর রাজ-
প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের সন্নিকটে অবস্থিত। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কোন
গোপালতীর্থের দ্বারা ইহা স্থাপিত। বর্তমান মঠাধীশের নাম শ্রীমাধবা-
নন্দ তীর্থ। ইঁহাদের মূল অভীষ্টদেবতা—শ্রীভুবনেশ্বরী।

৩। **শঙ্করানন্দ-সরস্বতী মঠ**—এই মঠ গোপালতীর্থ-মঠের কিছু-
দূরে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যের শৃঙ্গেরী-মঠের শঙ্করানন্দ সরস্বতী এই মঠ
প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার পূর্ব মঠাধীশ সচ্চিদানন্দ সরস্বতী কোন কারণে
ভুবনেশ্বরে অবস্থান করিতেছেন। বর্তমান মঠাধীশের নাম—শ্রীবালানন্দ
সরস্বতী। এই মঠের অভীষ্টদেবতা শ্রীনৃসিংহদেব বলিয়া ইঁহারা বলেন।

৪। **শিবতীর্থ মঠ**—এই মঠ গোপালতীর্থ-মঠের নিকটেই অব-
স্থিত ছিল। বর্তমানে ইহার অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায়। বর্তমান মঠাধীশ
শ্রীজগন্নাথতীর্থ দেবল ব্রাহ্মণের উপর পূজার ভার অর্পণ করিয়া
ভুবনেশ্বরে অবস্থান করিতেছেন, শুনিতে পাওয়া গেল।

৫। **মহীপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মঠ**—হরচণ্ডীসাহি-পল্লীতে এই মঠ অবস্থিত। বর্তমান মঠাধীশের নাম—শ্রীসদাশিবপ্রকাশ ব্রহ্মচারী।

৬। **লক্ষ্মীভদ্র বা নঙ্গুলি মঠ**—ইহা পুরীর লক্ষ্মাবাজারের মধ্যে অবস্থিত। কেহ কেহ ইহাকে 'দশনামী মঠ' বলেন। কথিত হয় যে, এই মঠের নিয়মানুসারে পুরুষাঙ্গ ছেদন করিতে হয়। বর্তমান মঠাধীশের নাম—শ্রীবনবিহারী পুরী।



শ্রীরামানুজ-মঠ

১। **এমার মঠ**—নামান্তর শ্রীরাজগোপাল-মঠ বা শ্রীনিবাস-কোট। পুরীর সমস্ত বৈষ্ণব-মঠের মধ্যে এই মঠ ঐশ্বর্য-গৌরবে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা শ্রীজগন্নাথের সিংহদ্বারের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। বর্তমান মঠাধীশের নাম—শ্রীগদাধর-রামানুজদাস।

২। দক্ষিণপার্শ্ব **শ্রীরামদাস মঠ**—শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণদ্বারের সম্মুখে অবস্থিত। বর্তমান মঠাধীশ—শ্রীজগন্নাথ-রামানুজদাস।

৩। দক্ষিণপার্শ্ব **শ্রীরাঘবদাস মঠ**—শ্রীরঘু অরক্ষিত-নামক শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসিদ্ধ ভক্ত এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান মঠাধীশ—শ্রীরমানাথ-রামানুজদাস।

৪। **উত্তরপার্শ্ব মঠ**—শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের উত্তর-দ্বারের সম্মুখে অবস্থিত। বর্তমান মঠাধীশ—শ্রীগোবিন্দ-রামানুজদাস।

৫। **ত্রিমালী মঠ**—উত্তরপার্শ্ব মঠের সন্নিকটে অবস্থিত। বর্তমান মঠাধীশ—শ্রীসঙ্কর্ষণ-রামানুজদাস।

৬। **রেব্‌সা মঠ**—এই মঠও উত্তরপার্শ্ব মঠের নিকটে অবস্থিত। বর্তমান মঠাধীশ—শ্রীকমলনয়ন-রামানুজদাস।

৭। **সমাধি মঠ**—কালিকাদেবী-সাহি-পল্লীতে অবস্থিত। বর্তমান মঠাধীশ—শ্রীবিশ্বক্‌সেন-রামানুজদাস। পূর্বে শ্রীমদ্‌বাসুদেব-রামানুজ-দাসজী এই মঠে অবস্থান করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—শ্রীজয়রামদাস-নামক এক প্রাচীন বৈষ্ণব দ্বাদশীদিবসে সমাধিমগ্ন হইয়া দশম-দিবস পর্যন্ত সমাধিস্থ থাকিতেন। তাঁহারই নামানুসারে উক্ত মঠের নাম 'সমাধি মঠ' হইয়াছে।

৮। **পণ্ডিত মঠ**—কুন্টেই বেন্টসাহি-পল্লীতে অবস্থিত। বর্তমান মঠাধীশ—শ্রীব্রজবিহারি-রামানুজদাস।

৯। **সিদ্ধ মঠ**—দোলমণ্ডপসাহি-পল্লীতে অবস্থিত। ইহার বর্তমান মঠাধীশ—পূর্বোক্ত শ্রীকমলনয়ন-রামানুজদাস।

১০। **জিয়রস্বামী মঠ**—বালিসাহি-পল্লীতে অবস্থিত। মঠাধীশ—ফলাহারী শ্রীবাসুদেব-রামানুজদাস।

১১। **রঙ্গামা মঠ**—সূয়ারসাহি-পল্লীতে অবস্থিত। মঠাধীশ—শ্রীনৃসিংহাচারী-রামানুজদাস।

১২। **কেট্‌কীমঠ**—মার্কণ্ডেশ্বরসাহি-পল্লীতে অবস্থিত। মঠাধীশ—দামোদর-রামানুজদাস।

১৩। **রিমা ছত্র**—বড় দাণ্ডে পুলিস সেক্‌সনের নিকট অবস্থিত। শুনা গেল—বর্তমানে ইহার কোন মহান্ত নাই।

১৪। **নৃসিংহাচারী মঠ**—বালিসাহি-পল্লীতে অবস্থিত। এই মঠের মঠাধীশগণ বিবাহিত গৃহস্থ। বর্তমান মঠাধীশ—শ্রীজগন্নাথ-সম্পৎকুমার আচারী।

১৫। **বেঙ্কটাচারী মঠ**—ইহাও বালিসাহি-পল্লীতে অবস্থিত এবং এই মঠের মঠাধীশগণও বিবাহিত গৃহস্থ। বর্তমান মঠাধীশ—শ্রীজগন্নাথ-বেঙ্কটকুমার আচারী।

কথিত হয় যে, দক্ষিণদেশে শ্রীরামানুজ-আচার্যের প্রতিষ্ঠিত যে আটটি গাদি আছে, তাহার মঠাধীশগণ যথাক্রমে পাঁচ জন বিরক্ত ও তিনজন গৃহস্থ। উক্ত তিন জন গৃহস্থ শ্রীবৈষ্ণবের মধ্যে দুই জন গৃহস্থ শ্রীবৈষ্ণবের বংশধর শ্রীনৃসিংহাচারী ও শ্রীবেঙ্কটাচারী মঠের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের প্রত্যেক মঠেই শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত আছেন।

— :*: —

শ্রীরামানন্দি-মঠ

শ্রীরামানুজ হইতে ত্রয়োবিংশ অধস্তনরূপে *শ্রীরামানন্দের আবির্ভাব হয়। শ্রীরামানুজের প্রচারিত উপাস্য, মন্ত্র, আচার ও সিদ্ধান্তাদি হইতে শ্রীরামানন্দের তত্তদবিষয়ক সিদ্ধান্তে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

---

* শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়ের পরবর্তী অধস্তনগণের এক পক্ষ শ্রীরামানন্দকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার কল্পনা করিয়া শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়কে একটি পৃথক্ সম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। আবার অপর এক পক্ষ শ্রীরামানন্দকে রামাংশাবতার বলিলেও শ্রীরামানুজাচার্যের অধস্তন আচার্যরূপে শ্রীরামানন্দের আম্নায়-পরম্পরা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 'হিন্দী-ভক্তমাল'-রচয়িতা নাভাদাস ও 'বার্তিকপ্রকাশকা'র শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী। বার্তিক-প্রকাশে শ্রীরামানুজ হইতে শ্রীরামানন্দ পর্যন্ত নিম্নলিখিত ক্রমে গুরুপরম্পরা প্রদর্শিত হইয়াছে,—

(১) শ্রীরামানুজাচার্য, (২) গোবিন্দ, (৩) কূরেশ, (৪) পরাশর, (৫) নিগমান্তযোগী, (৬) লোকাচার্য, (৭) দেবাধিপাচার্য, (৮) শৈলেশ, (৯) বরবরমুনি, (১০) পুরুষোত্তম,

শ্রীরামানন্দি সম্প্রদায়ে শ্রীসীতারামের উপাসনা এবং গলদেশে সর্বক্ষণ শ্রীতুলসীর মালা-ধারণ, ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসাদির পরিবর্তে শ্বেতকৌপীন-বহির্বাসাদি-ধারণ প্রভৃতি আচার দৃষ্ট হয়। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের অধিকাংশ বৈষ্ণবগণই সন্ধ্যা-বন্দনাদিকালে শ্রীতুলসীর মালা ধারণ করেন, সর্বক্ষণ ধারণ করেন না। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-মঠের পরেই শ্রীরামনন্দি-সম্প্রদায়ের মঠের সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হয়। তৎপরে শ্রীরামানুজ-মঠের সংখ্যা। তৎপরে শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীবিষ্ণুস্বামি-মঠের সংখ্যা গণনা করা যাইতে পারে। তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমধ্বাচার্য-সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ মঠ পুরীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। নিম্নে শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ের মঠের একটি তালিকা প্রকাশিত হইল।

১। **বড়ছাতা মঠ**—শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তরদিকে অবস্থিত। বর্তমান মহান্তের নাম—শ্রীঅনাদি দাস।

২। **ছাউনী-মঠ**—সিংহদ্বারের সংলগ্ন দক্ষিণে অবস্থিত। মহান্ত—শ্রীভগবান্ দাস।

---

(১১) গঙ্গাধর, (১২) সদাচার্য, (১৩) রামেশ্বর, (১৪) দ্বারানন্দ, (১৫) দেবানন্দ, (১৬) শ্যামানন্দ, (১৭) শ্রুতানন্দ, (১৮) নিত্যানন্দ, (১৯) পূর্ণানন্দ, (২০) শ্রীআনন্দ, (২১) হরিয়ানন্দ, (২২) রাঘবানন্দ ও (২৩) রামানন্দ।

বার্তিক-প্রকাশকার বলেন,—মুন্সিতুলসীরামজী, প্রতাপসিংহজী এবং ডাঃ এইচ্., এইচ্. উইল্‌সন্ প্রভৃতি লেখকগণ শ্রীরামানন্দকে শ্রীরামানুজ হইতে যে 'পঞ্চম' বলিয়াছেন, [(১) শ্রীরামানুজাচার্য, (২) শ্রীদেবাচার্য, (৩) শ্রীহরিয়ানন্দ, (৪) শ্রীরাঘবানন্দ এবং (৫) শ্রীরামানন্দ-স্বামী] তাহাতে মধ্যবর্তী আচার্যগণের নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, উক্ত লেখকগণ কেবল শ্রীভক্তমালের মূল দোহার উপর নির্ভর করিয়াই ঐরূপ গুরুপরম্পরা লিখিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সাম্প্রদায়িক আম্নায়-লিপিপরম্পরা দর্শন করেন নাই।

৩। **বলরামকোট**—ইহা পূর্বে আচারী মঠের অন্তর্গত ছিল। তিনপুরুষ পূর্বে (বর্তমান মহান্তের পরমগুরু) ইহা রামানন্দি-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। তখন এই মঠে শ্রীনৃসিংহ-শালগ্রাম পূজিত হইতেন। বর্তমানে সেই শ্রীনৃসিংহ-শালগ্রাম পূজিত হইতেছেন এবং শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-শ্রীমূর্তিও আছেন। বর্তমান মহান্ত—শ্রীরামচন্দ্র দাস। ইনি পণ্ডিত ব্যক্তি, ইনি এই সকল তথ্যপ্রদানে সৌজন্য প্রদর্শন ও সহায়তা করিয়াছেন।

৪। **সান (ছোট) ছাতা মঠ**—এখানে শ্রীশ্রীসীতারাম-বিগ্রহ পূজিত হন। মহান্ত—শ্রীগঙ্গাদাস।

৫। **পাপড়িয়া মঠ**—ইহা পুরীর বর্তমান রাজপ্রসাদের সম্মুখে অবস্থিত। এখানে শ্রীশ্রীসীতারাম-বিগ্রহ আছেন। এই মঠের মহান্ত বারভাই দাড়িয়া খালসার (জমায়েতের) শ্রীমহান্ত ; নাম—শ্রীমহান্ত-রামরতন-দাস। দক্ষিণ-দেশীয় পাপড়িয়া শ্রীজগন্নাথদাসের নামানুসারে এই মঠের ঐরূপ নাম হইয়াছে। উক্ত শ্রীজগন্নাথ দাস সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও সম্মানিত সাধু ছিলেন। জমায়েত দলের দ্রব্যাদিপূর্ণ গাড়ী দেখিলেই তিনি বলিতেন,—"সাধু খিলাও"। শুনা যায়, একবার উড়িষ্যাতে বার বৎসর বৃষ্টি হয় নাই। তিনি তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্র বৃষ্টি ও উত্তম ফসল হইয়াছিল। এজন্য সাধারণের নিকট খুব প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহার রামানন্দি-সম্প্রদায়ের ভাগবত কণ্ঠস্থ ছিল। ইঁহার সহিত শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। ইনি শ্রীল ভক্তিবিনোদকে কুম্ভমেলা-দর্শনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

৬। **কৌশল্যাদাস মঠ**—শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-দরজার নিকট অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীসীতারাম ; মহান্ত—শ্রীমধুসূদন দাস।

৭। **পাঞ্জাবী মঠ**—বালিসাহি-পল্লীতে অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীসীতারাম ও শ্রীলক্ষ্মণ। মহান্ত—শ্রীবলরাম দাস।

৮। **নবলদাস মঠ**—দোলমণ্ডপসাহিতে অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীসীতারাম। মহান্ত—শ্রীভাগবত দাস।

৯। **অঙ্গিরা-ছাতা**—দোলমণ্ডপসাহিতে অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীসীতারাম। বর্তমানে বড়ছাতার অধীন। মহান্ত—শ্রীঅনাদি দাস।

১০। **দশাবতার মঠ**—শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরের নিকট অবস্থিত। মূল শ্রীবিগ্রহ—দশাবতার-মূর্তি। এই মঠ বড়ছাতার অধীন। মহান্ত—শ্রীঅনাদি দাস।

১১। শ্রীপঞ্চরামানন্দীয় **দিগম্বর-বৈঠক**—(প্রচলিত নাম—বড় আখড়া বা দিগম্বর আখড়া) সিংহদ্বারের নিকট অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীসীতারাম। মহান্ত—শ্রীরামদয়াল দাস।

১২। শ্রীপঞ্চরামানন্দীয় **নির্মোহী বৈঠক**—শ্রীনরেন্দ্রসরোবরের নিকট অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম। মহান্ত—শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস।

১৩। শ্রীপঞ্চরামানন্দীয় **নির্বাণী বৈঠক**—শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ী যাইবার পথে চন্দনপুকুরের নিকটে অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীসীতারাম। মহান্ত—শ্রীসীতারাম দাস।

১৪। শ্রীপঞ্চরামানন্দীয় **মহানির্বাণী বৈঠক**—বড় শঙ্খের নিকট অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম। শুনা যায় মহান্ত পতিত হইয়াছেন।

১৫। শ্রীপঞ্চরামানন্দীয় **নিরালম্বি-বৈঠক**—শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ীর নিকট অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম। মহান্ত—শ্রীগঙ্গাদাস।

১৬। শ্রীপঞ্চরামানন্দীয় **খাকী (বিভূতি) বৈঠক**—শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরের নিকট অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম। মহান্তের কোন নাম পাওয়া যায় না, শুনা যায়—পতিত।

১৭। **বলগণ্ডি-ছাতা**—শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ীর পথে বলগণ্ডির নিকট অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম, পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীনৃসিংহমূর্তি-শালগ্রাম। বর্তমান মহান্ত—শ্রীনরসিংহ দাস।

১৮। **মণিরাম মঠ**—কুণ্ঢেই বেণ্ট্সাহি-পল্লীতে অবস্থিত। পুরীর রাজপ্রসাদের নিকট। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীসীতারাম। মহান্ত—শ্রীপরমেশ্বর দাস।

১৯। **ঘুমুসর মঠ**—কুণ্ঢেই বেণ্টসাহি-পল্লীতে অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম। বড়ছাতা মঠের মহান্ত শ্রীঅনাদিদাস এই মঠেরও মহান্ত।

২০। **সুন্দররাম মঠ**—কুণ্ঢেই বেণ্টসাহি-পল্লীতে অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীসীতারাম। মহান্ত—শ্রীইন্দ্রমণি দাস।

২১। **নুআ মঠ**—পূর্বোক্ত মঠের নিকটেই অবস্থিত। মহান্ত—শ্রীরামচন্দ্র দাস।

২২। **মলুকচৌরা মঠ**—স্বর্গদ্বারে অনন্তশয়নের নিকট। এখানে শ্রীবিদুরের মূর্তি আছেন। মহান্ত—ফলাহারী শ্রীরাজারাম দাস।

২৩। **বড়সন্ত মঠ**—মার্কণ্ডেশ্বর-সাহিতে অবস্থিত। মহান্ত—শ্রীমনোহর দাস।

২৪। **হরিজখণ্ডি মঠ**—শ্রীশ্বেতগঙ্গার নিকট অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীজগন্নাথ-লক্ষ্মী, শ্রীশ্রীনৃসিংহ-শালগ্রাম। দক্ষিণদেশে ইহার অনেক শাখামঠ আছে। ইহা খুব অর্থশালী মঠ। মহান্ত—শ্রীরামনারায়ণ দাস।

২৫। **স্বর্গদ্বার-ছাতা**—এই মঠ স্বর্গদ্বারে অবস্থিত। এখানে একটি বিস্তৃতশাখ বটবৃক্ষ আছে। মহান্ত—শ্রীসীতারাম দাস। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমসাময়িক ওঙ্কার-মন্ত্র-জপকারী অতি প্রাচীন এক

তাপস এই স্থানে বাস করিতেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত বৃদ্ধ তাপসের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি তথায় উক্ত তাপসকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন (১৭ই জানুয়ারী, ১৯০৩ খৃঃ)।

২৬। **পুরুণানহর-ছাতা**—পুরীর প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষের নিকট। মহান্ত—শ্রীলক্ষ্মণদাস।



শ্রীনিম্বার্ক মঠ

১। **শ্রীরাধাবল্লভ মঠ**—সিংহদ্বারের বরাবর পূর্বদিকে বড়দাণ্ডের উপর অবস্থিত। মঠের উপরের, নীচের ও বহির্ভাগের অধিকাংশ গৃহই যাত্রিগণকে ভাড়া দেওয়া হয়। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। মহান্ত—শ্রীরাধাচরণ দাস।

২। **শ্রীরামজী মঠ**—চুড়ঙ্গসাহি-পল্লীতে অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। মহান্ত—শ্রীবলরাম দাস।

৩। **চিকিটি মঠ**—বালিসাহি-পল্লীতে বারাহীদেবীর নিকট। শ্রীবিগ্রহ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। মহান্ত—শ্রীরঘুনাথ দাস।

৪। **দুঃখিশ্যাম-ছাতা**—লোকনাথ রোডে অবস্থিত। মহান্ত—শ্রীপরমেশ্বর দাস।

৫। **চাউলিয়া মঠ**—বলগণ্ডিতে অবস্থিত। মহান্ত—শ্রীঘনশ্যাম দাস (গৃহস্থ)।



শ্রীবিষ্ণুস্বামি-মঠ

১। বিষ্ণুস্বামি-আখড়া—শ্রীমার্কণ্ডেয়-সরোবরের নিকট অবস্থিত। শ্রীমহাবীর বা শ্রীবজ্রাঙ্গজীর শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান। পূর্ব মহান্তের নাম—শ্রীরামদাস। বর্তমানে কোন মহান্ত নাই, বলিয়া শুনা যায়।

২। গুণ্ডিচা-মন্দিরে যাইবার পথে বড়দ্বারের দক্ষিণদিকে শ্রীবিষ্ণু-স্বামি-সম্প্রদায়ের আরও দুইটি আখড়া আছে।

মহান্ত-নির্বাচন-প্রণালী

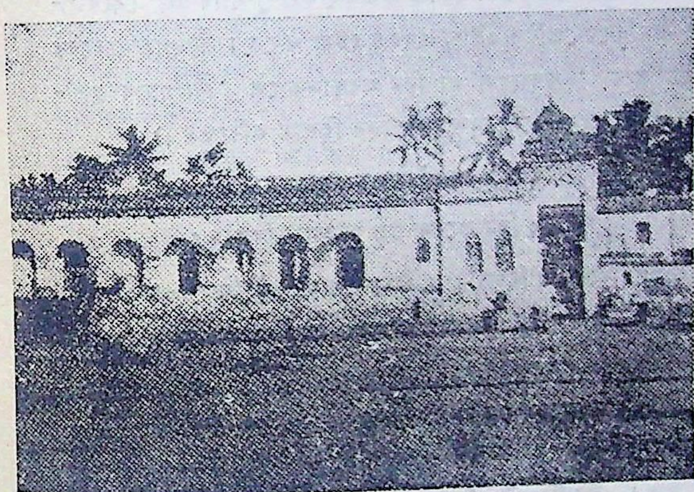
ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে পুরীর মঠের মহান্তগণ ইচ্ছাপত্র বা উইল সম্পাদন করিয়া তাঁহাদের অধস্তন মহান্তের নির্বাচন করিয়া যান। কিন্তু যদি কোন কারণে পূর্ব মহান্ত ইচ্ছাপত্র সম্পাদন না করেন, অথবা পূর্বমহান্ত ইচ্ছাপত্র সম্পাদন করা সত্ত্বেও যদি তাঁহার মনোনীত অধস্তন ভক্তিবিরুদ্ধ আচার বা কোনরূপ অভক্তিপর কার্য-কলাপ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে চতুঃসম্প্রদায়ের সন্ত ও মহান্তগণ সমবেত হইয়া পূর্ব মহান্তের নির্যাণের ত্রয়োদশ দিবসে যাঁহাকে যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া মস্তকে শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী পট্টবস্ত্র বন্ধন করিয়া দিবেন, তিনিই মহান্ত হইবেন। অনেক ক্ষেত্রে পূর্বমহান্তের উইল পর্যন্ত সন্ত ও মহান্তগণের নির্বাচনের নিকট রদ হইতে দেখা গিয়াছে অর্থাৎ চতুঃসম্প্রদায়ের সন্ত ও মহান্তগোষ্ঠীর নির্বাচনই বলবত্তর হয়।



শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠ

১। শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ

শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ী ও শ্রীমন্দিরের প্রায় মধ্যস্থলে দাণ্ডীমালসাহীতে 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ' অবস্থিত। পূর্বদিকে—বড়দাণ্ড[১], পশ্চিমে—মার্কণ্ডেশ্বর, উত্তরে—চুড়ঙ্গসাহি ও দক্ষিণে 'নরেন্দ্র সরোবর'—'শ্রীজগ-



শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ, শ্রীপুরী

ন্নাথবল্লভ-উদ্যানে'র সীমানা। 'বল্লভ' শব্দের অর্থ—প্রিয়। এই উদ্যান শ্রীজগন্নাথদেবের অতিশয় প্রিয় বা সুখকর।

১। পুরীর সর্বাপেক্ষা 'বৃহৎ রাজপথ', যে পথ দিয়া রথে আরোহণপূর্বক শ্রীজগন্নাথ গুণ্ডিচাবাড়ীতে যাত্রা করেন।

শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানস্থ মঠ সর্বপ্রথমে কাহার দ্বারা, কোন্ সময় প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার কোন প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় ব্যক্তিগণের কেহ কেহ বলেন,—ইহা আদি-শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের একটী পীঠস্থান ছিল। তাঁহারা আরও বলেন,—শ্রীরামানন্দ-রায়ের কুল-গুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এইজন্য শ্রীরায় রামানন্দ অনেক সময় শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই প্রিয় উদ্যান হইতে প্রত্যহই ফল-পুষ্পাদি বহু সেবোপকরণ শ্রীমন্দিরে প্রেরিত হইত, এখনও হইয়া থাকে। শ্রীজগন্নাথদেবের 'গুণ্ডিচা'য় বা 'সুন্দরাচলে' নয় দিন অবস্থানকালে 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ'-নামক পুষ্পারামে শ্রীগৌরসুন্দর নয় দিন বিশ্রাম করিতেন।[১]

'জগন্নাথবল্লভ' নাম বড় পুষ্পারাম।
নব দিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম॥

শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন এই উদ্যানে গমন করিয়া 'দমনক'-নামক পুষ্প চুরি করিয়া আনেন। কথিত হয় যে, এই পুষ্পবাটিকা শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সমসাময়িক।

'শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে'র শ্রীমন্দির পূর্বাভিমুখে অবস্থিত। শ্রীমন্দিরের মধ্যপ্রকোষ্ঠে শঙ্খ-চক্র-বংশীধারী চতুর্ভুজ ত্রিভঙ্গ শ্রীরাধাগোপাল-মূর্তি বিরাজিত। শ্রীমূর্তির ঊর্ধ্ব দক্ষিণহস্তে চক্র, বামহস্তে শঙ্খ ও নিম্ন দুই হস্তে বংশী। ইহার সংলগ্ন দক্ষিণ-প্রকোষ্ঠে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীসুদর্শনচক্র অবস্থিত। ইংরাজী ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর শ্রীআদিকন্দ দাসজীর উদ্যোগে পণ্ডিত শ্রীনরসিংহ মিশ্র শ্রীরায়-রামানন্দ ও সন্ন্যাসি-বেশে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্তি 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-মঠে'

১। চৈ চ ম ১৪।১০৫

শ্রীমন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশের দক্ষিণদিকে একটি প্রকোষ্ঠে স্থাপন করিয়াছেন।

বহু পূর্বে 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে'র অন্তর্গত শ্রীমন্দিরের সেবা-ভার উদাসীন বৈষ্ণবগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রায় আশী বৎসর পূর্বে উক্ত পীঠের শেষ মহান্ত শ্রীজগন্নাথবল্লভের সম্পত্তি হইতে প্রায় দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া লইয়া তীর্থ-পর্যটনে বহির্গত হন ; কিন্তু তিনি স্বদেশে গিয়া বিবাহ করেন। কর্মচারিবৃন্দ কিছুদিন সেবাপূজা পরিচালনা করেন। তৎপরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২০ দফা আইন অনুসারে কটকের ডিষ্ট্রিক্ট জজ্ কর্তৃক একটি কমিটির হস্তে 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-মঠের পরিচালন-ভার ন্যস্ত হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের 'উড়িষ্যা-হিন্দু-রিলিজিয়স্ এণ্ডাউমেন্ট্ অ্যাক্ট্' প্রবর্তিত হওয়ার পর এণ্ডাউমেন্টের কমিশনার কর্তৃক তিনজন ট্রাস্টীর হস্তে ইহার পরিচর্যাভার অর্পিত হইয়াছে। বর্তমান ট্রাস্টীত্রয়—(১) রায়বাহাদুর শ্রীব্রহ্মানন্দ মহান্তি (উকিল), (২) শ্রীরাধাচরণ পট্টনায়ক (জমিদার) ও (৩) শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, বি-এল, এম্-এল্-এ (কেন্দ্রীয়)।

শ্রীজগন্নাথ-বল্লভের বিরাট উদ্যান বহুকাল হইতে ভক্ত ও ভগবানের নয়নমনোভিরাম হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীগোপীশিরোমণির ভাবে বিভাবিত হইয়া 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে' মহাভাবাবেশে চিত্রজল্পোক্তিসমূহ প্রকট করিতেন ; শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামানন্দ-রায়ের সহিত এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-লীলা প্রকাশ করিতেন। রাগাত্মিক শ্রীরাধা-নিত্যজন শ্রীরায়রামানন্দ 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ'-নামক একটি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সেই নাটক শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট অভিনয় করাইবার জন্য শ্রীরামরায় দুইজন নবীনা দেবদাসীকে সেই নাটকের অভিনয়যোগ্য গোপীভাব শিক্ষা দিতেন। এই সকল কথা অপ্রাকৃত

রসিক ভক্তগণের আস্বাদনের জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[১] লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

একদিন বৈশাখের পৌর্ণমাসী-দিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে॥
'জগন্নাথবল্লভ' নাম উদ্যান-প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী—যেন বৃন্দাবন।
শুক, শারী, পিক, ভৃঙ্গ করে আলাপন॥
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয়-পবন।
'গুরু' হঞা তরুলতায় শিখায় নাচন॥
পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতাদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥
ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্ত প্রধান।
দেখি' আনন্দিত হৈলা গৌর ভগবান্॥
'ললিত-লবঙ্গলতা'-পদ গাওয়াঞা।
নৃত্য করি' বুলেন প্রভু নিজগণ লঞা॥
প্রতি-বৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণে দেখেন আচম্বিতে॥
কৃষ্ণ দেখি' মহাপ্রভু ধাঞা চলিলা।
আগে দেখি' হাসি' কৃষ্ণ অন্তর্ধান হইলা॥
আগে পাইলা কৃষ্ণে, তাঁ'রে পুনঃ হারাঞা।
ভূমেতে পড়িলা প্রভু মূর্ছিত হঞা॥

১। অ ১৯।৭৮-৮৯, ৯৯-১০০

কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধে ভরিছে উদ্যানে।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতনে॥
নিরন্তর নাসায় পশে কৃষ্ণ-পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল॥

*　　*　　*　　*

এইমত গৌরহরি,　　গন্ধে কৈল মন চুরি,
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি-উতি ধায়।
যায় বৃক্ষ-লতা-পাশে,　　কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায়, গন্ধমাত্র পায়॥
স্বরূপ-রামানন্দ গায়,　　প্রভু নাচে, সুখ পায়,
এই মতে প্রাতঃকাল হৈল।
স্বরূপ, রামানন্দ রায়,　　করি' নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্তি কৈল॥

'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যান' হইতে এখনও প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদেবের জন্য বড় শৃঙ্গারের সময় তিনটি ফুলমালা ও তিনটি তুলসীমালা যথাক্রমে ষোল, চৌদ্দ ও বার হাত লম্বা করিয়া গাঁথিয়া পাঠান হয়। এতদ্ব্যতীত পুষ্পদ্বারা তিলক ও 'ঝুম্পা' রচিত হয়।

প্রাতে শ্রীজগন্নাথদেবের অবকাশ-ভোগের জন্য 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-মঠ' হইতে দধি, মাখন ও মুড়কি, উদ্যানের ডাব ও পাকাকলা প্রভৃতি উপকরণ প্রেরণ করা হয়। শ্রীজগন্নাথবল্লভের এই সকল দ্রব্য শ্রীমন্দিরে না যাওয়া পর্যন্ত অবকাশ-ভোগ হইতে পারে না। সকাল ধূপের চাল, ডাল এবং বেসর, মোহর, শাক ও টকের জন্য নানাপ্রকার সব্জী আমান্ন করিরা পাঠান হয়।

শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানের অভ্যন্তরে শ্রীবজ্রাঙ্গজী ও দেবতার নিম্ন-লিখিত পাঁচটি মন্দির আছে—(১) বড় মহাবীর, (২) গুম্ফা মহাবীর, (৩) গুয়া-(সুপারী) বাড়ী মহাবীর, (৪) অঞ্জনা-দেবী ও (৫) বুড়ি-ঠাকুরাণী।

গুম্ফা-মহাবীর বা সুড়ঙ্গমহাবীর-নামের কারণ-অনুসন্ধানে জানা যায় যে, শ্রীবজ্রাঙ্গজীর মন্দিরের নিকট হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির পর্যন্ত ভূমির তলদেশে একটি সুড়ঙ্গ ছিল।

যাত্রা-মহোৎসব

শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়-বিগ্রহ বিশেষ বিশেষ উৎসবোপলক্ষে তাঁহার প্রিয় উদ্যানে বিজয় করিয়া থাকেন।

(১) দমনকযাত্রা—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিজয়-বিগ্রহ চৈত্রী শুক্লা চতুর্দশীতে (যাহা দমনক-চতুর্দশী নামে খ্যাত) দয়না-বৃক্ষ (দমনকপুষ্প-বৃক্ষ) চুরি করিবার জন্য গোপনে বিজয় করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথ-মন্দির হইতে বিজয় করিয়া প্রথমে শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানের ঝুলন-গৃহে বিরাজ করেন। তখন গন্ধর্ব-পূজা ও ভোগ হয়। তৎ-পরে সেবকগণ কোন বাদ্য না বাজাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিজয়-বিগ্রহকে চোরের মত শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে লইয়া যান। পূর্ব হইতে সুসজ্জিত বারটি দয়না-গাছ উৎপাটন করিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণের শ্রীহস্তে প্রদত্ত হয়। তৎপরে তিনি শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন।

(২) বসন্ত-পঞ্চমী—এই উৎসবে প্রায় তিনশত টাকার ভোগ হয়। বিজয়বিগ্রহ শ্রীদোলগোবিন্দ ও শ্রীলক্ষ্মী-সরস্বতী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথবল্লভ-মঠের ঝুলন-গৃহে বিজয় করেন। তথায় ভোগরাগ হয়। আবির, চন্দন, চুয়া প্রভৃতি দ্রব্য সমর্পণ করিবার পর শ্রীদোলগোবিন্দ শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন।

(৩) দশমী হইতে ত্রয়োদশী পর্যন্ত শ্রীদোলগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-সরস্বতী শ্রীমন্দির হইতে আসিয়া শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানের সম্মুখে বড়-দাণ্ডে দণ্ডায়মান হন। তখন শ্রীজগন্নাথবল্লভের মন্দিরের বারান্দা হইতে পন্তি-ভোগ (দূর হইতে ভোগ) এবং আবির, চন্দন, চুয়া প্রভৃতি দেওয়া হয়। তৎপরে তিনি নিজ-মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন।

(৪) বেন্ট-যাত্রা—এই যাত্রা ফাল্গুন-মাসে হয়। শ্রীরাম-লক্ষ্মণের বিজয়-বিগ্রহ বড় দেউল হইতে শ্রীজগন্নাথবল্লভে বেন্ট-যাত্রা (শ্রীরাম-চন্দ্রের মৃগয়াস্মৃতি) করিবার জন্য আসেন। বেন্ট-পুকুরের নিকট বারটি ডাব-নারিকেল রাখা হয়। সেবকগণ শ্রীবিগ্রহের হস্তে ধনুর্বাণ স্পর্শ করাইয়া উহা শিকার করেন।

(৫) দুগ্ধমেলানি-যাত্রা—মকর-সংক্রান্তির দুই দিবস পূর্বে শ্রীশ্রীরাম কৃষ্ণ-বিজয়-বিগ্রহ শ্রীমন্দির হইতে বিজয় করিয়া শ্রীজগন্নাথবল্লভের সম্মুখে বড়-দাণ্ডে চন্দ্রাতপের তলে উপবিষ্ট হন। শ্রীজগন্নাথবল্লভ হইতে একটি দুগ্ধবতী গাভীকে আনিয়া শ্রীবিগ্রহের নিকট বাঁধিয়া রাখা হয়। তৎপরে 'মহাভোই'-(গোয়ালা-জাতিবিশেষ) নামক জাতির কোন ব্যক্তি গো-দোহন করে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সেই কাঁচা দুগ্ধ-ভোগ হয়। তৎপরে তিনি শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন।

(৬) শ্রীরামনবমী হইতে সাত দিন পর্যন্ত শ্রীজগন্নাথমন্দিরস্থ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ও শ্রীসীতাদেবীর বিজয়-বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথবল্লভে বিজয় করেন। শ্রীজগন্নাথবল্লভে শ্রীরামলীলাসম্বন্ধীয় নাটকের অভিনয় হইতে থাকে। নির্দিষ্ট সেবকগণ অভিনয় করেন। যখন যেরূপ লীলা হয়, তখন তদনুরূপ লীলার শ্রীবিগ্রহগণ বিজয় করেন। এই যাত্রায় দৈনিক ৫০ টাকার পন্তি-ভোগ হয়।

(৭) শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব—শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশীতে শ্রীনৃসিংহ-বিগ্রহ শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথবল্লভে বিজয় করেন। তথায় ভোগাদি গ্রহণ করিয়া পরে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন।

(৮) শ্রীহনূমদাবির্ভাবোৎসব—পণা-সংক্রান্তি-(বিষুব-সংক্রান্তি) দিবস উদ্যানে শ্রীহনূমান্‌জীউর জন্মোৎসব হয়।

উদ্যানের মধ্যে শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন পশ্চিমভাগে 'আসন-পুকুর' অবস্থিত। পূর্বে গ্রীষ্মকালে এই স্থানে তিনটি খট্টা পুষ্প-শয্যায় সুসজ্জিত করা হইত। শেষ মহান্তের পর হইতেই ইহা বন্ধ আছে।

পুরী, কটক, ব্রহ্মপুর (গঞ্জাম), সম্বলপুর, ঢেঙ্কানল, কেন্দুঝর ও বগুড়িতে (সিংহাচলের নিকট) 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-মঠে'র ভূসম্পত্তি আছে। তাহা হইতে বার্ষিক প্রায় পঞ্চাশহাজার টাকা আয় হয়। ইহা হইতে মঠের সেবা-পূজা ও শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের নির্দিষ্ট সেবা নির্বাহ হয়। এতদ্ব্যতীত বিদ্যার্থীদিগকে সাময়িকভাবে সাহায্য এবং পুরীর কুষ্ঠাশ্রম, অনাথাশ্রম ও বিধবাশ্রমকে সাহায্য দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য যে, কর্মি-সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সেবাপরিচালনের ট্রাষ্টী হওয়ায় এবং মহতের আনুগত্য না থাকায় শ্রীভগবানের ভোগের বস্তু জাগতিক পরার্থিতার কার্যে ও সেবা-পূজার নামে ইন্দ্রিয়তর্পণের কার্যে ব্যয়িত হইতেছে। বগুড়ির জমিদারীর আয় বাৎসরিক ১২০০ টাকা।

জগন্নাথবল্লভ-উদ্যানের পুষ্পবৃক্ষ—অশোক, কুন্দ, জাতী, যূথি, পলাশ, মল্লিকা, স্বর্ণকেতকী, সেবতী, নিয়ালী, মাধবী, মালতী, শ্বেতচম্পা, স্বর্ণচম্পা, মধুচম্পা, মন্দার, করবীর (শ্বেত ও রক্ত), স্বর্ণ-করবী, পদ্ম প্রভৃতি।

ফলবৃক্ষ—আম, কাঁঠাল, নারিকেল, লিচু, সপেটা, পেয়ারা, কদলী, ডালিম, কমলা, কাগজিলেবু, সত্তাম্বা, সুপারী, তাল প্রভৃতি।

শ্রীবিগ্রহের ভোগাদি—প্রাতে শ্রীমঙ্গলারাত্রিকের পর দধি, মুড়কি, খোয়ামণ্ডা, পাকাকলা ও ডাব ভোগ হয়।

সকাল-ধূপ—পরমান্ন, কাণিকা, ভাজা প্রভৃতি ভোগ হয়।

মধ্যাহ্ন-ভোগ—অন্ন, ডাল, রসা ঘণ্ট, শাক, ভাজা, টক প্রভৃতি ভোগ হইয়া থাকে।

উত্থাপন-ভোগ—বৈকালে রাব্ড়ি, খোয়ামণ্ডা ও পাকাকলা ভোগ দেওয়া হয়।

সন্ধ্যা-ভোগ—পরমান্ন, পাকাকলা, খলিরুটি ও তরকারী ভোগ হয়।

বড়শৃঙ্গার-ধূপ—শয়নের পূর্বে ডাব ভোগ হয়।

শ্রীজগন্নাথবল্লভে শ্রীবিগ্রহের দৈনিক ভোগ—খোয়া সাত ছটাক, চিনি সাড়ে তিন ছটাক, ঘৃত আধছটাক, এলাচ দু'পয়সা, কিস্‌মিস্ এক ছটাক এবং রন্ধনের জন্য ঘৃত আড়াই ছটাক, চিনি আড়াই ছটাক, কিস্‌মিস্ দু'পয়সা, এলাচ এক পয়সা, কাণিকা চাল এক পোয়া, আতপ চাল সওয়া তিন সের, ডাল তিন পোয়া এবং রাত্রিতে আটা আড়াই পোয়া, ঘৃত পাঁচ ছটাক, সুজি তিন ছটাক চিনি আধসের, দুধ দু সের, এলাচ দু' পয়সার লাগে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ বড়দেউলে চাউল একমন দু সের, ডাল দশ সের ও তরকারী প্রেরিত হয়।

শ্রীচন্দনযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথবল্লভে একবার পন্তি-ভোগ হয়।

শ্রীস্নানযাত্রা—বড় দেউলের মধ্যে ভিতর-বেড়া ও বাহির-বেড়াতে জগন্নাথবল্লভের দুইটি ঘর আছে। স্নান-বেদীতে বিজয় করিবার সময় যখন শ্রীবিগ্রহ গৃহের নিকট উপস্থিত হন, তখন তিন ঠাকুরের উদ্দেশ্যে তিন পন্তি করিয়া ভিতরে ও বাহিরে ছয় পন্তি এবং স্নানবেদীতে তিন পন্তি-ভোগ হয়।

শ্রীরথযাত্রা—এই যাত্রায় জগন্নাথবল্লভের তরপ হইতে রথগমনকালে বিভিন্নস্থানে মোট ২৯ পন্তি ভোগ হয়।

২। শ্রীপুরীগোস্বামী মঠ

একদিন ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে শ্রীল-পরমানন্দপুরীর মঠে শ্রীপুরীগোস্বামীর সমীপে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের মত তত্ত্বকথা আলোচনা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীল পরমানন্দ পুরী শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য শ্রীল ঈশ্বরপুরীর সতীর্থ। শ্রীল পরমানন্দ পুরীপাদের পূর্ব্বাশ্রম—ত্রিহুতদেশে। সন্ন্যাসীর মধ্যে শ্রীল স্বরূপদামোদর ও শ্রীল পরমানন্দ পুরীর ন্যায় মহাপ্রভুর অধিক প্রিয়পাত্র আর কেহ নাই।

শ্রীল পরমানন্দপুরী শ্রীপুরীধামে শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে একটি মঠ স্থাপনপূর্ব্বক ভজন করিতেন।

মঠের সংলগ্ন একটি কূপ ছিল। কিন্তু কূপের জল অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত বলিয়া অব্যবহার্য হইয়াছিল। অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর ইহা জানিতেন; তথাপি শ্রীল পুরীপাদের কূপ-মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিবার গূঢ় অভিসন্ধিতে প্রশ্নভঙ্গীদ্বারা উক্ত কূপের জল কিরূপ, তাহা পুরীপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীল পুরীপাদ বলিলেন,—'এ হতভাগ্য কূপের কথা আর কি বলিব! ইহার জল অত্যন্ত কর্দ্দমময়।' ইহা শুনিয়া শ্রীগৌর সুন্দর বলিলেন,—"শ্রীজগন্নাথ নিশ্চয়ই কৃপণ হইয়াছেন, নতুবা তাঁহার ভক্তোত্তম শ্রীপুরীপাদের কূপের জল এইরূপ মন্দ হইল কেন? অথবা শ্রীল পুরীপাদের কূপের জল যাহাতে সাধারণে স্পর্শ করিতে না পারে, এজন্যই শ্রীজগন্নাথের মায়ায় কূপের জল এরূপ অব্যবহার্য হইয়াছে। কারণ, পুরীপাদের কূপ-জল-স্পর্শমাত্রই জীবের তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্তি ঘটিবে। অব্যবহার্য-জল-জ্ঞানে লোকে এই সর্ব্বপাপহারক জল স্পর্শ করিতে বিরত হইলে তাহাদের পাপ-নির্ম্মুক্তি হইবে না।"

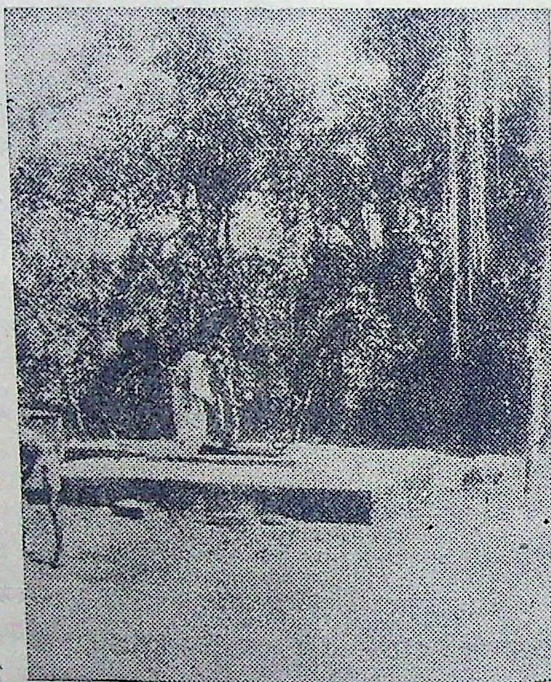
শ্রীগৌরসুন্দর ইহা বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ঊর্দ্ধ্ববাহু হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীজগন্নাথের নিকট আমার এই প্রার্থনা, শ্রীগঙ্গা-

দেবী এই কূপের ভিতরে প্রবিষ্ট হউন্। শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞাবলে পাতালস্থা ভোগবতী গঙ্গা এই কূপে এখনই প্রবিষ্ট হউন্।" ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণী শ্রবণ করিয়া উচ্চ হরি-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগঙ্গাদেবীকে এইরূপ আদেশ প্রদানপূর্বক কিছুকাল পরে 'শ্রীল পরমানন্দ পুরীর মঠ' হইতে নিজ-বাসায় গমন করিলেন। ভক্তগণও সে-রাত্রির মত নিজ-নিজ স্থানে বিশ্রামার্থ চলিয়া গেলেন। প্রভাত হইবামাত্র ভক্তগণও আবার শ্রীল পরমানন্দ পুরীপাদের মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; আসিয়া দেখেন,—মঠের কূপে আর কর্দমাক্ত জল নাই; কূপ পরম নির্মল জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং 'হরি'-ধ্বনিতে গগন বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন। শ্রীশ্রীল পরমানন্দপুরী-গোস্বামীর আনন্দে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল—তিনি অচৈতন্য হইয়া ধরায় বিলুণ্ঠিত হইলেন। সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বর-প্রভাবে মঠের কূপে গঙ্গার বিজয় হইয়াছে; সুতরাং সকলেই হরিকীর্তন করিতে করিতে কূপ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে এই আনন্দ-সংবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রেরিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সংবাদ-শ্রবণমাত্রেই শ্রীল পুরীপাদের মঠে চলিয়া আসিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপুরীগোস্বামীর কূপ-মধ্যে সুন্দর স্বচ্ছ জল দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং ভক্তগণকে আহ্বানপূর্বক বলিতে লাগিলেন,—"যিনি এই কূপে স্নান করিবেন, সত্য সত্যই তিনি গঙ্গা-স্নানের পরিপূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হইবেন—তাঁহার নির্মল-কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে।" ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণী শুনিয়া পুনরায় উচ্চ হরিধ্বনি করিতে করিতে আনন্দোল্লাস জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং আচরণ করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ বাণীর সত্যতা সুদৃঢ় করিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং

পুরীগোস্বামীর দিব্য কূপ-জলে মহানন্দসহকারে স্নান এবং সেই বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়ক জলপানলীলা প্রদর্শন করিলেন। তদবধি পুরী-গোস্বামীর কূপ শ্রীক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।



শ্রীপুরীগোস্বামীর কূপ, শ্রীপুরী

শ্রীপুরীগোস্বামীর কূপের এইরূপ পরম মাহাত্ম্য ও শ্রীকূপের সংস্থান-বিষয়ে সাধারণ অনেকেই অনুসন্ধান রাখিতেন না। কালক্রমে শ্রীপুরী-গোস্বামীর কূপের সংস্কার-সেবার প্রয়োজন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল ভক্তি-

বিনোদ ঠাকুর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীপুরীগোস্বামীর কূপের পুনরুদ্ধার করেন এবং ঠাকুরের কোন ভক্তের অর্থানুকূল্যে ঐ কূপের সংস্কার ও কূপের চতুর্দিক বাঁধানো হয়।

আজও শ্রীপরমানন্দ গোস্বামীর কূপের জলের মাহাত্ম্য শ্রীক্ষেত্রে সুপ্রচারিত রহিয়াছে। এই কূপ-জলে শ্রীক্ষেত্রস্থ সমস্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব শ্রীবিগ্রহের অভিষেকাদি কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রই নির্মলা কৃষ্ণভক্তি-লাভের জন্য ঐ কূপের জল মস্তকে ধারণ ও পান করেন। অনেক সময় বহু বাদ্য-ভাণ্ড সংযোগে অনেক সাধু, মহান্ত ও বৈষ্ণব এই কূপের জল রৌপ্য ও স্বর্ণ কলসী প্রভৃতি মূল্যবান্ পাত্রে বহু-যত্ন-সহকারে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রীপরমানন্দ পুরীগোস্বামীর কূপটি বর্তমান বাসেলিসাহি পুলিশ-ষ্টেসনের সীমানার মধ্যে পড়িয়াছে। বাসেলিসাহি-নামক পল্লীটি শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঐ কূপের সংস্কার করাইবার পর কূপের জল পূর্ববৎ নির্মল ও পানযোগ্য হইয়াছে। একটি প্রস্তরফলকে কূপের অভ্যন্তরে এই কয়েকটি কথা লিখিত আছে,—

"শ্রীপুরী-গোস্বামীর কূপ
খনিত চৈঃ ৩২
চৈঃ ৪১৮
সংস্কর্ত্রী দাসী মৃণালিনী।"

৩২ শ্রীচৈতন্যাব্দে ঐ কূপ প্রথম খনিত হন এবং ৪১৮ শ্রীচৈতন্যাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে শ্রীযুক্তা মৃণালিনী দাসী-নাম্নী ভক্তিপ্রাণা মহিলার অর্থানুকূল্যে সংস্কৃত হন।

শ্রীপরমানন্দ-পুরীর মঠ যেস্থানে অবস্থিত ছিল এবং যেস্থানে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীচরণকমল সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই স্থানটি আজও কূপের দ্বারা প্রকাশিত রহিয়াছে; কিন্তু সেই স্থানে শ্রীমঠের অন্য কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন নাই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মাভিলাষী ব্যক্তিগণ শ্রীপুরীগোস্বামীর সেই মঠের স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই কূপের জল পান, মস্তকে ধারণ, কূপ-পরিক্রম ও সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া আজও ধন্য হন।

৩। শ্রীকোঠভোগ-মঠ

শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকটে দোলমণ্ডপসাহিতে এই মঠটি অবস্থিত। শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভু এই মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—এই স্থানে এইরূপ প্রচার আছে। এই মঠে শ্রীশ্রীষড়্‌ভুজ-গৌরাঙ্গমূর্তি ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র-নামে খ্যাত হইয়া বিরাজ করিতেছেন; শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্তিও অধিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ দুই প্রকার—(১) কোঠভোগ ও (২) ছত্রভোগ। রাজভবন বা মন্দিরের অর্থভাণ্ডার হইতে যে ভোগ প্রদত্ত হয়, তাহাকে 'কোঠভোগ' বলে। বহু পূর্বে এই মঠের সেবায়েতের উপর শ্রীজগন্নাথদেবের কোঠভোগের তত্ত্বাবধান করিবার ভার অর্পিত ছিল। তখন হইতে লোকে এই মঠকে 'কোঠভোগ' মঠ বলিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বর্তমানে অনেকে ইহাকে 'মঠ' বলিতে প্রস্তুত নহেন। পূর্বে এই মঠের অধিকারিগণ বিরক্ত ছিলেন।

বর্তমান সেবায়েত মহান্তের নাম—শ্রীরাসবিহারী গোস্বামী। 'শ্রীশান্তিপুরে' ইঁহাদের এখনও বসতবাড়ী আছে, তবে তাঁহারা সেখানে

যান না। তিনি অধিকাংশ সময় শিষ্য-বাড়ীতে অর্থাদি-সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম—শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী।

এই মঠের পূর্বরীতি-অনুসারে মঠের অধিকারিগণ নন্দিনীমঠের মহান্তকে তাঁহার অভিষেককালে সোণার চুড়ি পরাইয়া দেন।

মঠের শ্রীমন্দিরটি ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু মন্দিরসংলগ্ন সেবায়েতের বাড়ী খুব বড়; নীচের ও উপরের তালায় অনেক ভাড়াটিয়া আছে। শ্রীবিগ্রহের সেবা জমিদারীর আয়, বাড়ীভাড়া ও শিষ্যাদি-প্রদত্ত অর্থ হইতে চলে।

৪। শ্রীতোটা-গোপীনাথ-মঠ

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে সমুদ্র-বালুকাপথে 'যমেশ্বর-তোটা'—নামক স্থান। উৎকল-ভাষায় 'তোটা' বা 'টোটা'-শব্দের অর্থ—উদ্যান। শ্রীজগন্নাথদেবের দ্বারপাল বা দেওয়ান-স্বরূপ পঞ্চ শিবমূর্তির অন্যতম শ্রীযমেশ্বরদেব। শ্রীযমেশ্বরের মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণে যমেশ্বরের তোটা বা উদ্যান ছিল। সেই উদ্যানেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুকে বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন[১],—

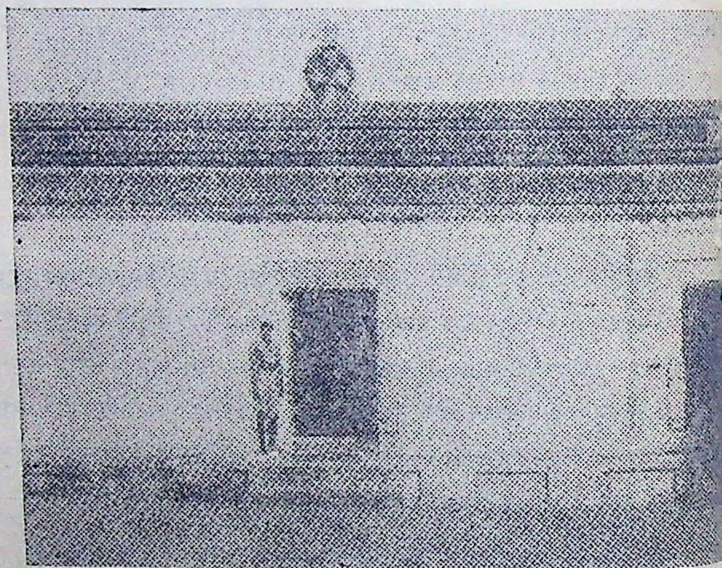
গদাধর-পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে।
যমেশ্বর প্রভু যাঁ'রে করাইলা আবাসে॥

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল গদাধরের সহিত সাক্ষাৎকার ও তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহ যমেশ্বর-তোটায় গমন করিতেন। তোটা-দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকুণ্ডস্থিত-কুঞ্জ-স্মৃতি, তৎসম্মুখস্থ চটক-পর্বত-দর্শনে শ্রীগোবর্ধন-স্মৃতি, তোটার সম্মুখস্থ বিশাল-বটবৃক্ষ-দর্শনে বংশীবট-স্মৃতি ও সমুদ্র-দর্শনে যমুনা-স্মৃতির উদ্দীপন হইত।

১। চৈ চ ম ১০।১৮৩

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অনেক সময় যমেশ্বর-তোটায় বিজয় করিতেন তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত১-পাঠেও জানা যায়,—

জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর-তোটা আইলা।
ভক্ত-অনুরোধে তাঁহা ভিক্ষা যে করিলা॥



শ্রীতোটা-গোপীনাথের শ্রীমন্দির

কিংবদন্তী এই যে, একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু যমেশ্বর-তোটায় আসিয়া "আমার প্রাণনাথ কোথায়?"—এই বলিয়া মহাভাবে বিভোর হইয়া ভাবাবেশে হস্তের দ্বারা বালুকারাশি অপসারিত করিতে লাগিলেন। শ্রীল গদাধর শ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্ত ধরিয়া ঐরূপ বালুকারাশি-অপসারণের

১। অ ৪।১১৬

কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল গদাধরকে বলিলেন,—'গদাধর ! যদি এই স্থানে কোন নিধি পাই, তাহা তুমি গ্রহণ করিবে কি ?" শ্রীল গদাধর বলিলেন,—"প্রভো ! আপনার প্রদত্ত নিধি নিশ্চয়ই মস্তক-ভূষণ করিব।" তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"দেখ, এই স্থানে আমার প্রাণনাথের চূড়ার অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে ; তুমি স্পর্শ কর।" সত্য-সত্যই শ্রীগদাধর একটি প্রস্তরময়ী শ্রীমূর্তির শিরোভাগস্থ চূড়া দেখিতে পাইলেন এবং উৎকণ্ঠিত-চিত্তে ভক্তগণের সহিত এই শ্রীমূর্তিকে বালুকারাশি অপসারণপূর্বক উত্তোলন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগদাধরকে সেই মূর্তি শ্রীগোপীনাথের শ্রীমূর্তি বলিয়া জ্ঞাপনপূর্বক বংশীবটের তটে, নীলসমুদ্রের উপকূলে যামুনতট-বিচারে স্থাপন করিয়া নিত্য সেবা করিতে বলিলেন। এই মোহন শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের কথা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনও এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন[১],—

গদাধর-ভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন, যে-হেন নন্দকুমার সাক্ষাৎ ॥
আপনে চৈতন্য তানে করিয়াছেন কোলে।
অতি পাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি' ভুলে ॥
দেখি' শ্রীমুরলী-মুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্রুর নাহি সীমা ॥

একদিন শ্রীনিত্যানন্দ অকস্মাৎ যমেশ্বর-তোটায় আগমন করিলেন। শ্রীল গদাধর তখন শ্রীগোপীনাথের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের আগমনবার্তা শুনিবামাত্র শ্রীল গদাধর শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীনিত্যানন্দ-সমীপে আগমন করিলেন এবং উভয়েই উভয়ের বন্দন ও প্রেমক্রন্দন করিতে

১। চৈ ভা অ ৭।১১৪-১৬

লাগিলেন। দুই প্রভুর শ্রীঅঙ্গেই প্রেমের বিকার প্রকটিত হইল। ভক্তগণ ইহা দেখিয়া চতুর্দিক বেষ্টন-পূর্বক আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। দুই প্রভুই কিছু স্থির হইয়া একাসনে উপবেশন-পূর্বক শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল-সংকীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীগদাধর শ্রীনিত্যানন্দকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগদাধরের শ্রীগোপীনাথের ভোগার্থ এক মান সূক্ষ্ম তণ্ডুল ও একখণ্ড সুন্দর রঙ্গীন বস্ত্র আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই দুইটি সেবোপকরণ শ্রীগদাধরের হস্তে অর্পণ করিলেন[১]।

শ্রীল গদাধর নিজ-তোটার শাক তুলিয়া তদ্দ্বারা গৌরপ্রিয় শাক, সুকোমল তেঁতুল-পত্র বাঁটিয়া সমুদ্রের লোণা জল দিয়া একপ্রকার অম্ল-ব্যঞ্জন এবং শ্রীনিত্যানন্দের আনীত সূক্ষ্ম তণ্ডুলের অন্ন প্রস্তুত করিয়া শ্রীগোপীনাথের অগ্রে ভোগ প্রদান করিলেন। ঠিক এই সময় শ্রীগৌর-সুন্দর কোথা হইতে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীগদাধরকে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীগদাধরের প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর বিনা নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগদাধরের পাকের প্রশংসা ও শ্রীগোপীনাথের প্রসাদান্নের বন্দনা করিয়া অত্যন্ত প্রীতিভরে তাহা ভোজন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও শ্রীমহাপ্রভুর পার্শ্বে বসিয়া শ্রীগদাধর-পাচিত ভোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন; ভক্তগণ অবশেষ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তোটা-গোপীনাথের প্রাঙ্গণে ভক্ত ও ভগবানের এই লীলা হইয়াছিল।

প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥
'গদাধর, গদাধর', ডাকে গৌরচন্দ্র।
সম্ভ্রমে গদাধর বন্দে পদদ্বন্দ্ব ॥

১। চৈ ভা অ ৭।১২৮-৩৬

হাসিয়া বলেন প্রভু—'কেন গদাধর !
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর ?
আমি ত' তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই।
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি লই ॥
নিত্যানন্দ-দ্রব্য, গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন—মোর ইথে আছে ভাগ ॥ *

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু 'যমেশ্বর-তোটা'য় শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট যাইতেছিলেন, এমন সময় এক দেবদাসী সুমধুর স্বরে গুর্জর-রাগিণীতে 'শ্রীগীতগোবিন্দে'র শ্রীকৃষ্ণোক্তি গান করিতেছিলেন। দূর হইতে এই গান-শ্রবণমাত্র মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইল। স্ত্রী, কি পুরুষ, কে ঐ গান করিতেছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবেশে সেই গায়কের দিকে ধাবিত হইলেন। পথে বহু কাঁটাসিজের গাছের বেড়া ছিল, তৎপ্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই মহাপ্রভু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। অঙ্গকন্টকবিদ্ধ হইলেও প্রেমাবিষ্ট প্রভু কিছুই জানিতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া গোবিন্দ আস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। গায়িকা দেবদাসীটি মাত্র অল্প দূরে আছেন, অথচ মহাপ্রভু ধাইয়া চলিতেছেন দেখিয়া গোবিন্দ 'স্ত্রী-লোকের গান' এই কথা উচ্চারণ করিতে করিতে মহাপ্রভুকে ধরিয়া ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। 'স্ত্রী'-শব্দটি শুনিবা-মাত্রই মহাপ্রভুর বাহ্যদশা লাভ হইল। মহাপ্রভু তখন সেই দিক্ হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক বলিলেন[১],—

* * গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হইলে আমার হইত মরণ ॥

---

* চৈ ভা অ ৭।১৪২-৪৬

১। চৈ চ অ ১৩।৮৫

পণ্ডিত শ্রীবল্লভ-ভট্ট শ্রীল গদাধরের অনুগ্রহ-লাভের জন্য 'যমেশ্বর-তোটা'য় শ্রীগোপীনাথের নিকট আগমন করিতেন। যখন শ্রীবল্লভ-ভট্ট মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণনামের অর্থ শুনাইতে গিয়া উপেক্ষিত হইয়াছিলেন, তখন নীলাচলস্থ শ্রীগৌরভক্তগণও শ্রীবল্লভ-ভট্ট মহাশয়ের বিচারকে আদর করিতে পারেন নাই। এই সময় বল্লভ-ভট্ট যমেশ্বর তোটায় শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের নিকট আসিয়া শ্রীল গদাধরকে কৃষ্ণ-নাম-ব্যাখ্যা-শ্রবণার্থ প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। তখন শ্রীল গদাধর বলিয়াছিলেন১,—

অন্তর্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন।
তাঁ'রে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁ'র গণ॥

শ্রীপাদ বল্লভ ভট্ট শ্রীবালগোপাল-মন্ত্রে বাৎসল্যরসের উপাসক ছিলেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর সঙ্গফলে ভট্টপাদের চিত্ত পরিবর্তিত হইল। তিনি কিশোর-গোপাল-উপাসনায় আকৃষ্ট হইলেন। তখন ভট্টপাদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ ও ভজন-শিক্ষার জন্য পুনঃ পুনঃ আবেদন জানাইলেন। শ্রীল পণ্ডিত-গোস্বামী বলিলেন,—"আমি শ্রীগৌরসুন্দরের অধীন, তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত আমি স্বতন্ত্র হইয়া কিছুই করিতে পারি না। তুমি যে আমার নিকট আগমন কর, ইহাতেই মহাপ্রভু আমাকে বাক্যদণ্ড করিয়া থাকেন।" কিছুদিন পরে শ্রীবল্লভ-ভট্টের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর সুপ্রসন্ন হইলেন। শ্রীগৌরহরি ও শ্রীগদাধর শক্তিমান্ ও শক্তিরূপে নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্ত-সমাজে 'গদাধর-প্রাণনাথ' ও 'গদাই-গৌরাঙ্গ' নামে প্রসিদ্ধ।

১। চৈ চ অ ৭।৯৪

অন্যদিন শ্রীগদাধর পণ্ডিত সপার্ষদ শ্রীগৌরহরিকে নিজস্থানে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলে তথায় শ্রীবল্লভ-ভট্ট শ্রীগৌরহরির আজ্ঞা লইয়া শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামীর নিকট কিশোরগোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন।

কিংবদন্তী, এই যে, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামিপ্রভু অথবা তদধস্তন মামু-ঠাকুর১ অত্যন্ত প্রাচীন হইলে কুব্জ হইয়া পড়েন; তখন শ্রীগোপী-নাথের মস্তক ও শ্রীমুখমণ্ডল পর্যন্ত শৃঙ্গারসেবা করিতে অসমর্থ হওয়ায় সেবাবিহীন প্রাণ পরিত্যাগের সংকল্প করেন। ইহাতে ভক্তবৎসল শ্রীগোপীনাথ সেবকের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে পদদ্বয় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া অবস্থান করেন। সেইরূপ অবস্থায়ই শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহ বর্তমানে যমেশ্বর-তোটায় প্রকাশিত রহিয়াছেন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া দক্ষিণদেশীয় এক কবি একটি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যস্থিত একটি শ্লোক স্থানীয় কোন ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা শ্রবণ করিয়াছি। তাহা এই,—

আবাল্যাদ্ভূষয়ংস্ত্বাং সুখমহমনয়ং বৎসরাণামশীতিং
নাস্থি স্থানে সমর্থস্তব শিরসি বিভো! মল্লিকাদাম দাতুম্।
তেনায়ুর্মে যথেদং ন ভবতি চ বৃথা তচ্চ স্বামিন্! বিধেয়ং
ভক্তোনোক্তং প্রগৃহ্নংস্তদবধি ভগবান্ ভক্তবন্ধুর্নিবিষ্টঃ॥

শ্রীতোটাগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে শ্রীগৌরহরি প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ শ্রুতি আছে।

শ্রীতোটা-গোপীনাথের বর্তমান সেবায়েত শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথ দেবগোস্বামী মহাশয় শ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহের প্রাকট্য, তথা পদ্মাসনে (?) উপবেশন-লীলা-পর শ্রীগোপীনাথ-শ্রীমূর্তি এবং শ্রীগোপীনাথজীর বামে ও দক্ষিণে যথাক্রমে কৃষ্ণবর্ণা শ্রীরাধা ও শ্রীললিতার অধিষ্ঠান-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত

১। চৈ চ আ ১২।৮০

সিদ্ধান্ত বর্ণন করিয়াছেন,—শ্রীরাধার ভাবকান্তি-বিভাবিত শ্রীগৌর-সুন্দর নীলাচলে চটক-গোবর্ধন ও তৎসন্নিহিত বনরাজিকে ব্রজবন ও নীলসাগরকে যমুনা বলিয়া অনুভব করিয়া মহাভাবে শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান করিতে করিতে স্বীয় অন্তঃকৃষ্ণ-স্বরূপ আর স্বর্ণপঞ্চালিকায় আবৃত রাখিতে পারেন নাই; বাহিরেও গৌরাঙ্গ-রাধা কৃষ্ণময়ী হইয়া উঠিলেন। অভিন্ন-ললিতা শ্রীদামোদর-স্বরূপও শ্রীগৌরহরির মহাভাব-লীলার পরিপোষণ করায় শ্রীকৃষ্ণভাবাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণবর্ণা এবং ত্রিভঙ্গ সুঠামে বংশী বাদন করিতে লাগিলেন। এজন্য শ্রীতোটা-গোপীনাথ-জীউর দক্ষিণে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমায় বংশীবাদনপরা কৃষ্ণবর্ণা শ্রীললিতা-মূর্তি দৃষ্ট হয়। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরহরি সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান করিয়াও যখন তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, তখন শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই পুলিনের স্বর্ণ-বালুকার অভ্যন্তরে লুকাইয়া রহিয়াছেন মনে করিয়া শ্রীহস্তের দ্বারা বালুকা অপসারিত করিতে করিতে স্বীয় হৃদয়ের ভাববিগ্রহস্বরূপ শ্রীরাধিকা-শ্রীললিতাসহ শ্রীগোপীনাথ-মূর্তির আবিষ্কার করিলেন। সিন্ধুতটের কুসুমোদ্যানে গোপীভাবে তন্ময় সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরহরির যূথের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত[১] "তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো, যোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ। চকাস গোপীপরিষদ্গতোঽর্চিত-স্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ ॥"—এই উক্তি সার্থক করিয়া ললিত-পদবিন্যাসে শ্রীগোপীনাথ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। এজন্যই পদ্মাসনমূর্তি-শ্রীগোপীনাথ এবং কৃষ্ণবর্ণা শ্রীরাধা-ললিতা-শ্রীমূর্তির প্রাকট্য শ্রীতোটাগোপীনাথ-মঠে দৃষ্ট হয়।

শ্রীগদাধরের অপ্রকটের পর শ্রীমামু-ঠাকুর শ্রীতোটাগোপীনাথের সেবাধিকারী হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাকে 'মামা' বলিয়া ডাকিতেন, এজন্য ইনি 'মামু-ঠাকুর'-নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ববঙ্গে ও উৎকলে 'মামা'কে

১। ভা ১০।৩২।১৪

'মামু' বলে। ইঁহার প্রকৃত নাম শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী; ইনি শ্রীশচী-মাতার পিতৃদেব শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহার নিবাস ফরিদপুর জেলার মগডোবা-গ্রামে।

শ্রীতোটা-গোপীনাথের সেবকগণের গুরুপ্রণালী এই—(১) শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী (শ্রীমতী রাধিকা, মতান্তরে সৌভাগ্যমঞ্জরী), (২) তদনুগ শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী—মামু গোস্বামী (শ্রীরূপমঞ্জরী ?), (৩) তদনুগ রঘুনাথ গোস্বামী, (৪) রামচন্দ্র, (৫) রাধাবল্লভ, (৬) কৃষ্ণ-জীবন, (৭) শ্যামসুন্দর, (৮) সান্তামণি, (৯) হরিনাথ, (১০) নবীনচন্দ্র, (১১) মতিলাল, (১২) দয়াময়ী, (১৩) কুঞ্জবিহারী।

দয়াময়ী দেব্যার দুই কন্যা—ব্রজসুন্দরী দেব্যা ও রামী দেব্যা। ব্রজসুন্দরীর পুত্র শ্রীগোপীনাথ দেবগোস্বামী পুরীর কুন্টেইবেন্টসাহি পল্লীতে এখনও জীবিত আছেন। রামী দেব্যার পুত্রই কুঞ্জবিহারী দেবগোস্বামী; তিনি স্বধামগত হইয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী হর-সুন্দরী দেব্যা নিজ-ভ্রাতা শ্রীরঙ্গনাথ দেবগোস্বামী নামে শ্রীগোপী-নাথের সেবার অর্দ্ধাংশ সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীগোপীনাথ দেবগোস্বামী অধিকারী শ্রীপদ্মচরণ-দাসজীকে তাঁহার হিস্যার অর্দ্ধেক সেবা-ভার প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি গত ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে তোটা-গোপীনাথ-মঠেই স্বধাম গমন করিয়াছেন।

পূর্ব্বে শ্রীতোটা-গোপীনাথের কোন সম্পত্তি ছিল না। মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীল গদাধর পণ্ডিতকে তোটাগোপীনাথের সেবার্থ যথেষ্ট ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীল গদাধর বলিয়া-ছিলেন,—"আমি রাজপ্রতিগ্রাহী হইব না, মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা সেবা নির্ব্বাহ করিব।" তৎপরে যখন শ্রীল মামু-ঠাকুরের উপর শ্রীতোটা-গোপীনাথের সেবা অর্পিত হইল, তখন তিনিও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত

গোস্বামি-প্রভুর আদর্শ অনুসরণ করিয়া রাজপ্রতিগ্রাহী হইতে স্বীকৃত হইলেন না। মামু-ঠাকুরের পরবর্তী কোন সেবায়েত সেই আদর্শ হইতে শ্লথ হইয়া রাজার দান গ্রহণ করিলেন। তদবধি শ্রীতোটা-গোপীনাথের দশবাটি (তোটা-গোপীনাথ হইতে মঙ্গলাঘাটের দিকে ৪ মাইল দূরে) ভূ-সম্পত্তি হইল। ইহা হইতে বার্ষিক প্রায় ১২০ মণ ধান ও প্রজাগণের নিকট হইতে প্রায় ১০০˙০০ একশত টাকা খাজনা পাওয়া যায়। তথায় নারিকেল, 'পোলাঙ্গ' (পুন্নাগবৃক্ষ) প্রভৃতি বিবিধ ফলের বাগানও আছে। তদ্দরুণ ২২˙০০ টাকা পথকর দিতে হয়।

শ্রীবলদেবাবির্ভাব-উৎসব, শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীনন্দোৎসব, শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীগোবর্ধন-উৎসব (অন্নকূট), শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব-উৎসব, শ্রীদোল-উৎসব, শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব প্রভৃতি উৎসব এখানে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রত্যহ প্রাতে বাল্যভোগ, মধ্যাহ্নে অন্ন ও পায়সান্নভোগ, বৈকালে উত্থাপনভোগ ও রাত্রিতে অন্নভোগ হয়। প্রত্যহ ৫ সের চাউলের অন্নভোগ নির্দিষ্ট আছে; ইহা ব্যতীতও সময় সময় অধিক পরিমাণ ভোগ হইয়া থাকে।

শ্রীবিগ্রহগণ

চটকপর্বত ও বংশীবটের বরাবর পূর্বাভিমুখী শ্রীতোটাগোপীনাথ, বামে শ্রীরাধা ও দক্ষিণে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী (কেহ কেহ বলেন—শ্রীললিতা-দেবী) সহিত অপূর্ব ভুবনমোহনবেশে বিরাজিত রহিয়াছেন। এই শ্রীমূর্তিত্রয় মধ্য-প্রকোষ্ঠে বিরাজমান। দক্ষিণ-দিকে প্রকোষ্ঠান্তরে শ্রীবলদেব শ্রীরেবতি ও শ্রীবারুণীর সহিত বিরাজিত রহিয়াছেন। এই শ্রীবিগ্রহ পরে প্রকাশিত হইয়াছেন। উত্তর-দিকের প্রকোষ্ঠে শ্রীল মামু-ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন

বিরাজিত আছেন। শ্রীগদাধরের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশের দক্ষিণ দিকে উত্তর-পূর্ব-কোণে শ্রীগোপীশ্বর মহাদেবের দর্শন হয়। শ্রীগোপীশ্বরেরও প্রত্যহ অন্ন-ভোগ হয়।

৫। শ্রীনারায়ণছাতা-মঠ

শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদ্বার হইতে উত্তর-পূর্ব-দিকে যে বিস্তৃত রাজপথটি (বড়দাণ্ড) গিয়াছে, সেই পথের পার্শ্বে প্রায় এক ফার্লং দূরে উক্ত মঠ অতি প্রাচীনকাল হইতে অবস্থিত আছে। এই মঠের শ্রীবিগ্রহের নাম—শ্রীশুভলক্ষ্মী-নারায়ণদেব। শ্রীসিদ্ধার্থসংহিতানুসারে ইনি গদাচক্র-শঙ্খপদ্মকর চতুর্ভুজ শ্রীমাধবমূর্তি। ইঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও পদ্মাসনের নিম্নে শ্রীগরুড় বিরাজিত। উড়িষ্যার রাজা শ্রীঅনঙ্গভীমদেব শ্রীজগন্নাথদেবের বর্তমান শ্রীমন্দির-পুনর্নির্মাণের পূর্বে বিঘ্নবিনাশের জন্য এই শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। এইজন্যই ইঁহার নাম শ্রীশুভলক্ষ্মী-নারায়ণদেব হইয়াছে। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সময় এই সেবা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ প্রাপ্ত হন। তৎপরে ইহা শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের পূজকগণের হস্তে গমন করে। পরে আবার গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই মঠের সেবা-পূজা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি-নির্বাহার্থ রাজপ্রদত্ত বহু ভূ-সম্পত্তি ছিল। কিন্তু কালক্রমে সেবকগণের অনবধানতাবশতঃ তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। তৎপরে শ্রীজগন্নাথদেবের ষ্টেট্ হইতে প্রত্যহ ১৫ নয়া পয়সা করিয়া সেবায় ব্যয় প্রাপ্ত হইয়া কোন সেবক সেবা চালাইতেছিলেন। একটি অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নদেশে একটি জীর্ণ মণ্ডপের মধ্যে এই শ্রীবিগ্রহ জলতুলসী-দ্বারা সেবিত হইতেছিলেন। এখন হইতে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস

গোস্বামী মহারাজের অন্যতম শিষ্য-নামে পরিচয়দানকারী শ্রীগোপীচরণ-দাস বাবাজী পুরীতে আসিয়া উক্ত সেবার ঐরূপ দুর্দশা-দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং সেই সেবা গ্রহণ করিয়া মাধুকরী ভিক্ষাদ্বারা সেবা পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে কলিকাতার শ্রীরাম-চন্দ্র আঢ্য-নামক তদানীন্তন শ্রীক্ষেত্রবাসী জনৈক ধর্মাত্মা বর্তমান শ্রীমন্দিরটি নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

'শ্রীনারায়ণ-ছাতা'র সংলগ্ন দক্ষিণদিকে রামচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের একটি বাড়ী আছে। এই বাড়ীতেই শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এক সময় অবস্থান করিতেন। ইংরাজী ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী, মাঘী কৃষ্ণ-পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীহরিকীর্তনমুখরিত সেই বাসভবনে শ্রীগৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীগোপীচরণদাস মহাশয় প্রত্যহ মাধুকরী-ভিক্ষাদ্বারা আতপ বা সিদ্ধ যে তণ্ডুল সংগ্রহ করিতেন, তাহাই স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোগ লাগাইতেন এবং অতিথি-অভ্যাগত ও কাঙ্গালগণকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিত, তাহা গ্রহণ করিতেন। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীরঘুনাথদাস-নামক আর একজন বিরক্ত বৈষ্ণব সেই মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শ্রীবিগ্রহকে আতপান্ন ভোগ প্রদানের কথা বলিলে শ্রীগোপীচরণদাসজী বলিলেন,—"কৃষ্ণ আমাকে যাহা ভিক্ষা দেন, আমি তাহাই তাঁহাকে প্রদান করি। ইহাতে আমার কোন হাত নাই।" তদুত্তরে শ্রীরঘুনাথদাসজী বলিলেন,—"তুমি যদি কর্তা না হও এবং ঠাকুর যদি কর্তা হন, তবে অবশ্যই আতপ চাউল পাওয়া যাইবে।" তৎপরদিবস হইতে সকলেই আতপ চাউল ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে শ্রীশ্রীশুভলক্ষ্মী-নারায়ণজীউর আতপান্ন

ভোগ হইয়া আসিতেছে এবং তখন শ্রীরঘুনাথদাসজীর নাম হয় 'কর্তা বাবাজী'। তিনি নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মঠে স্বধাম গমন করেন।

শ্রীগোপীচরণদাসজী মধ্যে মধ্যে শ্রীজগন্নাথদেবের পখাল-প্রসাদ কাঙ্গালদিগকে বিতরণ করিতেন। কোন সময় কাঙ্গালী-ভোজনের কালে প্রসাদ কম পড়ায় জনৈক কাঙ্গালী ক্রুদ্ধ হইয়া বাবাজীর উপর একটি রিক্তভাণ্ড নিক্ষেপ করিল। ইহাতে বাবাজীর অঙ্গে ক্ষত হয়; কিন্তু বাবাজী ইহাতে বিন্দুমাত্রও ক্রুদ্ধ না হইয়া আরও প্রসাদ লইয়া আসিয়া ঐ কাঙ্গালীকে পরিবেষণ করেন। ময়মনসিংহ সেরপুরের জমিদার শ্রীগোবিন্দকুমার চৌধুরী মহাশয় এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীগোপীচরণদাসজীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইলেন এবং তাঁহার ষ্টেট্ হইতে মঠের সেবার জন্য দৈনিক ৩ তিন টাকা আনুকূল্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। শ্রীগোবিন্দকুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ প্রত্যহ ৭৫ পয়সা, তৎপরে ১.২৫ এক টাকা পচিশ পয়সা করিয়া এবং এখন প্রত্যহ ৬৭ পয়সা মাসিক ২০ কুড়ি টাকা করিয়া আনুকূল্য প্রদান করিতেছেন। শ্রীনারায়ণছাতার শ্রীমন্দির-গৃহের প্রাচীরে একটি প্রস্তর ফলকে খোদিত আছে—"এই সেবা সেরপুরের জমিদার স্বর্গীয় গোবিন্দ কুমার চৌধুরী মহাত্মার আনুকূল্যে নির্বাহ হইয়া আসিতেছে॥"

এতদ্ব্যতীত বর্তমানে 'শ্রীনারায়ণছাতা-মঠে'র সামান্য কিছু ভূসম্পত্তি আছে। এই মঠের বর্তমান সেবায়েতের নাম—শ্রীরাধাচরণদাস। ইনি শ্রীহরিদাসবাবাজীর শিষ্য। শ্রীহরিদাস শ্রীগোপীনাথদাসের বেষশিষ্য ছিলেন। এই বিবরণ শ্রীনারায়ণছাতার সেবায়েতের নিকট হইতে (১৩৫২ বঙ্গাব্দে) সংগৃহীত হইয়াছে।

৬। শ্রীহরিদাসঠাকুর-সমাধি-মঠ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকগণের সকলেই শ্রীনামাচার্য 'শ্রীশ্রীহরিদাসঠাকুর-নির্যাণে'র ভুবনমঙ্গল-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়াছেন। একদিন শ্রীগোবিন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের ভজন-স্থানে কিছু মহাপ্রসাদ লইয়া ঠাকুরকে দিতে গেলেন। দেখিলেন, শ্রীনামাচার্য শয়ন করিয়া মৃদু মৃদু সংখ্যানাম সংকীর্তন করিতেছেন। শ্রীগোবিন্দ শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে উত্থিত হইয়া মহাপ্রসাদ সেবন করিতে বলিলেন। শ্রীল হরিদাস বলিলেন,—"আমি আজ লঙ্ঘন করিব। এখনও সংখ্যাকীর্তন পূর্ণ হয় নাই, কিরূপে ভোজন করিব? শ্রীমহাপ্রসাদ আনিয়াছ, তাহাই বা কিরূপে উপেক্ষা করিব?" ইহা বলিয়া একরঞ্চ মহাপ্রসাদ লইয়া মুখে প্রদান করিলেন।

আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের নিকট গমন করিয়া তাঁহার কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীহরিদাস নিজ প্রভুকে নমস্কার করিয়া দৈন্যভরে বলিলেন,—"আমার শরীর সুস্থ বটে, কিন্তু বুদ্ধি ও মন অসুস্থ।" 'কি ব্যাধি হইয়াছে?' জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনামাচার্য বলিলেন,—"সংখ্যা-নাম-কীর্তন পূর্ণ করিতে পারিতেছি না।" শ্রীনামাচার্য প্রত্যহ অপতিতভাবে সংখ্যা রাখিয়া তিনলক্ষ মহামন্ত্র কীর্তন ও জপ করিতেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ শ্রীল হরিদাসকে তাঁহার সাধনাভিনয় হ্রাস করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন,—"তুমি শ্রীনামের আচার্য ও প্রচারকরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীতে শ্রীনামের মহিমা প্রচার করিয়াছ, এখন তুমি অল্পসংখ্যা করিয়া নাম-সংকীর্তন কর।" শ্রীল হরিদাস তখন পাষাণ-দ্রাবক দৈন্যবাক্যে নিজের হেয়তা-জ্ঞাপন ও মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করিয়া প্রভু-সমীপে নিজের এক অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন,—

"প্রভো ! বহুদিন হইতে আমার হৃদয়ে একটি অভিলাষ আছে—তোমার লীলা-সঙ্গোপনের পূর্বে আমি তোমার অগ্রে এই দেহ পরিত্যাগ করিব। তোমার অপ্রকট-লীলার পর আমি আর এই পৃথিবীতে দেহ ধারণ করিয়া থাকিতে পারিব না। হৃদয়ে তোমার শ্রীচরণকমলধারণ, নয়নে তোমার শ্রীচন্দ্রবদন দর্শন, আর জিহ্বায় তোমার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তোমার শ্রীপাদপদ্ম-সম্মুখে আমি প্রাণ-ত্যাগ করিব, আমার এই নীচ-দেহ তোমার সম্মুখে পতিত হউক ; তোমার কৃপায় আমার এই বাঞ্ছা-সিদ্ধি অবশ্যই হইবে।"

ইহা শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভাষায় এইরূপ[১],—

এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি,—লয় মোর চিত্তে ॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পড়িবা ॥
হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল-চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদবদন ॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা—ছাড়িমু পরাণ ॥
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদে হয়।
এই নিবেদন মোর কর' দয়াময় ॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ুক তব আগে।
এই বাঞ্ছা-সিদ্ধি মোর তোমাতে লাগে ॥

ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"হরিদাস ! তুমি যাহা যাচ্ঞা করিবে, কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ তাহা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন ; কিন্তু আমার যাহা

১। চৈ চ অ ১১।৩১-৩৬ ;

কিছু সুখ, সমস্তই তোমাকে লইয়া, তুমি আমার লীলার পরিকর, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে—ইহা কি উচিত?” তখন শ্রীল হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন,—“প্রভো! আমাকে বঞ্চনা করিবেন না, আমার ন্যায় অধমের প্রতি আপনি অবশ্যই এই দয়া করিবেন ১,—

মোর শিরোমণি কত কত মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটিভক্ত হয়॥
আমা-হেন যদি এক কীট মরি' গেল।
পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল?
'ভকতবৎসল' তুমি, মুই 'ভক্তাভাস'।
অবশ্য পূরিবে, প্রভু, মোর এই আশ॥

পরদিবস প্রাতে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনান্তে শ্রীগৌরহরি শ্রীস্বরূপ গোস্বামি, শ্রীরায়রামানন্দ, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত শ্রীহরিদাসের সমীপে উপনীত হইয়া দর্শন প্রদান করিলেন। শ্রীহরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ বন্দনা করিলে মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীল হরিদাস 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তর দান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাসের কুটীরের অঙ্গন-সম্মুখে মহাসংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামিপ্রভু-প্রমুখ প্রভুর পার্ষদগণ শ্রীহরিদাসকে বেষ্টন করিয়া শ্রীনামসংকীর্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীরায়-রামানন্দ, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভৃতি ভক্তগণের সম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু পঞ্চমুখ হইয়া পরমসুখে শ্রীহরিদাসের গুণ কীর্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীহরিদাসের গুণগ্রাম-শ্রবণে ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন। সকল ভক্ত

১। চৈ চ অ ১১।৪০-৪২

শ্রীহরিদাসের চরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নির্যাণ-লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন[১],—

হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা।
নিজ-নেত্র—দুই ভৃঙ্গ—মুখপদ্মে দিলা॥
স্ব-হৃদয়ে আনি' ধরি' প্রভুর চরণ।
সর্বভক্ত-পদরেণু মস্তক-ভূষণ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু' বলেন বার বার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিলা উৎক্রামণ।
মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
'ভীষ্মের নির্যাণ' সবার হইল স্মরণ॥

ভক্তগণ মহা-কীর্তন-কোলাহল আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া শ্রীহরিদাসের অপ্রাকৃত তনু অঙ্কে ধারণ-পূর্বক শ্রীনামাচার্যের কুটীর-অঙ্গনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকল ভক্তও প্রভুর আবেশে আবিষ্ট হইয়া নৃত্য-কীর্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামি-প্রভু কিছুক্ষণ পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলে ভক্তগণ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বিমানে স্থাপন করিয়া কীর্তন করিতে করিতে সমুদ্রাভিমুখে লইয়া গেলেন। এই সময়ের একটি সজীব চিত্র শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর তূলিকায় এইরূপে অঙ্কিত হইয়াছে[২],—

হরিদাস-ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াঞা।
সমুদ্রে লঞা গেলা কীর্তন করিয়া॥

১। চৈ চ অ ১১।৫৩-৫৭
২। চৈ চ অ ১১।৬২-৭২

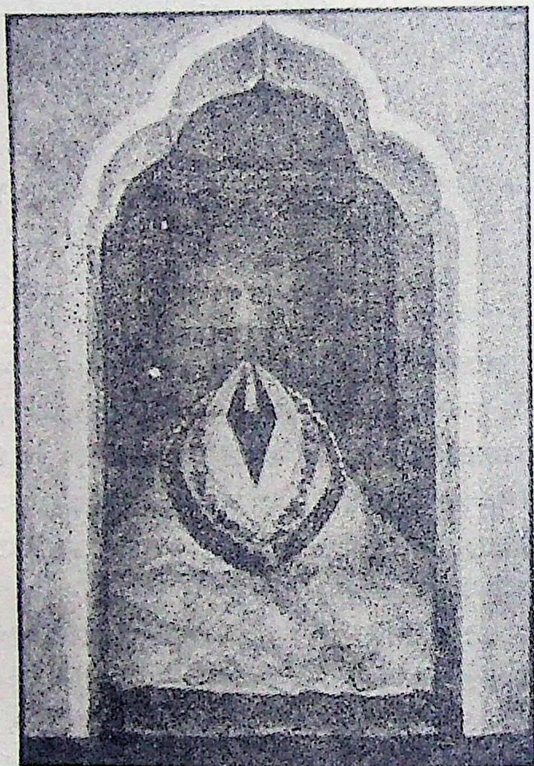
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ-সাথে ॥
হরিদাসে সমুদ্র-জলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে,—সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইলা ॥’
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিলা প্রসাদ-চন্দন ॥
ডোর, কড়ার, প্রসাদ, বস্ত্র অঙ্গে দিলা।
বালুকার গর্ত করি’ তাহে শোয়াইলা ॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন।
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্তন ॥
‘হরিবোল’, ‘হরিবোল’ বলেন গৌররায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিলা তাঁর গায় ॥
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বাঁধাইলা।
চৌদিকে পিণ্ডের মহা-আবরণ কৈলা ॥
তবে মহাপ্রভু কৈলা কীর্তন, নর্তন।
হরিধ্বনি-কোলাহলে ভরিল ভুবন ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ-সঙ্গে।
সমুদ্রে করিলা স্নান-জলকেলি রঙ্গে ॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি’ আইল সিংহদ্বারে।
হরিকীর্তন-কোলাহল সকল নগরে ॥

সপার্ষদ শ্রীগৌরহরি শ্রীহস্তে স্বয়ং শ্রীনামাচার্যের সমাধিপ্রদান-পূর্বক যে সমাধি-পীঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন, শ্রীনীলাচলে নীলাম্বুধির কূলে সেই সমাধি-পীঠ অদ্যাপি বর্তমান আছে। কথিত হয় যে, স্বর্গদ্বার-নামক বেলা-ভূমির বিস্তৃত স্থানটি পূর্বে শ্মশান-ভূমিরূপে পরিণত ছিল।

এজন্য তৎস্থানে এখনও শ্মশান-মহাবীর-শ্রীমূর্তি প্রকটিত দৃষ্ট হয়। আবার কোন কোন প্রাচীন বিবরণে শ্মশান-ভূমির নিকটে 'শ্রীচৈতন্য-মণ্ডলী'-নামক পরমভাগবতগণের আবাস-স্থান ছিল,—এইরূপ উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিস্তৃত শ্মশান-ভূমি লোকাবাস-নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া পূর্বাভিমুখে সরিয়া পড়িয়াছে। শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-পীঠের সন্নিকটে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু, তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী ও বহু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সমাধি-পীঠ এখনও বিরাজমান রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন,—এই শ্মশানভূমিতেই শ্রীচৈতন্যমণ্ডলীর মহাভাগবতগণ ভজন করিতেন। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণের নিকট হইতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বহস্ত-প্রদত্ত শ্রীনামাচার্যের সমাধি-পীঠের সংস্পর্শ লাভের জন্যই গৌড়ীয়গণ তথায় ভজন করিয়াছেন। তাঁহারা তান্ত্রিকগণের ন্যায় শ্মশানকে ভজনানুকূল-স্থান বলিয়া বরণ করেন নাই। 'সাতাসনে' যে-সকল শ্রীগৌরপার্ষদ ভজন করিয়াছেন বা প্রসিদ্ধ সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী, ওঁ বিষ্ণু-পাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই শ্রীশ্রীল ঠাকুর হরি-দাসের স্মৃতিতে বিভাবিত হইবার জন্যই তৎসমাধি-পীঠের নিকটে স্ব-স্ব ভজন-স্থান নির্ধারিত করিয়াছিলেন।

শ্রীনামাচার্যের সমাধি-পীঠের সেবা কালক্রমে বিষয়ের অন্তর্গতরূপে গণ্য করায় ইহা লইয়া মামলা-মোকদ্দমার সৃষ্টি হইয়াছিল। তৎপূর্বে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে অনেকেই এই সমাধি-পীঠ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীগুরুবর্গের পীঠ-স্থানকে বিষয়ের অন্তর্গত-বস্তুরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই। এজন্য তিনি শ্রীহরিদাস-সমাধির পশ্চাতে থাকিয়া দূর হইতে সমাধি-পীঠের সেবা করিয়াছিলেন।

পূর্বে এই সমাধি-পীঠের সেবা জনৈক বিরক্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের হস্তে ন্যস্ত ছিল। 'সিদ্ধবকুল-মঠে'র বর্তমান মহান্ত মহাশয় বলেন যে, শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের সমাধির সেবা পূর্বে 'সিদ্ধবকুল মঠে'র শিষ্য-



শ্রীনামাচার্য শ্রীহরিদাসঠাকুরের সমাধি

পরম্পরায় কোনও উদাসীন বৈষ্ণবের হস্তে ছিল ; পরে ইহা মামু-গোস্বামীর বংশের হস্তে যায়। যাহা হউক, ইহা কাহারও ব্যক্তিগত

বৈষয়িক-সম্পত্তি নহে বলিয়া সেবক-পরম্পরাক্রমে বিরক্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। কিন্তু ইহার সেবা-পূজার তথাকথিত স্থায়ী সুবন্দোবস্তের জন্য শেষোক্ত বিরক্ত বৈষ্ণব মামু-ঠাকুরের বংশের হস্তে প্রদান করেন। ক্রমে এই সমাধি-পীঠের সেবা ব্রজসুন্দরী দেব্যা ও রামী দেব্যার হস্তে উপস্থিত হয়। রামী দেব্যার পুত্র কুঞ্জবিহারী অত্যন্ত অসদাচারী হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন-সংগ্রহার্থ উক্ত কুঞ্জবিহারী শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের পশ্চাতে যে 'ত্রিমালী-মঠ' নামে এক শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মঠ আছে, সেই মঠের তদানীন্তন অধিকারীর নিকট শ্রীতোটা-গোপীনাথের সেবা কট-কবালা (এক বৎসরের মধ্যে টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে সমস্ত সম্পত্তি উত্তমর্ণের হইয়া যাইবে, এই সর্তে যে কবালা হয়) করিয়া আড়াই হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে। কট-কবালার মেয়াদ শেষ হইবার দুই মাস পূর্বে শ্রীচরণদাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় উক্ত কুঞ্জবিহারীকে বলেন যে, যদি কুঞ্জবিহারী শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের সমাধিটি শ্রীযুক্ত রামদাসজীকে লিখিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি আড়াই হাজার টাকা দিয়া গোপীনাথের সেবা রক্ষা করিতে পারেন। কুঞ্জবিহারী তাহাতে স্বীকৃত হন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি-পীঠের সেবা শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের হস্তে আসে।

এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক যে, ইতঃপূর্বে দয়াময়ী দেব্যা তাঁহার দৌহিত্র কুঞ্জবিহারীর নামেই সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়াছিলেন। দয়াময়ী দেব্যার ঐরূপ অবৈধ উইল করিবার অধিকার নাই বলিয়া শ্রীগোপীনাথ দেবগোস্বামী এক মোকদ্দমা করেন। ঐ সম্পত্তির জন্য ব্রজসুন্দরী দেব্যা ও রামী দেব্যা শ্রীযুক্ত রামদাসজীর নামে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধিপীঠ-সম্পর্কে এক মোকদ্দমা রুজু

করিলেন। মোকদ্দমার রায় ব্রজসুন্দরী দেব্যার পক্ষেই হয়। তখন শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় ব্রজসুন্দরীর নিকট হইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া হরিদাস ঠাকুরের সমাধিটি চাহিয়া ল'ন এবং তিনি ভিক্ষার দ্বারা এই সেবা চালাইবেন ও সেবার উজ্জ্বলতা বিধান করিবেন—এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন। ব্রজসুন্দরী দেব্যা তখন না-দাবী-পত্র লিখিয়া দেন।

এই বিবরণ শ্রীতোটা-গোপীনাথের অধিকারী স্বধামগত শ্রীপদ্মচরণ-দাসজী প্রদান করিয়াছেন। তিনি পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল শ্রীগোপী-নাথের সেবাধিকারী ছিলেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের সমাধির সেবার জন্য পুরীর রাজকোষ হইতে বাৎসরিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া 'খঞ্জা' ছিল। উক্ত মোকদ্দমার পর সমাধি-পীঠের সেবা হস্তান্তরিত হওয়ায় শ্রীপদ্মচরণদাস উক্ত খঞ্জা শ্রীগোপীনাথজীউর মন্দিরস্থ শ্রীমামু-গোস্বামীর প্রকাশিত শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-সেবার্থ প্রাপ্য বলিয়া দাবী করেন। অনেক লেখালেখি ও চেষ্টার পর সেই নির্দিষ্ট টাকা শ্রীগোপীনাথের মন্দিরেই আসিত। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল, উহা রাজষ্টেট্ হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বর্তমানে শ্রীশ্রীনামাচার্যের সমাধি-পীঠ একটি নাতি-উচ্চ মন্দিরে বিরাজমান রহিয়াছেন। এই মন্দিরটি পরবর্তিকালে নির্মিত হয়। সমাধি-মন্দিরের সংলগ্ন পশ্চিমভাগে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ধ্যানমূর্তিত্রয় বর্তমান আছেন। অধিকাংশ স্থানেই মহাপ্রভু ও প্রভু-দ্বয়ের শ্রীমূর্তি নৃত্যপরায়ণ-অবস্থায় প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়, এস্থানে তদ্রূপ নহে ; একমাত্র শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দ্বিতীয় প্রাকারের অভ্যন্তরে উত্তর-পূর্বভাগে পশ্চিমাভিমুখী শ্রীপ্রতাপরুদ্র-প্রকাশিত বলিয়া কথিত এইরূপ এক শ্রীমূর্তি দৃষ্ট হয়। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলেন যে,

এই শ্রীমূর্তিত্রয় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটের কিছু পরে এই স্থানে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্যস্থলে একটি পৃথক্ সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার দক্ষিণে আর একটি পৃথক্ প্রকোষ্ঠে পৃথক্ সিংহাসনে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বামভাগে আর একটি পৃথক্ প্রকোষ্ঠের অন্য সিংহাসনে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আসীন আছেন। এই মন্দিরের মধ্য-দ্বারের দুইটি বহিঃস্তম্ভে শ্রীশ্রীজয়-বিজয় বা শ্রীশ্রীজগাই-মাধাইর মূর্তি আছেন। শ্রীশ্রীজয়-বিজয়ই শ্রীগৌরলীলার শ্রীশ্রীজগাই-মাধাই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সম্মুখে বিদ্যমান আছেন।

কথিত হয় যে, শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের সমাধি-পীঠের স্থানটি 'ভজনকুটী' নামে খ্যাত হয়। কারণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহ মধ্যাহ্নে সমুদ্র-স্নান করিয়া ঠাকুর শ্রীহরিদাসের সমাধি-স্থানে আসিতেন এবং তথায় কিছুকাল শ্রীনাম-ভজন-লীলা প্রকট করিয়া ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে মহাপ্রসাদান্ন প্রদান করিতেন। শ্রীগৌরহরি শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে প্রবেশ করিলে এই ভজন-কুটীতে শ্রীগৌর, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর শ্রীনামভজন-নিরত শ্রীমূর্তিত্রয়ের প্রাকট্য কোন মহানুভব বৈষ্ণবের দ্বারা সম্পাদিত হন।

৭। শ্রীবালি-মঠ

এই মঠ শ্রীনিত্যানন্দ-সখা শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীমূর্তি, পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ, শ্রীরাধা-মদনমোহন-বিজয়-বিগ্রহ ও শ্রীশালগ্রাম আছেন। মূল শ্রীমূর্তির নাম—শ্রীঅভিরাম-গোপাল। বহু পূর্বে একটি চালা-ঘরে শ্রীবিগ্রহ ছিলেন; পরে শ্রীমন্দির নির্মিত হইয়াছে। নাট্য-মন্দির আরও পরে নির্মিত হয়। শ্রীমাধবানন্দদাসের শিষ্য শ্রীশ্রীধরদাস, তচ্ছিষ্য শ্রীরঘুনাথদাস;

তাঁহার শিষ্য বর্তমান মহান্ত শ্রীঅভিরামদাস। শ্রীমাধবানন্দের পূর্ব মহান্তগণের নাম বর্তমান মহান্ত বলিতে পারিলেন না। শ্রীধরদাসের সাতজন শিষ্যের অন্যতম শ্রীহরেকৃষ্ণদাস বর্তমান নাট্যমন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছেন।

'শ্রীবালি-মঠ' বড়-ওড়িয়া-মঠের নিকট মার্কণ্ডেশ্বরসাহি-পল্লীতে অবস্থিত। মহান্ত জানাইলেন যে, নিত্য-নৈমিত্তিক-সেবা-পূজা ব্যতীত বর্তমানে অন্য কোন পারমার্থিক-জীবন বা ভজনাদির চিহ্ন আর মঠের মধ্যে নাই।

৮। শ্রীললিতা-বিশাখা-মঠ

মার্কণ্ডেশ্বরসাহি-পল্লীতে মার্কণ্ডেয়-সরোবরের অনতিদূরে পাশাপাশি এই দুইটি মঠ স্থাপিত ছিল। কিছুদিন হইল, মার্কণ্ডেশ্বরসাহি-নিবাসী নীলাদ্রি সাউ-নামক এক মহাজন (উত্তমর্ণ) 'শ্রীললিতা-মঠে'র পূর্ব-মহান্তের সম্পত্তি ঋণের দায়ে ক্রোক দিয়া মহান্তের নাবালক অধস্তনের হস্ত হইতে উহা গ্রহণপূর্বক নিজ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে এবং তৎস্থানে ব্যক্তিগত ঠাকুরবাড়ী স্থাপন করিয়াছে। 'শ্রীললিতা-মঠে'র সংলগ্ন দক্ষিণেই 'শ্রীবিশাখা-মঠ'। এই উভয় মঠ, অথবা কেহ কেহ বলেন, শ্রীবিশাখা-মঠের বর্তমান মহান্ত শ্রীপদ্মচরণদাস, তাঁহার গুরু শ্রীগিরিধারিদাস, তৎপূর্ববর্তী গুরু বা মহান্ত শ্রীদামোদরদাস। এতদ্ব্যতীত পূর্ব মহান্তগণের পরম্পরা মন্দিরের বর্তমান পূজারী বলিতে পারিলেন না। মহান্ত অধিকাংশ সময়েই জমিদারী হইতে অর্থদ্রব্যাদি আদায়ের জন্য বাহিরে থাকেন।

'শ্রীবিশাখা-মঠে'র শ্রীমন্দিরটি গৃহের আকার; গৃহের উপরিভাগে শ্রীমন্দিরের ন্যায় চূড়া ও চক্র আছে। একটি উচ্চ অলিন্দের উপর

ঐ গৃহটি অবস্থিত। শ্রীমন্দিরে শ্রীল নরহরি সরকার-ঠাকুরের সেবিত (?) ভক্ত-নয়ন-মনোঽভিরাম দারুময়ী শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-শ্রীমূর্তি পূর্বাভিমুখী হইয়া অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের এক হস্ত উত্তোলিত, নৃত্যপরায়ণ শ্রীমূর্তি। দক্ষিণে শ্রীগৌরসুন্দর, বামে শ্রীগদাধর (?) মধ্যে শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামচাঁদ এবং শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রা। কিংবদন্তী এই যে, এই-সকল শ্রীবিগ্রহ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত শ্রীগোপাল ও শ্রীশালগ্রাম অধিষ্ঠিত আছেন। মঠের পশ্চাদ্ভাগে শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামচাঁদের একটি বিস্তৃত তোটা বা উদ্যান আছে। কিন্তু শুনিতে পাওয়া গেল, তাহার উপরও নাকি পূর্বোক্ত মহাজন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন। দনাপুরা, বাদ্‌গা, বাণপুর প্রভৃতি স্থানে শ্রীবিশাখা-মঠের ভূ সম্পত্তি আছে। শ্রীশ্রীরাধাশ্যামচাঁদ প্রতি-বৎসর দোল-পূর্ণিমার সময় দনাপুরায় বিজয় করেন।

৯। শ্রীনন্দিনী-মঠ

এই মঠটি মার্কণ্ডেশ্বর-পল্লীতে অধিষ্ঠিত। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায় (৮৯ শ্লোকে) শ্রীনন্দিনীদেবীর সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে,—

নন্দিনী জঙ্গলী জ্ঞেয়া জয়া চ বিজয়া ক্রমাৎ।

পূর্বে যাঁহারা জয়া ও বিজয়া নামে খ্যাত ছিলেন তাঁহারাই যথাক্রমে শ্রীঅদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীর সহচরী নন্দিনী ও জঙ্গলী নামে পরিচিত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে১ শ্রীঅদ্বৈত-শাখার বর্ণনের মধ্যেও শ্রীল কৃষ্ণ-দাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীনন্দিনীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—

নন্দিনী, আর কামদেব, চৈতন্যদাস।

দুর্লভ বিশ্বাস, আর বনমালী দাস॥

১। আ ১২।৫৯

এখানে অন্যান্য পুরুষ-ভক্তগণের সহিত একযোগে শ্রীনন্দিনীর নাম উল্লেখ আছে। কেহ কেহ বলেন, এই 'নন্দিনী' নামটি প্রকৃত প্রস্তাবে স্ত্রীভক্তের নাম নহে। কাহারও মতে এইটি শ্রীসীতাদেবীর কৃপাপাত্র কোন ভক্তের সিদ্ধ-স্বরূপের নাম। কেহ কেহ বলেন১,—ইনি সখীভেক গ্রহণ করিবার পর এই নামে পরিচিত হন।

'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ডে ১৬শ অধ্যায়ে প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতানুসারে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ, সিংহক-উপাধি নন্দরাম 'নন্দিনী' নাম ধারণ করিয়া শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। বগুড়া কালেক্টরী হইতে শ্রীগোপীনাথের সেবার জন্য প্রতি বৎসর ৭২ টাকা ৮১ পয়সা দেওয়া হয়।

পুরীর নন্দিনীমঠস্থ সেবকগণের কেহ কেহ এই গ্রন্থ-লেখককে বলিয়াছিলেন যে, নন্দিনীদেবী উত্তর বঙ্গের কোনস্থানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দিনী যখন শ্রীবৃন্দাবনে ভজন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার শ্রীপুরুষোত্তম-দর্শনের ইচ্ছা হয়। ইহাতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীনন্দিনীকে স্বপ্ন দিয়া বলেন,—"আমিও তোমার সহিত শ্রীপুরুষোত্তম যাইব।" তাহাতে শ্রীনন্দিনী বলিলেন,—"আমি কি করিয়া তোমাকে

১। বুকানন্ হ্যামিল্টন্-নামক এক পাশ্চাত্ত্য লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন,— ('Poornea Report', 1809-10, P. 273)

"In the territory of Gaur, at a place called Jangalitola is the chief seat of the Sakhibhav Vaishnavas, who dress like girls and act as religious guides for some of the impure tribes. The order is said to have been established by Sita Thakurani, wife of Adwaita; but so far as I can learn, has not spread to any distance, not to any considerable number of people. The two first persons who assumed the order of Sakhibhav were Jangali, a Brahman and Nandini, a Kayastha. Jangali was never married and it is only his pupils that remain in this district, and these are all Vaishnavas who reject marriage."

লইয়া যাইব?" অবিচিন্ত্যশক্তি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীনন্দিনীর প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তের অনুগমনে শ্রীভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত উপনীত হইলেন। শ্রীনন্দিনী পুরীতে আসিয়া শ্রীমার্কণ্ডেশ্বর-সাহি-পল্লীতে বাসস্থান গ্রহণ করিলেন এবং প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদেব-দর্শনে গমন, শ্রীমন্দির পরিক্রমা, শ্রীভগবদ্-দর্শন, শ্রীমহাপ্রসাদ-সেবন ও সুতীব্র ভজন করিতে লাগিলেন। তৎপরে একদিন শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পুরীর রাজাকে স্বপ্নযোগে জানাইলেন যে, তিনি পরমা ভাগবতী শ্রীনন্দিনীদেবীর সহিত শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিয়া শ্রীভুবনেশ্বরে কোন সরোবরের মধ্যে বাস করিতেছেন; রাজা তাঁহাকে সেই সরোবর হইতে উত্তোলন করিয়া শ্রীনন্দিনীদেবী যেস্থানে আছেন, সেস্থানে স্থাপন করুন। স্বপ্নভঙ্গ হইবার পরমুহূর্ত্তেই রাজা স্বয়ং লোকজনের সহিত শ্রীভুবনেশ্বরের কোন সরোবর হইতে শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্রকে পুরীতে লইয়া আসেন এবং মার্কণ্ডেশ্বরসাহিতে—যেস্থানে শ্রীনন্দিনীদেবী ভজন করিতেন, তথায় একটি শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন এবং শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবার জন্য ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন। শ্রীনন্দিনী-মঠে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র-শ্রীবিগ্রহ বামভাগে শ্রীরাধিকা ও দক্ষিণে শ্রীললিতার সহিত ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমঠামে বিরাজমান। শ্রীবিগ্রহের দর্শন অপূর্ব। মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। শ্রীমন্দির নাতি-উচ্চ। শ্রীজগমোহনের পর একটি চত্বর। তৎপরে শ্রীনন্দিনী দেবীর পাষাণময়ী শ্রীমূর্তি। কেহ কেহ বলেন,—ইহা শ্রীবৃন্দারাণীর শ্রীমূর্তি। কিন্তু ইহা শ্রীনন্দিনীদেবীর শ্রীমূর্তি বলিয়াই অনুমিত হয়। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের অভিমুখিনী জপমালাহস্তে আসীনা শ্রীনন্দিনীদেবীর শ্রীমূর্তি একটি নাতি-উচ্চ মণ্ডপের নিম্নে অধিষ্ঠিতা আছেন। মণ্ডপের উপরে শ্রীতুলসীবেদিকা অবস্থিতা। চত্বরের বামভাগে বহু তুলসীবেদী শোভা পাইতেছেন। এতদ্ব্যতীত নাট্যমন্দির ও শ্রীমহান্তের ভজন-গৃহ,

ভোগ-রন্ধন-গৃহ প্রভৃতি আছে। মঠের সংলগ্ন একপার্শ্বে অনেকগুলি সেবকখণ্ড আছে। ঐসকল স্থান ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। মঠের মহান্ত নাবালক, বর্তমান বয়স ১৫ বৎসর, নাম—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস ; গঞ্জাম-জেলার কুকড়াখণ্ডিতে অধিকাংশ সময় থাকেন। রামরড়া-নামক স্থানে মঠের কিছু ভূ-সম্পত্তি আছে। *

কিংবদন্তী এই যে, কোনও এক ব্যক্তি শ্রীনন্দিনীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলে তিনি বলেন যে, তিনি কোনও পুরুষরূপধারীকে শিষ্য করিবেন না। ইহাতে ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আত্মধিক্কার করিতে করিতে স্ত্রীরূপ প্রার্থনা করেন ও অত্যন্ত আবেশের ফলে স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হন ; তখন তিনি শ্রীনন্দিনীর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীগুরুর আদেশে পুরীধামে 'নন্দিনী-মঠ' স্থাপন করেন।

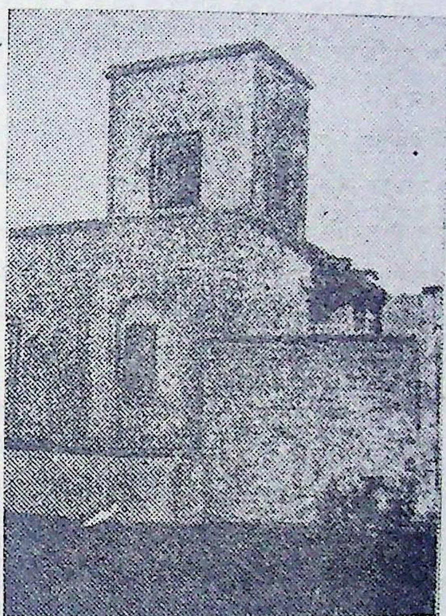
নন্দিনীমঠের মহান্তগণের গাদীতে উপবেশনকালে স্বর্ণবলয় পরিধান করিতে হয়। 'কোঠভোগ-মঠে'র গোস্বামিগণ সেই স্বর্ণবলয় বা কঙ্কণ পরাইয়া দেন।

১০। শ্রীসাতাসন-মঠ

সমুদ্রের উপকূলে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধির সন্নিকটে ও নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভক্তি-কুটী'র সংলগ্ন উত্তরভাগে 'সাতাসন-মঠ' অবস্থিত। শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু, শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু, পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামিপ্রভু-প্রমুখ গৌর-পার্ষদগণ এই সাতাসন-মঠে অবস্থান করিয়া ভজন করিয়াছিলেন। যখন শ্রীগৌরসুন্দর নিজ-পার্ষদ-গণ-সঙ্গে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধি প্রদান করিবার জন্য সমুদ্রোপকূলে

* ১৩৫২ বঙ্গাব্দে সংগৃহীত বিবরণ।

আগমন করেন, তখন তাঁহারা শ্রীসাতাসন-মঠে ও তৎসংলগ্ন-প্রদেশে বিশ্রাম ও কীর্তনাদি করিয়াছিলেন।



শ্রীভক্তিবিনোদ-ভজনস্থান—শ্রীভক্তিকুটী, শ্রীপুরী

['ভজনকুটী'র-দ্বারে ঠাকুরের রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি খোদিত আছে,—

গৌরপ্রভোঃ প্রেমবিলাসভূমৌ
নিষ্কিঞ্চনো ভক্তিবিনোদ-নামা।
কোঽপি স্থিতো ভক্তিকুটীর-কোষ্ঠে
স্মৃত্বানিশং নামগুণং মুরারেঃ ॥]

কিংবদন্তী এই যে, অতি পুরাকালে সপ্তর্ষি শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রতীরে একান্তে ভজন করিবার জন্য পরস্পর সংলগ্ন স্থানে সাতটি আসন রচনা করেন। তাহা হইতেই 'সাতাসন-মঠে'র নামকরণ হইয়াছে। একদিন

মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সমুদ্রস্নান করিতে আসিয়া দেখেন যে, সাতজন ঋষি সমুদ্রতীরে নির্জন-প্রদেশে অবস্থান করিয়া শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতেছেন। রাজা ঋষিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সপ্তর্ষি রাজার বাক্যে মনোযোগ না দিয়া হরিকীর্তন করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সেই রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, যেন শ্রীজগন্নাথদেব রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—"তুমি এই সপ্তর্ষিকে ভজনের উপযোগী জমি ও প্রত্যহ মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিবে।" তদনুসারে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন 'জিরাকন্দি' নামক একটি মৌজা এবং সপ্তর্ষির জন্য প্রত্যহ সাত আটিকা (হাঁড়ি) ও সাত কড়োয়া মহাপ্রাসাদান্ন ও ব্যঞ্জনাদি প্রসাদ-প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। সপ্তর্ষি রাজার প্রেরিত সনন্দ ফেরৎ দিয়া বলিলেন,—"আমাদের জমির কোন দরকার নাই, রাজার ইচ্ছা হইলে মহাপ্রসাদ পাঠাইতে পারেন।" সপ্তর্ষি নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু পরবর্তিকালে সপ্তর্ষিগণের ভজনস্থানে শ্রীবিগ্রহ-সেবা ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন রাজার প্রদত্ত জমিদারী সেবার জন্য গৃহীত হইয়াছিল।

'সাতাসন-মঠ' যখন শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের ভজনস্থানরূপে গৃহীত হইল, তখন বা তাহার পূর্ব হইতেই উহা নিম্নলিখিত সাতটি নামে অভিহিত হইয়াছিল,—

১। **বড় আসন**—এই আসনে শ্রীরাধা-দামোদর শ্রীবিগ্রহ অবস্থিত ছিলেন, বর্তমানে গিরিধারি-আসনে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। কথিত হয়, এখানে শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু ভজন করিতেন।

২। **কদলীপট্টিকা-আসন**—এই স্থানে বর্তমানে কোন শ্রীবিগ্রহ নাই। এই স্থানে প্রসিদ্ধ সিদ্ধমহাত্মা শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজী মহারাজ

ভজন করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'স্বলিখিত জীবনী'তে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"মহাত্মা শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী একজন অপূর্ব বৈষ্ণব। সমস্ত দিবসই কুটীরের ভিতর ভজন করিতেন। সন্ধ্যাকালে প্রাঙ্গণে আসিয়া তুলসী দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া নামগান করিতে করিতে নাচিতেন ও কাঁদিতেন। ঐ সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বৈষ্ণবগণ যাইতেন। কেহ কেহ তাঁহাকে সেই সময় একমুষ্টি মহাপ্রসাদ দিতেন। তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি পর্যন্ত তিনি তাহা স্বীকার করিতেন, অধিক লইতেন না। কেহ কেহ সেই সময় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। বাবাজী মহাশয় আবার ১০টা রাত্রিতে নিজের কুটীরে যাইয়া ভজন করিতেন। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সমুদ্রতীরে গিয়া হাতমুখ ধোয়া ও স্নান করা সমাপ্ত করিতেন। কোন বৈষ্ণব পাছে তাঁহার কোন কার্য করেন, সেই আশঙ্কায় একক সব কার্য নির্বাহ করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ, কেমন করিয়া রাত্রি থাকিতে সমুদ্রে দৈনিক স্নানাদি করিতেন, তাহা মহাপ্রভুই জানেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিষয় চিন্তা-মাত্রই ছিল না। আমি সন্ধ্যার পর কোন-কোন দিন তাঁহার চরণ দর্শন করিতে যাইতাম। বড় মিষ্টবাক্যে তিনি আগন্তুক লোকের সহিত কথোপকথন করিতেন।" *

শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজী মহাশয়ের সম্বন্ধে আমরা আরও শুনিয়াছি যে, অনেক সময় স্থানীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ তাঁহার জন্য মহাপ্রসাদ লইয়া আসিলে তিনি বলিতেন,—"তোমরা আমাকে ইংরাজী মাসের ১লা, ২রা, ৩রা পর্যন্ত মহাপ্রসাদ দিবে ; ইহার পরে আর দিবে না।" কারণ বাবাজী মহাশয় জানিতেন যে, তাঁহার মাসের প্রথমমুখে যে অর্থ

* শ্রীভক্তিবিনোদ-কৃত 'স্বলিখিত-জীবনী', ১৪১-৪২ পৃষ্ঠা।

প্রাপ্ত হন, তাহা তাঁহাদের সদুপায়ে উপার্জিত মাসিক বেতন, কিন্তু পরে যাহা পান, তাহা উৎকোচ বা অসদুপায়ে লব্ধ অশুক্লবিত্ত।

এখন 'কদলী-পট্‌কা'-আসনের ভূমিতে মহাত্মা শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি বর্তমান রহিয়াছে। তিনি যেই স্থানে ভজন করিতেন, এখনও সেইস্থানের অস্তিত্ব থাকিলেও, দুঃখের বিষয়, সেই স্থানের যথাবিহিত মর্যাদা রক্ষিত হয় না—মঠের বর্তমান সেবায়েৎগণ সেই স্থান অন্যান্য কার্যে ব্যবহার করিতেছেন।

৩। **শ্রীগিরিধারি-আসন**—এই স্থানে শ্রীগিরিধারি-শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত; ইহাই শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর আসন বা ভজন-স্থান। 'ভক্তিকুটি'র সংলগ্ন পূর্বদিকে এই আসন অবস্থিত।

৪। **শ্রীগোঁফা-আসন** বা **শ্রীগুম্ফা-আসন**—এস্থানে বৈষ্ণবগণ ভজন করিতেন। ভজনগুহার নাম হইতেই আসনের নামকরণ হইয়াছে।

৫। **শ্রীমদনমোহনদেব-আসন**—এই স্থানে শ্রীমদনমোহনদেব অধিষ্ঠিত। কেহ কেহ বলেন, এই স্থানেই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু ভজন করিতেন। আবার কেহ কেহ 'শ্রীগিরিধারি-আসন'কেই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর ভজনাসন বলিয়া থাকেন।

৬। **শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-আসন**—এখানে শ্রীকৃষ্ণবলরাম-শ্রীবিগ্রহ অবস্থিত। ইহা খঞ্জ-শ্রীভগবান্ আচার্যের ভজন-স্থান।

৭। **শ্রীশ্যামসুন্দরদেব-আসন**—এখানে শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীবিগ্রহ অধিষ্ঠিত।

শ্রীগিরিধারি-আসনের বর্তমান সেবায়েত শ্রীমনোহরদাস 'সাতাসন-মঠে'র প্রাচীন দলিল-পত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সাতা-সনের সেবায়েতগণের যে পরম্পরাটি প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

প্রথম আসন (বড় আসন) প্রণালী—১। গৌরচরণদাস, ২। ব্রজকুমারদাস, ৩। কুঞ্জমোহনদাস, ৪। রাধাচরণদাস, ৫। দামোদরদাস, ৬। রাধামোহনদাস।

দ্বিতীয় আসন (কদলী-পট্‌কা-আসন)—১। যুগলকিশোরদাস, ২। সুবলচরণদাস, ৩। ভাগবতদাস, ৪। শ্যামদাস।

তৃতীয় আসন (শ্রীগিরিধারি-আসন)—১। ব্রজকিশোরদাস, ২। ভগবচ্চরণদাস, ৩। সনাতনদাস, ৪। গোবিন্দদাস, ৫। নিমাই-চরণদাস, ৬। গৌরাঙ্গদাস।

চতুর্থ আসন (গুম্ফা-আসন)—১। রামকৃষ্ণদাস, ২। সীতারাম-দাস, ৩। হরিবন্ধুদাস।

পঞ্চম আসন (শ্রীশ্যামসুন্দরদেব-আসন)—১। মদনমোহনদাস, ২। রামচন্দ্রদাস, ৩। রাঘবেন্দ্রদাস, ৪। নিত্যানন্দদাস, ৫। রাধাচরণ-দাস, ৬। মোহনদাস, ৭। কুঞ্জবিহারীদাস, ৮। গোবিন্দদাস।

ষষ্ঠ আসন (শ্যামানন্দী কৃষ্ণবলরাম-আসন)—১। বলরামদাস, ২। গৌরাঙ্গদাস, ৩। রঘুনাথদাস, ৪। রামানন্দদাস, ৫। শ্যাম-চরণদাস, ৬। গদাধরদাস, ৭। কৃষ্ণদাস।

সপ্তম আসন (আসনের নামোল্লেখ নাই)—১। পদ্মচরণদাস, ২। সদানন্দদাস, ৩। মাধবদাস, ৪। মোহনদাস, ৫। নরোত্তমদাস।

বর্তমানে বড় আসনের সেবায়েত—কৃষ্ণচরণদাসের শিষ্য জনার্দনদাস। কদলীপট্‌কা-আসনের ও গিরিধারি-আসনের সেবায়েত—মনোহরদাস।

দুঃখের বিষয়, যেইস্থানে শ্রীশ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপাদ, শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ, শ্রীশ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামিপাদ ও পরবর্তিকাল পর্যন্ত মহাত্মা শ্রীস্বরূপদাসের ন্যায় ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ বাস করিতেন, সেইস্থানে নানাপ্রকার অবৈধ আচারও দৃষ্ট হইতেছে।

প্রকাশ, 'সাতাসনে'র শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য জিরাকন্দি, কণ্টিকেরা প্রভৃতি যে-সকল মৌজা ছিল, তাহা সেবায়েতগণের পরস্পর বাদ-বিসংবাদ ও ঋণে নীলাম হইয়া গিয়াছে। এখন কাঠোয়ারী মৌজায় ৬৮ একর জমি আছে। শুনা যায়, তাহা লইয়াও নাকি মামলা-মোকদ্দমা চলিয়াছিল। পুরীর রাজার কার্যালয় হইতে সাতাসনের জন্য প্রত্যহ যে মহাপ্রসাদ ও প্রাত্যহিক ভোগের ব্যবস্থা ছিল, তাহাও এখন একরূপ স্থগিত হইয়াছে। কেবলমাত্র 'মদনমোহনদেব-আসন' প্রত্যহ চারি আনা করিয়া রাজসরকার হইতে প্রাপ্ত হন।

'সাতাসনে'র সেবাপূজার অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও তথায় নানাপ্রকার অনাচার-অসদাচারের প্রাবল্য দেখিয়া ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় সুধীব্যক্তি-গণ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদকে 'সাতাসনে'র সেবার ভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং তদনুসারে রাধামোহনদাস, গদাধরদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস ও কৃষ্ণচরণদাস শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে অর্পণনামা লিখিয়া দেন ; কিন্তু কয়েকজন অবৈধ-আচারসম্পন্ন ব্যক্তির প্ররোচনায় কেহ কেহ নানাপ্রকার উদ্বেগজনক ব্যাপার আরম্ভ করায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 'সাতাসনে'র সহিত বৈষয়িক-সংস্রব সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন। বর্তমানে তথায় হরিভজনের কোনও নাম-গন্ধ নাই। শুনা যায়, 'সাতাসনে'র 'শ্রীগিরিধারি-আসনে'র গৌরাঙ্গদাসের চেলা মধুসূদনদাস পতিত হওয়ায় ঘরের পাথর পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া চলিয়া যায়। 'শ্রীগিরিধারি-আসনে' অনেক প্রাচীন গোস্বামি-গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল। রঘুনাথ বৈদ্য উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থান-সম্বন্ধে যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে 'সাতাসন-মঠে'র কিঞ্চিৎ ইতিহাস পাওয়া যায়। এই 'সাতাসনে'ই ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর পূর্বে বিরক্তের বেশ গ্রহণ-পূর্বক বাস করিয়া গৌড়ীয়

অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রসমূহ আলোচনা করেন। পরবর্তিকালে পুনরায় গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকারপূর্বক শাক্তেয়মতাবলম্বী হইয়া প্রথমতঃ মূলাজোড়ের নাগগণের এবং পরে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় রাজকবি-রূপে নিযুক্ত হন।

১১। শ্রীরাধাদামোদর-মঠ

শ্রীপরমানন্দপুরীর কূপের দিকে গমন-কালে বামহস্তে দক্ষিণদিকে হরচণ্ডীসাহি-পল্লীতে 'নাগামঠ' নামে প্রসিদ্ধ একটি মঠ অবস্থিত। এই মঠ শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের বিরক্ত শিষ্য নাগা শ্রীপ্রেমদাসজী স্থাপন করেন বলিয়া কথিত হয়।

শ্রীপ্রেমদাসজী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভুর সন্নিকটে গৃহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া বাস করিতেন। তিনি শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের তিরোধানের পর শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে শ্রীপুরী গোস্বামিপাদের কূপের অতিনিকটে একটি বটবৃক্ষতলে ছত্র স্থাপন করিয়া তথায় শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। যেই বিশাল বটবৃক্ষের তলে শ্রীপ্রেমদাসের ছত্র স্থাপিত হইয়াছিল, সেই বৃক্ষটির কয়েক বৎসর পূর্বে প্রবল ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়া লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত প্রেমদাস উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসী ও অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন বলিয়া নীলাচলবাসিগণ তাঁহাকে 'নাগা' বলিতেন। বস্তুতঃ 'নাগা'-শব্দের দ্বারা যে ভিন্ন-সম্প্রদায়ের সাধুকে বুঝায়, এস্থানে সেই অর্থ নহে; কারণ, তাঁহাদের গুরু-প্রণালী ও সিদ্ধ-প্রণালীর যে প্রাচীন পুঁথি অদ্যাপি সংরক্ষিত আছে, তাহাতে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর-মিলিত-তনু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর-যুগলিত স্বরূপের উপাসনা শ্রীশ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের পদ্ধতি-অনুসারেই দৃষ্ট হয়। সেই

পুঁথিতে তাঁহাদের যে গুরু-পরম্পরা দৃষ্ট হয়, তাহা এইরূপ,—শ্রীরূপপাদ, শ্রীশ্রীজীবপাদ, শ্রীপ্রেমদাস (নাগা প্রেমদাস নামে পরিচিত), শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধাচরণদাস, শ্রীভগবান্‌দাস, শ্রীজগন্নাথদাস, শ্রীদামোদরদাস, শ্রীমাধবানন্দদাস, শ্রীগোবিন্দচন্দ্রদাস। শেষোক্ত ব্যক্তি বর্তমান মহান্ত। ইঁহারা প্রত্যেকেই 'মহান্ত গোস্বামী' বলিয়া পরিচিত ও ভেকাশ্রিত। মহান্তগণ অনেক সময় কাছা-কোঁচা দিয়া কাপড় পরেন। প্রেমদাস বা নাগা প্রেমদাসের ও তৎপরবর্তী সমস্ত মহান্তেরই স্বধাম-গমনের পর তাঁহাদের অস্থির সমাধি শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধা-দামোদর-কুঞ্জে প্রদত্ত হয়। বর্তমান মহান্ত বলিলেন,—শ্রীপ্রেমদাস হইতে শ্রীদামোদরদাস পর্যন্ত ছয় পুরুষের অস্থি-সমাধি শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধা-দামোদর-কুঞ্জে এখনও বর্তমান আছে। কেবল বর্তমান মহান্ত (শ্রীগোবিন্দচন্দ্রদাসজী) এপর্যন্ত শ্রীবৃন্দাবন-গমনের অবসর পান নাই বলিয়া তাঁহার গুরুদেব শ্রীমাধবানন্দদাসজীর অস্থি-সমাধি তথায় প্রদান করিতে পারেন নাই। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধা-দামোদর-কুঞ্জের সেবকগণ ব্রজবাসী গৃহস্থ; কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের 'শ্রীরাধাদামোদর-মঠে'র মহান্তগণ সকলেই ত্যক্ত-গৃহ। শ্রীবৃন্দাবনের মঠের সহিত শ্রীক্ষেত্রের এই মঠের অন্য কোন সম্বন্ধ নাই, উভয়ই স্বতন্ত্র মঠ; কেবল উভয় মঠের মহান্তগণই শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুপাদের পরিবারভুক্ত বলিয়া শ্রীক্ষেত্রের শ্রীরাধা-দামোদর-মঠের মহান্তগণের সমাধি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা-দামোদর-কুঞ্জে স্থাপিত হইয়া আসিতেছে।

'শ্রীরাধা-দামোদর-মঠ' নামান্তর 'শ্রীনাগা-মঠের প্রাচীন মন্দির-প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধা-দামোদর-বিগ্রহ ও শ্রীগৌরহরির ধাতুময়ী শ্রীমূর্তি বিরাজিত আছেন। উক্ত দুই শ্রীমূর্তি শ্রীপ্রেমদাসজী-কর্তৃক স্থাপিত। এতদ্ব্যতীত শ্রীদধিবামনদেব, পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ এবং শ্রীমন্দিরের

জগমোহনে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমূর্তি প্রকাশিত আছেন। শ্রীবিগ্রহগণ সকলেই পূর্বাভিমুখী হইয়া অবস্থিত। জগমোহনের পর একটি উন্মুক্ত বিস্তৃত চত্বর আছে। মন্দিরের পশ্চাতে পশ্চিম-দিকে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের একটি সুন্দর উদ্যান আছে। এই উদ্যানে শ্রীতুলসী-কানন, বহু পুষ্পবৃক্ষ ও নানাপ্রকার শাক-সব্জী দেখিতে পাওয়া গেল। মহান্ত মহাশয় অতি উৎসাহভরে স্বয়ং আমাদিগকে সেই উদ্যানটি দেখাইলেন। প্রেমদাস অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন বলিয়া কোনপ্রকার রাজ-সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। পরবর্তিকালে কোন কোন মহান্ত কিছু ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। এই মঠের বহু শিষ্য গঞ্জাম, খুরদা ও পুরী জেলার বিভিন্ন স্থানে আছেন। এখানে অনেক হস্তলিখিত তালপত্রের পুঁথি ছিল, কিন্তু তাহা অযত্নে প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুরীর এই মূল-মঠের অনুগতরূপে গঞ্জাম-জেলার ধরাকোট-তালুকে 'পাকেরি-মঠ' ও 'পাটলিগুডা-মঠ' নামে দুইটি মঠ এবং গঞ্জামের পূর্বখণ্ড-তালুকে 'পিওল-মঠ' ও 'হুণ্ডত-মঠ' নামে দুইটি মঠ আছে। এই-সকল মঠেই শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-বিগ্রহ প্রকাশিত আছেন।

পুরীর 'শ্রীরাধা-দামোদর-মঠে' শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদের আবির্ভাব-তিরোভাব-উৎসব, শ্রীগৌরজন্মোৎসব, শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বর্তমান মহান্ত এই মঠে একটি টোল স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা এখন লুপ্ত হইয়াছে।

১২। শ্রীরাধাকান্ত-মঠ

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের যে-সকল প্রাচীন মঠ অধিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠ' বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। এই মঠ শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের অনতিদূরে দক্ষিণ-পূর্বভাগে অবস্থিত। 'শ্রী-

রাধাকান্ত-মঠে'র বর্তমান মহান্ত-মহারাজ ও তদনুগ পণ্ডিতমণ্ডলীর সৌজন্যে আমরা সেই মঠ-সম্বন্ধে যে-সকল বিবরণ ও তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা হইতে জানা যায়,—উৎকল-রাজপুরোহিত শ্রীকাশীমিশ্র শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের কিছু দক্ষিণ-পূর্বভাগে বালিসাহি-পল্লীতে একটি আবাস-স্থান ও তৎসংলগ্ন উদ্যানাদি (তোটা) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে' একটি প্রাচীন সনন্দ আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া গেল।

শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীল কাশীমিশ্রকে রাজ-গুরুজ্ঞানে নিত্য পূজা ও সম্মান করিতেন। শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থানকালে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজ-গুরুর সেবা-নিয়ম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের[১] পঙ্‌ক্তিতে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যতদিন রহে তেঁহো শ্রীপুরুষোত্তমে ॥
নিত্য আসি' করে' মিশ্রের পাদ-সম্বাহন।
জগন্নাথ-সেবার করে' ভিয়ান শ্রবণ ॥
রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা ॥

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে জানাইলেন যে, সন্ন্যাসিরূপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি দক্ষিণদেশে প্রেম-ভক্তি-প্রচারার্থ ভ্রমণলীলা করিতেছেন, তখন রাজা 'বিজ্ঞশিরোমণি' ভট্টাচার্যের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বলিলেন[২],—

* * * ভট্ট, তুমি বিজ্ঞশিরোমণি।
তুমি তাঁ'রে কৃষ্ণ কহ, তা'তে সত্য মানি ॥

১। চৈ চ অ ৯।৮১-৮৩; ২। চৈ চ ম ১০।১৭

'যদি পুনরায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পুরীতে আগমন করেন, তাহা হইলে যেন তোমার অনুগ্রহে তাঁহাকে একবার দর্শন করিয়া নয়ন সফল করিতে পারি।' তখন ভট্টাচার্য্য বলিলেন[১],—

* * * তেঁহো আসিবে অল্পকালে।
রহিতে তাঁ'র এক স্থান চাহিয়ে বিরলে॥
ঠাকুরের নিকট, আর হইবে নির্জ্জনে।
এমত নির্ণয় করি' দেহ' এক স্থানে॥

তখন রাজা কহিলেন[২],—

* * ঐছে কাশীমিশ্রের ভবন।
ঠাকুরের নিকট, হয় পরম নির্জ্জন॥

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কথা শুনিয়া শ্রীসার্ব্বভৌম শ্রীকাশীমিশ্রের নিকট আসিয়া তাহা জানাইলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীকাশীমিশ্র বিশেষ আনন্দ-সহকারে বলিলেন[৩],—

* * আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর গৃহে প্রভুপাদের হ'বে অবস্থান॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শ্রীজগন্নাথ-দেব দর্শন করিয়া শ্রীমন্দিরের বাহিরে আসিলে শ্রীসার্ব্বভৌম শ্রীমন্-মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে লইয়া গেলেন। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন[৪],—

দর্শন করি' প্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য আনিল তাঁ'রে কাশীমিশ্র-ঘরে॥

১। চৈ চ ম ১০।১৯-২০; ২। চৈ চ ম ১০।২১; ৩। চৈ চ ম ১০।২৩;
৪। চৈ চ ম ১০।৩১-৩৭

কাশীমিশ্র আসি' পড়িল প্রভুর চরণে।
গৃহ-সহিত আত্মা তাঁ'রে কৈল নিবেদনে ॥
প্রভু চতুর্ভুজ-মূর্তি তাঁ'রে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি' তাঁ'রে আলিঙ্গন কৈল ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁহা বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে ॥
সুখী হৈলা দেখি' প্রভু বাসার সংস্থান।
সেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব-সমাধান ॥
সার্বভৌম কহে,—'প্রভু, যোগ্য তোমার বাসা।
তুমি অঙ্গীকার কর,—কাশীমিশ্রের আশা ॥'
প্রভু কহে—'এই দেহ তোমা' সবাকার।
যেই তুমি কহ, সেই-কর্তব্য আমার ॥'

এইভাবে শ্রীগৌরহরি কৃপাপূর্বক শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে অবস্থান করিয়া শ্রীনীলাচলবাসিগণকে কৃপা ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীকাশীমিশ্রের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন[১],—

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কাশীমিশ্র-গৃহে কুতূহলে ॥
নিরন্তর নৃত্যগীত-আনন্দ-আবেশ।
প্রকাশেন গৌরচন্দ্র, দেখে সর্বদেশ ॥
কখন নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে।
তিলার্ধেক বাহ্য নাহি প্রেমানন্দ-সুখে ॥

১। চৈ ভা অ ৫।১৩০-৩৩

কখন নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে।
কখন নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধুতীরে ॥

অন্যত্র কাশীমিশ্র-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন[১],—

কাশীমিশ্র পরম-বিহ্বল কৃষ্ণরসে।
আপনে রহিলা প্রভু যাঁহার আবাসে ॥

সময় সময় শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে ভক্তগণের এরূপ জনতা হইত যে, তাহাতে তথায় লোকসঙ্কুলান হইত না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাশয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে[২] বলিয়াছেন,—

যুগান্তেঽন্তঃ কুক্ষেরিব পরিসরে পল্লবলঘো-
রমী সর্বে ব্রহ্মাণ্ডকসমুদয়া দেববপুষঃ।
যথাস্থানং লব্ধাবসরমিহ যান্তি স্ম শতশঃ
সহস্রং লোকানাং বত লঘুনি মিশ্রাশ্রমপদে ॥

অহো কি আশ্চর্য যুগান্তকালে বটপত্রশায়ী শিশুরূপী সেই শ্রীভগবানের অশ্বত্থদল-সদৃশ ক্ষুদ্র কুক্ষিমধ্যে এই সকল ব্রহ্মাণ্ড যেরূপ অনায়াসে অবস্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ শ্রীকাশীমিশ্রের এই ক্ষুদ্র ভবনেও সহস্র সহস্র লোক বিনা ক্লেশে প্রবেশ করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন শ্রীগোপীনাথকে বলিয়াছিলেন,—"শ্রীকাশীমিশ্রের ভবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর অবস্থানের জন্য সমর্পিত হইয়াছে"; তখন তাহা শুনিয়া শ্রীগোপীনাথ বলিলেন,—"সাধু, সাধু, সিংহদ্বারনিকটবর্তী ভবতি, যতঃ সকাশাৎ সুখেনৈব জগন্নাথদর্শনং ভবিষ্যতি।"

১। চৈ ভা অ ৫।২১৩; ২। বহরমপুর-সংস্করণ, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০১, অষ্টম অঙ্ক, ৫০৫-৬ পৃষ্ঠা

শ্রীগৌরহরির সহিত যে-সকল ভক্ত শ্রীক্ষেত্রবাসী হইয়া প্রভুর সুখানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদেরই অন্যতম শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত। শ্রীল বক্রেশ্বর-সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ এইরূপ লিখিয়াছেন[১],—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
এক-ভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁ'র নৃত্য ॥
আপনে মহাপ্রভু গাহেন যাঁ'র নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি' বক্রেশ্বর বলে ॥
'দশসহস্র গন্ধর্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তা'রা গায়, মুঞি নাচি, তবে মোর সুখ ॥'
প্রভু বলেন,—'তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাঙ, পাঙ আর পাখা' ॥

শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য—শ্রীগোপালগুরু। 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র প্রদত্ত বিবরণানুসারে শ্রীগোপালগুরুর পূর্বনাম—শ্রীল মকরধ্বজ পণ্ডিত এবং ইনি শ্রীমুরারি পণ্ডিতের আত্মজ। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দের সঙ্গে থাকিয়া অতি-বাল্য-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় অধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমকরধ্বজকে বালক দেখিয়া স্নেহভরে "গোপাল, গোপাল!" বলিয়া ডাকিতেন। ইহা শ্রীগোপালগুরু-গোস্বামীর শোচকে ও শ্রীগোপলগুরু-অষ্টকে[২] পাওয়া যায়। উক্ত অষ্টকেই

১। চৈ চ আ ১০।১৭-২০

২। **শ্রীল-গোপালগুরু-গোস্বামিপ্রভুর অষ্টক**

(মহান্ত শ্রীবিহারিদাসজীর শিষ্য শ্রীদীনবন্ধুদাস-কর্তৃক জীর্ণপুঁথির লিপি অনুসারে শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫৬)

শ্রীমন্মুরারিতনয়ং বিনয়াদমন্দং, বন্দে সদৈব মকরধ্বজ-পণ্ডিতাখ্যম্।
শ্রীগৌরচন্দ্রকৃপয়ার্পিত-গৌরবং শ্রী-,গোপালপূর্বগুরুরিত্যভিধাং দধে যঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমকরধ্বজ পণ্ডিতকে বা শ্রীগোপালকে শ্রীমুরারি পণ্ডিতের পুত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পরে শ্রীগোপালের সহিত 'গুরু'-নাম সংযুক্ত হয়। এতৎসম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচারিত আছে—একদিন কোন নাম

বন্দে তমেব তিলকং কিল কল্পয়িত্বা, গৌরপ্রভুর্হরিপদাকৃতি যস্য ভালে।
স্বীয়াসনে সমুপবেশ্য জগত্রয়স্য, বিস্মাপিকামপি বিকাশয়তি স্ম শক্তিম্ ॥ ২ ॥

শিক্ষাগুরুং স্বকৃপয়া স শচীতনূজো, যং কারণং কিমপি বীক্ষ্য চকার ধীরম্।
সিদ্ধাধ্যায়াপ্যভিদধে স্বয়মেব মঞ্জু-; মেধেতি তং গুরুবরং শরণং ভজামি ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধয়া ব্রজবিধোরপি যশ্চ তুঙ্গ-, বিদ্যানুগোঽপ্যনুদিনং ভজনেবনম্রঃ।
নিত্যং সখীগণযুতো রমতে ব্রজে শ্রী-,গোপালমেব কলয়ে শরণং গুরুং তম্ ॥ ৪ ॥

গোস্বামিনঃ ষড়ুদিতা অধিকাশ্চতুর্ভিঃ, যষ্টির্মহান্ত ইহ গৌরহরের্নিদেশাৎ।
গোপালকা অতিশয়াৎ কিল যং শশংসুঃ, নিঃসংশয়া গুরুতরা তমহং প্রণৌমি ॥ ৫ ॥

যৎ-প্রেমবশ্যহৃদয়ঃ স দয়াসমুদ্রঃ, প্রোল্লাস্য সান্দ্রগুণ গাং প্রভু-গৌরচন্দ্রঃ।
জীবানতীববিনয়েন সমুদ্দধার, বন্দে গুরূত্তমমহং তমিমং মহান্তম্ ॥ ৬ ॥

যস্তাদৃশোঽপি ভগবদ্গুণকর্মনাম্নাং, সংকীর্তন শ্রবণ-সংস্মরণাদিভক্ত্যা।
আপামরং জগদিদং স্বয়মুদ্দধার, গোপালপূর্বগুরুমেতমহং নতোঽস্মি ॥ ৭ ॥

চৈতন্যচন্দ্রকৃপয়া চিরমেব রাধা-, কান্তাঙ্ঘ্রি পদ্মযুগয়োঃ পরিচর্যয়োচ্চৈঃ।
তদ্ভাবভাবিতমতির্ন তনূ বুবোধ, গোপালপূর্বগুরুমেনমহং ন নতোঽস্মি ॥ ৮ ॥



শ্রীল-গোপালগুরু-গোস্বামিপ্রভুর শোচক (সূচক)

আরে মোর গোপালগুরু, ভকতি কল্পতরু,
মকরধ্বজ নাম যাঁহার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাঁকে, 'গোপাল' বলিয়ে ডাকে,
দেখি' শিশু-চরিত্র উদার ॥

ভজনকারী ব্যক্তি বহির্দেশে গমনকালে স্বীয় জিহ্বাকে টানিয়া ধরিয়া রাখেন, পাছে তাঁহার জিহ্বা অভ্যাসবশতঃ অজ্ঞাতসারেও নাম উচ্চারণ করিয়া ফেলে! এই কথা শুনিয়া বালক শ্রীগোপাল উক্ত ব্যক্তিকে বলেন, —"শ্রীহরিনাম-গ্রহণে স্থানাস্থান ও কালাকালের বিচার নাই, ইহাই শাস্ত্রবিধি। বহির্দেশে অবস্থানকালে যদি কাহারও প্রাণবিয়োগ হয়, তবে কি সেই ব্যক্তি হরিনাম গ্রহণ না করিয়াই ধরাধাম হইতে বিদায়

গৌরাঙ্গের সেবারসে, সদাই আনন্দে ভাসে,
গোরা বিনু নাহি জানে আন।
তিলেক না দেখি' যাঁরে, ধৈরয ধরিতে নারে,
গোরা যেন গোপালের প্রাণ॥
গোপাল-শিশুর প্রতি, শিক্ষা দিল এক রীতি,
প্রভু প্রেমাবেশে ঢুলি' ঢুলি'।
কহে সবে—'আরে আরে, আজি হৈতে গোপালেরে
ডাকিবা 'গোপাল-গুরু' বলি॥'
গোপালের করুণা দেখি', সবার সজল আঁখি,
সুখের সমুদ্র উছলিল।
সবে কহে অনুপাম, 'শ্রীগোপালগুরু'-নাম,
প্রভু-দত্ত জগতে ব্যাপিল॥
গোপালের গুরুভক্তি, কহিতে নাহিক শক্তি,
সদাই প্রসন্ন বক্রেশ্বর।
মহামত্ত নিজ গীতে, নাহিক উপমা দিতে,
সর্ব-চিত্তাকর্ষ কলেবর॥
দেখিল সকল ঠাঁই, এমন দয়ালু নাই,
কে বা না জগতে যশ ঘোষে।
সবে কৈল প্রেমপাত্র, হইল বঞ্চিত মাত্র,
নরহরি নিজ-কর্ম দোষে।

লইবে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায়—'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ', 'নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ' এইরূপ পাওয়া যায়; সুতরাং জগদ্‌গুরুর এই শিক্ষা লঙ্ঘন করিলে জীবের অধোগতি নিশ্চিত।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বালকের এইরূপ সু-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং গোপাল বালক হইলেও আচার্য বা গুরু-পদে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্য, ইহা ভক্তগণের নিকট ব্যক্ত করিয়া গোপালকে 'গোপালগুরু' নামে অভিহিত করেন। সেইদিন হইতে শ্রীমকরধ্বজ পণ্ডিত বা শ্রীগোপালের নাম—'গোপালগুরু' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই বিবরণ বা শ্রীগোপালগুরুর কোন নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি কোন গ্রন্থে নাই। উক্ত কিংবদন্তীটিও একটু অন্যরূপে কোথাও কোথাও প্রচারিত আছে। তবে এই কিংবদন্তীর মধ্যে যে সত্যটি লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীগোপালগুরু শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ববিদ্, আচার-প্রচারপরায়ণ ছিলেন বলিয়াই তিনি আচার্য ও গুরু-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীগোপালের 'গুরু'-নাম শ্রবণ করিয়া শ্রীল অভিরাম ঠাকুর তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আগমন করিলেন। শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের সম্বন্ধে এইরূপ প্রচারিত আছে যে, তিনি প্রণাম করিলে একমাত্র শ্রীবিষ্ণুশিলা বা শ্রীবিষ্ণু-অর্চা ব্যতীত অন্যান্য শিলা বা মূর্তি তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ ও চূর্ণ হইয়া যাইত এবং প্রকৃত বৈষ্ণব ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণ শ্রীল অভিরামের প্রণাম সহ্য করিতে পারিত না, তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ হইত।

যখন বৈষ্ণবগণ শুনিলেন—শ্রীল অভিরাম ঠাকুর শ্রীগোপালগুরুকে দণ্ডবৎ করিয়া পরীক্ষা করিতে আসিতেছেন, তখন বাৎসল্য ও বন্ধু-ভাবের স্বভাব-নিবন্ধন সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকেই চিন্তাগ্রস্ত দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"আমি

শ্রীগোপালের মস্তকে পদার্পণ করিতেছি। শ্রীগোপাল আমার পদাকৃতি-চিহ্নকে তিলক-স্বরূপে ললাটে ধারণ করিলে তাহার কোনও চিন্তা নাই। শ্রীল অভিরাম ঠাকুর আসিয়া শ্রীগোপালগুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীগৌরপাদপদ্মাকৃতি তিলক কপালে ধারণ করিয়া শ্রীগোপালগুরু বিজয়ী হইলেন। তাই অদ্যাপি শ্রীগোপালগুরু গোস্বামি-প্রভুর অধস্তনগণ শ্রীহরিপদাকৃতি তিলক ধারণ করেন।

'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র পণ্ডিতগণ বলেন,—শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত-প্রভু গাদীতে বসিয়া আচার্যের কার্য করেন নাই। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে নৃত্য-কীর্তনাদিতেই অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোপালগুরুকে মাঘী শুক্ল-দ্বাদশী-তিথিতে শ্রীকাশীমিশ্রভবনের শ্রীশ্রী-রাধাকান্তের সেবা ও আচার্যের আসন বা গাদী প্রদান করেন। এজন্য অদ্যাপি শ্রীরাধাকান্ত-মঠের মাদ্‌লা-পাঞ্জীতে শিষ্য-পরম্পরাক্রমে মাঘী শুক্ল-দ্বাদশী-তিথিতে সেবা-সমর্পণ বা আচার্যাভিষেক-উৎসবের বিধান দৃষ্ট হয় এবং যথাবিধি তাহার অনুষ্ঠান হয়।

কথিত হয় যে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পিতা শ্রীপুরুষোত্তমদেব বিজয়ী হইয়া কাঞ্চী হইতে শ্রীরাধাকান্তদেব, শ্রীসাক্ষিগোপাল, ভণ্ডগণেশ, রত্ন-সিংহাসন প্রভৃতি কয়েকমূর্তি শ্রীবিগ্রহ ও ভগবৎসেবোপকরণ আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ইঁহাদিগকে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে ও তৎ-পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহে সংরক্ষণ করেন। বর্তমানে যে-স্থানে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপীঠ বিরাজিত আছেন, তাহারই ঠিক বরাবর দক্ষিণদিকের শ্রীছত্রভোগ-মন্দিরের সংলগ্ন পশ্চিমোত্তর-কোণে একটি নাতি-উচ্চ মন্দিরে কাঞ্চী (?) হইতে আনীত শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেব অধিষ্ঠিত হইয়া-ছিলেন। সেই শ্রীবিগ্রহই শ্রীকাশীমিশ্র শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে পূজার্থ যাচ্ঞা করিয়া ল'ন। (?) তদবধি শ্রীকাশীমিশ্র বালিসাহি-পল্লীর

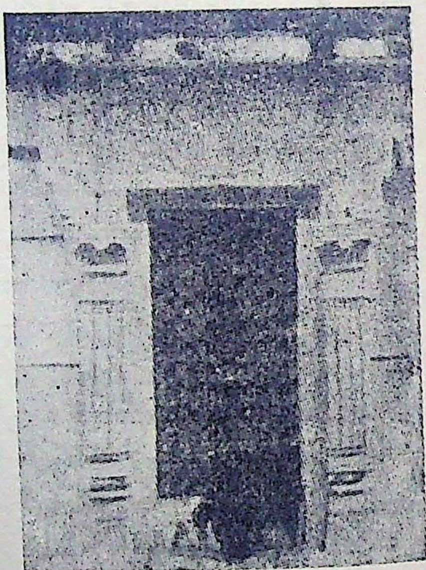
নির্জনস্থানে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা করিতেছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব শ্রীকাশীমিশ্রভবনে থাকিয়া একটি ক্ষুদ্র মৃন্ময়কুটীরে ('গম্ভীরা' নামে খ্যাত) শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়ের সহিত কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদন-লীলা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

উৎকলপ্রদেশে মন্দিরের মধ্যস্থলস্থ ক্ষুদ্র গৃহকে **'গম্ভীরা'** বলা হয়। উৎকল-সাহিত্যে 'গম্ভীরী'-শব্দের অর্থ নির্জন ক্ষুদ্র গৃহ[১]। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'অমৃতপ্রবাহভাষ্যে'[২] 'গম্ভীরা'-শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"অলিন্দের পর দালান, তা'র ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহকে 'গম্ভীরা' বলে।" শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিত স্থানে গম্ভীরা-শব্দের প্রয়োগ আছে,—

গম্ভীরা-ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব।
ভিতে মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব ॥[৩]
গম্ভীরার দ্বারে করেন আপনি শয়ন।
গোবিন্দ আসিয়া করে' পাদ-সম্বাহন ॥
এই মত অর্ধ রাত্রি কৈলা নির্যাপণ।
ভিতর-প্রকোষ্ঠে প্রভুরে করাইলা শয়ন ॥
রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজ-ঘরে।
স্বরূপ-গোবিন্দ দুঁহে শুইলেন দ্বারে ॥[৫]
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন।
অর্ধরাত্রিতে প্রভু করেন উচ্চসংকীর্তন ॥

১। Vide Prabhat Mukherji's History of Medieval Vaishnavism in Orissa," P. 128 ; ৩। চৈ চ ম ২।৭ ; ৪। ঐ, ম ২।৭ ; ৪। ঐ, অ ১০।৮২ ; ৫। ঐ, অ ১৪।৫৭-৫৮ ; ৬। ঐ, ১৭।৯

এইমত প্রলাপিতে অর্দ্ধরাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে শোয়াইল॥
প্রভুরে শোয়াঞা রামানন্দ গেলা ঘরে।
স্বরূপ, গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে॥[১]
বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা।
গম্ভীরা-ভিতরে মুখ ঘষিতে লাগিলা॥[২]



শ্রীগম্ভীরা

এই সকল উক্তি হইতে জানা যায়,—'গম্ভীরা' শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনস্থ কোন অন্তঃপ্রকোষ্ঠ, যাহা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজনাগার বা বিশ্রামাগাররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে তিনটি দ্বার ছিল। সেই তিনটি দ্বার উদ্‌ঘাটন না করিয়া এবং তিনটি উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাভাবাবেশে মিশ্রভবন হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত[৩] ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর একটি শ্লোক[৪] হইতে জানা যায়,—

১। চৈ চ অ ১৯।৫৫-৫৬; ২। ঐ, ১৯।৫৮; ৩। চৈ চ অ ১৭।১১, ১৩;
৪। শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিপাদকৃত 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুঃ', ৫ম শ্লোক

তিন দ্বারে কপাট ঐছে আছে ত' লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হঞা॥
এথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাঞা।
স্বরূপেরে বোলাইয়া কপাট খুলিয়া॥
অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো !
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গি-সুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাদ্-
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

অহো ! যিনি দ্বারত্রয় উদ্ঘাটন না করিয়াই গৃহের উর্দ্ধগমন-পথ-দ্বারা অত্যুচ্চ প্রাচীরত্রয় উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কলিঙ্গদেশজাত গাভীগণের মধ্যে নিপতিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরহাতিশয়-হেতু স্বীয় অঙ্গে সঙ্কোচ উদিত হওয়ায় কূর্মাকারে বিরাজমান ছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষযুক্ত করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "গৃহসহিত আত্মা তাঁ'রে কৈল নিবেদন"—এই উক্তি অনুসারে শ্রীকাশীমিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন, জানা যায়। শ্রীকাশীমিশ্র নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেই সেবা ও তৎসংলগ্ন উদ্যানাদি (যাহার অন্তর্গত শ্রীসিদ্ধবকুল বা শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের ভজনস্থান) শ্রীগোপাল-গুরুকে শ্রীরাধাকান্তের সেবার্থ গ্রহণ করিয়া আচার-প্রচার করিতে আজ্ঞা দিলেন। এইরূপ বিবরণ শ্রীরাধাকান্ত-মঠ হইতে পাওয়া যায়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগোপালগুরু-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন[১], —"শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর গাদীতে আজকাল শ্রীবক্রেশ্বরের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী বিরাজমান। **

১। জৈবধর্ম, ২৬ অ ৪৪০ পৃ, ৩য় সং

শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর শিক্ষা সম্প্রতি তাঁহারই কণ্ঠে আছে।” শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু দুইভাগে রসোপাসনার কড়চা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ ও শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর কণ্ঠে যথাক্রমে রসোপাসনার অন্তঃপন্থা ও বহিঃপন্থা সংরক্ষণ করেন। তাহা হইতে একদিকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ ও ‘শ্রীগোবিন্দলীলামৃত’ প্রকট করেন ; অন্যদিকে শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু ‘স্মরণ-ক্রমপদ্ধতি’ বা ‘সেবা-স্মরণপদ্ধতি’ শিষ্য-পারম্পর্যে প্রকাশ করেন। শ্রীশ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামিপাদের রসোপাসনার এক ধারা যেরূপ শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামিপাদ হইতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদে প্রবাহিত তদ্রূপ শ্রীল স্বরূপ গোস্বামিপাদের রসোপাসনার অন্য ধারাও শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভু হইতে শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুতে সঞ্চারিত হইয়াছে। এইজন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন[১],—“শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীনিমানন্দ-সম্প্রদায়ে প্রধান গুরু এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্থানে শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর গাদীতে জগদ্‌গুরুরূপে বিরাজমান।”

শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের পাঁচটি শাখার মধ্যে শ্রীগোপালগুরু অন্যতম। শ্রীগোপালগুরুর শিষ্য—শ্রীধ্যানচন্দ্র। শ্রীগোপালগুরু ‘স্মরণ-ক্রমপদ্ধতি’ বা ‘সেবাস্মরণ-পদ্ধতি’ এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র ‘শ্রীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি’-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। ‘শ্রীরাধাকান্ত-মঠে’ শ্রীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতির একটি হস্ত-লিখিত পুঁথি আছে। কিন্তু ইহা লিপি-কর-প্রমাদে পরিপূর্ণ। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, শ্রীগোপালগুরু বা শ্রীধ্যান-চন্দ্রের শ্রীহস্ত-লিখিত ঐ পুঁথিদ্বয় তথায় নাই।

১। জৈবধর্ম ২৩ অ, ৪৪২ পৃ, ৩য় সং

শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর সময় হইতেই শ্রীকাশীমিশ্রের ভবন শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেব-শ্রীবিগ্রহের নামানুসারে 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। শ্রীকাশীমিশ্রের সময় কেবল শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ছিলেন। শ্রীগোপালগুরু শ্রীরাধাকান্তের বামভাগে শ্রীরাধা ও দক্ষিণে শ্রীললিতা-দেবীকে স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীরাধাকান্তের বামে নৃত্যপরায়ণ শ্রীগৌরাঙ্গ ও দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহ (দারুময়ী শ্রীমূর্তি) স্থাপন করেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর একটি তৈলচিত্র বা আলেখ্যও পূর্ব হইতেই পূজিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীরাধাকান্তদেবের দক্ষিণে পৃথক্ সিংহাসনে শ্রীজগন্নাথদেব অবস্থিত। তাঁহার সেবার্থ পৃথক্ ভূসম্পত্তি আছে।

'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র সেবকগণ বলেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-স্থানে ভজন-লীলা প্রকট করিয়াছেন বা যাহা 'গম্ভীরা' নামে পরিচিত, তাহা শ্রীশ্রীগোপালগুরু ও তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রের সময় শ্রীক্ষেত্ররজো-নির্মিত একটি ক্ষুদ্র কুটীররূপে প্রকাশিত ছিল। তন্মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদুকা ও পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ গোস্বামিপ্রভুর রচিত গেরুয়া-ওয়াড়-দ্বারা নির্মিত কন্থা (শ্রীরাধাকান্তমঠের বর্তমান কোন কোন সেবক বলেন,—শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপাদের দ্বারা কলার পেটো চিরিয়া চিরিয়া প্রভুর বহির্বাসের মধ্যে যে শয্যা নির্মিত বা কন্থা নির্মিত হইয়াছিল, তাহা) শ্রীগোপাল-গুরুগোস্বামীর সময় হইতে শিষ্যপারম্পর্যে 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে' পূজিত ও সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কন্থাটি পূর্বে দীর্ঘ ছিল, কিন্তু বহু ব্যক্তি উহা হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিতে থাকায় বর্তমানে উহা খুব অল্পপরিসর হইয়া গিয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহৃত শ্রীব্রজরজের নির্মিত একটি কমণ্ডলু আছে। অন্য আর একটি কাষ্ঠ-নির্মিত কমণ্ডলুও তথায় রক্ষিত আছে। তাহা পরবর্তিকালে স্থাপিত বলিয়া মঠের অধিকারিগণ বলিলেন।

শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুর অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর সমুদ্রোপকূলে শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের সমাধির সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে যে একটি মন্দির বা গৃহ আছে, তথায় শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুর সমাধি দেওয়া হয়। 'শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র বিধানানুসারে মহান্তগণের এই স্থানেই অস্থি-সমাধি দেওয়া হয়।

শ্রীগোপালগুরুর অপ্রকট-লীলাকালে যে-সকল গৌড়ীয়বৈষ্ণব শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীযমুনার তীরে বংশীবটের নিকটে 'পাপর-গাছে'র তলদেশে ভজন-নিমগ্ন শ্রীগোপালগুরুকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হন। তাঁহারা যখন শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীধ্যানচন্দ্রকে এই কথা জানাইলেন, তখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বিরহকাতর শ্রীধ্যানচন্দ্র ইহা শুনিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের পুনঃ সাক্ষাৎকার-লাভের ইচ্ছায় শ্রীবৃন্দাবন-গমনার্থ ব্যাকুল হইলেন।

এদিকে শ্রীগোপালগুরুর গাদীতে শ্রীধ্যানচন্দ্র উপবিষ্ট হওয়ার পর পুরীর তদানীন্তন রাজা 'ঐ স্থান রাজপুরোহিত কাশীমিশ্রের অধিকারে ছিল এবং কাশীমিশ্র নিঃসন্তান থাকিয়াই গোলোকগত হন, সুতরাং যখন কাশীমিশ্র কোনপ্রকার অর্পণনামা-দ্বারা শ্রীগোপালগুরুকে তাহা সমর্পণ করেন নাই, তখন তাহা রাজসম্পত্তিরূপেই গণিত হইবে'—ইহা বলিয়া শ্রীরাধাকান্তমঠকে স্বীয় কবলে আনিবার চেষ্টা করেন। ইতঃপূর্বে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুকে শ্রীরাধাকান্তের সেবার্থ ভূ-সম্পত্তি-গ্রহণের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীগোপালগুরু কোনরূপ বিষয়-সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই। তিনি ভিক্ষার দ্বারা সেবা নির্বাহ করিতেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অধস্তন উৎকলরাজ শ্রীধ্যানচন্দ্রকে পীড়ন ও 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠ' হস্তগত করিবার

উদ্দেশ্যে বহু পাত্রমিত্র লইয়া শ্রীরাধাকান্তের মন্দির-দ্বার আটক করিলেন এবং শ্রীধ্যানচন্দ্রকে তাঁহার লোকজন-সহ অবিলম্বে অন্যত্র গমনের আদেশ জারি করিলেন।

একদিকে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ-দুঃখে কাতর, আর একদিকে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত ও শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা হইতে বিচ্যুত হইবার আশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া শ্রীধ্যানচন্দ্র যখন কাল-যাপন করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীব্রজধাম হইতে আগত বৈষ্ণববৃন্দের মুখে শ্রীবংশীবটের নিকটে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অবস্থান-লীলার কথা শ্রবণ করিতে পাইয়া শ্রীধ্যানচন্দ্র অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সত্যসতাই শ্রীবংশীবটের সন্নিকটে একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া শ্রীশ্রীগোপালগুরু ভজনাবিষ্ট ছিলেন। শ্রীধ্যানচন্দ্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের পুনঃ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন; শ্রীগুরুপাদপদ্মে সকল কথা নিবেদন করিলেন এবং শ্রীগুরুদেবকে শ্রীক্ষেত্রে বিজয় করিবার জন্য কাতর-প্রার্থনা জানাইলেন; কিন্তু শ্রীগোপালগুরু কিছুতেই শ্রীব্রজধাম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তবে প্রিয়শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন,—"শ্রীরাধাকান্ত-মঠের তোটায় (বাগানে) যে একটি নিম্ববৃক্ষ আছে, সেই নিম্ববৃক্ষে আমার অবতার হইবে। তুমি তদ্দ্বারা আমার একটি দারুময়ী শ্রীমূর্তি প্রকট করিয়া আমার নিত্য পূজা করিলে আমার বিরহ-ব্যথা হইতে রক্ষা পাইবে; আর আমি তথায় আবির্ভূত হইয়া রাজাকে সব বলিয়া দিব; তিনি সব ছাড়িয়া দিবেন।"

শ্রীধ্যানচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞানুসারে স্বীয় প্রভুর একটি দারুময়ী শ্রীমূর্তি প্রকট ও প্রতিষ্ঠা করিলেন। শ্রীগোপালগুরুর সেই শ্রীমূর্তি অদ্যাবধি শ্রীরাধাকান্ত-মঠের

মন্দিরের জগমোহনে শ্রীগর্ভমন্দিরের দ্বারের পার্শ্বে পূর্বাভিমুখী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। পূজা ও ভোগনিবেদনকালে সেই শ্রীমূর্তি গর্ভ-মন্দিরে একটি পৃথক্ আসনে সংস্থাপন করিয়া 'শ্রীধ্যানচন্দ্রপদ্ধতি'র বিধানানুসারে নিত্য পূজা করা হয়। শ্রীবৃন্দাবনে বংশীবটের নিকটে যেস্থানে শ্রীশ্রীগোপালগুরু আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তথায়ও শ্রীশ্রীগোপাল-গুরুর দারুময়ী শ্রীমূর্তি ও শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা শ্রীধ্যানচন্দ্রগোস্বামীই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধ্যানচন্দ্র 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র এই দুইটি সেবাই প্রকট করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোনপ্রকার রাজসাহায্য অর্থাৎ রাজ-প্রদত্ত ভূসম্পত্তি প্রভৃতি গ্রহণ করেন নাই। মহান্ত শ্রীগোবিন্দশরণজীর সময় হইতে ভূসম্পত্তি গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছে। বিভিন্ন মহান্ত বিভিন্ন মঠ স্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-মঠের শাখামঠসমূহের বিস্তার করিয়াছেন।

শ্রীগোপালগুরুর সময় হইতে পুরীর প্রত্যেক রাজাই প্রত্যেক মহান্তকে সনন্দ দিয়াছেন। সেই-সকল সনন্দ হইতে শ্রীরাধাকান্ত-মঠের মহান্তগণ শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে চামরসেবা, পুষ্পাঞ্জলি, চন্দনযাত্রার সময় শ্রীমদনমোহনের নৌকার মধ্যে চামর ব্যজন, রথের উপর উঠিয়া শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে চামর ব্যজন, শ্রীজগন্নাথদেবের পাকশালার চুল্লী হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা স্বধামগত মহান্তগণের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াসম্পাদন এবং এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পর হইতে পুরীর প্রত্যেক রাজাই শ্রীরাধা-কান্ত-মঠের প্রত্যেক মহান্তকে 'মহান্ত'-পদবীতে ভূষিত করিয়া আসিতেছেন। কথিত হয়, অন্যান্য মঠের অধ্যক্ষগণ কেবল 'অধিকারী' নামে পরিচিত হইতে পারেন; কিন্তু রাজবিধি-অনুসারে একমাত্র 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র মঠাধীশই 'মহান্ত'-পদবী লাভ করেন।

কার্তিকমাসে শ্রীজগন্নাথের বাল্যধূপের সময় শ্রীগরুড়স্তম্ভের সম্মুখে 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র সংকীর্তন হয়; এজন্যও রাজ-সনন্দ আছে। কার্তিক মাসে শ্রীলক্ষ্মীমন্দিরে লীলাগান, শ্রীচন্দনযাত্রার সময় শ্রীমদনমোহনের সম্মুখে কীর্তন এবং রথযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে সকলের অগ্রণী হইয়া সংকীর্তন করিবার সনন্দ 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র মহান্তগণকে পূর্ব হইতেই পুরীরাজ প্রদান করিয়াছেন॥

অবিবাহিত ত্যাগী ব্রাহ্মণবটু—যিনি পূর্ব-মহান্ত কর্তৃক শিষ্যরূপে গৃহীত হন, সেরূপ কোন ব্যক্তি পূর্ব-মহান্তের অনুমোদনানুসারে মহান্ত-পদ ও গাদী প্রাপ্ত হন। মহান্তগণ ভেক গ্রহণ করিয়া গুরুপ্রদত্ত বেশ-কৌপীন-বহির্বাসাদি ধারণ করেন; তবে সেবানুরোধে ও ব্যবহারানুরোধে কাছা-কোঁচা দিয়াও কাপড় পরিধান করেন। ইঁহারা বলেন,—শ্রী-ভগবানের অর্চনকালে বা শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের কোন সেবাকালে ত্রিকচ্ছযুক্ত বেশ ধারণ না করিলে সেবা করা যায় না। এজন্য মহান্ত ও পূজারীকে কৌপীন থাকাসত্ত্বেও ত্রিকচ্ছ-বেশ ধারণ করিতে হয়। শ্রীজগন্নাথদেবের পাণ্ডাগণও ত্রিকচ্ছ-বেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীজগন্নাথের সেবা করেন। তবে পাণ্ডাগণ সকলেই গৃহস্থ; কিন্তু 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র সেবকগণ ত্যক্তগৃহ হইলেও এবং ডোর-কৌপীন বহির্বাস লইয়া ভেক গ্রহণ করিলেও অর্চনের সময় ত্রিকচ্ছবেশ গ্রহণ করেন—ইহাই তাঁহাদের নীতি। মহান্ত মহারাজ যখন পুরীর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখনও ত্রিকচ্ছ-বেশই ধারণ করেন। এতদ্ব্যতীত ভেকগ্রহণকারী অন্যান্য সকলেই সকল সময়েই ডোর-কৌপীন ও বহির্বাস ধারণ করেন।

'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে' উৎকল-অক্ষরে হস্তলিখিত প্রায় তিনশত তাল-পত্রের পুঁথি রক্ষিত আছে; কিন্তু অধিকাংশই জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত মুদ্রিত গ্রন্থের একটী গ্রন্থাগার আছে। বর্তমান মহান্ত

মহারাজ শ্রীমদ্‌বিশ্বম্ভরদাসজী সংস্কৃতশাস্ত্রে, বিশেষতঃ বেদান্ত-দর্শনে ব্যুৎপন্ন। ইনি শ্রীকাশীতে ও শ্রীনবদ্বীপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সঙ্গীত-বাদ্যাদি কলাবিদ্যায়ও পারদর্শী ও বিশেষ বিদ্যোৎসাহী। তাঁহার প্রচেষ্টায় পুরীর শ্রীরাধাকান্ত-মঠে, শ্রীনবদ্বীপে ও শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধাকান্তমঠে 'শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ' ও 'শ্রীবৈষ্ণবদর্শনে'র ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত পারলাকিমেডি, টিকিলি, পুরুষোত্তমপুর প্রভৃতি স্থানেও ছাত্রগণ ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যাদি 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র অর্থ-সাহায্যে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

স্বর্গদ্বারে শ্রীশ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের সমাধির সংলগ্ন শ্রীগোপালগুরু ও শ্রীশ্রীধ্যানচন্দ্রের যে সমাধিপীঠ আছে, তথায় প্রভুদ্বয়ের ব্যবহৃত পাদুকা সংরক্ষিত হইয়া নিত্য পূজিত হইতেছেন।

শ্রীরাধাকান্ত-মঠের মহান্ত-পরম্পরা

১। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, ২। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী, ৩। শ্রীধ্যানচন্দ্র মহান্ত গোস্বামী, ৪। শ্রীবলভদ্রদাস গোস্বামী, ৫। শ্রীদয়ানিধিদাস গোস্বামী, ৬। শ্রীদামোদরদাস গোস্বামী, ৭। শ্রীগোবিন্দশরণদাস গোস্বামী, ৮। শ্রীরামকৃষ্ণদাস গোস্বামী, ৯। শ্রীহরেকৃষ্ণদাস গোস্বামী, ১০। শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামী, ১১। শ্রীকৃষ্ণচরণদাস গোস্বামী, ১২। শ্রীরাধাচরণদাস গোস্বামী, ১৩। শ্রীহরেকৃষ্ণদাস গোস্বামী, ১৪। শ্রীগোবিন্দচরণদাস গোস্বামী, ১৫। শ্রীবলভদ্রদাস গোস্বামী, ১৬। শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামী, ১৭। শ্রীবিশ্বম্ভরদাস গোস্বামী।

শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে সংগৃহীত ও আদিকন্দদাস-রচিত 'গুরুপ্রণালী'-গ্রন্থের একটি হস্তলিখিত পুঁথিতে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর নিম্নলিখিত একটি শিষ্যপারম্পর্যের তালিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি,—

"শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী, শ্রীধ্যানচন্দ্র মহান্ত গোস্বামী, শ্রীবলভদ্র মহান্ত গোস্বামী, শ্রীবনমালিদাস গোস্বামী, শ্রীপ্রভাকরদাস গোস্বামী, শ্রীসদানন্দদাস গোস্বামী, শ্রীকল্পতরুদাস গোস্বামী, শ্রীপরমানন্দদাস গোস্বামী, শ্রীদীনবন্ধুদাস গোস্বামী, শ্রীআদিকন্দদাস।"

উক্ত 'গুরুপ্রণালী'-গ্রন্থে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীমঞ্জুমেধা-সখী'-রূপে উক্ত হইয়াছেন ; যথা,—

বক্রেশ্বরঃ সমাখ্যাতো রসরূপ-স্বভাবতঃ।
সিদ্ধাখ্যা তস্য কথিতা **তুঙ্গবিদ্যাভিধা** তু যা ॥
কৃষ্ণপ্রিয়সখীমধ্যে নাম্না তুঙ্গেতি বিশ্রুতা।
পণ্ডিতো ভক্তিযোগেন নিত্যং বক্রেশ্বরং ভজেৎ ॥

অস্যা **অষ্টসখ্যো মঞ্জুমেধাদয়ঃ** প্রসিদ্ধাঃ।

তদ্‌যথা—

মঞ্জুমেধা সুমধুরা সুমধ্যা মধুরেক্ষণা।
তনুমধ্যা মধুসুধা গুণচূড়া বরাঙ্গনা ॥
অনুগোপী শ্রীগোপালগুরুরেব মহোত্তমঃ।
চৈতন্যকৃপয়া তস্যাঃ সিদ্ধাখ্যা **মঞ্জুমেধিকা** ॥

শ্রীরাধাকান্ত-মঠের শাখাসমূহ

পুরীর 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠ'ই আদি ও মূলমঠ। ইহা শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তৎপরে শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে বংশীবটের নিকটে শ্রীরাধাকান্ত-মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার পরের মহান্তগণ ক্রমশঃ বিভিন্নস্থানে 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র প্রায় ৫০টি শাখামঠ বিস্তার করেন। প্রত্যেক স্থানেই শ্রীরাধাকান্তের সেবা আছে। নিম্নে কয়েকটি শাখামঠের তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীবৃন্দাবন-শ্রীনিধুবনে শ্রীগৌরগোপাল-মঠ। এই মঠে ষড়্‌ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গ 'শ্রীগৌরগোপাল' নামে খ্যাত এবং শ্রীরাধাকান্ত-শ্রীবিগ্রহও আছেন। শ্রীবংশীবটে শ্রীগোপালগুরু-মঠ অবস্থিত। এই মঠে শ্রীরাধাকান্তদেব-শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর দারুময়ী মূর্তি আছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবনে 'কাঙ্গালীমহাপ্রভুর মঠ' নামে পঞ্চতত্ত্বের একটি সেবা পূর্বে শ্রীরাধাকান্ত-মঠেরই পরিচালনাধীন ছিল; কিন্তু সেই মঠ এখন স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ডেও শ্রীরাধাকান্ত-মঠের একটি শাখামঠ আছে। তাহার নাম শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের বর্ণনানুসারে 'শ্রীঅরুণানন্দ-কুঞ্জ'। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীতুঙ্গবিদ্যা বলিয়া পরিচিত। উক্ত কুঞ্জে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের একটি দারুময়ী মূর্তি আছেন। 'যাবটে' শ্রীকিশোরীকুণ্ডের উপর শ্রীরাধাকান্ত-মঠের একটি সেবা আছে। কিন্তু মূলমঠ হইতে তাহারা বিশেষ কিছু সাহায্য না পাওয়ায় ক্রমে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীকোলদ্বীপে 'বড় আখড়া'র নিকট 'গম্ভীরার মঠ' নামে পরিচিত শাখামঠে শ্রীশ্রীনিতাই (?)-গৌর-শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা আছে। এই মঠ শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস মহান্তজীর সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরীতেও অনেক শাখামঠ আছে। শ্রীরাধাকান্ত-মঠের আশ্রিতা সরগুজার রাণী শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস মহান্তজীর সময় শ্রীরাধাকান্ত-মঠের সন্নিকটে 'গিরিধারি-মঠ' নির্মাণ করিয়াছেন। বালিসাহিতে 'বড়তলা' ও 'সানতরলা'-মঠে শ্রীরাধাকান্ত-শ্রীবিগ্রহের সেবা আছে। এতদ্‌ব্যতীত পুরীজেলার কাকটপুরে, গঞ্জামের পুরুষোত্তমপুরে, ভিজাগাপট্টমের টিকিলিতে, পারলাকিমেডিতে শাখামঠসমূহ আছে। আলালনাথে ও বেন্টপুরেও শ্রীরাধাকান্তমঠের শাখামঠ আছে। বেন্টপুরে শ্রীমাধবীদেবীর শ্রীগোপীনাথের সেবা বলিয়া যাহা খ্যাত, তাহা শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-মঠের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হইতেছে। পারলাকিমেডিতে

দুইটি মঠ ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে আরও কয়েকটি মঠ আছে। পারলাকিমেডির ও টিকিলির রাজা শ্রীরাধাকান্ত-মঠের শিষ্য।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর তিরোভাব-তিথিতে শ্রীরাধাকান্ত-মঠের মহান্তগণ পূর্বোক্ত গুরুগোস্বামিদ্বয়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ গম্ভীরার গাদীতে আসীন হন। তখন যাবতীয় শাখা-মঠের অধিকারিগণ ও শিষ্যগণ শ্রীরাধাকান্তমঠের মহান্তমহারাজকে ভেট ও প্রণামী দেন।

পুরী, কটক, গঞ্জাম, বিশাখাপত্তন প্রভৃতি স্থানে 'শ্রীরাধাকান্ত-মঠে'র জমিদারী আছে। জমিদারীর বার্ষিক আয় প্রায় পঁচাশী হইতে নব্বই হাজার টাকা।

১৩-১৪। সান (ছোট)-তরলা ও বড়-তরলা মঠ

শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর পরিবারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামী মহান্ত মহাশয়ের দুই শিষ্য শ্রীগৌরাঙ্গদাস ও শ্রীনিত্যানন্দদাস নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীগৌরাঙ্গদাস শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটের পর শ্রীনিত্যানন্দ দাসকে গাদীতে বসাইয়া তীর্থ-পর্যটনে বহির্গত হন। যখন শ্রীগৌরাঙ্গদাস তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দদাস সানন্দে জ্যেষ্ঠ সতীর্থ-ভ্রাতাকে গাদী ছাড়িয়া দিলেন। কারণ, তাঁহার উপর শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা ছিল যে, শ্রীগৌরাঙ্গদাসই গাদীতে উপবেশন করিবেন। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গদাস শ্রীনিত্যানন্দদাসের জন্য আর একটি মঠ প্রকাশ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদাস যে মঠের মহান্ত হইলেন, তাহার নাম হইল—'বড়তরলা-মঠ', আর শ্রীনিত্যানন্দদাস যে মঠের মহান্ত হইলেন তাহার নাম হইল—'সান বা ছোট তরলা-মঠ'। ভিজাগাপট্টম্-জিলার

তরলা-নামক স্থানের রাজা এই মঠ-দ্বয়ের পৃষ্ঠ-পোষক হওয়ায় মঠের ঐরূপ নামকরণ করা হয়। এখন বড়তরলা-মঠ শ্রীরাধাকান্তমঠের অধীন। তরলার রাজাসাহেব শ্রীরাধাকান্ত-মঠের শিষ্য। এখানে শ্রীশ্রী-রাধাকান্ত শ্রীবিগ্রহ পূজিত হইতেছেন ; শ্রীগৌর-মূর্তি প্রকটিত নাই। শ্রীগৌরাঙ্গদাসের পর হইতে শ্রীপদ্মনাভদাস মহান্ত পর্যন্ত পরম্পরা পাওয়া যায় না ; কিন্তু এখানে মহান্তগণের সমাধি পূজিত হইতেছেন।

১৫। সিদ্ধবকুল-মঠ

গৌড়দেশ হইতে শ্রীগৌরপার্ষদগণ শ্রীশ্রীগৌরপদামৃতসমুদ্রে মিলিত হইবার জন্য শ্রীকাশীমিশ্র-ভবনে উপনীত হইলেন। কাশীমিশ্রের স্বল্প-পরিসর ভবন ভক্ততরঙ্গিণীর বন্যায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। শ্রীমন্মহা-প্রভু সকলকে নিজসমীপে বসাইয়া স্ব-হস্তে শ্রীজগন্নাথদেবের মালা-গন্ধাদি-প্রসাদ বিতরণ করিলেন। সকলকেই সম্মান করিয়া মহাপ্রভু উল্লসিত হইলেন ; কিন্তু ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে না দেখিয়া তাঁহার আগমন-সম্বন্ধে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈন্য-বিগ্রহ শ্রীহরিদাস সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎপ্রণত হইয়া রাজপথ-প্রান্তে পতিত ছিলেন। ভক্তগণ অবিলম্বে শ্রীহরিদাসের নিকট প্রভুর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন[১]। তখন—

হরিদাস কহে,—'আমি নীচ জাতি ছার।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
নিভৃতে টোটা-মধ্যে স্থান যদি পাঙ।
তাঁহা পড়ি' রহোঁ, একলে কাল গোঙাঙ ॥
জগন্নাথ-সেবকের মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি' রহোঁ,—মোর এই বাঞ্ছা হয়' ॥

১। চৈ চ ম ১১।১৬৫-৬৭

ভক্তগণ এই কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জ্ঞাপন করিলে প্রভু বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রভু কাশীমিশ্রের সমীপে নিজের ভজনস্থানের নিকটে পুষ্পোদ্যানে একটি নিভৃত গৃহ যাচ্ঞা করিলেন,[১]—

আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম-নির্জনে॥
সেই ঘর আমাকে দেহ', আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ॥

শ্রীকাশীমিশ্রের সর্বস্বই শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা-পূর্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করুন,—এরূপ প্রার্থনা মিশ্র প্রভুসমীপে জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংই শ্রীল হরিদাসঠাকুরের নিকট গমন-পূর্বক তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের গুণ-বর্ণনে প্রেমবিহ্বল হইলেন। শ্রীহরিদাস বলিলেন,—"প্রভো! আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি অত্যন্ত নীচ, অস্পৃশ্য ও পরম-পামর।" তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,[২]—

* * তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর' তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর' তুমি যজ্ঞ-তপো-দান॥
নিরন্তর কর' তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন॥

* * *

এত বলি তাঁ'রে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃতে তাঁ'রে দিলা বাসা-স্থানে॥

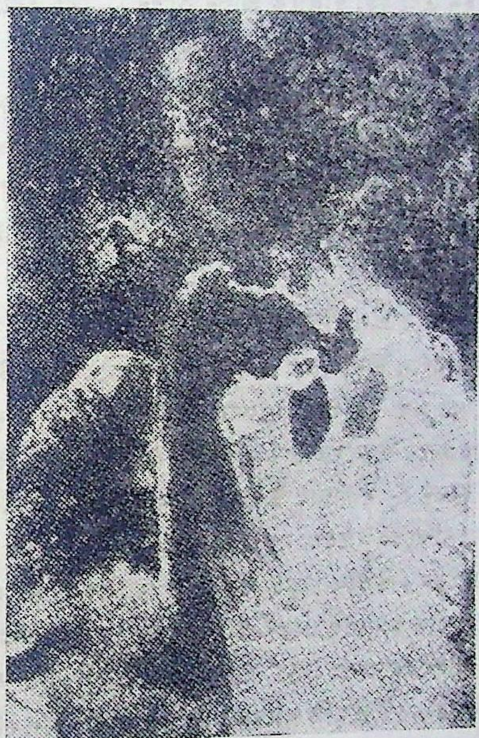
১। চৈ চ ম ১১।১৭৫-৭৬; ২। ঐ, ম ১১।১৮৯-৯১, ১৯৩-৯৫

'এই স্থানে রহি' কর' নাম-সংকীর্তন।
প্রতিদিন আসি' আমি করিব মিলন॥
মন্দিরের চক্র দেখি' করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন'।

এখনও এই স্থান হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের নীলচক্র দৃষ্ট হয়। বর্তমানে চতুর্দিকেই অনেক বাড়ী ঘর ও উচ্চ প্রাচীরাদি হইয়া গিয়াছে। পূর্বে সিদ্ধবকুলে যে-কোন স্থানে উপবেশন করিয়া নীলচক্রের দর্শন পাওয়া যাইত। এই পুষ্পোদ্যানই বর্তমানে 'শ্রীসিদ্ধবকুল' নামে পরিচিত। পূর্বে ইহা **'মুত্রা-মঠ'** নামে পরিচিত ছিল।

শ্রীসিদ্ধ-বকুলের বিষয়ে এইরূপ এক কিংবদন্তী আছে,—প্রাতে শ্রীজগন্নাথদেবের অবকাশ (দন্তধাবন ও স্নানাদি)-কালে তিনটি দন্ত-কাষ্ঠ শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রার জন্য প্রদত্ত হয়। এই দন্তকাষ্ঠ পূর্বদিন হইতেই সংগৃহীত থাকে। ইহা 'কুম্ভাটুয়া'-বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত হয়। একদিন সেই কুম্ভাটুয়া-দন্তকাষ্ঠের তিনটি কাঠির মধ্যে একটি কাঠি দৈবক্রমে হারাইয়া যায়। তখন অবকাশ-কাল উপস্থিত হওয়ায় বকুল-বৃক্ষের একটি দন্তকাষ্ঠ কোনভাবে (ভ্রমবশতঃই হউক, অথবা জ্ঞাতসারেই হউক) আর দুইটি দন্তকাষ্ঠের সহিত সেবকগণ প্রদান করেন। প্রভুর দন্তমার্জন-সেবার পর সেই কাষ্ঠ সাধারণতঃ পাণ্ডাগণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রসাদরূপে প্রদান করেন। সেইদিন পাণ্ডাগণ শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী বকুল-দন্তকাষ্ঠটি শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রদান করেন। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী দন্তকাষ্ঠটি প্রাপ্ত হইয়া প্রেমাবিষ্ট হন এবং শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের ভজন-স্থানে আসিয়া সেইটি রোপণ করিয়া দেন। তাহা ক্রমে ক্রমে একটি ছায়াদানকারী বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। কথিত যে, সেই বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ভজন করিয়াছিলেন।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণের পর তাঁহার অনুগত সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ-দাস গোস্বামি-মহাশয়ের সময় পুরীর রাজকর্মচারিগণ রথের চক্র-নির্মাণের জন্য ঐ বকুল গাছটি কাটিতে আসেন। শ্রীজগন্নাথদাস ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর রোপিত ও ঠাকুর শ্রীল হরিদাসের ভজন-স্থানের অন্তর্গত



শ্রীসিদ্ধবকুল, শ্রীপুরী

পূজার্হ বৃক্ষ জানিয়া রাজকর্মচারিগণের নিকট আপত্তি করেন; কিন্তু নিষ্কিঞ্চনের কোন কথা রাজকর্মচারিগণ শুনিতে প্রস্তুত না হওয়ায় ইহা

শ্রীজগন্নাথদেবেরই ইচ্ছা জানিয়া তিনি নীরব থাকেন। যে দিন সেই বৃক্ষটি ছেদন করা হইবে বলিয়া রাজকর্মচারিগণ নির্দিষ্ট করিয়া গেলেন, তাহারই পূর্বরাত্রে গাছটি অকস্মাৎ অন্তঃসারশূন্য অবস্থা-প্রাপ্ত হন। রাজকর্মচারিগণ পরদিন তথায় আসিয়া বৃক্ষের ঐরূপ অবস্থা-দর্শনে আশ্চর্যান্বিত হন এবং ইহা রাজাকে জ্ঞাপন করেন। সেই সময় হইতে লোকে ইঁহাকে **'সিদ্ধ-বকুল'** আখ্যা প্রদান করেন।

কথিত হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈত্র-সংক্রান্তি বা মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে উক্ত দন্তকাষ্ঠটি রোপণ করিয়াছিলেন ; এইজন্য অদ্যাপি 'শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠে' চৈত্রসংক্রান্তি-দিবস দন্তকাষ্ঠ-রোপণ-মহোৎসব নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। সেইদিন ১০৮ ঘড়া জলের দ্বারা শ্রীসিদ্ধ-বকুলের অভিষেক হয়।

শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠে শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের অপ্রকটের পর ঠাকুরের অনুগত শ্রীজগন্নাথদাস শ্রীনামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের একটি দারু-ময়ী শ্রীমূর্তি, ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভু (দারুময়ী শ্রীমূর্তি), তাঁহার দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ ও বামে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। নামাচার্য শ্রীল হরিদাসের শ্রীমূর্তি শ্রীমন্দিরের জগমোহনে গর্ভমন্দিরের দ্বারের সংলগ্ন উত্তরদিকে পূর্বাভিমুখী হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর হরিদাস জপমালিকাহস্তে আসনে আসীন হইয়া শ্রীনাম জপ করিতেছেন,—এইরূপ ভাবের শ্রীমূর্তি প্রকটিত আছেন। মূল-মন্দিরের সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে আর একটি ক্ষুদ্র-মন্দিরে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের একটি শ্রীমূর্তি আছেন। এই নৃসিংহমূর্তি শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজন-কালেও এস্থানে অবস্থিত ছিলেন, এরূপ প্রবাদ।

শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠে তালপত্রে হস্তলিখিত বহু প্রাচীন পুঁথি ছিল। বর্তমান মহান্তজী বলিলেন যে, তাঁহার বাল্যকালে তিনি ঐ-সকল পুঁথি

অযত্নে নষ্ট হইতে দেখিয়াছেন। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য কোন পুঁথি নাই। ঐ-সকল পুঁথির মধ্যে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের দীন-কৃষ্ণদাসের রচিত অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পদ্যানুবাদ ছিল। উহা অতিবড়ী জগন্নাথ-দাসের উৎকল ভাষায় রচিত শ্রীমদ্ভাগবত-পদ্যানুবাদ হইতেও অধিকতর লালিত্যপূর্ণ ও সিদ্ধান্ত-বিরোধহীন বলিয়া উৎকলবাসী গৌড়ীয়বৈষ্ণব-গণের নিকট সমাদৃত হইত ; কিন্তু ভগবদিচ্ছায় উহা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়াছে। ঐ-সকল পুঁথির মধ্যে উৎকল-কবি শ্রীগোবিন্দদেবের 'শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়'-নামক একটি পুঁথিও তিনি দেখিয়াছিলেন।

শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠের বর্তমান মহান্ত উক্ত মঠের নিম্নলিখিত গুরু-পরম্পরা প্রদান করিয়াছেন,—

(১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু, (২) শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, (৩) সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ দাস, (৪) শ্রীনরহরি দাস মহান্ত গোস্বামী, (৫) শ্রীগৌরহরি দাস, (৬) শ্রীরাধামোহন দাস, (৭) শ্রীগোপীমোহন দাস, (৮) শ্রীভগবান্ দাস, (৯) শ্রীগোপীচরণ দাস, (১০) শ্রীশ্যামাচরণ দাস, (১১) শ্রীসাধু-চরণ দাস, (১২) শ্রীনরহরি দাস, (১৩) শ্রীবলরাম দাস, (১৪) শ্রীপরমা-নন্দ দাস, (১৫) শ্রীবলভদ্র দাস—ইনি বর্তমানে শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠের মহান্ত। শ্রীনরহরি দাসজী হইতে সকলেই 'মহান্ত গোস্বামী' উপাধিযুক্ত।

সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাসের মাহাত্ম্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পুরীর রাজা তাঁহাকে শ্রীবিগ্রহের সেবার্থ প্রচুর ভূ-সম্পত্তি-প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া-ছিলেন ; কিন্তু শ্রীল জগন্নাথদাসজী তাহা প্রত্যাখান করিয়া ভিক্ষার দ্বারাই সেবা নির্বাহ করেন। পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে শ্রীগোপীচরণ দাস মহান্তের সময় হইতে ভূ-সম্পত্তিলাভের পরিচয় পাওয়া যায়। সিদ্ধবকুল-মঠের বর্তমান মহান্ত মহাশয় বলেন,—শ্রীভগবান্ দাস মহান্তজীর সময় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধির সেবাটি হস্তান্তরিত হয়।

শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠের বর্তমান মহান্তের প্রদত্ত পূর্বোক্ত গুরুপরম্পরা শ্রীরাধাকান্ত-মঠের সেবক-সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। তাঁহারা আমাদিগকে তাঁহাদের প্রাচীন দলিলপত্র হইতে সিদ্ধবকুলমঠের গুরু-পরম্পরা-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন,—"বকুলমঠ পূর্বে শ্রীকাশীমিশ্রের উদ্যান ছিল। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস সেই স্থানে সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা 'সিদ্ধবকুল'-নামে খ্যাত হইয়াছে। শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য—শ্রীগোপালগুরু, তচ্ছিষ্য—শ্রীধ্যানচন্দ্র, তাঁহার শিষ্য শ্রীবলভদ্র ; শ্রীবলভদ্র গোস্বামীর দুই শিষ্য—(১) শ্রীদয়ানিধি ও (২) শ্রীভগবান্ দাস। শ্রীবলভদ্র গোস্বামীর পরে শ্রীদয়ানিধি শ্রীরাধা-কান্ত-মঠের গাদীতে ও শ্রীভগবান্ দাস সিদ্ধবকুল-মঠের গাদীতে উপবেশন করেন। তৎপূর্বে শ্রীবকুলমঠ শ্রীরাধাকান্ত-মঠেরই অন্যতম শাখা-মঠ ছিল, পৃথক্ গাদী ছিল না। শ্রীভগবান্ দাস শ্রীবকুলমঠের প্রথম অধিকারিপদ লাভ করেন। শ্রীভগবান্ দাসের পর শ্রীগোপাল-চরণ দাস, তৎপরে শ্যামচরণ দাস, তৎপরে শ্রীসাধুচরণ দাস, তৎপরে শ্রীনরহরিদাস, তৎপরে শ্রীবলরাম দাস, তৎপরে শ্রীপরমানন্দদাস ও তৎপরে শ্রীবলভদ্র দাস সিদ্ধবকুল-মঠের মহান্ত হইয়াছেন। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত হইতে তাঁহাদের এ-যাবৎ দ্বাদশ পুরুষ হইয়াছেন। শ্রীবলভদ্র দাসই সিদ্ধবকুল-মঠের বর্তমান মহান্ত।" শ্রীরাধাকান্তমঠের পণ্ডিতগণ বলেন যে, সিদ্ধবকুল-মঠের মহান্ত-পরম্পরার মধ্যে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর তিলক এ-যাবৎকাল প্রচলিত ছিল ; কিন্তু সিদ্ধবকুল-মঠের বর্তমান মহান্ত নাকি উহা ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে পরিবর্তন করিয়াছেন। এই মতান্তর লইয়া উভয় মঠের মধ্যে মনান্তরের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরাধাকান্ত-মঠের অধিকারিগণ আরও বলেন, শ্রীভগবান্ দাসের পর হইতে যখন শ্রীরাধাকান্ত-মঠের নূতন মহান্ত প্রথম

গাদীতে উপবেশন করেন, তখন শ্রীবকুলমঠের মহান্ত নূতন মহান্তের অভিষেকের সময় উপস্থিত থাকেন এবং ভেট প্রদান করেন। শ্রীরাধাকান্ত-মঠের প্রদত্ত বিবরণানুসারে তাঁহাদের অধীনস্থ ১৬টি অধিকারি-মঠের অন্যতম শ্রীবকুল-মঠ।

১৬। শ্রীগঙ্গামাতা-মঠ

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে শ্বেতগঙ্গা-নাম্নী একটি দীর্ঘিকা অবস্থিত। এই দীর্ঘিকার তটে শ্রীনবদ্বীপ-বিদ্যানগরের শ্রীমহেশ্বর বিশারদের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীক্ষেত্র-বাস করিতেন। সন্ন্যাসলীলাভিনয়ের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানলীলা প্রদর্শন করিতে করিতে শ্রীপুরু-ষোত্তমে উপস্থিত হইলেন এবং মহাভাবাবেশে শ্রীজগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়া শ্রীমন্দিরে মহাভাবমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীমন্দিরে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে পড়িছার দ্বারা বহন করাইয়া নিজগৃহে লইয়া আসিলেন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগামী শ্রীনিত্যানন্দাদিও সার্বভৌম-ভবনে উপনীত হইলেন।

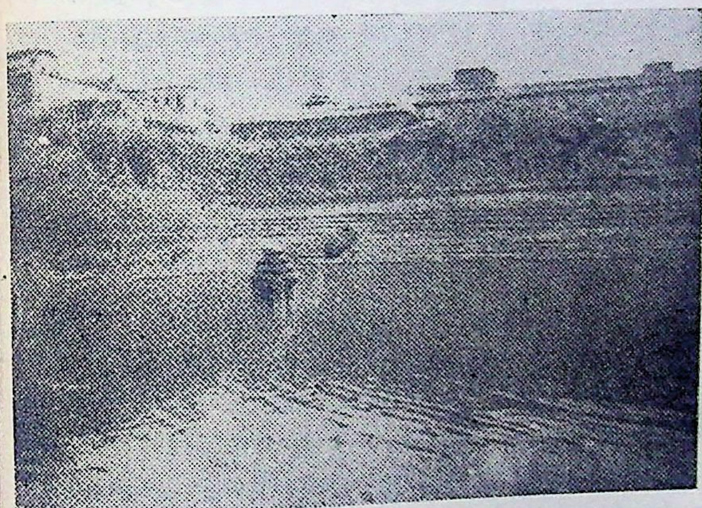
একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথ-দর্শনান্তে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহিত তাঁহার আবাস মন্দিরে আগমন করিলে ভট্টাচার্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে বেদান্ত-শ্রবণার্থ উপদেশ করিলেন। অমানি-মানদ-ধর্মের শিক্ষক-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরহরি তাহা স্বীকার-পূর্বক সাত দিন পর্যন্ত মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন। অষ্টম দিবসে সার্বভৌম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের মৌনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু দৈন্যমুখে মায়াবাদভাষ্যকে উপেক্ষা করিলেন এবং ঐ ভাষ্যের দ্বারা 'ব্রহ্মসূত্র' কিরূপ কদর্থিত ও আবৃত হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা প্রদর্শন-পূর্বক অচিন্ত্যভেদা-ভেদ-সিদ্ধান্তকেই বেদ ও বেদান্তের তাৎপর্য বলিয়া স্থাপন করিলেন।

ভট্টাচার্য নানাপ্রকার তর্কের পর পরাস্ত হইয়া গেলেন। ভট্টাচার্যের প্রার্থনামত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 'আত্মারাম'-শ্লোকের অষ্টাদশ-প্রকার অপূর্ব ব্যাখ্যা করিলেন। এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সার্বভৌম পরম-চমৎকৃত হইলেন। তিনি চিরতরে মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু তখন শ্রীসার্বভৌমকে প্রথমে চতুর্ভুজ, পরে শ্যাম-বংশীমুখ দ্বিভুজ স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। প্রভুর কৃপায় সার্বভৌমের হৃদয়ে শ্রীমহাপ্রভুর তত্ত্ব স্ফূর্তি-প্রাপ্ত হওয়ায় সার্বভৌম তন্মুহূর্তেই একশত শ্লোক রচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তব করিলেন।

অন্য একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু অরুণোদয়-কালে স্বহস্তে শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ লইয়া সার্বভৌমের গৃহে আগমন করিলেন এবং সন্ধ্যা-স্নান-দন্তধাবনাদি না করিয়াও প্রাপ্তিমাত্রই শ্রীমহাপ্রসাদের সম্মান করা উচিত, ইহা ভট্টাচার্যকে শিক্ষা দিলেন। অন্য একদিন সার্বভৌম ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে নাম-সংকীর্তন করিতে উপদেশ দিলেন। আর একদিন শ্রীমদ্ভাগবতের 'তত্তেহনুকম্পাং' শ্লোকের শেষাংশ-ধৃত 'মুক্তিপদে' পাঠের সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিচার হইল। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের বৈষ্ণবতার আবির্ভাব দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর সার্বভৌমের ভবনে পাঁচদিন ভিক্ষা করিয়াছিলেন। সার্বভৌম-গৃহিণী ষাঠীর মাতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য বিবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া ভিক্ষা করাইলে ষাঠীর স্বামী অমোঘ মহাপ্রভুর প্রতি মাৎসর্য পোষণ করায় অমোঘের বিসূচিকা-ব্যাধি হয়। শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছায় অমোঘ ব্যাধিনির্মুক্ত হইয়া তাঁহার কৃপা লাভ করেন।

শ্রীগৌরহরির শ্রীপুরুষোত্তম-লীলার এই আদি-স্থানটি লুপ্ত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাঁহার কোন নিজজনকে জগতে প্রেরণ করিলেন। তিনি একটি মহীয়সী বৈষ্ণবী শক্তি।

অবগাহন করিলেন। অবগাহন করিবামাত্র তিনি গঙ্গাস্রোতের দ্বারা চালিত হইয়া ক্রমশঃ অন্যস্থানে নীত হইতে থাকিলেন এবং স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের অভ্যন্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন, শ্রীক্ষেত্রবাসী নরনারী সকলেই গঙ্গাস্নান করিতেছেন ; চতুর্দিকেই স্নান-কোলাহল হইতেছে, তন্মধ্যে তিনিও



শ্রীশ্বেতগঙ্গা

সানন্দে স্নান করিতেছেন। এই কোলাহলে দ্বাররক্ষকগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দ্বাররক্ষকগণ জাগরিত হইয়া পড়িছাগণকে জানাইল। পড়িছা এই সংবাদ রাজাকে জানাইলে রাজা শ্রীমন্দির খুলিবার জন্য আদেশ দিলেন। শ্রীমন্দির খুলিয়া দেখা গেল—শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীশচীদেবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

এই ব্যাপারে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণের অনেকের মনেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, শ্রীশচীদেবী শ্রীজগন্নাথদেবের ধনরত্নাদি অপরহণ করিবার লোভে পূর্ব হইতেই শ্রীমন্দিরে লুকাইয়া ছিলেন এবং সেইসকল বস্তু অপহরণ করিতে না পারিয়া ধৃত হন। মহাভাগবতের প্রতি এইরূপ সন্দেহ ও তাঁহার নিন্দার ফলে শ্রীজগন্নাথ-সেবকগণ নানাপ্রকার রোগ-শোকাদিতে অভিভূত হইয়া পড়েন। এদিকে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীমুকুন্দদেবকে স্বপ্নে বলেন,—"ত্রয়োদশীর রাত্রিতে যাঁহাকে মন্দিরে দেখিয়াছ, তিনি আমাতে অনুরাগিণী পরমা ভাগবতী। আমি তাঁহার স্নানার্থ নিজ শ্রীচরণ হইতে গঙ্গা নিঃসৃত করিয়াছিলাম। যদি তুমি মঙ্গল চাও, তাহা হইলে আমার পূজক পাণ্ডাগণের সহিত সেই মহাভাগবতের শ্রীচরণে উপনীত হইয়া অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কর এবং তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর, নতুবা আমি বৈষ্ণবাপরাধিগণের সেবা গ্রহণ করিব না।"

শ্রীমুকুন্দদেব পড়িছা প্রভৃতি সকলকে ডাকাইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের এই আদেশ জ্ঞাপন করিলেন এবং স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেবের পূজকগণের সহিত শ্রীশচীদেবীর চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। তখন হইতেই শ্রীশচীদেবী **'গঙ্গামাতা'** নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। শ্রীজগন্নাথের সেবক-গণের সহিত শ্রীমুকুন্দদেব শ্রীগঙ্গামাতার নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করিলে শ্রীশচীদেবী অত্যন্ত দৈন্যভরে 'আপনারা শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক, অতএব পরমপূজ্য'—এই বলিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, পরে শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ আদেশ লঙ্ঘন করিলে তাঁহার অপ্রীতি হইবে ভাবিয়া শ্রীমুকুন্দ-দেবকে দীক্ষা দান করিলেন। শ্রীমুকুন্দদেব শ্রীগুরুদক্ষিণার্থ ভূসম্পত্তি প্রভৃতি-প্রদানে ইচ্ছুক হইলে শ্রীগঙ্গামাতা বলিলেন,—"তোমার শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি লাভ হউক, আমি একমাত্র ইহাই ভিক্ষা করি; আমি

শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-নাম্নী একটি পরমা স্নিগ্ধা শিষ্যা তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া প্রত্যহ অপতিতভাবে তিনলক্ষ হরিনাম করিতেন এবং রাগের সহিত শ্রীযুগল-সেবায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। পণ্ডিত হরিদাস শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াকে আদেশ করিলেন,—"তুমি শচীকে সঙ্গে করিয়া শ্রীরাধা-কুণ্ডে ভজন কর। ইহাকে বেশ-ধারণ করাও। ইহাকে তোমার করেই সমর্পণ করিলাম। তুমি শচীকে যত্নের সহিত পালন করিও।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস ও শ্রীকুণ্ড-গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিলেন।

শ্রীশচীদেবী কয়েকবৎসর-কাল একান্তভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডে ভজন করিয়া ভজন-প্রৌঢ়া হইলে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত শ্রীশচীদেবীকে শ্রীপুরুষোত্তমে গমনার্থ আদেশ করেন এবং তথায় ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুর লুপ্ত লীলাস্থল শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে নিত্যসেবা প্রকাশ করিতে বলেন। শ্রীশচীদেবী শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীধাম-বৃন্দাবন হইতে শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন এবং শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশমত শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সন্নিকটস্থ যে-স্থানে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আবাসভূমি ছিল, সেই স্থানের অনুসন্ধান করেন। তখন ঐ স্থানটি সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কেবল একটি জরাজীর্ণ মন্দিরে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পূজিত শ্রীরাধাদামোদর-শালগ্রাম অবস্থিত ছিলেন।

শ্রীশচীদেবী গৃহে অবস্থান-কালেই শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস-কালে তিনি বৈষ্ণবের নিকট নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতেন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। তিনি শ্রীক্ষেত্রে নিজ-সত্রমধ্যে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। শ্রীক্ষেত্রবাসী ভগবদ্ভক্তিপরায়ণগণ প্রত্যহই শ্রীশচীদেবীর মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব

ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সেই সকল কথা গৃহে গিয়াও আলোচনা করিতেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীশচীদেবীর শ্রীভাগবত-ব্যাখ্যার যশঃসৌরভ তদানীন্তন পুরীর রাজা শ্রীমুকুন্দদেবের কর্ণে উপনীত হইল। তিনি একদিন শ্রীশচী-দেবীর শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে আসিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে, প্রত্যহই নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণার্থ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। শ্রীমুকুন্দদেব একদিন স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব যেন শ্বেতগঙ্গার সন্নিকটস্থ স্থানটি শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যাকর্ত্রীকে অর্পণার্থ আদেশ করিতেছেন। পরদিবস প্রাতঃকালে রাজা শয্যা হইতে উঠিয়াই শ্রীশচীদেবীর নিকট এই বার্তা প্রেরণ করিলেন এবং শ্রীশচীদেবী যে-স্থানে সত্র করিয়াছেন, সেই স্থানটি দানপত্রের দ্বারা শ্রীশচীদেবীকে লিখিয়া দিবার প্রস্তাব জানাইলেন। বিষয়বিরক্তা শ্রীশচীদেবী বিষয়ী রাজার নিকট হইতে ভূ-সম্পত্তি প্রভৃতি বিষয় গ্রহণ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইলেও শ্রীগুরুদেবের আদেশ স্মরণ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লুপ্তলীলা ও সেবা-উদ্ধারার্থ রাজার প্রদত্ত স্থানটি গ্রহণ করিলেন। সেই স্থানে শ্রীশচীদেবী ভিক্ষার দ্বারা ঠাকুর-সেবা চালাইতে লাগিলেন।

এক সময়ে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবারুণী-স্নানের জন্য অনেকে গঙ্গার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন, কিন্তু ভগবৎসেবাপরায়ণা শ্রীশচীদেবী কর্ম্মমার্গীয় ব্যক্তিগণের ঐরূপ ফলভোগপর প্রয়াসে মত্ত না হইয়া একান্তমনে শ্রীগুরুদেবের আদিষ্ট শ্রীভগবৎ-সেবা ও ক্ষেত্র-সন্ন্যাসকেই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত জানিয়া তাহাতে পরিনিষ্ঠিতা থাকিলেন। শচীদেবী স্বপ্নযোগে শ্রীজগন্নাথের দ্বারা আদিষ্ট হইলেন,—"যেদিন গঙ্গায় স্নানযোগ, সেইদিন তুমি শ্বেতগঙ্গায় স্নান করিবে। গঙ্গাদেবী তোমার সঙ্গপ্রার্থিনী হইয়া শ্বেতগঙ্গায় উপস্থিত হইবেন।" শচীদেবী স্বপ্নে এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে অর্ধরাত্রে শ্বেতগঙ্গায়

বঙ্গদেশের রাজসাহী-জেলান্তর্গত পুঁটিয়ার রাজা নরেশনারায়ণের শচীদেবী-নাম্নী এক কন্যা অতি শৈশবকাল হইতেই সংসারে উদাসীনতা ও ভগবৎ-সেবায় নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন। রাজা নরেশনারায়ণ শচীদেবীর বিবাহ-প্রদানার্থ উপযুক্ত বরের সন্ধান করিতে উদ্যত হইলে শ্রীশচীদেবী পিতাকে বিশেষ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, কোন মরণশীল পুরুষের সহিত যেন তাঁহার বিবাহ না দেওয়া হয়। কালক্রমে রাজা নরেশনারায়ণ ও তাঁহার মহিষীর স্বধামপ্রাপ্তি ঘটিলে শ্রীশচীদেবী তীর্থপর্যটনে বহির্গত হইয়া প্রথমে শ্রীক্ষেত্রে এবং পরে তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।

এই সময়ে শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য শ্রীল অনন্তাচার্যের প্রিয় শিষ্যবর শ্রীল হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু বৈষ্ণবমণ্ডলে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার কথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন[১],—

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত-আচার্য।
কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু, উদার, সর্ব-আর্য ॥
তাঁহার অনন্তগুণ কে করু প্রকাশ ?
তাঁ'র প্রিয় শিষ্য ইঁহা—পণ্ডিত হরিদাস ॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁ'র পরম বিশ্বাস।
চৈতন্যচরিতে তাঁ'র পরম উল্লাস ॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে' বৈষ্ণবে সন্তোষ ॥
নিরন্তর শুনে তেঁহো 'চৈতন্যমঙ্গল'।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণবসকল ॥

১। আ ৮।৫৯-৬৫

কথায় সভা উজ্জ্বল করে' যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ॥
তেঁহো অতি কৃপা করি' আজ্ঞা দিল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের বর্ণনানুসারে জানা যায়, শ্রীল হরিদাস পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীধাম-বৃন্দাবনে বৈষ্ণব-সভায় নিত্য শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করিতেন এবং তিনিই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষলীলা বর্ণন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

পুঁটিয়ার রাজদুহিতা শ্রীশচীদেবী শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীল পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীশচীদেবীর ন্যায় রাজকন্যার পক্ষে তীব্র বৈরাগ্যের সহিত ভগবদ্ভজন সম্ভবপর নহে, জানাইয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু শ্রীশচীদেবীর মধ্যে স্বরূপ-শক্তির অহৈতুকী কৃপার আবির্ভাব-দর্শনে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, উহা সাময়িক উচ্ছ্বাসময় ফল্গু অনুরাগ নহে। তিনি পুনরায় তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে ধর্ম-কর্ম-লজ্জা-সম্ভ্রম দূরে পরিত্যাগ করিয়া মাধুকরী ভিক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীশচীদেবী রাগ-ভক্তিতে বিভাবিতা হইয়া সমস্ত দেহস্মৃতি ভুলিয়া যখন ব্রজের কুঞ্জে-কুঞ্জে মাধুকরী ভিক্ষার ছলে শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানাবেশে আবিষ্ট হইলেন, তখন তাহা দেখিয়া পণ্ডিত শ্রীল হরিদাস শ্রীশচীদেবীর প্রতি প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন। চৈত্রী শুক্লা ত্রয়োদশীতিথিতে বুধবারে শ্রীগোবিন্দমন্দিরে গোস্বামী শ্রীল হরিদাস শ্রীশচীদেবীকে অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র উপদেশ করিলেন। শ্রীশচীদেবী শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একবৎসর-কাল বিশ্রম্ভের সহিত গুরু-সেবা করিলেন। এই সময় শ্রীল হরিদাস পণ্ডিতগোস্বামীর

অন্য কোন দক্ষিণা-গ্রহণের অধিকারিণী নহি।" রাজার পুনঃ পুনঃ কাতর-প্রার্থনায় অবশেষে শ্রীগঙ্গামাতা শ্রীবৈষ্ণবসেবার্থ দুই ভাণ্ড মহাপ্রসাদ, একভাণ্ড তরকারী, একখানি প্রসাদী বস্ত্র, দুইপণ কপর্দিকা (১৬০ পয়সা) প্রত্যহ মধ্যাহ্নধূপের পর মঠে প্রেরণের অনুমতি দিলেন। অদ্যাবধি সেই প্রসাদ রাজভোগ হইতে নিয়মিতভাবে 'শ্রীগঙ্গামাতা-মঠে' প্রেরিত হয় এবং তাহা শ্রীগঙ্গামাতার সমাধিপীঠে সমর্পণ করা হয়।

ইহার পর মহীরথশর্মা-নামক একজন স্মার্ত ব্রাহ্মণ শ্বেতগঙ্গার তীরে পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিতে আসিয়া শ্রীগঙ্গামাতার দর্শন ও উপদেশ-লাভে কৃতার্থ হন এবং স্মার্তমত পরিত্যাগপূর্বক শ্রীগঙ্গামাতার নিকট অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্র প্রাপ্ত হন। তিনি 'স্বর্গদ্বারে' ভজন করিয়া অল্পকালেই সিদ্ধি লাভ করেন এবং গঞ্জাম-জেলায় শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়া বিশেষ পূজার্হ হন। তাঁহার জন্মস্থান—'ধনঞ্জয়পুর'।

শ্রীরসিকরায়

রাজস্থানের অন্তর্গত 'জয়পুর'-নগরীতে যেস্থানে শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি-পাদের প্রাণধন শ্রীগোবিন্দদেব বিরাজ করিতেছেন, সেস্থানে চন্দ্রশর্মা-নামক এক ব্রাহ্মণের ঘরে 'শ্রীরসিকরায়'-নামক শ্রীবিগ্রহের সেবা ছিল। সেবাপরাধে ব্রাহ্মণ নির্বংশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিন ব্রাহ্মণ স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে বলিতেছেন,—"তোমার গৃহদেবতা শ্রীরসিকরায়কে শীঘ্রই তুমি শ্রীক্ষেত্রে শ্বেতগঙ্গার তটস্থিতা শ্রীগঙ্গামাতার নিকট পৌছাইয়া দাও, নতুবা তোমার কোনদিন মঙ্গল হইবে না।" ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান হইয়া এতদিন বিশেষ মনঃকষ্টেই কালাতিপাত করিতেছিলেন। স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের এই আদেশ পাইয়া ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া ব্রাহ্মণ একটি পেটিকা-অভ্যন্তরে

শ্রীরাধারাণীর সহিত শ্রীরসিকরায়-বিগ্রহকে স্থাপনপূর্বক শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগঙ্গামাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীগঙ্গামাতা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া বলিলেন,—"এই শ্রীবিগ্রহ রাজসেবার যোগ্য। আমি সামান্যমাত্র মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা সেবা নির্বাহ করিয়া থাকি। এইরূপ শ্রীবিগ্রহ কোথায় রাখিব? আমাকে সেবা-অপরাধিনী হইতে হইবে। আপনি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, আপনার ঠাকুর আপনি লইয়া যান।" ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া নিকটস্থ তুলসীকাননে অলক্ষিতভাবে শ্রীবিগ্রহ রাখিয়া দিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে রাত্রিকালে শ্রীগঙ্গামাতা স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, শ্রীরসিকরায় শ্রীগঙ্গামাতাকে বলিতেছেন,—"আমি তোমার সেবা-গ্রহণার্থ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ব্রাহ্মণ আমাকে তুলসীকাননে রাখিয়া গিয়াছেন, তুমি আমাকে সেই স্থান হইতে উঠাইয়া যথাস্থানে স্থাপন কর।"

শ্রীগঙ্গামাতা এইরূপ স্বপ্নাদিষ্টা হইয়া শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠোৎসব সম্পাদন করিলেন। শ্রীগঙ্গামাতার প্রভাবে অচিরেই শ্রীরসিকরায়ের সেবার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হইল। কেহ কেহ বলেন,—"জয়পুর-নিবাসী ঐ ব্রাহ্মণটির নাম—শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র।" 'ধরাকোটে'-র রাজা শ্রীরামচন্দ্র সিংহ শ্রীগঙ্গামাতার অধস্তন বঙ্গবাসী শ্রীভগবান্ দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বহু ব্যয়ে শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের বর্তমান শ্রীমন্দিরাদি নির্মাণ, কূপ খনন ও ভগবৎ-সেবার্থ উড়িষ্যাপ্রদেশে একটি গ্রাম প্রদান করেন। সেই গ্রামের নাম—রামচন্দ্রপুর। তদবধি এই গ্রাম শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের জমিদারীর অন্তর্গত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ দাস 'শ্রীমোহনরায়'-নামক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রশিষ্য শ্রীনীলাম্বরদাস 'শ্রীবিনোদ-রায়' ও 'শ্রীশ্যামরায়'-নামক শ্রীবিগ্রহদ্বয় প্রকাশ করেন। শ্রীনীলাম্বর-দাসের গুরুদেব শ্রীমধুসূদনদাস শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ এবং শ্রীরসিকরায়ের

দক্ষিণে শ্রীললিতাদেবী প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীগঙ্গামাতার শিষ্য শ্রীবনমালিদাস শ্রীরাধাকুণ্ডে ও শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। অধুনা শ্রীগঙ্গামাতামঠে ক্ষুদ্র রৌপ্য-সিংহাসনে যে শ্রীদামোদর-শালগ্রামমূর্তি পূজিত হইতেছেন, ইহাই শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্যের পূজিত শালগ্রাম বলিয়া শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের সেবকগণ নির্দেশ করেন।

শ্রীগঙ্গামাতা সুতীব্র অনুরাগের সহিত শ্রীরসিকরায়ের পরিচর্যা করিতেন। অষ্টপ্রহরের মধ্যে তিনি চারিপ্রহর শ্রীবিগ্রহ-সেবা, তিন-প্রহর লীলা-স্মরণ ও বাকী এক প্রহর শৌচ, স্নান, প্রসাদ-সেবা ও বিশ্রামাদি কার্যে অতিবাহিত করিতেন। পূর্বে তিনি স্বয়ং মাধুকরী ভিক্ষায় বহির্গত হইতেন; কিন্তু শ্রীরসিকরায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁহার পরিচর্যায় অভিনিবিষ্ট হওয়ায় ভিক্ষা-বৃত্তি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। শ্রীগঙ্গামাতার ভিক্ষাশ্রম দেখিয়া শ্রীরসিকরায় কৌশলে ভক্তগণকে আকর্ষণ করিয়া নিজসেবার দ্রব্যসম্ভার আনাইতে থাকিলেন। শ্রী-গঙ্গামাতা ১২০ বৎসর ধরাধামে অবস্থান করিবার পর বার্ধক্য-নিবন্ধন শ্রীরসিকরায়ের সেবায় ত্রুটি হইতেছে ভাবিয়া ইষ্টদেবের প্রতি অপরাধ-ক্ষমাভিক্ষাপূর্বক বলিলেন যে, তিনি পরিচর্যাবিহীন জীবনভার আর বহন করিতে চাহেন না; তাঁহার একটি অভিলাষ—যেন তিনি মুখে শ্রীরসিকরায়ের নাম উচ্চারণ, নেত্রে তাঁহার শ্রীমুখচন্দ্রদর্শন, কর্ণে তাঁহার গুণ শ্রবণ, নাসারন্ধ্রে তাঁহার শ্রীচরণ-তুলসীর গন্ধ গ্রহণ করিতে করিতে এই জরা-জর্জরিত দেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। শ্রীরসিকরায় শ্রীগঙ্গামাতাকে স্বপ্নযোগে জানান,—"তুমি কোন উপযুক্ত শিষ্যের উপর আমার সেবার ভার প্রদান করিয়া অচিরেই আমার নিত্য-সেবায় প্রবেশ করিতে পারিবে।" ইহার পর শ্রীগঙ্গামাতা শ্রীবৃন্দাবন-ভট্ট নামে কাশ্যপ-গোত্রীয় এক সুদান্ত ও সুশান্ত বিংশবর্ষীয় যুবককে বৈষ্ণবাচার

ও সিদ্ধান্তে পারঙ্গত করিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর সম্মুখে মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে দীক্ষামন্ত্র ও বেষ প্রদানপূর্বক শ্রীমঠের গাদীতে অভিষিক্ত করেন। শ্রীবৃন্দাবনভট্ট 'শ্রীবনমালিদাস মহান্ত গোস্বামী' নামে পরিচিত হন। শ্রীগঙ্গামাতা ১৭২১ খৃষ্টাব্দে আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে শ্রীহরিনাম-সংকীর্তন করিতে করিতে সমস্ত শিষ্যগণের সমক্ষে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন।

বৃহৎ খেমেণ্ডীর রাজ্যের রাজা শ্রীঅনন্ত-ভীমদেব শ্রীবনমালিদাস-জীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 'বালিজোড়ী' ও 'ভূরুকী' নামে দুইটি গ্রাম ও স্বর্ণমুদ্রা গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীবনমালি-দাসের পরে বঙ্গদেশীয় বিপ্রকুলোদ্ভূত শ্রীগোপালদাস গুরু-গাদী প্রাপ্ত হন। তিনি পুটিয়ার রাজসভায় গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অষ্টদুর্গ-নরপতি শ্রীমধুসূদন জগদ্দেব শ্রীগোপালদাসের নিকট মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরুদেবকে 'শালবন' নামে গ্রাম দক্ষিণা প্রদান করেন। নয়াগড়ের জমিদার শ্রীকুঞ্জবিহারী শ্রীগোপালদাসকে একটি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীগোপালদাসের পর বঙ্গদেশীয় এক ব্রাহ্মণবটু 'শ্রীভগবান্ দাস' নাম প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের গাদীতে উপবেশন করেন। তিনি সমুদ্রোপকূলে একটি পর্ণকুটীরে অবিশ্রান্ত শ্রীহরিনাম জপ করিতেন এবং পরে শ্রীভগবদাদেশে শ্রীগঙ্গামাতা-মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীমন্দিরে শ্রীরাধিকা-শ্রীমূর্তি স্থাপন করেন। ইহার পর শ্রীভগবান্ দাস গঞ্জাম-নগরে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-শ্রীমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রী-ভগবান্ দাস শ্রীবৃন্দাবনে নির্যাণ লাভ করেন। তৎপরে শ্রীমধুসূদনদাস শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের মঠাধীশ হন। তাঁহার পর শ্রীনীলাম্বরদাস মঠের গাদীতে আরোহণ করেন। শ্রীনীলাম্বরদাস শ্রীরসিকেন্দ্র-শ্রীবিগ্রহের বামপার্শ্বে শ্রীচৈতন্যদেবের নৃত্যরত শ্রীমূর্তি প্রকট করেন। রাজা আদি-

কন্দদেব শ্রীনীলাম্বর-দাসের চরণাশ্রয় করিয়া দুইটি গ্রাম প্রদান করেন। নয়াগড়ের রাজা ও অষ্টদুর্গের রাজা শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীচৈতন্য-জগদ্দেব শ্রীনীলাম্বরদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গুরুদেবকে স্ব-স্ব রাজধানীতে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীনীলাম্বর যখন এই উভয় রাজাকে তাঁহাদের রাজ্য হইতে পশুবলি-প্রথা বন্ধ করিবার জন্য আদেশ করেন, তখন তাঁহারা গুরুদেবের আজ্ঞা অনাদর করায় শ্রীনীলাম্বরদাস তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন। রাজা আদিকন্দদেব নিজগুরুদেব শ্রীনীলাম্বরদাসের বিদ্বেষী হইয়া উঠেন এবং তিনি পূর্বে যে ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের সহিত মামলা-মোকদ্দমা করেন। শ্রী-নীলাম্বরদাসের শিষ্য শ্রীনরোত্তম-দাস মঠাধীশ হইলে আদিকন্দদেবের সহিত মোকদ্দমায় জয়লাভ করেন এবং আদিকন্দদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরঘুনাথ রাজসিংহাসন লাভ করিলে তিনি শ্রীগুরুদেবকে চক্রপুর নামে একটি গ্রাম দান করেন। অষ্টদুর্গাধিপতি শ্রীচৈতন্য জগদ্দেব শ্রীনরোত্তমদাসজীর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহ, শ্রীমন্দির ও ভূসম্পত্তি দান করেন। শ্রীপীতাম্বর দাসকে আচার্যের আসন প্রদান করিয়া শ্রীনরোত্তমদাস স্বধাম গমন করেন। শ্রীনরোত্তমের তিনটি প্রধান শিষ্য ছিলেন—শ্রীপীতাম্বর, শ্রীঅচ্যুত ও শ্রীপরমানন্দ। শ্রীপীতাম্বর আচার্যের আসন লাভ করিলে শ্রীঅচ্যুত ও শ্রীপরমানন্দ শ্রীপীতাম্বরদাসের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া মঠ ত্যাগ করেন। বিরুলীর রাজমহিষী শ্রীপীতাম্বরদাসকে 'ডিঙ্গাঁ-ডেইঁ' নামে একটি গ্রাম দান করেন। শ্রীপীতাম্বরদাসের পর শ্রীমাধবদাস নাবালক অবস্থায় মঠাধীশ হন। তখন দীনবন্ধুদাস ও শ্রীমনোহর দাস নামে দুইজন কর্মচারী শ্রীমাধবের লালনপালন ও মঠ-পরিচালন-কার্যের সহায়ক হইয়াছিলেন। ধরাকোটের রাজা শ্রীব্রজসুন্দর সিংহ তাঁহার পোষ্যপুত্র যুবরাজ শ্রীমদন-

মোহনকে শ্রীমাধবদাসের নিকট হইতে দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করাইয়াছিলেন। শ্রীব্রজসুন্দর সিংহ তখন শ্রীমাধবদাসকে বহু ধনরত্ন উপহার প্রদান করেন। শ্রীমাধবদাস শ্রীসুদর্শনদাস-নামক জনৈক পণ্ডিতের নিকট ন্যায় ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন রাজার প্রদত্ত অর্থের দ্বারা প্রায় দেড় লক্ষ টাকার একটি ভূ-সম্পত্তি শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য ক্রয় করিয়াছিলেন। তৎপরে সান-খেমেণ্ডীর রাজা শ্রী-পুরুষোত্তম 'আমবঠা'-গ্রাম ও ধরাকোটের শ্রীমদনমোহন 'ব্রজসুন্দরপুর'-গ্রাম শ্রীমাধবদাসকে দান করিয়াছিলেন। শ্রীমাধবদাসের পর শ্রীরাধা-কৃষ্ণদাস শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের মহান্ত হন। শ্রীরাধাকৃষ্ণদাসের দেহান্তের পর শ্রীবনমালিদাস বর্তমানে শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের গাদীতে উপবেশন করিয়াছেন। তিনি অল্পবয়স্ক হইলেও বিদ্যোৎসাহী ও সুজন।

শ্রীগঙ্গামাতামঠে পঞ্চ যুগল-শ্রীমূর্তি—শ্রীশ্রীরাধা-রসিকরায়, শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর, শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদ ও শ্রীশ্রীরাধারমণ নামে খ্যাত। এতদ্ব্যতীত শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের সেবিত শ্রীদামোদর-শালগ্রাম, নৃত্যরত শ্রীগৌরমূর্তি (ধাতুময়ী) ও শ্রীনাড়ুগোপাল-শ্রীবিগ্রহ একটি সিংহাসনেই পূজিত হইতেছেন। শ্রীরসিকরায় দ্বিভুজ-মুরলীবদন, ভক্তনয়নমনোঽভিরাম, অতি অপূর্বদর্শন দারুময়ী শ্রীমূর্তি। তাঁহার বামে শ্রীরাধা ও দক্ষিণে শ্রীললিতা।

উক্ত মঠের প্রদত্ত বিবরণানুসারে শ্রীগঙ্গামাতা ১৬০১ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূতা হইয়া ১৭২১ খৃষ্টাব্দে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। পুরীর বাটলোক্‌নাথের মন্দিরের নিকট রামজী-কোটের উত্তরে শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের 'সমাধি-বাগিচা' আছে। তথায় শ্রীগঙ্গামাতা হইতে মঠের সকল মহান্তের অস্থিসমাধি প্রদত্ত হইতেছে। পুরীর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠসমূহে ত্যক্তগৃহগণের দেহ দাহ (?) করিবার ও অস্থিসমাধি-প্রদানের

প্রথা দৃষ্ট হয়। বর্তমান মহান্ত শ্রীবনমালিদাস বলিলেন যে, শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া, শ্রীগঙ্গামাতা, শ্রীবনমালিদাস ও শ্রীগোপালদাস প্রভৃতি মহান্তগণের সমাধি সমুদ্র-গর্ভগত হইয়াছে। শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের সময় হইতে শ্রীমঠের শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীগৌরমন্ত্র ও শ্রীগৌরগায়ত্রী প্রচলিত আছে। শ্রীগঙ্গামাতার নিত্য পঠিত শ্রীমদ্ভাগবত-পুঁথিটি অদ্যাবধি মঠে পূজিত হইতেছেন। মহান্তগণের (বঙ্গাক্ষরে) হস্তলিখিত বহু পুঁথি কীটদষ্ট হওয়ায় কিছুদিন পূর্বে শ্বেতগঙ্গায় প্রদত্ত হইয়াছে। তালপত্রে উড়িয়া-অক্ষরে লিখিত শতাধিক প্রাচীন পুঁথি ও গোস্বামি-শাস্ত্র এখনও শ্রীগঙ্গামাতামঠে সংরক্ষিত আছেন। এখানে পূর্বে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-বালকগণের জন্য একটি টোল ছিল ; এখন আর তাহা নাই।

শ্রীমন্দিরের বরাবর যে নাটামন্দিরটি আছে, সেই স্থানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া হইতে মহান্ত-পরম্পরায় একটি তৈলচিত্র নিত্য পূজিত হন। সেই তৈলচিত্রটি প্রত্যেক মহান্তের অপ্রকটের পর পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ স্বধামগত শেষ মহান্তের চিত্র তাহাতে সংযোজিত হইয়া আর একটি নূতন চিত্র প্রকাশিত হয়। সেই তৈল-চিত্রে গঙ্গামাতা-মঠের মহান্তগণের পরম্পরা এইরূপ ক্রমে সজ্জিত আছে,—(১) শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া, (২) শ্রীগঙ্গামাতা, (৩) শ্রীবনমালিদাস, (৪) শ্রীগোপালদাস (বঙ্গদেশীয়), (৫) শ্রীভগবান্ দাস (বঙ্গদেশীয়), (৬) শ্রীমধুসূদনদাস, (৭) শ্রীনীলাম্বর দাস, (৮) শ্রীনরোত্তমদাস, (৯) শ্রীপীতাম্বরদাস, (১০) শ্রীমাধবদাস, (১১) শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস। জীবিত মহান্তের চিত্রপট প্রকাশিত হয় না ; এজন্য বর্তমান মহান্ত শ্রীবনমালিদাসের চিত্র ইহাতে নাই। মহান্তের স্বধামপ্রাপ্তির পর চিত্রপটটি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তৎস্থানে স্বধামগত শেষ মহান্ত পর্যন্ত নূতন তৈলচিত্র পুনঃ প্রকাশিত হয়।

পুরীতে হাবেলীমঠ, গোপালমঠ ও কটকজেলার 'টাঙ্গী'-নামক স্থানে শ্রীগোপাল-মঠ শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের শাখামঠরূপে অবস্থিত আছে। ধরাকোট, সান-খেমেণ্ডি, বিরুলা, আঠগড় ও নুয়াগড়ের রাজা শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের শিষ্য। শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের ভূ-সম্পত্তির বার্ষিক আয় প্রায় আশী হাজার টাকা।



১৭। শ্রীঝাঞ্জপিটা-মঠ

শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সহিত এই মঠের সম্পর্কের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পুরীর কুণ্ঢেইবেণ্টসাহি-নামক পল্লীতে এই মঠ অবস্থিত। কটকের উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণানুসারে অতি পুরাতন কাগজ-পত্রের মধ্য হইতে একটি হস্তলিপি উদ্ধার করিয়া যে তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, শ্রীক্ষেত্রে যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আগমন করিয়াছিলেন, তখন, 'ঝাঞ্জপিটা-মঠে'র স্থানটি জঙ্গলময় ও লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন অতি নির্জন ছিল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এই স্থানে শ্রীক্ষেত্রবাসী কতিপয় বালককে লইয়া শ্রীগৌর-প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয় যখন শ্রীগৌর-লীলাস্থলীসমূহ দর্শন করিবার মানসে শ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীগৌড়মণ্ডল ভ্রমণানন্তর শ্রীক্ষেত্রে শুভবিজয় করেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত পূর্বোক্ত স্থানটি দর্শন করিয়া ভাবাবেশে মগ্ন হন। তখন তাঁহার সঙ্গিরূপে 'সেবা-দাস'-*নামক এক শিষ্য

* শ্রীভক্তিরত্নাকারে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যগণের যে তালিকা আছে তাহাতে 'সেবা-দাস' নাম পাওয়া যায় না।

ছিলেন। শ্রীসেবা-দাসের যত্নে শ্রীল ঠাকুরমহাশয় সংজ্ঞা লাভ করিয়া ঐ স্থানটির মাহাত্ম্য কীর্তন করেন এবং সেবা-দাসকে ঐ স্থানে ভজন করিবার আদেশ প্রদান করেন। সেবা-দাস 'ঝাঞ্জ' (বড় পাতলা করতাল) বাজাইয়া সর্বদা উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনামকীর্তন-ভজন করিতেন। একবৎসর রথযাত্রার সময় বঙ্গদেশ হইতে আগত এক বৈষ্ণব শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাকান্ত-যুগলমূর্তি ও তিনমূর্তি শ্রীশাল-গ্রাম আনয়ন করিয়া সেবা-দাসকে প্রদান করেন। উৎকল-ভাষায় বড় করতালকে 'ঝাঞ্জ' বলে ও বাদনকে 'পিটা' বলে। এইভাবে এই মঠের নাম 'ঝাঞ্জপিটা' বলিয়া প্রচারিত হয়। শ্রীরাধাকান্তের সেবার্থ পুরীর রাজা কুণ্ডেইবেন্ট্-সাহিস্থ মঠের এই স্থানটি দেবোত্তর করিয়া দেন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের এক হাঁড়ী মহাপ্রসাদ বৈষ্ণবসেবার্থ নিয়মিতভাবে প্রত্যহ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন। কালক্রমে উড়িষ্যা ইংরাজ-শাসনাধীন হইলে উক্ত মঠস্থিত বিরক্ত সাধুগণের সেবার্থ গভর্ণমেন্ট্ বার্ষিক ৫৫০ পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা করিয়া সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শ্রীসেবা-দাসের স্বধাম-গমনের পর তাঁহার শিষ্য শ্রীজগন্নাথদাস উক্ত সেবা সুচারুরূপেই পরিচালনা করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদাস তাঁহার শিষ্য শ্রীভগবান্‌দাসকে সেবায়েত নিযুক্ত করিয়া দেহ রক্ষা করেন। শ্রীভগবান্‌দাসের শ্রীবিগ্রহ বা বৈষ্ণব-সেবায় প্রীতি ছিল না। এই সময় গভর্ণমেন্টের প্রদত্ত সাহায্যও বন্ধ হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ দাস উইল করিয়া তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণদাসকে সেবায়েত-পদে নিযুক্ত করেন। গুরুর জীবিতকালেই কৃষ্ণদাস আপনাকে কর্তা মনে করিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন, তখন গুরু-শিষ্য-নামধারী উভয় ব্যক্তির মধ্যে রাজদ্বারে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়; তৎফলে ঠাকুরের

সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কারাদি, পূজার বাসনপত্র, ঠাকুরমন্দির ও ভোগ-মন্দির ভাঙ্গিয়া পাথর বিক্রয় করিয়া গুরু ও শিষ্য উভয়েই জীবিকা-নির্বাহ ও মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। ইহা ব্যতীত কৃষ্ণদাস পুরী-জেলার মহাপুর-নিবাসী শ্রীবৃন্দাবন-মিশ্র-নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট ঠাকুরের সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া পাঁচশত টাকার একখানি খৎ লিখিয়া দেন; উহাতে চক্রবৃদ্ধি-সুদের কড়ার থাকে। মোকদ্দমা চলিবার সময় ভগবান্ দাসের স্বধামপ্রাপ্তি ঘটে। বৃন্দাবন মিশ্র কৃষ্ণদাসের পক্ষে মামলায় সাহায্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস পুনরায় ফকির সৎপতি-নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবিগ্রহের সম্পত্তি-সহ সেবায়েতি-স্বত্ব-সমর্পণ-নামা লিখিয়া দেন। ঐ সমর্পণ-গ্রহীতা আপোষে ঋণ শোধ করিয়া মঠস্থ শ্রীবিগ্রহের সেবা চালাইয়া সাধু-সেবা করিবেন ও মহান্ত কৃষ্ণদাসকে তাঁহার জীবদ্দশা-পর্যন্ত অন্নবস্ত্র দিবেন,—এইরূপ কথা মৌখিকভাবে বলেন। এই সকল ব্যাপার বৃন্দাবন মিশ্র জানিতে পারিয়া কৃষ্ণদাসকে মূল বিবাদী ও ফকির সৎপতিকে মোকাবেলা-বিবাদী করিয়া তিন হাজার পাঁচশত টাকার দাবীতে নালিশ করেন। আদালতে ফকির সৎপতির সমর্পণপত্র বেনামী সাব্যস্ত হইয়া মহান্ত কৃষ্ণদাসের নামে চারিহাজার টাকা ডিক্রী হয়। তখন মঠের চারিটী মাত্র ভগ্ন কুঠরী ছিল। এক কুঠরীতে ঠাকুর, আর একটিতে রন্ধন-কার্য ও অন্য দুইটিতে কৃষ্ণদাস ও একব্যক্তি থাকিতেন। এই অবস্থায় কৃষ্ণদাস দেহত্যাগ করেন।

এদিকে মহাজন বৃন্দাবন মিশ্র ডিক্রীদার কাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারি করিয়া টাকা আদায় বা সম্পত্তি হস্তগত করিবেন, তাহার উপায়-নির্ধারণের জন্য যে কাননগোর এলাকায় ঠাকুরের সম্পত্তি আছে, তাহার

সহিত পরামর্শ ও বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, মহান্ত কৃষ্ণদাস অন্য ওয়ারিশ না রাখিয়া দেহত্যাগ করায় তাহার সম্পত্তি 'বেওয়ারিশী' বলিয়া রিপোর্ট করাইয়া ল'ন। পুলিশ-তদন্তে প্রকাশ পাইল যে, মৃত কৃষ্ণ-দাসের ত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে অস্থাবর সম্পত্তি কেবল শ্রীরাধাকান্তদেব-শ্রীবিগ্রহ ও কয়েকটি জানালা-কপাট আছে ; সুতরাং তাহা থানায় নীত হইল এবং নীলামের দিন ধার্য হইল।

তখন শ্রীরাধারমণ-চরণদাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার অনুগত লোকের দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া শ্রীবিগ্রহকে পুনরায় উক্ত মঠে স্থাপন করেন।

এদিকে নীলামের দিন অদ্বৈতদাস-নামক জনৈক ব্যক্তিকে সেবায়েত-স্বরূপে স্থাপন করিয়া আপত্তির দরখাস্ত করান হয়। সরকার বাহাদুর-অদ্বৈতদাসকে কৃষ্ণদাসের ওয়ারিশ সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার হস্তে সমস্ত প্রদান করেন। কিছুদিন পরে অদ্বৈতদাস তাঁহার গুরুভ্রাতা নিত্যানন্দ-দাসকে সেবায়েত-পদে নিযুক্ত করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দে শ্রীচরণদাস বাবাজী মহাশয় স্বধামে গমন করিলে নিত্যানন্দদাস উক্ত মঠের ঠাকুর-সেবা-সহ যাবতীয় সম্পত্তি শ্রীজগন্নাথদেবের সরকারে সমর্পণ করেন। তখন শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় উক্ত মঠটি লইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। খরচা-বাবদ শ্রীজগন্নাথদেবের ষ্টেট হইতে এক হাজার টাকা দাবী হইলে তিনি ছয় শত টাকা দিয়া নিষ্পত্তি করেন। নিত্যানন্দদাস শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের নামে ঐ মঠ যথারীতি সমর্পণ করেন। পরবর্তিকালে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের শ্রীমূর্তি ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্তিসমূহ অধিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং মঠে নাটমন্দির, সেবকখণ্ড প্রভৃতি নির্মিত ও সংস্কৃত হইয়াছে। এখন মঠটি প্রচুর সমৃদ্ধিশালী বলিয়া দৃষ্ট হয়।

১৮। শ্রীকুঞ্জ-মঠ

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়ের সহচর শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য শ্রীল রসিকানন্দপ্রভু এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। একবার শ্রীরথযাত্রার পূর্বে শ্রীরসিকানন্দপ্রভু যাত্রাদর্শনার্থ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বায়ুবেগে শ্রীনীলাচলের অভিমুখে চলিতেছিলেন; কিন্তু শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপনীত হইবার পূর্বেই শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব আরম্ভ হইল। শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রাদেবী শ্রীরথে আরোহণ করিয়া 'বলগণ্ডি-স্থানে' উপস্থিত হইলেন। শ্রদ্ধাবালু ও অর্ধাসনীদেবীর মধ্যবর্তিস্থানকে 'বলগণ্ডিস্থান' বলে। বলগণ্ডি-স্থানে আসিয়া রথ আটকাইয়া রহিল। লক্ষ লক্ষ যাত্রী রথের রজ্জু ধরিয়া টানিলেন, রথ একটুও বিচলিত হইল না। স্বয়ং রাজা পাত্র, মিত্র, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির সাহায্যে রজ্জু ধরিয়া টানিতে লাগিলেন; কিন্তু যে স্থানের রথ, সেই স্থানেই থাকিল। রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এই সময় শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার 'মুদিরথ'[১]-সেবকের হৃদয়ে স্ফূর্তি করাইলেন যে, তাঁহার প্রিয় ভক্ত শ্রীরসিক-মুরারি—যিনি উৎকলে ঘরে ঘরে সংকীর্তন-প্রচার, সাধু ও বৈষ্ণবের সেবায় লোককে নিয়োগ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-মহোৎসবাদি প্রবর্তন করিয়াছেন, সেই আচার্যবর শ্রীরথযাত্রা-দর্শনার্থ আসিতেছেন; তিনি আসিয়া প্রভুর রথ স্পর্শ না করা পর্যন্ত প্রভু কিছুতেই বিচলিত হইবেন না।

মুদিরথের নিকট রাজা এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুকে আনিবার জন্য কয়েকজন দূত প্রেরণ করিয়া রাজা স্বয়ং অনুগমন

১। শ্রীজগন্নাথদেবের ছত্রিশ প্রকার সেবকের অন্যতম। শ্রীরথযাত্রার সময় ইঁহারা শ্রীবিগ্রহের অঙ্গসংস্কার, আরতি, ভোগ-নিবেদনাদি করেন। এই শব্দ 'মুদ্রাহস্তে'র অপভ্রংশ।

করিলেন। আঠারনালাতে গিয়া রাজা শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর দর্শন পাইলেন এবং আচার্যের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাঁহার বহু স্তব-স্তুতি করিলেন। বহু যাত্রীও শ্রীরসিকানন্দের দর্শনলোলুপ হইয়া তৎসন্নিধানে গমন করিলেন। শ্রীরসিকানন্দপ্রভু 'বলগণ্ডি-স্থানে' আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন এবং পঞ্চরত্ন, বস্ত্র, আভরণ ও বিভিন্ন দ্রব্য-সম্ভার—যাহা যাহা ভোগের জন্য আনিয়াছিলেন, তাহা সকলই সমর্পণ করিলেন। শ্রীজগন্নাথের শ্রীচন্দ্রবদন দর্শন করিয়া শ্রীরসিকানন্দের নয়নে অশ্রু-গঙ্গাধারা ও শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার প্রকাশিত হইল। শ্রীরসিকানন্দপ্রভু সংকীর্তন-গোষ্ঠীর সহিত শ্রীরথাগ্রে নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

এদিকে প্রতিহারী শ্রীরসিকানন্দের নিকট আসিয়া জানাইলেন,—"আপনি রথের দড়ি ধরিয়া না টানিলে কিছুতেই রথ চলিতেছে না।" ইহা শুনিয়া শ্রীরসিকানন্দ অত্যন্ত দৈন্যভরে রথস্তম্ভে মস্তক প্রদান-পূর্বক রথ ঠেলিতে লাগিলেন। শ্রীরসিকানন্দের মস্তকস্পর্শ-মাত্রই তিনটি রথই চলিতে আরম্ভ করিল এবং বালিনর-নামক স্থানে রথ আসিয়া উপনীত হইল। তথায় রথ নয়-দিন অবস্থান করিল। শ্রী-রসিকানন্দ সমস্ত মহান্তের সহিত আলাপ-সম্ভাষণাদি করিলেন। যত বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, পণ্ডিত—সকলেই শ্রীরসিকানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। স্বয়ং গজপতি-রাজ শ্রীরসিকানন্দকে মহাপুরুষরূপে অনুভব করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীরসিকানন্দ শ্রীনীলাচলের সমস্ত তীর্থ, মঠ ও শ্রীশ্রীগৌর-লীলাস্থলীসমূহ দর্শন ও বন্দন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পুরীতে বালিসাহি-পল্লীর মধ্যে শ্রীজগন্নাথদেবের 'ফুলতোটা'-নামক একটি স্থান ছিল; 'তোটা' বা 'টোটা' শব্দের অর্থ—উদ্যান। পূর্বে

এইস্থান হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা ও শৃঙ্গারের জন্য যাবতীয় ফুল যাইত। শ্রীরসিকানন্দ একটি মঠ-স্থাপনের জন্য সেই স্থানটি রাজার নিকট হইতে যাজ্ঞা করিয়া লইলেন। শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের 'কূর্মবেড়ে'র মন্দির-মধ্যে 'বটকৃষ্ণ'-নামক যে প্রসিদ্ধ নয়নাভিরাম 'শ্রীবটকৃষ্ণ'-বিগ্রহ ছিলেন, তাহাও রাজার নিকট হইতে ভিক্ষা করিলেন। রাজা সানন্দে শ্রীরসিকানন্দকে সেই 'ফুলতোটা'-স্থান ও 'শ্রীবটকৃষ্ণ'-শ্রীবিগ্রহ এবং তাঁহার স্থায়ি-সেবার জন্য ভূ-সম্পত্তি দান করিলেন। শ্রীরসিকানন্দ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীরাধা ও দক্ষিণে শ্রীললিতা-দেবীকে স্থাপন করিয়া মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। শ্রীবিগ্রহের নাম রাখিলেন—**'শ্রীশ্রী-রাধারসিকরায়'** এবং মঠ **'ফুলতোটা-মঠ'** নামে প্রসিদ্ধ হইল। পরে এই মঠের নাম—'শ্রীকুঞ্জমঠ' হয়। কোন্ সময় হইতে এই নামের পরিবর্তন হইল, তাহার সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। হয় ত' এই পুষ্পোদ্যান শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বা শ্রীশ্রীরাধারসিকরায়ের কেলিকুঞ্জের মত শোভমান হওয়ায় ভক্তগণ ইহাকে 'শ্রীকুঞ্জ-মঠ' নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন। 'শ্রীরসিকমঙ্গল'-গ্রন্থে[১] শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর প্রতিষ্ঠিত এই মঠ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ আছে,—

রাজা-স্থানে ভূমি মাগি' দক্ষিণ পারশে।
ফুলতোটা-মঠ কৈল মনের হরিষে॥
বার হাত তিন ধোণ্ডা মালা হয় নিতি।
নিয়োজিত কৈল দশ পাঁচ সেবাইত॥
দশ-বিশ আবড়া কৈল ভোগ নির্ণে।
গ্রাম নিয়োজিত করি' দিল দ্বিজ-স্থানে॥

১। উ বি ১০ম ল, ৫৯-৬৩ সংখ্যা

অনেক দিলেন দ্রব্য সর্ব-দ্বিজগণে।
বস্ত্র-আভরণ দিল ক্ষেত্রবাসি-জনে॥
সবাকারে সন্তুষ্ট করিলা রসিকেন্দ্র।
বিদায় করিল প্রভু মনের আনন্দ॥

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু ও শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর তিরোভাব-উৎসব এইস্থানে বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরস্থ গাদীর অধীনতায় এই মঠ পরিচালিত হয়। পুরী, বালেশ্বর ও মেদিনীপুর জেলায় শ্রীকুঞ্জ-মঠের ভূ-সম্পত্তি আছে। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের বর্তমান মহান্ত শ্রীযুক্ত গোবিন্দ-গোপালানন্দ দেব-গোস্বামি-মহাশয় এই মঠের মহান্ত। মহান্তের অধীনতায় স্থানীয় মঠ পরিচালনা করিবার জন্য একজন অধিকারী থাকেন। মহান্ত সকল স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন না বলিয়া অধিকারিগণও শিষ্যাদি করেন। শ্রীকুঞ্জমঠের বর্তমান অধিকারী—শ্রীতুলসীচরণদাস। আমরা যখন শ্রীকুঞ্জমঠের এই বিবরণ সংগ্রহ করি, তখন মহান্ত মহারাজ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই সকল তথ্য প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীকুঞ্জমঠের শ্রীমন্দিরে পূর্বাভিমুখী হইয়া শ্রীশ্রীরসিকরায়-শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান আছেন। শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরবিগ্রহ নাই। তৎপরে জগমোহন; জগমোহনের পরে নাটামন্দির। গর্ভমন্দিরটি শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর সময়ের; কিন্তু জগমোহনটি মেদিনীপুর-জেলার 'পলাশী'-নামক স্থানের একজন ভূম্যধিকারী বহু পূর্বে নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার নাম জগমোহন-মন্দিরের একটি প্রস্তর-ফলকে খচিত ছিল; কিন্তু উহার উপর পুনঃ পুনঃ চূণকাম হওয়ায় অক্ষরগুলি আর দৃষ্টি-গোচর হয় না। শ্রীযুক্ত মহান্ত মহারাজ জানাইলেন যে, এই মঠে

অনেক হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি ছিল, কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে ইহার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত থাকায় সমস্ত পুঁথি আত্মগোপন করিয়াছে।

পূর্বে এস্থান হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার জন্য শ্রীমন্দিরে প্রচুর ফুল যাইত। যত্নাভাবে এখন সেই ফুলের বাগানের বিস্তৃতি ও সৌষ্ঠব না থাকিলেও প্রত্যহ বা বিশেষ বিশেষ উৎসবোপলক্ষে ফুলের মালা ও পূজার ফুল শ্রীমন্দিরে প্রেরিত হয়। সিংহারী পাণ্ডারা এখান হইতে বার্ষিক ২ টাকা করিয়া বন্ধনী পা'ন। মঠের প্রাঙ্গণে শ্রীপাট গোপী-বল্লভপুরের কোনও গোস্বামিনীর একটি সমাধি আছে। তিনি শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীক্ষেত্ররজঃ লাভ করিয়াছিলেন।

অন্যান্য কতিপয় মঠ

পূর্বোক্ত মঠ-সমূহ ব্যতীত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আরও কয়েকটি মঠ শ্রীপুরুষোত্তমে দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই সকল মঠের পরবর্তী সেবায়েত-গণের সেবা-শৈথিল্য-জনিত অপরাধফলে তথা সৎশিক্ষা, মহৎসঙ্গ বা জাগতিক শিক্ষাদির অভাব-নিবন্ধন মঠের অস্তিত্ব নামমাত্রে, কোথাও বা স্থানমাত্রে, কোথাও বা অতি অযত্ন ও অপরাধের সহিত শ্রীমূর্তির সেবার অভিনয়-মাত্রে পর্যবসিত হওয়ায় মঠগুলি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। মার্কণ্ডেশ্বর-সাহিত্যে **'হাবেলী-মঠে'** প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাওয়া গেল—একটি পঞ্চবর্ষীয় বালক কৌপীন আঁটিয়া কেবল শ্রীমূর্তির পাহারায় রহিয়াছে। অনেকক্ষণ অবস্থানের পর আর একটি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালক আসিয়া শ্রীবিগ্রহের নাম 'শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর', শ্রীরাধা-রসিকরায়' ও 'শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ' বলিয়া জানাইলেন এবং তাঁহাদের গুরু-পীঠ শ্রীগঙ্গামাতামঠ ও বর্তমান অধিকারী শ্রীশ্যামসুন্দরদাস—এই-মাত্র বলিতে পারিলেন।

মার্কণ্ডেশ্বরসাহিতে **'খজুরিয়া-মঠে'** শ্রীশ্রীরাধাশ্যামরায় শ্রীবিগ্রহ আছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি নাই। অধিকারী—শ্রীবৃন্দাবনদাস। শুনা গেল, মঠের ভূ-সম্পত্তির আয় প্রায় পনরশত টাকা। এই মঠের সংলগ্ন একটি বিস্তৃত উদ্যান আছে।

হরচণ্ডীসাহিতে শ্রীরাধাদামোদর-মঠ বা নাগা-প্রেমদাস-মঠের সংলগ্ন পূর্বদিকে **'শ্রীদামোদর-বল্লভ-মঠ'** নামে একটি সঙ্কীর্ণ মঠ-গৃহ দৃষ্ট হয়। শ্রীরঘুনাথদাস অধিকারি-নামক এক ব্যক্তি শ্রীরাধাকান্তমঠের শ্রীহরেকৃষ্ণদাস (২য়) মহান্তের শিষ্য হন এবং উক্ত মহান্তের দ্বারা পট্ট-শাড়ী প্রাপ্ত হইয়া শ্রীদামোদর-বল্লভ-মঠ নামে একটি স্বতন্ত্র মঠ স্থাপন করেন। উক্ত মঠের অধিকারী নরসিংহদাসের স্বধামগমনের পর নানাপ্রকার গোলযোগ ও মামলা-মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। আমরা ঐস্থানে পুলিশ মোতায়েন দেখিলাম। একটি অত্যন্ত অন্ধকারময় গৃহে শ্রীবিগ্রহগণ আছেন। স্বধামগত নরসিংহদাসের শিষ্য শ্রীহরেকৃষ্ণদাস-নামক একটি যুবক এই মঠের অধিকারিপদ লাভ করিয়াছেন, শুনা যায়।

এইসকল মঠ ব্যতীত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঠের ক্ষীণ অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কুণ্ঢেই-বেণ্টসাহি-পল্লীতে **পাটরা-মঠ, গন্ধর্বমঠ** ; শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের নিকটে **পৌর্ণমাসীমঠ** ; শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধির নিকটে **বালিমঠ** , দয়িতা-পাড়াসাহিতে **সান-মঠ** ; মার্কণ্ডেশ্বরসাহিতে **গোপালদাস-মঠ** ; গুণ্ডিচাবাড়ীর নিকট **কদলিপাটুঙ্গা-মঠ, বাউলিয়া-মঠ, বলগণ্ডি-মঠ**; বলগণ্ডীর নিকট (সালবেগের সমাধির সংলগ্ন) **রঙ্গমাতা-মঠ, নীলমণি-মঠ, কৃপাসিন্ধু-মঠ** [ইঁহাদের মহান্তগণ বর্তমানে গৃহস্থ] প্রভৃতি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠ বলিয়া শ্রুত হয়।

বলভদ্রী আখড়াকে পুরীর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠের মহান্তগণ গৌড়ীয়গণের মঠ বলিয়া ধরেন। আবার কেহ কেহ কিংবদন্তীমূলে শ্রীজগন্নাথবল্লভ-মঠের নাম শ্রীবিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের মঠের সহিত সংযুক্ত করিতে চাহেন। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের দিনপঞ্জীতে (ইং ৩০।১।১৯০৩) দেখিয়াছি—"শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী শ্রীপুরুষোত্তমে পঁয়ত্রিশটি গৌড়ীয়-মঠের তালিকা দিয়াছিলেন।"

শ্রীসালবেগের সমাধি

পুরীর বড়দাণ্ডে (যে বিস্তৃত রাজপথ গুণ্ডিচাভিমুখে গিয়াছে) গভর্ণমেণ্ট্ হাসপাতালের প্রায় নিকটে ও উহার বিপরীত দিকে বলগণ্ডি-স্থানে রামানন্দীয় বলগণ্ডিছাতা-মঠের সংলগ্ন একটি প্রাচীর-বেষ্টিত ভূখণ্ডে (পুরী মিউনিসিপালিটির অধীন) ভক্তবর সালবেগের সমাধি-মন্দির রহিয়াছে। পূর্বে সমাধিপীঠের কোনও মন্দির ছিল না। বালেশ্বরের জমিদার ভাস্কর পাত্র জীর্ণোদ্ধার ও সমাধি-মন্দিরাদি নির্মাণ করাইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, স্থানটি অবারিত-দ্বার হওয়ায় কুক্কুরাদি জন্তু অনায়াসে প্রবেশ করিয়া ভক্তের সমাধি-স্থানকে দূষিত করিতে পারে, এবিষয়ে কাহারও দৃষ্টি নাই।

কটক সহরে লালবাগ-নামক স্থানে লালবেগ-নামক এক দুর্দান্ত মোগল বাস করিত। সে এক সময় দাণ্ডমুকুন্দপুর গ্রামে স্নানরতা অসহায়া একটি বিধবা সুন্দরী যুবতীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহারই গর্ভে সালবেগ জন্মগ্রহণ করে। সালবেগ শিশুকাল হইতেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া পিতার সহিত যুদ্ধে গমন করে এবং তাহার সমস্ত অঙ্গ অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়। তাহার জীবন আসন্ন দেখিয়া মাতা অত্যন্ত উদ্বিগ্না হইয়া তাহার পূর্ব-বিশ্বাসমত পুত্রকে

অগতির গতি শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের কথা উপদেশ করেন। মৃত্যুশয্যায় সালবেগের অকস্মাৎ সুবুদ্ধির উদয় হয় এবং তিনি উৎকণ্ঠাভরে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাগত হন। একদিন স্বপ্নে সালবেগ ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া রোগমুক্ত হইয়া পড়েন এবং গৃহ ত্যাগ করিয়া শ্রীজগন্নাথের কৃপালাভ করিবার জন্য শ্রীনীলাচলে আসিয়া বাস করেন।



কয়েকটি স্বতন্ত্র-মঠ

১। বড় ওড়িয়া-মঠ

বড় ওড়িয়া-মঠ অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথদাসের প্রতিষ্ঠিত। উক্ত মঠের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের প্রধানা মহিষী পট্টমহাদেবী শ্রীগৌরী অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথদাসের শিষ্যা হইয়াছিলেন। শ্রীদিবাকরদাস-প্রণীত 'শ্রীজগন্নাথ-চরিতামৃত'-গ্রন্থেও এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মহিষী তাঁহার প্রাসাদকে শ্রীজগন্নাথদাসের মঠ-স্থাপনার্থ প্রদান করেন। এখনও বড় ওড়িয়া-মঠের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে প্রাচীন প্রাসাদের নিদর্শনসমূহ দৃষ্ট হয়। এই মঠটি একটি দুর্গের ন্যায়। অনেকগুলি প্রাকার ও দ্বার অতিক্রম করিয়া মঠের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে উপনীত হওয়া যায়।

বড় ওড়িয়া-মঠের মহান্ত শ্রীবৃন্দাবনদাসজী এই গ্রন্থলেখককে বলিয়াছেন,—শ্রীপুরুষোত্তমদাস, যিনি শ্রীজগন্নাথদাসের শিষ্য-পারম্পর্যে ষষ্ঠ-স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার পাঁচজন শিষ্য ছিলেন। প্রধান শিষ্য শ্রীমুকুন্দদাস বড় ওড়িয়া মঠের মহান্ত হইলেন। আর অবশিষ্ট চারি-

জন চারিটি ওড়িয়া-মঠ স্থাপন করিয়া উহাদের মহান্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং বড় ওড়িয়া-মঠের অধীন আরও চারিটি সান (ছোট) ওড়িয়া-মঠ আছে। উহাদের নাম—১। সান ওড়িয়া-মঠ, ২। রাম-হরিদাস-মঠ, ৩। বনমালিদাস-মঠ, ৪। ভাগবতদাস-মঠ। উক্ত চারিটি ছোট ওড়িয়া-মঠের মধ্যে একটি মঠের অধিকারী কোন কারণে সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ায় বড় ওড়িয়া-মঠের নিকট সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। অন্য বিবরণানুসারে শ্রীমুরারিদাসের অন্যতম শিষ্য শ্রীদ্বারিকাবল্লভদাস ছোট ওড়িয়া-মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধিকারী।

এতদ্ব্যতীত পুরী কুণ্টেইবেণ্টসাহি ও দণ্ডীমালসাহিতে আরও ১৫।১৬টি মঠ আছে। সেইসকল মঠের অধিকারিগণও বড় ওড়িয়া-মঠের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। উক্ত মঠসমূহের মহান্তগণের দেহত্যাগে অন্য ব্যক্তি তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হইবার আবশ্যক হইলে বড় ওড়িয়া-মঠের অধিকারীই তাঁহাদের মস্তকে শাড়ী বাঁধিয়া দিয়া উত্তরাধিকারী স্থাপন করিয়া থাকেন। ওড়িয়া মঠের মতাবলম্বিগণকে পুরী, কটক, বালেশ্বর জেলা এবং খণ্ডপাড়া, তিগিরিয়া, নীলগিরি, আঠগড়, বড়াম্বা, নরসিংহপুর, দশপল্লা, তালচের, ঢেঙ্কানল, নয়াগড়, ময়ুরভঞ্জ, গঞ্জাম ও মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ওড়িয়া-মঠের মহান্ত স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া গুণ্ডিচা মার্জন করেন। অতিবড়ী জগন্নাথদাস নাকি ঐরূপ আচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ওড়িয়া-মঠের একটি প্রকোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদাস পর্যন্ত অঙ্কিত পট শিষ্য-পারম্পর্যে ক্রমানুসারে সজ্জিত রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদাসের শিষ্য শ্রীবৃন্দাবনদাস বর্তমান ওড়িয়া-মঠের মহান্ত। ওড়িয়া-মঠে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী স্থাপিত আছেন। শ্রীজগন্নাথের সহিত শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রা দেবী স্থাপিত

নাই, কেবল শ্রীলক্ষ্মীদেবী আছেন। শ্রীমন্দিরের জগমোহনে শ্রীশ্যামরায়, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমহাপ্রভুর ষড়্ভুজ শ্রীমূর্তি আছেন। ইহারই ঠিক বিপরীত পার্শ্বে বৃহৎ ঝুলনমণ্ডপ, মধ্যস্থলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে প্রায় তিনক্রোশ পশ্চিমে 'কপিলেশ্বরপুর'-নামক গ্রাম। উৎকলের সুপ্রসিদ্ধ রাজা কপিলেন্দ্রদেব এই গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। কপিলেশ্বরপুর গ্রামটি চারিশত ভাগে বিভক্ত ব্রাহ্মণশাসন। এই গ্রামের প্রথমাংশে কৌশিক-গোত্রীয় 'দাস'-উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণবংশ বাস করিতেন। এই ব্রাহ্মণবংশে 'ভগবান্‌দাস'-নামক এক পুরাণপাঠি বিপ্র উৎকলভাষায় পুরাণ ব্যাখ্যা করিয়া তদানীন্তন পুরীরাজ শ্রীপুরুষোত্তমদেবের শ্রবণ-মনোরঞ্জন করিতেন। তাহাতে তিনি রাজার নিকট হইতে 'পুরাণ-পণ্ডা'-উপাধি লাভ করেন। ভগবান্‌দাস মহাশয়ের পত্নীর নাম পদ্মাবতী। অতিবড়ী-সম্প্রদায়ের কোন কোন ব্যক্তির মতানুসারে ১৪১২ শকাব্দে বা ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে ভাদ্রমাসে রাধাষ্টমীদিবস ভগবান্‌দাসের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণপণ্ডা ভগবান্‌দাস নবজাত শিশুপুত্রের নাম 'জগন্নাথদাস' রাখেন।

পুত্র শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিলেই ভগবান্‌দাস স্বীয় পুত্রকে পুরাণাদির কথকতা শিক্ষা দিতে থাকেন। জগন্নাথদাসের দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালেই ভগবান্‌দাস বিবাহের উদ্যোগ করিলে জগন্নাথদাস আরও কিছুকাল অধ্যয়নাদির পর বিবাহ করিবার অভিলাষ জানাইলেন। জগন্নাথদাস পুরাণ-কথকতায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া স্বীয় পারদর্শিতার ফল সাধারণে প্রচার করিবার জন্য বিভিন্ন-দেশাগত ধর্ম-প্রবণ ব্যক্তির সম্মিলন-স্থল শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে উপস্থিত হইতে থাকেন এবং শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-ভাগে বটগণেশের নিকট তাঁহার পুরাণ-পাঠের স্থান স্থির করেন। শ্রীজগন্নাথদাসের কণ্ঠস্বর সুললিত

থাকায় বহুলোক, বিশেষতঃ ভাবপ্রবণা রমণীগণ জগন্নাথদাসের কথকতায় সহজেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কার করিয়া জীবকুলকে শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান শিক্ষা দিবার জন্য সপার্ষদে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন, অতিবড়ী-সম্প্রদায়ের কতিপয় বিবরণ হইতে জানা যায়, সেই সময় পুরাণপণ্ডা ভগবান্‌দাসের পুত্র জগন্নাথদাসের বয়স অতি অল্প। তাঁহারা বলেন,—শ্রীচৈতন্যদেব কোন এক সময়ে যখন শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া বটমূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন জগন্নাথদাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। ইঁহাদের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, শ্রীজগন্নাথদাস সেই সময় শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ব্রহ্মস্তব পাঠ করিতেছিলেন। অতিবড়ীগণের পুঁথি হইতে আরও জানা যায় যে, শ্রীজগন্নাথদাস ঐ সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগমনে শ্রীমন্দির-প্রদক্ষিণাদি করিয়াছিলেন।

অতিবড়ী-সম্প্রদায়ের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, এই সময় জগন্নাথ-দাস কাশীমিশ্রের ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর নিকট কৃপাভিক্ষা করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু জগন্নাথদাসকে উৎকলদেশীয় 'মত্ত-বলরাম-দাস'-নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণের আদেশ দিয়াছিলেন। এই দীক্ষা-কার্য কাশীমিশ্রের ভবনে সম্পন্ন হইয়াছিল। অতিবড়ী-সম্প্রদায়ের কোন মতানুসারে[১] মত্ত-বলরামদাসের পরিচয় এইরূপ,—

শ্রীমচ্চৈতন্যদেবস্য গৌরীদাসাখ্য-পণ্ডিতঃ।
তস্য শিষ্যস্তু গোস্বামী হৃদয়ানন্দ-পণ্ডিতঃ॥

১। শ্রীদিবাকরদাস-প্রণীত 'নিত্যগুপ্তমণি', ১৯শ আস্বাদ, ১৯-২০ শ্লোক ;

তচ্ছিষ্যো মত্তপূর্বস্তু বলরাম ইতি স্মৃতঃ।
মহানপি জগন্নাথদাসস্তৎপরিচারকঃ॥

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, তচ্ছিষ্য শ্রী-হৃদয়ানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীহৃদয়ানন্দের শিষ্য মত্ত শ্রীবলরামদাস; এই শ্রীবলরামদাসের শিষ্যই—শ্রীজগন্নাথদাস।

অন্য মতানুসারে শ্রীজগন্নাথদাসের গুরুপরম্পরা এইরূপ—১। শ্রী-চৈতন্য, ২। শ্রীবক্রেশ্বর, ৩। শ্রীহৃদয়ানন্দ, ৪। শ্রীবলরামদাস ৫। শ্রীজগন্নাথদাস[১]

অপর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা-প্রকাশানন্তর নীলাচলে গমনকালে যখন যাজপুরে উপস্থিত হ'ন, সেই সময় শ্রীজগন্নাথদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে কৃপা ভিক্ষা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদাসকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে লইয়া আসেন। তথায় শ্রীজগন্নাথদাস কিছুকাল অবস্থানের পর শ্রীমহাপ্রভুর আদেশক্রমে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিকট হইতে হরিনাম-মহামন্ত্র প্রাপ্ত হ'ন।

শ্রীজগন্নাথদাস যাজপুরে আসিয়া অল্পকাল-মধ্যেই বহুশিষ্য-সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং উৎকল-ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীজগন্নাথদাস নামাচার্য ঠাকুর শ্রীল হরিদাস ও গৌড়ীয়-ভক্তগণের আনুগত্য পরিহার করিয়া নিজেই একটি স্বতন্ত্র মতবাদ স্থাপন এবং সেই মতবাদ-সংরক্ষণ-কল্পে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিতে যত্নবান্ হ'ন। শুনা যায়—শ্রীজগন্নাথদাস (উৎকল-ভাষায়) পদ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা পাঁচ অধ্যায় ভাগবত বৃদ্ধি করিয়া ফেলেন এবং তাহাতে নানাপ্রকার তত্ত্ববিরোধ ও মায়াবাদ-গন্ধ প্রবেশ করে। এমন

১। ঈশ্বরদাস-কৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত, ৬৫ অ

কি, এই সময়ে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—এই সংকীর্তন-পিতৃদ্বয়ের এবং নামাচার্য ঠাকুর শ্রীল হরিদাসের উপদিষ্ট তারকব্রহ্ম-নামের ক্রম ও গ্রহণ-প্রণালীর বিপর্যয় করিয়া স্বতন্ত্র মত প্রচার করিতে ব্যস্ত হ'ন।

আর একদিন জগন্নাথদাস নিজ-ইচ্ছায় তারকব্রহ্ম নামের ক্রমভঙ্গ করিয়া অগ্রে—"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" উচ্চারণপূর্বক পরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" এইরূপ ক্রমে নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। নামসংকীর্তন-পিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রী-মন্নিত্যানন্দপ্রভু, নামাচার্য ঠাকুর শ্রীল হরিদাস ও মহাপ্রভুর ভক্ত আচার্য-গোস্বামিগণের শাস্ত্রোক্ত নাম-গ্রহণের ক্রম—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" জগন্নাথদাসের মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন,—(রামানন্দী সম্প্রদায়ের কল্পিত বা প্রক্ষিপ্ত) কোন কোন মতে পূর্বে 'হরে রাম', পরে 'হরে কৃষ্ণ, —এইরূপ ক্রম আছে।

শ্রীজগন্নাথদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'কৃষ্ণ' ও আপনাকে 'রাধিকা' বলিয়া বর্ণন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"দাস মহাশয়, আপনি অতি বড় হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।"

দিবাকরদাস-রচিত জগন্নাথ-চরিতামৃতের তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, একদিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীজগন্নাথদাসকে তাঁহার পূর্ব-জন্মের বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে শ্রীজগন্নাথদাস বলেন,—"আপনি অন্তর্যামী, সকলই জানেন; তথাপি আমি বলিতেছি। এক সময়ে যখন আমি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান করিতেছিলাম, তখন আমি আমার প্রাপঞ্চিক অস্তিত্ব বিস্মৃত হইলাম এবং অনুভব করিতে লাগিলাম

যে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আনন্দরসে মগ্ন আছেন। শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিলেন এবং সেই হাস্য হইতেই আপনার আবির্ভাব হইল। তৎপরে শ্রীরাধাও হাস্য করিলেন। শ্রীরাধার হাস্য হইতে আমি জন্মগ্রহণ করিলাম।"—এই কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন,—"ইহা বড়ই রহস্য কথা। জগন্নাথ! তুমি শ্রীরাধার অংশ।" শ্রীচৈতন্যদেব তখন তাঁহার উত্তরীয় জগন্নাথদাসের মস্তকে বাঁধিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"তুমি এত বড় কথা বলিলে, সুতরাং আজ হইতে তুমি **'অতিবড়'** নামে খ্যাত হইবে।"[১]—এই প্রসঙ্গে দিবাকর দাস লিখিয়াছেন যে, শ্রীজগন্নাথদাসের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের উক্ত পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহার গৌড়ীয় ভক্তগণের মাৎসর্যের উদয় করাইল।

যে লোকশিক্ষক শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবল্লভভট্টের সামান্য কর্তৃত্বাভিমান স্বীকার করেন নাই; যাঁহাকে কেহ সন্ন্যাসি-বুদ্ধিতে 'নারায়ণ' বা তাঁহার স্বাভাবিক ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া 'কৃষ্ণ' বলিলে তিনি বলিয়াছেন,—"বিষ্ণু, বিষ্ণু! ইহা না কহিবা। জীবাধমে 'কৃষ্ণ' জ্ঞান কভু না করিবা॥ যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় সম। সেইত পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তা'রে যম॥"[২] প্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে ভগবান্ বলিয়া তাঁহার পাদ স্পর্শ করিলে শ্রীগৌরহরি লোকশিক্ষার্থ "বিষ্ণু, বিষ্ণু! আমি ক্ষুদ্র জীব হীন। জীবে বিষ্ণু মানি—এই অপরাধচিহ্ন॥ জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে যেই ব্রহ্মা-রুদ্র-সম। নারায়ণে মানে, তারে পাষণ্ডে গণন॥"[৩]—এইরূপ

১। আপণ শ্রীঅঙ্গ পাছোড়ি কশা বসন অঙ্গু কাড়ি॥
দাসঙ্ক শিরে বান্ধি দেলে 'অতিবড়' বোলি বোইলে॥
অতিবড় কথা কহিলে তেণু অতিবড় হোইলে॥
—জগন্নাথ-চরিতামৃত, তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২। চৈ চ ম ১৮।১১১-১৬; ৩। চৈ চ ম ২৫।৭৬-৭৭

উক্তির দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও জীবে ঈশ্বরবুদ্ধি নিরাস করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথদাসের স্বরূপশক্তির সহিত একাত্মাভিমানের প্রশংসা করিয়া তাঁহার মস্তকে শিরোপা বাঁধিয়া দিয়া 'অতিবড়' আখ্যা প্রদান করিবেন, ইহা মনোধর্মোন্মত্ত বিকৃত-মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত আজগুবি গল্প ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এইরূপ ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যদেব বা কোন শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবিৎ মহাজন যদি কাহাকেও 'অতিবড়' উপাধি প্রদানও করেন, তবে তাহা নিশ্চয়ই শ্লেষব্যঞ্জক বা বঞ্চনাকারক আখ্যাবিশেষ।

উক্ত জগন্নাথচরিতামৃতের তৃতীয় পরিচ্ছেদেরই অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, নীলাচলাগত গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মতাপ্রভুকে শ্রীজগন্নাথদাসের প্রতি 'অতিবড়' উপাধি-প্রদানকালে বিশেষভাবে বাধা দিয়াছিলেন; কারণ, জগন্নাথদাসের ঐ উপাধি প্রচারিত হইলে গৌড়ীয়গণের প্রতিষ্ঠা খর্ব হইয়া পড়িবে! যখন গৌড়ীয়গণ ঐরূপ কার্য হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বিরত করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে পুরী ত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় তাঁহারা মহাপ্রভুকেই ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন! তাঁহারা সময় সময় রথযাত্রাকালে নীলাচলে আসিতেন বটে, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপর জগন্নাথদাসের অসামান্য প্রভাব দেখিয়া ঈর্ষায় পুরীতে বেশী দিন থাকিতে পারিতেন না!

নির্মৎসর ভাগবতাগ্রগণ্য শ্রীচৈতন্যচরিতলেখকগণ জাতি-প্রদেশ-নির্বিশেষে শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদগণের গুণগৌরবই সর্বদা শতমুখে ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা ওঢ্র শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দের মহিমা কীর্তন করিতে যাইয়া অত্যন্ত শোচ্যতম বদ্ধজীবোচিত সঙ্কীর্ণ-প্রাদেশিকতা দূরে থাকুক, প্রাকৃত দেশ-কাল-পাত্রের যাবতীয় অস্মিতা অতিক্রম করিয়া সর্বত্র

ভগবৎ-সুখানুসন্ধানমূলক পরিবেশই প্রকট করিয়াছেন। তাই শ্রীশ্রী-সনাতনগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবে শ্রীচৈতন্যদেবকে **'নীলাচল-বিভূষণ'**[১] বলিয়া স্তব করিয়াছেন ; শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীস্তবমালায় শ্রীচৈতন্যাষ্টকে[২] শ্রীনীলাচলবিহারী শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার অভিলাষ করিয়াছেন ; শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ শ্রীস্তবাবলীতে[৩] শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমন্দিরস্থ শ্রীগরুড়-স্তম্ভের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত প্রেমোন্মাদী শ্রীশচী-নন্দনের আরাধনা করিয়াছেন; শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুতে[৪] শ্রীনীলাচল-বিহারী শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাকদম্বসমূহ প্রস্ফুটিত করাইয়াছেন ; শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনীতে[৫] গৌড়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-সুহ্ম-**উৎকল** দেশবাসী মহানুভবগণের আরাধ্য শ্রীশ্রীভগবৎশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-পাদপদ্মের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন ; শ্রীল-কবিকর্ণপূরগোস্বামি-পাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে[৬] শ্রীরায়-রামানন্দের মতই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত 'নিরবদ্য সিদ্ধান্ত' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন ; শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন সচল-শ্রীজগন্নাথ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীপ্রতাপরুদ্র, শ্রীকাশীমিশ্র প্রভৃতি ওঢ্র ভক্তগণের অপ্রাকৃত মহিমা খ্যাপন করিয়া পরে লিখিয়াছেন,[৭]—'যত যত উদাসীন শ্রীচৈতন্যদাস। সবে করিলেন

১। শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব, ১০৪ সংখ্যা (শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামি-সংস্করণ)

২। শ্রীশ্রীস্তবমালায় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবস্য প্রথমাষ্টকম্, ৩-৮ শ্লোক (শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামি-সংস্করণ)।

৩। শ্রীশ্রীস্তবাবলীতে শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্, ৬-৮ শ্লোক (ঐ)

৪। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু, ৪-১০ শ্লোক (ঐ)

৫। তত্ত্বসন্দর্ভীয়-সর্বসম্বাদিনী (ব সা প সং, ৩ পৃষ্ঠা)

৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, ৮।১ (নির্ণয়সাগর, ২য় সং)

৭। শ্রীচৈতন্যভাগবত, অ ৫।২১৫ (শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সংস্করণ)

আসি' নীলাচলে বাস ॥" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীরামরায়, দেউলকরণ শ্রীশিখি মাহিতি ও তাঁহার ভগিনী শ্রীমাধবীদেবীকে শ্রী-রাধার গণে গণিত করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ নিত্য পার্ষদরূপে বর্ণন করিয়াছেন ; শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংলাপ বিবৃত করিয়া বৈষ্ণবসাহিত্যে অপ্রাকৃত রসামৃতসিন্ধুর গুপ্তনিধিসমূহ আবিষ্কার করিয়াছেন ; শ্রীভবানন্দ রায়কে শ্রীপাণ্ডু, তাঁহার পত্নীকে শ্রীকুন্তী ও তাঁহার পঞ্চ পুত্রকে পঞ্চ পাণ্ডবরূপে গণনা, শ্রীকানাঞি খুঁটিয়াকে শ্রীনন্দ ও শ্রীজগন্নাথ মহান্তিকে যশোমতীর আবেশাবতাররূপে অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরির নিত্য-লীলাসঙ্গী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ; মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র, শ্রীকাশী-মিশ্র, সুবর্ণ-বেত্রধারী শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীতুলসী পড়িছা, শ্রীজগন্নাথসেবক শ্রীজনার্দন, শ্রীহরিচন্দন মহাপাত্র, শ্রীমুরারি মাহিতি, মহাশোয়ার শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র, ওঢ্র শ্রীশিবানন্দ, ওঢ্র শ্রীকৃষ্ণানন্দ, শ্রীপরমানন্দ-মহাপাত্র, শ্রীসিংহেশ্বর, শ্রীচন্দনেশ্বর, শ্রীস্বপ্নেশ্বর প্রভৃতি ওঢ্র ভক্তগণকে 'শ্রী-ক্ষেত্রের ভূষণস্বরূপ' শ্রীচৈতন্যপার্ষদরূপে বর্ণন করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই।[১] এমন কি, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীজগন্নাথের দর্শন-ব্যাকুলা জনৈকা ওঢ্র-স্ত্রীর গরুড়স্তম্ভের উপরে ও শ্রীগৌরসুন্দরের স্কন্ধে পদার্পণপূর্বক ভগবদ্দর্শনের আর্তিকেও সর্বান্তঃকরণে বহুমানন করিয়াছেন।[২] প্রাকৃত-প্রতিষ্ঠারূপা বেশ্যা-চণ্ডালিনী যাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মনখচ্ছটার সমীপস্থ হইতে কোনও দিন সাহসিনী নহে, সেই নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরপার্ষদগণ 'অতিবড়ী' জগন্নাথদাসের তথাকথিত প্রতিষ্ঠার (?) প্রতি মৎসর হইয়া মহাপ্রভু ও নীলাচলধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য হইলে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রী-

১। চৈ চ ম ১০।৪১-৬১

২। ঐ, অ ১৪।২৪-৩০

বৃন্দাবন এইরূপ লিখিতেন না।[১]—"প্রতাপরুদ্রের প্রভু-সহিত দর্শন। ইহা যে শুনয়ে তা'রে মিলে প্রেমধন॥ নীলাচলে জন্মিলা যতেক অনুচর। সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর॥ পরমানন্দ মহাপাত্র মহাশয়। যাঁ'র তনু শ্রীচৈতন্যভক্তিরসময়॥ কাশীমিশ্র পরম-বিহ্বল কৃষ্ণ-রসে। আপনে রহিলা প্রভু যাঁহার আবাসে॥ এই মত প্রভু সর্ব ভৃত্য করি' সঙ্গে। নিরবধি গোঙায়েন সংকীর্তন-রঙ্গে॥ যত যত উদাসীন শ্রীচৈতন্য-দাস। সবে করিলেন আসি' নীলাচলে বাস॥" শ্রীগৌরহরির সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়া শ্রীনবদ্বীপ হইতে শ্রীনীলাচলে বিজয়ের পরে শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামিপাদ শ্রীধাম-নবদ্বীপে না থাকিয়া পুরীতেই শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার মর্মী ভক্তরূপে চিরকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার কখনও ভৌম শ্রীবৃন্দাবনগমন-বার্তার কথা কোথায়ও পাওয়া যায় না। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের শিষ্য শ্রীগোবিন্দ শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় নিত্যকাল শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থানপূর্বক শ্রীগৌর-হরির সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীপরমানন্দ পুরীপাদ প্রভৃতি গুরুবর্গ, শ্রীনামাচার্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি আচার্যবৃন্দ চিরকাল নীলাচলেই বাস করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্বামিপাদ, শ্রী-ভট্টাচার্য সার্বভৌম—ইঁহারা শ্রীক্ষেত্র-সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক শ্রীগৌরহরির সেবার্থ নিত্য শ্রীনীলাচলেই অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপাদি গোস্বামিপাদবৃন্দ শ্রীগৌরহরির আদিষ্ট (১) ব্রজমণ্ডলের লুপ্ত-তীর্থাদি উদ্ধার ও লীলাস্থান-নিরূপণ, (২) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহ-প্রকটন, (৩) শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-স্থাপন ও (৪) বৈষ্ণবস্মৃতি-সঙ্কলন ও বৈষ্ণব-সদাচার প্রবর্তন সেবাচতুষ্টয়-সাধনার্থ **'প্রভুদত্ত দেশ'**[২] শ্রীধাম বৃন্দাবনে

১। চৈ ভা অ ৫।২০৮-১০, ২১২-১৫

২। চৈ চ অ ৪।১৪৪, ২১৭

বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা জগন্নাথদাসের 'অতিবড়' উপাধির প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া মহাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া বাস করিয়াছিলেন, এইরূপ উক্তি অতি সঙ্কীর্ণ মৎসর, প্রাকৃত উন্মত্ত-মস্তিষ্কের অতি নীচ প্রলাপ ব্যতীত আর কি ?

অতিবড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত অন্য এক প্রকার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীজগন্নাথদাস উৎকলপদ্যবন্ধে ভাগবতপুরাণের গীতি রচনা করিয়া সেই সকল গীতি উৎকল দেশের গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়াইতে থাকেন। তাহাতেই সর্বসাধারণ বিশেষ মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন। শ্রীজগন্নাথ-দাস যখন নানা রঙ্গে-ভঙ্গে সঙ্গীতের তরঙ্গ উঠাইয়া পথ দিয়া চলিতে থাকিতেন, তখন বড় বড় ঘরের রমণীকুলও পিকনিন্দিত-কণ্ঠস্বর ও ভাব বিমণ্ডিত অভিনয়ে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে কত আদর-অভ্যর্থনার সহিত অন্দরমহলে লইয়া যাইতেন এবং সকলেই তাঁহাকে বেষ্টনকরিয়াতাঁহার গীতাভিনয় শ্রবণ-দর্শন করিতেন। ললনাগণ অর্থ, বসন, ভূষণ প্রভৃতি শ্রীজগন্নাথদাসের পদপ্রান্তে উপহার প্রদান করিয়া বলিতেন,—"ওগো, তুমি প্রত্যহ একটিবার করিয়া আমাদিগের আবাসে আসিয়া তোমার সুধাসুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়া যাইও।" কেহ বা শ্রীজগন্নাথদাসকে নানাভাবে সেবা করিবার জন্য ব্যাকুলিতা হইতেন। কোন রমণী বা কেশদাম-দ্বারা শ্রীজগন্নাথদাসের পদদ্বয় ব্যজন করিতেন। কেহ সঙ্গীত-শ্রবণে ভাবে গড়াগড়ি যাইতেন। অভিভাবকগণ রমণীগণের ঐরূপ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হইয়া ঐ-সকল কথা মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কর্ণ-গোচর করিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীজগন্নাথদাসকে ধরিয়া আনিবার জন্য দূতগণের প্রতি আদেশ দিলেন। শ্রীজগন্নাথদাস ধৃত হইয়া শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীজগন্নাথদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিহে জগন্নাথদাস! তুমি নাকি রমণী-সমাজে

নানাপ্রকার ভাব-ভঙ্গী ও অভিনয়াদি প্রদর্শন করিয়া গান গাহিয়া বেড়াও এবং তাহাদের সহিত যথেচ্ছভাবে মেলামেশা কর ?" রাজার বাক্যের প্রত্যুত্তরে জগন্নাথদাস বলিলেন,—"মহারাজ ! আমাকে যে-কেহ ডাকেন, আমি তাঁহারই নিকট যাই ; আমার স্ত্রী-পুরুষে ভেদ-জ্ঞান নাই।" মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র জগন্নাথদাসের এই উক্তিতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, বরং তাঁহার পূর্বের অনুমান আরও দৃঢ় হইল। তিনি অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথদাসকে প্রহরিগণের দ্বারা কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ইহাতে রমণী-সমাজের কেহ কেহ অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়া অন্ন-জল পরিত্যাগ করিলেন। কেহ কেহ আত্মহত্যা করিবেন বলিয়া মহারাজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কিংবদন্তী যে, এক-দিন শ্রীজগন্নাথদাস স্ত্রী-মূর্তিতে পরিণত হইয়া কোন কোন রাজপুরুষের সাহায্যে কারাগৃহ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এখনও শ্রীপুরুষোত্তমে লোকমুখে প্রচারিত যে, শ্রীজগন্নাথদাস কারাগৃহ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রকৃতিস্বরূপ প্রদর্শন করায় ভাগবত-সমাজের নিকট অত্যন্ত নিন্দিত হইয়াছিলেন। কারণ, যাহা স্বরূপসিদ্ধদেহ, তাহা অত্যন্ত গোপনীয়-ভাবে রক্ষা করাই ভজনকারীর ধর্ম। সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম বস্তুকে প্রাকৃত স্বার্থের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা কখনও প্রেমিক ভক্তের আচরণ নহে। এই আচরণের জন্য তিনি 'অতিবড়ী' অর্থাৎ শ্রীভগবান্ শ্রীভাগবত হইতেও অধিক বাড়িয়া গিয়াছেন, এইরূপ শ্লেষব্যঞ্জক উপাধি লাভ করেন।

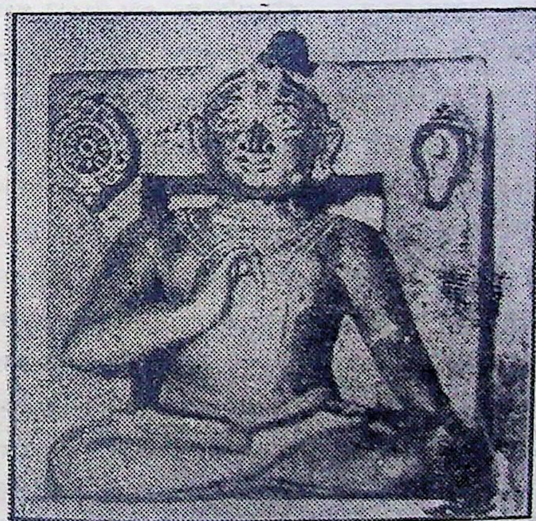
কথিত হয় যে, অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথদাস এক সময়ে শতশিষ্যপরি-বেষ্টিত 'ব্রহ্মানন্দ'-নামক জনৈক মায়াবাদী সন্ন্যাসীকে নীলাচলে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব জগন্নাথদাসকে শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরের বায়ুকোণে এবং শ্রীমার্কণ্ডেয়-তীর্থের অনতিদূরে দক্ষিণে একটি আবাস

নির্মাণ করাইয়া দেন। বর্তমানে সেই স্থানই 'বড় ওড়িয়া-মঠ' নামে বিখ্যাত। কেহ কেহ বলেন,—শ্রীপ্রতাপরুদ্র অতিবড়ী জগন্নাথদাসের আচার-দর্শনে রুষ্ট হইয়া রাজপ্রদত্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে আদেশ করেন। তাহাতে জগন্নাথদাস সমুদ্র-তীরে যেখানে সমুদ্রের তরঙ্গ প্রবাহিত হইত, সেইস্থানে নিজ আবাসস্থান নির্মাণ করিবার ইচ্ছা করেন এবং যোগৈশ্বর্য-বলে সমুদ্র-লহরী সাতস্তর পরিমাণ দূরে অপসারিত করিয়া সেইস্থানে বাস করেন। কেহ কেহ বলেন,—সমুদ্রের লহরীকে সাতস্তর পরিমাণ দূরে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, জগন্নাথদাস, বিচার করিয়াছিলেন যে, তিনি মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রদত্ত বা অধিকৃত কোন স্থানেই আর বাস করিবেন না, সমুদ্রপ্রদত্ত স্থানে তাঁহার বাসস্থান নির্মাণ করিবেন। বর্তমানে এই স্থান **'সাত-লহরী-মঠ'** নামে বিখ্যাত। এই মঠ সমুদ্রকূলে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধির অনতিদূরে অবস্থিত। কয়েক বৎসর পূর্বে একটি ক্ষুদ্র ভগ্নপ্রায় মন্দিরে অতিবড়ী জগন্নাথদাসের সমাধি এবং তদুপরি জগন্নাথদাসের প্রস্তরনির্মিত একটি মূর্তি বিরাজমান ছিল। অতিবড়ীগণের মধ্যে অনেকে বলেন,—শ্রীজগন্নাথদাসের সমাধিপ্রদানের দ্বাদশ দিবসে ঐ মূর্তি স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়াছিল; কিন্তু সাতলহরীমঠের পূজক-সম্প্রদায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গিয়াছে যে, ঐ মূর্তি অধিক-দিন স্থাপিত হয় নাই। বর্তমানে ঐ মঠের মূর্তি অপহৃত হইয়াছে এবং মঠের অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায়। উহা রংতারাম উদাসীন ব্যক্তিগণের সাময়িক বাসস্থান ও কুক্কুরাদি জন্তুর আশ্রয়স্থান হইয়া পড়িয়াছে।

অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথদাস ১৬জন প্রধান শিষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া 'জগন্নাথ-চরিতামৃত'-নামক পুস্তকে[১] উল্লেখ আছে,—

১। জগন্নাথ-চরিতামৃত, ১অ, ৬ষ্ঠ শ্লোক

উদ্ধবো রামচন্দ্রশ্চ গোপীনাথশ্চ শ্রীহরিঃ।
নন্দনী বামনী গৌরা গোপালাখণ্ডলস্তথা॥
জনার্দনপতিঃ কৃষ্ণদাসশ্চ বনমালিকঃ।
গোবর্ধনস্তথা কাহ্নুখুন্টিকা ন ক্রমং বদেৎ।
পুনঃ শিষ্যো জগন্নাথদাসশ্চ মধুসূদনঃ॥



অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথদাস
(সাতলহরী-মঠে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি হইতে)

(১) উদ্ধব, (২) রামচন্দ্র, (৩) গোপীনাথ, (৪) হরিদাস, (৫) নন্দনী আচার্য, (৬) বামনী মহাপাত্র, (৭) শ্রীমতী গৌরা, (৮) গোপালদাস, (৯) আখণ্ডল-মেকাপ, (১০) জনার্দনপতি, (১১) কৃষ্ণদাস, (১২) বনমালি-

দাস, (১৩) গোবর্ধনদাস, (১৪) কাহ্নুখুঁটিয়া[১], (১৫) জগন্নাথদাস ও (১৬) মধুসূদনদাস—এই ষোলজন অতিবড়ী জগন্নাথদাস মহাশয়ের প্রধান শিষ্য।

অতিবড়ী সম্প্রদায়ের কোন কোন বিবরণ হইতে জানা যায়,—শ্রীজগন্নাথদাস সমুদ্রের তীরবর্তী সাতলহরী-মঠে তাঁহার ৬০ বৎসর-বয়ঃক্রমকাল পর্যন্ত অবস্থান করিবার পর একদিন তাঁহার সমস্ত শিষ্য ও ভক্তকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য হরিদাসকে নিজ কাষ্ঠপাদুকাদ্বয় প্রদানপূর্বক বলিয়াছিলেন,—"ইহা পীঠোপরি অধিকারিস্বরূপে স্থাপন কর।" ইহা বলিয়া তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া দেহত্যাগ করেন। মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমীতে তিনি স্বধামে গমন করেন। অতিবড়ী জগন্নাথদাসের ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথদাসের দেহকে সেই সমুদ্র-তীরবর্তি-মঠেই (সাতলহরী-মঠে) সমাহিত করিয়াছিলেন। এই মঠ এখন কটক-জেলার তেলিয়াপাড়ার করণ-কুলোদ্ভূত মহান্তের অধীনে আছে ; কিন্তু তাঁহারা ঐ মঠের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন।

শ্রীজগন্নাথদাসের ১৬ জন শিষ্যের অন্যতম শ্রীগোপীনাথদাস এই মঠের অধিকারী হইলেন। শ্রীগোপীনাথদাসের শিষ্য মাধবানন্দদাস,

---

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১৫।১৯, ২৯ পয়ারে 'কানাঞি খুটিয়া'র নামোল্লেখ আছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদ এবং শ্রীনন্দোৎসবদিনে শ্রীগৌরহরির গোপ-বেশে ভক্তসহ ব্রজলীলাভিনয়-কালে নন্দবেশ-ধারণ ও নন্দোৎসব উপলক্ষে ধন বিতরণ করিতেন। অভিন্ন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি পিতৃজ্ঞানে কানাঞি খুটিয়াকে নমস্কার করিতেন (চৈ চ ম ১৫।৩০)। এই কানাঞি খুটিয়াই কি অতিবড়ী সম্প্রদায়ের দিবাকরদাসের কথিত জগন্নাথদাসের অন্যতম প্রধান শিষ্য? শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ অতিবড়ী জগন্নাথদাসের নাম পর্যন্ত করেন নাই, অথচ তাঁহার শিষ্য কে (?) শ্রীনন্দের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগৌরপার্ষদ ও লীলাসঙ্গিরূপে বর্ণনা করিলেন, ইহাই বা কিরূপ? এই সকল তথ্য অতি স্পষ্টভাবেই জগন্নাথ-চরিত-লেখক দিবাকরদাসের মাৎসর্যময়ী অভিসন্ধির মূল উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে।

মাধবানন্দের শিষ্য মুরারি, মাধবানন্দের অপর এক শিষ্যের নাম—দ্বারিকাবল্লভ-দাস ; ইনি ছোট ওড়িয়া-মঠের স্থাপয়িতা ও প্রথম অধিকারী। এই মঠের জনৈক শিষ্য চতুর্ভুজদাস উড়িষ্যার বহু লোককে অতিবড়ী করিয়াছিলেন। মুরারির শিষ্য রামকৃষ্ণদাস, রামকৃষ্ণের শিষ্য পুরুষোত্তমদাস, বংশীধর-দাসের শিষ্য নীলাদ্রি-দাস, নীলাদ্রি দাসের শিষ্য রাসবিহারী দাস, রাসবিহারী দাসের শিষ্য রামকৃষ্ণ দাস রামকৃষ্ণ দাসের শিষ্য বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীবৃন্দাবন দাস। বড় ওড়িয়া-মঠের সেবার জন্য রাজপ্রদত্ত প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের লাখরাজ সম্পত্তি আছে, শুনিতে পাওয়া যায়।

অতিবড়ী জগন্নাথদাসের নামে প্রচারিত কতকগুলি পুস্তক উৎকলের বিভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হয়। শ্রীজগন্নাথদাসের উৎকল-ভাষায় শ্রীভাগবতের পদ্যানুবাদই বিশেষ প্রসিদ্ধ। মেদিনীপুর-জেলার কাঁথি হইতে ইহা বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত (১) ষোলচৌপদী, (২) শৈবাগম-ভাগবত, (৩) গুণ্ডিচাবিজে, (৪) সৎসঙ্গবর্ণনা, (৫) গোলোকসারোদ্ধার-নামক কয়েকটি উৎকল-ভাষায় লিখিত পুস্তক শ্রীজগন্নাথদাসের রচিত বলিয়া অতিবড়াগণ বলিয়া থাকেন। সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি পুস্তকও জগন্নাথদাসের নামে আরোপিত হয়।

মঠের একটি প্রকোষ্ঠে ওড়িয়া-মঠের গুরুপরম্পরা ও প্রত্যেক মহান্তের চিত্রপট নিম্নে তাঁহাদের নামের সহিত ক্রমানুসারে সজ্জিত আছেন। সেই প্রকোষ্ঠে অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথদাসের গাদী বা আসন রহিয়াছে। ওড়িয়া-মঠে এইরূপ গুরুপরম্পরা লিখিত আছে,—**শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীহৃদয়ানন্দ পণ্ডিত, শ্রীবলরামদাস, অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথদাস,** অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণদাস, শ্রীমুরারিদাস গোস্বামী, শ্রীপুরুষোত্তমদাস গোস্বামী, শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামী, শ্রীমাধবানন্দদাস

গোস্বামী, শ্রীশ্রীনাথদাস গোস্বামী, শ্রীবংশীধরদাস গোস্বামী, শ্রীশ্যামাচরণদাস গোস্বামী, শ্রীনীলাদ্রিদাস গোস্বামী, শ্রীরাসবিহারীদাস গোস্বামী, শ্রীরামকৃষ্ণদাস গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবনদাস গোস্বামী (বর্তমান মহান্ত)।

শ্রীহৃদয়ানন্দপ্রভুর শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলা দর্শন করেন নাই। অতিবড়ীগণের গুরুপরম্পরানুসারে শ্রীবলরামদাস শ্রীহৃদয়ানন্দের শিষ্য অর্থাৎ শ্রীশ্যামানন্দের গুরুভ্রাতা হইলে সেই শ্রীবলরামদাসের শিষ্য অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথদাস কি করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন আশা করা যায় ?

শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু বা শ্রীশ্যামানন্দের সমসাময়িক শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়—ইঁহারা কেহই শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের প্রকট-লীলা দর্শন করেন নাই ; সুতরাং অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথদাস যে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিজের গোপী-স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন প্রভৃতি উক্তি আছে, তাহার সঙ্গতি কিরূপে হয় ? কটক হইতে প্রকাশিত ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ তারিখের 'নিউ ওড়িষা' (New Orissa) নামক একটি ইংরেজী দৈনিক-পত্রে 'অতিবড়ী জগন্নাথদাস'-শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীআর্তবল্লভ মহান্তি লিখিয়াছেন,—

Mahapurush *Jagannath Das* was a **personal friend of Chaitanya.** It is written in *Dibakar Das's Jagannath-Charitamrut* that *Gaudiya Baishnavas* did not like that *Chaitanya* should hold *Jagannath Das*, the *Oriya Brahmin* Saint, in high esteem. It was at their insistence that *Chaitanya* asked *Balaram Das* to formally initiate *Jagannath Das,* though as a perfect being he required no formal initiation. After that, when they saw *Chaitanya* still loving *Jagannath Das* and addressing him all the while as '*Atibadi*', the *Gaudiya Baishnavas* had in a rage to leave Puri and go back to Bengal. They

stayed for some time at Jajpur *Chaitanya* went there to bring them back, but, to their surprise, they found *Jagannath Das* accompanying *Chaitanya*. They were so arrogant that they did not listen to Lord *Chaitanya* and had to go to *Banabishnupur* and from there to *Brindaban*. It is a pity that there is no mention of the names of *Jagannath Das* and other four *Mahapurushas in Chaitanya Charitamrut* by *Krishna Das Kabiraj*, *Chaitanya Bhagabat* by *Brindaban Das* and *Chaitanya Mangal* by *Lochan Das*. They were all Bengali Baishnavas. The Gaudiya Baishnavas go so far as to say that Jagannath Das was a 'Mayabadi' and was driven out by Chaitanya Chandra from his fold.

অধ্যাপক মহান্তি মহাশয়ের উক্তিগুলির মধ্যে যে অত্যন্ত প্রাকৃত প্রাদেশিকতা-জাত মাৎসর্যের উদ্গার ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সুধীগণ বেশ উপলব্ধি করিতে পারিবেন; ঐতিহাসিক সঙ্গতির দিক্ হইতেও অতিবড়ী-মঠেরই স্বীকৃত গুরুপরম্পরানুসারে মহান্তি মহাশয়ের উক্তিগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতিবড়ী জগন্নাথদাস মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে পঞ্চম অধস্তনের অন্যতম হইয়া শ্রীনীলাচলে কিরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন? অতিবড়ী-সম্প্রদায়ের বিবরণানুসারে শ্রীজগন্নাথদাস যদি ১৪১২ শকাব্দায় আবির্ভূত হইয়া থাকেন অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে মাত্র ৪।৫ বৎসরের কনিষ্ঠ হইয়া থাকেন, তবে তিনি কিরূপেই বা পঞ্চম অধস্তনরূপে পরিগণিত হন? অতিবড়ীগণের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, শ্রীদেবকীনন্দনদাসের ভণিতায় রচিত 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় ওড়িয়া শ্রীবলরামদাস ও 'সঙ্গীত-পণ্ডিত' শ্রীজগন্নাথদাসের নামোল্লেখ আছে; সুতরাং তিনি গৌরপার্ষদ মধ্যে গণিত! 'শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠে'র মহান্ত বলেন যে, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর হইতে 'শ্রীসিদ্ধ-বকুল-মঠের যে

গুরুপরম্পরা আছে, তাহাতে সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অনুগত ছিলেন, জানা যায়। এই মহাত্মাই 'সিদ্ধবকুল-মঠে' ষড়্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্তি ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীমূর্তি স্থাপন করেন। পূর্বোক্ত 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় যে 'সঙ্গীত-পণ্ডিত' শ্রীজগন্নাথদাসের নাম আছে, তাহা যে এই সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস নহেন, তাহা কে বলিতে পারেন? সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যানুসারে এই শ্রীজগন্নাথদাস সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে কীর্তন করিতেন।

অধ্যাপক মহান্তি মহাশয়ের অন্যান্য যুক্তিগুলি এত অসার যে, তাহা উদ্ধার-মাত্রই সুধীগণের নিকট আত্মঘাতী বলিয়া বিবেচিত হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বা শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর কাল্পনিক ইতিহাস প্রস্তুত করিয়া অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথদাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক করিতে পারেন না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বা শ্রীচৈতন্যচরিতলেখকগণ শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভিন্ন-মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের নাম করিয়াছেন, যথা—'শ্রীবল্লভভট্ট' 'দিগ্‌বিজয়ী কেশব-কাশ্মিরী', কাব্যপ্রকাশের অধ্যাপক 'রামদাস বিশ্বাস', 'মুকুন্দ সরস্বতী', 'প্রকাশানন্দ সরস্বতী' প্রভৃতি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক শ্রীবল্লভাচার্য, রামদাস, দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত, ব্রহ্মানন্দ-ভারতী, রামচন্দ্র পুরী, প্রকাশানন্দ সরস্বতী—কাহারও সম্বন্ধেই নিরপেক্ষ সত্যকথা বলিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই। দিবাকরদাসের 'জগন্নাথ-চরিতামৃতে' যদি ঐতিহাসিক ভুল থাকে, তবে তাহার প্রমাণের দ্বারা বাস্তবসত্যের পরিবর্তন হইবে না। অনেক নিরপেক্ষ সজ্জন উৎকলবাসী স্বীকার করিয়াছেন যে, জগন্নাথদাসের শ্রীভাগবত-পদ্যানুবাদের মধ্যে বহুস্থানে মায়াবাদগন্ধ আছে। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীল কবিরাজগোস্বামী না হয় অধ্যাপক মহান্তির

মতে 'বাঙ্গালী' (?) বলিয়া ঈর্ষায় 'ওড়িয়া মহাপুরুষে'র নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নাই, কিন্তু এতবড় প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের নাম কবিভূপতি শ্রীরায়রামানন্দ প্রভু, স্বয়ং শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব, শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী, শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী, উৎকল-কবি শ্রীগোবিন্দদেব ও উৎকলবাসী অন্যান্য শ্রীগৌরপদানুগ মহাজনগণ কেহই করিলেন না কেন? শ্রীচৈতন্যচরিতলেখক শ্রীমৎপুরীদাস কবিকর্ণপুর গোস্বামিপ্রভুই বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'অতিবড়' বন্ধুর সম্বন্ধে নীরব কেন? ইহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীজগন্নাথদাসের দেখাই হয় নাই এবং এই ঐতিহাসিক সত্য বড় ওড়িয়া-মঠের গুরুপরম্পরা মধ্য দিয়াও প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথদাসের শিষ্যসম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রদত্ত খেতাবটি (যদি তাঁহাদের কথাই ধরা যায়) গ্রহণ করিলেন, আর তাঁহার শিক্ষায় যে সকল কথা আছে, তাহা গ্রহণ করিলেন না কেন?

'মহৎ'-শব্দ কোন কোন স্থানে প্রয়োগ করিলে বিপরীত অর্থও হয়।* গুরুর উপর গুরুগিরি নিন্দা বলিয়াই কথিত হয়। অসমোর্দ্ধ্ব শ্রীভগবান্ হইতে যাহা বড়, তাহা মায়া। শ্রীচৈতন্যদেব যদি কাহাকেও 'অতি-বড়' বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঔদ্ধত্য বা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাকেই 'অতি-বড় হওয়া' বলিয়াছেন। "সর্বোত্তম আপনাকে মানে তৃণাধম"—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। দৈন্যমূর্তি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীহরিদাস-ঠাকুর তথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয় প্রভৃতি গৌড়ীয়-গুরুগণ সর্বোত্তম হইয়াও আপনাদিগকে 'অতিনীচ', 'পতিত', 'অস্পৃশ্য', 'অদৃশ্য', 'পামর', 'পুরীষের কীট হইতে লঘিষ্ঠ', জগাই

---

* 'শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে।
যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে॥'

মাধাই হইতে পাপিষ্ঠ', 'অধম', 'চণ্ডাল' প্রভৃতি বলিয়া দৈন্যোক্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখনই তাঁহাদিগকে মান দান করিতেন, তখনই তাঁহারা হৃদয়বিদারক দৈন্য প্রকট করিতেন, কিন্তু যদি অতিবড়ী সম্প্রদায়ের গল্পগুলি বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের অধিনায়ককে প্রতিষ্ঠালোলুপ ব্যক্তিরূপেই দেখিতে হয়। তিনি অতি-বড়'-খেতাবকে বহুমানন করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট নিজের গোপীস্বরূপ দেখাইয়া নিজের সাধুত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন —এই সকল কথা কখনও বিশ্বাসযোগ্য নহে ; যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে শ্রীজগন্নাথদাসের মহত্ত্বের হ্রাস হয়।

'অতি-বড়' খেতাবটি যে জড়প্রতিষ্ঠা ভিক্ষুক দাম্ভিক ব্যক্তিগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রদত্ত হইত, তাহার সাক্ষ্য বহুস্থানে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের অতিবড়ী রূপ-কবিরাজের নাম অনেকেই জানেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্যপ্রভুর আত্মজা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী এই রূপ-কবিরাজের গলার মালা ছিড়িয়া দিয়া 'অতিবড়ী'-খেতাব দিয়াছিলেন। ইহার পর রূপ-কবিরাজের এক-কণ্ঠী মালা হয়। অতিবড়ী-জগন্নাথ-সম্প্রদায়েও এতাবৎকাল এক-কণ্ঠী মালা ছিল। ইঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গণের অনুকরণে মাত্র কিছুদিন হইল দুই-কণ্ঠী মালা গ্রহণ করিতেছেন। ইহাও ঐতিহাসিক সত্য যে, অতিবড়ী-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ প্রাচীনকাল হইতে পুরীর প্রাচীন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠসমূহে অপাংক্তেয়রূপে গণিত আছেন। যাঁহাদের সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে পর্যন্ত শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজন নিষিদ্ধ আছে, তাঁহারা যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কত বড় বন্ধু, তাহা আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। অধ্যাপক মহান্তি-মহাশয় মহামহনীয় নির্মৎসর গৌড়ীয়-গুরুবর্গের প্রতি অসংযত উক্তি না করিলে অতিবড়ী-সম্প্রদায়ের এই সকল ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল না।

বড় ওড়িয়া-মঠে আর একটি বিষয় লক্ষিতব্য যে, তথায় ষড়্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তি মূলমন্দির হইতে বাহিরে শ্রীজগমোহনে রক্ষিত আছেন, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত সমসিংহাসনে স্থাপিত নাই। পুরীর প্রত্যেক মঠেই দেখা যায়, গুরু বা ভক্তস্থানীয় ব্যক্তির শ্রীমূর্তি ঐরূপভাবে শ্রীজগমোহনে রক্ষিত হন। উদাহরণস্বরূপে শ্রীরাধাকান্ত-মঠ, শ্রীসিদ্ধবকুল মঠ প্রভৃতি মঠে শ্রীজগমোহনস্থ শ্রীগোপালগুরুর শ্রীমূর্তি বা শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শ্রীমূর্তির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠে সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথদাসের প্রতিষ্ঠিত ষড়্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সমসিংহাসনেই আছেন। 'পুরুণা-সহর'-মঠে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরমূর্তি শ্রীরাধাগোবিন্দের সম-আসনেই আছেন।

২। কলিতিলক-মঠ

কেহ কেহ বলেন,—এই মঠটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায় হইতে পরিত্যক্ত শ্রীরূপ-কবিরাজ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহা পুরীর মার্কণ্ডেশ্বরসাহি-পল্লীতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এই মঠটি এককালে যে সমৃদ্ধিমান্ ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এখনও মঠের যথেষ্ট ভূসম্পত্তি আছে। মঠের শেষ মহান্ত সদানন্দদাস, কিছুকাল হইল, দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি শ্যামচরণদাসের শিষ্য ছিলেন। বর্তমানে এক বৃদ্ধা মাতাজী ও এক পূজারী এখানে আছেন। তাঁহারা বলিলেন,—পুরী-জেলার বাণপুরে 'সিংহেশ্বর-মঠ' নামে এক মঠ আছে; কলিতিলক-মঠ তাহারই শাখামঠ। এই মঠ প্রাচীন বলিয়াই মনে হইল। একটি প্রকোষ্ঠে মহান্ত সদানন্দদাস হইতে উর্ধ্বতন পঞ্চদশ মহান্তের ১৫টি অস্থি-সমাধি ক্রমানুসারে সজ্জিত আছে। কিন্তু পূজারী বা মাতাজী উর্ধ্বতন এই পুরুষের উপরে আর কাহারও নাম বলিতে

পারিলেন না। ইঁহাদের গুরুপরম্পরা ও সিদ্ধ-প্রণালী বাণপুরে আছে, জানাইলেন।

একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে ধাতুময়ী শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-শ্রীমূর্তি, শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন ও শ্রীশালগ্রাম আছেন।

৩। বলভদ্রী-আখড়া

পুরীর সর্বত্রই উদাসীন সাধু-বৈষ্ণবের আসন ও তৎসংলগ্ন শ্রীমন্দির-সমূহ 'মঠ' নামে পরিচিত। কিন্তু মার্কণ্ডেয়-সরোবরের উত্তর-পশ্চিম-তীরে 'বলভদ্রী আখড়া' নামে একটি প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় ব্যক্তিগণের ও এই আখড়ার বর্তমান মহান্তের অভিমত এই যে, ভজন-পূজন অপেক্ষা ইঁহাদের বিশেষ কার্য—বৈষ্ণবগণকে অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ও বিধর্মি-সম্প্রদায়ের স্থূল আক্রমণ হইতে স্থূলভাবে রক্ষা করা। এইজন্য ইহা 'মঠ' নামে অভিহিত না হইয়া 'আখড়া' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই আখড়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহারা বলেন যে, মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের কোন এক ব্যক্তি বহুপূর্বে বৈষ্ণব-মত ধ্বংস (?) করিবার জন্য বৈষ্ণবগণের পুঁথিপত্র, মঠ-মন্দিরাদি বিনষ্ট ও দূষিত এবং প্রত্যহ বৈষ্ণব-চিহ্নধারী অন্ততঃ একটি ব্যক্তিকে হত্যা না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। যদি কোনদিন দেহধারী বৈষ্ণব পাওয়া না যাইত, সেইদিন চিহ্নধারী বৈষ্ণবের মূর্তি গড়িয়া ঐ মূর্তিকে দগ্ধ করিত। ঐ পাষণ্ডী ব্যক্তির ঔদ্ধত্য সমূলে বিনাশ এবং বৈষ্ণবগণের দৈহিক রক্ষার জন্য বলভদ্রী আখড়ার সৃষ্টি হয়। শ্রীবৃন্দাবন, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানেও ঐরূপ আখড়া আছে। ইহারা সাধারণতঃ আপনাদিগকে 'গৌড়ীয়-জমায়েৎ' বলিয়া পরিচয় দেন। ইহারা শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীমধ্বাচার্যের পদচিহ্ন তাঁহাদের আখড়ায় স্থাপন করেন। ইহারা দৈহিকবলের বিশেষ চর্চা করেন। পুরীর

বলভদ্রী আখড়ায় বীর-হনূমানের মূর্তি, পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীগোপাল-মূর্তি আছেন। বর্তমান মহান্ত শ্রীরামদাসজী আপনাকে শ্রীবক্রেশ্বর-পরিবারভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। যে-কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্যক্তি এই মঠের মহান্ত হইতে পারেন। পুরীর সমস্ত বৈষ্ণবমঠের মহান্তগণ যখন যাঁহাকে মহান্ত বলিয়া স্থাপন করেন, তখনই তিনি মহান্ত-পদ লাভ করেন। পুরীর 'বলভদ্রী আখড়া'য় শ্রীমধ্বাচার্যের চরণ-চিহ্ন আছে। বিভিন্ন স্থান হইতে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বি-ব্যক্তিগণ এখানে আসিয়া চারিপ্রকার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রণালী-অনুসারে পূজাদি করিতে পারেন। পুরীর সমস্ত মঠের মহান্তগণের সাহায্যে এই মঠের খরচ-নির্বাহ হয়। পূর্বে এই আখড়ার জমিদারীর আয় প্রায় এগার হাজার টাকা ছিল। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে এই গাদীর দুইজন মহান্তের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমায় সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট ও আখড়ার বাস্তু-ভিটা বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। পরে পুরীর সমস্ত মঠের মহান্তগণের সাহায্যে আখড়ার বাস্তুভিটার উদ্ধার হইয়াছে; বর্তমানে আখড়ার কোন নিজস্ব-সম্পত্তি নাই।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পুরীর আখড়া-সম্বন্ধে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'Tajpore'-নামক ইংরেজী সংবাদপত্রে বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছিলেন। তাহা হইতেও জানা যায় যে, কতিপয় আখড়া অবিমিশ্র পরমার্থ-স্থানের পরিবর্তে দৈহিকচর্চা প্রভৃতির স্থানেই পর্যবসিত হইয়াছিল। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি যখন নিত্য-সিদ্ধপরিকরসহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখনই গোষ্ঠীগত ভজনাদর্শ জগতে প্রকাশিত হইতে পারে, নতুবা ভক্তমহতের সুদুর্লভ-কৃপেকসাপেক্ষ ভগবদ্‌ভজন রজস্তমোগুণ-মিশ্রিত সাধারণে প্রচার করিলে সেই সকল গোষ্ঠীগত প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধত্ব থাকে না।

শ্রীপুরুষোত্তম-ধামস্থ পল্লীভেদে বিভিন্ন মঠের তালিকা *

১। **কালিকাদেবী-সাহি**—(১) এমার-মঠ, (২) মঙ্গু-মঠ, (৩) আচারি-মঠ, (৪) নরসিংহ আচারি-মঠ, (৫) মাডগুলরাণী-মঠ।

২। **মাটিমণ্ডপ-সাহি**—(৬) অবধূত-মঠ।

৩। **দোলমণ্ডপ-সাহি**—(৭) নেউলদাস-মঠ, (৮) ঝাঞ্জপিটা-মঠ, (৯) হল্‌দিয়া-মঠ, (১০) রাধাবল্লভ-মঠ, (১১) অঙ্গিরা-আশ্রম, (১২) কোঠভোগ-মঠ, (১৩) ডমপড়া-মঠ, (১৪) পাটরা-মঠ, (১৫) ডগর-মঠ, (১৬) সিদ্ধ-মঠ।

৪। **কুণ্ঢেইবেণ্ট-সাহি**—(১৭) সোণারগৌরাঙ্গ-মঠ, (১৮) ঘুমুসর-মঠ, (১৯) গন্ধর্ব-মঠ, (২০) চাউলিয়া-মঠ, (২১) নিত্যানন্দ-মঠ, (২২) পুঁটিয়ারাণী-মঠ, (২৩) জড়া-মঠ, (২৪) গিরিধারী মঠ, (২৫) খিলারা-মঠ, (২৬) আবুলিয়া-মঠ, (২৭) কেন্দুঝর-মঠ, (২৮) আলি-মঠ, (২৯) রিমাছত্র-মঠ, (৩০) মণিরাম-মঠ, (৩১) নূয়া-মঠ, (৩২) পণ্ডিত-মঠ, (৩৩) সাননূয়া-মঠ, (৩৪) ভারতী-মঠ, (৩৫) শূন্যবাদি-আশ্রম, (৩৬) মহাবীর-মঠ, (৩৭) নৃসিংহ-মঠ, (৩৮) অহল্যা-মঠ, (৩৯) ফলাহারি-মঠ, (৪০) বালিবাবাজী-মঠ, (৪১) নিধিদাস-মঠ, (৪২) পরমানন্দদাস-মঠ, (৪৩) লবনিখিয়া-মঠ, (৪৪) পরশুরামদাস-মঠ, (৪৫) সুন্দরদাস-মঠ, (৪৬) রাজগুরু-মঠ (বর্তমানে নাই), (৪৭) পুরাণসভা-মঠ (বর্তমানে নাই), (৪৮) শিশু-মঠ (বর্তমানে নাই)।

৫। **চুড়ঙ্গ-সাহি**—(৪৯) রামজী-মঠ, (৫০) নির্মুহি আখড়া, (৫১) জগন্নাথবল্লভ-মঠ, (৫২) বাঘ-আখড়া, (৫৩) হাতী-আখড়া,

* জনৈক শ্রীপুরুষোত্তমবাসীর প্রদত্ত তালিকা-অনুসারে

(৫৪) জটিয়াবাবা-মঠ, (৫৫) কুলদানন্দ-আশ্রম, (৫৬) জিন্দিরাম মঠ, (৫৭) খণ্ডপড়া-মঠ, (৫৮) জগন্নাথদাস পাপুড়িয়া-মঠ, (৫৯) নারায়ণ-ছাতা-মঠ।

৬। **মার্কণ্ডেশ্বর-সাহি**—(৬০) উত্তরপার্শ্ব-মঠ, (৬১) ত্রিমালি-মঠ, (৬২) রেবসা-মঠ, (৬৩) কটকী-মঠ, (৬৪) খজুরিয়া-মঠ, (৬৫) বড়সন্ত-মঠ, (৬৬) সানসন্ত-মঠ, (৬৭) নন্দিনী-মঠ, (৬৮) বিশাখা-মঠ, (৬৯) ললিতা-মঠ, (৭০) বলভদ্রী-আখড়া, (৭১) হাতী-গুরুদেব-মঠ, (৭২) লঙ্গুলী-মঠ (লক্ষ্মীভদ্র-মঠ), (৭৩) বড়ছাতা-মঠ, (৭৪) সানছাতা-মঠ, (৭৫) ছাউনীছাতা-মঠ, (৭৬) বড় আখড়া-মঠ, (৭৭) কণাস-মঠ, (৭৮) কলিতিলক-মঠ।

৭। **বাসেলী-সাহি**—(৭৯) বালি-মঠ, (৮০) কিমেরিয়া-মঠ, (৮১) তোরাণীছত্র-মঠ।

৮। **গৌরবাট-সাহি**—(৮২) শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, (৮৩) শ্রীহরিদাস-সমাধি-মঠ, (৮৪) সূনাগোস্বামি-মঠ, (৮৫) সাতলহরী-মঠ, (৮৬) সাতাসন-মঠ, (৮৭) শ্রীটোটা-গোপীনাথ-মঠ।

৯। **বালিসাহি**—(৮৮) সমাধি-মঠ, (৮৯) বড়ঝাড়ু-মঠ, (৯০) সানঝাড়ু-মঠ, (৯১) দক্ষিণপার্শ্ব-মঠ, (৯২) রাঘবদাস-মঠ, (৯৩) পঞ্জাবী-মঠ, (৯৪) গঙ্গামাতা-মঠ, (৯৫) রাধাকান্ত-মঠ, (৯৬) সিদ্ধবকুল-মঠ, (৯৭) বেঙ্কটাচারি-মঠ, (৯৮) গিরিস্বামী-মঠ, (৯৯) বাসুদেব-বাবা-আশ্রম, (১০০) সোনার গোঁসাই-মঠ, (১০১) গোবর্ধন-মঠ, (১০২) শঙ্করানন্দ-মঠ, (১০৩) গোপালতীর্থ-মঠ, (১০৪) পুরুনা নহর-মঠ, (১০৫) বিদুর-মঠ, (১০৬) ব্রহ্মচারি-মঠ, (১০৭) শিবতীর্থ-মঠ, (১০৮) কবীর-মঠ, (১০৯) বাউলি-মঠ (নানকচোড়া-মঠ), (১১০) স্বর্গদ্বার-ছাতা, (১১১)

বড়তরলা-মঠ, (১১২) সানতরলা-মঠ, (১১৩) হরিড়াখণ্ডি-মঠ, (১১৪) জেপুর-মঠ, (১১৫) চিকীটী-মঠ।

১০। **মাটিয়াপাড়া-সাহি**—(১১৬) নৃসিংহ-মঠ, (১১৭) দশাবতার-মঠ, (১১৮) খাকী আখড়া-মঠ।

১১। **হরচণ্ডী-সাহি**—(১১৯) নাগা-মঠ, (১২০) মহীপ্রকাশ-মঠ, (১২১) সুরঙ্গী-মঠ, (১২২) পুড়া-মঠ, (১২৩) দুঃখীশ্যাম-বাবা-মঠ ইত্যাদি। *

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত



* শ্রীপুরুষোত্তম-ধামস্থ পল্লীভেদে বিভিন্ন মঠের (প্রাচীন ও নবীন) যে তালিকাটি শ্রীপুরুষোত্তমবাসী জনৈক মঠাধীশের প্রদত্ত তালিকানুযায়ী (৩৫৬-৩৫৮ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইল, তাহার সহিত পরবর্তিকালে সংগৃহীত অন্য তালিকার স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীক্ষেত্র

তৃতীয় খণ্ড

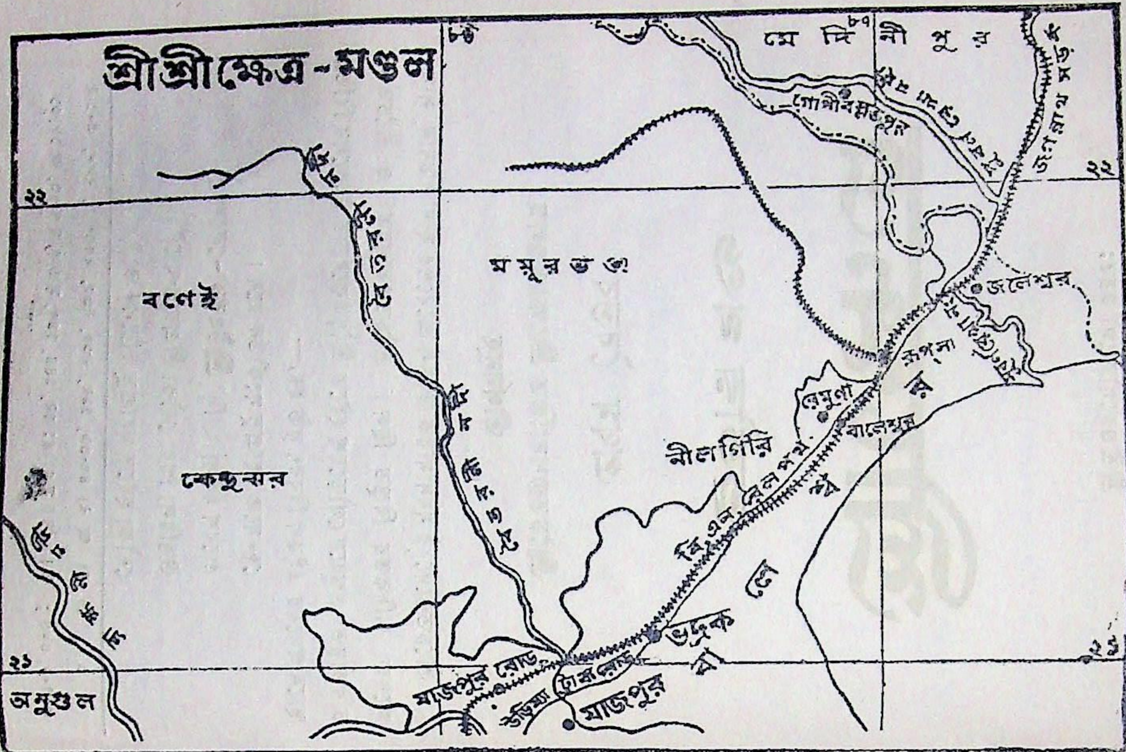
প্রথম বৈভব

শ্রীচৈতন্যপদাঙ্কিত শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলস্থ তীর্থসমূহ

শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক উৎকল প্রদেশের সীমা বর্তমান সীমা-অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত ছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবত[১] ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত[২] গ্রন্থদ্বয়ে গৌড়দেশ হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের উৎকলের বিভিন্ন স্থানে গমনের এইরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়,—

হেনমতে মহাপ্রভু সংকীর্তন-রসে।
প্রবেশ হইলা আসি' শ্রীউৎকল-দেশে॥
উত্তরিলা গিয়া নৌকা শ্রীপ্রয়াগ-ঘাটে।
নৌকা হইতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে॥

১। চৈ ভা অ ২।:৪৭-৪৯, ১৯২, ২৩৭, ২৬৩, ২৭৬-৭৭, ২৮০, ৩০১-২ ৩০৭-৯, ৪০৪; ২। চৈ চ ম ৫!:৪১-৪২, ১৪৪, ১৪৭, ম ৬।৩, ম ৭,৭৬, অ ১৮।৩১



শ্রীশ্রীক্ষেত্র-মণ্ডল
মেদিনীপুর
গোপীবল্লভপুর
জলেশ্বর
ময়ূরভঞ্জ
বণেই
কেন্দুঝর
নীলগিরি
রেমুণা
বালেশ্বর
ভদ্রক
যাজপুর
যাজপুর রোড
অনুগুল
বি. এন. রেলপথ
বঙ্গোপসাগর
বৈতরণী
22
21



৮.
বৈতরণী নদী
ব্রাহ্মণী নদী
চতুর্দ্বার
কটক
মহানদী
ভুবনেশ্বর
খুরদা রোড
সাক্ষীগোপাল
কপোতেশ্বর
কমলপুর?
কোণার্ক
কাকটপুর
আঠারনালা
আলালনাথ
পুরী
চিল্কা হ্রদ
নয়াগড়
খণ্ডপড়া
রণপুর
উত্তর
২০
৮৫
৮৬
৮৭

প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র **ওড্র দেশে।**
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেমরসে॥

* * *

স্নান করি' **স্বর্ণরেখা** নদী ধন্য করি'।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি॥

* * *

মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু **জলেশ্বর গ্রামে।**
বরাবর গেলা জলেশ্বরদেব-স্থানে॥

* * *

এই মতে জলেশ্বরে সে রাত্রি রহিয়া।
উষঃকালে চলিলা সকল ভক্ত ল'য়া॥

* * *

আইলা **রেমুণা** গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
রেমুণায় দেখি' নিজ-মূর্তি গোপীনাথ।
বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্তবর্গ-সাথ॥

* * *

কতদিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন **যাজপুর** ব্রাহ্মণ-নগর॥

* * *

হেন মতে মহানন্দে শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন কতদিনে **কটক-নগর॥**
ভাগ্যবতী **মহানদী** জলে করি' স্নান।
আইলেন প্রভু **সাক্ষিগোপালের স্থান॥**

* * *

তবে প্রভু আইলেন **শ্রীভুবনেশ্বর।**
গুপ্তকাশী-বাস যথা করেন শঙ্কর॥
সর্বতীর্থ-জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি'।
বিন্দুসরোবর শিব সৃজিলা আপনি॥

শিব-প্রিয় সরোবর জানি' শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি' বিশেষে করিলা অতি ধন্য ॥

* * *

এইমতে সর্বপথে সন্তোষে আসিতে।
উত্তরিলা আসি' প্রভু **কমলপুরেতে** ॥

* * *

কমলপুরে আসি', **ভার্গীনদী** স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ-হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল ॥
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ-সঙ্গে।
এথা নিত্যানন্দ-প্রভু কৈল **দণ্ড ভঙ্গে** ॥

* * *

জগন্নাথের দেউল দেখি' আবিষ্ট হৈলা।
দণ্ডবৎ হঞা প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥

* * *

চলিতে চলিতে প্রভু আইলা **আঠারনালা**।
তাঁহা আসি' প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা ॥

* * *

আবেশে চলিলা প্রভু **জগন্নাথ-মন্দিরে**।
জগন্নাথ দেখি' প্রেমে হইলা অস্থিরে ॥

* * *

সবা-সঙ্গে প্রভু তবে **আলালনাথ** আইলা।
নমস্কার করি' তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা ॥

* * *

কোণার্কের দিকে প্রভুরে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাঞা রাখে, কভু ভাসাঞা লঞা যায়।



দ্বিতীয় বৈভব

শ্রীজলেশ্বর

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় বর্তমান জলেশ্বর-রেলওয়ে-ষ্টেসন হইতে অর্ধ-মাইল দূরে (উত্তর দিকে) যথাক্রমে (১) জলেশ্বর, (২) রামেশ্বর, (৩) ঝাড়েশ্বর ও (৪) ঈশানেশ্বর—এই চারি শিবলিঙ্গ পূজিত হইতে-ছিলেন। এই শিবমন্দিরের নিকট দিয়া পুরী যাইবার 'বড়দাণ্ড' বা রাজপথ ছিল। বর্তমান 'বড়দাণ্ড' বা 'জগন্নাথ-সড়ক' জলেশ্বর-রেলওয়ে-ষ্টেসন হইতে প্রায় একশত গজ দূরবর্তী। বর্তমানে তথায় জলেশ্বর শিব-মন্দিরের ভগ্নাবশেষরূপে একটি পাথরের স্তূপ দৃষ্ট হয় এবং যেখানে মন্দির ছিল, উহার প্রায় চতুর্দিক জলমগ্ন।

প্রায় তিন শত-বর্ষ-পূর্বে বিধর্মিগণের অত্যাচারের সময়ে চারি মহাদেব (শিবলিঙ্গ)—জলেশ্বর 'এগ্রা'তে (মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত), রামেশ্বর 'স্বস্তীনে', ঝাড়েশ্বর 'বালেশ্বরে' ও ঈশানেশ্বর 'স্বস্তীন' হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে বিজয় করিয়াছিলেন। বর্তমান-কাল-পর্যন্ত সেই সব স্থানে শিবলিঙ্গগণ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কিভাবে লিঙ্গ-চতুষ্টয় স্থানান্তরিত হইয়াছেন এবং কে তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন, তাহার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। জলেশ্বরে শিবলিঙ্গ না থাকায় বর্তমানে তথায় সেবা-পূজার কোন প্রসঙ্গই জানা যায় না। একটি স্থানে প্রায় শতবর্ষের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী-নামক জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব ষড়্‌ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্তির সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্তমানে তাঁহার জনৈক শিষ্য ঐ শ্রীমূর্তির সেবা করিতেছেন।

জলেশ্বরের পর হইতে রেমুণার মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্মৃতি-চিহ্ন অর্মদা, সুন্দরকুল, বস্তা, অসনখালি প্রভৃতি গ্রামে বর্তমান আছে। দুইটি স্থানে শ্রীমন্দিরাদি আছে; তন্মধ্যে এক স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্নানলীলা এবং অপর স্থানে দধি-ভোজন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে।



তৃতীয় বৈভব

শ্রীরেমুণা

ভক্ত ও ভগবানের লীলাস্মৃতিমণ্ডিতা রেমুণা শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একটি পরম রমণীয় ও বরণীয় মহাতীর্থ। শ্রীরসিকানন্দ-মুরারি-প্রভুর শিষ্যবর শ্রীকিশোরানন্দ দেবগোস্বামীর (উৎকল ভাষায়) রচিত **'শ্রুতিসার'**-নামক হস্তলিখিত পুঁথিতে রেমুণার বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকূট-পর্বতে প্রিয়তমা শ্রীজানকীদেবীর সহিত যখন বনবাস করিতেছিলেন, তখন বর্ষাকালে অতিশয় ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্র-পাত হইতে থাকিলে মুনিগণের আশ্রম হইতে গাভীসমূহ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকিল। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীসীতাদেবীকে বলিলেন,—"এই গোপাল দর্শন করিয়া আমার দ্বাপরলীলার স্মৃতি হৃদয়ে উদিত হইতেছে।" শ্রীসীতাদেবী দ্বাপর-লীলার কথা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলে শ্রীরামচন্দ্র এক সপ্তাহের মধ্যে একটি কৃষ্ণ-প্রস্তরে ধনুর অগ্রভাগের দ্বারা দ্বাপরলীলা অঙ্কিত করিয়া দেখাইবেন, বলিয়া শ্রীজানকীর নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন। কৌতুহল-লীলাময়ী শ্রীজানকী এক সপ্তাহকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে

না পারিয়া চতুর্থ দিবসেই সেই লীলাচিত্র দর্শন করিবার জন্য শ্রীরাম-চন্দ্রের নিকটে আবদার করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম প্রিয়তমার মনোরঞ্জনার্থ সেই অসম্পূর্ণ চিত্রই শ্রীজানকীকে প্রদর্শন করিলেন। সেই লীলাচিত্র অসম্পূর্ণ হইলেও তথায় অঙ্কিত শ্রীগোপালমূর্তি সম্পূর্ণ-ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছিলেন। মধ্যস্থ ত্রিভঙ্গ-বেণুকর শ্রীগোপাল-মূর্তির সঙ্গে অষ্টসখী, চারিজন নর্মসখা, দ্বাদশ ধেনু এবং শ্রীগোপালের উপরিভাগে দুইপার্শ্বে যথাক্রমে, দক্ষিণ ও বামদিকে—শ্রীবলদেব ও মুষ্টিক এবং শ্রীকৃষ্ণ ও চাণূর, মধ্যস্থলে জম্বুফল ও অনন্তশয্যা—শ্রীরামের ধনুকফলকের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

শ্রীজানকী দ্বাপরলীলার এই লীলাময়ী শ্রীমূর্তি-দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সেই শ্রীমূর্তি অর্চন করিতে উদ্যতা হইলেন। এদিকে অত্রিমুনির আশ্রমে রাক্ষসের উপদ্রব আরম্ভ হওয়ায় ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীঅত্রিমুনির আশ্রমের শান্তিবিধানের জন্য শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীসীতাদেবীর সহিত তথায় চলিয়া গেলেন। শ্রীসীতাদেবীর পূজিত সেই শ্রীমূর্তি শ্রীব্রহ্মাকর্তৃক অবশিষ্ট ত্রেতাযুগ, সম্পূর্ণ দ্বাপরযুগ ও কলিযুগের কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পূজিত হইতে থাকিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র যখন রাবণ বধ করিয়া লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীসহ বর্তমান রেমুণা-নামক স্থানে চারিদিন বাস করিয়াছিলেন। শ্রীসীতাদেবী গঙ্গাস্নানার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীরামচন্দ্র সপ্তশর প্রয়োগ করিয়া তথায় গঙ্গাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। উক্ত গঙ্গা তখন হইতে **'সপ্তশরা'** নামে খ্যাত হন। এই সপ্তশরা (সাত শেঁায়া) নদীর তীরে বানাসুরের স্থাপিত শিব ও গ্রাম্য চণ্ডীদেবী অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা **'গর্গেশ্বর'** ও **'রামচণ্ডী'** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অদ্যাপি সপ্তশরা-নদীর খাত দৃষ্ট হয় এবং বর্ষাকালে

স্রোতস্বিনী আবির্ভূতা হয়। **শ্রীরামের রমণ ও রমণীয় স্থান-হেতু** উক্ত স্থান **'রেমুণা'** নামে খ্যাত হয়।

গঙ্গবংশীয় লাঙ্গুলা-নরসিংহদেব মহিষীর সহিত তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে চিত্রকূট-পর্বতে পূর্ব কথিত শ্রীমূর্তি দেখিতে পা'ন, কিন্তু শ্রীমূর্তির কোন সেবককে দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হন। উক্ত শ্রীমূর্তির কোন মনুষ্য-সেবক ছিলেন না; ব্রহ্মাই পর্বতোপরি সেবা করিতেন; এজন্যই রাজা শ্রীমূর্তিকে সেবকহীন অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন। পর্বত মধ্যে ঐরূপ সেবকবিহীন নয়নমনোঽভিরাম শ্রীকৃষ্ণমূর্তি দর্শন করিয়া সস্ত্রীক রাজা সেই শ্রীমূর্তিকে নীলাচলে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য সঙ্কল্প করেন। এদিকে রাজা স্বপ্নযোগে জানিতে পারেন যে, শ্রীবিগ্রহের নাম **'শ্রীমন্মদনগোপাল'** এবং তিনি শ্রীনীলাচলে যাইতে ইচ্ছুক।

রাজা এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ-সেবক-দ্বারা শ্রীবিগ্রহকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন। যখন শ্রীবিগ্রহ রেমুণায় উপস্থিত হইলেন, তখন সপ্তশরা-নদীর সন্নিকটস্থ প্রদেশে একটি সুদীর্ঘ ঘোষপল্লী ছিল। সেই স্থানটি সর্ববিষয়ে রমণীয়, বিশেষতঃ দধি-দুগ্ধ-ঘৃতাদি-সম্ভারে পরিপূর্ণ দেখিয়া 'নবনীতচোর' গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীহরি সেই স্থানেই অধিষ্ঠিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রেমুণাবাসী গোপগণ শ্রীমদনগোপালের দর্শন-প্রাপ্ত হইয়া 'জয় জয়' কলরবে তাঁহার বন্দনা ও দধি-দুগ্ধ-ঘৃতাদি-দ্বারা গোপালের অর্চন করিতে লাগিলেন। তখন রাজা শ্রীমদনগোপালের নাম দিলেন—**'শ্রীজয়গোপাল'** এবং রাণী নাম দিলেন—**'শ্রীগোপীনাথ'**। ১০০৪ শকাব্দায় ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথিতে লাঙ্গুলা-নরসিংহদেব রেমুণায় শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকাশ করিলেন। এখনও উৎকল-পঞ্জীতে সেই

সময় হইতে গণনা করিয়া **শ্রীগোপীনাথাব্দের** উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীগোপীনাথ আর একটি অভূতপূর্ব ভক্ত-বাৎসল্য-লীলা প্রকাশ করিয়া **"ক্ষীরচোরা গোপীনাথ"** নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন।*

রেমুণাতে গোপীনাথ পরমমোহন।
ভক্তি করি' কৈল প্রভু তাঁ'র দরশন॥

* * *

'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' প্রসিদ্ধ তাঁর নাম।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত' আখ্যান॥
পূর্বে **মাধবপুরীর লাগি' ক্ষীর কৈল চুরী।**
অতএব **নাম হৈল 'ক্ষীর-চোরা হরি'॥**

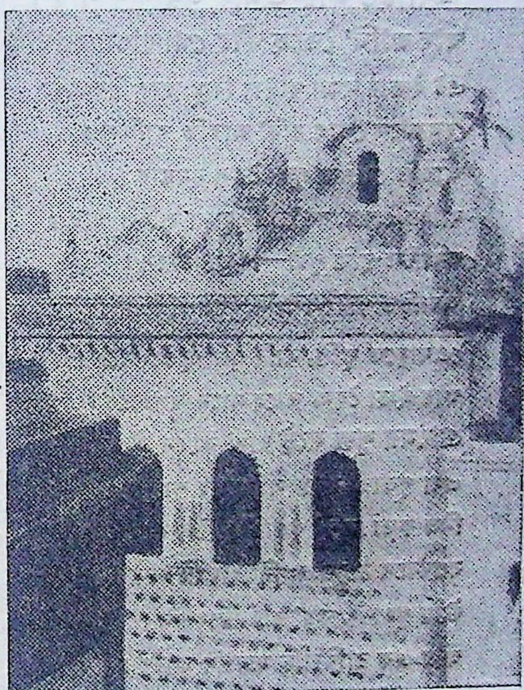
* * *

রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন।
তাঁর রূপ দেখিয়া হৈল বিহ্বল-মন॥
নৃত্যগীত করি' জগমোহনে বসিলা।
'ক্যা ক্যা ভোগ লাগে ?' বৈরাগী ব্রাহ্মণে পুছিলা॥
সেবার সৌষ্ঠব দেখি' আনন্দিত মনে।
উত্তম ভোগ লাগে,—ইহা কৈলু অনুমানে॥
যেমন ইহা ভোগ লাগে, সকল শুনিব।
তেমন অনুমানে ভোগ গোপালে লাগাইব॥
এই লাগি' পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ-বিবরণে॥

---

* চৈ চ ম ৪। ১৩, ১৯-২০, ১১২-৪৩, ১৭০

সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর—'অমৃতকেলি'-নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্রে ভরি' অমৃত-সমান ॥



শ্রীরেমুণায় শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথের
বর্তমান শ্রীমন্দির

'গোপীনাথের ক্ষীর' বলি' প্রসিদ্ধ নাম যার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর ॥

হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি' পুরী-গোসাঞি কিছু মনে বিচারিল ॥
'অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি' তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥'
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাইয়া বিষ্ণু-স্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সরি' আরতি বাজিল ॥
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার।
বাহির হৈলা, কা'রে কিছু না কহিল আর ॥
অযাচিত-বৃত্তি পুরী—বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খা'ন, নহে উপবাস ॥
প্রেমামৃতে তৃপ্তি, নাহি ক্ষুধা-তৃষ্ণা বাধে।
ক্ষীর-ইচ্ছা হৈল, তাহে মানে অপরাধে ॥
গ্রামের শূন্য হট্টে বসি' করেন কীর্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন ॥
নিজ কৃত্য করি' পূজারী করিল শয়ন।
স্বপ্নকালে ঠাকুর আসি' বলিলা বচন ॥
উঠহ পূজারী, কর' দ্বার বিমোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসি-কারণ ॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয়।
তোমরা না জানিলা তাহা আমার মায়ায় ॥
মাধব-পুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া।
তাহাকে ত' এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা ॥
স্বপ্ন দেখি' পূজারী উঠি করিলা বিচার।
স্নান করি' কপাট খুলি' মুক্ত কৈল দ্বার ॥

ধড়ার আঁচলতলে পাইল সেই ক্ষীর।
স্থান লেপি' ক্ষীর লঞা হইল বাহির॥
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা।
হাটে হাটে বুলে মাধবপুরীকে চাহিঞা॥
ক্ষীর লহ এই, যার নাম 'মাধবপুরী'।
তোমা-লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে॥
এত শুনি' পুরী-গোসাঞি পরিচয় দিল।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ হৈল॥
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী।
শুনি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী॥
প্রেম দেখি' সেবক কহে হইয়া বিস্মিত।
কৃষ্ণ সে ইঁহার বশ,—হয় যথোচিত॥
এত বলি' নমস্করি' করিলা গমন।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ॥
পাত্র প্রক্ষালন করি' খণ্ড খণ্ড কৈল।
বহির্বাসে বান্ধি' সেই ঠিকারি রাখিল॥
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয়,—অদ্ভুত-কথন॥
'ঠাকুর আমাকে ক্ষীর দিল'—লোক সব শুনি'।
দিনে লোক-ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি'॥
সেই ভয়ে রাত্রি শেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেইখানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি'॥

চলি' চলি' আইলা পুরী শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি' হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল॥

* * *

শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃত-চরিত।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত॥

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন 'জলেশ্বর' হইতে বাঁশদহ-পথে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের রেমুণায় আগমন ও শ্রীশ্রীগোপীনাথের সম্মুখে দিব্যোন্মাদ-লীলা প্রকাশের কথা সংক্ষেপে এরূপ বর্ণন[1] করিয়াছেন,—

* * *

আইলা রেমুণা গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
রেমুণায় দেখি' নিজমূর্তি গোপীনাথ।
বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্তবর্গ-সাথ॥
আপনার প্রেমে প্রভু পাসরি' আপনা।
রোদন করেন অতি করিয়া করুণা॥

পূর্বে নীলাচলে গমনের পথ রেমুণার মধ্য দিয়াই ছিল। অদ্যাপি এই পথের নাম 'গৌরদাণ্ড' অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কপূত পথ। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও-গৌড়ীয়ভক্তগণ নীলাচলে গমনকালে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের প্রাণনাথ 'শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ' দর্শন, নৃত্যগীতাদি মহোৎসব-সম্পাদন ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমে শ্রীগোপীনাথের ক্ষীরপ্রসাদ সম্মান করিয়া যাইতেন। কালক্রমে বিধর্মী কালাপাহাড় রেমুণায় (?) আসিয়া মাৎসর্যানল পরিতৃপ্ত করিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু তৎপূর্বেই শ্রীগোপীনাথের সেবকগণ শ্রীবিগ্রহকে রেমুণা হইতে ন্যূনাধিক তিন মাইল পশ্চিমে 'আরমণা'-নামক গ্রামে 'অনন্তসাগর' পুষ্করিণীতে

১। চৈ ভা অ ২।২৭৬-৭৮

লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কালাপাহাড় রামচণ্ডী-মূর্তিকে খণ্ডিত করিয়া চলিয়া যায়। অদ্যাপি রেমুণায় সপ্তশরা নদীর খাতের নিকটে সেই রাম-চণ্ডীর খণ্ডিতমূর্তির দর্শন হয়। রেমুণা হইতে প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে কালাপাহাড়ের অনুচরগণের কেহ কেহ একটি গ্রাম পত্তন করিয়া বাস করে, উহা 'কালাপাহাড়সাহি' নামে অদ্যাপি বিখ্যাত। তথায় প্রায় ৫০।৬০ ঘর অহিন্দু কৃষকের বাস আছে।

কথিত হয় যে, শ্রীশ্যামানন্দশিষ্য শ্রীরসিকানন্দদেব স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া অনন্তসাগর-পুষ্করিণী হইতে শ্রীগোপীনাথকে উত্তোলনপূর্বক একটি মন্দিরে স্থাপন করেন। পরবর্তি-কালে শ্রীরসিকানন্দ-প্রভু বাঁশদহ (জলেশ্বরের নিকট) হইতে তাঁহার সঙ্গী সাতজন সেবক-সমভিব্যাহারে সংকীর্তন করিতে করিতে রেমুণায় শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন এবং গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে লীলাপ্রবিষ্ট হন।

তাঁহার সহিত আগত সাতজন ভক্তও দেহরক্ষা করেন। শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথের প্রাঙ্গনসংলগ্ন একটি বেড়ের মধ্যে শ্রীরসিকানন্দদেবের পুষ্পসমাধি ও তাঁহার সাতজন ভক্তের সমাধি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর তিরোভাব-উপলক্ষে রেমুণায় শিবচতুর্দশীর পর হইতে বারদিন **'দ্বাদশ-মহোৎসব'** অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীগোপীনাথের বর্তমান শ্রীমন্দিরের সিংহ-দ্বারের সম্মুখে একটি বিস্তৃতশাখ বকুলবৃক্ষ আছে। কিংবদন্তি, এই স্থানেই রাজা নরসিংহদেব ১০০৪ শকাব্দায় ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীগোপীনাথকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বর্তমান মন্দিরের উত্তরে প্রায় এক ফার্লং এর মধ্যে সপ্তশরা (সাত শোঁয়া) নদীর (বর্তমানে শুষ্ক) তীরে বাণাসুর-স্থাপিত **'গর্গেশ্বর'**

মহাদেব ও তৎসন্নিকটেই রামচণ্ডীদেবীর মন্দির। রামচণ্ডীর নামানুসারে এই গ্রামে একটি হাট বসিত। কেহ কেহ বলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে১

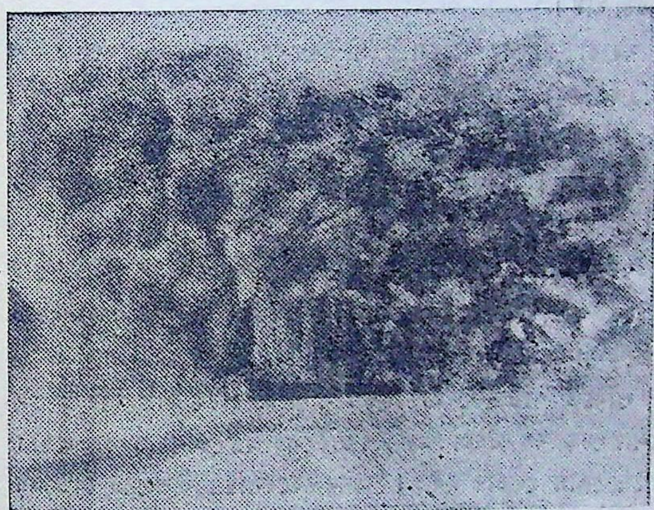


রেমুণায় শ্রীগোপীনাথের প্রাঙ্গনে শ্রীরসিকানন্দের সমাধি-মন্দির

যে 'গ্রামের শূন্য হট্ট' বাক্যটি আছে, তাহা গ্রাম্যদেবী রামচণ্ডীর নিকটস্থ গ্রামের হট্টবিশেষই হইবে। যে স্থানে বসিয়া শ্রীল মাধবেন্দ্র-

১। চৈ চ ম ৪।১২৫

পুরীপাদ শ্রীনামকীর্তন করিয়াছিলেন, বর্তমানে সেই স্থানে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের একটি আসন-পীঠে দুইটি কাষ্ঠপাদুকা পূজিত হইতেছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সমাধি-পীঠ ও তাঁহার ব্যবহৃত কাষ্ঠপাদুকা। বর্তমানে শ্রীমৎ বিনোদচৈতন্য দাস মহাশয়ের শিষ্য শ্রীহরিদাস দাস ও শ্রীপরমানন্দ দাস নামক দুইজন উদাসীন ব্যক্তি



শ্রীরেমুণায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের পদাঙ্কপূত শূন্যহাট

এই স্থানের একটি কুটীরে বাস করিয়া উক্ত পাদুকার সেবা ও ভজন করিতেছেন।

রেমুণার অধিবাসিগণ বলেন, পূর্বে শ্রীগোপীনাথের শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে একটি ঘোষপল্লী ছিল। প্রত্যহ এক মণ বত্রিশ সের দুগ্ধ আটিয়া **'অমৃতকেলি'**-নামক ক্ষীর দ্বাদশ ভাণ্ডে শ্রীগোপীনাথকে ভোগ দেওয়া হইত, কিন্তু বর্তমানে ঘোষপল্লীর অস্তিত্ব নাই। বর্তমানে শ্রীগোপী-

নাথের অনেকগুলি গাভী থাকিলেও যত্নের অভাবে দুগ্ধ পাওয়া যায় না। লাঙ্গুলা নরসিংহদেবই প্রত্যহ ঐ এক মণ বত্রিশ সের দুগ্ধের ক্ষীরভোগের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

পূর্বে গ্রাম্যদেবী রামচণ্ডীর নিকট বলি হইত, কিন্তু শ্রীগোপীনাথের আবির্ভাবের পর হইতে বলি দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্রীয়গণের আমলে শ্রীগোপীনাথের মাখন-রুটির জন্য এক'শ তেত্রিশ টাকা পাঁচ আনা ছয় পাই বাৎসরিক রাজবৃত্তির বন্দোবস্ত ছিল। বৃটিশের আমলেও কটকে জজের নিকট ঐরূপ একটি সনন্দ দেওয়া আছে। উড়িষ্যার কতিপয় জমিদারের দ্বারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট শ্রীগোপীনাথের সেবার জন্য ঐ বৃত্তি প্রদান করিতেন।

বর্তমানে দ্বাদশ ভাণ্ড ক্ষীরের পরিবর্তে রাত্রিকালে বারটি ছোট বাটিতে 'ক্ষীরী' (চাউলের পরমান্ন) ভোগ এবং অপরাহ্নে একটি ছোট বাটিতে সামান্য কিছু ক্ষীর ভোগ হয়।

শুনিতে পাওয়া গেল, কিছুকাল পূর্বেও দ্বাদশ-ভাণ্ড ক্ষীর ও দুই বেলায় দেড় মণ করিয়া তিন মণ চাউলের অন্ন ভোগ ও বহু-প্রকার মিষ্টান্ন ভোগ দেওয়া হইত। এখন দুইবেলায় চব্বিশ সের চাউলের অন্ন ভোগ হয়। পূর্বে বারজন পূজারী ছিলেন। বর্তমানে তৎস্থানে মাত্র দুইজন পূজারী আছেন। ইঁহারা প্রত্যেকে পালাক্রমে মাসে পনর দিন করিয়া পূজা করেন। ইঁহারা গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। উৎকলের 'দাস'-উপাধি-ধৃক্ ব্রাহ্মণগণের কথা অনেকেই অবগত আছেন। ইঁহারা পূর্বে বংশপরম্পরাক্রমে শ্রীগোপীনাথের পূজারী হইত এবং ইঁহাদের ভরণ-পোষণের জন্য জমির বন্দোবস্ত ছিল। বর্তমানে পূজারীগণের জন্য খুব সামান্য জমি আছে। যখন যে পূজারীর সেবার পালা

থাকে, তখন তিনি শ্রীগোপীনাথের পূজার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার অধীন সেবকবৃন্দকে যথাবিহিত অর্থ ও প্রসাদাদি বন্টন করিয়া দেন। কেহ এক টাকা প্রণামী দিলে, পূজারী ছয় আনা, সূপকার ছয় আনা ও টহলিয়া চারি আনা প্রাপ্ত হইবেন। কেহ ভোগ দিলে, পূজারী এক টাকায় চারি আনা দক্ষিণা লইবেন। পূজারী আট পত্র (পারশ) প্রসাদ প্রাপ্ত হন এবং তাহা ইচ্ছামত বিক্রয় করিতে পারেন। শ্রীগোপীনাথের প্রত্যহ অন্নব্যঞ্জনাদিসহ ছত্রিশ পত্র পারশ ভোগ দেওয়া হয়। এক সের চাউলে তিন পত্র রচিত হয়। ঐ-সকল প্রসাদের কোন নির্দিষ্ট মূল্য নাই ; লোকবিশেষে মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

টহলিয়ার কার্য জল-তোলা, চন্দন-ঘষা, শ্রীবিগ্রহের কাপড়-কোঁচান ও সাজান, তুলসী ও ফুল-তোলা, শৃঙ্গারের দ্রব্য সাজাইয়া পূজারীকে দেওয়া, বাটনা-বাটা, তরকারী আমান্ন-করা, তরকারী ধৌত-করা এবং বাহির হইতে সূপকারের সাহায্য করা।

এতদ্ব্যতীত মন্দির-প্রক্ষালনের জন্য পৃথক্ সেবক নিযুক্ত আছেন। তিনি চারিটি করিয়া পারশ ও মাসে দেড় টাকা করিয়া বেতন পা'ন।

শ্রীবিগ্রহের ভোগ—প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর মাখন-মিছরি ভোগ হয়। শৃঙ্গার-আরতির পর প্রায় বেলা ৯টায় চিঁড়া-ভাজা ও দধি ভোগ হয়। মধ্যাহ্নে বার সের চাউলের অন্ন ও ব্যঞ্জনাদি ভোগ হয়। অপরাহ্নে উত্থানের পর ক্ষীর, রাত্রিতে বার সের চাউলের অন্ন, মালপোয়া ও বারটি ক্ষুদ্র পাত্রে পরমান্ন বা ক্ষীরী ভোগ হইয়া থাকে।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সময় হইতে গ্রীষ্মকালে শ্রীকর্পূরের সহিত মলয়জ-চন্দন একত্র ঘষিয়া শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে লেপন করা হইত[১]। শ্রীকর্পূর ও মলয়জ-চন্দন বর্তমানে দুর্লভ হইলেও অক্ষয় তৃতীয়া হইতে

১। চৈ চ ম ৪।১৫৮-৬৮

৪২ দিন সাধারণ কর্পূর ও চন্দন একত্র ঘষিয়া শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে লেপন করা হয়। কোন কোন পূজারী পানা-সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জৈাষ্ঠমাসের ১২ দিন পর্যন্ত শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন-লেপনের কথা বলেন।

শ্রীবিগ্রহের দর্শনকাল—গ্রীষ্মকালে প্রাতে প্রায় ৬টায় ও শীত-কালে ৭॥০ টায়—মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীবিগ্রহ-দর্শন হয়। বাল্যভোগের পর বেলা নয়টা পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে, তৎপরে শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারের জন্য শ্রীমন্দির কিছু সময় বন্ধ হয়। শৃঙ্গারারাত্রিকান্তে মধ্যাহ্ন-ভোগের পূর্ব পর্যন্ত (বেলা ১২টা বা ১২-৩০ মিঃ পর্যন্ত) মন্দির খোলা থাকে। ভোগারাত্রিকের পর শ্রীবিগ্রহের শয়ন হইয়া থাকে। অপরাহ্ণ প্রায় ৬টা বা ৬-৩০ মিঃ পর্যন্ত শ্রীমন্দির বন্ধ থাকে। তৎপরে রাত্রিতে ভোগের পূর্ব পর্যন্ত শ্রীবিগ্রহের দর্শন হয়।

মধ্যাহ্ন-ভোগ বা শ্রীমন্দির-উন্মোচন-বিষয়ে সময়-নিষ্ঠতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নাই। শুনিতে পাওয়া গেল, কোন কোন দিন বেলা ২টা, ৩টায়ও মধ্যাহ্ন-ভোগ হইয়া থাকে।

শ্রীক্ষীরচোরা-গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহই আদি শ্রীবিগ্রহ। ইনি মধ্যস্থলে অবস্থিত আছেন। তাঁহার বামভাগে শ্রীগোবিন্দ ও দক্ষিণে শ্রীমদন-মোহন শ্রীবিগ্রহদ্বয়। কথিত হয় যে, শেষোক্ত শ্রীবিগ্রহদ্বয় পরবর্তিকালে শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর কোন অধস্তনের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগোপীনাথের অষ্ট-সখী আছেন, পৃথক্ শ্রীরাধারাণীর শ্রীমূর্তি প্রকাশিত নাই। শ্রীগোবিন্দ-শ্রীগোপীনাথেরও পৃথক্ শ্রীরাধারাণী নাই। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে শ্রীগোপীনাথের অষ্ট-সখী, চারিজন নর্মসখা, দ্বাদশ ধেনু এবং উপরিভাগে, দুই পার্শ্বে, দক্ষিণে ও বামে যথাক্রমে

বলদেব ও মুষ্টিক এবং শ্রীকৃষ্ণ ও চাণুর, মধ্যস্থলে জম্বুফলের উপরে অনন্তশয্যা—এইরূপ শৈলী শ্রীমূর্তি প্রকাশিত আছেন।

গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে যে শ্রীজগন্নাথদেব আছেন, রথযাত্রার সময় তিনি রথে আরোহণ করিয়া নিকটবর্তী গুণ্ডিচায় গমন করেন।

শ্রীবিগ্রহের স্বর্ণ ও রৌপনির্মিত নানাবিধ অলঙ্কার আছে। শুনিতে পাওয়া গেল, ১৩১০ বঙ্গাব্দে শ্রীউদ্ধব পোখাল-নামক তিলি-বংশীয় কোন ধনী ব্যক্তি বর্তমান মন্দিরের উপরিভাগ ও চূড়া প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বর্তমানে শ্রীগোপীনাথের জমিদারীর বার্ষিক আয়—৩০০০ তিন হাজার টাকা। মন্দিরের প্রাকারের মধ্যেই কাছারি। সাধু, ভক্ত, বৈষ্ণব, অতিথি-অভ্যাগতের অবস্থানের জন্য প্রাকারের মধ্যে নির্মিত বহু কুটীর এবং বাহিরেও বহু বাসস্থান অযত্নে নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের মহান্ত শ্রীনন্দনন্দনানন্দ দেবগোস্বামী ও শ্রীশ্যামসুন্দরদাসজীর চেষ্টায় শ্রীগোপীনাথের শ্রীমন্দির প্রস্তর-মণ্ডিত ও নানাভাবে সেবার ঔজ্জ্বল্য সাধিত হইয়াছিল।

Endowment Act-বলে প্রায় দুই বৎসর যাবৎ শ্রীগোপীনাথের মন্দির ও সেবাপূজা সাধারণের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইয়া তিনজন ট্রাষ্টী (Trustee) নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম,—(১) শ্রীরাধামোহন রাণা, উকিল, বালেশ্বর ; (২) শ্রীঅনন্তপ্রসাদ রাণা, নাজীর, বালেশ্বর ও (৩) শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস, মুহুরী, বালেশ্বর। ইহার বিরুদ্ধে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের শ্রীগোবিন্দ-গোপালানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয় কটক হাইকোর্টে এক মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন এবং ইহা মঠ নহে, ব্যক্তিগত মন্দির ও শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর সময় হইতে গৃহস্থ-অধস্তনসূত্রে ত্রয়োদশ পুরুষের সেবা—এই ভাবে আবেদন জানাইয়াছেন।

রেমুণার পথ—বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথে হাওড়া হইতে 'বালেশ্বর'-ষ্টেশন ১৪৪ মাইল। বালেশ্বর-ষ্টেশন হইতে প্রায় পাঁচ মাইল পশ্চিমে 'রেমুণা' গ্রাম। বালেশ্বর হইতে রেমুণা যাইবার ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের পাকা রাস্তা আছে। বালেশ্বর হইতে রেমুণা পর্যন্ত মোটর বাস চলাচল করে।

বালেশ্বরে ষ্টেশনের সংলগ্নই একটি ডাকবাংলো আছে। স্থানীয় এস্-ডি-ও হইতে অনুমতি লইয়া তথায় চব্বিশ ঘণ্টা থাকা যায়। রেমুণায় শ্রীগোপীনাথের মন্দিরেও যাত্রিগণের থাকিবার প্রচুর স্থান আছে। শ্রীগোপীনাথের শ্রীমন্দিরে যাইবার পথে প্রায় এক মাইল থাকিতে শ্রীমাধবেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা ও সাধুগণের ভজন-স্থান দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ বৈভব

শ্রীযাজপুর

উড়িষ্যার অন্তর্গত বৈতরণী নদীর দক্ষিণকূলে 'যাজপুর-তীর্থ'। কিংবদন্তী এই যে, ব্রহ্মা বৈতরণী নদীর বামকূলে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তদবধি এই স্থান 'যজ্ঞপুর' নামে খ্যাত হইয়াছে। **যজ্ঞপুরেরই অপভ্রংশ 'যাজপুর'**। ব্রহ্মার যজ্ঞকুণ্ড হইতে শ্রীবরাহদেব ও বিরজা-দেবী আবির্ভূত হন। যাহা এখন **'হরমুকুন্দপুর'** নামে পরিচিত, তথায় ব্রহ্মার যজ্ঞস্থল ছিল বলিয়া কথিত। শ্রীগীতায়[১] শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ। তদর্থং

১। গীতা ৩।৯

কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥"—হে অর্জুন! যজ্ঞের জন্য অর্থাৎ বিষ্ণুর আরাধনার জন্য কর্ম ভিন্ন অন্য কর্ম করিয়া মনুষ্যগণ বন্ধনপ্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত কর্মের সম্যক্ আচরণ কর। শ্রুতি 'যজ্ঞ'-শব্দের অর্থ 'বিষ্ণু' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বিষ্ণুর আজ্ঞা-পালন ও বিষ্ণুর প্রীত্যাভাসের জন্য যে কর্ম, তাহাই কর্মবন্ধমোচক ও 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত। নতুবা, তথাকথিত নিষ্কাম সৎকর্মও সংসার বন্ধনের হেতু। বিষ্ণুতোষণপর কর্মার্পণ হইতেই ভাগবত-ধর্মের প্রথম সোপান আরম্ভ। যজ্ঞপুর বা যাজপুর অর্থাৎ যজ্ঞক্ষেত্র বা কর্মার্পণের ক্ষেত্র হইতে ভাগবতধর্ম-সাম্রাজ্যের সীমানা আরম্ভ হওয়ায় সেই স্থান হইতে শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলেরও সীমানা আরম্ভ হইয়াছে। এইজন্য অনেকে যাজপুর হইতে শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের সীমানা নির্দেশ করেন।

যে-স্থানে সমস্ত রজোধর্ম বিগত হইয়াছে, তাহাই বিরজা। দেবীধাম বা চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিবার পর বিরজা। সিদ্ধলোকের বাহিরে যে চিন্ময় জলপূর্ণ কারণ-সমুদ্র পরিখাকারে পরব্যোমকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহারই নাম 'বিরজা'। এই বিরজার বাহিরেই বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিলাস-স্থল—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতে[১] উদ্ধৃত পদ্মপুরাণের[২] "প্রধান-পরমব্যোম্নোঽন্তরে বিরজানদী" বাক্যানুসারে জানা যায়, পরব্যোমকে বেষ্টন করিয়াই বিরজানদী বা কারণার্ণব অবস্থিত। শ্রীশ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী ও শ্রীশ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণীতে[৩] শ্রীশ্রীসনাতন ও শ্রীশ্রীজীবপাদ 'বিরজ'-শব্দের 'বিগতাপরাধ' অর্থ করিয়াছেন।

১। সং ভা ৫।২৪৭; ২। উ ২৫৫; ৩। ভা ১০।১০।২৮ শ্লোকের শ্রীবৃহদ্-বৈষ্ণবতোষণী ও শ্রীসংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী দ্রষ্টব্য।

বৈতরণী নদী—গো-নাসা-নামক পর্বতশৃঙ্গ হইতে সমুদ্ভূতা। উক্ত পর্বত কেন্দঝর-রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত। বৈতরণী হইতে একটি শাখা 'খরস্রোতা'য় মিলিয়াছে। উক্ত শাখা **'বুড়া'** নামে প্রসিদ্ধা। ইহার আর একটি করদ নদী **'কুশভদ্রা'** নামে খ্যাত। কুশভদ্রার তীরে **'কুশলেশ্বর'** মহাদেবের মন্দির আছে। কুশভদ্রা স্থানীয় লোকের নিকট **'কুশী'** নামে পরিচিত।

'বি-তরণী বি-নৌকা ইতি বৈতরণী' অথবা 'বিতরণেন কর্মার্পণেন তীর্যতে ইতি বৈতরণী'। নৌকাবিনা যাহা পার হইতে হয়, অথবা যাহা কর্মার্পণ অর্থাৎ **ফলভোগকামনা-ত্যাগরূপ দানের দ্বারা উত্তীর্ণ হওয়া যায়**, তাহাই বৈতরণী।

"যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।" অথবা "নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধা রুধিরাবহা। উষ্ণতোয়া মহাবেগা অস্থিকেশ-তরঙ্গিণী॥"* প্রভৃতি উক্তির মধ্যে যে যমপুরস্থ প্রেতনদী বৈতরণীর কথা আছে, তাহা হইতে যজ্ঞপুরস্থ(যাজপুরস্থ) বৈতরণী নদী পৃথক্। **বিষ্ণুর প্রীত্যাভাস-রূপ কর্মার্পণ হইতে ভাগবতধর্ম আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং বিষ্ণুর প্রীত্যাভাস বা ভাগবতধর্মের আভাসেই যমপুরের ভয় অনায়াসে বিদূরিত হয়।** এইজন্য ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"আস্তে বৈতরণী নাম সর্বপাপহরা নদী। তস্যাং স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

মহাভারতের বনপর্বে[১] যাজপুর-তীর্থের প্রচুর মাহাত্ম্য দৃষ্ট হয়। পর্বতের দ্বারা উপশোভিত, সর্বদা ঋষিগণযুক্ত, দ্বিজগণ-নিষেবিত যজ্ঞ-ভূমি বৈতরণীনদীর উত্তরতীরে অবস্থিত।

---

* 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক'-ধৃত জমদগ্নিবচন ;

১। ম ভা বনপর্ব, ১৪৪ অধ্যায়, ৪-১৩ শ্লোক

ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্॥

ব্রহ্মপুরাণে[১] শ্রীব্রহ্মা বলিতেছেন,—বিরজ-প্রদেশে ব্রহ্মাণী-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতা বিরজামাতা অধিষ্ঠিতা আছেন। তথায় সর্বপাপহরা বৈতরণী-নদী বিরজমানা। এখানে স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুর নাভিপদ্ম-সমুত্থিত যে স্বয়ম্ভূমূর্তি বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে দর্শনানন্তর ভক্তির সহিত নমস্কার করিলে লোকের বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয়। এই ক্ষেত্রে যে দেহত্যাগ করে, নিশ্চয়ই তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে।

বিরজে বিরজা মাতা ব্রহ্মাণী-সংপ্রতিষ্ঠিতা।

*　　*　　*

আস্তে বৈতরণী তত্র সর্বপাপহরা নদী।
যস্যাং স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
আস্তে স্বয়ম্ভূস্তত্রৈব ক্রোড়রূপী হরিঃ স্বয়ম্।
দৃষ্ট্বা প্রণম্য তং ভক্ত্যা পরং বিষ্ণুং ব্রজন্তি তে॥

*　　*　　*

মম ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠা বিরজে যে কলেবরম্।
পরিত্যজন্তি পুরুষাস্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ॥

কপিলসংহিতায়[২] বিরজাক্ষেত্রের বর্ণন ও মাহাত্ম্য এইরূপ দৃষ্ট হয়,—হে বিপ্রগণ! বিরজা-নামক ক্ষেত্রে বিরজপ্রদা বিরজাদেবীকে দর্শন করিলে জীবের রজোগুণের ক্ষালন হয়। পুরাকালে ব্রহ্মা সৃষ্টিরক্ষার্থ এই সুনির্মল বিরজাখ্যক্ষেত্র প্রকাশ করিয়াছেন। বিরজাদেবীর ঈশান কোণে পিতৃগণের মুক্তিপ্রদ 'নাভিগয়া'-নামক মহাপুণ্যক্ষেত্র।

কথয়ামি মহাপুণ্যং বিরজাখ্যং সুনির্মলম্।
যৎক্ষেত্রং সৃষ্টিরক্ষার্থং ব্রহ্মণা চ কৃতং পুরা॥

১। ৪২ অধ্যায়, ১১০ শ্লোক; ২। অ ৭।২-৪, ১৫-১৬

তস্মিন্ ক্ষেত্রে দ্বিজশ্রেষ্ঠা বিরজা বিরজঃপ্রদা।
বিরজামুখমালোক্য রজঃপ্রক্ষালনং ব্রজেৎ ॥
তত্র শ্রীবিরজাদেবী ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী।
সাধকানাং হিতার্থায় বিরজা উৎকলে স্থিতা ॥

* * *

তত্র শ্রীবিরজে ক্ষেত্রে দেব্যা ঈশানকোণতঃ।
গয়ানাভির্মহাপুণ্যঃ পিতৃণাং মুক্তিদায়কঃ ॥
তত্র পিণ্ডং প্রযচ্ছন্তি নরা যে বীতকল্মষাঃ।
পিতৃনুদ্ধৃত্য নরকাৎ তে ব্রজন্তি পদং হরেঃ ॥

হাওড়া হইতে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথে 'যাজপুর রোড্' ষ্টেশন ২১০ মাইল। যাজপুর রোড্ ষ্টেশন হইতে যাজপুর সহর মোটর বাসে উনিশ মাইল। যাজপুর—কটক জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমার সদর। যাজপুর রোড্ ষ্টেশন (ডোলিপুর) হইতে প্রায় ৯ মাইল পরে 'যমুনা খাই' নদীর সেতু ; তৎপরে প্রায় তিন মাইল দূরে বৈতরণীর বাঁধের উপর 'মূলাপাল'-নামক স্থান। আরও প্রায় তিন মাইল দূরে 'বুড়া নদী' অতিক্রম করিয়া যাজপুর সহরে পৌঁছান যায়। মূলাপাল-নামক স্থানে এক সময়ে শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ একটি শিবির স্থাপন করিয়া শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহসহ কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। পূর্বে যাজপুর রোড্ ষ্টেশন হইতে যাজপুরে আসিতে তিনবার মোটর বদল করিতে হইত। কিন্তু এখন সেতু নির্মিত হওয়ায় এক মোটরেই সহরের শেষ প্রান্তে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সন্নিকটে উপস্থিত হওয়া যায়। এই পর্যন্তই মোটর বাস্ সার্ভিসের সীমা। পুরীর শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের ন্যায় সিংহদ্বার ও অরুণস্তম্ভ-সম্বলিত একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শ্রীজগন্নাথ-মন্দির যাজপুরেও দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরের সংলগ্ন একটি ধর্মশালা 'রাধাবাই ধর্মশালা' বা 'জগন্নাথ ধর্মশালা' নামে খ্যাত।

বিকানীর-নিবাসী জহরমল বুলাকিদাস ধন্নানির পত্নী রাধাবাঈ তাঁহার স্বধামগত পতির স্মৃতি-রক্ষার্থ ১৯৭৫ সংবতে অর্থাৎ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই ধর্মশালা নির্মাণ করেন। শ্রীজগন্নাথ-মন্দির বৈতরণী নদীর তীরে অবস্থিত। বৈতরণীর মধ্যস্থ দ্বীপে শ্রীজগন্নাথ-মন্দির হইতে প্রায় এক ফার্লং দূরে **শ্রীবরাহদেবের মন্দির**। পূর্বাভিমুখী মন্দিরের সম্মুখে সিংহদ্বার, তৎপরে নাট্যমন্দির, নাটামন্দিরের মধ্যস্থলে গরুড়স্তম্ভ, তৎপরে জগমোহন, তৎপরে গর্ভমন্দিরে উচ্চ পীঠাসনে শ্রীযজ্ঞবরাহের শিলাময়ী শ্রীমূর্তি ; বামে শ্রীলক্ষ্মী, তাঁহার বামে শ্রীজগন্নাথ। শ্রীযজ্ঞবরাহের দক্ষিণে শ্রীশ্বেতবরাহদেব। এতদ্ব্যতীত বিজয়বিগ্রহ শ্রীবরাহদেব, শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীগোপাল অধিষ্ঠিত আছেন। গর্ভমন্দিরের দ্বারদেশের দুই দিকে জয়-বিজয়ের মূর্তি। শ্রীবরাহদেবের মন্দিরের দক্ষিণভাগে একটি ক্ষুদ্রাকার মন্দিরে পতিতপাবন যজ্ঞবরাহদেব, বামে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাদের বামভাগে শ্রীমানগোবিন্দ-বরাহ। যজ্ঞ-বরাহের দক্ষিণে সেউবি-বরাহ (?)। স্থানীয় পাণ্ডাগণ অষ্ট-বরাহের নিম্নলিখিত নাম জ্ঞাপন করেন,—(১) যজ্ঞবরাহ বা আদি-বরাহ, (২) শ্বেতবরাহ, (৩) ভোগবতী-বরাহ [আদি-বরাহের মন্দিরের পশ্চাতে ভোগবতী গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন], (৪) মানগোবিন্দ-বরাহ, (৫) সেউবি-বরাহ, (৬) লক্ষ্মীবরাহ [কেন্দ্রাপাড়ার পূর্বদিকে 'আলি'তে আছেন], (৭) কল্প-বরাহ [যাজপুর হইতে আড়াই মাইল দূরে বিচিত্র-পুরে], (৮) আনন্দকন্দ-বরাহ [পুরীতে]।

শ্রীযজ্ঞবরাহের মন্দিরের দক্ষিণদিকে পূর্বাভিমুখী একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে ক্রোড়বাসিনী দেবী ও কশিবেশ্বর [কাশীবিশ্বেশ্বর (?)] মহাদেব। কশিবেশ্বরের মস্তকে বৈতরণীর জল স্বতঃই চতুর্ধারায় উৎসারিত হইত। ইহার নিদর্শনস্বরূপ অদ্যাপি শিবলিঙ্গের চতুর্দিকে চারিটি ছিদ্র দৃষ্ট হয়।



শ্রীযাজপুরে শ্রীবরাহদেবের শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার এবং তৎসংলগ্ন
নাটমন্দির ও গর্ভমন্দির

বৈতরণীর প্রাচীন খাত এখন শুষ্ক। ইহা পূর্ব-পশ্চিমাভিমুখী প্রবাহিত ছিল। উত্তরে দশাশ্বমেধ-ঘাট ও বরাহমন্দির। দশাশ্বমেধ-ঘাটের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা এইস্থানে দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞ হইতেই শ্রীযজ্ঞবরাহ ও বিরজা-দেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। এইজন্য এই স্থান 'বরাহক্ষেত্র' নামেও প্রসিদ্ধ। দশাশ্বমেধ-ঘাটের উপর উত্তরদিকে শ্রীকাশীবিশ্বনাথ ও শিবলিঙ্গা-লিঙ্গিতা পার্বতীদেবীর মূর্তি। এইরূপ শিবলিঙ্গ, বিশেষতঃ দক্ষিণাভি-মুখী লিঙ্গ সচরাচর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। প্রবাদ যে, যাজপুরে কাশী-বিশ্বনাথ এক প্রহর এবং কাশীপুরে তিন প্রহর বাস করেন। ব্রহ্মার যজ্ঞের আদি স্থান এখন প্রায় গুপ্ত। কিছুকাল পূর্বে কৃষ্ণ অগ্নিহোত্রি-নামক এক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ যাজপুরে একটি বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তখন তিনি স্থানীয় শ্মশানের ভিতর একটি স্থানকে ব্রহ্মার আদি যজ্ঞস্থান বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। যজ্ঞপুর হইতে বিরজা-দেবীর মন্দিরের দিকে যাইতে ব্রহ্মার যজ্ঞের ঘৃতকুণ্ড বলিয়া নির্দিষ্ট কুণ্ডটি **'ব্রহ্মকুণ্ড'** নামেও কথিত হয়।

কিংবদন্তি এই যে, উড়িষ্যার শৈবরাজ যযাতিকেশরীর নামানুসারে এই স্থানের নাম 'যযাতিপুর' ও উহার অপভ্রংশ 'যাজপুর' নাম হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মার 'যজ্ঞপুর' হইতে যজ্ঞপুর বা যাজপুর-নামের প্রসিদ্ধি সমীচীন বলিয়া মনে হয়। স্থানীয় পূজারীগণ বলেন,—শ্রীবরাহদেবের প্রাচীন মন্দির, দশাশ্বমেধ-ঘাট প্রভৃতি রাজা যযাতিকেশরীর দ্বারাই নির্মিত হইয়াছিল। পরে রঘুজী ভোঁসলা এই সকল সংস্কার করেন। রঘুজী ভোঁসলাই শ্রীবরাহদেবের স্থায়ী সেবার জন্য ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। বর্তমানে উহার আয় বাৎসরিক প্রায় ৫০০ টাকা। এতদ্ব্যতীত আরও কিছু চাষী জমি সেবার জন্য রহিয়াছে। 'Hindu

Religious Endowment act' অনুযায়ী একটি 'Trustee Committee' এই সেবা পরিচালনা করেন। বর্তমানে কমিটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আছেন,—(১) শ্রীভাগবত দীক্ষিত, (২) শ্রীহরিবন্ধু বটু, (৩) শ্রীসূর্যমণি পাণ্ডা, (৪) শ্রীসুনীলকুমার মিত্র, উকীল, (৫) শ্রীকুঞ্জবিহারী মিশ্র, উকীল, (৬) শ্রীনরসিংহ চৌধুরী।

শ্রীবরাহদেবের ১৩ ঘর সেবায়েত পাণ্ডা আছেন। তাঁহাদের নাম এই,—(১) সূর্যমণি পাণ্ডা, (২) বৈষ্ণব বটু, (৩) শঙ্কর বটু, (৪) প্রাণকৃষ্ণ বটু, (৫) বৈষ্ণব দীক্ষিত, (৬) ভগীরথ দীক্ষিত, (৭) নন্দ দীক্ষিত, (৮) নাথ দীক্ষিত, (৯) সন্ন্যাসী দীক্ষিত, (১০) কৃষ্ণ দীক্ষিত, (১১) হরিবন্ধু বটু, (১২) গোলোক পাণ্ডা, (১৩) হরি পাণ্ডা। ইঁহারা পালাক্রমে সেবা করেন।

শ্রীবিরজাদেবীর মন্দির

শ্রীবরাহদেবের মন্দির হইতে দক্ষিণে দুই মাইল দূরে শ্রীবিরজা-মন্দির। শ্রীবিরজাদেবীর মন্দিরেও সিংহদ্বার, চত্বর, গোপুর—তন্মধ্যে সিংহস্তম্ভ, তৎপরে চত্বর, নবরত্ন-মন্দির, জগমোহন ও গর্ভমন্দির; ইহা পূর্বাভিমুখী। মন্দিরটি সুপ্রাচীন। গর্ভমন্দিরে দ্বিভুজা বিরজাদেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। তাঁহার একটি বিজয়বিগ্রহও মন্দিরে পূজিত হইতেছেন। স্থানীয় পাণ্ডা পূজারীগণ বিরজাদেবীকে এইভাবে বর্ণনা করেন,—

শ্যামাঙ্গীং সিংহমারূঢ়াং দ্বিভুজাং শূলধারিণীম্।
বিভ্রতীং বামহস্তেন মহিষাসুর-পুচ্ছকম্॥
সুরাসুর-বন্দ্যমানাং ত্রিনেত্রাং বিন্দুশেখরাম্।
সর্বাভরণ-সম্পন্নাং ভক্তানুগ্রহকারিণীম্॥
বন্দে শ্রীবিরজাং দেবীং ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়িনীম্॥

বন্দনার মধ্যে শ্রীবিরজাদেবী দ্বিভুজা বলিয়া বর্ণিতা, কিন্তু কোন কোন মতে ইনি অষ্টভুজা। স্থানীয় পাণ্ডাগণ বলেন, এখানে গতানুগতিক-ভাবে পশুবলির ব্যবস্থা থাকিলেও আমিষ-দ্রব্য কিছুই শ্রীবিরজার ভোগে লাগে না। মন্দিরের পশ্চাতে যে কালভৈরব আছেন, তাঁহারই উদ্দেশ্যে বলি প্রদত্ত হয়। প্রাতঃ ৪টা হইতে দ্বিপ্রহর ১২টা ও অপরাহ্ণে ৩টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত বিরজাদেবীর মন্দির উন্মুক্ত থাকে।



শ্রীবিরজামন্দির (যাজপুর)

মাঘী ত্রিবেণী-অমাবস্যা বিরজাদেবীর আবির্ভাব-তিথি বলিয়া সেই সময় তথায় বিশেষ উৎসব ও মেলা হয় এবং শারদীয়া প্রতিপৎ হইতে নবমী পর্যন্ত নয় দিবসও উৎসব হয়।

বিরজামন্দিরের উত্তরাংশে একটি প্রকোষ্ঠ-মধ্যে লৌহবেষ্টনীদ্বারা চতুর্দিক্ বাঁধান একটি কূপ আছে। উহার ব্যাস কিঞ্চিদধিক সাড়ে চারি হস্ত। উহা 'নাভিগয়া' নামে অভিহিত। নাভিগয়ার পশ্চিমে শ্রীগদাধর এবং ঈশাণকোণে একটু নিম্নপ্রদেশে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব আছেন।

বিরজামন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটি প্রাচীন ক্ষুদ্র সরোবর আছে। উহার চতুর্দিক্ প্রস্তরদ্বারা গ্রথিত। ইহা দৈর্ঘ্যে একশত ফিট্ ও প্রস্থে

সত্তর ফিট্‌। ইহা 'ব্রহ্মকুণ্ড' ও 'বিরজাকুণ্ড' নামে খ্যাত। বিরজামন্দির ও ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যবর্তী রাজপথ ধরিয়া প্রায় অর্ধ মাইল পথ দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে ত্রিলোচন শিবের মন্দির ও তৎসম্মুখে অষ্টাদশভুজা মহামায়ার মন্দির দৃষ্ট হয়।

শুভস্তম্ভ—যাজপুর হইতে এক মাইল দূরে চণ্ডেশ্বর গ্রামে ব্রহ্মার স্থাপিত বলিয়া কথিত 'শুভস্তম্ভ' নামে একটি প্রস্তর-স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। শুভ প্রারম্ভ বা মঙ্গলাচরণকে উৎকল ভাষায় 'শুভ দেওয়া' বলে। স্থানীয় পাণ্ডাগণ বলেন,—শ্রীব্রহ্মা যজ্ঞপুরে যজ্ঞারম্ভের প্রারম্ভে যে একটি গরুড়-স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই 'শুভস্তম্ভ' নামে খ্যাত হইয়াছে। এই গোলাকার স্তম্ভটি ৩৬ ফিট্‌, ১০ ইঞ্চি লম্বা এবং ইহা একটি অখণ্ড প্রস্তর হইতে উৎকীর্ণ। স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটি বিরাট্‌কায় প্রস্তরময়ী গরুড়-মূর্তি ছিল। সেই মূর্তিটি অর্ধ মাইল দূরে 'বাহাবলপুর'-নামক গ্রামে রহস্যজনকভাবে স্থানান্তরিত হয়। স্থানীয় পাণ্ডাগণ বলেন,—ঐ গরুড়-পক্ষীটি উড়িয়া গিয়া সেই স্থানে রহিয়াছেন। কোন এক উদাসীন ব্যক্তি নাকি সেই স্তম্ভের নিকট থাকিয়া দিবাভাগে খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেন এবং নিশাভাগে সেই স্তম্ভের অভ্যন্তরস্থ গুপ্তদ্রব্যসমূহ নিষ্কাসন করিয়া লইয়া যাইতেন। তাহাতেই গরুড় পক্ষীটি সেই স্তম্ভ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যা'ন। আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে কালা-পাহাড় রাজা মুকুন্দদেবকে নিহত করিয়া উক্ত গরুড়-মূর্তি স্থানান্তরিত করে। স্থানীয় পাণ্ডাগণ বলেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের রাজত্বকালে কয়েকটি বলবান্ হস্তিদ্বারা এই স্তম্ভটি অপসারণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই। স্তম্ভে শিকল বাঁধিয়া হস্তি-যুথের দ্বারা স্তম্ভোৎপাটনের এই উক্তি পাঠান রাজগণের নামেও আরোপিত হয়। এখন কোন্‌টি প্রকৃত সত্য, তাহা ঐতিহাসিকগণের

বিচার্য। গভর্ণমেন্টের 'Protected Monuments Act' অনুযায়ী এই স্তম্ভটি বর্তমানে রক্ষিত হইতেছে এবং এখানে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি স্থাপিত হইয়াছে :—

"Chandeswar Pillar"

"This pillar, locally known as '*Subhastambha*' is probably ascribed to the later Gupta Period. Dr. Hunter's story, founded on the existence of holes at the base, that Kalapahar, the General of Sulaiman Kararani, the Afgan King of Bengal, attempted to pull down the column by means of chains and teams of elephants, has been proved to be a myth. The base was evidently left unfinished. The pillar was probably a *Kirti-stambha*."

কপিলেশ্বর

বিরজাদেবীর মন্দির হইতে প্রায় একমাইল দূরে অর্থাৎ যাজপুর হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে 'কপিলেশ্বর'-গ্রামে একটি মন্দিরে জলমগ্ন কপিলেশ্বর শিব অধিষ্ঠিত আছেন। কপিলেশ্বর শিবের মন্দিরের পূর্বদিকে 'মণিকর্ণিকা' নামে একটি কুণ্ড আছে। মণিকর্ণিকার বায়ুকোণে একটি বটবৃক্ষ। জনশ্রুতি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যাজপুরে পদার্পণ-কালে এইস্থানে শুভবিজয় ও বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই স্মৃতি-সংরক্ষণার্থ কোন গৌরগতপ্রাণ মহাত্মা উক্ত বটবৃক্ষের তলে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের দারুময়ী অর্চামূর্তি স্থাপন করেন। নৃত্যপরায়ণ বঙ্কিমচরণ শ্রীগৌরসুন্দর এবং জীবের প্রতি অভয় ও কৃপা-বিতরণোন্মুখ শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীমূর্তিদ্বয় সেইস্থানে বহুকাল হইতে সেবিত হইয়া আসিতেছিলেন। পরে শ্রীনিমাইচরণ-দাস-নামক কোন বৈষ্ণব তৎসংলগ্ন প্রদেশে একটি মন্দিরে শ্রীবিগ্রহদ্বয় ও শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্তি

আনয়ন-পূর্বক তথায় স্থাপন করেন। তন্নিকটবর্তী স্থানে শ্রীনিমাইচরণদাস মহাশয়ের একটি সমাধি-পীঠ আছে। পূজক-পরম্পরাক্রমে গোপালদাস, অনিরুদ্ধদাস প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির সময় সেবার শৈথিল্য ঘটে। তাঁহারা সেবার সম্পত্তির ৬৫ 'একর' (acre) জমি বিক্রয় করিয়া দেন। বর্তমানে মাত্র ৩ 'একর্' জমি আছে। তাঁহাদের নিকট হইতে প্রায় ২৫ বৎসর হইল শ্রীযুত রামদাস বাবাজী মহাশয় উক্ত লুপ্ত-প্রায় সেবাটি উদ্ধার করিয়া গ্রামবাসীর সাহায্যে শ্রীবিগ্রহগণের সেবাটি পরিচালনা করিতেছেন। ইহা স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অনুসন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ভক্তগণের সহিত গৌড়দেশ হইতে নীলাচলাভিমুখে গমনকালে ১৫১১ খৃষ্টাব্দে যাজপুরে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই প্রসঙ্গ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে[১] এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[২] বর্ণন করিয়াছেন। নিম্নে সেইসকল অংশ উদ্ধৃত হইল,—

কতদিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন যাজপুর—ব্রাহ্মণনগর॥
যঁহি আদিবরাহের অদ্ভুত প্রকাশ।
যাঁ'র দরশনে হয় সর্ববন্ধ-নাশ॥
মহাতীর্থ—বহে যথা নদী বৈতরণী।
যাঁ'র দরশনে পাপ পলায় আপনি॥
জন্তুমাত্র যে নদীর হইলেই পার।
দেবগণে দেখে চতুর্ভুজের আকার॥

১। অ ২।২৮০-৮৯, ২। ম ৫।৩-৭

নাভিগয়া—বিরজাদেবীর যথা স্থান।
যথা হইতে ক্ষেত্র—দশ-যোজন-প্রমাণ॥
যাজপুরে যতেক আছয়ে দেবস্থান।
লক্ষ বৎসরেও নারি লৈতে সব নাম॥
দেবালয় নাহি, হেন নাহি তথি স্থান।
কেবল দেবের বাস—যাজপুর গ্রাম॥
প্রথমে দশাশ্বমেধ-ঘাটে ন্যাসিমণি।
স্নান করিলেন ভক্ত-সংহতি আপনি॥
তবে প্রভু গেলা আদিবরাহ-সম্ভাষে।
বিস্তর করিলা নৃত্য-গীত প্রেমরসে॥
বড় সুখী হৈলা প্রভু দেখি' যাজপুর।
পুনঃপুনঃ বাড়ে আনন্দাবেশ প্রচুর॥

*　　*　　*

চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রাম।
বরাহ ঠাকুর দেখি' করিলা প্রণাম॥
নৃত্যগীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন।
যাজপুরে সে রাত্রি করিলা যাপন॥
কটকে আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে।
গোপাল-সৌন্দর্য দেখি' হৈলা আনন্দিতে॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ।
আবিষ্ট হঞা কৈল গোপাল-স্তবন॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি' ভক্তগণ-সঙ্গে।
গোপালের পূর্বকথা শুনে প্রভু রঙ্গে॥



পঞ্চম বৈভব

কটক

ইহা কাটজুড়ী ও মহানদীর মধ্যবর্তী উড়িষ্যার পূর্বতন রাজধানী ও অন্যতম প্রধান নগর। কটক নগরের উত্তরাংশে মহানদী প্রবাহিতা। ভক্তবৎসল শ্রীগোপালদেব ভক্তের সত্য-রক্ষার্থ সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে ছোট বিপ্রের অনুগমনে 'বিদ্যানগর' পর্যন্ত পদব্রজে আগমন করেন। তথায় তদ্দেশীয় রাজা শ্রীগোপালের মন্দিরাদি সেবা-সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন। বহুদিন পরে বিদ্যানগরের অধস্তন রাজা উৎকলাধিপতি শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে 'শ্রীজগন্নাথদেবের ঝাড়ুদার'-জ্ঞানে তাচ্ছিল্য করিয়া নিজকন্যা দান করিতে অস্বীকার করায় শ্রীপুরুষোত্তমদেব শ্রীজগন্নাথের সহায়তায় উক্ত রাজার সহিত যুদ্ধ করেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেব বিদ্যানগরের রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা ও মাণিক্যসিংহাসন স্বদেশে লইয়া আসেন। তিনি শ্রীজগন্নাথদেবকে সেই মাণিক্যসিংহাসনে স্থাপন করেন। সেই সময় শ্রীসাক্ষিগোপালও শ্রীপুরুষোত্তমদেবের ভক্তিবাধ্য হইয়া কটকে আসেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেব কটকে শ্রীসাক্ষিগোপালের সেবা স্থাপন করেন। *

শ্রীমন্মহাপ্রভু কটকেই শ্রীসাক্ষিগোপালকে দর্শন করিয়াছিলেন; পরে শ্রীসাক্ষিগোপাল পুরীর শ্রীজগন্নাথমন্দিরে নীত হন। তৎপরে পুরী হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে 'সত্যবাদী' নামে একটি গ্রাম স্থাপন-পূর্বক শ্রীসাক্ষিগোপালের সেবা প্রকটিত হয়।

---

* চৈ চ ম ৫।১১৭-২৪

শ্রীগৌরহরি যাজপুর হইতে কটকে পদার্পণ করিয়া মহানদীতে স্নান এবং শ্রীসাক্ষিগোপালের স্থানে নৃত্যকীর্তনাদি-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। *

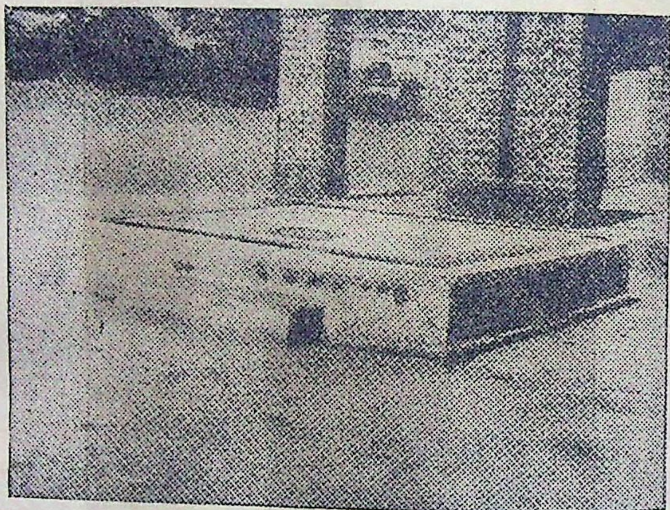


শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানের তোরণের ধ্বংসাবশেষ (কটক)

কটকসহরে 'মহম্মদীয়া-বাজার'-নামক পল্লীতে 'শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ' নামে একটি স্থান আছে। এই স্থানটি গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের

* চৈ ভা অ ২।৩০০-৪

তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীল রায় রামানন্দের উদ্যান বলিয়া প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি তথায় একটি প্রাচীন তোরণের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। সেই তোরণ হইতে প্রায় শত গজ পশ্চিমে একটি বেদী রহিয়াছে। কথিত হয় যে, এই স্থানে বকুল বৃক্ষের তলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উপবেশন



কটক শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে শ্রীগৌরপাদপীঠ (এইস্থানে বকুলবৃক্ষের তলে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উপবেশন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত)

করিয়াছিলেন। ঐ বেদী তাহারই স্মারক-চিহ্ন-স্বরূপ। এই বকুল বৃক্ষের তলেই শ্রীরামরায়ের কৃপায় শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং শ্রীগৌরহরি **'শ্রীপ্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা'** নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। *

* চৈ চ ম ১৬।১০০-৮

মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরহরির শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার বহু সেবানুকূল্য করিলেন ; নিজরাজ্যে ঘোষণাপত্র প্রচার এবং দুইজন মহাপাত্রকে আবশ্যকীয় সেবার্থ আদেশ দিলেন ; একটি নূতন নৌকা আনাইয়া নদীর তীরে রাখাইলেন। যে-স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্নান করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন—"তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর' মহাতীর্থ



কটকে মহানদীর তীরে গড়গড়িয়া ঘাট

করি'। নিত্যস্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি ॥"—এইরূপ আদেশ দিলেন।১ কটকে মহানদীর তীরে প্রসিদ্ধ 'গড়গড়িয়া-ঘাট' বা 'গৌর-গড়া-ঘাট' (অর্থাৎ যে-স্থানে গৌরচন্দ্র স্নানার্থ অবতরণ করিয়াছিলেন) শ্রীপ্রতাপরুদ্রের উক্ত বাণীর স্মৃতি বহন করিতেছে।

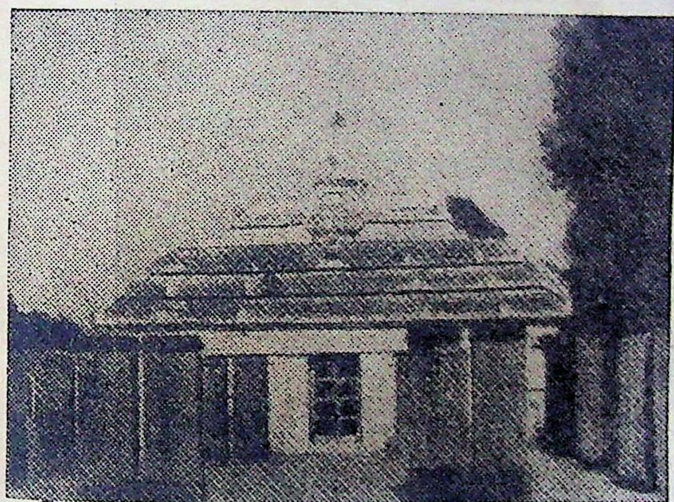
১। চৈ চ ম ১৬।১১৫

স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলেন, মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র ঐ স্থানে একটি স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। বর্তমানে সেরূপ কোন স্তম্ভ তথায় নাই। উহা কালগতিতে লুপ্ত হইয়াছে। ঐ ঘাটেরই সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণচিহ্ন অধিষ্ঠিত আছেন। জনশ্রুতি—উক্ত শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্ন ও মন্দির মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের ইচ্ছানুসারে তাঁহার সমাধির উপর নির্মিত হইয়াছিল। উক্ত শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্ন উৎকলরাজের নির্দিষ্ট সুপ্রাচীন ব্যবস্থানুযায়ী নিত্য জল ও শ্রীতুলসীদ্বারা দনেই পাণ্ডা ও মোহনী পাণ্ডা কর্তৃক বংশ-পরম্পরাক্রমে অর্চিত হইতেছেন।

উক্ত ঘাটে কার্তিক-পূর্ণিমা-তিথিতে একটি বাৎসরিক উৎসব হয়। পূর্বে লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় উক্ত ঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদার্পণের স্মারক-উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু ঐ সময় মহানদীর প্লাবন সমাগত দর্শনার্থি-গণের পক্ষে অসুবিধাজনক হয় বলিয়া উক্ত সাম্বৎসরিক স্মারক উৎসবের দিন ঐরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য-মঠ—পূর্ব কথিত বেদীর (যেস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপ-বেশনস্থল ও বকুল-বৃক্ষ অবস্থিত ছিল বলিয়া কথিত) পশ্চিমভাগে 'শ্রীচৈতন্য-মঠ' নামক একটি প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের শ্রীমূর্তি-সমূহ অর্থাৎ শ্রীগৌর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতের অর্চাবতার অধিষ্ঠিত আছেন। কিংবদন্তী, মহারাজ শ্রীপ্রতাপ-রুদ্র এইসকল শ্রীমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। সর্বদক্ষিণে শ্রীশ্রীগৌরহরির বিজয়-বিগ্রহ, তৎপরে যথাক্রমে শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীগদাধর, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ সর্বমধ্যে বিরাজমান। শ্রীবিজয়-বিগ্রহ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছেন। বিগ্রহগণ কীর্তনপরায়ণ ও হস্তোত্তোলিত শ্রীমূর্তিতে প্রকটিত।

শ্রীবিগ্রহগণের সেবাপূজা—কথিত হয়, শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সময়ে নিত্যসেবার্থ বহু ভূ-সম্পত্তি ছিল। শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীবিগ্রহগণের সেবা স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ পরিবারের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ-বংশের শেষ অধস্তন গোবিন্দদাসের সময় ঐ সকল সম্পত্তির কোনও অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দদাস সেই



কটক শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে পঞ্চতত্ত্বের শ্রীমন্দির (শ্রীচৈতন্য-মঠ নামে খ্যাত)

সেবা পাঁচ জন ট্রাষ্টীর উপর ন্যস্ত করেন। কেবল শ্রীমূর্তির অর্চনাধিকার জীবিতকাল পর্যন্ত নিজের হস্তে রাখেন। নিঃসন্তান গোবিন্দদাস ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে স্বধাম গমন করেন। অতঃপর উক্ত সেবা ট্রাষ্টীদের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে আসে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উক্ত সেবার জন্য মাসিক ৪·৬২ টাকা করিয়া বৃত্তি ধার্য করিয়া দেন। বর্তমান ট্রাষ্টীগণের নাম

এই :—(১) মদনমোহন দাস (২) সাধুচরণ দাস, (৩) রণজিৎ-লাল সেন, (৪) বিনয়ভূষণ রায় ও (৫) নরোত্তম দাস।

প্রতাপরুদ্র-গড়—'গড়গড়িয়া ঘাটে'র প্রায় এক ফার্লং দক্ষিণ পশ্চিমভাগে প্রতাপরুদ্রের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।



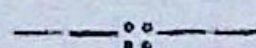
শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ ('পাদপাথর'), চাষাপাড়াঘাট, কটক,

কথিত হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সময়ে কটকে আসিয়া শ্রীসাক্ষিগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সময় উক্ত প্রাচীন দুর্গের নিকটেই শ্রীসাক্ষি-গোপালের মন্দির বিরাজমান ছিল। কিন্তু বর্তমানে কোন চিহ্ন নাই।

রামগড়—কটকে রামগড নামক স্থানটি কিংবদন্তী অনুসারে শ্রীল রায় রামানন্দের প্রাসাদের স্থান বলিয়া প্রচারিত ; কিন্তু, তথায় কোন স্মৃতিচিহ্ন নাই।

চৌদ্বার বা চতুর্দ্বার—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার্থ নিজ কর্মচারিবৃন্দের প্রতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের একটি আদেশ[১] এইরূপ দৃষ্ট হয়—
"চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস। রামানন্দ, যাহ তুমি মহাপ্রভু-পাশ॥"
কটক হইতে মহানদী পার হইয়া 'চতুর্দ্বার' গ্রামে যাওয়া যায় ; উহাকেই স্থানীয় ভাষায় 'চউ দুআর' বলে।

চৌদ্বারে 'চাষাপাড়া-ঘাট'-নামক একটি স্থান আছে। এই স্থানে স্থানীয় ভাষায় **'পাদ-পথর'** নামে খ্যাত একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ডের উপর একটি অপূর্ব শ্রীচরণচিহ্ন স্বাভাবিকভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই শ্রীচরণচিহ্নটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মচিহ্ন বলিয়াই প্রচারিত। প্রেমোন্মাদী শ্রীগৌরহরি যখন চতুর্দ্বার দিয়া বিজয় করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পদস্পর্শে কঠিন পাষাণখণ্ডও বিগলিত হইয়া ঐ পদাঙ্কে শোভিত হইয়াছিল। কথিত হয়, এইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহও অধিষ্ঠিত ছিলেন ; কিন্তু বর্তমানে তথায় কোন শ্রীমূর্তির অধিষ্ঠান নাই।



১। চৈ চ ম ১৬।১১৬

ষষ্ঠ বৈভব

শ্রীসাক্ষিগোপাল

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ শ্রীসাক্ষিগোপালকে বন্দনা করিয়া গাহিয়াছেন[১],—

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা-স্বরূপো, ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্।

দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং, তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি॥

যে প্রতিমাস্বরূপ ব্রাহ্মণ্যদেব পদযুগল চালনা করিয়া ব্রাহ্মণের উপকারার্থ শতদিবস-প্রাপ্য দেশ অর্থাৎ মাথুর-মণ্ডল হইতে বিদ্যানগর গমন করিয়াছিলেন, আমি সেই অপূর্ব-চেষ্টাযুক্ত শ্রীসাক্ষিগোপালকে প্রণাম করি।

শ্রীসাক্ষিগোপাল দক্ষিণদেশের বিদ্যানগর হইতে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পিতা শ্রীপুরুষোত্তমদেব-কর্তৃক প্রথমে তাঁহার রাজধানী কটকে আনীত হইয়াছিলেন। কথিত হয় যে, শ্রীপুরুষোত্তমদেব বিদ্যানগরের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কাঞ্চী হইতে শ্রীরাধাকান্তদেব, শ্রীসাক্ষিগোপাল, ভণ্ডগণেশ, রত্নসিংহাসন প্রভৃতি কয়েক মূর্তি শ্রীবিগ্রহ ও ভগবৎ-সেবোপকরণ আনয়ন করেন। শ্রীসাক্ষিগোপাল প্রথমে কটকে কিছুদিন অবস্থান করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে কিছুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। তথায় কোন-প্রকার প্রেমকলহ উপস্থিত হওয়ায় উৎকলাধিপতি মহারাজ পুরী হইতে ন্যূনাধিক প্রায় পাঁচক্রোশ দূরে 'সত্যবাদী' নামে একটি গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় শ্রীসাক্ষিগোপালকে অধিষ্ঠিত করেন। এখন সেই গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে শ্রীসাক্ষিগোপাল পূজিত

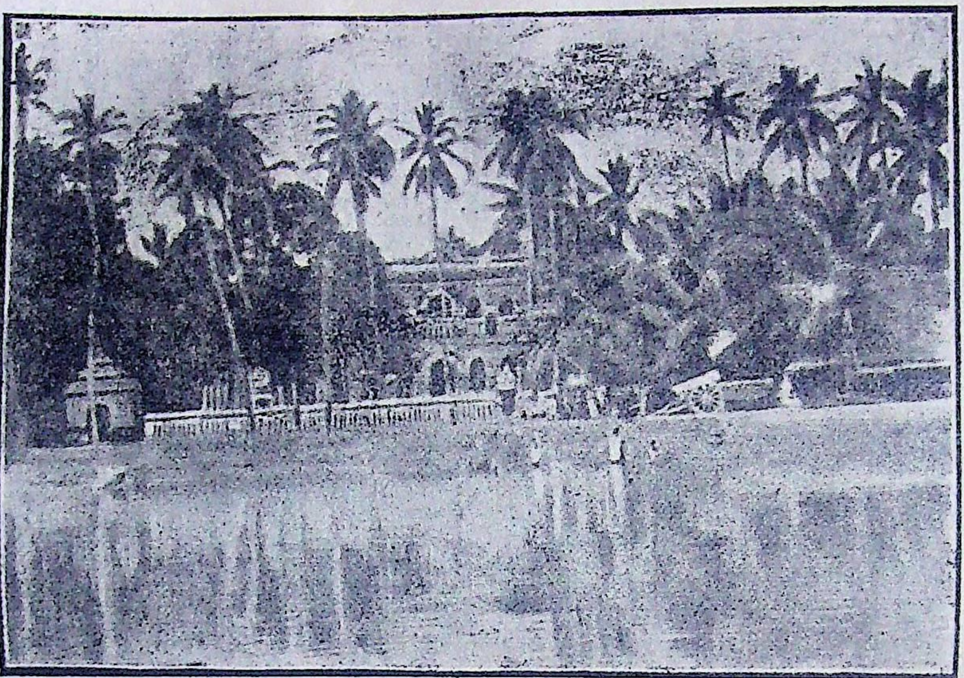
১। চৈ চ ম ৫।১

হইতেছেন। শ্রীভগবানের নাম-অনুসারে স্থানের নাম 'সাক্ষিগোপাল' হইয়াছে। পুরী হইতে খুরদারোডের দিকে যাইতে চতুর্থ ষ্টেশনই 'সাক্ষি-গোপাল'। এইস্থান পুরী ষ্টেশন হইতে দশ-মাইল উত্তরে অবস্থিত।

শ্রীসাক্ষিগোপালের বর্তমান পাকা মন্দিরটি মহারাষ্ট্রীয়গণের গুরু প্রসিদ্ধ বাবা ব্রহ্মচারীর দ্বারা নির্মিত বলিয়া কথিত হয়। উক্ত বাবা ব্রহ্মচারী মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের বর্তমান সিংহদ্বার নির্মাণ, কোণার্ক হইতে অরুণস্তম্ভ আনয়ন করিয়া সিংহদ্বারের সম্মুখে স্থাপন ও নরেন্দ্রসরোবরের চতুর্দিক্স্থিত প্রস্তরময় বেষ্টনী ও সোপানাবলী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বাবা ব্রহ্মচারী রাজা দ্বিতীয় দিব্যসিংহদেবের সময়ে (১৭৭৯-১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ) ঐসকল সেবাকার্য করাইয়াছিলেন।

'সাক্ষিগোপাল' ষ্টেশন হইতে শ্রীসাক্ষিগোপালের মন্দির প্রায় এক মাইলের কিছু কম হইবে। ষ্টেশন বা গ্রামে গো-যান ব্যতীত অন্য কোনরূপ যান পাওয়া যায় না। সাক্ষিগোপালের বাজারের নিকট চন্দন-পুষ্করিণী ও ইহার উত্তর তীরে দুধুওয়ালা বিশ্বেশ্বরলাল হরগোবিন্দ মাড়োয়ারীর একটি ধর্মশালা আছে। প্রায় ২৫।২৬ বৎসর হইল, এই ধর্মশালাটি নির্মিত হইয়াছে। এই ধর্মশালায় যাত্রিগণ রাত্রি-বাস করিতে পারেন। চন্দনপুকুরের তীরে নারিকেল-বিটপিশ্রেণী অতি সুন্দর দৃশ্য রচনা করিয়াছে। চন্দনপুকুরে শ্রীসাক্ষিগোপালের বিজয়বিগ্রহের চন্দনযাত্রা মহোৎসব হয়।

শ্রীমন্দিরের উত্তরদিকে শ্রীরাধাকুণ্ড ও দক্ষিণদিকে শ্রীশ্যামকুণ্ড-নামক দুইটি কুণ্ড বা সরোবর শোভা পাইতেছে। সাক্ষীগোপালের বাজারে চন্দনপুষ্করিণীর নিকটে পুরীর 'সাতাসন মঠে'র 'বড়মঠ' নামক একটি আশ্রমে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তি অধিষ্ঠিত আছেন।



শ্রীচন্দনপুকুর (শ্রীসাক্ষিগোপালের বাজারের নিকট)

"ফুল অলসা" অর্থাৎ শ্রীভগবানের আলস্য বা বিশ্রাম করিবার পুষ্পোদ্যানের মধ্যে পূর্বে বকুলবন ছিল। সেই 'ফুল অলসা'র বকুল-বাগানের মধ্যে বর্তমান শ্রীমন্দিরের উত্তর-পশ্চিম-ভাগে সিদ্ধবলদেব শ্রীবিগ্রহ শ্রীসাক্ষিগোপালের আগমনের পূর্ব হইতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই স্থানে কেবল একক শ্রীবলদেবমূর্তি বিরাজমান। সত্যবাদী 'ফুল অলসা'য় 'সেবকসাহি' নামক পল্লীতে ছোটবিপ্র ও বড়বিপ্রের বংশধরগণ



শ্রীশ্যামকুণ্ডের তীরে শ্রীসাক্ষিগোপালের মন্দির

বাস করিতেছেন। ছোটবিপ্রের বংশধরগণের মধ্যে বর্তমানে ন্যূনাধিক ১২০ ঘর এবং বড়বিপ্রের বংশধরগণের মধ্যে ন্যূনাধিক ৩৩০ ঘর লোক আছেন জানা যায়।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীগোপাল যে নিজভক্ত বিপ্রের বাক্যরক্ষাচ্ছলে "প্রতিমা নহ তুমি, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন" * এই বাস্তবসত্য-স্থাপন-লীলা

* চৈ চ ম ৫।৯৬

করিবার জন্য মানুষের মত লীলা প্রকট করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগোপালের প্রমাণাকার শ্রীবিগ্রহের দর্শনভঙ্গী হইতেই সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়। প্রমাণাকার নয়নাভিরাম শ্রীসাক্ষিগোপাল-শ্রীবিগ্রহ পূর্বমুখী হইয়া শ্রীমন্দিরে বিরাজমান। ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম অপূর্বদর্শন প্রমাণাকার শ্রীকৃষ্ণমূর্তির বামে স্বর্ণময়ী শ্রীরাধারাণী, দক্ষিণে শ্রীপুণ্ডরীক বাসুদেব-নামক অষ্টভুজ ধাতুময়ী শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্তি। স্থানীয় পূজকগণ ঐ মূর্তিকে অষ্টভুজ বলিয়াই নির্দেশ করেন। ইঁহারা বলেন,—শ্রীনারায়ণের ন্যায় শ্রীলক্ষ্মীও চতুর্ভুজা; সুতরাং শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণকে একত্র দর্শন করিয়া অষ্টভুজ বলিয়া উক্তি করেন। পূজকগণের কেহ কেহ শ্রীনারায়ণের চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এবং শ্রীলক্ষ্মীর চারি হস্তে শৃঙ্গ, ইক্ষুদণ্ড শঙ্খ ও চক্র (পদ্ম ?) নির্দেশ করেন।

শ্রীগোপাল শ্রীবৃন্দাবন হইতে একাকীই সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন; পরে শ্রীগোপালের আদেশে ধীরকিশোর দেব স্বর্ণময়ী শ্রীরাধারাণী প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত হয় যে, বড়বিপ্রের কোন বংশধরের এক কন্যার নাম ছিল 'লক্ষ্মী'। সেই লক্ষ্মী শিশুকাল হইতেই স্বগ্রামস্থ শ্রীসাক্ষিগোপালের প্রতি স্বভাবতঃই অত্যন্ত অনুরক্তা ছিলেন। লক্ষ্মী বয়ঃস্থা হইলে শ্রীগোপালকে পতিরূপে সেবা করিতে লোভযুক্তা হ'ন। প্রত্যহ রাত্রিকালে পূজারী শ্রীগোপালকে শয়ন-দানান্তে মন্দির বন্ধ করিবার পর শ্রীগোপাল অপরের অলক্ষ্যে লক্ষ্মীর গৃহে আগমন করিতেন এবং ভোরে মন্দির খুলিবার পূর্বেই স্বীয় মন্দিরে চলিয়া যাইতেন। এই ব্যাপার কেহই জানিতে বা বুঝিতে পারে নাই। অকস্মাৎ একদিন শ্রীগোপালের উত্থানকালে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজক দেখিতে পাইলেন, শ্রীগোপালের হস্তে বংশী ও পদযুগলে নূপুর নাই। কিছু সময়ের মধ্যেই বড়বিপ্রের কোন বংশধরের গৃহে অর্থাৎ যে গৃহে লক্ষ্মীদেবী

ছিলেন, তথায় শ্রীগোপালের নূপুর ও বংশীর সন্ধান পাওয়া যায়। রাজপুরুষগণ উক্ত ব্রাহ্মণকে শ্রীগোপালের বংশী ও নূপুর-অপহারক চোর সিদ্ধান্ত করিয়া যথাবিহিত রাজদণ্ড প্রদান করেন। শ্রীগোপাল সেইদিনেই রাজার প্রতি স্বপ্নাদেশ জ্ঞাপন করেন যে, তিনি বড়বিপ্রের বংশধরের গৃহে বংশী ও নূপুর ভুলক্রমে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তথায় যে কুমারী লক্ষ্মীদেবী আছে, তিনি তাঁহার নিকট প্রতিরাত্রে গমন করেন। কারণ, উক্ত শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহারই স্বরূপশক্তির অংশবিশেষ। যদি শীঘ্র শ্রীগোপালের বামে শ্রীমতী প্রকাশ করা না হয়, তাহা হইলে শ্রীগোপাল শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যাইবেন। এই সংবাদ পাইয়া রাজা স্বর্ণময়ী শ্রীমতী প্রকাশ করেন। শ্রীসাক্ষিগোপালের বামে শ্রীমতীর অধিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত লক্ষ্মীর স্বধামপ্রাপ্তি হয়।

শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে পরিক্রমাকালে পার্শ্বমন্দিরের একটি প্রকোষ্ঠে শ্রীমদনমোহন (শ্রীসাক্ষিগোপালের বিজয়বিগ্রহ), শ্রীদোলগোবিন্দ ও শ্রীনবনীতচোর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। অন্য প্রকোষ্ঠে শ্রীরাসবিহারী শ্রীগোপীনাথ, তাঁহার দক্ষিণে নৃত্যপরায়ণ শ্রীনিত্যানন্দ ও বামে নৃত্যরত শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের শ্রীমূর্তি শোভিত আছেন। রাসবিহারী শ্রীগোপীনাথ শ্রীগৌরাঙ্গবেশ ধারণ করেন।

শ্রীমন্দিরের উত্তরদিকে শ্রীমন্দির-পরিক্রমের সময় একটি বিস্তৃতশাখ তমালবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। কথিত হয় যে, শ্রীগোপালদেব শ্রীবৃন্দাবন হইতে সাক্ষ্য দিবার জন্য আসিয়া ঐস্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। আরও অগ্রসর হইয়া মন্দিরের উত্তরভাগে শ্রীগোপালের শ্রীপাদপদ্ম-চিহ্ন বা শ্রীপাদপদ্ম-পীঠ প্রদর্শিত হয়।

শ্রীসিংহদ্বারে প্রবেশপথে গোপুরম্-এ বামে শ্রীবজ্রাঙ্গজী ও দক্ষিণে শ্রীগণেশ আছেন।

শ্রীবিগ্রহের **দর্শনকাল**—গ্রীষ্মকালে প্রাতে ৬-৩০ মিঃ ও শীতকালে ৭-৩০ মিঃ সাধারণতঃ মন্দির খোলা হয়; তখন মঙ্গলারাত্রিক হয়। বেলা প্রায় ২টা, ২ ৩০ মিঃ পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে, তৎপরে সন্ধ্যাকালে পুনরায় শ্রীভগবানের উত্থানের পর হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে।

ভোগ—প্রাতে বালাভোগে ছাতু, খৈ, গোপালবল্লভ এবং স্নান ও শৃঙ্গারের পর চিড়াভাজা, আদা, নারিকেল, নবাতের (কন্দের) পানা প্রভৃতি ভোগ হয়। বেলা ১১টায় রাজভোগ,—পিঠা, সরপুলি, কাকরা, ডাব ও ফলাদি। বেশ পরিবর্তন করিয়া ভণ্ডভোগ হয়,—মগজনাড়ু, খড়চূর, গম ও কন্দদ্বারা প্রস্তুত দাড়িম্ব প্রভৃতি।

দ্বিপ্রহরে খলিরুটি, সরপুলি, কেলি, গজা, পায়স (গমের প্রস্তুত), পানা, ডাব প্রভৃতি। মধ্যাহ্নভোগের পরে শ্রীভগবানের শয়ন হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর **'গোধন বাহুরা'** অর্থাৎ গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ভোগবিশেষ—সর, মাখন, মালপোয়া প্রভৃতি ভোগ হয়।

তৎপরে শ্রীগোপালের শৃঙ্গার হয়। শৃঙ্গারের পরে রাত্রিকালে রাজভোগ হয়,—রসাবলী, সরদোয়ারী, কেলি, গমের প্রস্তুত দাড়িম্ব, নুনখুরমা ও ডাব।

রাজভোগের পর পুনরায় বড়শৃঙ্গার হয়। তখন 'সতুঃসমচন্দনলাগি' বেশ হয়। এই বেশের পর চিড়াপখাল, সরপুরি, মালপোয়া, কলাভাজা, কাঁঠালভাজা প্রভৃতি ভোগ হয়। **শ্রীগোপালের কোনদিনই পক্কান্ন ভোগ হয় না।** মকরসংক্রান্তি-দিবস কেবল ভিজা চাউলের সহিত দুধ, কলা মাখিয়া ভোগ হয়। বৎসরের আর কোন দিনই চাউলভোগ হয় না।

উৎসব—বৈশাখে চন্দনযাত্রা, জ্যৈষ্ঠে স্নানযাত্রা, আষাঢ়ে শ্রীগুণ্ডিচা-যাত্রা উৎসব হয়। শ্রীবলদেবের প্রতিনিধি যাত্রা করেন; তখন নবযাত্রামহোৎসব হয় অর্থাৎ নয়দিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পুরীর শ্রীজগন্নাথদেবের ন্যায় প্রতিবৎসর একটি করিয়া ছোট রথ নির্মাণ করা হয়, তাহাতে শ্রীবলদেবের প্রতিনিধি মদনমোহন আরোহণ করেন এবং চন্দনপুষ্করিণীর তীরে একটি মন্দিরে যাত্রা করেন। শ্রাবণে শ্রীগোপালের প্রতিনিধি শ্রীমদনমোহন-সহ শ্রীরাধারাণীর ঝুলনোৎসব হয়। ভাদ্রে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীরাধাজন্মাষ্টমী উৎসব হয়। আশ্বিনে দশহরা ও লক্ষ্মীবিজয় উৎসব হয়। শ্রীমদনমোহন বিমানে আরোহণ করিয়া গোপালপুর-পত্তনে বিজয় করেন। কার্ত্তিকে শ্রীরাধাদামোদর-নটবর-বেশ হয়। অগ্রহায়ণে গোকুললাগি অর্থাৎ আমগাছের মুকুল দিয়া পিষ্টক নির্মিত হয়। পৌষে পহিল-ভোগধূপ অর্থাৎ প্রত্যুষে ভোগ ও সূর্যোদয়ের সময় রাজভোগ ও ওড়নষষ্ঠী উৎসব হয়। মাঘে মকর-সংক্রান্তি-দিবস নবান্নে কাঁচা চাউল ভিজাইয়া দুধ, কলা প্রভৃতির সহিত ভোগ হয়। ফাল্গুনে দোলযাত্রা-উৎসবে শ্রীদোলগোবিন্দ বিমানে আরোহণ করিয়া দশমী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচদিন দোলমণ্ডপে আগমন করেন এবং ভক্তগণের প্রদত্ত আবিরাদি গ্রহণ ও নৃত্যগীত উপভোগ করেন। চৈত্রে সংক্রান্তিদিবস পানা ভোগ হয়।

সিংহদ্বারের সন্নিকটে শ্রীমন্দিরের উত্তরপূর্ব-ভাগে 'শ্রীরাধাকুণ্ডে' যাইবার পথে সেকেন্দ্রাবাদের জনৈক শেঠ কিছুকাল হইল রামানন্দী সম্প্রদায়ের একটি আখড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে শ্রীরাম, শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীসীতাবিগ্রহের সেবা আছে এবং এখানে রামানন্দী বা রামায়েৎ সম্প্রদায়ের উদাসীন সাধুগণ বাস করেন। উড়িষ্যার Endowment Commissioner শ্রীসাক্ষিগোপালের মন্দিরের সেবার ভার

কয়েকজন ট্রাষ্টীর হস্তে প্রদান করিয়াছেন। বর্তমানে নিম্নলিখিত ট্রাষ্টীগণ আছেন—(১) শ্রীচিন্তামণি আচার্য (কুলপতি), কটক (Managing Trustee); (২) শ্রীঅশোক দাস (উকীল), কটক; (৩) শ্রীনারায়ণ সেনাপতি (জমিদার)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[১] শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-যাত্রা-প্রসঙ্গে যাজপুর হইতে কটকে শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শুভবিজয় করিয়া শ্রীসাক্ষিগোপাল-দর্শনলীলা ও তৎ-প্রসঙ্গে শ্রীসাক্ষিগোপালের লীলা-বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।



সপ্তম বৈভব

শ্রীভুবনেশ্বর *

হাওড়া হইতে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে লাইনে 'ভুবনেশ্বর'-ষ্টেসন ২৭২ মাইল। বর্ত্তমানে ইহা উড়িষ্যার রাজধানী। ভুবনেশ্বর-ষ্টেসন হইতে শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির প্রায় একক্রোশ হইবে।

শ্রীভুবনেশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ, কিংবদন্তী ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা শ্রুত হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যদেবের পুরীর পথে শ্রীভুবনেশ্বরে শুভবিজয়-প্রসঙ্গে যে-সকল লীলা ও তথ্য বিবৃত করিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১। চৈ চ ম ৫ম পরিচ্ছেদ।

* বিস্তৃত বিবরণের জন্য গ্রন্থকার-প্রণীত 'শ্রীভুবনেশ্বর'-নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিবরণ

শ্রীভুবনেশ্বরে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তম শ্রীশঙ্কর গুপ্তকাশী বাস করেন। সমস্ত তীর্থের জল বিন্দু-বিন্দু আনয়ন করিয়া শ্রীশিব তথায় 'শ্রীবিন্দুসরোবর' নির্মাণ করিয়াছেন। সেই শিবপ্রিয় সরোবরে শ্রীচৈতন্যদেব স্নানলীলা প্রকাশ করেন এবং স্নানান্তে শ্রীভুবনেশ্বর-শিবের অগ্রে নৃত্য-কীর্তনাদি করেন। শ্রীস্কন্দপুরাণের বিবরণানুসারে পুরাকালে শ্রীশিব শ্রীপার্বতীদেবীর সহিত কাশীধামে বহুকাল বাস করিবার পর কৈলাসে গমন করেন। সেই সময় নররাজগণ কাশী ভোগ করিতে থাকেন। কাশীরাজনামক এক রাজার কাশীপুর ভোগ করিতে করিতে দুর্বুদ্ধির উদয় হয়। কাশী-রাজ শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিবার জন্য উৎকট তপস্যাদ্বারা শ্রীশিবের আরা-ধনা করেন। তাহাতে আশুতোষ শিব উক্ত রাজার ইচ্ছানুসারে পাশুপত অস্ত্র এবং স্বীয় অনুচরবৃন্দ-সহ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার বর প্রদান করেন। শ্রীদেবকীনন্দন ইহা জানিতে পারিয়া সুদর্শনচক্র প্রেরণ করিয়া কাশীরাজের শিরশ্ছেদন করেন এবং সমস্ত বারাণসী দগ্ধ করিয়া ভস্মরাশিতে পরিণত করেন। সুদর্শনচক্রের ভয়ে দুর্বাসার ন্যায় শঙ্কর ইতস্ততঃ পলায়নপর হইয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ-পূর্বক নিজ অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণ লোকশিক্ষা-কল্পে নিজ নিত্যসেবক শিবের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহারই যাচ্ঞানুসারে 'একাম্র-কানন'-নামক স্থান তাঁহাকে প্রদান করেন। সেই একাম্র-কাননই গুপ্তকাশী 'শ্রীভুবনেশ্বর'। শ্রীভগবানের নিজস্থান শ্রীক্ষেত্র বা শ্রীপুরুষোত্তমধামের উত্তরে সেই শ্রীভুবনেশ্বর-তীর্থ।

হেন সে আমার পুরী, তাহার উত্তরে।
তোমারে দিলাঙ স্থান রহিবার তরে॥

ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ সেই স্থান মনোহর।
তথা তুমি খ্যাত হইবা 'শ্রীভুবনেশ্বর' ॥ *

শ্রীশিব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া শ্রীক্ষেত্র-বাসের জন্য বিশেষ আর্তি জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,[১]—

শুন শিব, তুমি মোর নিজদেহ-সম।
যে তোমার প্রিয়, সে মোহার প্রিয়তম ॥
যথা তুমি, তথা আমি, ইথে নাহি আন।
সর্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাঙ আমি স্থান ॥
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্বথা আমার।
সর্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার ॥
একাম্রক-বন যে তোমারে দিল আমি।
তাহাতেও পরিপূর্ণরূপে থাক তুমি ॥
সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয় স্থান।
মোর প্রীতে তথায় থাকিবে সর্বক্ষণ ॥

শ্রীভুবনেশ্বরের বিভিন্ন নাম

'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়', 'একাম্র-পুরাণ', 'একাম্র-চন্দ্রিকা', 'কপিল-সংহিতা', ব্রহ্ম-পুরাণ', 'স্কন্দ-পুরাণ' প্রভৃতি সংস্কৃত পুরাণগ্রন্থে শ্রীভুবনেশ্বর তীর্থের বিবিধ বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ-সকল গ্রন্থে এই স্থানকে 'ভুবনেশ্বর', একাম্রকক্ষেত্র'[২], 'হেমাচল', 'স্বর্ণাদ্রিক্ষেত্র' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

---

* চৈ ভা অ ২।৩৭৮-৭৯

১। চৈ ভা অ ২।৩৮৯-৯৩

২। লিঙ্গকোটিসমাযুক্তং বারাণসীসমং শুভম্।
একাম্রকেতি বিখ্যাতং তীর্থাষ্টকসমন্বিতম্ ॥

'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়'-গ্রন্থে একাম্রকক্ষেত্র বা ভুবনেশ্বরের প্রাচীন ইতিবৃত্তমাহাত্ম্যসূচক নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ পাওয়া যায়,—

ঋষিগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া ভগবান্ শ্রীব্যাস সমগ্র জগতে দুর্লভ একাম্রকক্ষেত্রের বিবরণ প্রচার করেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানে একটি **বিস্তৃতশাখ আম্রবৃক্ষ** বিরাজিত ছিল বলিয়া এই স্থানের নাম **'একাম্রবৃক্ষ'** হইয়াছে। * এই স্থানে কোটী লিঙ্গমূর্তি ও অষ্টতীর্থ বিরাজমান। এই স্থান বারাণসী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবরাজ শ্রীশম্ভুর অধিকতর প্রিয়। দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে উৎকল-প্রদেশে 'গন্ধবতী' নাম্নী এক পূর্ববাহিনী নদী আছে। সেই নদী সাক্ষাৎ জাহ্নবীস্বরূপা। সেই পরম পবিত্র নদীর তটদেশেই এই ব্রহ্মক্ষেত্র একাম্রকতীর্থ বিরাজিত। এই স্থান কৈলাস অপেক্ষাও রমণীয় এবং ত্রিযোজন-বিস্তৃত। তন্মধ্যে একযোজন স্থান দেবপূজিত এবং ক্রোশপরিমাণ—আম্রছায়ায় পরিব্যাপ্ত ধর্মাত্মব্যক্তিগণ প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানে স্নান, জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক, পূজা, স্তব, নির্মাল্যসেবন, পুরাণ-শ্রবণ, ভগবদ্ভক্তের চরণাশ্রয় এবং নববিধা ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমই এই ক্ষেত্রের পালক, সনাতন পরব্রহ্ম লিঙ্গরূপে 'ত্রিভুবনেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া এই স্থানে নিত্য বিরাজমান। 'লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে যস্মাৎ'—এই ব্যুৎপত্তিক্রমে পরব্রহ্মই লিঙ্গরূপে উৎকল-প্রদেশে সর্বতীর্থময় স্বর্ণকূটগিরিতে দেবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছেন। স্বয়ং নারায়ণ চক্র ও গদা হস্তে ধারণপূর্বক

---

* একাম্রবৃক্ষস্তত্রাসীৎ পুরা কল্পে দ্বিজোত্তমাঃ।
নাম্না তেনৈব তৎ ক্ষেত্রমেকাম্রকমিতি শ্রুতম্॥

—ব্রহ্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৪১।১১-১২

এই ক্ষেত্র পালন করেন বলিয়া তিনিই 'ক্ষেত্রপাল'। এই ক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীঅনন্তবাসুদেব চক্র ও গদা হস্তে ধারণপূর্বক ক্ষেত্র রক্ষা করেন।

ভুবনেশ্বরী শ্রীভগবতী শ্রীশম্ভুর শ্রীমুখে বারাণসী হইতেও শ্রেষ্ঠ একাম্রক তীর্থের কথা শ্রবণ করিয়া পতির অনুমতিক্রমে একাকিনীই স্বর্ণাদ্রিতে গমন করিলেন এবং তথায় সিতাসিতবর্ণপ্রভ এক মহালিঙ্গ দর্শন করিয়া মহোপচারে সেই মহালিঙ্গের পূজা করিতে লাগিলেন।

ভগবতী পুষ্পচয়নের জন্য একদিন বনান্তরে গমন করিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, এক হ্রদমধ্য হইতে কুন্দ-কুসুম-শুভ্র সহস্র গাভী নির্গত হইয়া সেই মহা লিঙ্গের শিরোপরি অজস্র ক্ষীরধারা বর্ষণ করিয়া লিঙ্গ প্রদক্ষিণানান্তর যথাস্থানে চলিয়া গেল। আরও একদিন ঐপ্রকার দর্শন করিয়া ভগবতী গোপালিনীবেশে সেই গাভীগণের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্চদশ বর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল।

একদিন 'কৃত্তি' ও 'বাস'-নামক তরুণবয়স্ক অসুর ভ্রাতৃদ্বয় সেই বনে পর্যটন করিতে করিতে গোপালিনীর অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করিয়া আত্মবিনাশের সূচনাস্বরূপ গোপালিনীর নিকট তাহাদের দুষ্ট অভিসন্ধি ব্যক্ত করিল।

তৎক্ষণাৎ সতী অসুরদ্বয়ের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিতা হইয়া শম্ভুর পাদপদ্ম স্মরণ করিলেন। মহাদেব ভগবতীর স্মরণমাত্রেই গোপালবেশে গোপালিনী-বেশধারিণী সতীর সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—'সতি' ভগবদিচ্ছায় অসুরদ্বয় নিজের বধ বরণ করিবার জন্যই তোমার নিকট দুষ্ট প্রস্তাব করিয়াছে। তোমাকে ঐ অসুরদ্বয়ের আনুপূর্বিক ইতিহাস বলিতেছি,—'দ্রুমিল' নামে এক নরপতি বহু মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতাগণের প্রসন্নতাবিধানপূর্বক এক বর লাভ করেন যে, তাঁহার

'কৃত্তি' ও 'বাস'-নামক পুত্রদ্বয় শস্ত্রের অবধ্য হইবে। অতএব ভগবদিচ্ছাক্রমে তোমাকেই সেই সেই অসুরদ্বয়কে বধ করিতে হইবে।"

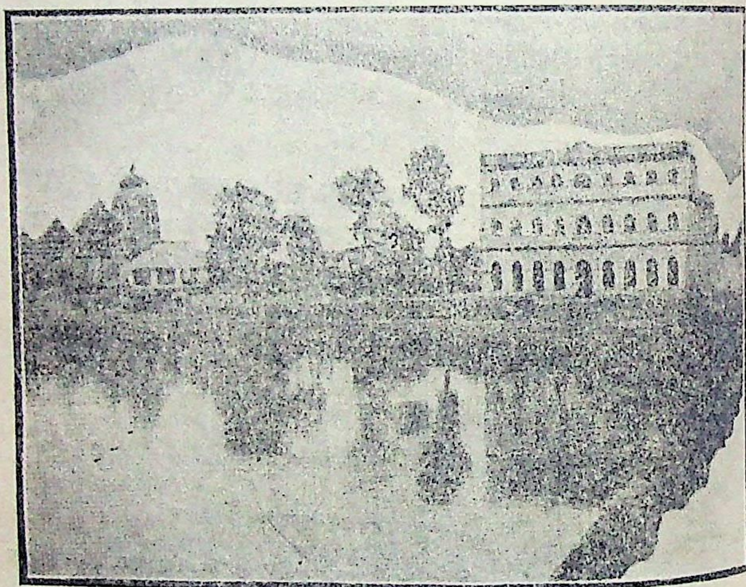
সতী পতির এইরূপ আদেশপ্রাপ্ত হইয়া গোপালিনীবেশেই বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই সেই দুর্দ্ধর্ষ অসুরদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। সতী উক্ত অসুরভ্রাতৃদ্বয়কে বঞ্চনাপূর্বক বলিলেন,—"আমি তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ করিতে পারি ; কিন্তু আমার একটি প্রতিজ্ঞা আছে। যে আমাকে স্কন্ধে বা মস্তকে বহন করিতে পারিবে, আমি তাহারই পত্নী হইব।"

সতীর এই কথা শুনিয়া বিমুগ্ধ অসুরভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িল। তখন গোপালিনী-বেশধারিণী সতী উভয় ভ্রাতারই স্কন্ধে পদ স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন এবং বিশ্বম্ভরী-রূপ ধারণ করিলেন। বিশ্বম্ভরীর গুরু ভার বহন করে কার সাধ্য ? অসুরদ্বয় সতীর গুরুত্বে দলিত হইয়া বিনষ্ট হইল। পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, তদবধি সতী ও সতীনাথ শম্ভু কাশীর সুবর্ণমন্দির পরিত্যাগ করিয়া একাম্রক-কাননে বাস করিতেছেন।

শ্রীবিন্দুসরোবর-প্রকাশ-বিবরণ

ভুবনেশ্বরী গোপালিনী-মূর্তিতে 'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক অসুরদ্বয়কে পদ-দলনে বিনষ্ট করিয়া অতীব তৃষ্ণার্তভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। ভুবনেশ্বরীর পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য মহাদেব ত্রিশূলাগ্রদ্বারা শৈল বিদারণপূর্বক একটি বাপী প্রকাশ করিলেন। ইহাই 'শঙ্কর-বাপী' নামে প্রসিদ্ধ হইল, কিন্তু ভুবনেশ্বরী তথায় একটি নিত্যপ্রতিষ্ঠিত জলাশয় হইতে জল পান করিতে ইচ্ছা করিলেন। শম্ভু চরাচরের নিখিল তীর্থকে আনয়ন এবং জলাশয়-প্রতিষ্ঠার যজ্ঞসমাধানার্থ ব্রহ্মাকে আহ্বান করিবার জন্য

নিজ বৃষকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মা বৃষদ্বারা আহূত হইয়া দেবতাগণ-সহ ঐ ক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক ভুবনেশের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। অনন্তর বৃষভ স্বর্গলোক হইতে মন্দাকিনী প্রভৃতি, পৃথিবী হইতে প্রয়াগ, পুষ্কর, গঙ্গা, গঙ্গাদ্বার, নৈমিষ, প্রভাস, পিতৃতীর্থ, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম,



শ্রীবিন্দুসরোবর ; তীরে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দির ও ধর্মশালা

পয়োষ্ণি, বিপাশা, শতদ্রু, কাবেরী, গোমতী, কৃষ্ণা, যমুনা, সরস্বতী, গণ্ডকী, ঋষিকুল্যা, মহানদী প্রভৃতি এবং পাতাল হইতে ক্ষীরোদাদি সমুদ্রকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। ঐ তীর্থসমূহকে সমাগত দেখিয়া ভুবনেশ ত্রিশূলাঘাতে পাষাণ বিদারণপূর্ব্বক বলিলেন,—“আমি এইস্থানে হ্রদ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ; তোমরা সকলে বিন্দু বিন্দু করিয়া

এইস্থানে গলিত হও। তীর্থসমূহ শম্ভুর আদেশ পালন করিলে ভগবান্ জনার্দন ও ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণ তাহাতে স্নান করিলেন। ভুবনেশ্বরও প্রমথগণের সহিত সানন্দে অবগাহন করিলেন এবং বলিলেন,—"এই স্থানে **'শঙ্কর-বাপী' ও 'বিন্দুসরোবর'** * নামে দুইটি পবিত্র জলাশয় প্রকাশিত হইল। শঙ্করবাপীতে স্নান করিলে মৎসারূপ্য এবং বিন্দুহ্রদে স্নান করিলে মৎসালোক্য লাভ হইবে।"

শ্রীঅনন্তবাসুদেব

অনন্তর বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু শ্রীজনার্দনকে নমস্কার-বিধানপূর্বক বলিলেন,—"হে পুরুষোত্তম! আপনি কৃপাপূর্বক অনন্তের সহিত এই বিন্দু-হ্রদের পূর্বতীরে মূর্তিদ্বয়ে অবস্থান করিয়া আমার নিয়ামকত্ব ও ক্ষেত্রপালকত্ব করুন। তদবধি ভগবান্ **শ্রীঅনন্তবাসুদেব** নিজপ্রিয় শঙ্করকে উচ্ছিষ্টাদি-দানে কৃপা এবং শম্ভুর নিয়ামক ও **ক্ষেত্রপালকরূপে বিন্দুসরোবরের পূর্ব-তটে** বাস করিতেছেন। শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদ-নির্মাল্যে শম্ভু নিত্য অর্চিত হইয়া থাকেন।

'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়'-গ্রন্থ-অনুসারে এই বিন্দুহ্রদ 'মণিকর্ণী' নামেও খ্যাত এবং ইহা সর্বতীর্থের সার। এই তীর্থসার মণিকর্ণীতে স্নানানন্তর শ্রীঅনন্তবাসুদেবকে দর্শন করিলে মনুষ্য নিশ্চিত বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন। এইস্থানে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদ-নির্মাল্যদ্বারা পিতৃপুরুষ-গণকে পিণ্ড প্রদান করিলে পিতৃলোকের আত্মার অক্ষয়তৃপ্তি হইয়া

* পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতশ্চ সরাংসি চ। পুষ্করিণ্যস্তড়াগানি বাপ্যঃ কূপশ্চ সাগরাঃ ॥ তেভ্যঃ পূর্বং সমাহৃত্য জলবিন্দূন্ পৃথক্ পৃথক্। সর্বলোকহিতার্থায় রুদ্রঃ সর্বসুরৈঃ সহ ॥ তীর্থং বিন্দুসরো নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে দ্বিজোত্তমাঃ। চকার ঋষিভিঃ সার্ধং তেন বিন্দুসরঃ স্মৃতম্ ॥ —ব্রহ্মপুরাণ বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৪১।৫১-৫৩

থাকে। এই বিন্দুসরোবরে স্নান—সর্বতীর্থে স্নানের তুল্য। স্নানান্তে শ্রীঅনন্তবাসুদেব-দর্শনে অনন্ত ফল লাভ হয়।

এই বিন্দুহ্রদে শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীশ্রীমদনমোহনের চন্দনযাত্রা এবং নৌকাবিহারাদি হইয়া থাকে।

শ্রীভুবনেশ্বরস্থ বিন্দু-সরোবর বা বিন্দু-সাগর দৈর্ঘ্যে ১৩০০ ফিট্, প্রস্থে ৭০০ এবং গভীরতায় প্রায় ১৬ ফিট্। এই সুবৃহৎ সরোবরের চতুর্দিক্ই পাথর দিয়া বাঁধান। শ্রীবিন্দুসরোবরের মধ্যস্থলে পাথরের আলি দ্বারা গাঁথা একটি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের পরিমাপ ১১০ ফিট × ১০০ ফিট। উক্ত দ্বীপের উত্তর-পূর্ব-কোণে একটি ক্ষুদ্র মন্দির বিরাজিত। চন্দনযাত্রার সময় এখানে লিঙ্গরাজের বিজয়বিগ্রহ আগমন করেন।

'কপিলসংহিতা'য় শ্রীভুবনেশ্বরদেবের বিবরণ

'কপিলসংহিতা'য় শ্রীভুবনেশ্বরদেবের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে কাশীধামস্থ শ্রীবিশ্বেশ্বর দেবর্ষি শ্রীনারদকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আর কাশীতে থাকিবেন না, যেহেতু জ্ঞানবিহ্বলনাস্তিকগণের উপদ্রবে তাঁহার এইস্থানে থাকিবার অভিলাষ হইতেছে না। এমন পরম স্থান কোথায় আছে যেস্থানে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তমের নিত্য আরাধনা করা যায়? বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর এই উক্তি শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, লবণজলধির তীরে নীলশৈল নামে একটি প্রসিদ্ধ পর্বত আছে; তাহারই উত্তরে পরম রম্য একাম্রকানন। সেই বিজন বনে **অনন্তের সহিত** সর্বেশ্বরেশ্বর **রমানাথ 'বাসুদেব' নামে বিঘোষিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন।** সেই স্থান পরম গুহ্য। মহাদেব নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশী পরিত্যাগপূর্বক পার্বতীর সহিত একাম্রকাননে গমন করিলেন এবং সেই পুণ্যক্ষেত্রে

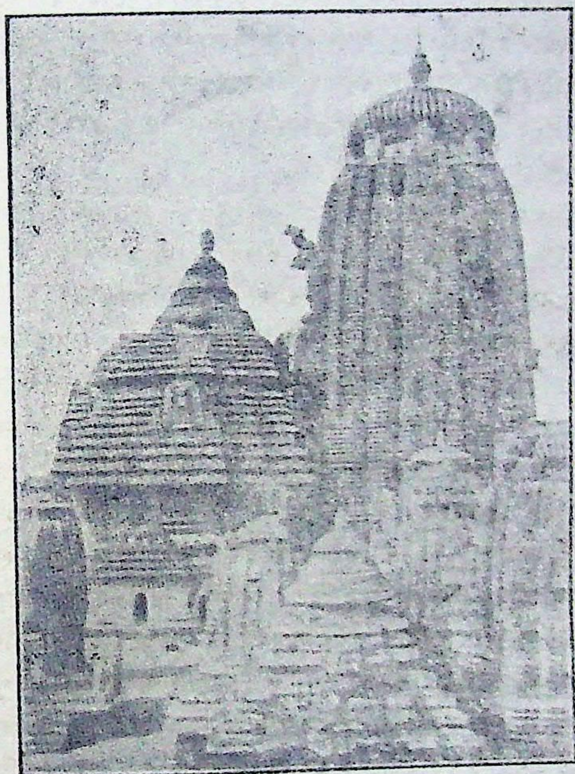
আগমন করিয়া শ্রীহরিকে সম্বোধন-পূর্বক কহিলেন,—"হে পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সুলোচন ! তোমায় নমস্কার। হে নীলজীমূত-কলেবর, হে ত্রৈলোক্যনায়ক, হে একাম্রনিবাস পীতাম্বর ! তোমায় কোটী কোটী নমস্কার। হে করুণাসাগর ভক্তবন্ধো, জগদ্বন্ধো ! তুমি জগতের আদি কারণের কারণ, তোমার সহস্র সহস্র রমা নিকেতন আছে জানি; কিন্তু এই একাম্রকাননে তোমার গুপ্তস্বরূপ কেন জানিতে পারিলাম না? হে প্রভো ! তুমি আমায় বলিয়াছিলে,—আমি তোমার অর্ধাঙ্গ, কিন্তু এখন আমায় স্বতন্ত্র করিলে কেন? তোমার প্রিয়ভক্ত নারদ, আর তোমার শয্যা অনন্ত, কেবল এই দুই জনই এইস্থান অবগত হইয়াছেন, অপর কেহ বা আমি জানিতে পারি নাই। তোমার প্রেমভক্ত গোপীগণের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব? তাঁহারা তোমার নিজ-জন। হে পরমেশ্বর ! আমি কি তোমার সেই করুণা-কটাক্ষে পতিত হইব? আমি তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি, তোমার এই প্রিয়স্থানে, তোমার এই পাদপদ্ম-সন্নিধানে আমাকে বাস প্রদান কর।" শ্রীবাসুদেব বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর এই আর্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন, —"হে শম্ভো ! আমি তোমার হিতের জন্য যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি সানন্দচিত্তে তোমাকে এইস্থানে থাকিতে দিব, কিন্তু তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। তুমি শপথ করিয়া বল যে, আর কখনও কাশী যাইবে না।" তখন শঙ্কর বলিলেন,—"আমি কিরূপে কাশীধাম একবারে পরিত্যাগ করিতে পারি? সেখানে যে আমার প্রিয় জাহ্নবী ও সর্বতীর্থময়ী মণিকর্ণিকা রহিয়াছে !" শ্রীবাসুদেব কহিলেন,—"হে শম্ভো ! আমার সম্মুখে এইস্থানে 'পাপনাশিনী' নামে মণিকর্ণিকা বর্তমান আছে, অগ্নিকোণে আমারই পদনিঃসৃতা 'গঙ্গা-যমুনা' নাম্নী জাহ্নবী নদী প্রবাহিতা হইতেছে, এখানে আরও অনেক গুপ্ত তীর্থ

রহিয়াছে।” তখন শঙ্কর বলিলেন,—“আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, আমি তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী অথবা অন্য কোন ক্ষেত্রেই যাইব না।” ইহা বলিয়া শম্ভু বিষ্ণুর দক্ষিণ পার্শ্বে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিলেন। এই স্ফটিকসঙ্কাশ মাণিক্যাভ মহানীলমূর্ত্তি লিঙ্গ ‘ত্রিভুবনেশ্বর’ বা ‘ভুবনেশ্বর’ নামে প্রসিদ্ধ।

লিঙ্গরাজ শ্রীভুবনেশ্বরদেবের মন্দির

ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ-মন্দিরের অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য সাধারণ দর্শকগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। শ্রীলিঙ্গরাজ-মন্দির, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির এবং ভুবনেশ্বরের আরও বহু বহু মন্দিরের ভাস্কর্য-নৈপুণ্য দর্শন করিলে ভারতীয় শিল্পের কিরূপ অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দির উচ্চতায় প্রায় ১৬৫ ফিট্। বিন্দুসাগরের দক্ষিণে প্রায় ৩০০ গজ দূরে উচ্চ প্রাকারপরিবেষ্টিত সুবৃহৎ পাষাণময় চত্বর-মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দির-ভূমি দৈর্ঘ্যে ৫২০ ও প্রস্থে ৪৬৫ ফিট্। তদ্ব্যতীত উত্তরমুখে ২৮ ফিট্ বাহিরশালা রহিয়াছে। মুখশালার পরিমাণ ২৩৫ ফিট্। প্রাকারের স্থূলতা ৭ ফিট্ ৫ ইঞ্চি। প্রাকারের চতুর্দ্দিকে বৃহৎ প্রবেশদ্বার আছে। পূর্ব্বদ্বারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ইহা ‘সিংহদ্বার’ নামে কথিত। দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ সিংহমূর্ত্তি বিরাজিত আছে। প্রাকারের ভিতর বরাবর ২০ ফিট্ বিস্তৃত ও ৪ ফিট্ উচ্চ পাথরের গাঁথুনি আছে। বহিঃশত্রুগণের হস্ত হইতে মন্দির-রক্ষার নিমিত্ত এই দুর্ভেদ্য প্রস্তরায়তন নির্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহার কিয়দংশ রন্ধনশালারূপে ব্যবহৃত হয়। ইহারই একপার্শ্বে শ্রীনৃসিংহ-মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। পশ্চিমদিকে চত্বরের মধ্যে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবালয় রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি ২০ ফিট্ উচ্চ মন্দির আছে।

উহা মূল মন্দির অপেক্ষাও অধিকতর প্রাচীন। ইহার গর্ভগৃহ চত্বরের সমতল হইতে প্রায় সাড়ে ৫ ফিট্ নিম্নে। কথিত হয় এই স্থানেই আদি



লিঙ্গরাজ শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির

লিঙ্গমূর্তি বিরাজিত। মূল মন্দির নির্মিত হইবার পরও এইস্থান হইতে আদিলিঙ্গ স্থানচ্যুত করা হয় নাই। পশ্চিমদিকের এক কোণে

শ্রীভুবনেশ্বরীর মন্দির আছে। সিংহদ্বার-পথে প্রবেশ করিয়া যে সুবিস্তৃত পাষাণ-চত্বর দৃষ্ট হয়, সেই চত্বরের একপার্শ্বে সমতল-ছাদবিশিষ্ট গোপালিনীর মন্দির। গোপালিনীর মন্দিরের ভূমি মূল মন্দিরের চত্বর অপেক্ষা নিম্ন হইলেও উপরি-উক্ত আদিলিঙ্গ মূর্তির সহিত সমতলে অবস্থিত। গোপালিনীর মন্দিরের পশ্চিমে ছয়টি প্রস্তর-সোপান আছে। ঐ প্রস্তর সোপানের উপরে, ভুবনেশ্বরের ভোগমণ্ডপের মধ্যস্থলে ও প্রবেশদ্বারের দক্ষিণভাগে বৃষভ-মূর্তি উপবিষ্ট।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের সম্মুখভাগে ভোগমণ্ডপ ; তৎপশ্চাতে যথাক্রমে নাট্যমন্দির, জগমোহন, মূল মন্দির ও তন্মধ্যে গর্ভগৃহ অবস্থিত। জগমোহনের নির্মাণকৌশল, ভাস্কর্য ও শিল্পনৈপুণ্য অতীব অপূর্ব। জগমোহনের ছাদ ভোগমণ্ডপের ছাদের ন্যায়ই চূড়াকার। ৩০ ফিট্ করিয়া উচ্চ চারিটি সুবৃহৎ পাষাণস্তম্ভ ছাদের অবলম্বনস্বরূপ বিরাজিত রহিয়াছে। ইহার দক্ষিণ প্রবেশ-দ্বারের নিকট বামভাগে একটি চতুরস্র গৃহ রহিয়াছে তাহা যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্যে বিভূষিত। এই গৃহে কয়েকটি পিত্তলময়ী অর্চা বিরাজিত রহিয়াছেন, ইঁহারা ভুবনেশ্বরের উৎসবকালীন বিজয়মূর্তি।

শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদরজার অভ্যন্তরে যেরূপ বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত পতিত ব্যক্তিগণের দর্শনার্থ 'পতিতপাবন-মূর্তি' বিরাজমান রহিয়াছেন, সেইরূপ শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দিরের সিংহদ্বারের অভ্যন্তরে **পতিতপাবন-মূর্তি** বিরাজমান। সিংহদ্বারের মধ্যেই **'আনন্দবাজার'**। পুরীর আনন্দবাজারের মত এখানেও প্রসাদাদি বিক্রয় হইয়া থাকে ; শ্রীজগন্নাথ দেবের প্রসাদের মত এখানেও প্রসাদে স্পর্শদোষ ও উচ্ছিষ্টাদির বিচার নাই। সিংহদরজা অতিক্রম করিবার পর মন্দিরের সম্মুখে যে গরুড়স্তম্ভ আছে, সেই স্তম্ভের উপরে বৃষ ও গরুড় বিরাজিত আছেন। শ্রীজগন্নাথ-দেবের মন্দিরের ন্যায় এখানেও প্রবেশপথে শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ-মূর্তি

বিরাজমান। **মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে হরিহর-মিলিততনু শ্রীভুবনেশ্বরদেব।** পাণ্ডাগণ কৃষ্ণ ও শ্বেত অঙ্গ মিলিত শ্রীভুবনেশ্বর দেখাইয়া থাকেন। শ্রীভুবনেশ্বরের অঙ্গ চক্রাকার; তাঁহাতে শ্রীগঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর চিহ্ন ও শ্রীমৎস্য-কূর্মাদি দশাবতার অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

লিঙ্গরাজ শ্রীভুবনেশ্বরদেবের মন্দিরের সেবাদি পরিচালনার ভার বর্তমানে নিম্নলিখিত ট্রাষ্টী (Trustee)·গণের উপর অর্পিত আছে:— (১) শ্রীবিচিত্রানন্দ দাস (Advocate General, Cuttack), (২) শ্রীপারেশ্বর মহান্তি (Advocate, Cuttack), (৩) শ্রীসত্যপ্রিয় মহান্তি B. A. (গ্রাম—বালকাটী, ভুবনেশ্বর) *

শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির

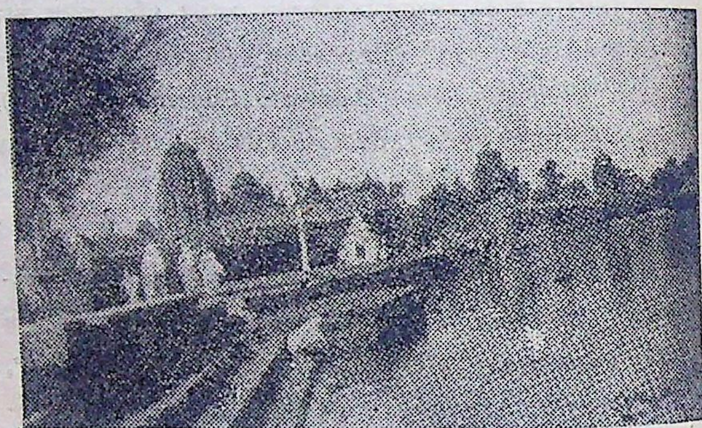
বিন্দুসরোবরের পূর্বতটে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রাচীন মন্দির বিরাজমান। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের মত এই মন্দিরও ভারতীয় শিল্পনৈপুণ্যের অপূর্ব নিদর্শন। 'একাম্রচন্দ্রিকা', 'কপিল-সংহিতা', 'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়', 'একাম্রপুরাণ' প্রভৃতি উপপুরাণ-গ্রন্থে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের ও বিন্দুসরোবরের পুরাতন ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্যের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু **ব্রহ্মপুরাণের** একাম্রক্ষেত্রবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ে (বঙ্গবাসী সংস্করণ) বিন্দুসরোবর তীর্থ (৪১।৫১-৫৪), ভাস্করেশ্বর লিঙ্গ (৪১।৭৬), কাপিল-তীর্থ (৪১।৯১) প্রভৃতির কথা থাকিলেও শ্রীঅনন্তবাসুদেবের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মপুরাণের একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে[১] শ্রীঅনন্তবাসুদেবের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু উহা

---

* কটকস্থ Hindu Religious Endowment Office হইতে এই সংবাদ সম্প্রতি সংগৃহীত হইয়াছে। শীঘ্রই ট্রাষ্টীগণের নিয়োগ-পরিবর্তনের কথা আছে।

১। অনন্তাখ্যং বাসুদেবং দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা প্রণম্য চ। সর্বপাপবিনির্মুক্তো নরো যাতি পরং পদম্।

একাম্রক্ষেত্রে বা ভুবনেশ্বরে অবস্থিত বলিয়া কোন উক্তি নাই। উক্ত গ্রন্থের ১৭৬-তম অধ্যায়ে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রাচীন ইতিহাস ও মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে যে 'গুহ্য বৃত্তান্ত' বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ শ্রীমূর্তি সমুদ্র-কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়া ক্ষেত্রবর শ্রীপুরুষোত্তমে বিরাজ



শ্রীবিন্দুসরোবরের পূর্বতটে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দির

করিতেছেন, এইরূপ স্পষ্ট উক্তিই আছে[১]। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়) শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, শ্রীমন্-

---

১। তদা তাং প্রতিমাং বিপ্রাঃ সর্ববাঞ্ছাফলপ্রদাম্। সর্বলোক-হিতার্থায় কস্যচিৎ কারণান্তরে॥ তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে দুর্লভে পুরুষোত্তমে। উদ্ধৃত্য স্বয়ং তোয়াৎ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ॥ তদা প্রভৃতি তত্রৈব ক্ষেত্রে মুক্তিপ্রদে দ্বিজাঃ। আস্তে স দেবো দেবানাং বঞ্ছিতফলপ্রদঃ॥ —(ব্রহ্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সং, ১৭৬।৫৪-৫৬)

মহাপ্রভু ভুবনেশ্বরে বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিবের অভিষেক দর্শন ও তৎসম্মুখে নৃত্য-কীর্তনাদি করেন এবং ভুবনেশ্বরের বিভিন্নস্থানে ভক্তগণ-সহ ভ্রমণ করিতে করিতে বহু শিবলিঙ্গ এবং সব দেবালয় দর্শন করেন। * কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সব দেবালয় দর্শন করিলেও **শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরের কোন উল্লেখ উক্ত বর্ণনায় পাওয়া যায় না।**

শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির—বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগ-মণ্ডপ, এই চারি অংশে বিভক্ত। সম্প্রতি শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরে যাইয়া শ্রীবিগ্রহগণের দর্শন লাভ করিবার আমাদের সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীমন্দিরের গর্ভগৃহে একই বেদীর উপর পশ্চিমাস্য হইয়া দণ্ডায়মান তিনটি শিলাময়ী শ্রীমূর্তি আছেন। শ্রীমন্দিরের পাণ্ডা মহাশয় শ্রীমূর্তিত্রয়ের নাম যথাক্রমে 'শ্রীঅনন্ত', 'শ্রীসুভদ্রা'১ ও 'শ্রীবাসুদেব' বলিয়া জানাইলেন। শ্রীবিগ্রহগণের সর্বদক্ষিণে শীর্ষোপরি সপ্তফণাযুক্ত সর্প এবং দক্ষিণ-হস্তে হল ও বাম-হস্তে মুষল-ধারণকারী শ্রীঅনন্তদেবের মূর্তি। মধ্যে শ্রীসুভদ্রাদেবীর চরণযুগলে নূপুর ও মস্তকে চূড়া এবং করদ্বয় ঊর্ধ্বদিকে অর্ধ-উত্তোলিত। শ্রীসুভদ্রাদেবীর বাম-দিক্‌-স্থিত চতুর্ভুজ মূর্তির দক্ষিণাধোহস্তে পদ্ম, দক্ষিণোর্ধ্বে গদা, বামোর্ধ্বে শঙ্খ ও বামাধোহস্তে চক্র। গর্ভমন্দিরের অভ্যন্তরে দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণের

---

* সেই শিব-গ্রামে প্রভু ভক্তবৃন্দসঙ্গে। শিবলিঙ্গ দেখি' দেখি' ভ্রমিলেন রঙ্গে॥ * * * সেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালয়। সব দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়॥—(চৈ ভা অ ২।৪০১, ৪০৩)

১। কেহ কেহ শ্রীঅনন্ত ও শ্রীবাসুদেবের মধ্যস্থিত শ্রীমূর্তিকে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীবিগ্রহ বলিয়া মনে করেন।—শ্রীচিন্তামণি-আচার্য-কৃত 'ভুবনেশ্বর', ৯৩ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

প্রাচীরের দিকে শ্রীবাসুদেবের সম্মুখীন হইয়া আসীনা শ্রীমূর্তিকে পাণ্ডা মহাশয় 'শ্রীলক্ষ্মীদেবী' বলিয়া জানাইলেন। এই শ্রীলক্ষ্মী-মূর্তির পার্শ্বে একটি প্রস্তরময় বস্তু দণ্ডায়মান-ভাবে রহিয়াছে ; পাণ্ডা মহাশয় উহাকে 'সুদর্শন' বলিয়া বলিলেন। গর্ভমন্দিরের অভ্যন্তর খুব অন্ধকার ; দিবাভাগেও প্রদীপের সাহায্যে শ্রীমূর্তি দর্শন করিতে হয়।

শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরের সম্মুখে বিন্দুসরোবরে **'অনন্তবাসুদেব-ঘাট'** আছে। এই ঘাটের সোপানের উপরিভাগে উচ্চতায় ও আকৃতিতে শ্রীঅনন্ত-বাসুদেব-মন্দিরের গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত মূর্তিত্রয়ের তুল্য যথাক্রমে 'শ্রীসুভদ্রা' (?), 'শ্রীঅনন্ত' ও 'শ্রীবাসুদেবের' তিনটি শ্রীবিগ্রহ পশ্চিমাস্য হইয়া বিরাজমান আছেন। প্রথমোক্ত শ্রীবিগ্রহের শিরোদেশ খণ্ডিত-প্রতিম বলিয়া কি মূর্তি, স্পষ্ট বুঝা যায় না। সম্প্রতি এই শ্রীবিগ্রহগণের দর্শনকালে বৃদ্ধ পাণ্ডা শ্রীরামচন্দ্র মহাপাত্র বলিলেন,—"বিন্দুসরোবরের 'অনন্তবাসুদেব-ঘাটে' অধিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণই প্রাচীন শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মূর্তি। এখন হইতে প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে একবার শ্রীবিগ্রহ-গণের নবকলেবর হইয়াছিল ; তখন প্রাচীন শ্রীবিগ্রহগণকে সরোবর-তীরে স্থাপন করিয়া নববিগ্রহগণকে মন্দিরাভ্যন্তরে রাখা হইয়াছে।"

শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরের পশ্চিমদিকের প্রাচীর-গাত্রে মহারাজ হরিবর্মদেবের ও তাঁহার অজ্ঞাতনামা পুত্রের মন্ত্রী, রাঢ়দেশান্তর্গত 'সিদ্ধল'-গ্রাম-নিবাসী, তন্ত্র-গণিত-মীমাংসাদি-বহুশাস্ত্রনিষ্ণাত ও বহুগ্রন্থ-প্রণেতা, 'বালবলভীভুজঙ্গ' অপরনামা ভট্ট-শ্রীভবদেবের একটি প্রশস্তির শিলালিপি[১] সংলগ্ন আছে। এই প্রশস্তি ভট্ট-ভবদেবের প্রিয়সুহৃৎ

১। নিম্নলিখিত পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদিতে ভট্টভবদেবের শিলালিপির মূল, অনুবাদ, বিবরণী-প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে :—James Prinsep—Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VI, 1837. pp. 88-97 Rajendralal

'দ্বিজাগ্রিম' শ্রীবাচস্পতি-কবি রচনা করিয়াছিলেন। ভবদেবের সময়-কাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন[১]। ভবদেবের প্রশস্তিতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া শ্রীমন্দিরের গর্ভগৃহে শ্রীনারায়ণ, শ্রীঅনন্ত ও শ্রীনৃসিংহের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটি সরোবর খনন ও বহির্ভাগে একটি উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। প্রশস্তিতে উৎকলের কোন স্থান বা ভবদেবের শ্রীমন্দিরনির্মাণের স্থান-সম্বন্ধে উল্লেখ নাই এবং উক্ত মন্দিরে ভবদেব যে তিন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরে বর্তমানে পূজিত শ্রীসুভদ্রাদেবীর (?) শ্রীমূর্তির পরিবর্তে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমূর্তির নাম দৃষ্ট হয়।

Major Charles Stuart (বা Stewart) নামে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানার অধীনে বঙ্গদেশের সৈন্যবাহিনীতে এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ভুবনেশ্বরের কয়েকটি মন্দির গাত্রে সংলগ্ন শিলালিপি উঠাইয়া লইয়া তন্মধ্য হইতে দুইটি কলিকাতা-স্থিত বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীতে দান করেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয়

Mitra—'Antiquities of Orissa', Vol. II, 1880, pp. 85-87 ; F. Kielhorn—'Epigraphia Indica', Vol. VI, 1900-01, pp. 203-7 ; N. G. Majumdar—'Inscriptions of Bengal', Vol. III, 1929, pp. 25-41 ; Nagendranath Vasu—'Castes & sects of Bengal', Vols. I-II ; দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—'বালবলভী ভুজঙ্গ ভট্টভবদেব,' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫২শ ভাগ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, ৯৬-১০৮ পৃষ্ঠা।

১। Nanigopal Majumdar—'Inscriptions of Bengal,' Vol. III, p. 32 ; Dinesh Chandra Bhattacharya—'More Lights on Sanskrit Literature of Bengal' in Indian Historical Quarterly, Vol. XXII, 1946, p. 135.

এশিয়াটিক্ সোসাইটীর তৎকালীন গ্রন্থাগারিক Lieutenant Markham Kittoe ভুবনেশ্বরে আগমন করিলে স্থানীয় অধিবাসী ও পাণ্ডাগণ স্টুয়ার্ট সাহেব-কর্তৃক ভুবনেশ্বরের মন্দির সমূহ হইতে অবৈধ-ভাবে স্থানান্তরিত শিলালিপিগুলি যথাস্থানে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য Lt. Kittoeকে বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় ও সমিতির সদস্য-বর্গের অনুমোদন-ক্রমে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ভট্টভবদেবের প্রশস্তি ও ব্রহ্মেশ্বর-মন্দিরের শিলালিপি[১] কলিকাতা হইতে ভুবনেশ্বরে প্রেরিত হয় এবং শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরের পশ্চিমদিকের প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন করা হয়। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি ভট্ট-ভবদেবের শিলালিপি উক্ত স্থানেই আছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র শ্রীঅনন্ত-বাসুদেব-মন্দিরে উক্ত দুইটি শিলালিপিই দেখিতে পান বলিয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'Antiquities of Orissa' (Vol. II) গ্রন্থে লিখিয়াছেন ; কিন্তু বর্তমানে ব্রহ্মেশ্বর-মন্দিরের শিলালিপিটি ঐস্থানে দৃষ্ট হয় না, তৎ-পরিবর্তে স্বপ্নেশ্বরদেবের মেঘেশ্বর-মন্দিরের শিলালিপি[২] দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মেশ্বর-মন্দিরের শিলালিপিখানির কোন সন্ধান এখন পাওয়া যায় না। রাজা রাজেন্দ্রলাল উহা দেখিয়া যাওয়ার পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উহা কোনও ভাবে ঐস্থান হইতে স্থানান্তরিত হয়, উড়িষ্যার কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক এইরূপ অনুমান করেন।

১। Journal of the Asiatic Society of Bengal, Ed. by James Prinsep, F. R. S.. Vol. VII, part I, June, 1838, pp. 557-562 ; R.L. Mitra—'Antiquities of Orissa', Vol. II, 1880, pp. 87-89 ; Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Letters, Vol. XIII, 1947, No. 2—'The Brahmesvara Temple Inscription of the Eighteenth Regnal Year of King Uddyotakesari' by P. Acharya.

২। James prinsep in J.A.S.B, Vol. VI, 1837, pp. 278-88 : Kielhorn in 'Epigraphia Indica'' Vol. VI, 1900-01, pp. 198-203.

ভট্টভবদেবের শিলালিপির আয়তন ও অক্ষরের আকৃতি প্রভৃতি দেখিয়া Lt. Kittoe ও বঙ্গীয় এশিয়াটিক্ সোসাইটীর তৎকালীন সম্পাদক James Prinsep উহাকে শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দির হইতে ষ্টুয়ার্ট্ সাহেব-কর্তৃক স্থানান্তরিত শিলালিপি-সমূহের অন্যতম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বিগত শতাধিক বর্ষকাল যাবৎ ভট্টভবদেবের শিলালিপি শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন থাকায় এতাবৎকাল পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকেই শ্রীমন্দিরের নির্মাণকর্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে রাঘবেন্দ্র-কবিশেখর-কর্তৃক রচিত কুলপঞ্জীতে মহারাজ হরিবর্মদেবকে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাদি-দেশের অধিপতি ('বঙ্গাঙ্গ-কলিঙ্গাদ্যশেষজনপদবহুমতাদ্ভুত-কর্মা') ও একাম্রক্ষেত্রে অষ্টোত্তরশতমন্দির-নির্মাতা বলিয়া বর্ণনা[১] হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভট্টভবদেব-কর্তৃক শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দির-নির্মাণের সপক্ষে একটি যুক্তিস্বরূপে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়[২] লিখিয়াছিলেন। সম্প্রতি বাঙ্গালার ইতিহাস-লেখকগণের কেহ কেহ[৩] হরিবর্মদেব বা তৎপুত্র কখনও উৎকলের অধিপতি ছিলেন কিনা সেবিষয়েই সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে উড়িষ্যার

১। "শ্রীএকাম্রকানন-প্রতিষ্ঠাপিত-হরিহর-বৈদেহিরাঘবল ম্বণহনুমদ'দ্যষ্টোত্তর-শতাদ্ভুত-বৈজয়ন্তীবিভূষিত-মন্দগন্ধপ্রসূপ্রসূনপটলসৌন্দর্যাদিস্তব্ধ্ত-নন্দনকাননবৈভব-পরমামোরম-য়োদ্যান-সমলক্ষ্ত-সুরপথসংস্পর্শি-সুন্দর-মন্দির-মন্দাকিনী-বিমল কীলাল-কমল- কহ্লা-রেন্দীবর-শোণারবিন্দবৃন্দ-সংশোভিত-সুবিশাল-সরোবর-সংহতিঃ"—শ্রীরাঘবেন্দ্রকবিশেখর-কৃত 'কুলপঞ্জী'।

২। 'Castes and Sects of Bengal', Vol. II, P. 6 (ii)

৩। 'History of Bengal', (Vol. I. Hindu period) Ed. by Dr. R. C. Majumdar, University of Dacca, 1943; pp, 202-3.

কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষক[১] এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ভট্টভবদেবের শিলালিপিখানি শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরে (বা উড়িষ্যার কোন মন্দিরে) ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোনও সময়ে সংলগ্ন ছিল না এবং Charles Stuart কর্তৃক স্থানান্তরিত পূর্বতন প্রকৃত নির্মাণকর্তার শিলালিপির পরিবর্তে বঙ্গীয় এশিয়াটিক্ সোসাইটীর সংগ্রহ হইতে Lt. Kittoe উহা ভুলক্রমে ভুবনেশ্বরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ; সুতরাং ভট্টভবদেব শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরের নির্মাতা নহেন। শ্রীচিন্তামণি আচার্য মহাশয় লিখিয়াছেন[২] যে, ভট্টভবদেব বঙ্গদেশে 'অনন্তনারায়ণ' নামে শ্রীনারায়ণের এক মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি এবিষয়ে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীযুত আচার্য মহাশয় স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে সদ্‌যুক্তি প্রদর্শন অপেক্ষা অসহিষ্ণু হইয়া সংকীর্ণ প্রাদেশিক বিদ্বেষ-প্রকাশেই অধিকতর পটুত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে,—তিনি শ্রীগীতগোবিন্দ-কার শ্রীজয়দেবকে বঙ্গদেশে আবির্ভূত বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত ও উড়িষ্যায় উদ্ভূত বলিয়া কল্পনা করিতে উৎসুক[৩]। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন[৪] যে, ভট্টভবদেবের শিলালিপি ১৭৯৩-১৮০৯ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ঢাকা জেলার Judge & Magistrate John

১। Pt. Kedarnath Mahapatra in 'Prachi', Vol III, Pt. I, and 'Sahakara', Vol. XV, No. 6 ; Sri Paramananda Acharya in 'Proceedings of the Indian History Congress, Third Session', calcutta, 1939, pp. 287-318 ; Sri Chintamani Acharya in 'Bhuvanesvara' (in Oriya), Student Store, Cuttack, 2nd Edition, 1949 pp. 85-90.

২। ভুবনেশ্বর (ওড়িয়া ভাষায় রচিত), কটক, ১৯৪৯, ৮৯ পৃষ্ঠা

৩। ভুবনেশ্বর, ৮৫ পৃষ্ঠা

৪। Indian Historical Quarterly Vol. XXII, 1946, pp. 134-35 ; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫২শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ১০১—১০৫ পৃষ্ঠা

David Paterson উক্ত জেলার কোন স্থানে আবিষ্কার করিয়া আনুমানিক ১৮০২-৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা-স্থিত বঙ্গীয়-এশিয়াটিক-সোসাইটীতে প্রেরণ করেন। প্রিন্সেপ্ সাহেবের প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে ঢাকা Provincial Court এর জজ্ পণ্ডিত রাজচন্দ্র তর্কালঙ্কার ভবদেবের শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন। পণ্ডিত রাজচন্দ্রের করলিপি নদীয়া জেলার বাহিরগাছি-নিবাসী নবদ্বীপ-রাজগুরু শ্রীরঘুমণি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গৃহ হইতে সংগৃহীত হইয়া বর্তমানে শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের চুঁচুড়া (হুগলী) স্থিত গৃহে আছে। দীনেশ বাবুর মতে ভবদেবভট্ট হরিবর্মদেবের রাজধানী বিক্রমপুরেই বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর মতে[১] ভট্টভবদেব উত্তররাঢ়ে বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভবদেব-নির্মিত বিষ্ণুমন্দিরের স্থান-সম্পর্কে গবেষকগণ একমত নহেন এবং স্বমত-সমর্থনে তাঁহারা যথেষ্ট প্রমাণও প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

উড়িষ্যার প্রত্নতাত্ত্বিকগণের[২] মতে শ্রীঅনঙ্গভীমদেবের[৩] কন্যা ও হৈহয়রাজকুমার 'পরমর্দী'র (বা 'পরমাদি'র) পত্নী চন্দ্রিকা দেবী বা চন্দ্রা দেবীই শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার শিলালিপি বর্তমানে লণ্ডন-স্থিত Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland নামক প্রত্নতাত্ত্বিক-সংস্থায় রক্ষিত আছে।[৪]

১। 'Harivarman' in 'Pracyavani'—Journal of the Pracyavani-Mandira, Calcutta, Vol. I, No. 4, October, 1944, P. 244.

২। Paramananda Acharya and Chintamani Acharya, Loc. Cit.

৩। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ('History of Orissa', Vol. I, pp. 255, 267) ইনি দ্বিতীয় অনঙ্গভীম বা অনিয়ঙ্কভীম (১১৯০-১১৯৮ খৃষ্টাব্দ)

৪। দ্রষ্টব্য :—'Bhubaneswar Inscription in the Royal Asiatic Society' by Lionel D. Barnett, in 'Epigraphia Indica,' Vol. XIII, 1915-16, Pp. 150-55. শ্রীচিন্তামণি আচার্য মহাশয় ('ভুবনেশ্বর', পরিশিষ্ট, ১৬১ পৃঃ)

Charles Stuart ভুবনেশ্বর হইতে যে-সকল শিলালিপি লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতেই এই শিলালিপিখানি কোনও প্রকারে উক্ত সংসদে স্থানান্তরিত হয়, উড়িষ্যার প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এইরূপ অনুমান করেন। চন্দ্রিকাদেবীর শিলালিপিতে 'ব্যোম-বিয়ৎ-ফণীন্দ্ররসনা-চন্দ্র (Dr.L.D. Barnettএর মতে ১২০০ শকাব্দ বা ১২৭৮ খৃষ্টাব্দ) এই সময়কাল অঙ্কিত আছে। শিব-ভক্ত কবি উমাপতি এই শিলালিপির পদ্যসমূহ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে উৎকলদেশ, একাম্রক্ষেত্র, বিন্দুসরঃ প্রভৃতি স্থানের বর্ণনা ও বিন্দুসরোবরের তীরে হরির নির্মিত্ত নির্মিত 'প্রাসাদে' (মন্দিরে) শ্রীবলদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীসুভদ্রার মূর্তির উল্লেখ আছে।

চন্দ্রিকাদেবীর শিলালিপির এইসকল বর্ণনা হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি ভুবনেশ্বরে একটি বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু উহা শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির কিংবা অন্য কোন্ বিষ্ণুমন্দির, তাহার উল্লেখ শিলালিপির কোন অংশে নাই,—ইহা নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এই কারণে শ্রীপরমানন্দ আচার্য মহাশয়—যিনি স্বীয় পূর্বতন মত পরিবর্তন করিয়া চন্দ্রাদেবীকে শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরের নির্মাণ-কর্ত্রী প্রমাণ করিতে বহু যুক্তি উপন্যস্ত করিয়াছেন, তিনিও একসময়ে তাঁহাকে ভুবনেশ্বরের রাজরাণী-মন্দিরের নির্মাণকর্ত্রী বলিয়া লিখিয়াছিলেন।১ ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য

চন্দ্রিকাদেবীর শিলালিপি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের 'Epigraphia Indica'তে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং উহা কলিকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে—এইরূপ লিখিয়াছেন ; তাঁহার এই উভয় উক্তিই সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

১। P. Acharya—'A Note on the Bhuvanesvara Inscription of Chandra Devi' in the Journal of the Bihar & Orissa Research Society, Vol. XV, pts I & II, 1929.

কথিত এই শ্রীচন্দ্রশেখর শিবের বা শ্রীমদনমোহনের শ্রীমন্দিরের চূড়ায় সুদর্শন চক্র রহিয়াছে, কিন্তু শ্রীকপোতেশ্বরের শ্রীমন্দিরের চূড়ায় ত্রিশূল আছে। সুতরাং পূর্বোক্ত চতুর্ভুজ শ্রীবিগ্রহ যে বিষ্ণুবিগ্রহ, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীভুবনেশ্বরের ন্যায় এখানেও উক্ত চতুর্ভুজ শ্রীবিগ্রহের নিকট চতুর্ভুজা শ্রীবারাহীদেবী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল ও চতুর্ভুজ শ্রীনৃসিংহদেব—সকলেই ধাতুময়ী শ্রীমূর্তিরূপে অধিষ্ঠিতআছেন।

শ্রীকপোতেশ্বর-শ্রীমন্দিরের পূর্বাভিমুখে একটি চন্দনপুকুর ছিল। বন্যায় কপোতেশ্বরের পার্শ্বস্থিত বাঁধটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় চন্দনপুকুরটি ধ্বসিয়া যায় ; এমন কি, কপোতেশ্বরের মন্দিরাদি সমস্তই বালুকা-স্তূপে সমাকীর্ণ হইয়া 'পড়ে। পরে বালু সরাইয়া ঐস্থান উদ্ধার করা হয়।

শ্রীকপোতেশ্বরের উত্তরদিকে দণ্ডভাঙ্গা নদীর তীরে পুরীর বড়ছাতা মঠের (রামানন্দীয়) একটি শাখা-মঠ 'বড়ছাতা'-মঠ নামে প্রসিদ্ধ আছে। তথায় শ্রীরাম, শ্রীলক্ষ্মণ, শ্রীসীতা ও শ্রীহনূমান--বিগ্রহগণ আছেন।

উৎসব—কপোতেশ্বরে বৈশাখ-মাসে—চন্দনযাত্রা, জ্যৈষ্ঠমাসে—শীতলষষ্ঠী (ঠাকুরের সহিত বারাহীদেবীর বিবাহ-উৎসব), আশ্বিনমাসে—ষোলদিবসব্যাপী উৎসব ; বৈশাখ, মাঘ ও কার্তিক মাসের প্রত্যেক মাসের প্রতি সপ্তাহের সোমবারে শ্রীকপোতেশ্বর-পরিক্রম ও মহোৎসব হয়। ফাল্গুনী পূর্ণিমা দোলযাত্রার দিন হইতে পঞ্চমদোল পর্যন্ত পাঁচ দিন 'দণ্ডভাঙ্গা' নদীর তটে বিমানারোহণে বিজয়বিগ্রহগণ প্রত্যহ বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত মণ্ডপে অবস্থান করিয়া সকলকে দর্শন দান করেন। দোল-মণ্ডপে বিজয়বিগ্রহের ঝুলন-উৎসবও হয়। তখন বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে।

কপোতেশ্বর শিবের সেবার জন্য ১৭ একর জমির বন্দোবস্ত আছে। ইহা পাইকপাড়া লালাবাবুর ষ্টেটের জমিদারী। বর্তমান পূজারীর

নাম—বালুক্কেশ্বর পাণ্ডা এবং ফুলমালা-সংগ্রহকারী একটি শূদ্র সেবক আছেন, তাঁহার নাম—ভিখারী মহাপাত্র।

ভার্গী বা দণ্ডভাঙ্গা নদী

কপোতেশ্বর শিবের মন্দিরের নিকট উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে ভার্গী নদীর তিনটি মোহনা আছে। তন্মধ্যে একটি শাখা আঠারনালাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট শুনিতে পাওয়া গেল,—এইস্থানে শ্রীগৌরহরি ভার্গী নদীতে স্নান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্-মহাপ্রভু কপোতেশ্বর-দর্শনার্থ গমন করিলে **শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রী-গৌরহরির দণ্ডটি তিনখণ্ড করিয়া** এই স্থানে **ভার্গী নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়ার পর হইতে পুণ্যা ভার্গী নদীর** এই **অংশটি '**দণ্ডভাঙ্গা**'** নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। 'দণ্ডভাঙ্গা' নদীর উত্তর বাঁধের অপর পারে 'দাণ্ডসাহি'-নামক একটি পল্লী আছে। উক্ত পল্লীতে **'দণ্ডভাঙ্গা-গোপীনাথে'র** শ্রীমন্দির। 'দণ্ডভাঙ্গা নদী'র তীরে অবস্থিত বলিয়া শ্রীগোপীনাথও 'দণ্ডভাঙ্গা'-নাম ধারণ করিয়াছেন। এই শ্রীগোপী-নাথের শ্রীমন্দিরে প্রায় ২৪।২৫ বৎসর পূর্বেও শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের দারুময়ী শ্রীমূর্তি নিত্য অর্চিত হইতেন। সেই শ্রীমূর্তি এখন গুপ্ত হইয়াছেন, ইহা স্থানীয় ব্রাহ্মণ পাণ্ডাগণের নিকট হইতে জানা গেল। 'দণ্ডভাঙ্গা-শ্রীগোপীনাথে'র মন্দিরের সম্মুখ দিয়া যে কাঁচা পথ গৌড়দেশ পর্যন্ত চলিয়াছে, সেই পথ দিয়া সপার্ষদ শ্রীগৌরহরি গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে বিজয় করিয়াছিলেন এবং ভার্গবী নদীতে স্নান ও কপোতেশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন। ইহা সর্বসাধারণের 'দাণ্ড' অর্থাৎ পথ ছিল। 'দাণ্ডসাহি' অর্থে পথের পল্লী। শ্রীচৈতন্যদেব যে এইসকল স্থান পদাঙ্কপূত করিয়াছিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যে এইস্থানে মহাপ্রভুর

দণ্ড ভগ্ন করিয়াছিলেন, তাহা এখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীগোপীনাথের সহিত শ্রীরাধারাণী এবং বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন একটি ছোট মন্দিরে বিরাজিত আছেন। মন্দিরটি প্রাচীন ও পূর্বাভিমুখী। এখানে শ্রীগোপীনাথের ছয় ঘর সেবক (পাণ্ডা ব্রাহ্মণ) আছেন ; তাঁহাদের নাম—(১) শ্রীগিরিধারী পণ্ডা, (২) শ্রীমদন পণ্ডা, (৩) শ্রীসিদ্ধ পণ্ডা, (৪) শ্রীবাঞ্ছানিধি পণ্ডা, (৫) শ্রীভগবান্ পণ্ডা ও (৬) শ্রীবেণুধর পণ্ডা। শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য এক বাটি (২০ বিঘা) জমি আছে। পুরীর রাজা ইহার জমিদার। ইহা বীরপ্রতাপপুর মৌজার অন্তর্গত, সামেলি—দাণ্ডসাহি। স্থানীয় পাণ্ডাগণ বলেন যে, পূর্বে এইস্থান হইতে পুরীর বড়দেউলের সুদর্শন-চক্র দৃষ্ট হইত, এখন গাছপালায় ঢাকা পড়িয়াছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে 'কমলপুর'[১] হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের ধ্বজা-দর্শনের বিবরণ পাওয়া যায়, সেই কমলপুরের কথা কেহই বলিতে পারিলেন না এবং বর্তমানে দাণ্ডসাহির 'দণ্ডভাঙ্গা শ্রীগোপীনাথ' কিংবা 'শ্রীকপোতেশ্বর', অথবা চন্দনপুরের বাজার—কোথা হইতেও বড় দেউলের ধ্বজা দেখা যায় না। 'মালতীপাটপুরে'র নিকটে অর্থাৎ পুরীর প্রায় সাত মাইল থাকিতে **'তুলসীচউরা'**-(চবুতরা) নামক একটি স্থান আছে। কথিত হয় যে, শ্রীতুলসীদাস এইস্থানে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন পাইয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথ প্রথমে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে শ্রীতুলসীদাসকে দর্শন দেন ; কিন্তু তুলসীদাস তাঁহার চতুর্ভুজরূপ দর্শন করিতে চাহিলে শ্রীজগন্নাথ চতুর্ভুজ-মূর্তি প্রকট করেন। পূর্বে এইস্থানের নাম **'মালতীপাট-**

১। এই মতে সব পথে সন্তোষে আসিতে। উত্তরিলা আসি' প্রভু **কমলপুরেতে।**
দেউলের ধ্বজমাত্র দেখিলেন দূরে। প্রবেশিলা প্রভু নিজ আনন্দসাগরে॥"
—(চৈ ভা অ ২।৪৪০-৪০৫)

পুর' ছিল। গঙ্গবংশীয় রাজা বলভদ্রদেবের মহিষী মালতী মহাদেবীর নামানুসারেই এই ব্রাহ্মণশাসনের নাম 'মালতীপাটপুর' হয়। পরে শ্রীতুলসীদাসের বৈঠক বা আসনের নামানুসারে ইহা 'তুলসীচউরা' নামে খ্যাত হইয়াছে। এইটি ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত গ্রাম। এখানে একটি সংস্কৃত টোল আছে। এইস্থান হইতে ঠিক দক্ষিণ দিকে তাকাইলে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের উর্ধ্বভাগের প্রায় অর্ধেক অতি সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়। এই স্থানের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও কমলপুরের কোন সন্ধান দিতে পারিলেন না। কথিত হয় যে, শ্রীতুলসীদাস এইস্থান হইতেই সর্বপ্রথমে বড়দেউলের ধ্বজা দর্শন করিয়া নিম্নলিখিত দোহাটি রচনা করিয়াছিলেন,—

হরি শব্দে মজা, রাম শব্দে মজা।
তুলসীমঞ্চসে দেখো জগবন্ধুকা ধ্বজা ॥
ধ্বজা-দর্শন সকল পাপ হরে।
চাঁদমুখ-দর্শন জীবন-প্রাণ ভরে ॥

—ইহা প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং তুলসীদাসের রচনা কিনা, তাহা সন্দেহজনক হইলেও এইস্থানে ইহা প্রবাদের মতই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, মুর্খ-পণ্ডিত—সকলের মুখেই প্রতিধ্বনিত হয়। এইস্থান হইতে সর্বপ্রথম বড়দেউল ও ধ্বজা-দর্শন হয়। তবে ইহাই কি সেই শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত **'কমলপুর'**? পুরী হইতে এইস্থান তিন ক্রোশের অধিক। তাহাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনার * সহিত মিলে; কিন্তু কমলপুরের সন্ধান এখন কেহই দিতে পারেন না।

---

* 'কমলপুরে আসি' ভার্গীনদী-স্নান কৈল। নিত্যানন্দ-হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল ॥ জগন্নাথের দেউল দেখি' আবিষ্ট হৈলা। দণ্ডবৎ হঞা প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ হাসে, কান্দে, নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জন। তিন ক্রোশ পথ হৈল—সহস্র যোজন।'
—চৈ চ ম ৫।১৪১, ১৪৪, ১৪৬

নবম বৈভব

শ্রীআলালনাথ

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে সমুদ্রের তীরে তীরে দক্ষিণে যাইতে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে 'ব্রহ্মগিরি' বা 'আলালনাথ'-নামক এক সুপ্রাচীন দিব্যস্থান বিরাজমান আছে। কথিত হয় যে, এইস্থানে ব্রহ্মা সত্যযুগে ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনায় মগ্ন ছিলেন। ব্রহ্মার তপস্যার স্থান বলিয়া এইস্থানের নাম 'ব্রহ্মগিরি' হইয়াছে।

সুপ্রাচীনকাল হইতেই দক্ষিণদেশ শ্রীনারায়ণপরায়ণ ভক্তগণ-দ্বারা অধ্যুষিত। আচার্য শ্রীরামানুজের বহুপূর্ব হইতেই বহু সিদ্ধমহাপুরুষ দক্ষিণদেশে অবতীর্ণ হইয়া জগতে শ্রীহরিভক্তির কথা প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রী-সম্প্রদায়ের ইতিহাস-লেখক শ্রীঅনন্তাচার্য তাঁহার 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থে দ্বাদশজন পূর্ব-দিব্যসূরির[১] কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দিব্যসূরি অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদগণকে তামিল ভাষায় 'আলোয়ার' বা 'আল্‌বার্' বলা হয়। *

১। কাসার-ভূত-মহদাহ্বয়-ভক্তিসারাঃ, শ্রীমচ্ছঠারি-কুলশেখর-বিষ্ণুচিত্তাঃ।
ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু-মুনিবাহ-চতুষ্কবীন্দ্রা-, স্তে দিব্যসূরয় ইতি প্রথিতা দশোর্ব্যাম্॥
গোদা যতীন্দ্রমিশ্রাভ্যাং দ্বাদশৈতান্ বিদুর্বুধাঃ॥
বিসৃজ্য গোদাং মধুরকবিনা সহ সত্তম।
কেচিদ্ দ্বাদশসংখ্যাতান্ বদন্তি বিবুধোত্তমাঃ॥

—প্রপন্নামৃতম্ ৭৪।১৫-১৭

* গ্রন্থকার-বিরচিত 'দ্বাদশ আল্‌বার্'-গ্রন্থে দিব্যসূরিগণের চরিত ও তৎসম্পাদিত পারমার্থিক সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রে (২২শ বর্ষ, ১১-১৪শ সংখ্যা, ২৩শে অক্টোবর, ১৯৪৩) তদ্রচিত 'শ্রীদ্রবিড়াম্নায়'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মার ভজনসিদ্ধিস্থান ব্রহ্মগিরি নির্জনতা ও পবিত্রতায় শ্রীনারায়ণোপাসনার বিশেষ অনুকূল বলিয়া দক্ষিণদেশের কতিপয় দিব্যসূরি বা আলোয়ার্ এইস্থানে চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ-মূর্তি স্থাপন-পূর্বক পাঞ্চরাত্রিক বিধিতে শ্রীঅর্চাবতারের পূজা করিয়াছিলেন। 'আল্বার্' বা আলোয়ারগণের 'নাথ' বা প্রভু বলিয়া শ্রীনারায়ণ 'আল্বার্নাথ' বা 'আলোয়ার্নাথ' নামে খ্যাত হন এবং ব্রহ্মগিরির কিয়দংশ আলোয়ারনাথের নামানুসারে 'আল্বার্ পত্তনম্', 'আলার্ পাট্না', 'আলার্পুর', আল্বার্পুর' প্রভৃতি নামে অদ্যাপি খ্যাত রহিয়াছে। 'আল্বার্নাথ'বা'আলোয়ার্নাথের' অপভ্রংশ হইতেই 'আলালনাথ' শব্দের প্রচলন হইয়াছে।

দক্ষিণদেশের আলোয়ার্ বা দিব্যসূরিগণের দ্বারা আল্বার্নাথ অর্চিত হইবার পর দক্ষিণদেশের 'কোমা'-ব্রাহ্মণগণের হস্তে আল্বার্নাথের পূজা ন্যস্ত হয়। দক্ষিণদেশ হইতে বারশত ঘর কোমাব্রাহ্মণ ব্রহ্মগিরিতে আসিয়া বাস করেন এবং পর্যায়ক্রমে আল্বার্-নাথের সেবা করিতে থাকেন। কিংবদন্তী এই যে, কোন একসময়ে উক্ত কোমা-ব্রাহ্মণগণের অন্যতম পূজারী বিপ্র কার্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করেন এবং নিজ অল্পবয়স্ক পুত্রের উপর 'আল্বার্নাথের' নিত্যপূজার ভার অর্পণ করিয়া যা'ন। সরলহৃদয় ব্রাহ্মণবটু তাঁহার সাধ্যমত কিছু ভোগাদি রন্ধন করিয়া 'আল্বার্নাথের' নিকট উপস্থিত করিলেন এবং নিবেদনমন্ত্র না জানায় ঠাকুরকে বলিলেন,—"প্রভো! আমি অতি অজ্ঞ বালক, আপনার মন্ত্রতন্ত্র জানি না; আমার পিতা বিদেশে গমন করিয়াছেন, আপনি কৃপাপূর্বক এই ভোগ গ্রহণ করুন।" আল্বার্নাথের নিকট এই প্রকারে ভোগ নিবেদন করিয়া সেই ব্রাহ্মণ-বটু ভোগ-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং বহির্দেশে আসিয়া বয়স্যগণের সহিত বালক-সুলভ ক্রীড়াদিতে প্রমত্ত হইলেন। বালকের মাতা

পুত্রকে এইরূপ খেলাধূলায় প্রমত্ত দেখিয়া ঠাকুরের ভোগ সমাপ্ত হইয়াছে কিনা, জিজ্ঞাসা করায় বালক বলিলেন,—"আমি ঠাকুরকে ভোগ দিয়াছি।" ইহা শুনিয়া বালকের মাতা বলিলেন,—"ভোগ দিবার কিছুকাল পরে ভোগ সরাইতে হয় এবং সেই প্রসাদ গৃহে লইয়া আসিতে হয়।" বালক মাতার আদেশমত ভোগ-মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, ভোগপাত্রে যে-সকল বস্তু প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই। বালক সেইকথা মাতাকে জানাইলেন। বালকের মাতা ইহা বিশ্বাস করিলেন না দেখিয়া বালক মাতাকে ভোগ মন্দিরে লইয়া গিয়া ইহা প্রত্যক্ষ করাইলেন। বালকের মাতার ইহাতে বিশ্বাস হইল না। তিনি মনে করিলেন, হয়ত বালকই চাপল্যবশতঃ শ্রীনারায়ণের সমস্ত ভোগ খাইয়া ফেলিয়াছে এবং প্রহারের ভয়ে ঐরূপ মিথ্যাকথা বলিতেছে। কিন্তু ক্রমাগত কয়েকদিনই বালক মাতার সন্মুখে এরূপভাবে ঠাকুরকে ভোগ-প্রদান এবং কিছুকাল পরে ভোগ-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখাইলেন যে, সত্যসত্যই আলালনাথ সমস্ত ভোগ নিঃশেষিতরূপে গ্রহণ করেন। বালকের মাতা ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বালককে বলিলেন,—"তোর পিতা ষোড়শোপচারে আল্‌বার্‌নাথের পূজা করেন, কিন্তু ভগবান্ এইরূপভাবে সমগ্র সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া ফেলেন না, আর তুই ভগবানের পূজাবিধি, এমন কি, ভগবন্মন্ত্রোচ্চারণে পর্যন্ত অনভিজ্ঞ, তথাপি ভগবান্ তোর প্রদত্ত ভোজ্য-দ্রব্য গ্রহণ করেন!" কিছুকাল পরে পূর্বোক্ত পূজারী ব্রাহ্মণ বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণ-পত্নী স্বামীর নিকট সমস্ত বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করিলেন। ব্রাহ্মণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া পুত্রকে তৎপরদিবসই ঠাকুরের ভোগের সময় ভোগমন্দিরে লইয়া গিয়া, বালক কি-প্রকারে নারায়ণকে ভোগ প্রদান করেন এবং শ্রীনারায়ণই বা তাহা কি-প্রকারে

গ্রহণ করেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ব্রাহ্মণ-বটু পূর্বের মত রন্ধন করিয়া আলবারনাথকে ভোগ প্রদান করিলেন। বালকের পিতা ভোগমন্দিরের অভ্যন্তরে এক কোণে লুকাইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ লুক্কায়িতভাবে থাকিয়াই শুনিতে পাইলেন, বালক শ্রীনারায়ণকে ভোগ প্রদান করিয়া বলিতেছেন,—"হে ঠাকুর! আমি আপনার মন্ত্র-তন্ত্র জানি না, আপনাকে নিবেদন করিতেও জানি না, আমার পিতা উপস্থিত নাই, তিনি না আসা পর্যন্ত আপনি এই ভোগ গ্রহণ করুন্।"— এই বলিয়া বালক মন্দিরদ্বার বন্ধ করিলে ভোগ-মন্দিরে লুক্কায়িতভাবে অবস্থানকারী বালকের পিতা দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীনারায়ণ চারি হস্তে বালকের প্রদত্ত সমস্ত সামগ্রী অতি আগ্রহের সহিত ভোজন করিতেছেন। ঠাকুর সমস্ত ভোগই ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেছেন দেখিয়া উক্ত পূজারী ব্রাহ্মণ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের হস্ত ধারণপূর্বক বলিলেন,—"আপনি যখন সমস্ত ভোগ ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেছেন, তখন আমরা কি খাইয়া বাঁচিব?" শ্রীআল্‌বার্‌নাথ বলিলেন,— "আমি বালকের প্রীতিতে সমস্ত ভোগ ভক্ষণ করিতেছি, তুমি আমার নিকট কি বর চাও বল।" পূজারী ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমি আর কি বর চাহিব? আপনি যখন আমাদের প্রাপ্য সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেছেন, তখন আমাদিগকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।" শ্রীআল্‌বার্‌নাথ বলিলেন,—"আজ হইতে আমি আর তোমার প্রদত্ত কোন বস্তু গ্রহণ করিব না, জগতে সমস্ত দ্রব্যই আমার ভোগ্য, আমি কৃপা করিয়া যতটুকু প্রদান করি, তাহাই আমার অবশেষ ও মৎপ্রদত্ত কৃপারূপে তোমাদের গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। যেহেতু, তোমরা আমার ভোগে ভোগবুদ্ধি করিলে, সেইহেতু তুমি তোমার জ্ঞাতিবর্গের সহিত অচিরেই নির্বংশ হইয়া যাইবে, কেবল তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ

ঐতিহাসিক প্রমাণের সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত কেবল চন্দ্রিকাদেবীর শিলালিপির নিদর্শন হইতে শ্রীঅনন্তবাসুদেবমন্দিরের প্রকৃত নির্মাণকর্তার বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

শ্রীঅনন্ত, শ্রীবাসুদেব ও শ্রীসুভদ্রার মূর্তিত্রয় কেবল শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরেই নহে, লিঙ্গরাজ-মন্দিরের দক্ষিণদিকে 'শ্রীঅনন্তেশ্বর'-মন্দিরেও বিরাজমান আছেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরের শ্রীমূর্তিত্রয়ের মধ্যে 'বাসুদেব'-মূর্তি বলিয়া পাণ্ডাগণ যাহা নির্দেশ করেন, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত 'সিদ্ধার্থসংহিতা'-গ্রন্থের প্রমাণ অনুযায়ী 'অধোক্ষজ'-বিগ্রহ, 'বাসুদেব'-বিগ্রহ নহেন।* ব্রহ্মপুরাণ-গ্রন্থে শ্রীঅনন্তবাসুদেব-বিগ্রহ সমুদ্রতীরে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বিরাজমান এইরূপ বর্ণনাই আছে; উক্ত শ্রীবিগ্রহের ভুবনেশ্বরে অবস্থিতির কোন উল্লেখ নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত ভুবনেশ্বরের তীর্থসমূহের বর্ণনাতে তাঁহার বহু শিবলিঙ্গ-দর্শনের কথা থাকিলেও বিষ্ণুবিগ্রহ শ্রীঅনন্তবাসুদেব বা তাঁহার মন্দিরের কোনও উল্লেখই নাই। ইহা খুবই বিস্ময়জনক যে শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দির হইতে মন্দির-নির্মাতার আদি ও অকৃত্রিম শিলালিপিখানি উঠাইবার সময়ে অথবা ভট্টভবদেবের শিলালিপি উক্ত মন্দিরের প্রাকার-গাত্রে সংলগ্ন করিবার সময়ে কেহ তাহাতে বাধা প্রদান করেন নাই; প্রায় শতবর্ষকাল পরে এবিষয়ে

---

* 'বাসুদেবো গদা-শঙ্খ-চক্র-ধরো মতঃ'; 'পদ্মং কৌমোদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তেঽপাধোক্ষজঃ'; 'এতাশ্চ মূর্তয়ো জ্ঞেয়া দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ'—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামি-সম্পাদিত ৫।২৭৭, ২৭৯, ২৮৯) উদ্ধৃত 'সিদ্ধার্থসংহিতা'-বাক্য। 'দক্ষিণে যোঽধঃস্থিতকরস্তৎক্রমাদিত্যেবমাদৌ অধস্তনো দক্ষিণকরঃ পশ্চাদূর্দ্ধ্ব দক্ষিণকরঃ, ততো বামোর্দ্ধ্ব করঃ, ততো বামাধস্তনকর ইতি ক্রমঃ। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের (৫।২৮৯) 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকা। 'বাসুদেব—গদাশঙ্খচক্রপদ্মধর।' 'অধোক্ষজ—পদ্মগদাশঙ্খচক্রকর।'—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২০।২২৪, ২৩৬

আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এবিষয়ে উড়িষ্যার প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তৎকালে ষ্টুয়ার্ট সাহেব ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের উৎপীড়নে উড়িষ্যাবাসিগণের ভীতিবিহ্বলতার অজুহাত দেখাইয়াছেন ; কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও রাজা রাজেন্দ্রলাল যে ব্রহ্মেশ্বর-মন্দিরের শিলালিপিখানি শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা একই স্থান হইতে কি প্রকারে ও কোথায় রহস্যজনকভাবে অন্তর্হিত হইল, সে-বিষয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদের কেহ কেহ পরস্পর-বিরোধী যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। * আমরা সম্প্রতি শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দির দর্শন করিয়া শ্রীমন্দিরের ভিতর বা বাহির কোন স্থান হইতে প্রস্তর-ফলক অপসারণের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। স্থানীয় পাণ্ডাগণকে চন্দ্রিকাদেবীর শিলালিপির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও কিছু বলিতে পারিলেন না। এই সকল কারণে, শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দির কোন্ সময়ে, কাঁহার দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল, ইহা নির্ণয় করিবার চেষ্টায় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ পরস্পরের মতবাদখণ্ডনে বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও নির্ভুল প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত বর্তমানের 'স্থির সিদ্ধান্ত' (?) ভবিষ্যতে মহাভ্রম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ; গবেষকগণের বিভিন্ন সময়ে স্বমত-পরিবর্তন এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

সুধীগণের তুলনামূলক আলোচনার সৌকর্যার্থ শ্রীচন্দ্রিকাদেবী ও ভট্ট শ্রীভবদেব উভয়ের শিলালিপির মূল গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। †

---

* Paramananda Acharya in 'Proceedings of the Indian History Congress, Third Session, Calcutta,' 1939, p. 295.

† প্রধানতঃ 'Epigraphia Indica' পত্রিকায় (Vol. XIII, 1915-16. pp. 150-55) প্রকাশিত Dr. L. D. Barnett-এর পাঠ-অনুসরণে শ্রীচন্দ্রিকাদেবীর

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীভুবনেশ্বরদেবের নিত্যসেবা

(১) উষঃকালে শ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীভুবনেশ্বরের শয়ন-মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটনের সময় মঙ্গলারাত্রিক প্রভৃতি হইয়া থাকে। (২) ৯ ঘটিকার সময় **বাল্যভোগ** (মুড়কি, দধি, মালপোয়া, রসকরা প্রভৃতি) হয়। (৩) ১১ ঘটিকার সময় **রাজভোগ** হইয়া থাকে। রাজভোগের উপকরণ, যথা—খেচরান্ন, কাণিকা, ঘৃতান্ন, ডাল, তরকারী, ভাজা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি। (৪) **ছত্রভোগ**—১২টার সময় যজমানের আট্‌কে ভোগ হয়। (৫) **রাজবল্লভভোগ**—১টার সময় মালপোয়া, ত্রিপুরী, কান্তি, লড্ডুক প্রভৃতি ভোগ হইয়া থাকে। (৬) ২টার সময় **দ্বিপ্রহর-ধূপ** হয়। তখন অন্ন, মুগের ডাল, মালপোয়া, ফেণি, মিষ্টান্ন বেসর, মহুর, মধুর মুখরুচি প্রভৃতি ভোগ হয়। (৭) ৪টার সময় ভুবনেশ্বরের **শয়নারাত্রিক** হয় এবং শয়ন-পালঙ্ক দেওয়া হয়। তখন তাম্বুলভোগ হয়। লবঙ্গাদি মশলা ঘসিয়া সুবাসিত জল ভোগ দেওয়া হয়। (৮) **অপরাহ্ণ** ৬ ঘটিকার সময় ঠাকুর বিশ্রাম করিয়া উঠেন, তখন শয়ন-মন্দিরের **দ্বারোদ্‌ঘাটন** হয়। সেই সময় 'তেরপিঠাবলী' নামক একটি ভোগ দেওয়া হয় এবং ভগবানের স্নান-সেবা হয়। স্নানের পর ফুল-চন্দন-বস্ত্রাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া সন্ধ্যাধূপ এবং তৎপরে খেচরান্ন, ঘৃতান্ন, কাণিকা, মিষ্টান্ন, লাড্ডু, মালপোয়া প্রভৃতি ভোগ দেওয়া হয়। প্রত্যেকবারই ভুবনেশ্বরের ভোগের পরে ভুবনেশ্বরীর ভোগ হইয়া থাকে। কিছুকাল পরে পুনরায় ভুবনেশ্বরের স্নান

শিলালিপি এবং 'Inscriptions of Bengal' (Vol. III Rajshahi, 1929, pp. 32-35) গ্রন্থে প্রকাশিত শ্রীননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের পাঠ অনুসরণে ভট্ট-শ্রীভবদেবের শিলালিপি—গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।

এবং স্বর্ণ-রৌপ্য-নির্মিত বিভিন্ন-প্রকার অলঙ্কার, বস্ত্র, পুষ্প, মাল্য প্রভৃতির দ্বারা শৃঙ্গার হয়। ইহাকে **'বড় শৃঙ্গার'** বলে। এই বড় শৃঙ্গারের পর শ্রীভুবনেশ্বর পাকাল-ভোগ গ্রহণ করেন এবং তৎসঙ্গে বিভিন্ন-প্রকার মিষ্টসামগ্রীও ভোগ দেওয়া হয়। ভোগারতির পর পঞ্চবক্ত্র মহাদেব ভুবনেশ্বরের সেবা করেন এবং পুষ্পাকীর্ণ পালঙ্কে ভুবনেশ্বর শয়ন করেন।

প্রত্যহ শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেবের পূজা ও ভোগ সমাপ্ত হইলে শ্রীভুবনেশ্বরদেব স্বীয় পূজা ও ভোগাদি গ্রহণ করেন। এই বিধি এখনও শ্রীভুবনেশ্বরে প্রচলিত রহিয়াছে।

চতুর্দশ যাত্রা ও দ্বাদশ উপযাত্রা

নিত্যসেবা ব্যতীত শ্রীভুবনেশ্বরদেবের চতুর্দশ যাত্রা ও দ্বাদশ উপযাত্রা-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

১। বৈশাখমাসে—**অক্ষয়তৃতীয়া** হইতে ২২ দিন বিন্দুসরোবরে ভুবনেশ্বরের 'প্রতিনিধি' শ্রীমদনমোহন, 'মালিক' শ্রীঅনন্তবাসুদেব, 'দেওয়ান' কপিলনাথ মহাদেব এবং 'পীঠাবরণ-দেবতা' অন্নপূর্ণা, পার্বতী প্রভৃতির সহিত চন্দনযাত্রা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২। আষাঢ়ী শুক্লাষ্টমীতে **(শ্রীপরশুরামাষ্টমী)** শ্রীঅনন্তবাসুদেব ও ভুবনেশ্বর পরশুরামেশ্বর মহাদেবের নিকট শোভাযাত্রা-সহযোগে গমনপূর্বক পরশুরামেশ্বরকে চাতুর্মাস্যের চারিমাস-কাল রাজধানী সমর্পণ করেন এবং বলিয়া আসেন,—"এই চারিমাস-কাল আপনি রাজধানী পালন করিবেন, আমরা শয়নে যাইতেছি।"

৩। **শয়ন-চতুর্দশী**—আষাঢ়ী শুক্লা চতুর্দশীতে শ্রীভুবনেশ্বরের সুবর্ণময়ী প্রতিমা পর্যঙ্কে শয়ন করেন।

৪। শ্রাবণমাসে—চতুর্দশী তিথিতে **পবিত্রারোপণ**-উৎসব হয়। শ্রীভুবনেশ্বর যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন।

৫। কার্তিকমাসে—কার্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে **(যমদ্বিতীয়া)** শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীঅনন্তবাসুদেবের সহিত শ্রীযমেশ্বর মহাদেবের নিকট শিবিকারোহণে গমন করেন।

৬। **শিবোত্থাপনযাত্রা** বা **উত্থাপন-চতুর্দশী**—কার্তিকী শুক্লা চতুর্দশীতে শঙ্খ, ভেরী প্রভৃতি বাদ্য-বাদন-সহযোগে শ্রীভুবনেশ্বরের শয়নগৃহের কপাট উন্মোচন করা হয়।

৭। অগ্রহায়ণমাসে—এই মাসের **প্রথমাষ্টমীতে** শ্রীবরুণেশ্বর লিঙ্গের নিকট পাপনাশিনীতে ভুবনেশ্বরের প্রতিমার যাত্রা এবং মধ্যাহ্নে পুনঃ প্রত্যাবর্তন হয়।

৮। অগ্রহায়ণমাসের ষষ্ঠীতে **প্রাবরণষষ্ঠী** বা ওঢ়নষষ্ঠী-উৎসব: প্রভাতে তীর্থোদকের দ্বারা ভুবনেশ্বরের স্নান—পঞ্চামৃত-স্নান, গোধূম-চূর্ণস্নান ও দিব্য-জলের দ্বারা স্নান করাইয়া অধিবাসিত বস্ত্রের দ্বারা প্রাবরণ করা হয়।

৯। পৌষমাসে—**পুষ্যাভিষেক**-উৎসব: পৌষপূর্ণিমায় বিন্দুসরোবরের ১০৮ কলস জলে শ্রীভুবনেশ্বরের অভিষেক হয়। পুষ্যা-নক্ষত্র-যোগের অভাব হইলেও যথাবিধি স্নান হইয়া থাকে।

১০। মকরযাত্রা—পৌষমাসের ত্রয়োদশীতে নবান্নভোগ হইয়া থাকে। **মকরসংক্রান্তিতে** ঘৃতকম্বল দান ও পূজা হয়।

১১। মাঘমাসে—**মাঘসপ্তমীতে** শ্রীভুবনেশ্বরকে শিবিকায় স্থাপন করিয়া ছত্র-চামরাদি বাজন ও বাদ্যাদি-সহযোগে ভাস্করেশ্বর শিবের নিকট লইয়া যাওয়া হয় এবং সায়াহ্নে শ্রীমন্দিরে আনয়ন করা হয়।

১২। ফাল্গুনমাসে—**শিবরাত্রি** ; ফাল্গুনী কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে শ্রীভুবনেশ্বরের মহাস্নান, বত্রিশ উপচারে প্রহরে প্রহরে পূজা, বন্দন, হোমকুণ্ডে হোম, তিল-তণ্ডুল-ব্রীহি প্রভৃতি-দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হয়। সেইদিন উপবাস ও রাত্রি-জাগরণ হয়। ভুবনেশ্বরে সেইদিন বিভিন্ন স্থান হইতে বহুলোক সমবেত হন এবং ভুবনেশ্বরের সমীপে দীপ দান করিয়া থাকেন।

১৩। চৈত্রমাসে—অশোকযাত্রা বা **অশোকাষ্টমী** ; চৈত্রী শুক্লাষ্টমী তিথিতে বনযাগ, সূত্রধর-সন্মান, কাষ্ঠচ্ছেদন এবং চতুশ্চক্রান্বিত রথ নির্মাণ করা হয়। ২১ হাত উচ্চ, ১৬ হাত বেড়, ৪টি তোরণ, সুবর্ণ কলস, সুগন্ধিধ্বজা, ৪টি অশ্ব এবং রথোপরি দিব্য সিংহাসন-সহ যথা-বিধি রথের প্রতিষ্ঠা-উৎসব হইয়া থাকে। সপ্তমীর মধ্যাহ্নে এই রথ-প্রতিষ্ঠা হয়। সপ্তমীর সায়াহ্নে রথমণ্ডন হইয়া থাকে। পরদিন প্রভাতে চক্রপূজা এবং রথ প্রদক্ষিণ-পূর্বক শুভলগ্নে ভগবান্‌কে রথোপরি স্থাপন করা হয়। সূতবেশধর ব্রহ্মা রথ চালনা করেন। পুরীতে আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা-উৎসব হইয়া থাকে, কিন্তু ভুবনেশ্বরে চৈত্রী শুক্লাষ্টমী তিথিতে রথযাত্রা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পুরীর শ্রীজগন্নাথদেবের রথের ন্যায় প্রতিবৎসরই শ্রীভুবনেশ্বরের নূতন রথ প্রস্তুত করা হয় এবং রথ টানা হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে গুণ্ডিচাবাড়ী এক মাইল দূর, সেইস্থানে রামেশ্বর মহাদেব আছেন। শ্রীভুবনেশ্বর শুক্লাষ্টমীদিন রথযাত্রা করেন ; দ্বাদশীদিবস (পঞ্চম দিনে) পুনর্যাত্রা হয়। রথের নির্মাণাদি-ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য রাজপ্রদত্ত দশটি মৌজা আছে। পূর্বে এইসকল মৌজা পাণ্ডাগণের হস্তে ছিল। পাণ্ডাগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হওয়ায় বর্তমানে কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে।

১৪। দমনভঞ্জিকা, **দমনকচতুর্দশী** বা 'দয়নাচোরী'—চৈত্রী শুক্লা চতুর্দশীতে শ্রীতীর্থনাথ-সমীপে উদ্যান-মধ্যে মহোৎসবের সহিত ভুবনেশ্বরকে লইয়া যাওয়া হয়। প্রভুকে পর্যঙ্কে স্থাপন করিয়া শ্রোত্রির পঞ্চবিপ্র ব্রহ্মমন্ত্র-দ্বারা দমন (অশোক) ছেদন করিয়া থাকেন।

দ্বাদশ উপযাত্রা, যথা—(১) জ্যৈষ্ঠে—শীতলাষষ্ঠী, (২) ভাদ্রে—জন্মাষ্টমী ও (৩) গণেশচতুর্থী, (৪) আশ্বিনে—ষোড়শাদিনপর্ব ও (৫) দশহরা, (৬) কার্তিকে—কুমারোৎসব, (৭) অগ্রহায়ণে—ধনুঃসংক্রান্তি, (৮) মাঘে—বসন্তপঞ্চমী ও (৯) ভীমৈকাদশী, (১০) ফাল্গুনে—কপিল-যাত্রা ও (১১) দোলযাত্রা এবং (১২) চৈত্রে—বাসন্তী-পূজার সময় নবপত্রিকা-উৎসব হইয়া থাকে।

পূজক পাণ্ডাবর্গ

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীভুবনেশ্বরদেবের পূজক ব্রাহ্মণ পাণ্ডা—৩৬০ ঘর। ইঁহারা আপনাদিগকে কান্যকুব্জব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। পূজায় ইঁহাদের পর্যায়ক্রমে অধিকার হয়। পূজা-ভোগ-রন্ধনাদি সমস্তই পাণ্ডারা করিয়া থাকেন।

শৃঙ্গারসেবক পাণ্ডা—৩০ ঘর। ঠাকুরের ভোগকালে ইঁহারা ঠাকুরের সম্মুখে যাইতে পারেন না, সর্বসাধারণের ন্যায় দূরে থাকেন; যেই সময় ভোগ হয় না, সেই সময় শৃঙ্গারাদি-সেবার জন্য মন্দিরে থাকিতে পারেন। ভোগ সরিলে ইঁহারা রাজবাড়ীর প্রাপ্য মহাপ্রসাদ মন্দির হইতে আনিয়া মন্দিরের অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত করেন। যাঁহার যে প্রাপ্য ভাগ, মন্দিরাধ্যক্ষ তাহা বাঁটিয়া দিয়া থাকেন। শ্রীভুবনেশ্বরের ৮ বার ভোগ হয় এবং ৮ বারই এইরূপ ভাগ হইয়া থাকে।

শ্রীভুবনেশ্বরস্থ অন্যান্য শ্রীমন্দির ও তীর্থাদি

শ্রীলিঙ্গরাজ-মন্দির ও শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির ব্যতীত ভুবনেশ্বরে ছোট বড় আরও অনেক শিব-মন্দির ও বিষ্ণুমন্দির আছে ; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি সমধিক প্রসিদ্ধ :—অনন্তেশ্বর, কপিলেশ্বর, কেদার-গৌরী, নাগেশ্বর, পরশুরামেশ্বর, পার্বতী-মন্দির, ব্রহ্মেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, মুক্তেশ্বর, মেঘেশ্বর, যমেশ্বর, রাজারাণী-দেউল, রামেশ্বর, বৈতাল-দেউল, শারী-দেউল, সিদ্ধেশ্বর ইত্যাদি।

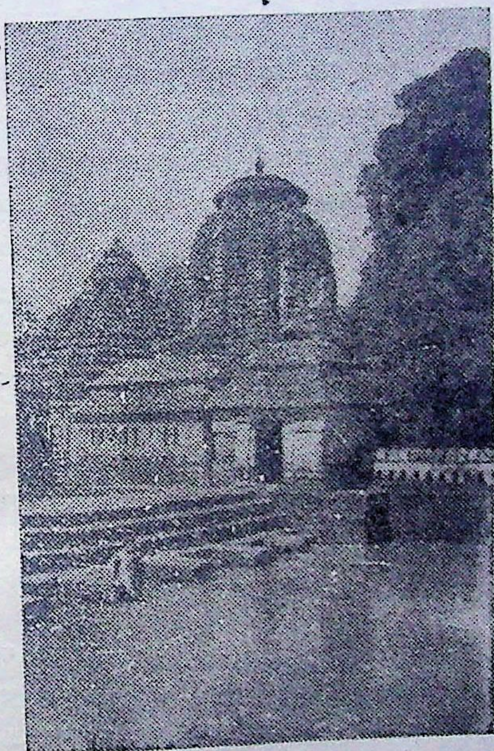
'একাম্রপুরাণ'-গ্রন্থে ভুবনেশ্বরস্থ আটটি তীর্থের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ; যথা—বিন্দুহ্রদ (বা বিন্দুসরোবর), পাপনাশিনী, গঙ্গা-যমুনা, কোটিতীর্থ, ব্রহ্মকুণ্ড, মেঘতীর্থ, অলাবুতীর্থ ও রামহ্রদ (বা অশোককুণ্ড)। 'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়'-গ্রন্থে উপরি-উক্ত আটটি তীর্থ ব্যতীত 'দেবীপাদহরা'-নামক নবম তীর্থের কথাও আছে। এতদ্ভিন্ন কেদারকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, কপিলেশ্বর-পুষ্করিণী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কেদার-গৌরী

ভুবনেশ্বর-মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে পূর্বোত্তর কোণে গৌরীকুণ্ড অবস্থিত। জল-প্রস্রবণ হইতে নিয়ত নির্গত এই কুণ্ডের জল অতীব সুনির্মল, সুশীতল ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

এই কুণ্ডটি দৈর্ঘ্যে ৭০ ফিট্, প্রস্থে ২৮ ফিট্। ইহারও তিনধার পাথর দিয়া বাঁধান, দক্ষিণাংশে ২০ ফিট্ লম্বা ও ১০ ফিট্ চওড়া পাষাণ-সোপান আছে। এই কুণ্ডের তলদেশেও প্রস্রবণ আছে। শিব-পুরাণের মতে, গৌরীদেবী স্বহস্তে এই কুণ্ড খনন করিয়াছেন। এখানে সংবৎসর সমাহিত-চিত্তে স্নান করিলে সর্বকাম সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কপিল-সংহিতার মতে,[১] এই কুণ্ডের জল পান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এইসকল ফলশ্রুতি সকাম কর্মিগণের জন্য; বস্তুতঃ মোক্ষ-



শ্রীভুবনেশ্বরে শ্রীগৌরীকুণ্ড

১। বিন্দুহ্রদে তনুত্যাগাৎ ত্রিস্থলে পিণ্ডদানতঃ।
কেদারে উদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

লঘুতাকৃৎ ভক্তির অনুশীলনকারিগণ জানেন, "তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে, সে-সব ভক্তির প্রবঞ্চন। বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে সেই সব, যা'তে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥"

কুণ্ডের ঘাটে কয়েকটি ছোট ছোট ঘর আছে, তন্মধ্যে একটির বাহির দেওয়ালে ৮ ফিট্ উচ্চ একটি হনূমান্-মূর্তি ও আর একটিতে সিংহবাহিনী দুর্গামূর্তি গাঁথা আছে।

দুর্গামূর্তির দক্ষিণভাগে ৪১ ফিট্ উচ্চ কেদারেশ্বরের মন্দির। এই মন্দির অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার গর্ভগৃহ মূল মন্দির অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মপুরাণে এই কেদারেশ্বর-লিঙ্গের উল্লেখ আছে। কেদারেশ্বরের প্রবেশদ্বারের চৌকাঠের দক্ষিণ বাজুতে অস্পষ্ট শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, ১০০৪ শকে উৎকলবিজেতা চোড়গঙ্গের রাজত্বকালে কেদারেশ্বর-মন্দির নির্মিত হয়। একাম্রপুরাণ ও কপিলসংহিতায় ইঁহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

কেদারেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখেই গৌরীমন্দির। শীতলাষষ্ঠীর দিন এখানে শ্রীভুবনেশ্বরের বিজয়-মূর্তি শ্রীগৌরীদেবীকে বিবাহ করিতে আসেন।

ধউলিগিরি, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি

ভুবনেশ্বরের প্রায় ছয় মাইল পূর্বদিকে 'ধউলিগিরি' বা ধবলগিরি অবস্থিত। ইহা একটি ক্ষুদ্র পাহাড় এবং দয়ানদীর কূলে অবস্থিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, 'দধিভদ্রা'-শব্দের অপভ্রংশ 'দয়ভদ্রা' হইতে 'দয়া'-শব্দের উৎপত্তি। এই দধিভদ্রা নদীর তীরে দধীচি-মুনির আশ্রম বর্তমান ছিল বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ধবলগিরির পথ অনেকটা দুর্গম। ইহার শিখরদেশে বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের অনুশাসন-স্তম্ভ বিরাজমান রহিয়াছে।

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পাশাপাশি দুইটি ক্ষুদ্র পাহাড়—ভুবনেশ্বর হইতে প্রায় ছয় মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে সামান্য বনপথ থাকায় উহারা স্বতন্ত্র।

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে অনেকগুলি বিভিন্ন নামের সুন্দর সুন্দর 'গুম্ফা' বা গুহা আছে; যথা—মঞ্চপুরী বা বৈকুণ্ঠগুম্ফা, সর্পগুম্ফা, হরিদাস-গুম্ফা, ব্যাঘ্রগুম্ফা, জম্ভেশ্বরগুম্ফা, হাথিগুম্ফা, তত্ত্বগুম্ফা, অনন্তগুম্ফা, নবমুনি-গুম্ফা, গণেশগুম্ফা ইত্যাদি। এই সকল গুহা পাহাড় কাটিয়া নির্মিত হইয়াছিল। এককালে বৌদ্ধ ও জৈন যতিগণ এইসকল গুহায় বাস করিতেন। কয়েকটি গুহায় সুপ্রাচীন শিলালিপি সমূহ ক্ষোদিত আছে। * তন্মধ্যে জৈনধর্মাবলম্বী কলিঙ্গরাজ খারবেলে 'হাথিগুম্ফা' শিলালিপিই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কোন কোন শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির প্রাচীন নাম ছিল যথাক্রমে 'কুমারীপর্বত' ও 'কুমারপর্বত'। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্ সাং উড়িষ্যায় আগমনপূর্বক উদয়গিরি দর্শন করিয়া তথায় 'পুষ্পগিরি' নামক সঙ্ঘারামের উল্লেখ করিয়াছেন। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে স্থানে স্থানে বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর মূর্তি প্রভৃতি আছে। এই গুহাগুলি গৃহাকারে ক্ষোদিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন অনেকাংশ নষ্ট হইয়া ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুসমূহের আবাসে পরিণত হইয়াছে। পর্বতের তত্ত্বাবধান এবং ভ্রমণকারিগণকে পর্বতোপরি নিরাপদে আরোহণ করাইবার জন্য পর্বতের নিম্নদেশে সরকারের পক্ষ হইতে তত্ত্বাবধায়ক ও পথপ্রদর্শক নির্দিষ্ট আছে।

---

* 'Inscriptions in the Udayagiri and Khandagiri Caves' by R.D. Banerji. 'Epigraphia Indica', Vol. XIII, 1915-16, pp. 159-67. See also James Prinsep in J. A. S. B. Vol. VI and Rajendralal Mitra in 'Antiquities of Orissa', Vol. II. Pp. 14-31.

শ্রীসত্যভামাপুর

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীঅনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির পর শ্রীগৌরহরির দর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া উৎকলাভিমুখে গমনকালে সত্যভামাপুরে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন।

উড়িয়াদেশে '**সত্যভামাপুর**' নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিলা বিশ্রাম॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে,—এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিলা কৃপা করি'॥
'আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হ'বে বিলক্ষণ॥'
স্বপ্ন দেখি' রূপগোসাঞি করিলা বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা—পৃথক্ নাটক করিবার॥
ব্রজ-পুর-লীলা একত্র করিয়াছি গঠনা।
দুই ভাগ করি' এবে করিমু রচনা॥
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে।
আসি' উত্তরিলা হরিদাস-বাসাস্থলে॥ *

এই 'সত্যভামাপুর' কোথায় এবং এই সত্যভামাদেবীই বা কোথায় অধিষ্ঠিতা? অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, উড়িষ্যা প্রদেশে দুইটি 'সত্যভামাপুর' গ্রাম আছে—একটি বর্তমান কটক জেলায়, আর একটি পুরী জেলায়। 'জানকাদেঈপুর'—যাহা পুরীর এক ষ্টেশন (মালতী পাটপুর ষ্টেশনের) পরবর্তী এবং যাহা পুরী হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত, উহারই সন্নিকটে এই সত্যভামাপুর অবস্থিত বলিয়া কেহ

* চৈ চ অ ১।৪০-৪৫

কেহ বলিয়াছেন। কিন্তু তথায় সত্যভামাপুর বা শ্রীসত্যভামাদেবীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অনুসন্ধানে জানা যায়, **ভুবনেশ্বরের তিন মাইল পশ্চিমে** ভার্গবী নদীর তীরে উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড্ বা জগন্নাথ রোডের পার্শ্বে বালিআন্তা পুলিশ ষ্টেশন ও **পুরী জেলার অন্তর্গত সত্যভামাপুর গ্রাম** আছে। তথায় এখনও **শ্রীসত্যভামা ঠাকুরাণী বিরাজমানা** আছেন।

স্থানীয় লোকের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, এই স্থানেই শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুপাদ বিজয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে জনশ্রুতি রহিয়াছে। পূর্বে এই সত্যভামা ঠাকুরাণী একটি মাধবীলতার ঘনকুঞ্জের মধ্যে অবস্থিতা ছিলেন, মন্দিরাদি কিছুই ছিল না। গ্রামালোকের নিকট ইনি 'বুড়িমা' নামেও খ্যাত। বাহ্যদৃষ্টিতে আকৃতি-বিহীনা প্রস্তরময়ী মূর্তি। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় লোক চাঁদা উঠাইয়া শ্রীসত্যভামাদেবীর একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এগার জন ট্রাষ্টীর হাতে এই মন্দিরের সেবা-পূজা-ব্যবস্থার ভার অর্পিত হইয়াছে। ট্রাষ্টীগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—(১) শ্রীরাঘবানন্দ দাস, (২) শ্রীপরীক্ষিৎ দাস, (৩) শ্রীআনন্দচন্দ্র দাস, (৪) শ্রীনবকিশোর দাস, (৫) শ্রীঘনশ্যাম দাস, (৬) শ্রীউমেশচন্দ্র দাস, (৭) শ্রীরসানন্দ দাস, (৮) শ্রীধনুর্দ্ধর দাস, (৯) শ্রীকামদেব দাস, (১০) শ্রীকুলমণি দাস ও (১১) শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস। শ্রীসত্যভামার সেবা-পূজার সম্পত্তি—মন্দিরের চারিদিকের ধান্যক্ষেত্র। মন্দির হইতে শ্রী-জগন্নাথ রোড্ প্রায় দুইশত গজ দূরে হইবে। সত্যভামাপুরের সংলগ্ন চতুঃসীমানার পশ্চিমে জগন্নাথ রোড্ ও ভার্গীনদী, দক্ষিণে আলারপুর বা টঙ্কপানি গ্রাম, পূর্বে গোতল গ্রাম এবং উত্তরে এণ্ড্রাপার গ্রাম। সত্যভামাপুরে তীর্থযাত্রিগণের থাকিবার ও প্রসাদাদি পাইবার ব্যবস্থা

আছে। পুরীর পথে গমনাগমনকালে পরিব্রাজক, উদাসীন বৈষ্ণব ও অভ্যাগত প্রায়ই তথায় অবস্থানাদি করেন।



অষ্টম বৈভব

শ্রীকপোতেশ্বর

শ্রীকপোতেশ্বর শিবের সম্বন্ধে 'উৎকলখণ্ডে'র ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। একসময় মহাদেব মনে মনে চিন্তা করিলেন,—'একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু ব্যতীত পূর্বে কোন দেবতাই পূজ্য ছিলেন না। আমিও সেই ভগবানের প্রসাদে সেইরূপ পূজনীয় হইব। ভক্তি ব্যতীত কেহই প্রকৃত পূজনীয় হইতে পারে না। ভক্তবৎসল ভগবান্ নিজ হইতেও ভক্তকে অধিক পূজার পাত্র করিয়া দেন।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া শ্রীমহাদেব সর্ব-নির্বিষয় প্রদেশে বিষ্ণু-সন্তোষার্থ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। 'যিনি স্বয়ং লক্ষ্মীপতি, তাঁহাকে দেয় বস্তু কি হইতে পারে? যিনি স্বয়ং বাক্‌পতি তাঁহাকে স্তুতিই বা কতটুকু করা যায় এবং যিনি সকল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, তাঁহার অন্য কোন্ বস্তুই বা তুষ্টির কারণ হইতে পারে? অতএব শ্রীভগবানের সন্তোষের কারণ যে **অন্তর্যাগ,** তাহাই একচিত্তে অকপটে আশ্রয় করিয়া ভক্তগণে আত্মসমর্পক শ্রীহরির ভজন করিব। তাহাতেই আমি তাঁহার প্রসাদে পূজনীয় হইব।'—এইরূপ স্থির করিয়া তিনি নীলাচলসন্নিহিত পুণ্যভূমি **কুশস্থলীতে** বায়ুমাত্র ভোজনপূর্বক তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি স্থূল, দৃশ্য অষ্টমূর্তি হইয়াও তখন তপস্যায় কপোতের ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়াছিলেন। শিব তপস্যাদ্বারা **কপোতের**

ন্যায় সূক্ষ্মশরীরী হইয়াছিলেন বলিয়া মুরারির আজ্ঞাক্রমে 'কপোতেশ্বর' আখ্যা লাভ করেন।

কপোতসদৃশো যাতো যতঃ স তপসা শিবঃ।
মুরারেরাজ্ঞয়া যত্র কপোতেশ্বরতাং গতঃ॥ *

শ্রীমুরারির আজ্ঞাতেই শিব 'কপোতেশ্বর' নাম ধারণ করিয়া পার্বতীর সহিত ঐস্থানে অবস্থান করিতেছেন। যাঁহারা কপোতেশ্বরকে অর্চন স্তব ও প্রণাম করেন, তাঁহারা বিধৌতপাপ হইয়া পুরুষোত্তমধাম-গমনের অধিকার লাভ করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের শ্রীনিত্যানন্দাদি পার্ষদবৃন্দের সহিত শ্রীভুবনেশ্বর হইতে 'কমলপুরে' আসিয়া ভার্গীনদীতে স্নান ও তথায় শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে স্বহস্তস্থিত দণ্ডটি রাখিয়া ভক্তগণের সহিত শ্রীকপোতেশ্বর-দর্শনে গমন করিলে সেই অবসরে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরহরির দণ্ডটি তিন খণ্ড করিয়া ভার্গী নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রী-মন্মহাপ্রভু কপোতেশ্বর দেখিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং দূর হইতে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের চূড়া-দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইয়া প্রেমে দণ্ডবৎ-নমস্কার ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুর সঙ্গে রাজপথে চলিতে থাকিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের বর্ণনানুসারে জানা যায়,—"তিনক্রোশ পথ হইল—সহস্র-যোজন।"† আঠারনালা হইতে কপোতেশ্বর তিন ক্রোশ পথ বটে; কিন্তু পুরী হইতে চারি ক্রোশ বা আট মাইল।

আমরা কপোতেশ্বরের স্থানীয় বহু লোকের নিকট জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান করিয়া কোথায়ও কমলপুরের কোন সন্ধান পাই নাই। জগন্নাথ রোড্ বা রাজপথ—যাহার বর্তমান অপর নাম উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক

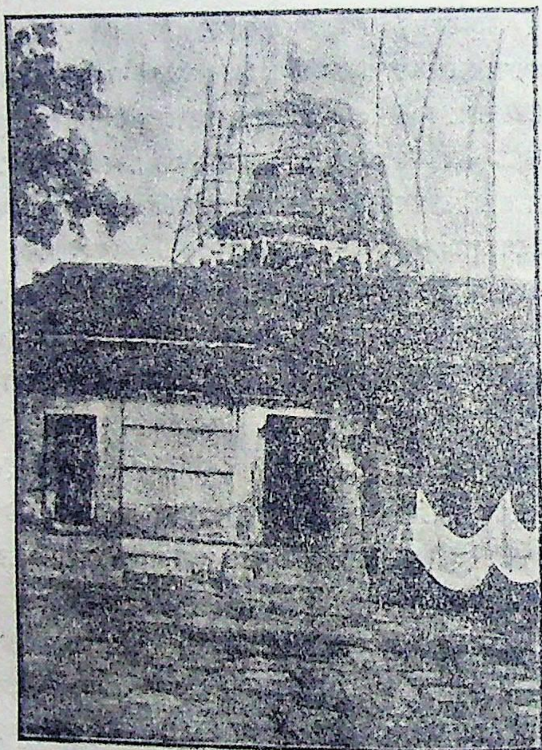
* উৎকলখণ্ড ১৩।১২; † চৈ চ ম ৫।১৪৩

রোড সেই পথ দিয়া গেলে জানকাদেঈপুর ষ্টেশনের নিকট চন্দনপুর-নামক একটি পল্লী পাওয়া যায়। জানকাদেঈপুর পুরী হইতে আট মাইল। রাজপথের সংলগ্ন পার্শ্বেই চন্দনপুরের বাজার। উহার মধ্য দিয়া পূর্বদিকে মাত্র দুই মিনিটের পথ জানকাদেঈপুর রেল-ষ্টেশন। রাজপথটির মধ্যদিয়া পূর্ব-পশ্চিম-বাহিনী ভার্গীনদী। এই ভার্গীনদীর উপরে রাজপথের সেতু। উহারই বরাবর রেল-লাইনের সেতু। বর্ষাকালে ভার্গীনদীর প্রবল বন্যা রোধ করিবার জন্য উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। উত্তর বাঁধের নিম্ন প্রদেশের দাণ্ডসাহি-নামক পল্লী এবং দক্ষিণ বাঁধের নিম্নপ্রদেশে শ্রীকপোতেশ্বর শিবের মন্দির। জানকাদেঈপুর ষ্টেশন হইতে পূর্ব-দক্ষিণ-কোনে ভার্গীনদীর পার্শ্বস্থ বাঁধের উপর দিয়া প্রায় এক ফার্লং আসিলে শ্রীকপোতেশ্বরের মন্দির পাওয়া যায়। সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর এই স্থানে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। সেই গ্রামের সর্বত্র এখনও এই কথা সুপ্রচারিত শ্রীকপোতেশ্বরের মন্দির পূর্বাভিমুখা। এই মন্দির শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক না হইলেও প্রাচীন। শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে অন্ধকার গর্ভ-গৃহে কপোতাকৃতি শিব-লিঙ্গ বিরাজিত আছেন। সম্মুখেই নাট্যমন্দির ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণাভিমুখে শ্রীকপোতেশ্বরের বিজয়-বিগ্রহ শ্রীচন্দ্রশেখর শিব একটি মন্দিরে বিরাজমান। শ্রীচন্দ্রশেখর ধাতুময় চতুর্ভুজ বিগ্রহ। বামহস্তের উপরিভাগে মৃগ, দক্ষিণ হস্তের উপরিভাগে পরশু, বামহস্তের নিম্নভাগে অভয় এবং দক্ষিণ হস্তের নিম্নভাগে বর-মুদ্রা শোভিত। স্থানীয় পূজক ইঁহাকে চন্দ্রশেখর শিবমূর্তি বলিলেও ইনি চতুর্ভুজ মদনমোহন-মূর্তি বলিয়াই মনে হয়। কারণ, শ্রীভুবনেশ্বরের প্রতিনিধি অর্থাৎ ভোক্তা মূলপুরুষ শ্রীমদনমোহন ঠিক এই সকল অস্ত্র ও মুদ্রা-শোভিত চতুর্ভুজ মূর্তি; ইনি বিষ্ণু-বিগ্রহ। পাণ্ডাগণের

আমার নিত্যভক্তকে আমি বৈকুণ্ঠলোকে মৎসমীপে স্থান প্রদান করিব।" শ্রীআলবারনাথের এইপ্রকার উক্তির পর দক্ষিণদেশের দ্বাদশ শতঘর কোমা-ব্রাহ্মণ একে একে বিনষ্ট হইয়া গেলেন, তাঁহাদের বংশে আর কেহ থাকিলেন না। এই সময়ে 'শ্রীআলবারনাথ' পুরীর রাজা শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে স্বপ্ন প্রদান করিয়া অন্য ব্রাহ্মণ-দ্বারা সেবার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমদেব ব্রহ্মগিরিতে দুই ঘর বশিষ্ঠগোত্রীয় এবং এক ঘর ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন। ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ আলবরনাথের অর্চনকার্যে নিযুক্ত হইলেন এবং বশিষ্ঠগোত্রীয়গণ শৃঙ্গার ও রন্ধনাদির জন্য নির্দিষ্ট হইলেন। এই তিনঘর ব্রাহ্মণ হইতে বর্ত্তমানে ক্রমশঃ ত্রিশ ঘর পাণ্ডা ব্রাহ্মণের বিস্তার হইয়াছে। ইঁহারাই বর্তমানে আলালনাথের যাবতীয় সেবাভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কতিপয় ব্রাহ্মণের উপাধি 'সোয়ার' (সংস্কৃত 'সূপকার' শব্দের অপভ্রংশ); ইঁহারা আলবারনাথের ভোগ-রন্ধনাদি করেন। কতিপয় ব্রাহ্মণের উপাধি **'পাণ্ডা'**; ইঁহারা আলবারনাথের অর্চনাদি করেন। কতিপয় ব্রাহ্মণের উপাধি **'পুষ্পালেখ'** ইঁহারা আলবরনাথের শৃঙ্গারাদি সেবা করেন। অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের উপাধি **'শতপন্তি'**; ইঁহাদের শ্রীবিগ্রহ পূজা করিবার অধিকার নাই, কিন্তু ইঁহারা পূজারী পাণ্ডাগণের নিকট ধূপ, দীপ প্রভৃতি আনিয়া দেওয়া, দ্বার অবরুদ্ধ ও উদ্‌ঘাটিত করা প্রভৃতি কার্যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্তমানে ইহারা সকলেই পঞ্চোপাসক।

শ্রীআলালনাথ—অতীব সুন্দরদর্শন **চতুর্ভুজ শ্রীমুর্ত্তি**। ইঁহার দক্ষিণদিকের নিম্নস্থ হস্তে পদ্ম, উর্দ্ধস্থ হস্তে চক্র, বামদিকের উর্দ্ধস্থ হস্তে শঙ্খ এবং নিম্ন হস্তে গদা। 'সিদ্ধার্থ-সংহিতা'য় এইরূপ ক্রমে আয়ুধ-

ধারী শ্রীবিষ্ণু মূর্তির নাম—**শ্রীজনার্দন**। যথা—"পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং গদাং ধত্তে জনার্দনঃ।"*



শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দির

শ্রীআলালনাথদেব প্রায় ৫০ ফিট্ উচ্চ সুন্দর কারুকার্য-খচিত প্রস্তর-নির্মিত একটি সুপ্রাচীন শ্রীমন্দিরে বিরাজমান রহিয়াছেন।

* শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত 'সিদ্ধার্থ-সংহিতা'-বাক্য।

শ্রীমন্দির-মধ্যে শ্রীআলালনাথের সহিত শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীসরস্বতী, শ্রীরুক্মিণী, শ্রীসত্যভামা এবং পাণ্ডাগণের উক্তিমতে শ্রীললিতাদেবী ও শ্রীবিশাখাদেবী বিরাজিতা আছেন। আলালনাথের পদতলে অঞ্জলিবদ্ধ গরুড় উপবিষ্ট। শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন—ভোগ-মন্দির, নাট্য-মন্দির ও জগমোহন।

উড়িষ্যাপ্রদেশে সাধারণতঃ মূল শ্রীমন্দিরাধিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ কোথায়ও অভিযান করেন না বলিয়া বিভিন্ন যাত্রাদি-মহোৎসবে চল-শ্রীমূর্তিরই বিজয় হইয়া থাকে। চল-শ্রীমূর্তি—'চলন্তবিগ্রহ' বা 'বিজয়বিগ্রহ' নামে অভিহিত হন। তবে শ্রীপুরুষোত্তমে রথযাত্রা ও স্নানযাত্রার সময় শ্রীবিগ্রহগণ বাহিরে বিজয় করেন।

শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরের জগমোহনে বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন, শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং **'পতিতপাবন আলালনাথ'** বিরাজিত আছেন। যে-সকল অবরকুলোদ্ভূত ব্যক্তির মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, তাঁহারা মন্দিরের বহির্দেশ হইতেই 'পতিত-পাবন আলালনাথ'-শ্রীমূর্তি দর্শন করেন।

বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনেরই চন্দনযাত্রা, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, দশহরা প্রভৃতি উৎসবোপলক্ষে বহির্বিজয় হইয়া থাকে। পুরীর শ্রীমদন-মোহনের ন্যায় আলালনাথেও অক্ষয়তৃতীয়া হইতে বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদন-মোহনের চন্দনযাত্রা-উৎসব আরম্ভ হইয়া একুশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে চন্দনপুকুর অবস্থিত। এই পুকুরটি **'পশ্চিমা পুষ্করিণী'** নামে খ্যাত। শ্রীআলালনাথের চন্দনপুকুরটি পুরীর 'নরেন্দ্র-সরোবরে'র ন্যায় বৃহৎ নহে। চন্দনযাত্রা উৎসবকালে প্রত্যহই অপরাহ্নে শ্রীমদনমোহনদেবকে বিমানে আরোহণ করাইয়া বাদ্যভাণ্ডাদি-সংযোগে চন্দনপুকুরে লইয়া যাওয়া হয়। চন্দনপুকুরের তীরদেশেই একটি মৃন্ময় কুটীর। সেই কুটীরে শ্রীমদনমোহনদেব, শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীসরস্বতী, শ্রীরুক্মিণী,

শ্রীসত্যভামা, শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দুই ভাই মূলমন্দির হইতে বিজয় করিয়া বিশ্রাম করেন। সেখানে চন্দন-কুঙ্কুম বিলেপন, নানাবিধ বন-কুসুমের শৃঙ্গার এবং গ্রীষ্মকালোপযোগী স্নিগ্ধ উপকরণ-সমন্বিত ভোগ হইয়া থাকে। শ্রীমদনমোহনদেব অধিক রাত্রি পর্যন্ত সেইস্থানে অবস্থান করিয়া দেবদাসীগণের নৃত্য-সঙ্গীত ও নানাবিধ গীতবাদ্য-শ্রবণ ও যাত্রাদি দর্শন করিয়া নৌকোপরি বিহার করেন। এইরূপে মলয়-চন্দন, বায়ুসেবন ও নৌকাবিলাসাদি করিয়া নানাবিধ সুমিষ্ট দ্রব্য ভোজনান্তে শ্রীমদনমোহনদেব রাত্রি ১ ঘটিকার সময় বাদ্যভাণ্ডের সহিত বিমানে আরোহনপূর্বক শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন-কালে পাণ্ডাগণ গৌড়দেশীয় ভক্ত-গণের রীতি-অনুসারে বঙ্গভাষায় "নিতাই এল ঘরে, আমার গৌর এল ঘরে—" এই কীর্তনটি গান করিয়া থাকেন।

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় 'পতিতপাবন জগন্নাথে'র স্নান-যাত্রা হয়, কিন্তু এখানে রথযাত্রা হয় না ; শ্রাবণী পূর্ণিমাতে বিজয়বিগ্রহ শিবিকারোহণে নিকটবর্তি কোনও উন্মুক্তস্থানে বিজয় করেন। সেইস্থানে ঠাকুরের ভোগ আরতি, পরিক্রম এবং নৃত্যগীতাদি হইয়া থাকে। এই উৎসব **'গমা-পূর্ণিমা'**-যাত্রা নামে খ্যাত। শ্রাবণমাসে চিতা-অমাবস্যায় শ্রীআলাল-নাথের সুন্দর রাজবেশ হয়। তখন শ্রীআলালনাথ স্বর্ণাভরণে বিভূষিত হন। ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী এবং আশ্বিনে দশহরা উৎসব হয়। দশহরার সময় বিজয়-বিগ্রহ সিংহ-দরজায় বিজয় করেন। কার্তিক মাসে এক মাস কালের মধ্যে ২৫ দিন শ্রীদামোদর-বেশ, ৪ দিন শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ বেশ এবং একদিন রাজবেশ হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে প্রথমাষ্টমী পূজা ও উৎসব হয়। পৌষমাসের অমাবস্যায় একটি বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে এবং পৌষ-পূর্ণিমায় রামাভিষেক ও রাজবেশ হয়।

মাঘমাসে মকর-সংক্রান্তি ও বসন্ত-পঞ্চমী-উপলক্ষে বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে। ফাল্গুনমাসে দোলযাত্রার সময় শ্রীমদনমোহন বাদ্য-ভাণ্ডসহ পাঁচ দিন নগর-পরিক্রম করেন এবং দোলযাত্রা উৎসব হইয়া থাকে। চৈত্রমাসে রামনবমী, অশোকাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব হয়।

প্রাত্যহিক ভোগ-রাগাদি নিম্নলিখিত ক্রমে হইয়া থাকে,—

প্রাতঃকালে—শয্যোত্থান-আরতি-অবকাশ, সূর্য-পূজা, দ্বারপাল-পূজা ও বালভোগ।

বেলা ৯ ঘটিকায়—সকাল-ধূপ ; এইসময় খেচরান্ন ভোগ হয়।

বেলা ১২ টায়—দুপুরধূপ ; এইসময় অন্ন, তরকারী, ডাল, কাণিকা, পরমান্ন প্রভৃতি ভোগ হইয়া থাকে। তৎপরে ভোগ-আরতি হয়।

অপরাহ্ণে—আলালনাথের নিদ্রাভঙ্গ এবং ফলাদির সহিত মিষ্টান্ন ভোগ হয়।

সায়ংকালে—সন্ধ্যাধূপ, সন্ধূপ বা সান্ধ্য-ভোগে পাকাল, ভাজা প্রভৃতি ভোগ হইয়া থাকে ।

রাত্রিতে—বড়শৃঙ্গার বা নৈশভোগ ; এইসময় দন্তভাঙ্গা নাড়ু প্রভৃতি ভোগ হয়।

পাণ্ডাগণের পর্যায়ক্রমে সেবার বন্দোবস্ত আছে। ত্রিশ ঘর পাণ্ডার মধ্যে প্রতিমাসে পাঁচ দিন করিয়া ছয় ঘর পাণ্ডা আলালনাথের সেবা করেন। প্রতিদিন সাতজন সেবককে শ্রীআলালনাথের সেবা করিতে হয়।

শ্রীআলালনাথের সেবার জন্য প্রায় এক হাজার বিঘার জমিদারী আছে। পাণ্ডা, ঠাকুরের সিংহাসন-বহনকারী, শিবিকা-বহনকারী,

বিমান-বহনকারী ও বিভিন্ন সেবকগণের জন্য জমির নির্দিষ্ট অংশ প্রদত্ত আছে। পাণ্ডাগণের উক্তিতে জানা যায় যে, পূর্বে পুরীর মহারাজা আলালনাথের সেবার সাহায্য করিতেন; কিন্তু বর্তমানে আর কোনরূপ রাজ-সাহায্য পাওয়া যায় না। শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরের সেবা-পূজা-পরিচালনার ভার বর্তমানে নিম্নলিখিত তিনজন ট্রাষ্টীর উপর ন্যস্ত আছে:—(১) শ্রীভজমন সোয়ার, (২) জগ্বেশ্বর পাণ্ডা, (৩) হট পড়িয়ারী।

পাণ্ডাগণ বলেন, শ্রীআলালনাথের মন্দির কতকাল যাবৎ নির্মিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারা তাঁহাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতেও সঠিক জানিতে পারেন নাই। মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি কূপ, রন্ধনগৃহ এবং অপর পার্শ্বে দোলবেদী প্রভৃতি রহিয়াছে। পূর্বে মন্দিরের এক পার্শ্বে স্থানে স্থানে কতিপয় গোলাকার গর্তবিশিষ্ট একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড বিরাজমান ছিল। সেই প্রস্তরখণ্ডটি **'মহাপ্রভুর সর্বাঙ্গচিহ্ন'** বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বর্তমানে তদুপরি একটি মন্দিরও নির্মিত হইয়াছে। কিংবদন্তী এই যে, শ্রীআলালনাথ-শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন, তাহাতে কঠিন প্রস্তরও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীঅঙ্গস্পর্শে বিগলিত হইয়া ঐরূপ চিহ্নযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন উত্তরপূর্বকোণে **'শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠ'** অধিষ্ঠিত। মঠের শেষসীমায় একটি বৃহৎ পুষ্করিণী। ইহাকে গৌড়ীয়গণ **'শ্রীরাধাকুণ্ড'** বলেন। এইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্রাম করিতেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩২ শকাব্দে প্রথমবার ব্রহ্মগিরিকে স্বীয় শ্রীপাদপদ্ম-পরাগে বিভূষিত করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলালনাথ-বিজয়েচ্ছার পাঁচটি হেতু দৃষ্ট হয়,—

(১) অনবসরকালে জগন্নাথ-দর্শন না পাইয়া ; যথা—

অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে **আলালনাথ** করিলা গমন॥
গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া॥ *

(২) ভক্তগণের প্রতি বিমনা হইবার লীলা-প্রদর্শন করিয়া : শ্রীল পরমানন্দপুরী যখন প্রভুর নিজ-পার্ষদ ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট আবেদন জানাইলেন, তখন মহাপ্রভু সাধকজীব-শিক্ষার্থ বলিলেন,—

মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাঙ **আলালনাথ**।
একলে রহিব তাহাঁ গোবিন্দমাত্র সাথ॥ †

(৩) যখন শ্রীভবানন্দরায়ের আত্মজ শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক রাজবিত্ত নষ্ট করায় রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভুকে রাজার নিকট আবেদন করিতে বলায় মহাপ্রভু বিরক্তি-লীলা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

আলালনাথ যাই' তাহাঁ নিশ্চিন্তে রহিমু।
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্তা না শুনিমু॥ ‡

(৪) দাক্ষিণাত্য-যাত্রার সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু আলালনাথ হইয়া গিয়াছিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ আলালনাথ পর্যন্ত মহাপ্রভুর অনুব্রজ্যা করিয়াছিলেন। আলালনাথে আসিয়া মহাপ্রভু চতুর্ভুজ-মূর্তি-দর্শনে অধিকতর বিরহে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অত্যদ্ভুত প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মগিরিবাসী যাবতীয় লোক এইরূপ অত্যদ্ভুত মহাপুরুষের দর্শনার্থ শ্রীমন্দিরের নিকট আগমন করিয়া

* চৈ চ ম ১।১২২, ম ১১।৬৩ ; † চৈ চ অ ২।১৩২ ; ‡ চৈ চ অ ৯।৯৩

প্রভুর দর্শনমাত্রে হরিনামের রোল তুলিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু পুলকাশ্রু-কম্প-স্বেদ-ভূষণে ভূষিত হইয়া ভক্তগণের সহিত ব্রহ্মগিরিবাসিগণের মণ্ডলীমধ্যে নৃত্য করিয়াছিলেন। লোকসংঘট্ট এবং তাঁহাদের মহাপ্রভুকে ছাড়িতে অনিচ্ছা দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমহাপ্রভুকে মাধ্যাহ্নিক করাইবার ছলে মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। এদিকে মন্দিরের বহির্দেশে শ্রীমহাপ্রভুর দর্শনার্থ বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল এবং সকলে হরিনামের কলরব উঠাইয়া প্রভুর দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। মহাপ্রভু সেই প্রদেশের লোকসমূহের আর্তি দর্শন করিয়া দ্বার উন্মোচন করাইলেন। তখন সমস্ত লোক শ্রীমহাপ্রভুকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে মহাপ্রভু ব্রহ্মগিরিবাসিগণকে সমস্তদিবসব্যাপী দর্শন দান করিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন এবং তথায় ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণকথারঙ্গে সেই রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদে ইহা বর্ণন করিয়াছেন।

(৫) দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন-কালেও শ্রীমন্মহাপ্রভু আলালনাথ -হইয়া নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন।

আলালনাথে আসি' কৃষ্ণদাসে পাঠাইল।
নিত্যানন্দ-আদি নিজগণে বোলাইল ॥*

ব্রহ্মগিরি বা আলালনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা-পরাকাষ্ঠার স্থান বলিয়া গৌরজন ও বিপ্রলম্ভরসাশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম-প্রিয় এবং ভগবৎসেবোদ্দীপনের বিশেষ অনুকূল স্থানরূপে বিবেচিত হইয়াছে। নবদ্বীপের পড়ুয়া-পাষণ্ডী, স্মার্তগণ যখন মহাপ্রভুর বিরোধী হইয়া উঠিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবার

* চৈ চ ম ৯।৩৩৮

জন্য সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার পূর্বক শ্রীনবদ্বীপ হইতে শ্রীনীলাচলে আসিলেন। আবার শ্রীনীলাচলে আসিয়া যখন ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুর প্রেমকলহ-লীলা হইত, তখন মহাপ্রভু শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীআলালনাথে যাইতেন। সুতরাং শ্রীআলালনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়সন্ন্যাসলীলার বা দ্বিগুণ-সম্বর্ধিত বিপ্রলম্ভের স্থান।

বেন্টপুর

আলালনাথের অনতিদূরে শ্রীশ্রীল রায়রামানন্দপাদের আবির্ভাব-ক্ষেত্র বলিয়া কথিত 'বেন্টপুর' নামক স্থান। এখনও সেই স্থানে তদানীন্তন সমৃদ্ধির কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। পুরী হইতে শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরে উপনীত হইবার প্রায় একমাইল অবশিষ্ট থাকিতে দুই পার্শ্বে প্রাচীন ভগ্নাবশেষের স্তূপ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকপিলেশ্বরদেবের দুর্গের বিস্তৃত ভগ্নাবশেষের স্তূপ এখনও পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছুকাল পূর্বে বেন্টপুর-নিবাসী শ্রীযুত রাধামোহন পট্টনায়ক মহাশয় তথায় একটী পুষ্করিণী খনন আরম্ভ করিলে কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তরখণ্ড ও কড়ি পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন,— "এই বেন্টপুরেই শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভু আবির্ভূত হন; তবে তাঁহার জন্মভিটা এখন লুপ্ত।" শ্রীযুত রাধামোহন পট্টনায়ক মহাশয় নিজেকে শ্রীভবানন্দের অন্যতম আত্মজ শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কের (যাঁহাকে বড় জানা বা শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র চাঙ্গে চড়াইয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা, নবম পরিচ্ছেদ) বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার কথিত বিবরণ-অনুসারে শ্রীভবানন্দ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রই শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীশিখিমাহিতি। শ্রীশিখিমাহিতির ভগিনী শ্রীমাধবীদেবী। শ্রীমাধবীদেবী বেন্টপুরে শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহ

প্রকাশ করেন। তদনুসারে বেন্টপুরের সংলগ্ন স্থান 'গোপীনাথপুর' নামে খ্যাত হইয়াছে। 'মুঘলবন্দী'র ১নং তৌজি 'বেন্টপুর' ও ২নং তৌজি 'গোপীনাথপুর'। শ্রীআলালনাথ বা শ্রীব্রহ্মগিরির দিকে যাইবার পথে প্রায় এক মাইল থাকিতে ডান দিকে একটি পদ্ম-শোভিত সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সরোবরের পার্শ্ববর্তী গ্রামই গোপীনাথপুর। গোপীনাথপুরে অদ্যাপি 'শ্রীগোপীনাথ'-নামক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্তি ও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। স্থানীয় অধিবাসিগণের প্রদত্ত বিবরণানুসারে শ্রীমাধবীদেবীর প্রতিষ্ঠিত শৈলী শ্রীগোপীনাথ-শ্রীমূর্তি (যুগলশ্রীবিগ্রহ) বর্তমানে গুপ্ত হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব-পর্যন্ত এই ঠাকুর বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণচরণদাস-নামক এক কৌপীনধারী মহান্ত ছিলেন। কোন কারণবশতঃ তিনি সেবা হইতে বিচ্যুত হইলে গ্রামবাসীরা পুরীর শ্রীরাধাকান্ত-মঠের তদানীন্তন মহান্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-দাসজীকে উক্ত সেবা প্রদান করেন। তদবধি এই মঠ পুরীর শ্রীরাধা-কান্ত-মঠের তত্ত্বাবধানে আছে। ঐ ঠাকুর-বাড়ীতে শ্রীমাধবীমাতার পরবর্তী সাতজন সেবায়েত মহান্তের সমাধি আছে।

শ্রীযুত রাধামোহন পট্টনায়ক মহাশয় বলেন যে, এই শ্রীগোপীনাথের সেবা শ্রীশিখিমাহিতির ভগিনী শ্রীমাধবীদেবীর দ্বারাই যে প্রতিষ্ঠিত, তাহা বংশতালিকা হইতে প্রমাণিত হয়। শ্রীমাধবীদেবী 'শ্রীপুরুষোত্তম-দেব-নাটক' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেই পুঁথিখানি তাঁহার নিকটেই ছিল। তিনি তাহা কটকস্থ Ravenshaw College এর সংস্কৃতাধ্যাপক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) শ্রীযুত আর্তবল্লভ মহান্তি মহাশয়কে প্রদান করিয়াছেন বলিয়া আমাদিগকে জানাইলেন। শ্রীশ্রীল রায়-রামানন্দের শ্রীহস্ত-লিখিত 'টীকা-পঞ্চক' নামক একটি পুঁথিও তাঁহার নিকটে ছিল। সেই পুঁথিখানিও শ্রীযুত রাধামোহন বাবুর

আত্মীয় ও বেন্টপুর-নিবাসী শ্রীযুত প্রাণনাথ মহান্তি মহাশয় (বর্তমানে Secretary, Development, Commerce, Labour and Public Relations Departments, Govt. of Orissa) উক্ত শ্রীআর্তবল্লভ মহান্তি মহাশয়কে প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুত রাধামোহন বাবুর কথিত বিবরণ হইতে আরও জানা যায়,—শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক হইতে তাঁহাদের যে বংশলতা-সম্বলিত প্রাচীন তালপত্রের পুঁথি ছিল, তাহা তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পদ্মচরণ পট্টনায়ক মহাশয় কাশিমবাজারাধিপতি মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের 'নোয়াগা' প্রভৃতি স্থানে যে-সকল ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা এখন এমার-মঠের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের গৃহে উৎকল-অক্ষরে হস্তলিখিত অনেক প্রাচীন পুঁথি ছিল; তাহাও কালক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কাশিমবাজারে তাঁহাদের বংশ-তালিকা চলিয়া যাইবার পর শ্রীযুত রাধামোহন পট্টনায়ক মহাশয় তাহা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হন নাই—ইহা আমাদিগকে বলিলেন। শ্রীশ্রীরায়-রামানন্দ প্রভু হইতে ঘন-মহান্তি পর্যন্ত বংশ-তালিকাটি শ্রীযুত রাধামোহন বাবুর নিকট আর বর্তমানে নাই। উক্ত ঘন-মহান্তি ১১৫৮ দিল্লীশ্বরাব্দে জীবিত ছিলেন—ইহা কটক জজ্‌কোর্টে হরিচরণ পট্টনায়কের একটি আপীলের Certified Copy হইতে প্রমাণিত হয়। শ্রীযুত রাধামোহন বাবু ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শীলমোহরযুক্ত একটি দলিল আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। ঘন-মহান্তির তিন পুত্র—(১) উত্তরেশ্বর মহান্তি, (২) বৈষ্ণবচরণ মহান্তি ও (৩) হরিচরণ মহান্তি। হরিচরণ 'পট্টনায়ক' উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন এবং তিনি ১২৪৯ দিল্লীশ্বরাব্দে জীবিত ছিলেন। হরিচরণ পট্টনায়ক বৈষ্ণবচরণের পৌত্র কুলমণিকে দত্তক-

পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই কুলমণির পুত্রই পদ্মচরণ পট্টনায়ক। বৈষ্ণবচরণের পুত্র ভাগবতচরণ। তাঁহার তিন পুত্র—(১) মাগুণি হরিচন্দন, (২) কুলমণি, ও (৩) যদুমণি পট্টনায়ক। যদুমণির পুত্র নটবর। নটবরের পুত্র শ্রীরাধামোহন পট্টনায়ক।

বেন্টপুরের স্থানীয় অধিবাসিগণের কেহ কেহ বলেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীভবানন্দ ও শ্রীরায়রামানন্দের আবির্ভাব-স্থানের প্রতি প্রীতি-নিবন্ধন তন্নিকটবর্তী শ্রীআলালনাথে আগমনের লীলা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু প্রকাশিত বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'বেন্টপুর'-সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ 'বেঙ্কটপুর' বা 'বৈকুণ্ঠপুরে'র অপভ্রংশ হইতে 'বেন্টপুর'-নামের উৎপত্তি অনুমান করেন। আল্‌বার্‌পুর বা আলালনাথের সন্নিকটে 'বেঙ্কটপুর'-নামক স্থানের অবস্থিতি কিছু আশ্চর্য নহে। 'বেঙ্কট'-শব্দটি আল্‌বার্‌গণের প্রিয় শব্দ। বর্তমান বেন্টপুর ও গোপীনাথপুর-গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত। এখন উভয় গ্রামেরই কোন সমৃদ্ধি নাই; তবে ইহা যে একটি প্রাচীন স্থান, তাহা তথায় উপনীত হইলেই বেশ উপলব্ধি হয়। শ্রীশ্রীগোপীনাথের আখড়ার মধ্যে যে-সকল সমাধি আছে, তাহারও প্রাচীনতা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। গোপীনাথপুর-গ্রাম ও বেন্টপুর-গ্রামের মিলন-স্থলে একটি শ্রীতুলসীর চবুতরা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রামে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির বাস আছে; তন্মধ্যে 'মহান্তি'গণের সংখ্যাই অধিক। মহান্তিগণ 'করণ' বা কায়স্থের সমপর্যায়ে গণিত।



দশম বৈভব

কোণার্ক

কোণার্ক, কোণারক বা কণারক সূর্যক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত। পুরীর প্রায় একুশ মাইল উত্তর-পূর্বকোণে সমুদ্র-বালুকার মধ্যে সূর্যদেবের এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। কোণার্কের মন্দিরের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বভাগে সমুদ্র এবং প্রায় অর্ধ মাইল উত্তরে প্রাচী-নদীর শাখা শুষ্ক চন্দ্রভাগা-নদীর নিদর্শন দৃষ্ট হয়। উড়িষ্যার রাজা দ্বিতীয় নরসিংহ-দেব (১২৭৮-১৩০৬ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার এক তাম্রশাসনে স্বীয় পিতামহ প্রথম নরসিংহদেবের (১২৩৮-১২৬৪ খৃষ্টাব্দ) সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—তিনি প্রসিদ্ধ[১] 'কোণাকোণে' সূর্যদেবের জন্য একটি 'কুটীর' নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। এই কোণাকোণের অধিষ্ঠাতা অর্ক-(সূর্য) দেবই 'কোণার্ক'।

১। Nagendra Natha Vasu's paper in the 'Journal of the Asiatic Society of Bengal', Vol. LXV, Part I, Calcutta, 1896, P. 251 : Copperplate inscription of Nrsimha-deva II of Orissa, dated 1217 Saka'—"স্থাতুং সুরৈঃ সহ মহৎ কলয়ন্তি কোণা-কোণে কুটীরকমচীকরদুষ্ণরশ্মেঃ॥ অষ্টাশাং চক্রবালভ্রমণরণমহায়াস-সম্ভাবিতক্ষুৎ-, ক্ষারেক্ষুদ্রবদাম্ভোপগমিতমপি লংঘয়িত্বা স্বয়াব্ধিম্। সর্পিঃ সংসর্পদারুর্দধি মধুরমথাস্বাদ্য দুগ্ধেন তৃপ্তা, যৎকীর্তিঃ কান্তমূর্তিঃ সলিলনিধিমথো কামমাচামতীব॥"—(শ্লোকাঙ্ক ৮৬-৮৭)

বঙ্গানুবাদ :—তিনি (রাজা প্রথম-নরসিংহদেব) 'কোণাকোণে' অন্যান্য দেবতা-গণের সহিত একত্র অবস্থানের জন্য সূর্যদেবের একটি সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইয়া-ছিলেন। যাঁহার মনোরম কীর্তি পৃথিবীর অষ্টদিক্ পরিভ্রমণে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া মুখ-সমীপে উপস্থিত লবণ, ইক্ষু ও সুরা-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া আয়ুর্বর্ধক ঘৃত ও মধুর দধি আস্বাদন-পূর্বক দুগ্ধ-পানে পরিতৃপ্ত হইয়া সলিল-সমুদ্রে যথেচ্ছ হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিত।

কেহ কেহ বলেন,—'চক্রক্ষেত্র' বা পুরীর ঈশান-কোণে (উত্তর-পূর্ব-কোণে) 'অর্কক্ষেত্র' বা 'পদ্মক্ষেত্রে'র অবস্থান-হেতু উহা 'কোণার্ক' (কোণের অর্ক) নামে অভিহিত হইয়াছে। *

এখন যাহা সাধারণের নিকট 'কোণার্কের মন্দির' বলিয়া পরিচিত বা দৃষ্ট, তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে লুপ্ত মন্দিরের জগমোহনের অংশ-মাত্র। মন্দিরের যে অংশে সূর্যমূর্তি অধিষ্ঠিত ছিল তাহা বহুদিন পূর্বেই ভূপতিত হইয়াছে ; সূর্য-মূর্তিটিও লুপ্ত, মাত্র বেদীটি যথাস্থানে প্রায় অক্ষত অবস্থায়ই বিরাজমান। বেদীটি দৈর্ঘ্যে ১৭ ফিট ও প্রস্থে ৯ ফিট। ইহার গাত্রে 'শাম্বে'র একটি চিত্র আছে। কথিত হয় যে,—শ্রীকৃষ্ণ-জাম্ববতী-নন্দন শাম্ব যে সূর্যমূর্তি পূজা করিয়া কুষ্ঠব্যাধি-মুক্ত হইবার অভিনয় করিয়াছিলেন, কোণারকে সেই সূর্যমূর্তিই[১] প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাম্বকর্তৃক সূর্যদেবের প্রতিষ্ঠার পর মানব, দেব, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষঃ, দিক্‌পাল, লোকপাল, উরগ, গুহ্যক প্রভৃতির আগমনের কথা শাম্ব-পুরাণের একচল্লিশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। কোণার্কের মন্দিরে সেই সকল মূর্তিই খোদিত দেখা যায়। বর্তমান মন্দির অর্থাৎ পূর্বের জগমোহনটি উচ্চে প্রায় ১৪০ ফিট্। ইহা কৃষ্ণবর্ণ মন্দির বলিয়া খ্যাত হইলেও প্রকৃত-প্রস্তাবে কৃষ্ণ-প্রস্তরে নির্মিত নহে। বালিয়া-পাথরই

* "The term Corner or Kona has been used with reference to the position of the Padma-Kshetra in respect of the Chakrakshetra or Puri, being situated at the North-East corner of the latter."—'Orissa & Her Remains—Ancient and Mediaeval' by Mano Mohan Ganguly Vidyaratna, B. E., Calcutta, 1912, Chap X p. 437.

১। "তাং পূজয়িত্বা বিধিবদ্‌ভক্ত্যা নত্বা পরং ততঃ।
বিমুক্তরোগঃ সহসা যযৌ দ্বারাবতীং পুরীম্॥"
—কপিল-সংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১১ পৃঃ, Ms, No. 42 F. I. (A. S B.)

ইহার প্রধান উপকরণ। তবে কারুকার্য-সমন্বিত দরজার চৌকাট ও মন্দির-গাত্রস্থ চিত্র-সমূহ কৃষ্ণ-পাথরে খোদিত। দূর হইতে মন্দিরাগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ দেখায় এবং কারুকার্য সমন্বিত কৃষ্ণ-প্রস্তররাজির সমাবেশের জন্য এই মন্দির পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দ্বারা "Black Pagoda" নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। মন্দিরটি সূর্যদেবের রথের আকারে পরিকল্পিত। মন্দির-গাত্রে কারুকার্যের অন্ত নাই। কথিত হয়,—তদানীন্তন উড়িষ্যার দ্বাদশবর্ষের রাজস্ব সমুদ্র-বালুকাতটে উক্ত মন্দিরের নির্মাণে ব্যয়িত হইয়াছিল। 'আইন-ই-আক্‌বরী'র লেখক হয়ত তদানীন্তন প্রবল জনশ্রুতি হইতেই ঐরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।* রাজা রাজেন্দ্র-লাল মিত্র তাঁহার 'Antiquities of Orissa' Calcutta, 1830, (Vol. II, P. 156) পুস্তকে মাদ্‌লা পাঞ্জী হইতে লাঙ্গুলা নরসিংহদেবের একটি লিপি[১] উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন যে, উক্ত লিপি হইতে কোণার্কের সূর্যমন্দির-নির্মাণের কাল ১২০০ শকাব্দ (১২৭৮ খৃষ্টাব্দ) বলিয়া অনুমিত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ইহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,† কোণার্কের মন্দির ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে না হউক, গঙ্গরাজগণের তাম্রশাসন-অনুযায়ী লাঙ্গুলা নরসিংহদেবের রাজত্বের

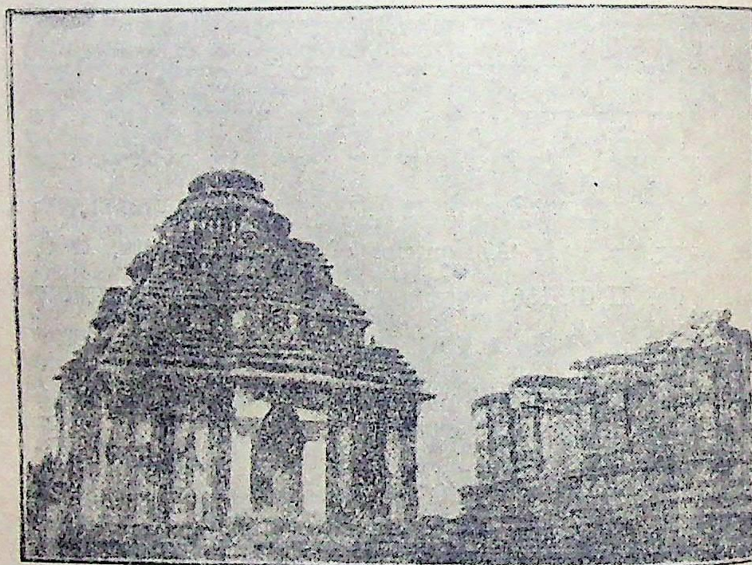
---

* "Near Jagannath is a temple dedicated to the Sun [at Konarka]. Its cost was defrayed by twelve years' revenue of the province."—'Ain-I-Akbari of Abul Fazl-I-Allami (Vol II) translated into English by Colonel H. S. Jarrett, Second Edition, annotated by Sir Jadunath Sarkar, Royal Asiatic Society of Bengal, calcutta, 1949, P 140.

১। 'সপুচ্ছ-নরসিংহেন ক্ষেত্রেণাংশুমালিনঃ।
প্রাসাদঃ কারিতো রাজ্ঞা শকে দ্বাদশকে শতে॥'

† 'Orissa and Her Remains—Ancient and Mediaeval' by Mano Mohan Ganguly, Vidyaratana, B. E., 1912, pp.479-80.

অষ্টাদশ বর্ষে ১২৭৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। ঐ সময় উড়িষ্যার বার্ষিক রাজস্ব আয় তিনকোটি টাকা ছিল।* মন্দির-নির্মাণের প্রকৃত সময়কাল-সম্বন্ধে বিবদমান মত দৃষ্ট হয়। †



কোণার্কের ভগ্ন শ্রীসূর্যমন্দিরের জগমোহনের অংশ

* The annual revenue of Orissa at that time was 3 crores of rupees or £ 2000000 nearly."—'Orissa and Her Remains,' P. 483.

† ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে গঙ্গবংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহ দেবের রাজত্বকাল ১২৩৮—১২৬৪ খৃষ্টাব্দ। Mr. A Stirling তাঁহার "On Orissa Proper or Cuttack,' নামক প্রবন্ধে ("Asiatic Researches" Vol. XV, Serampore. 1825 P. 273) কোণার্কের মন্দিরনির্মাণকার্যের সমাপ্তির কাল ১২০০ শকাব্দ বা ১২৭৭ খৃষ্টাব্দ লিখিয়াছেন।

কিংবদন্তী যে,—কোণার্কের মন্দিরের চূড়ায় একটি সুবৃহৎ চুম্বক-পাথর ছিল। ঐ পাথরের আকর্ষণ-শক্তি-প্রভাবে বহু অর্ণবপোত তথায় ঠেকিয়া গিয়া বিপর্যস্ত হইয়াছে। মুসুলমানগণ ঐ মন্দির নষ্ট করিয়া সেই পাথরটি লইয়া যায়। তৎপরে এখানকার সূর্যমূর্তি পুরীতে স্থানান্তরিত হন। মহারাষ্ট্রীয়গণ কোণার্ক-মন্দিরের প্রাচীরাদি ভাঙ্গিয়া শ্রীক্ষেত্রের কতিপয় মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরটি ধ্বংস হওয়ার কারণ-সম্বন্ধেও অন্য নানারূপ কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

শ্রীবিষণ-স্বরূপ তাঁহার 'কোণারক'-নামক ইংরাজীভাষায় লিখিত পুস্তকে মাদ্‌লা-পাঞ্জী হইতে যে অংশটি অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, কেশরী-বংশের রাজা (পুরন্দর-কেশরী) কোণারকে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া তথায় আটটি ব্রাহ্মণ-শাসন স্থাপন করেন। তৎপূর্বে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্বের পৌরাণিক কীর্তির কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। পুরন্দর-কেশরীর বহুকাল পরে গঙ্গবংশীয় 'অনঙ্গভীম' কোণার্কদেবের ভোগের কড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেন। তাঁহার পুত্র নরসিংহদেব নিজ রাজত্বের ১৮শ বর্ষে একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করান। *

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নীলাচলে অবস্থানকালে এক শরৎ-জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ রজনীতে দিব্যোন্মাদে যমুনাজ্ঞানে সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান এবংমহাপ্রেমাবেশে মূর্ছিতাবস্থায় তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে কোণার্কের অভিমুখে গমনের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়।† এতদ্ব্যতীত কতিপয় নাতিপ্রামাণিক-

* 'Konark—The Black Pagoda of Orissa' by Bishan Swarup, Executive Engineer, published by the Govt. of Bengal, 1910, Pp 5-6

† কোণার্কের দিকে প্রভুরে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাঞা রাখে, কভু ভাসাঞা লঞা যায়॥

গ্রন্থে[১] তথা জনশ্রুতির মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কোণার্কে গমনের কথা শ্রুত হয়।*

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আইন-ই-আকবরীতে আবুলফজল কোণার্কের বর্ণন করিয়াছেন। † তাহাতে মন্দিরের কারুকার্যের

যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করেন, মহাপ্রভু মগ্ন সেই-রঙ্গে॥
—(চৈ চ অ ১৮।৩১-৩২, গৌড়ীয় সং)

১। 'কণার্ক দেখিলা তথা চারি যোজনে।
চিত্রোৎপলা দেখিল নীলাচল ভুবনে॥'

—জয়ানন্দমিশ্র-রচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত, তীর্থখণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা।

* পুরী হইতে কোণার্ক যাইবার পথে 'লিয়াখিয়া' বলিয়া একটি স্থান আছে। কিংবদন্তী এই যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন কোণার্ক দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন, তখন 'কুশভদ্রা নদীর তীরে এক বৃদ্ধার নিকট হইতে খৈ (—লিয়া) ভিক্ষা করিয়া খাইয়াছিলেন; তাহা হইতে 'লিয়াখিয়া নামের উৎপত্তি। [কেহ কেহ ঐ স্থানকে 'নিয়াখিয়া' বলেন,—'Niakhia' (meaning—a place for bath & break-fast অর্থাৎ নাওয়ার-খাওয়ার বা বিশ্রাম করিবার স্থান)। See Bishan Swarups' 'Konarka,' 1910, P 2]

† "Even those whose judgment is critical and who are difficult to please, stand astonished at its sight. * * * * In front is an octagonal Column of black stone, 50 yards-high, * * * It is said that somewhat over 730 years ago, Raja Narsing Deo completed this stupendous fabric and left this mighty memorial to posterity. Twenty-eight temples stand in its vicinity; six before the entrance and twenty-two without the enclosure, each of which has its separate legend."—'Ain-I-Akbari of Abul Fazl-I-' Allami (Vol. II) translated into English by Colonel H. S Jarrett, Second Edition, annotated by Sir Jadunath Sarkar. C. I. E. Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1949, Pp. 140-141.

বর্ণনায় রথাকৃতি মন্দিরের চাকার উল্লেখ নাই। অথচ ঐ চাকাগুলি মন্দিরের প্রধান বিশেষত্ব। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ঐ সময় চাকাগুলি বালুকাস্তূপের গর্ভে প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছিল। মাদলা-পাঞ্জীতে লিখিত আছে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (১৬২৭ খৃঃ) পুরীর রাজা নরসিংহদেব কোণার্কের পরিত্যক্ত শূন্য মন্দির দর্শন করিয়া তাহার পরিমাপ করান। * এই বর্ণনার মধ্যেও রথাকৃতি-মন্দিরের চক্রের পরিমাণ না থাকায় তখনও ঐ মন্দিরের চক্র

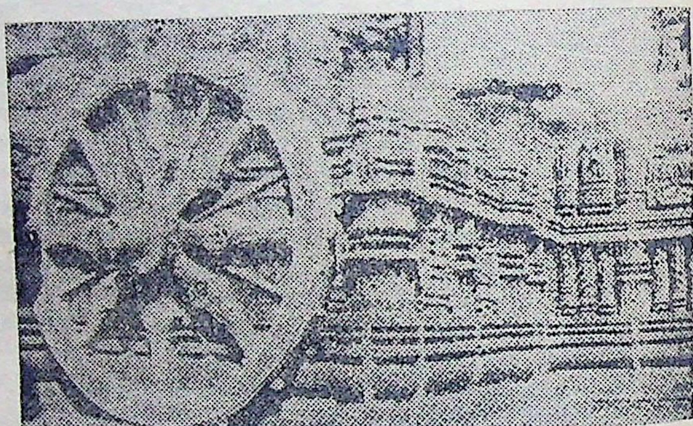
---

* মাদ্‌লাপাঞ্জী-ধৃতবাক্য—"শ্রীরামচন্দ্রদেব-মহারাযাঙ্ক নাতী পুরুসোত্তমদেব-মহারাযাঙ্ক পুত্র শ্রীনরসিংহদেব-মহারাযাএ ৯ অঙ্ক মিন দি ২১ নে সপ্তমী সোমবারএ দেউল দেখিবা নীমন্তে শ্রীপুরুসোত্তমরু বিজে করি যাই দেখীলে এদিনকু দীলি বাদসা সাহাসেলি বাদসাঙ্কর হোই ওড়ীসা সুবা বাখর খা হোইথিলা—এমন (এ যবন?) উপদর্শনীমন্তে মইত্রাদিত্যবীরাঙ্কিদেব শ্রীপুরুসোত্তম-দেউলে নীলাদ্রী মহোছবদেউলে বীযে করিথিলে। এ মহারাযাএ তুছাদেউল দেখীবাকু বীযে করি যাই এদেউল মপাইলে।"—(Vide 'Certain Unpublished Drawings of Antiquities in Orissa Northern Circars' by Monmohan Chakravarti, M. A., B. L., published in the 'Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal,' New Series, Vol. IV. No 6, June, 1908, Pp. 301-2, 322-23).

বঙ্গানুবাদ—মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রদেবের নাতি, মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমদেবের পুত্র, মহারাজ শ্রীনরসিংহদেব তাঁহার রাজত্বের ৯ম অঙ্কে ২১শে চৈত্র সপ্তমী সোমবারে শ্রীপুরুষোত্তম (পুরী) হইতে এই কোণার্কের মন্দির দর্শন করিবার নিমিত্ত বিজয় করিয়া দেখিলেন। সেই সময় দিল্লীর বাদসাহ সাহাসেলি; বাদসার পক্ষ হইতে উড়িষ্যার সুবাদার বাখর খাঁ হইয়াছিলেন—এই যবনগণের উপদ্রবের জন্য মৈত্রাদিত্য বিরিঞ্চিদেব শ্রীপুরুষোত্তম মন্দিরে, নীলাদ্রিমহোৎসবের মন্দিরে বিজয় করিয়াছিলেন। এই মহারাজ এই শূন্য মন্দির দেখিবার জন্য বিজয় করিয়া এই মন্দিরের পরিমাপ করাইয়াছিলেন।

"Then Narsinha Deva, the grandson of Maharaja Ramchandra Deva and son of Purusottam Deva, went to see the temple in his 9th Anka on a Monday (21st day of Mina). On that day the Suba of Orissa was given to Bakhar Khan by the Emperor of Delhi (Shah Jahan)"—'Konarak' by Bishan Swarup, P. 7.

বালুকা-গর্ভে প্রোথিত ছিল, মনে হয়। ঐ বর্ণনায় মুসুলমানগণের উপদ্রবে অর্কদেবতার স্থানান্তরিত হইবার কথা আছে। ইহার বহুকাল পরে যখন উড়িষ্যায় মারাঠাদিগের রাজত্ব ছিল (১৭৫৬-১৮০০ খৃষ্টাব্দ) তখন কোণার্কের 'অরুণ-স্তম্ভ' পুরীর শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে স্থাপিত হয়। কিংবদন্তি-অনুসারে মহারাষ্ট্রীয়দিগের গুরু 'বাবা



কোণার্কের রথাকৃতি শ্রীসূর্যমন্দিরের নিম্নভাগের চক্র

ব্রহ্মচারী'র আদেশে এই কার্য সাধিত হয়। ইংরেজ রাজত্বে কোণার্কের ভগ্নমন্দিরের পুনরুদ্ধার ও স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা হয়। *

* The real work of preservation commenced under the Government of Sir John Woodburn. * * * The excavation of sand round about the Jagamohan was begun in 1901. * * The horses of the chariot of the sungod wer- brought to view, as also some of the wheels. which showed the temple was meant to represent a Vimana (chariot). * * The Natmandir was also exposed without its roof. * * The next work taken up early in 1906 was the removal of the store heap to the west of the Jagamohan, in order

মৈত্রাদিত্য[১] (কপিল-সংহিতোক্ত মৈত্রেয়াখ্য বনের অধিদেবতা সূর্য) পুরুষোত্তম-দেউলে স্থানান্তরিত হইয়াছে বলিয়া মাদ্‌লা-পাঞ্জীর বিবরণে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পুরীর শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের পাণ্ডাগণ এবং প্রত্নতাত্ত্বিকগণের কেহ কেহ উক্ত সূর্যমূর্তি (কোণার্কের গর্ভ-মন্দিরের সূর্য-মূর্তি) পুরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে বলিয়া উক্তি করেন।

ব্রহ্মপুরাণের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে সূর্যপূজার প্রসঙ্গে[২] এইরূপ উক্তি আছে,—

লবণস্যোদধেস্তীরে পবিত্রে সুমনোহরে।
সর্বত্র বালুকাকীর্ণে দেশে সর্বগুণান্বিতে॥

* * *

আস্তে তত্র স্বয়ং দেবঃ সহস্রাংশুর্দিবাকরঃ।
কোণাদিত্য ইতি খ্যাতো ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদঃ॥
মাঘে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাং সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
কৃতোপবাসো যত্রেতা স্নাত্বা তু মকরালয়ে॥

* * *

উদ্যন্তং ভাস্করং দৃষ্ট্বা সান্দ্রসিন্দুর সন্নিভম্।

* * *

ত্র্যক্ষরেণ তু মন্ত্রেণ সূর্যায়ার্ঘং নিবেদয়েৎ॥

---

to bring to view the portion of the main tower still standing. * * * The Government has spent up to-date the large sum of Rs. 96,000 excluding the services of the officers of the Departments concerned.
—'Konarak' by Bishan Swarup, Pp. 100-104.

১। "মৈত্রেয়াখ্যবনে রম্যে যে ত্যজন্তি কলেবরম্। পাপানি চ পরিত্যজ্য রবিক্ষেত্রে নরা-যে চ রবিবারে সমাহিতাঃ। ভক্ত্যা পশ্যন্তি চ রবিং তে গচ্ছন্তি রবের্গৃহম্॥" জ্যোতির্লোকং ব্রজন্তি তে॥—কপিল-সংহিতা ৬।৩৭ (Ms. No. 42, F.I. in Asiatic Society of Bengal, ১২ পত্র)

২। ব্রহ্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সং, ১৩১৬ সাল, ২৮ অধ্যায়, ১৩৩-৩৪

ব্রহ্মপুরাণে 'কোণাদিত্য', কপিল-সংহিতায় 'অর্কক্ষেত্র', শাম্বপুরাণে 'মিত্রবন', উৎকলের মাদলা-পাঞ্জীতে 'পদ্মক্ষেত্র', স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের 'পুরুষোত্তম-পদ্ধতি'তে 'কোণার্ক', এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও 'কোণার্ক' নামে এই স্থানের উল্লেখ আছে। প্রচলিত ভাষায় কেহ কেহ 'কোণারক' বা 'কণারক' বলেন।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যবর্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণে এই গ্রন্থ লেখকের কোণার্ক-তীর্থ দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তখন শ্রীগৌরনিজজন এখানে দ্বিপ্রহরে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ও তদ্দাসানুদাস-গণের কোণার্কতীর্থে আসিবার বিশেষ তাৎপর্য-সম্বন্ধে বাণী কীর্তন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাভাবাবেশে ভাসিতে ভাসিতে কেনই বা কোণার্কের দিকে গমন করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরহরির অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীস্বরূপ-দামোদর শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখিতে না পাইয়া কেনই বা মনে মনে বিতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন,১—

জগন্নাথ দেখিতে, কিবা দেবালয়ে গেলা?
অন্য উদ্যানে, কিবা উন্মাদে পড়িলা?
গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা, কিবা নরেন্দ্রেরে?
চটক পর্বতে গেলা, কিবা **কোণার্কেরে**?

গোপীর কিঙ্করী অভিমানে মহাভাবে মগ্ন মহাপ্রভু কোণার্কে কেন যাইবেন? * কোণার্ক ত' সূর্যপূজার স্থান, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিক কেন তথায় যান

১। চৈ চ অ ১৮।৩৫—৩৬

* কোণার্কের দিকে প্রভুরে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাঞা রাখে, কভু ভাসাঞা লঞা যায়॥
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ-সঙ্গে।
কৃষ্ণ করেন, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥

—চৈ চ অ ১৮।৩১-৩২

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সূর্যপূজার ছলনার রহস্য গম্ভীরভাবে কীর্তন করিয়া বলেন যে, মধ্যাহ্নলীলার স্মৃতিপূজার্থই গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ এই স্থানের সম্মান করেন।

স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তাঁহার 'পুরুষোত্তম-পদ্ধতিতে' পুরাণোদ্ধৃত বাক্যের দ্বারা কোণার্ককে সিদ্ধিস্থানে উপনীত হইবার অন্যতম সোপান বলিয়াছেন। * ভজনপরায়ণ গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ ইহাকে বিমুক্তির অর্থাৎ প্রেমের পরাকাষ্ঠার পীঠরূপে উপলব্ধি করেন।

পুরী হইতে 'কণারক' যাইবার পথ

১। পুরী হইতে সমুদ্রের তীরে তীরে 'চন্দ্রভাগা' পর্যন্ত গিয়া উত্তরমুখে দুই মাইল বালির পথ অতিক্রম করিলে 'কণারকে' পৌছান যায়। এই পথ প্রায় ২০ মাইল।

২। পুরী হইতে সোজা 'লিয়া-খিয়া' গিয়া তথা হইতে কণারক যাওয়া যায়। লিয়া-খিয়া হইতে কণারক প্রায় ৭ মাইল। এই পথই অপেক্ষাকৃত সুগম।

৩। পুরী হইতে 'বালিঘাই' গিয়া, বালিঘাই হইতে বালির পথে লিয়া-খিয়া হইয়া কণারক যাইতে পারা যায়। এই পথ প্রায় একুশ মাইল হইবে।

৪। পুরী হইতে 'বালিঘাই' গিয়া তথা হইতে কাঁচা মাটির পথে 'সুতন গাঁ' হইয়া কণারকে যাওয়া যায়। কিন্তু বর্ষাকালে এই পথে যাওয়া চলে না। এই পথের পরিমাণ প্রায় ২৪ মাইল হইবে।

---

* বিরাজাক্ষেত্রমেকাম্রং কোণার্কং পুরুষোত্তমম্।
সিদ্ধিস্থানং মুমুক্ষূণাং মতাঃ সোপানপংক্তয়ঃ॥
—স্মার্ত রঘুনন্দনকৃত-'পুরুষোত্তম-পদ্ধতিঃ'

চিল্কাহ্রদ

উৎকল-প্রদেশের এই সুবিখ্যাত হ্রদটি বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পশ্চিম-ভাগে অবস্থিত। সমুদ্র ও হ্রদের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চটকপর্বত (বালুকার ঢিবি) আছে। তন্মধ্যে একটি ছিদ্র থাকায় সমুদ্রের সহিত উক্ত হ্রদের সংযোগ হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪৪ মাইল। ইহার উত্তরার্ধ প্রায় বিশ মাইল প্রশস্ত এবং দক্ষিণার্ধ ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বর্ষার আরম্ভে ইহার লবণাক্ত জল ক্রমে-ক্রমে অপসারিত হয় এবং হ্রদটি তখন মিষ্টজলে পূর্ণ হয়। ডিসেম্বর হইতে জুন মাস পর্যন্ত ইহার জল লবণাক্ত থাকে। এই হ্রদের দৃশ্য অতীব মনোরম। ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিমকূলে পর্বতমালা শোভিত রহিয়াছে। হ্রদের পূর্বদিকে **'পারিকুদ'** নামক দ্বীপপুঞ্জ বিবিধ তরু-লতা-কুঞ্জের মঞ্জুল শোভা ধারণ করিয়াছে এবং নানাবিধ বিহগকুলের কূজনে সর্বদা মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। জনশ্রুতি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই স্থানে শ্রীব্রজের স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া দিব্যোন্মাদে যমুনাজ্ঞানে এই হ্রদে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। আরও একটি জনশ্রুতি এই যে, কালাপাহাড় 'যাজপুর' আক্রমণ করিয়া রাজা মুকুন্দদেবকে নিহত করিলে সেই সংবাদ পাইয়া নীলাচলস্থ শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকবৃন্দ শ্রীদারুব্রহ্মকে উক্ত 'পারিকুদ' দ্বীপপুঞ্জে কিছুকাল গুপ্তভাবে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। এইস্থান নরব্রহ্ম 'শ্রীসচল জগন্নাথ' ও শ্রীদারুব্রহ্ম 'শ্রীঅচল জগন্নাথে'র দুইটি লীলামাধুরী-দ্বারা বিভূষিত হওয়ায় তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত



শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীক্ষেত্র

চতুর্থ খণ্ড

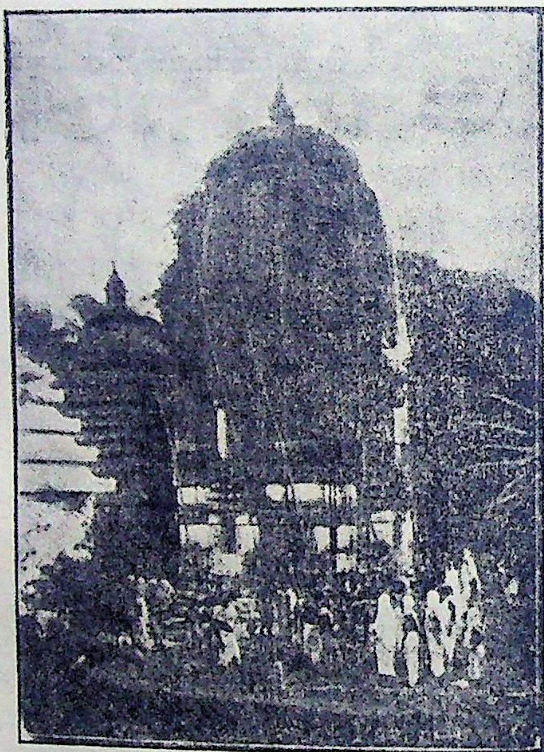
প্রথম বৈভব

শ্রীল রায়রামানন্দপাদ

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে পুরী জেলার ব্রহ্মগিরি-আলালনাথের অনতি-দূরে 'বেন্টপুর'-নামক গ্রামে সর্বগুণান্বিত সর্ববিদ্যাবিশারদ শ্রীভবানন্দ রায়-নামক পরমভাগবত ভূম্যধিকারী বাস করিতেন। তাঁহারই গৃহে মহাভাগবতোত্তম শ্রীগৌরপার্ষদ—শ্রীরামানন্দপাদ আবির্ভূত হন।

অদ্যাপি শ্রীভবানন্দ রায়ের বংশীয় অধস্তনগণ চৌধুরী 'পট্টনায়ক' পদবীতে ভূষিত হইয়া বেন্টপুর-গ্রামে বাস করিতেছেন। কথিত হয়, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীল রামানন্দপাদের আবির্ভাবস্থান ও শ্রীশ্রীআলাল-নাথ-দর্শনার্থ প্রতিবৎসর ব্রহ্মগিরিতে শুভবিজয় করিতেন।

শ্রীভবানন্দের পঞ্চ পুত্র। তন্মধ্যে শ্রীরামানন্দই সর্বজ্যেষ্ঠ। শ্রীমন্মহা-প্রভুর সহিত যখন শ্রীনীলাচলে রায় শ্রীভবানন্দের প্রথম মিলন হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব—



ব্রহ্মগিরি শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দির

আলিঙ্গন করি' তাঁ'রে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব—তোমার নন্দন॥

(১) রামানন্দ রায়, (২) পট্টনায়ক গোপীনাথ।
(৩) কলানিধি, (৪) সুধানিধি, (৫) নায়ক বাণীনাথ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার—মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ-সহ মোর দেহভেদ মাত্র॥ *

শ্রীরামানন্দ রায় উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অধীন পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরীর বিশ্বস্ত শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একাধারে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিৎ, মহাকবি, পরমপণ্ডিত, সর্ববিষয়ে সুদক্ষ ও রসিক-মহাভাগবতোত্তম ছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপের বিদ্যানগর-পল্লীর মহেশ্বর বিশারদের পুত্র শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহিত শ্রীনীলাচলে শ্রীরামানন্দপাদের বিশেষ সৌহার্দ হয়। নবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য 'শ্রীদামোদর-স্বরূপ' নামে বিদিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার্থ শ্রীক্ষেত্রে বাস করেন। তাঁহার সহিত শ্রীরামানন্দ রায় একাত্মা ছিলেন। শ্রীভট্টাচার্য সার্বভৌম শ্রীনবদ্বীপ হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করিয়া শ্রীক্ষেত্র-সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক তথায় বাস করেন এবং শ্রীরামানন্দের সহিত নিত্য-বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। শ্রীসার্বভৌম যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপায় শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন, তখন শ্রীরায়রামানন্দের মহত্ত্বও তাঁহার হৃদয়ে অনুভবের বিষয় হইল। তিনি পূর্বে শ্রীরায়রামানন্দের বাক্য ও চেষ্টা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে পরিহাস করিতেন এবং আপনাকে ক্ষেত্র-সন্ন্যাসী বিষয়ত্যাগী স্মার্ত-ব্রাহ্মণ ও শ্রীরামানন্দকে করণকুলে উদ্ভূত শূদ্র বিষয়িজ্ঞানে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সার্বভৌম ভট্টাচার্যের দিব্যচক্ষুঃ উন্মীলিত হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ-বোধের সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীরায়রামানন্দের অর্থাৎ মহাভাগবতোত্তমের স্বরূপও তিনি

* চৈ চ আ ১০।১৩২-৩৪

অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন জানিয়া শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীল রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন।[১]

'রামানন্দ রায়' আছে গোদাবরী-তীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে ॥

* * * *

তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁ'র সম ॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস,—দুঁহের তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ॥

প্রায় ১৫১২ খৃষ্টাব্দের কথা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জিয়ড়নৃসিংহক্ষেত্রে শ্রীনৃসিংহদেব দর্শন করিয়া তৎপরদিবস ভাবাবেশে নৃত্যকীর্তন করিতে করিতে গোদাবরী-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোদাবরী-দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীযমুনা-স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তীরে বনদর্শনে শ্রীবৃন্দাবন-জ্ঞানে তথায় কিছুকাল নৃত্য, গীত করিয়া, গোদাবরী পার হইয়া 'গোষ্পদতীর্থে' আসিয়া স্নান করিলেন। ঘাট ছাড়িয়া কিছুদূরে তীরে বসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তন করিতেছিলেন, এমন সময় এক রাজপুরুষ গোদাবরীর পশ্চিমতটে (বর্তমান 'কভুর') নানাবাদ্য-মুখরিত শোভাযাত্রার সহিত দোলায় আরোহণপূর্বক গোষ্পদ-তীর্থের দিকে আগমন করিতেছিলেন। ঐ রাজপুরুষের পরিকররূপে বহু বৈদিকব্রাহ্মণও তথায় উপস্থিত হইয়া স্নান-তর্পণাদি করিলেন।

১। চৈ চ ম ৭।৬২, ৬৪-৬৫

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বুঝিতে পারিলেন—ঐ রাজপুরুষই 'রাজমহেন্দ্রীর রাজা' শ্রীরামানন্দ রায়। যদিও শ্রীরামানন্দের সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাণ ব্যাকুল হইল, তথাপি তিনি ধৈর্য ধারণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু শ্রীরামানন্দ রায় ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না। সূর্যসমকান্তি, অরুণ-বসনধারী, সুবলিত-প্রকাণ্ডদেহ, কমলনয়ন, এক অপূর্ব সন্ন্যাসি-মূর্তিদর্শনে শ্রীরামানন্দ রায় চমৎকৃত হইলেন এবং সেই সন্ন্যাসীর নিকট ছুটিয়া আসিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্ত শ্রীরামরায়কে আলিঙ্গন করিবার জন্য উৎসুক হইলেও তিনি বাহিরে ধৈর্যধারণপূর্বক শ্রীরামরায়কে উত্থাপন করিয়া তাঁহার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে অতি দৈন্যভরে বলিলেন,—"আমি অতিশয় মন্দপ্রকৃতির শূদ্র, আপনার দাসানুদাস।" তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামরায়কে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রেমাবেশে প্রভু ও ভৃত্য উভয়েরই বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। উভয়ে ভূমিতে পতিত হইলেন। উভয়ের শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার ও উভয়ের শ্রীমুখে গদ্গদস্বরে 'শ্রীকৃষ্ণ'-নাম প্রকাশিত হইল। এই দৃশ্য দেখিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণগণ চমৎকৃত হইলেন। শূদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া ব্রহ্মতুল্য তেজস্বী সন্ন্যাসী কেনই বা ক্রন্দন করিতেছেন, আর শ্রীরায়রামানন্দ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও মহাগম্ভীর হইয়াই বা কেন

১। বর্তমান রাজমহেন্দ্রী নগর—গোদাবরীর উত্তর-তটে অবস্থিত। শ্রীরামানন্দ রায়ের সময়ের রাজধানী বিদ্যানগর—গোদাবরীর দক্ষিণ-তটে ছিল। 'বিদ্যানগর' বা 'বিদ্যাপুর' গোদাবরী নদীর সাগর-সঙ্গমে অর্থাৎ কোটদেশে অবস্থিত ও তৎকালে 'রাজমহেন্দ্রী' বলিয়া খ্যাত ছিল। কলিঙ্গদেশের উত্তরাংশে উৎকলিঙ্গ বা উৎকল দেশ। উৎকলিঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ প্রাদেশিক রাজধানী রাজমহেন্দ্রী। বর্তমানকালে রাজমহেন্দ্রী নগরের স্থানপরিবর্তন ঘটিয়াছে।

সন্ন্যাসীর স্পর্শে এরূপ উন্মত্ত ও অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, ইহা বুঝিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামরায়ের সঙ্গী ব্রাহ্মণগণকে বিজাতীয় (অভক্ত) লোক জানিয়া স্বীয় ভাববেগ সম্বরণ করিলেন। উভয়ে সুস্থ হইয়া সেইস্থানে উপবেশন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের অনুরোধে শ্রীরামরায়ের সাক্ষাৎকারের জন্য তথায় আসিয়াছেন, তাহা জানাইলেন। শ্রীরাম-রায় আপনাকে 'রাজসেবক', 'বিষয়ী', 'শূদ্রাধম', অস্পৃশ্য' প্রভৃতি দৈন্য-জ্ঞাপক শব্দে অভিহিত করিলেন এবং পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীমন্-মহাপ্রভু নিজের কোন কার্য না থাকিলেও পামর ও পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্যই কৃপাপূর্বক স্বেচ্ছায় শুভাগমন করিয়াছেন, ইহা স্তুতিমুখে বলিতে লাগিলেন। প্রভুর শ্রীরূপ ও আচরণ-দর্শনে বহির্মুখ কর্মী ব্রাহ্মণগণেরও চিত্ত দ্রবীভূত হইল। তাঁহাদের মুখে 'কৃষ্ণ'-নাম প্রকাশিত এবং অঙ্গে প্রেমবিকার দৃষ্ট হইল। একমাত্র সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বিগ্রহের প্রভাব-ব্যতীত এইরূপ ঘটনা আর কোথায়ও সম্ভব নহে, ইহা শ্রীরামা-নন্দপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জানাইলেন।

শ্রীরায়-রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ অবগত হইয়াছেন দেখিয়া প্রভু নিজদৈন্যমুখে ও রায়ের প্রশংসাচ্ছলে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিলেন। এমন সময় একজন বৈদিক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্রী-মন্মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া নিজ গৃহে ভিক্ষা করাইবার জন্য সাগ্রহে নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরামরায়ের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীরামরায়ও দৈন্যভরে ও সসম্ভ্রমে প্রভুর নিকট উপদেশ লাভ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিলেন। তিনি সন্ধ্যা; স্নান করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীরায়রামানন্দ অতিশয়

নীলবেশে এক ভৃত্যের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দকে জীবের সাধ্য অর্থাৎ প্রয়োজন-নির্ণায়ক প্রমাণ-শ্লোক পাঠ করিতে বলিতে শ্রীরামানন্দ বর্ণাশ্রমধর্মে অবস্থানপূর্বক শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষাভাস-চেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া কর্মার্পণ, পরে আসক্তিশূন্য কর্ম, পরে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, অবশেষে জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধভক্তি-সম্বন্ধে কয়েকটি প্রমাণ-শ্লোক পাঠ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধা ভক্তিকেই 'সাধ্যতত্ত্ব' বলিয়া স্বীকার করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামরায়কে ভক্তির উন্নত স্তরের কথা বর্ণন করিতে বলিলে রায় প্রথমেই শুদ্ধা কৃষ্ণরতিরূপা প্রেমভক্তি, পরে দাস্যপ্রেম, তৎপরে সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম এবং অবশেষে কান্তভাবগত-প্রেমকে 'সাধ্যসার' বলিয়া বর্ণন করিলেন। কান্তপ্রেম কিরূপে সাধ্যসার হয়, তাহাও শ্রীরামানন্দপাদ বিবিধরূপে প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কান্তপ্রেমকে 'সাধ্যাবধি' বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রীরামরায় শ্রীরাধিকার প্রেম বর্ণন করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীরাধার স্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসা-ক্রমে শ্রীল রামানন্দপাদ প্রেমবিলাস-বিবর্তরূপ বিপ্রলম্ভগত অধিরূঢ়-ভাবময় স্বকৃত একটি সঙ্গীত কীর্তন করিলেন। এই সঙ্গীতটি অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-পদাবলী-ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতম সিদ্ধান্তরত্ন-সম্পুট। ইহা গৌড়ীয় রসিক-সম্প্রদায়ের একাধারে লীলা ও তত্ত্বের খনি।

ঐ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎপর্যন্তই সাধ্যাবধি, ইহা জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আবার শ্রীরামানন্দপাদকে বলিলেন,— "সাধনদ্বারাই সাধ্যবস্তু লভ্য হয়। এখন সেই সাধ্যবস্তুপ্রাপ্তির উপায় বল।" শ্রীরামানন্দপাদ বলিলেন যে, তাঁহার মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুই বক্তা, আবার তিনি স্বয়ংই শ্রোতা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবারূপ পরম-

সাধ্যবস্তু প্রাপ্ত হইবার উপায়—একমাত্র শ্রীব্রজসখীর আনুগত্য। শ্রী-রাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকল্পলতাস্বরূপিণী এবং সখীগণই সেই লতার পল্লব-পুষ্প-পত্র। লতারূপা শ্রীরাধিকার পদাশ্রয়পূর্বক লতাতেই শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত সেচন করিলে পল্লবাদির অত্যন্ত প্রফুল্লতা হয়। গোপীগণের-বিন্দুমাত্রও নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাই। যাঁহার শ্রীগোপীভাবামৃতে লোভ হয়, তিনি বেদ-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। শ্রীগোপীর আনুগত্য ব্যতীত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবালাভ অসম্ভব।

এইরূপে উভয়ে প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণসংলাপে রাত্রি যাপন করিলেন। শ্রীরামরায় অত্যন্ত দৈন্যসহকারে অন্ততঃ দশদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"দশদিনের কি কথা, যাবজ্জীবন আমি তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। নীলাচলে তুমি ও আমি একসঙ্গে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণকথায় কাল কাটাইব।" সন্ধ্যাকালে শ্রীরামরায় পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলে দুইজন নির্জনে বসিয়া প্রশ্নোত্তরমুখে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রশ্নকর্তা ও শ্রীরামরায় উত্তরদাতা।

প্রভু—কোন্ বিদ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ ?

রায়—**শ্রীকৃষ্ণভক্তিই পরা বিদ্যা।** তাহা অপেক্ষা আর অন্য কিছু 'বিদ্যা'-পদবাচ্যই নহে। আর সকলই অবিদ্যা।

প্রভু—জীবের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্তি কি ?

রায়—**'শ্রীকৃষ্ণের দাস', এই পদবীই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা।**

প্রভু—জীবের পরম ধন কি ?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের **প্রেমিকই সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী।**

প্রভু—কোন্ দুঃখ সর্বাপেক্ষা তীব্রতম ?

রায়—**কৃষ্ণভক্তের বিচ্ছেদই তীব্রতম দুঃখ।**

প্রভু—সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্ত কে ?

রায়—**কৃষ্ণপ্রেমিকই মুক্ত-শিরোমণি।**

প্রভু—কোন্ গান জীবাত্মার সহজধর্ম ?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাগানই শুদ্ধজীবাত্মার সহজধর্ম।

প্রভু—জীবের একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল কি ?

রায়—**শ্রীকৃষ্ণভক্তের সঙ্গই জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল।** এতদ্ব্যতীত আর কোনও মঙ্গল নাই।

প্রভু—একমাত্র নিত্য-স্মরণীয় কি ?

রায়—শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাই একমাত্র নিত্য-স্মরণের বিষয়।

প্রভু—একমাত্র ধ্যানের বিষয় কি ?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র ধ্যেয়।

প্রভু—সমস্ত ত্যাগ করিয়া জীবের কোথায় বাস করা কর্তব্য ?

রায়—**শ্রীভগবানের নিত্যলীলাস্থানই জীবের একমাত্র বাস্তব্য।**

প্রভু—একমাত্র শ্রেষ্ঠ শ্রবণের বিষয় কি ?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম-লীলাই একমাত্র শ্রোতব্য।

প্রভু—একমাত্র কীর্তনীয় কি ?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নামই একমাত্র কীর্তনীয়।

প্রভু—বুভুক্ষু মুমুক্ষুর গতি কোথায় ?

রায়—মুক্তিকামী স্থাবরদেহ অর্থাৎ বিশেষানুভূতি-রাহিত্য ও ভোগকামী ভোগসাধক দেবদেহ লাভ করেন।

প্রভু—জ্ঞানী ও ভক্তের সাধনের বৈশিষ্ট্য কি ?

রায়—অরসজ্ঞ কাকের ন্যায় নির্বিশেষ-জ্ঞানী শুষ্কজ্ঞানরূপ তিক্ত

নিম্বফল ভোজন করে, আর রসিকভক্ত রসজ্ঞ কোকিলের ন্যায় প্রেমাম্রমুকুল আস্বাদন করেন।

এইরূপে কয়েকদিবস প্রতিরাত্রে নানাবিধ শ্রীকৃষ্ণালাপের পর শ্রীল রামানন্দপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত-স্বরূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং স্বয়ং প্রভুকেই সেই রূপের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন,—"প্রভো! তোমাকে আমি প্রথমে সন্ন্যাসীর রূপে দেখিলাম; এখন তোমাকে শ্যামবপুরূপে দেখিতেছি। আবার তোমার সম্মুখে একটি কাঞ্চন-পুত্তলিকাও দেখিতেছি। সেই স্বর্ণপুত্তলিকার গৌরকান্তি দ্বারা তোমার সমস্ত দেহ আবৃত রহিয়াছে। আবার তোমার বামনেত্র নানাভাবে চঞ্চল। প্রভো! তোমার ঐরূপ চমৎকার ভাবের কারণ কি, তাহা অকপটে বল।" প্রভু বলিলেন,—"যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়প্রেম, সেইসকল মহাভাগবতোত্তমের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা স্থাবর-জঙ্গম যাহা কিছু দেখেন, তাহাতে তাঁহাদের স্থাবর-জঙ্গমের মূর্তিদর্শন না হইয়া সর্বত্র ইষ্টদেবের শ্রীমূর্তিরই স্ফূর্তি হয়।"

এইরূপ উক্তির দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রভু ঐরূপে আত্মগোপন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীরামানন্দপাদ প্রভুকে অনুযোগ করিলেন। তখন প্রভু রায়কে স্বীয় শ্যাম (রসরাজ) ও গৌর (মহাভাব) রূপ প্রদর্শন করিলে শ্রীরামানন্দ আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া স্বীয় শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের সমস্ত গূঢ়-কারণই অবগত করাইলেন এবং সেই গূঢ়-ভজনকথা অন্যত্র প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দের সহিত শ্রীগোদাবরী-তটে দশ রাত্রি শ্রীকৃষ্ণকথারঙ্গে যাপন করিয়াছিলেন। শ্রীরামানন্দের নিকট হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদায়

গ্রহণ করিবার কালে শ্রীরামানন্দকে রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে যাইবার জন্য আজ্ঞা করিলেন[১],—

বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি' তাঁহা আসিব অল্পকালে॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে॥

শ্রীল রামানন্দপাদের অভিন্নবিগ্রহ মিত্রবর শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপাদ কৃপাপূর্বক তাঁহার কড়চার মধ্যে এইসকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ ইহা বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া গোদাবরীর সপ্তশাখার তীরে-তীরে পুনরায় বিদ্যানগরে গমন করিলেন। শ্রীরায়-রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন এবং নানাপ্রকার ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দের নিকট সমস্ত তীর্থযাত্রার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া **'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'** ও **'শ্রীব্রহ্মসংহিতা'** পুথিদ্বয়—যাহা তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা শ্রীরায়রামানন্দের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,— **"তুমি যে-সব সিদ্ধান্ত ও রসবিচারের কথা বলিয়াছিলে, এই দুই পুস্তকে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।"** শ্রীরামানন্দপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত গ্রন্থদ্বয় আস্বাদন করিলেন এবং দুইটি পুঁথিই নকল করিয়া রাখিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীকাশীমিশ্রের গৃহে অবস্থান করিলেন। এই সময় শ্রীভবানন্দ রায়

১। চৈ চ ম ৮।২৯৬-৯৭

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আসিয়া প্রণত হইলে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীভবানন্দের সম্মুখে শ্রীরামরায়ের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে বলিলেন[১],—

রামানন্দ-হেন রত্ন যাঁহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহন না যায়॥

কিছুদিনের মধ্যে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজধানী 'কটক' হইতে শ্রীরায়রামানন্দাদি পরিকরগণের সহিত পুরীতে আগমন করিলেন। শ্রীরামানন্দরায় পুরীতে আসিয়াই সর্বাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনার্থ গমন করিলেন। শ্রীরামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া জানাইলেন যে,—মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা অর্থাৎ রাজকার্য হইতে অবসর-গ্রহণের কথা জ্ঞাপন করিলে রাজা তাহাতে সানন্দে সম্মতি প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে,—যিনি শ্রীচৈতন্যের চরণ ভজন করেন, তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবান্ আর কেহ নাই; সুতরাং শ্রীরামানন্দকে রাজকার্য হইতে অবসর দিয়াও তিনি তাঁহাকে পূর্ণ বেতন প্রদান করিবেন। শ্রীরামরায়ের নিকট রাজার প্রশংসা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন যে, শ্রীরামানন্দের ন্যায় মহাভাগবতোত্তমের সেবা করায় রাজার নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে।

এদিকে শ্রীপুরুষোত্তমে সমাগত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীপরমানন্দ-পুরীপাদ, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীস্বরূপদামোদরপাদ, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ও মুকুন্দাদি ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীরামানন্দপাদ মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন কি না, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দকে জিজ্ঞাসা

১। চৈ চ ম ১০।৫২

করিলে শ্রীরামরায় অচিরেই শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে যাইবেন বলিয়া জানাইলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের পূর্বেই কেন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন, শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামরায়কে ইহা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরামানন্দ রায় বলিলেন যে, তাঁহার পদদ্বয় রথমাত্র, কিন্তু হৃদয়ই সারথি; সারথি রথকে যেস্থানে লইয়া যায়, তথায়ই জীব-রথী গমন করে। প্রভুর আদেশে শ্রীরামরায় শ্রীজগন্নাথ-দর্শন ও আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে গেলেন।

মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিবার জন্য শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকট বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। ব্যবহার-চতুর রাজমন্ত্রী শ্রীরামানন্দ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রভুপদে প্রীতিভক্তির কথা পুনঃ পুনঃ জানাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন দ্রবীভূত করিলেন। শ্রীমন্মহা-প্রভু লোকশিক্ষালীলাকালে সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শনে পরকাল ও ইহকাল উভয়ই নষ্ট হয়, জানাইয়া শ্রীরামানন্দের নিকটই সদ্‌বিচার প্রার্থনা করিলে শ্রীরামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'বিধিনিষেধাতীত ঈশ্বর' বলিয়া জানাইলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনাকে বিধিবাধ্য বলিয়া ছলনা করিবার চেষ্টা করিলেন। অবশেষে শ্রীরামানন্দপাদের অত্যন্ত আগ্রহে 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'—এই বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রের এক কিশোরবয়স্ক পুত্রের সহিত মিলিত হইতে পারেন, এইরূপ অভিমত জানাইলেন। শ্যামবর্ণ কিশোর রাজপুত্রের দর্শনে শ্রীমন্মহা-প্রভুর কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপন হইল। ইহার কয়েক দিবস পরে 'বলগণ্ডি'-উদ্যানে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট অবস্থায় অবস্থান করিলে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র একাকী বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদসম্বাহনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু চারি বৎসর শ্রীনীলাচল-লীলায় দুই বৎসর দক্ষিণদেশে গমনাগমন করিলেন, আর দুই বৎসর যাবৎ শ্রীধাম-বৃন্দাবনে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরায়রামানন্দপাদের চেষ্টায় বহির্গত হইতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য ও শ্রীরায়-রামানন্দের নিকট শ্রীবৃন্দাবন-গমনের সম্মতি প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীরায়-রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহা-প্রভু রেমুণা (অথবা ভদ্রক ?) হইতে শ্রীরামানন্দকে বিদায় দিলেন। এইসময় শ্রীরামানন্দের যে প্রভু-বিচ্ছেদের দৃশ্য, তাহা অবর্ণনীয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন[১],—

ভূমেতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায়ে কোলে করি' প্রভু করয়ে ক্রন্দন ॥
রায়ের বিদায়-ভাব না যায় সহন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন ॥

সে-বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আর শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া হইল না। গৌড়দেশে 'রামকেলী'তে গিয়া শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে অঙ্গীকার ও শ্রীরঘুনাথদাসকে শিক্ষা দিয়া নীলাচলে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। শরৎকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে গমনের ইচ্ছা করিয়া শ্রীরামানন্দ ও শ্রীস্বরূপের সঙ্গে নিভৃতে যুক্তি করিলেন। শ্রীরামানন্দ ও শ্রীস্বরূপদামোদর—শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য ও আর একটি ব্রাহ্মণকে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর সঙ্গে দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম-বৃন্দাবন, শ্রীপ্রয়াগ, শ্রীকাশী প্রভৃতি তীর্থে নিজ-জনগণকে শিক্ষা ও বহু লোককে উদ্ধার করিয়া ঝারিখণ্ড দিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন শ্রীরায়-রামানন্দ কটক হইতে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন।

১। চৈ চ ম ১৬।১৫৪-৫৫

একদিন শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীরামানন্দ ও শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রীরূপের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীরূপপাদ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রীরূপপাদ 'শ্রীললিতমাধব' ও 'শ্রীবিদগ্ধমাধব' নাটক রচনা করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে শ্রীরূপ ও শ্রীরামরায়ের মধ্যে নাটকসম্বন্ধে বিবিধ সংলাপ হইল। শ্রীরামরায় সহস্রমুখে শ্রীরূপের অপ্রাকৃত কবিত্বের অজস্র প্রশংসা করিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-শক্তিতে ইহা সম্ভব হইয়াছে, ইহা প্রভুর সমীপে বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং পরম স্নেহ-কৃপাভাজন শ্রীরূপের প্রতি ভক্তবৃন্দের কৃপা যাচ্ঞা করিয়া শ্রীরামানন্দ রায়কে বলিলেন[১],—

ইঁহার যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা, নাম—'সনাতন'।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁ'র সম ॥
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তাঁ'র রীতি।
দৈন্য-বৈরাগ্য-পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে শ্রীরায়রামানন্দ ও শ্রীসনাতনের একই প্রকার অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের কথা জানাইলেন। শ্রীরায়রামানন্দপাদ বিষয়ীর প্রায় থাকিয়াও যেরূপ অপ্রাকৃত যুক্তবৈরাগ্যের শিক্ষক-শিরোমণি, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ এক এক বৃক্ষের তলে এক এক দিন শয়ন ও শুষ্ক চানারুটি চিবাইয়াও সেইরূপই অপ্রাকৃত যুক্ত-বৈরাগ্য-শিক্ষকের আদর্শ; অর্থাৎ উভয়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-রসের পরিপোষ্টা, অপ্রাকৃত রসিককুল-মুকুটমণি।

সকল শ্রীগৌরভক্তের মধ্যে কেবল সাড়ে তিন জন 'শ্রীমতির গণ' বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীরায়রামানন্দপাদ তাহার অন্যতম,—

১। চৈ চ অ ১।২০০-২০১

প্রভু লেখা করে যাঁ'রে রাধিকার 'গণ'।
জগতের মধ্যে 'পাত্র'—'সাড়ে তিনজন' ॥
স্বরূপ-গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখি-মাহিতি—তিন, তাঁ'র ভগিনী—অর্ধজন ॥ *

বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রতাপরুদ্র—এই তিনজনের জন্যই শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া স্বমুখে জানাইয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণববিশ্বে শ্রীরায়রামানন্দপাদের অসমোর্দ্ধ অপ্রাকৃত রসিকত্ব প্রকাশ করিবার জন্য একটি লীলা করিলেন। একসময়ে উৎকলবাসী শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি শ্রীরায়রামানন্দের নিকট হইতেই কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন। একমাত্র শ্রীরায়রামানন্দই শ্রীকৃষ্ণকথা জানেন। যদি প্রদ্যুম্নমিশ্রের কৃষ্ণকথা শুনিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তিনি শ্রীরায়রামানন্দের নিকট গমন করুন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র শ্রীরামানন্দপাদের ভবনে গমন করিয়া জানিলেন যে, শ্রীরামানন্দপাদ দুইটি কিশোরবয়স্কা পরমসুন্দরী দেবদাসীকে নির্জন উদ্যানে লইয়া গিয়া স্ব-রচিত নাটকের গীত ও নৃত্যাদি শিক্ষা দিতেছেন। আত্মারাম বিদ্বৎসন্ন্যাসি-শিরোমণি বিজিতবেগ শ্রীরামানন্দ-গোস্বামিপাদের মাংসদর্শন ছিল না। তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত চিদানন্দময় সিদ্ধদেহে শ্রীগোপীভাবে রাগাত্মিকা ভক্তির অপ্রাকৃত সহজ অনুশীলনমুখে নিজেশ্বরী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস-কৈঙ্কর্য করিতেছিলেন১—

---

* চৈ চ অ ২।১০৫-৬

১। চৈ চ অ ৫।১৯-২১

কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী-স্পর্শে রামানন্দের তৈছে 'স্বভাব'॥
সেব্য-বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাস ভাব করেন আরোপণ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাবভক্তি-প্রেম-সীমা॥

শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রের আগমন-সংবাদ শুনিয়া শ্রীরামানন্দপাদ সভাগৃহে আগমন করিলেন; কিন্তু মিশ্র এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এবং শ্রীরামানন্দ রায়ের ভৃত্যের নিকট শ্রীরামানন্দের ঐ সকল আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া অন্তরে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িলেন। তিনি শ্রীরামানন্দের সহিত বিশেষ কিছু আলাপাদি না করিয়াই নিজগৃহে চলিয়া গেলেন। অন্যদিবস প্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু মিশ্রের শ্রীরামরায়ের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু, মিশ্র শ্রীরামানন্দের ঐরূপ আচরণের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন:—"শ্রীরামানন্দ—নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদের দেহ যেমন অপ্রাকৃত, শ্রীরামানন্দের দেহও তদ্রূপ। সুতরাং তাঁহার অপ্রাকৃতদেহে কোনরূপ প্রাকৃত-বিকার নাই। তুমি যদি সত্যসত্যই শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে চাহ, তাহা হইলে পুনরায় শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকট গমন কর। আমিও রায়ের নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করি। তুমি আমার নাম করিয়া তাঁহাকে বলিও যে, আমি তোমাকে তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করিবার জন্য পাঠাইয়াছি।"

মিশ্র পুনরায় শ্রীরামানন্দপাদের গৃহে গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ-অনুসারে সকল কথা বলিলেন। শ্রীরামানন্দ শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রের

কি প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা করিলে মিশ্র বলিলেন যে, বিদ্যানগরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তিনি যে-সব কথা বলিয়াছেন, তাহাই তিনি ক্রমে ক্রমে শ্রবণ করিতে চাহেন। শ্রীরামানন্দপাদ শ্রীকৃষ্ণকথা কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলে রায় ও মিশ্র উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকথায় আত্মহারা হইলেন। মিশ্র এবার শ্রীরামানন্দপাদের জগদ্‌গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন। সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্নান-ভোজনানন্তর পুনরায় মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। তখন মহাপ্রভু মিশ্রকে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে,—

মিশ্র কহে,—"প্রভু, মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥
রামানন্দ-রায়-কথা কহিলে না হয়।
'মনুষ্য' নহে রায়, কৃষ্ণভক্তিরসময়॥" *

অন্য সময়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আত্মদৈন্যমুখে শ্রীবল্লভ-ভট্টের নিকট শ্রীরামানন্দপাদের অপ্রাকৃত গুণাবলী কীর্তন করিয়াছিলেন।

রামানন্দ রায়—কৃষ্ণরসের 'নিধান'।
তেঁহ জানাইলা, কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্॥
তা'তে প্রেমভক্তি—'পুরুষার্থ-শিরোমণি'।
রাগমার্গে প্রেমভক্তি 'সর্বাধিক' জানি॥

* * *

**এসব শিখাইলা মোরে রায়-রামানন্দ।
অনর্গল রসবেত্তা প্রেমসুখানন্দ॥
কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব।
রায়-প্রসাদে জানিলুঁ ব্রজের 'শুদ্ধ' ভাব॥** †

---

* চৈ চ অ ৫।৭০-৭১ ; † চৈ চ অ ৭।২৩-২৪, ৩৬-৩৭

শ্রীমন্মহাপ্রভু দিবসে শ্রীনাম-সংকীর্তন ও শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন এবং রাত্রিতে শ্রীল রামানন্দপাদ ও শ্রীল স্বরূপ-দামোদরপাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন করিতেন। এই দুইজনই তাঁহার অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-লীলার নিত্যসঙ্গী ছিলেন।

রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥

*　　*　　*

এই দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায়।
'প্রভুর অন্তরঙ্গ' বলি' যাঁরে লোকে গায়॥

রাত্রি হইলে স্বরূপ-রামানন্দে লঞা।
আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া॥

*　　*　　*

প্রাপ্তরত্ন হারাঞা,　　তাঁর গুণ সঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি',　　কহে 'হা হা হরি হরি',
ধৈর্য গেল, হইলা চপল॥ *

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে প্রোষিতভর্তৃকা গোপীর যে দশ দশা হয়, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহী শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরেও সেই দশ দশা প্রকাশিত হইত। এই দশ দশায় শ্রীমন্মহাপ্রভু অহোরাত্র ব্যাকুল থাকিতেন। সেই সময় শ্রীরামানন্দপাদ সময়োচিত শ্লোকসমূহ পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিতেন।

যদিও সাধারণভাবে শ্রীরায়-রামানন্দকে 'পঞ্চ-পাণ্ডবে'র অন্যতম (শ্রীঅর্জুন) বলা হইয়াছে, তথাপি গৌড়ীয়-রসিকগণের গূঢ় সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীরামানন্দপাদ শ্রীব্রজলীলার 'শ্রীবিশাখাদেবী' বলিয়া কথিত হন,—

* চৈ চ অ ৬।৬, ১১, অ ১৪।৪০, ৪২

স্বরূপ, রামানন্দ,—এই দুইজন লঞা।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখারে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ॥ *

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন-রসাশ্রিত ভক্তগণের মধ্যে শ্রীরায়রামানন্দ-পাদের শুদ্ধসখ্যরসের কথা উক্ত হইয়াছে,—

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, **রামানন্দের শুদ্ধসখ্য,**
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস।
গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের (মুখ্য) রসানন্দ,
এই চারিভাবে প্রভু বশ॥

* * *

সুবল যৈছে পূর্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌরসুখদান-হেতু তৈছে **রামরায়**॥ †

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য়[১] এইরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়,—কেহ কেহ বলেন যে, **ব্রজের প্রিয়-নর্মসখা শ্রীঅর্জুন ও পাণ্ডব শ্রীঅর্জুন এই উভয়ে মিলিত** হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় শ্রীরামানন্দরায়-রূপে প্রকট হইয়াছেন। সুতরাং তিনি রাধাকৃষ্ণভক্তিপ্রেম-তত্ত্বাদি শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বর্ণন করিতে দক্ষ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—তিনি **শ্রীললিতা** ছিলেন ; আবার কেহ কেহ ইহার অনুমোদন করেন না। ইঁহারা বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীভবানন্দ রায়কে 'পাণ্ডু' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তখন শ্রীরায়রামানন্দ শ্রীললিতা না হইয়া **শ্রীঅর্জুনীয়া বা বিশাখাদেবী** হইতে

* চৈ চ অ ১৫।১১-১২ ; † চৈ চ ম ২।৭৮, অ ৬।৯ ; ১। গৌ গ ১২০-১২৫, বহরমপুর সং, ৪০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ

পারেন। সেই শ্রীঅর্জুনীয়া বা বিশাখাদেবীতে পাণ্ডব শ্রীঅর্জুন মিলিত হইয়াছিলেন। ইহা 'শ্রীপদ্মপুরাণে'র উত্তর-খণ্ডে প্রকাশিত আছে। অতএব শ্রীল রায়রামানন্দপাদ এই তিনজনের মিলিত মূর্তি,—ইহা ব্রজের ভক্তগণ বলিয়া থাকেন।

একদিন নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের শ্রীবল্লভভোগ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅধরামৃতের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীরামরায় শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক[১] পাঠ করিলেন,—

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং, স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং, বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥

শ্রীগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"হে বীর! তোমার প্রেমবর্ধক, জগতের শোকনাশক, স্বরযুক্তবেণুদ্বারা সুন্দররূপে চুম্বিত, চিদিতর-রাগবিস্মারক তোমার যে অধরামৃত, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর।"

শ্রীরামানন্দপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে আরও একটি শ্লোক[২] পাঠ করিলেন,—

গোপাঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্যাঃ॥

হে গোপীগণ! এই বেণু কি সুকৃতি করিয়াছিল যে, গোপিকা-দিগের লভ্য কৃষ্ণাধরসুধা ভোগ করিতেছে? আর্যজনগণ যেরূপ মহৎ-সন্তানের (কোন ভগবদ্ভক্তের) জন্ম দেখিয়া তজ্জন্য আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই বেণু যে-সকল নদীর জলে পুষ্ট হইয়াছে, সেইসকল নদী স্ব-স্ব উপরিভাগস্থিত বিকশিত পদ্মনিচয়রূপ

১। ভা ১০।৩১।১৪; ২। ভা ১০।২১।৯

রোমসমূহদ্বারা হৃষ্ট হইতেছে এবং যে-তরু হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে, তজ্জাতীয় সকলেই আনন্দে মধুধারা-রূপ অশ্রু মোচন করিতেছে।

শ্রীপুরুষোত্তমধামস্থ 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ' উদ্যানটি শ্রীল রামানন্দপাদের ভজন-স্থান বলিয়া কথিত হয়। কেহ কেহ বলেন,—এইস্থানে যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা শ্রীশ্রীল রায়রামানন্দ-পাদেরই সেবিত শ্রীবিগ্রহ। শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে শ্রীরামানন্দপাদকৃত 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' অভিনীত হইত, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। নবরাত্র-যাত্রার সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে প্রেমানন্দে এই জগন্নাথ-বল্লভে অবস্থান করিতেন। কোনসময় বৈশাখী পূর্ণিমা-রাত্রিতে ঐ জগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে শ্রীমন্মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদে উন্মত্ত হইয়াছিলেন; তখন শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামানন্দপাদ নানা উপায়ে মহাপ্রভুকে বাহ্যদশায় আনয়ন করেন। শ্রীপুরুষোত্তমে অহর্নিশ মহাপ্রভু তাঁহার সেই পরমপ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিত্যসঙ্গিদ্বয়ের সহিত স্ব-রচিত 'শ্রীশিক্ষাষ্টকে'র শ্লোক আস্বাদন করিতেন। শ্রীবিদ্যাপতি ও শ্রীচণ্ডীদাসের পদাবলী এবং শ্রীবিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' যেরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্য আস্বাদন করিতেন, সেইরূপ শ্রীরামানন্দপাদের 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক'ও নিত্য আস্বাদন করিতেন।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, **রায়ের নাটক-গীতি,**
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দ॥ *

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর শ্রীল মুরারিগুপ্তের করচা হইতে শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-মিলনের অংশটি গ্রহণ করিয়াছেন। † শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের

---

* চৈ চ ম ২।৭৭; † 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্'—৩য় প্রক্রম, ১৫শ সর্গ, ১-৫ শ্লোক, অমৃতবাজার কার্যালয়-সং

'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু 'জিয়ড়-নৃসিংহ' দর্শন করিয়া প্রেম-পরবশচিত্তে কাঞ্চীনগরে উপনীত হন এবং কাঞ্চী-নগরের রাজপ্রাসাদের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া প্রহরীকে রাজপুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। দ্বারী সংবাদ লইয়া আসিয়া সেই যতিবর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে জানান যে, রাজপুত্র অন্তঃপুরে শ্রীভগবানের পূজায় অভিনিবিষ্ট আছেন। এই রাজপুত্রই শ্রীভবানন্দ রায়ের পুত্র শ্রীরামানন্দ রায়। তিনি শ্রীমহামন্ত্র জপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু শ্রীশ্যামসুন্দরের ধ্যান করিতে করিতে তিনি অচিন্ত্যপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব শ্রীগৌরসুন্দরের রূপ দর্শন করেন। তিনি পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তখনও শ্রীগৌরাঙ্গমূর্তিই তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। তিনি বিস্মিত হইয়া তাঁহার নিত্যধ্যেয় শ্রীশ্যামসুন্দরের ধ্যানে চিত্ত সংলগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরই প্রোজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠেন। শ্রীল রামানন্দ রায় ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া নয়ন উন্মীলন-পূর্বক দেখেন যে, তাঁহার ধ্যান-দৃষ্ট মহাপুরুষ সশরীরে বিরাজমান। প্রহরিগণের অলক্ষ্যে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামানন্দ রায়ের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার ধ্যানমন্দিরে তাঁহাকে দর্শন দান করেন। তখন শ্রীরামানন্দ রায়—

আপাদ-মস্তক প্রভুর নেহারয়ে অঙ্গ।
গৌর-অঙ্গ দেখি' হিয়ায় উপজিল রঙ্গ॥

*　　*　　*

চরণে পড়িয়া কান্দে, অবশ শরীর।
করে ধরি' লঞা প্রভু ভৈগেলা বাহির॥ *

---

* চৈ ম, শেষ ১০১, ১১৩

কোন কোন আধুনিক লেখকের মতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য শ্রীরাঘবেন্দ্রপুরী শ্রীরামানন্দরায়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন ; বস্তুতঃ এইরূপ উক্তি কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। * ওড়িয়া সাহিত্যে বা অতিবড়ীগণের গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্বশ্রেষ্ঠ ওড়পার্ষদ-ভক্ত শ্রীল রামানন্দপাদের বিশেষ কোন মহিমা কীর্তিত হয় নাই। এমন কি, কোন কোন লেখক তাঁহার নাম পর্যন্তও করেন নাই। ঈশ্বরদাসের ওড়িয়া 'চৈতন্য-ভাগবতে' উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীরামানন্দ কবীরকে দীক্ষা-প্রদানের পর কটকের নিকট বারানসী বা বীরানসী-নামক স্থানে অপ্রকট হন।

শ্রীল রামানন্দপাদের রচিত গ্রন্থ

'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' অথবা **'শ্রীরামানন্দ-সঙ্গীত-নাটক'** —যাহা "রায়ের নাটকগীতি" নামে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নীলাচলে নিত্য আস্বাদন করিতেন, সেই গ্রন্থরাজই শ্রীশ্রীল রায়-রামানন্দপাদের অসমোর্দ্ধ কীর্তিস্তম্ভ।

"সর্ববিদ্যানদীবিলাসগাম্ভীর্যমর্যাদা-স্থৈর্যপ্রসাদাদিগুণরত্নাকরস্য সুরগুরু-প্রণীতনীতি-কদম্বকরম্বিত-মন্ত্রাশ্রবীকৃত-প্রগুণ-পৃথ্বীশ্বরস্য শ্রীভবানন্দ-রায়স্য তনুজেন শ্রীহরিচরণালঙ্কৃতমানসেন শ্রীরামানন্দরায়েণ কবিনা তত্তদ্গুণালঙ্কৃতং 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ'-নাম **গজপতি-প্রতাপরুদ্রপ্রিয়ং রামানন্দ-সঙ্গীত-নাটকং** নির্মায় সমর্পিতমভিনেষ্যামি।"

শ্রীসূত্রধারের এই নান্দীপাঠ হইতে জানা যায় যে, শ্রীরামানন্দ রায়ের পিতৃদেব শ্রীভবানন্দ রায় সমস্ত বিদ্যায় পারঙ্গত ও সর্বগুণান্বিত ছিলেন।

---

* হরলাল চট্টোপাধ্যায়-কৃত 'বৈষ্ণব ইতিহাস' ৮১ পৃ, ও শ্রীবৈষ্ণবচরণদাস-কৃত 'প্রতাপরুদ্র-চরিত' ২৯ পৃষ্ঠা

তাঁহারই পুত্র শ্রীহরিচরণালঙ্কৃতচিত্ত কবি শ্রীরামানন্দ রায় গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রিয় 'শ্রীরামানন্দ-সঙ্গীত নাটক' বা 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' নির্মাণ করিয়াছেন। এই নাটকটি শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীল রামানন্দ রায়ের মিলনের পূর্বে গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অভীষ্টানুসারে রচিত হইয়াছিল। এই নাটকের মঙ্গলাচরণে এবং প্রত্যেক সঙ্গীতের মধ্যে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কীর্তি, গুণ ও নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়।

'শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক' পঞ্চ অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে 'পূর্বরাগ', দ্বিতীয় অঙ্কে 'ভাব-পরীক্ষা', তৃতীয় অঙ্কে 'ভাব-প্রকাশ', চতুর্থ অঙ্কে 'শ্রীরাধাভিসার' ও পঞ্চম অঙ্কে 'শ্রীরাধা-সঙ্গম' বিষয়বস্তুরূপে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ২১টি সঙ্গীত (সংস্কৃত পদ) আছে। উক্ত সঙ্গীত-সমূহ অনেকটা শ্রীজয়দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দে'র সঙ্গীতের অনুরূপ। প্রত্যেক সঙ্গীতের ভণিতায় গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও শ্রীরায়রামানন্দের নামোল্লেখ আছে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'Notices of Sanskrit Manuscripts'-নামক সংস্কৃত পুঁথির বিবরণীতে (Vol. IV, No. 1672) ও Theodor Aufrecht কৃত 'Catalogus Catalogorum' এর ১ম খণ্ডের ১৬৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত 'শ্রীগোবিন্দবল্লভ'-নামক একটি সঙ্গীত-নাটককে Dr. M. Krishnamachariar তাঁহার 'History of Classical Sanskrit Literature' (Madras, 1937, p. 653) পুস্তকে ভুলক্রমে শ্রীরায়-রামানন্দের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হর-প্রসাদ শাস্ত্রি-সম্পাদিত 'A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Collections of the Asiatic Society of Bengal' পুস্তকে (Vol. VII, Kavya, Mss., Calcutta, 1934, p. 284) উক্ত নাটকের পুঁথি হইতে যে-সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে,

তাহাতে উহা 'শ্রীজগদানন্দের আদেশে' শ্রীদ্বারকানাথ-নামক কোন বৈষ্ণব-কবি রচনা করিয়াছিলেন ; ইহাই প্রমাণিত হয়। এই নাটক যে, শ্রীল রায়রামানন্দপাদের শ্রীজগন্নাথবল্লভ-সঙ্গীত-নাটকের অনুকরণে রচিত, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রায় ১৭০০ খৃষ্টাব্দে গজপতি বীরশ্রী নারায়ণদেব পার্‌লাকিমেডির রাজা ছিলেন। তিনি 'অলঙ্কারচন্দ্রিকা' ও 'সঙ্গীতনারায়ণ' নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন। 'সঙ্গীতনারায়ণে' 'গীতপ্রকাশ'-নামক একটি সঙ্গীতশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। 'গীত-প্রকাশ'-গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, শ্রীনারায়ণকবি তাঁহার 'সঙ্গীত-সার'-নামক পুস্তকে **শ্রীরামানন্দ-কবিরায়ের 'ক্ষুদ্রগীতপ্রবন্ধ'**-নামক সঙ্গীত-গ্রন্থ হইতে একটি গান উদ্ধার করিয়াছেন। * উহার পদে এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়,—

জয়তু রুদ্রগজেশমুদিত-**রামানন্দ**-কবিরায়-কবিগীতম্।

শ্রীল রামানন্দপাদ নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিকজন। তাঁহার রচিত ভজন-রহস্যপূর্ণ 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' একমাত্র অনর্থনির্মুক্ত রাগানুগগণেরই আস্বাদ্য। শ্রীল রামানন্দপাদের রচিত সংস্কৃত 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকের শ্লোকসমূহ শ্রীলোচনদাসের ভণিতায় বাঙ্গালা-পদে রূপান্তরিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে 'শ্রীঅকিঞ্চনদাস'-নামক একব্যক্তি উক্ত নাটকের একটি পদ্যানুবাদ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ঐ পুঁথি দৃষ্ট হয় (পুঁথিসংখ্যা ১৫১২)। 'গোপালদাস'-নামক আর

---

* Dr. M. Krishnamachariar's 'History of Classical Sanskrita-Literature', Madras, 1937, pp. 872, 881. See also 'Journal of the Bihar & Orissa Research Society', Vol. VI, p, 448.

এক ব্যক্তির রচিত 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে'র অনুবাদের একটি পুঁথিও
দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের সমাহৃত 'শ্রীপদ্যাবলী'তে নিম্নলিখিত
শ্লোকটি[১] শ্রীল রায়রামানন্দপাদের রচিত বলিয়া উল্লিখিত আছে এবং
'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলা, অষ্টম
পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদেও এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে,—

নানোপচারকৃত-পূজনমার্তবন্ধোঃ
প্রেম্‌ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্য-পেয়ে॥

যেরূপ জঠরে যে-পর্যন্ত তীব্র ক্ষুধা-পিপাসা থাকে, ততক্ষণই ভক্ষ্য-
পেয় বস্তুসকল সুখদায়ক হয়, সেইরূপ আর্তবন্ধুর নানা উপচারে পূজা
হইলেও তাহা প্রেমযুক্ত হইলেই ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে বিগলিত হয়।

নিম্নলিখিত শ্লোকটিও[২] কোথায়ও কোথায়ও শ্রীল রামানন্দপাদের
রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে,—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ, ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং, জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

কোটিজন্মকৃত সুকৃতি দ্বারাও যাহা পাওয়া যায় না, অথচ লোভরূপ
একটিমাত্র মূল্য দিয়াও যাহা পাওয়া যায়, এরূপ শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসভাবিত-
মতি যেখান হইতেই পাও, ক্রয় করিয়া ফেল।

শ্রীশ্রীল রায়রামানন্দপাদের রচিত প্রাচীনতম ব্রজবুলি পদটি শ্রীল
কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' (মধ্য, ৮ম পরিচ্ছেদ
১৯৩ সংখ্যা) উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামিপ্রভু

১। শ্রীপদ্যাবলী, ১৩; ২। ঐ, ১৪

'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে'র ১৩শ সর্গে এই পদটি উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরও তাঁহার 'পদামৃতসমুদ্রে' এই সঙ্গীতটি আহরণ করিয়া তাহার একটি সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছেন। সঙ্গীতটি এই,—

পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল॥
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুঁহু-মন মনোভব পেষল জানি'॥
এ সখি, সে-সব প্রেম-কাহিনী।
কানু-ঠামে কহবি বিছুরল জানি'॥
না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন্।
দুঁহুকো মিলনে মধ্যে পাঁচবাণ॥
অব্ সোহি বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি॥

'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে' নিম্নলিখিত ২টি পদ ভণিতারূপে দৃষ্ট হয়,—

বর্ধন রুদ্র-নরাধিপ-মান। রামানন্দ-রায় কবি ভাণ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় 'শ্রীরায়রামানন্দের ভণিতা-যুক্ত পদাবলী'-নামিকা একটি পুস্তিকায় (কলিকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৫২) কয়েকটি পদ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পদগুলির প্রামাণিকতায় যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

তিরোভাব-প্রসঙ্গ

'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে' দৃষ্ট হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে সেই বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীল রায়রামানন্দপাদ প্রাণ ত্যাগ করেন।

স্থিত্বা তত্র শ্রীময়ো গৌরচন্দ্রঃ, কঞ্চিৎ কালং তেন ভূয়োঽপ্যনৈব।
কালিন্দীয়ং তীরমেব প্রতস্থে, বিচ্ছেদার্তাংস্তত্র তাংস্তান্ বিধায়॥
রামানন্দস্তদ্বিয়োগাধিপীড়া-,ক্ষীণক্ষীণস্ত্যাজাসূন্ মহাত্মা।
বিচ্ছেদে স্যাদ্‌যোগ্যমেতচ্চরিত্রং, প্রেম্ণস্তাবত্তাদৃশস্যাস্য নূনম্॥

এইস্থানে **'প্রাণত্যাগ'**-শব্দে সাধারণ-প্রসিদ্ধ অর্থ গৃহীত হয় নাই। অপ্রাকৃত বিরহের দশমী দশার নাম—'মৃত্যু'। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইবার পরেও শ্রীল রায়রামানন্দপাদের সহিত পুনর্মিলিত হইয়া নীলাচলে বিবিধ লীলা প্রকট করিয়াছেন। 'শ্রীমুরারিগুপ্তের করচা'য়ও ৪র্থ প্রক্রমে, ১৫শ সর্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রত্যাগমনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ১৬শ সর্গে, ১ম শ্লোকে লিখিত আছে,—

ততো গজপতী রাজা দর্শনার্থং মহাপ্রভোঃ।
সার্বভৌমং সমাহূয় **রামানন্দ-সমন্বিতম্**॥

'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'[১] শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরও শ্রীল রায়-রামানন্দপাদের অবস্থানের কথা দৃষ্ট হয়,—

হেনকালে প্রভুর অদর্শনের কথা শুনি'।
অঙ্গ আছাড়িয়া রাজা (প্রতাপরুদ্র) লুটায় ধরণী॥
শিরে করাঘাত করি' হৈল অচেতন।
রায়রামানন্দ মাত্র রাখিল জীবন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলাবিস্তারের অল্প-দিবস পরেই শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্যপ্রভু শ্রীপুরুষোত্তমে গমন করিয়া শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য ও শ্রীরায়রামানন্দপাদের দর্শন-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। *

১। ভর ৩।২১৭-১৮, শ্রীগৌড়ীয়মঠ সং; * ভর ৩।১৫৫ ৫৮, ঐ

শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের ভাষা আবৃত্তি করিয়া আমরা শ্রীশ্রীল রামানন্দপাদের চরিতের উপসংহার করিতেছি,—

সহজে চৈতন্যচরিত্র—ঘনদুগ্ধপূর।
রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা—তা'তে কর্পূর-মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আস্বাদন॥
রামানন্দরায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁ'র মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার॥ *



দ্বিতীয় বৈভব

গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব

পূর্ববংশ-পরিচয়

শ্রীকপিলেন্দ্রদেব বা শ্রীকপিলেশ্বরদেব উড়িষ্যায় 'গজপতি'-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের পূর্বপুরুষগণ সূর্যবংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন বলিয়া কথিত হয়। শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের রাজ্যলাভ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে রক্ষিত 'মাদলা-পাঞ্জী'তে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়,—প্রাচ্যগঙ্গবংশের সর্বশেষ রাজা চতুর্থ মত্ত-ভানুদেব অপুত্রক ছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রাজা মত্ত-ভানুদেবকে আদেশ জানান যে, এমন একজন ব্যক্তিকে তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারিরূপে বরণ করিতে হইবে, যিনি পরিত্যক্ত মৃদ্ভাণ্ডস্থিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের

* চৈ চ ম ৮।৩০৩-৪, ৩১০

নৈবেদ্যের অবশেষ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করেন। অনুসন্ধান
করিয়া রাজা শ্রীবিমলাদেবীর মন্দিরের নিকটে সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় 'কপিল'
নামক এইরূপ এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয়
অনুচর-রূপে নিযুক্ত করিলেন। এক সুলতানের সহিত সুনিপুণভাবে
সন্ধি-ব্যবস্থা করিবার পর শ্রীকপিল মন্ত্রি-পদে উন্নীত হইলেন। কালক্রমে
মত্ত-ভানুদেব তাঁহাকে উড়িষ্যার রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। * কবি-
বাসুদেব-রথ-বিরচিত 'গঙ্গবংশানুচরিতম্'-নামক সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনানু-
সারে গঙ্গবংশীয় শেষ রাজা কজ্জলভানু বিজয়যাত্রাকালে রাজ্যে
অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহার মন্ত্রী শ্রীকপিলেন্দ্রদেব সিংহাসন অধিকার
করেন। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, গঙ্গবংশীয় শেষ

---

*উড়িষ্যার গজপতি-রাজবংশ

শ্রীকপিলেন্দ্রদেব বা শ্রীকপিলেশ্বরদেব—শ্রীপার্বতীদেবী
(১৪৩৫-৭০ খৃঃ)
|
শ্রীপুরুষোত্তমদেব—শ্রীরূপাম্বিকা বা শ্রীপদ্মাবতীদেবী
(১৪৭০-৯৭ খৃঃ)
|
শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব বা শ্রীবীররুদ্রদেব—শ্রীগৌরী (পট্টমহাদেবী), শ্রীপদ্মা, শ্রীপদ্মালয়া, শ্রীইলা, শ্রীমহিলা, শ্রীভানুমতী, শ্রীবিদ্যুৎকান্তি
(১৪৯৭-১৫৪০ খৃঃ)
|
- পুরুষোত্তম বড়জেনা ('বড়জানা')
- কালুআ-দেব (১৫৪০-৪১ খৃঃ)
- কথাড়ুআ-দেব (১৫৪১-৪২ খৃঃ)
- বীরভদ্রদেব
- জগন্মোহিনী বা 'তুক্কা' (বিজয়নগর-রাজ কৃষ্ণদেবরায়ের পত্নী)

'ভোই'-রাজবংশ

গোবিন্দবিদ্যাধর (১৫৪২-৫৩ খৃঃ)
|
চক্রপ্রতাপ (১৫৫৩-৫৭ খৃঃ)
|
- নরসিংহ জেনা (১৫৫৭-৫৮ খৃঃ)
- রঘুরাম জেনা (১৫৫৮-৬০ খৃঃ)

রাজা মান-নরসিংহদেবের দুর্বলতার জন্য তাঁহার মন্ত্রী 'শ্রীকপিল সামন্তরায়' সিংহাসন অধিকার করেন। শ্রীকপিল সামন্তরায়ের পিতা যজ্ঞেশ্বর ও মাতার নাম 'বেলমা'। * শ্রীকপিলেন্দ্রদেব ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। † 'মহানদী'-তীরস্থ কটক নগরীতে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন।

'মাদলা-পাঞ্জী'র বর্ণনানুসারে শ্রীকপিলেন্দ্রদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের বাহিরের প্রাচীর নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ‡ শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমন্দিরে, শ্রীভুবনেশ্বরে ও মদ্রদেশস্থ গঞ্জাম-জেলার শ্রীকূর্মদেবের শ্রীমন্দিরে শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের অনেকগুলি অনুশাসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। § শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের বামপার্শ্বের প্রাচীর-গাত্রে

See R. D. Banerji's 'History of Orissa' (Vol. I), Calcutta, 1930, pp. 289-351 ; Rajendralal Mitra's 'Antiquities of Orissa' (Vol. II), Appendix, pp. 165-7 ; 'Epigraphia Indica', Vol. XIII, p. 155 ; 'Indian Antiquary', Vol. I. p 355 ; 1929, pp. 28-33; M. M. Chakravarti's article on 'Uriya Inscriptions of 15th and 16th Centuries' in the Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol 62, part I, pp. 88-104 , 'Journal of the Bihar & Orissa Research Society,' Vol. V, 1919, pp. 147-9 ; P. V. Kane's 'History of Dharmasastra (Vol. I), Poona, 1930, pp. 410-14 ; 'The History of Medieval Vaisnavism in Orissa' by Prabhat Mukharjee, Calcutta, 1940. pp. 41-8, 71-2, 130-35 175-7, 182-4.

* "A New Copper-plate Grant of Kapilendra"—Raja of Takkali, 'Sahakara' (Oriya Journal). Vol. XX, No. 9 ; † 'History of Orissa' (Vol. I) by R. D. Banerji, p. 289 ; ‡ see 'The Types of Ancient Oriya Prose and Poetry' by Prof. A. B Mohanty' § 'History of Orissa' (Vol. I), pp. 300-301 ; see' "Uriya Inscriptions of the 15th and 16th Centuries, by M. M. Chakravarti in the Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1893.

শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের রাজত্বের চতুর্থ অঙ্কে (১৪৩৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর) এবং ৪১তম অঙ্কে (১৪৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর) ক্ষোদিত দুইটি লিপি হইতে জানা যায়, শ্রীকপিলেন্দ্রদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজা করিতে আসিয়া অনেক তৈজস-পত্র ও অলঙ্কার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবার জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। ঐ-সকল অলঙ্কারের অধিকাংশ এখনও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গে শোভিত হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে উৎকীর্ণ শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের তৃতীয়-লিপিটির তারিখ ৩৫তম অঙ্ক অর্থাৎ ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল। শ্রীমন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে ১৯তম অঙ্কে অর্থাৎ ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে ক্ষোদিত চতুর্থ লিপিটিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 'সন্ধ্যাধূপে'র পর হইতে 'বড়শৃঙ্গার' পর্যন্ত তেলিঙ্গনার নর্তকগণের নৃত্য এবং চারিজন বৈষ্ণব-গায়কের শ্রীজয়দেব-কৃত শ্রীগীতগোবিন্দ গান করিবার আদেশ লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের রাজত্বের ১৯তম অঙ্কে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের প্রাচীর-গাত্রের দক্ষিণপার্শ্বে উৎকীর্ণ একটি লিপি হইতে জানা যায়, শ্রীকপিলেন্দ্রদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে 'পুণ্ডরীকগোপ' নামে পরিচিত একখানা সাড়া প্রদান করিয়াছিলেন। এই লিপিটির নিম্নে ৩১তম অঙ্কে অর্থাৎ ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই তারিখে উৎকীর্ণ আর একটি লিপিতে এইরূপ আছে,—"হে অন্তর্যামিন্ শ্রীজগন্নাথদেব ! তুমি আমার অন্তর ও বাহির সবই জান। আমার যত কিছু মূল্যবান্ দ্রব্যাদি আছে, আমি সকলই ব্রাহ্মণগণকে দান করিব।"

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের 'জয়-বিজয়'-তোরণের পার্শ্বে উপরি-উক্ত লিপিসমূহ দৃষ্ট হয়। ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীকপিলেশ্বরদেব প্রজাবিদ্রোহ-দমনে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া বিপদুদ্ধারণ, অগতির গতি, প্রণতজন-পালক, কৃপাবতার, একমাত্র শরণ্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের শরণাপন্ন

হইয়াছিলেন। ইহার সাক্ষ্য সমসাময়িক একটি লিপিতে ক্ষোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। *

গঙ্গাধর-বিরচিত 'গঙ্গাদাসপ্রতাপবিলাসম্'-নামক একটি সংস্কৃত নাটকে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিজয়নগররাজ প্রতাপদেবরায়ের (দ্বিতীয় দেবরায়ের) মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র মল্লিকার্জুন সিংহাসনে আরোহণ করিলে গজপতিরাজ (শ্রীকপিলেন্দ্রদেব) দক্ষিণদেশীয় (বাহ্‌মণী) সুলতানের সহিত মিলিত হইয়া বিজয়নগর আক্রমণ করেন, কিন্তু তাঁহারা মল্লিকার্জুন-কর্তৃক পরাজিত হন। † এই উক্তি প্রামাণিক কিনা, তদ্বিষয়ে কোনও কোনও ঐতিহাসিক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ‡

মাদলা-পাঞ্জীর বিবরণানুসারে শ্রীকপিলেন্দ্রদেব পৌষী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে কৃষ্ণানদীর তীরে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীপুরুষোত্তমদেব §

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের নামে আরোপিত 'সরস্বতী-বিলাস'-নামক স্মৃতি-নিবন্ধ-গ্রন্থের[১] প্রারম্ভে যে রাজবংশের প্রশস্তি আছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের ঔরসে ও তাঁহার মহিষী

* 'Journal of the Asiatic Society of Bengal', Vol. LXII, Part I, pp. 95-96; † "* * বিজয়নগরীপুরন্দরে শ্রীমৎপ্রতাপদেবরাজে মহেন্দ্রসভালঙ্কারে সতি তৎকুমারেণ শ্রীমল্লিকার্জুনরাজেন সাম্রাজ্যসিংহাসনমধিষ্ঠিতম্। তদাকর্ণ্য দক্ষিণসুরত্রাণেন গজপতিনা চ পূর্বপরাভূতাভ্যামুভাভ্যামমিতহয়গজপদাতিভ্যাং সম্ভূয়াভিষেণমকারি। বিজয়নগরমাবৃত্য স্থিতং তাবদসহমানো গজবলং মৃগেন্দ্রশাব ইব গিরিকন্দরাদ্বিজয়নগরতঃ শ্রীমল্লিকার্জুনরাজো বহির্নির্গত্য নিশিততর-করবাল-ধারাজল-প্রবাহবাহিনীপূরে হয়পতি-গজপতি-সৈন্যমশেষমমজ্জয়ৎ।' —'Sources of Vijayanagar History' by S. K. Ayyanagar, Madras, 1919, pp. 65-66. ‡ 'History of Orissa' (Vol. I) p. 293; § See 'Purushottama Gajapati' byDr. N. Venkataramanayya in 'Proceedings and Transactions of the Eighth All-India Oriental Conference, Mysore', Bangalore, 1937, pp. 585-599. ১। 'Dayabhaga', edited with English translation

শ্রীপার্বতীদেবীর গর্ভে শ্রীপুরুষোত্তমদেব জন্মগ্রহণ করেন। * শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের 'হাম্বীর'-নামক আর একজন পুত্রের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। 'গঙ্গবংশানুচরিত'-কাব্যে লিখিত বিবরণ-অনুসারে শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম 'হমীর-দেব'। শ্রীপুরুষোত্তমদেব জ্যেষ্ঠ পুত্র না হইলেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আদেশে শ্রীকপিলেন্দ্রদেব তাঁহাকেই রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারিরূপে মনোনীত করেন। 'গঙ্গবংশানুচরিত'-কাব্যে বর্ণিত আছে,—শ্রীপুরুষোত্তমদেবের ভ্রাতৃগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনিই যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মনোনীত রাজা, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেব ইহাতে স্বীকৃত হইয়া নির্দিষ্ট দিবসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নিরস্ত্র হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাদি নিক্ষেপ করিতে থাকেন। কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে অক্ষত অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া তাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যান।

১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের অন্যতম পুত্র 'কুমার-হাম্বীর' দাক্ষিণাত্যাভিমুখে অভিযান করেন। এই সময়েই শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের বিরুদ্ধে তাঁহার সৈন্য-সামন্ত, অমাত্য-প্রজাগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া-

by Rev. Thomas Foulkes, London, 1881; 'Vyavahara-kanda', edited by Dr. R. Shama Sastry, Mysore, 1927. See P. V. Kane's 'History of Dharmasastra' (Vol. I), Poona, 1930, pp. 410-414.

* সা পার্বতী নাম যথার্থনাম্নী, যাবাপ সাপত্ন্যমিলারমাভ্যাম্।
করং গৃহীত্বা কপিলেশ্বরস্য, সা গামসাপত্ন্যবতীমতানীৎ ॥
সা পার্বতী সকলগণ্যগুণাতিরেকং, ভূপালমৌলিমণিরঞ্জিতপাদপীঠম্।
তস্মাদসূত পুরুষোত্তমনামধেয়ং, বিস্মারিতাখিলধরণীশ্বরভাগধেয়ম্ ॥
(সরস্বতীবিলাসঃ, মহীশূর-সংস্করণ, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা)

ছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেবের কথা ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কিছু শুনা যায় না। উক্ত প্রজাবিদ্রোহ-দমনের পর হইতেই শ্রীপুরুষোত্তমদেব রাজ্যশাসনের নাটামঞ্চে আবির্ভূত হন। তৎপরেই শ্রীকপিলেশ্বরদেব শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে তাঁহার নিশ্চিত উত্তরাধিকারিরূপে মনোনীত করিয়া নিজ জীবিতকালেই উড়িষ্যার রাজসিংহাসনে স্থাপন করেন। শ্রীকপিলেশ্বরদেবের দেহত্যাগের পর কুমার-হাম্বীর ভ্রাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং বাহ্‌মণী-সুলতানের শরণাপন্ন হইয়া শ্রীকপিলেশ্বরদেবের অধিকৃত তেলেগুপ্রদেশস্থ রাজ্যের বিনিময়ে সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হাম্বীরের এই চক্রান্তে শ্রীপুরুষোত্তমদেব সর্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। ইহার পর কয়েক বৎসর কাল শ্রীপুরুষোত্তমদেবের আর কোন সংবাদ অনুশাসন-আদিতে পাওয়া যায় না। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার রাজত্বের পুনরভ্যুদয়ের ইতিহাস পাওয়া যায়। 'শ্রীসরস্বতীবিলাসে'র বর্ণনানুসারে শ্রীপুরুষোত্তমদেব হাম্বীরকে পদানত এবং উড়িষ্যার হৃতস্থানসমূহের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।* শ্রীপুরুষোত্তমদেব তেলেগুদেশ আক্রমণ ও রাজমহেন্দ্রী অধিকার করিয়া ৩য় মহম্মদ শাহের সহিত সাক্ষাদ্ভাবে বিরোধ করিলেন। সুলতান সৈন্যগণের সহিত রাজমহেন্দ্রীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেই হিন্দুরাজগণ পশ্চাদ্ অপসরণ করিলেন।

অতঃপর সুলতান তেলেগুদেশ-আক্রমণ ও রাজমহেন্দ্রী-অধিকারের অপরাধহেতু শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে উড়িষ্যার মধ্যে অগ্রসর হইয়া উৎকলদেশকে উৎসন্ন ও অধিবাসিগণকে হত্যা

* 'Sarasvati-vilasa' : The Adyar Mss. Library, Madras.

করিতে লাগিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেব তাঁহার পিতার ২৫টি হস্তী প্রদান করিয়া সুলতানের সহিত সন্ধি করিলেন।

তৃতীয় মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর বাহ্‌মণী-রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় ৪র্থ মহম্মদ শাহ্‌ দুর্বল রাজা ছিলেন। ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীপুরুষোত্তমদেব দক্ষিণদেশে অগ্রসর হইয়া মসলমান শাসকগণকে বিতাড়িত করিয়া গোদাবরী-প্রদেশ অধিকার করিলেন। এইভাবে শ্রীপুরুষোত্তমদেব পৈতৃক রাজ্য আংশিকভাবে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন।

কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ দেশে প্রাপ্ত শ্রীপুরুষোত্তমদেবের অনুশাসনসমূহ হইতে দেখা যায় যে, শ্রীপুরুষোত্তমদেব 'কোণ্ডবীডু' অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোণ্ডবীডুতে ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে ক্ষোদিত একটি লিপি এবং ১৪১২ শকাব্দের (১৪৮৯-৯০ খৃঃ) এক তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে শ্রীপুরুষোত্তমদেব কৃষ্ণানদী ও গুণ্ড্‌লকম্মার মধ্যবর্তী দেশ জয় করিয়াছিলেন।* 'শ্রীসরস্বতীবিলাসে' উক্ত হইয়াছে,—শ্রীপুরুষোত্তমদেব কর্ণাটক-রাজ নরসিংহকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিয়াছিলেন এবং তিনি জীবন ভিক্ষা চাহিলে তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন।† ১৫০০ খৃষ্টাব্দের অনন্তবর্মন্‌ অনুশাসন-অনুসারে কর্ণাটকরাজ সালুব-নরসিংহ শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে উদয়গিরিদুর্গ-প্রদানের বিনিময়ে নিজে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পর্তুগীজ লেখক নুনেজ (Fernao Nunez) ঐ-সকল প্রমাণ সমর্থন করিয়াছেন। উদয়গিরি দুর্গ ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গজপতিগণের অধীনে ছিল। এইরূপে শ্রীপুরুষোত্তমদেব

---

* 'Epigraphia Indica', XIII. p. 155. † 'Sarasvati-vilasa' ; The Adyar Mss, Library.

তাঁহার রাজত্বকালের শেষভাগে তাঁহার হৃতরাজ্য সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তমদেব 'কাঞ্চী-কাবেরী'-নামক ওড়িয়া কাব্যে বর্ণিত কাঞ্চী-উপাখ্যানের[১] নায়করূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাহাতে বর্ণিত আছে,—শ্রীপুরুষোত্তমদেবের সহিত কাঞ্চী-নগরীর রাজকুমারী শ্রীপদ্মাবতীদেবীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইলে কাঞ্চীরাজ পাত্র দেখিতে আসিলেন। তখন শ্রীরথযাত্রা। উড়িষ্যার মহারাজগণের প্রাচীন নিয়মানুসারে শ্রীপুরুষোত্তমদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে স্বর্ণসম্মার্জনীর দ্বারা রথের পথ পরিষ্কার করিতে-ছিলেন। কাঞ্চীরাজ তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া চণ্ডালের কার্যকারী ঝাড়ুদারের (?) নিকট কন্যা দান করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কাঞ্চীরাজ শ্রীগণেশের সেবক ছিলেন, কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্মান করিতেন না। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের যে কৈঙ্কর্য ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণও অভিলাষ করেন, প্রাকৃত গর্বে স্ফীত কাঞ্চীরাজ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। গজপতি শ্রীপুরুষোত্তমদেব এইরূপ অবমাননার উপযুক্ত শাস্তি দিয়া কাঞ্চীরাজের নিরর্থক দর্প খর্ব করিবার অভিলাষে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—তিন বৎসর তিনমাস তিন দিনের মধ্যে রাজকুমারীকে বলপূর্বক হরণ করিয়া প্রকৃতপক্ষেই তাঁহাকে একজন ঝাড়ুদার চণ্ডালের সহিত বিবাহ দিবেন। তিনি বিপুল সৈন্য লইয়া কাঞ্চীনগর অভিমুখে অভিযান করিলেন, কিন্তু প্রথমে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন।* ইহার পর সেবকের অবমাননা করিয়া কাঞ্চীরাজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবেরই

১। 'Journal of the Bihar and Orissa Research Society,' Vol. V, 1919. Pt. I, p. 147 ; Prabhat Mukherjee's 'History of Medieval Vaisnavism in Orissa,' pp. 45-46 ; * Sterling's Orissa, p 129.

অবমাননা করিয়াছেন বলিয়া তাহার শাস্তিবিধান-কল্পে রাজা শ্রীশ্রীজগন্নাথের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিকট হইতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া তিনি পুনরায় কাঞ্চী-অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পথে পুরী হইতে পাঁচক্রোশদূরে সমুদ্রের ধারে 'আনন্দপুর'-নামক গ্রামে 'মাণিকা'-নামে এক ভক্তিমতী গোয়ালিনী রাজাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে একটি অঙ্গুরীয় দেখাইল এবং বলিল যে, রাজার দুইজন অশ্বারোহী সৈনিক তৃষ্ণার্ত হইয়া তাহার নিকট হইতে দধি-দুগ্ধ-ঘোল খাইয়া পরিবর্তে অঙ্গুরীয়টি তাহাকে দিয়াছেন এবং উহা রাজাকে দিয়া তৎপরিবর্তে রাজার নিকট হইতে দধির মূল্য লইতে বলিয়াছেন। অঙ্গুরীয়টি দেখিয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেব অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ সৈনিকদ্বয় আর কেহ নহেন—স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরাম তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রবর্তী হইয়া চলিয়াছেন। রাজা মাণিকাকে বহুমানে ও ভূমিদানে পুরস্কৃত করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং কাঞ্চীরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। যুদ্ধকালে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরাম কাঞ্চী-নগরীকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেব কাঞ্চীরাজের মাণিক্যসিংহাসনটি লইয়া গেলেন এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় সমর্পণ করিলেন। কাঞ্চীরাজকুলের পূজিত গণেশকেও তিনি পুরীতে লইয়া আসিলেন। কথিত হয় যে, এই গণেশ নানাভাবে শ্রীপুরুষোত্তমদেবের যুদ্ধে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন; এইজন্য ইনি 'ভণ্ড-গণেশ' নামে খ্যাত হন। এই গণেশমূর্তি সেই সময় হইতে অদ্যাপি 'কাঞ্চীগণেশ' বা 'ভণ্ড-গণেশ' নামে অভিহিত হইয়া শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের কূর্মবেড়ের মধ্যে পশ্চিম দরজা বা ব্যাঘ্রদ্বারের সংলগ্ন একটি মন্দিরে বিরাজমান আছেন। কাঞ্চী-রাজকুমারী শ্রীপদ্মাবতীকে পুরীতে লইয়া আসিয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেব

পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে একজন ঝাড়ুদারের সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীপুরুষোত্তমদেব যখন শ্রীরথযাত্রাকালে সম্মার্জনীদ্বারা পথ পরিষ্কার করিতেছিলেন, এমন সময়ে মন্ত্রী রাজকুমারী শ্রীপদ্মাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া রাজার হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেবের প্রতিজ্ঞাও এইভাবে রক্ষিত হইল।

এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে 'কাঞ্চী-কাবেরী' নামে এক বাংলা কাব্য১ রচনা করিয়াছিলেন। কাঞ্চী-কাবেরী-অভিযানের ঘটনাবলী মাদলা-পাঞ্জীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের জগমোহনের প্রাচীর-গাত্রে উক্ত ঘটনাবলীর চিত্র-সমূহ অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। * তাহাতে বীর-সজ্জায় অশ্বে আরোহণ করিয়া কাঞ্চী অভিমুখে গমনরত শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীবলরামের মূর্তিও অঙ্কিত আছে। শ্রীপুরুষোত্তমদেব ও শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের সমসাময়িক (?) কবি শ্রীবলরামদাস তাঁহার 'বেড়াপরিক্রমা'-নামক ওড়িয়া গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণের মতে শ্রীপুরুষোত্তমদেব ১৪৬৪ বা ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চী-অভিযান করিয়াছিলেন। †

'শ্রীসরস্বতী-বিলাস'-গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়, শ্রীপুরুষোত্তমদেবের মহিষী অর্থাৎ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের মাতার নাম ছিল 'রূপাম্বিকা'। ‡

১। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীসুকুমার সেন, ১০০-১০৩ পৃষ্ঠা ; * See 'The Early Oriya Writers' by B. C. Mazumdar in Asutosh Mukherji Silver Jubilee Volumes (Vol. III, Orientalia), University of Calcutta ; † The Historical Inscriptions of Southern India' by R. Sewell & S. K Aiyangar, p. 224.

‡ রূপাম্বিকা রূপিতরমাশীলা, ভূপালমৌলেঃ পুরুষোত্তমস্য
কলত্রমাসীৎ কমলায়তাক্ষী, সমোময়া সা রময়া চ বাচা॥
(সরস্বতীবিলাসঃ, মহীশূর-সংস্করণ, ৭ পৃষ্ঠা)

কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে শ্রীপদ্মাবতী ও শ্রীরূপাম্বিকা অভিন্না এবং কাহারও কাহারও মতে তিনি কর্ণাটরাজ সালুব নরসিংহের কন্যা। * কেহ কেহ বলেন,—যে কাঞ্চীরাজের বিরুদ্ধে শ্রীপুরুষোত্তমদেব যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম 'কলেবর'। † কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে১ পূর্বোক্ত উপাখ্যানে উল্লিখিত কাঞ্চীরাজ কর্ণাটরাজ সালুব নরসিংহ হইতে অভিন্ন; শ্রীপুরুষোত্তমদেব ১৪৭৫-৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিরুদ্ধে 'কাঞ্চী-কাবেরী' অভিযান করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেব কাঞ্চী হইতে শ্রীসাক্ষিগোপাল বিগ্রহকে লইয়া আসিয়াছিলেন—'কটক-রাজবংশাবলী' পুস্তকে এইরূপ উক্তি ও লোকপ্রসিদ্ধি থাকিলেও উক্ত শ্রীবিগ্রহ প্রকৃতপক্ষে বিদ্যানগর (বর্তমান 'রাজমহেন্দ্রী') হইতে আনীত হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (ম ৫।১২০-২৪) ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৬।২২ ; বহরমপুর সং, চৈতন্যাব্দ ৪০১) হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের অনন্তবর্মন-অনুশাসন হইতে জানিতে পারা যায়,—তাঁহার পিতা শ্রীপুরুষোত্তমদেব কর্ণাটদেশের রাজধানী 'বিদ্যানগরী' বা 'বিদ্যানগর' আক্রমণ করিয়া কর্ণাটরাজ নৃসিংহকে (সালুব নরসিংহ) পরাজিত করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে বিদ্যানগর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিজয়নগরের নামান্তর; কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে

* R. D. Banerji's 'History of Orissa' (Vol. I), p. 320 ; History of Medieval Vaisnavism in Orissa' by Prabhat Mukherjee, p. 184 ;
† Op. cit., p. 47 ; ১। 'Kanchi-Kaveri Expedition of Purusottama Gajapati' by R. Subrahmanyam in the 'Indian Historical Quarterly', Vol. XXVI, No. 1, March, 1950, pp. 67-74. See also 'Historicity of Kanchi-Kaveri Tradition' in I.H.Q, Vol. XXI, No. 1, March, 1945, pp. 34 ff, by P. Mukherjee.

বিদ্যানগর রাজমহেন্দ্রী হইতে অভিন্ন। * শ্রীপুরুষোত্তমদেব বিদ্যানগর হইতে শ্রীসাক্ষিগোপালের শ্রীবিগ্রহ তাঁহার রাজধানী কটকে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং তথা হইতে মাণিক্য-সিংহাসন লইয়া আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই সিংহাসনের উপরেই শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রাদেবী অদ্যাবধি অধিষ্ঠিত আছেন। † এতৎসম্বন্ধে বিবরণ এবং শ্রীপুরুষোত্তমদেব ও তাঁহার মহিষীর ভগবদ্ভক্তির কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[১] উল্লিখিত আছে।

শ্রীপুরুষোত্তমদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের 'ভোগমণ্ডপ'-নামক তৃতীয় মণ্ডপটি নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, 'মাদলা-পাঞ্জী'তে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে। এই রীতি-অনুসারে উড়িষ্যার প্রধান প্রধান মঠসমূহে সর্বত্র তিনটি মণ্ডপ (জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ) দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীপুরুষোত্তমদেবের কয়েকটি অনুশাসন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে উৎকীর্ণ আছে।

শ্রীপুরুষোত্তমদেব অপ্রাকৃত সাহিত্য-রসিক ও কবি ছিলেন। শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'শ্রীপদ্যাবলী'তে 'শ্রীপুরুষোত্তমদেব' বা 'গজপতি শ্রীপুরুষোত্তমদেবে'র রচিত সাতটি পদ্য[২] উদ্ধার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়'[৩] এবং ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খৃষ্টাব্দে) গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের 'মহাসামন্তচূড়ামণি'

---

* See 'Sources of Vijayanagar History' by Prof. S. Krishnaswami Ayyangar, University of Madras, 1919, pp 106, 170 ; History fo Medieval Vaisnavism in Orissa', p. 47 ; 'Kanchi-Kaveri Expedition of Purusottama Gajapati' by R. Subrahmanyam in the 'Indian Historical Quarterly', Vol. XXVI, No. I, March, 1950, p. 74 ; † 'History of Orissa' (Vol. I), p. 316 ; ১। চৈ চ ম ৫।১২০-১৩৩ ; ২। শ্রী-পদ্যাবলী ৪৮, ১৩৬, ১৬১, ২২০, ২২১, ২২৪, ২৯৩ ; ৩। Ed. by Dr. F. W. Thomas, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1912, 'Bibliotheca

বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস কর্তৃক সঙ্কলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত'[১]-নামক দুইটি সংস্কৃত কোষকাব্য-গ্রন্থে 'পুরুষোত্তমদেবের'র রচিত বলিয়া যথাক্রমে একটী (৩৯ সংখ্যক পদ্য) ও চারিটি (১।৪৮।৩ ; ১।৭১।৫ ; ২।৩৩।৫ ; ২।৬৮।৩) পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু ঐ দুই গ্রন্থের রচনাকাল গজপতি শ্রীপুরুষোত্তমদেবের আবির্ভাবকালের অনেক পূর্ববর্তী ; অতএব এই সকল পদ্য 'পুরুষোত্তমদেব'-নামক অন্য কোনও কবির রচিত।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কবি ভট্টনারায়ণ-কর্তৃক বিরচিত 'বেণী-সংহার'-নামক সংস্কৃত নাটকের অবলম্বনে শ্রীপুরুষোত্তমদেব 'অভিনব-বেণীসংহরণম্'-নামক একটি সংস্কৃত নাটক[২] রচনা করিয়াছিলেন। উহা উড়িষ্যা হইতে প্রকাশিত 'প্রাচী' নামক ইংরেজী সাময়িক-পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। নাটকের মঙ্গলাচরণে শ্রীপুরুষোত্তমদেব শ্রীনারায়ণের এবং শ্রীদুর্গার বন্দনা করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উড়িষ্যার গজপতি শ্রীপুরুষোত্তমদেব-প্রণীত 'অভিনব-গীতগোবিন্দ'-নামক একটি গ্রন্থের পুঁথির[৩] উল্লেখ করিয়াছেন। উহা শ্রীজয়দেব-কৃত শ্রীগীতগোবিন্দের আদর্শানুসরণে রচিত হইয়াছে।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব

শ্রীপুরুষোত্তমদেব ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের নামে আরোপিত 'শ্রীসরস্বতী-

---

Indica, New Series' No. 1309 ; ১। Ed. by Mm. Pt. Ramavatara Sarma and Dr. Har Dutt Sharma, 'The Panjab Oriental Series' No. XV, Lahore, 1933 ; ২। See Prabhat Mukherjee's 'History of Medieval Vaisnavism in Orissa', pp. 48, 51, 71 ; ৩। Haraprasad Shastri's Report

বিলাস'-নামক স্মৃতি-গ্রন্থের পুষ্পিকায় এবং তাঁহার আদেশে ক্ষোদিত বিভিন্ন লিপিতে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব 'গজপতি', 'গৌড়েশ্বর', 'নবকোটি-কর্ণাট-কলবর্গেশ্বর' (অর্থাৎ কর্ণাটদেশের 'গুলবর্গা'-নগরীর অধিপতি) প্রভৃতি উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। * 'বীর শ্রীগজপতি-গৌড়েশ্বর-নবকোটি-কর্ণাটক-কলবর্গেশ্বর' এই উপাধি কতিপয় অনুশাসন-লিপিতে শ্রীকপিলেন্দ্রদেব এবং শ্রীপুরুষোত্তমদেবের প্রতিও প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীসরস্বতীবিলাসের 'প্রবন্ধ-বংশাবতরণ'-নামক প্রথম বিলাস হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব গৌড়দেশাধিপতির দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন এবং শরণাগত সুলতান হুসেন শাহ্‌কে রক্ষা করিয়াছিলেন। † শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব পরম বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। ‡ মহানদী-তীরস্থ কটকনগরী শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রাজধানী ছিল। § শ্রীসরস্বতীবিলাসে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের শ্রীপদ্মা, শ্রীপদ্মালয়া, শ্রীইলা ও শ্রীমহিলা (?) নামে চারিজন (?) মহিষীর উল্লেখ

(1895—1900), p. 18. See 'History of Classical Sanskrit Literature' by Dr. M. Krishnamachariar, p. 339. * "ইতি বীরশ্রীগজপতি-গৌড়েশ্বর-নবকোটি-কর্ণাটক-কলুবর্গেশ্বর-শরণাগত-জমুনাপুরাধীশ্বর-হুশনসাহিসুরত্রাণ-শরণরক্ষণ--শ্রীদুর্গা-বর-পুত্র-পরমপবিত্র-চরিত্র-রাজাধিরাজপরমেশ্বর-শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবমহারাজবিরচিতেস্মৃতিসংগ্রহে সরস্বতীবিলাসে" ইত্যাদি—'Catalogue of Sânskrit Mss. at the India Office Library in London', Ed. by Dr. Eggelling, p. 419, No. 1404 ; Mysore edition, pp 12, 62, 78, 220, 503 ; M M. Chakravarti's article on 'Uriya Inscriptions of 15th & 16th Centuries' in J.A.S.B. Vol. LXII, Pt. 1 ; † "গৌড়েন্দ্রমানমর্দনো…শরণাগত-হুশনশাহিসুরত্রাণ-বজ্রপঞ্জরো রাজাধিরাজপরমেশ্বরঃ প্রতাপরুদ্রো গজপতির্নাম।"—শ্রীসরস্বতীবিলাসঃ, মহীশূর-সংস্করণ, ১১ পৃষ্ঠা ; ‡ "শ্রীবীররুদ্রো গজপতিঃ…পুণ্ডরীক ইব কপিলায়ত্তদর্শনাসক্তঃ, বামন ইব পিঙ্গলানুসরণচ্ছন্দঃস্ফুরণঃ,……" ; "…প্রণেতাখ্যায়িকানাম্, অভিনেতা নটকানাং…"– শ্রীসরস্বতীবিলাসঃ, ৯, ১০-১১ পৃষ্ঠা। § "…মহানদীজলমধ্যমধ্যাসীনাং …কটকনগরীং,"…—শ্রীসরস্বতীবিলাসঃ, ১১ পৃষ্ঠা।

আছে। * শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের অন্যান্য কয়েকজন মহিষীর নাম ওড়িয়া-লেখকগণের গ্রন্থাদি হইতে জানা যায়। দিবাকরদাস-প্রণীত 'শ্রীজগন্নাথচরিতামৃত'-গ্রন্থ-অনুসারে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের 'পট্টমহাদেবী' বা প্রধানা মহিষীর নাম—শ্রীগৌরীদেবী। ইনি অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথ-দাসের শিষ্যা হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বরদাস 'ভানুমতী' নামে এবং সুদর্শনদাস 'বিদ্যুৎকান্তি' নামে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের আরও দুইজন মহিষীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। জয়ানন্দের নামে আরোপিত 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-অনুসারে (সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ, ১০৩) শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের একজন মহিষীর নাম 'চন্দ্রকলা'; কিন্তু উহার প্রামাণিকতা সন্দেহযোগ্য। 'শ্রীসরস্বতী-বিলাসে' 'শ্রীপুরুষোত্তম' নামে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের এক পুত্রের উল্লেখ আছে। † সম্ভবতঃ ইনিই 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' (অ ৯।৯৯) ও 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' (৬।৬৫) উল্লিখিত 'শ্রীপুরুষোত্তম জানা'। ‡ ইতিহাসে 'শ্রীকালুআ-দেব', 'শ্রীকখাড়ুআ-দেব' ও 'শ্রীবীরভদ্রদেব' নামে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের আরও তিনজন পুত্রের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শ্রীকালুআ-দেব ও শ্রীকখাড়ুআ-দেব শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের পরে যথাক্রমে ১৫৪০-৪১ খৃষ্টাব্দ ও ১৫৪১-৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। ¶ শ্রীবীরভদ্রদেব ১৫১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'কোণ্ডবীড়ু দণ্ডপাটে'র রাজপ্রতিনিধিরূপে শাসনকর্তা ছিলেন। §

---

* "..পরিণেতা পদ্মাপদ্মালয়েলামহিলামহিলানাম্…", "......পদ্মাপদ্মালয়ে-লামহিলাভিঃ সমং সম্মানয়ন…" (১১ পৃষ্ঠা)। † "..স্বয়ং পুরুষোত্তমোঽপি পুরুষোত্তমতনয়ঃ, স্বয়ং পুরুষোত্তমতনয়োঽপি পুরুষোত্তমজনকঃ, স্বয়ং পুরুষোত্তম-জনকোঽপি পুরুষোত্তম-প্রিয়সেবকঃ।" (১০ পৃষ্ঠা)। ‡ "পুরুষোত্তম জানারে তেঁহ কৈল পরিহাস। সেই জানা তাঁরে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস॥" (চৈ চ অ ৯।৯৯); "মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কুমার। পুরুষোত্তম জানা নাম, সর্বাংশে সুন্দর॥" (শ্রীভক্তিরত্নাকর ৬।৬৫)। ¶ 'History of Orissa' (Vol. I) p. 337. § 'A Sketch of the Dynasties of Southern India', p. 48.

১৫১৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে বিজয়নগররাজ শ্রীকৃষ্ণদেবরায় কোণ্ডবীড়ু আক্রমণ করিয়া শ্রীবীরভদ্রদেবকে বন্দী করিয়াছিলেন।* 'শ্রীজগন্মোহিনী' বা 'তুকা' নামে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের এক কন্যার উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। বিজয়নগররাজ শ্রীকৃষ্ণদেবরায় তিন চারিবার গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার কিয়দংশ অধিকার করিলে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব শ্রীকৃষ্ণদেব-রায়ের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহার কন্যা শ্রীজগন্মোহিনীর বিবাহ দেন এবং যৌতুকস্বরূপ তাঁহার অধিকৃত কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ সমস্ত দেশ শ্রীকৃষ্ণদেবরায়কে প্রদান করেন।† এইরূপ কথিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণদেবরায় শ্রীজগন্মোহিনীদেবীকে অনাদর করায় তিনি 'কম্বম্'-নামক স্থানে (Kambam in the Cuddapah district) নিভৃতে বাস করিতেন। 'তুক্কা-পঞ্চকম্'-নামক নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত পদ্যসমূহ[১] তাঁহারই রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি। কাহারও কাহারও মতে[২] সমস্ত পদ্য তাঁহার স্বরচিত নয়: কেন না, আনুমানিক নবম শতাব্দীর শেষভাগ ও দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে আলঙ্কারিক মুকুল-ভট্ট-রচিত 'অভিধাবৃত্তিমাতৃকা' গ্রন্থে ইহার একটি পদ্য দৃষ্ট হয়।

তুক্কা-পঞ্চকম্

"তুক্কা নাম গজপতিপুত্রী কৃষ্ণদেবরায়পত্নী
চরন্ বনান্তে নবমঞ্জরীষু, ন ষট্পদো গন্ধফলীমজিঘ্রৎ।
সা কিং ন রম্যা স চ কিং ন রন্তা, বলীয়সী কেবলমীশ্বরাজ্ঞা॥ ১॥

* 'History of Orissa' (Vol. I), pp. 324, 327; 'Sources of Vijayanagar History', p. 133; † 'History of Orissa' (Vol. I), pp. 326-27; 'Sources of Vijayanagar History', pp. 116,132, 143-45, 155; 'A Forgotten Empire' by R. Sewell, p. 320; ১। 'Sources of Vijayanagar History', pp. 143-44; ২। Dr. M. Krishnamachariar's 'History of Classical Sanskrit Literature' (Madras, 1937), p. 219, Footnote-6

মা কিংশুক প্রকটয়াত্মনিমেষমাত্রং, মন্মস্তকে বিহরতীতি মধুব্রতোঽয়ম্।
কিং মালতীবিরহবেদনয়া ত্বদীয়ং, দৃষ্ট্বা প্রসূনমচিরাদনলভ্রমেণ ॥২॥
ভ্রমর ভ্রমতা দিগন্তরালে, ক্বচিদাস্বাদিতমীক্ষিতং শ্রুতং বা।
বদ সত্যমপাস্য পক্ষপাতং, যদি জাতীকুসুমানুকারি পুষ্পম্ ॥ ৩ ॥
কুসুমানি লিখন্তু নাম চিত্রে, কতিচিৎকারুবিশেষরূঢ়শিক্ষাঃ।
সুরভিত্বমমূনি কিং লভন্তে, কিমু চৈতেষু রসং পিবন্তি ভৃঙ্গাঃ ॥ ৪ ॥
কিং মালতি ম্লায়সি মাং বিহায়, চুচুম্ব তুম্বীকুসুমং ষড়ঙ্ঘ্রিঃ।
লোকে চতুর্ভিশ্চরণৈঃ পশুঃ স্যাৎ, স ষড়্‌ভিরত্যর্থপশুর্ন কিং স্যাৎ ॥ ৫ ॥"

শ্রীকৃষ্ণমিশ্রকৃত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-নাটকের টীকাকার নাণ্ডিল্লগোপ তাঁহার টীকার মঙ্গলাচরণে[১] শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের কন্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণদেবরায়ের বিবাহের কথা এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—

প্রতাপরুদ্রস্য গজেশ্বরস্য পুত্রীং পবিত্রীকৃতভূতধাত্রীম্।
প্রত্যগ্রহীদ্যঃ প্রকটপ্রতাপো, ভদ্রাং সুভদ্রামিব পাণ্ডবেয়ঃ ॥
তস্য **শ্রীকৃষ্ণরায়স্য** প্রাজ্যরাজ্যধুরন্ধরঃ।
কুলক্রমাগতো মন্ত্রী সাম্প্রতিম্মচমূপতিঃ ॥

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীলক্ষ্মীধর-কৃত 'অদ্বৈতমকরন্দে'র স্বকৃত-টীকায় গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব-কর্তৃক কর্ণাটরাজ শ্রীকৃষ্ণরায়ের পরাজয়ের[২] কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৈষ্ণব-ধর্মের পরিপোষক

কেহ কেহ[৩] মনে করেন,—'শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব প্রথমে জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন।' বস্তুতঃ শ্রীপুরুষোত্তমদেব ও তাঁহার মহিষী

১। Op. cit, p. 145 ; ২। 'Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal' by S. K. De, Calcutta, 1942, p. 67 ; ৩। 'Orissa and Her Remains' by Manomohan Ganguly, Calcutta,

কিরূপ ঐকান্তিক বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের 'শ্রীপদ্যাবলী'তে ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে' (মধ্যলীলা, পঞ্চম পরিচ্ছেদ) তথা বিবিধ অনুশাসনলিপিতে ও ইতিহাসের পত্রে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। ঐরূপ বৈষ্ণবতার পারিপার্শ্বিকতায় আবাল্য প্রতিপালিত, শ্রীশ্রীরামানন্দ-শ্রীকাশীমিশ্র-শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্য্যাদির পরমপ্রিয় ব্যক্তি কখনই কোন অবৈদিক ধর্মের পক্ষপাতী হইতে পারেন না। শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা হইবার পর হইতেই প্রত্যহ নিয়ম করিয়া রাজগুরু শ্রীকাশীমিশ্রের পাদসম্বাহন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা-পারিপাট্যের কথা শ্রবণ করিতেন। ইহা হইতেই তাঁহার বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি অভূতপূর্ব আচরণময়ী নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। *

প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যতদিন রহে তিঁহো শ্রীপুরুষোত্তমে॥
নিত্য আসি' করে' মিশ্রের পাদসম্বাহন।
জগন্নাথ-সেবার করে' ভিয়ান শ্রবণ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনলাভের পূর্ব হইতেই গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র প্রতি-বৎসর রথযাত্রাকালে রথের পথে ঝাড়ু দিতেন; শ্রীরায়রামানন্দাদি-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা আস্বাদন করিতেন। পূর্ব হইতেই শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে যে যথেষ্ট অধিকার ছিল, তাহা 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক', শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ সাক্ষ্য প্রদান করেন।

1912, p. 19; Rev. Long in the 'Journal of the Asiatic Society of Bengal', Vol. XXVIII, Nos. I-V (1859); * চৈ চ অ ৯।৮১-৮২

শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও শ্রীরামানন্দ-রায়

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আদি রসিক-কবি শ্রীল রায়রামানন্দ-পাদ 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকে' গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অমিতপ্রতাপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

যন্নামাপি নিশম্য সন্নিবিশতে সেকন্দরঃ কন্দরং
স্বং বর্গং কলবর্গভূমি-তিলকঃ সাস্রং সমুদ্বীক্ষতে।
মেনে গুর্জ্জরভূপতির্জ্জরদিবারণ্যং নিজং পত্তনং
বাতব্যগ্র-পয়োধি-পোতগমিব স্বং বেদ গৌড়েশ্বরঃ॥
কায়ব্যূহবিলাস ঈশ্বরগিরেদ্বৈতং সুধাদীধিতে-
র্নির্য্যাসস্তুহিনাচলস্য যমকং ক্ষীরাম্বুরাশেরসৌ।
সারঃ শারদবারিদস্য কিমপি স্বর্বাহিনীবারিণো
দ্বৈরাজ্যং বিমলীকরোতি সততং যৎকীর্ত্তিরাশির্জ্জগৎ॥
যদ্দানাম্বুকদম্ব-নির্ম্মিতনদী-সংশ্লেষ-হর্ষাদসৌ
রিঙ্গত্তুঙ্গ-তরঙ্গ নিঃস্বন-মিষাৎ প্রস্তৌতি যং বারিধিঃ।
নিত্যপ্রস্তুত-সপ্ততন্তুভিরভিসৃতং মনো নাকিনাং
যেনৈতৎ প্রতিমাচ্ছলেন যদমী মুঞ্চন্তি ন প্রাঙ্গণম্॥

তেন প্রতিভট-নৃপঘটা-কালাগ্নি-রুদ্রেণ শ্রীমৎপ্রতাপরুদ্রেণ শ্রীহরিচরণমধিকৃত্য কমপি প্রবন্ধমভিনেতুমাদিষ্টোঽস্মি। *

'যাঁহার নাম শুনিয়াই সেকন্দর-নামক যবনরাজ গিরিগহ্বরে প্রবেশ করেন, কলবর্গদেশের (Gulbarga) রাজা নিজ পরিজনবর্গকে সাশ্রু-নেত্রে দর্শন করেন, গুর্জ্জরনৃপতি নিজ রাজধানীকে জীর্ণ অরণ্যের ন্যায় মনে করেন এবং গৌড়াধিপতি নিজকে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পোতে

---

* 'শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকম্' ১ম অঙ্ক, ৫-৭ শ্লোক, (শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামী সং)

আরূঢ় ব্যক্তির ন্যায় বোধ করেন ; কৈলাস-পর্বতের অন্যতম প্রকাশ-স্বরূপ, চন্দ্রের দ্বিতীয়স্বরূপ, হিমাচলের নির্যাস-সদৃশ, ক্ষীর-সমুদ্রের যমজ-স্বরূপ, শারদ মেঘের সার ও স্বর্গঙ্গার জলধারার অনির্বচনীয় দ্বিতীয় রাজাতুল্য (অর্থাৎ তৎসদৃশ) যাঁহার কীর্তিরাশি সর্বক্ষণ জগতের বিমলতা সম্পাদন করিতেছে ; যাঁহার দানকালে প্রদত্ত জলরাশিদ্বারা সৃষ্ট নদীর সঙ্গলাভজনিত হর্ষভরে ঐ সমুদ্র যাঁহাকে উচ্ছলিত উত্তুঙ্গ তরঙ্গের উচ্চধ্বনিচ্ছলে স্তুতি করিতেছে ; যৎকর্তৃক নিত্য অনুষ্ঠিত (নির্মিত) যজ্ঞদ্বারা (সপ্তসূত্রদ্বারা) সর্বতোভাবে বদ্ধচিত্ত (গ্রথিত) হওয়ায় দেবগণ প্রতিমাচ্ছলে (ক্ষণকালের জন্যও) যাঁহার রাজসভা পরিত্যাগ করেন না ;—প্রতিপক্ষনৃপকুলের কালাগ্নি-রুদ্রস্বরূপ সেই শ্রীমৎ-প্রতাপরুদ্রকর্তৃক শ্রীহরিপাদপদ্ম-অবলম্বনে কোন প্রবন্ধ (নাটক) অভিনয় করিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।'

শ্রীশ্রীল রায়রামানন্দপাদ শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকে (৪।১) শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রদেবকে 'সুকৃত-সমুদ্র' ও 'শশিকিরণ হইতেও সুশীতল' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব যে অসামান্য পরবিদ্যোৎসাহী, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের পদারবিন্দলুব্ধ রসিক-ভক্তজনপ্রিয় ছিলেন, শ্রীশ্রীরায়রামা-নন্দপাদের শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকের গীতসমূহের ভণিতায় তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীনীলাচলে শুভবিজয়ের পূর্বেই অর্থাৎ বহির্দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপালাভের পূর্বেই শ্রীপ্রতাপরুদ্র অপ্রাকৃত রসিক কবি-ভূপতি-শিরোমণি শ্রীরামানন্দপাদের দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের কেলি-রসগর্ভ 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' রচনা করাইয়াছিলেন ; সুতরাং শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীপ্রতাপরুদ্রের চিত্তে তাঁহার অলক্ষিত-ভাবে আবির্ভূত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যপ্রেষ্ঠজন শ্রীশ্রীরামা-

নন্দের প্রতি গজপতিকে অনুরাগী করাইয়াছিলেন। যিনি শ্রীরামানন্দের কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়াছেন, তাঁহার আর দুষ্প্রাপ্য কি আছে?

শ্রীল রামানন্দপাদ প্রাকৃত কবিগণের ন্যায় অর্থ বা প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল হইয়া কোন নৃপতির নিরর্থক যশোগান করেন নাই। তিনি শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিত্য সেবকেরই গুণগৌরব গান করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকার ও কৃপা-লাভ

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপাপ্রসঙ্গ 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক', 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য', 'শ্রীমুরারিগুপ্তের করচা', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি লীলাগ্রন্থে কিছু কিছু বৈচিত্র্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ লীলালেখকগণের বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিলেও কোন বিরোধ নাই; কিন্তু আধ্যক্ষিক গবেষকগণ প্রকৃত স্বারস্য অবধারণ করিতে না পারিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন।

শ্রীল কবিকর্ণপূরের উক্তি

শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে'র প্রারম্ভে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

নির্ধূমোঽপ্যনুমীয়তে প্রতিদিশং যস্য প্রতাপানলঃ
সাধূনাং সুখদো বিপক্ষশলভব্যূহস্য দাহোদ্ধুরঃ।
প্রাগেব স্ফুটনে বিশঙ্কিতধিয়া যস্যোষ্মণাং প্রক্রমৈঃ
শ্রীশেনাবরণৈরকারি বহুভির্ব্রহ্মাণ্ডলেপো বহিঃ॥

সোঽয়ং মূর্তিমানিব নিবহীভূতঃ পরাক্রমঃ ক্রমসমুপচীয়মান-ভগবদ্ভাব-স্বভাবস্বয়মাবির্ভূতশান্তিরসাবগাহনির্ধূত-রজস্তমস্তয়াঽস্তয়াঽবিষ্ণয়া শম ইব শরীরী পরেষামপি মনসি ন বিধাস্তীং বিষয়বাসনাং করোতি। *

---

* 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্' ১ম অঙ্ক, ৪ শ্লোক (নির্ণয়সাগর প্রেস, সং, ১৯১৭ খৃঃ)

যাঁহার প্রতাপাগ্নি ধূমরহিত হইয়াও প্রতিদিকে অনুমিত হয়, যিনি সজ্জনগণের সুখ দান করেন ও বিপক্ষরূপ পতঙ্গসমূহের দহনকার্যে সমর্থ এবং যাঁহার প্রতাপানলের উত্তাপের আরম্ভেই পাছে ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ হয়, এই ভয়েই যেন মহাবিষ্ণু পৃথিব্যাদি বহু আবরণের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগ লেপন করিয়াছেন,—সেই মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব যেন মূর্তিমান্ পুঞ্জীভূত-পরাক্রম। তাঁহার ক্রমবর্ধমান শ্রীভগবদ্ভক্তির স্বভাবে স্বয়ং আবির্ভূত শান্তরসে অবগাহন-হেতু রজস্তমোগুণ দূরীভূত হইলে বোধ হইতেছে যেন শান্তরসই শরীর ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় তিনি (আপনার কথা দূরে থাকুক) অপরেরও মনে বিষয়বাসনা হউক, এরূপ ইচ্ছাও করিতেছেন না।

‘শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে’র সপ্তম অঙ্ক হইতে দশম অঙ্কে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের প্রসঙ্গ আছে। অষ্টম অঙ্কের নাম ‘শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রানুগ্রহ’।

শ্রীল কবিকর্ণপূর-গোস্বামি-প্রণীত ‘শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে’[১] শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের বিষয়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

> গজপতি-করদণ্ডখণ্ডখণ্ডী, কৃতসকলারিরশেষবিঘ্নহর্তা।
> নৃপতিগণপতিঃ প্রতাপরুদ্রো, রবিরিব যঃ প্রতপত্যসৌ সদৈব॥
> স তু লঘুতর-সেবকায়মানঃ, করকলিতামলহৈমমার্জনীকঃ।
> কিমপি তদুভয়োর্বিহারলীলাং, পরিকলয়ন্ গতসর্বচেষ্ট আসীৎ॥

গজরাজের শুণ্ডদণ্ডদ্বারা যিনি সকল শত্রুকে খণ্ডখণ্ড করিয়াছেন, অশেষ বিঘ্নের হরণকারী, রাজমণ্ডলীর অধিপতি এবং সর্বদাই সূর্যের ন্যায় প্রতাপশালী, সেই মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব অত্যন্ত সামান্য সেবকের ন্যায় হইয়া করকমলে নির্মল সুবর্ণ-মার্জনী ধারণপূর্বক সেই

১। শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য (১৩।২৫-২৬)

শ্রীনীলাচলচন্দ্র ও গৌরচন্দ্রের অনির্বচনীয় বিহার-লীলা দর্শন করিয়া সর্বচেষ্টাশূন্য হইলেন।

'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে'র ত্রয়োদশ সর্গে (৭৮ ৮৭ শ্লোক) ও ঊনবিংশ সর্গে (৬৫-৯৯ শ্লোক) শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য়[১] উক্ত হইয়াছে,—

ইন্দ্রদ্যুম্নো মহারাজো জগন্নাথার্চকঃ পুরা।
জাতঃ **প্রতাপরুদ্রঃ** সন্ সম ইন্দ্রেণ সোঽধুনা॥

পূর্বে যিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অর্চক মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন, তিনিই এখন ইন্দ্রসম ঐশ্বর্যশালী হইয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীমুরারিগুপ্তের করচার বর্ণনা

শ্রীমুরারীগুপ্তের নামে আরোপিত 'করচা' বা 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত', গ্রন্থের[২] চতুর্থ প্রক্রমের 'শ্রীপ্রতাপরুদ্রানুগ্রহ'-নামক ষোড়শ সর্গে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"রাজা গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনার্থে শ্রীরামানন্দসহ শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যকে ডাকিয়া প্রীতি, আদর ও বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সাগ্রজ গৌরচন্দ্রের দর্শন কিরূপে হইতে পারে—বলুন দেখি।' শ্রীসার্বভৌম বলিলেন,—'মহারাজ! তোমার পক্ষে তাঁহার দর্শনলাভ বড়ই দুর্ঘট ব্যাপার; অন্য উপায়ে তোমার দর্শন

১। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ১১৮ তম শ্লোক; ২। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত, অমৃতবাজার কার্যালয়, ৪র্থ সং, কলিকাতা, শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৯, শ্রীমদ্ হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ।

করিতে হইবে, কিন্তু সম্মুখে নয়। মহারাজ! যখন তাঁহারা সংকীর্তনানন্দে মত্ত হইবেন, তখনই তুমি ঐ পরমেশ্বরযুগলকে দর্শন করিবে।' সমুৎ-কণ্ঠিত রাজা প্রহসিতবদনে তখন বলিলেন,—'ভাল, তাহাই হউক; তবে আপনারা তাহাই করিবেন, যাহাতে শীঘ্রই দর্শন পাইতে পারি।' যুগল পরমেশ্বর তখনই কীর্তনানন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন—এই সংবাদ পাইয়া রাজা গিয়া সেই করুণাসমুদ্রদ্বয়কে দর্শন করিলেন। অশ্রু-কম্প-পুলকাদিতে এবং নাসার লালা ও মুখামৃত প্রভৃতিতে মণ্ডিতদেহ দুই প্রভুকে দেখিয়া রাজাও অশ্রুপুলকপূর্ণ হইলেন। রাজা তৎপরে প্রীতমনে নিজমন্দিরে গিয়া শয়ন করিলে স্বপ্নে দেখিলেন—সেই বিগ্রহদ্বয়ই কীর্তনানন্দ করিতে করিতে রত্নসিংহাসনোপরি শোভাবিস্তারকারী হইয়াছেন। অনন্তর নিত্য পূর্ণবিলাসবৈভববিশিষ্ট রামকৃষ্ণকে সুখে দেখিয়া রাজা কিছু বলিতে বলিতে ব্যগ্রতাসহকারে ভূমিতে দণ্ডবৎ করিয়া উঠিলেই দেখিলেন যে, সেই প্রভুযুগলই বিরাজ করিতেছেন। এইরূপে রাজা তিনবার স্বপ্ন দেখিয়া প্রেমবিহ্বল হইয়া কাঁদিতেছেন, তৎপর গাত্রোত্থান-পূর্বক শীঘ্রই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণকমল-সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মুহুর্মুহু ভূমিতে পড়িয়া রোদন করিলেন—প্রভুর চরণকমল হৃদয়ে ধরিয়া সেই সর্বেশ্বর আদিপুরুষকে স্তব করিতে লাগিলেন,—'হে জগদীশ! হে প্রেমময়প্রকাশ! হে সকলজননিবাস! হে আনন্দময়! হে অনন্তশয্যায় শায়িত! তোমার জয় হউক, জয় হউক!! নিজ ভক্তগণের মতিরূপ মত্তভ্রমরগণকর্তৃক তোমার চরণকমল চুম্বিত হইতেছে। হে দীনবন্ধো! বিরহাতুর আমাকে পালন কর।' মহাবভূতিময় জগৎপতি প্রভু এই স্তবকারী রাজাকে শৃঙ্গাররসময় নিজ বৈভববিশিষ্ট মহাদ্ভুত ষড়্ভুজমূর্তি প্রদর্শন করাইলেন। প্রেমোদ্দাম গৌরচন্দ্র নিরন্তর নেত্রভঙ্গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরমমধুর

পূর্ণ আনন্দ দেখাইয়া বিজয় করিতেছেন! স্বয়ং নিত্যানন্দও দিব্য-মাধুর্যপূর্ণ বৈভব এবং প্রেমোন্মাদে কল্যাণময় অথচ নিজ শান্তস্বরূপ বিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন!! শ্রীগৌরচন্দ্র ঊর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে ধনুর্বাণ ধারণ করিয়াছেন, মধ্যহস্তদ্বয়ে ও বক্ষঃস্থলে বংশী স্থাপন করিয়া মহাসুন্দর হইয়াছেন, আর অধঃস্থিত হস্তযুগলে তিনি পরম সুমধুর নৃত্যাবেশ অঙ্গীকার করিয়াছেন।

এইভাবে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব শ্রীগৌরাঙ্গের সকল অঙ্গটি প্রেমময়ই দেখিলেন। রাজা এই মূর্তি দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সুমধুর রাসলীলার স্মরণে প্রেমাশ্রুপুলকে ব্যাপ্ত হইয়া কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিতে করিতে নৃত্য করিলেন। এই শ্লোকগুলি পরমমাধুর্যসার শ্রীমদ্ভাগবতেরই এবং শ্রীগোপীজনমণ্ডলীতে শুভপ্রয়াণকারী শ্রীরাম-কৃষ্ণের স্বানন্দভাবোন্মাদেরই নির্দেশক।

বৈষ্ণবগণের পরম প্রিয় অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ ৩৪শ অধ্যায়ে,—'কোনও সময়ে (হোলি-পূর্ণিমায়) রজনীযোগে অদ্ভুত-প্রভাবসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ব্রজনারীগণের মধ্যবর্তী হইয়া ব্রজবিপিনে বিহার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রণয়িনী প্রেয়সীবৃন্দ তাঁহাদিগের উপলক্ষে সুমধুর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন—উভয়ের দেহ অলঙ্কৃত ও বিবিধ অঙ্গরাগে সুলিপ্ত, কণ্ঠে বনমালা এবং পরিধানে সুনির্মল বসন। সান্ধ্য আকাশে চন্দ্রমা ও তারকামণ্ডলীর উদয় হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা প্রদোষকালের সম্বর্ধনা করিলেন। তখন উভয়ে সর্বপ্রাণীর মনঃশ্রবণ-মঙ্গল সঙ্গীতালাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।' মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দনকে ষড়্ভুজমূর্তি দেখিয়া এবং রোহিণী-নন্দন শ্রীনিত্যানন্দ-রামকেও দেখিয়া সকল মহাজন এবং শ্রীসার্বভৌমাদি পুলক ও অশ্রুধারায় ব্যাপ্তকলেবর হইয়া নিত্য শ্রীকৃষ্ণগুণ-কীর্তনরসে মগ্ন হইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনা

'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র বর্ণনানুসারে জানা যায়, যে সময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রথম নীলাচলে শুভবিজয় করিয়াছিলেন, সেই সময় উৎকলাধিপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র যুদ্ধ-অভিযান-উপলক্ষে বিজয়নগরে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কিছুকাল নীলাচলে বাস করিবার পর গৌড়দেশে বিজয় করেন এবং রামকেলি হইতে পুনরায় নীলাচলে বিজয় করেন। প্রভুর পুরীতে বিজয়বার্তা শ্রবণ করিবামাত্র শ্রীপ্রতাপরুদ্র স্বীয় রাজধানী কটক হইতে পুরীতে আগমন করেন এবং প্রভুর সহিত সাক্ষাৎকার লাভের জন্য শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিতে থাকেন। রাজার আর্তি-দর্শনে ভক্তগণ অন্তরালে থাকিয়া রাজাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিবার যুক্তি প্রদর্শন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদে নৃত্যকালে প্রভুর শ্রীমুখে লালা ও শ্রীঅঙ্গ ধূলিধূসরিত-দর্শনে রাজা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ-সাত্ত্বিকভাব বুঝিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করেন। রাত্রিতে স্বপ্নযোগে রাজা শ্রীজগন্নাথদেবকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীজগন্নাথ রাজাকে অনুযোগ দিয়া বলেন,—"তোমার কর্পূরকস্তুরী-চন্দন-লেপিত অঙ্গ আমার লালাধূল্যময় শরীর স্পর্শ করিবার যোগ্য নহে।" সেই সময় শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহাসনে রাজা শ্রীচৈতন্যদেবকে ধূলিধূসরিত দেখিয়া স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীগৌরহরি শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে বলেন,—"তুমি যখন আমাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছ, তখন আমাকে কি জন্যই বা স্পর্শ করিতে চাহ?"

নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া রাজা অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব' ও 'শ্রীজগন্নাথদেবে' অভিন্ন বুদ্ধির উদ্রেক

হইল। একদিন সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু পুষ্পোদ্যানে উপবিষ্ট ছিলেন, শ্রীপ্রতাপরুদ্র একাকী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-সন্নিধানে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া সাত্ত্বিকবিকারে পরিপ্লুত ও প্রেমানন্দে মূর্ছিত হইলেন। রাজার শরীরে বিষ্ণুভক্তিচিহ্ন দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু রাজার অঙ্গে শ্রীহস্ত প্রদান করিলেন। প্রভুর শ্রীহস্তস্পর্শে রাজা সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম ধারণপূর্বক প্রেমক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার স্তব করিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কাকুবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কৃপাশীর্বাদ ও উপদেশ[১] প্রদান করিলেন,—

প্রভু বলে,—"কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণকার্য বিনা তুমি না করিবা আর॥
নিরন্তর কর' গিয়া কৃষ্ণসংকীর্তন।
তোমার রক্ষিতা বিষ্ণুচক্র সুদর্শন॥
তুমি সার্বভৌম, আর রামানন্দ রায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইনু এথায়॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের গলার মালা শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। প্রভুর আজ্ঞামালা পাইয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব পূর্ণকাম হইলেন এবং নিরন্তর শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মধ্যানে আবিষ্ট হইলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সর্বপ্রথমে নীলাচলে আগমন করিয়া দক্ষিণাতি-মুখে যাত্রা করিলেন, তখন মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বলিলেন,[২]—

শুনিলাঙ তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হইতে আইলা, তেঁহো—মহা-কৃপাময়॥

১। চৈ ভা অ ৫।২০০-২০২; ২। চৈ চ ম ১০।৫-৬

তোমারে বহু কৃপা কৈলা, কহে সর্বজন।
কৃপা করি' করাহ মোরে তাঁহার দর্শন ॥

তখন,—

ভট্ট কহে,—"যে শুনিলা সব সত্য হয়।
তাঁর দর্শন তোমার ঘটন না হয় ॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহেন নির্জনে।
স্বপ্নেহ না করেন তেঁহো রাজ-দরশনে ॥
তথাপি প্রকারে তোমা করাইতাম দরশন।
সম্প্রতি করিলা তেঁহো দক্ষিণ গমন ॥"*

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে একদিন শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁহার নিকটে অতি-বিনীতভাবে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পক্ষ হইয়া কৃপা যাচ্ঞা করিলেন।†

কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে 'নারায়ণ'।
'সার্বভৌম, কহ কেন অযোগ্য বচন?
বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥'

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য বলিলেন,—"প্রভুপাদ যাহা বলিলেন, তাহা সত্য; কিন্তু রাজা শ্রীজগন্নাথের সেবক ও ভক্তোত্তম।" তখন,—

প্রভু কহে,—"তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজয় বিকার ॥
ঐছে বাত্ পুনরপি মুখে না আনিবে।
কহ যদি, তবে আমায় এথা না দেখিবে ॥"‡

---

* চৈ চ ম ১০।৭-৯; † চৈ চ ম ১১।৬-৭; ‡ চৈ চ ম ১১।১০, ১২

এদিকে শ্রীপ্রতাপরুদ্র কটক হইতে শ্রীরামানন্দ রায় প্রভৃতি পরিকরগণের সহিত পুরীতে আসিলেন। শ্রীরামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রভুর আজ্ঞায় রাজ-সমীপে রাজকার্য-পরিত্যাগের সঙ্কল্পজ্ঞাপন ও তাহাতে রাজার অনুমোদন, প্রভুর প্রতি রাজার প্রগাঢ়-ভক্তি, রায়ের প্রতি প্রীতি ও রায়কে রাজকার্য হইতে অবসর দিয়াও পূর্ণবেতনদানের ইচ্ছা, রাজার দৈন্য ও প্রেমার্তি প্রভৃতির কথা নিবেদন করিলেন। ইহা শুনিয়া—

প্রভু কহে,—"তুমি কৃষ্ণভক্ত-প্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান্॥
তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁ'রে করিবে অঙ্গীকার॥" *

ইহাতে প্রভুর রাজাকে ভাবিকালে কৃপা করিবার ইঙ্গিত শ্রীরায়-রামানন্দ বুঝিতে পারিলেন।

দাক্ষিণাত্য হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যাবর্তন করিবার পর রাজার প্রভু-দর্শনোৎকণ্ঠা প্রবল হইল। রাজা কটক হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের অনুমতিলাভের জন্য শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট এক পত্র দিলেন। উত্তরে ভট্টাচার্য প্রভুর নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। পুনরায় রাজা ভট্টাচার্যের নিকট আর এক পত্র প্রেরণ করিয়া প্রভুর ভক্তবৃন্দ-সমীপে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন[১] করিতে বলিলেন।

প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ।
মোর লাগি' তাঁ-সবারে করিহ নিবেদন॥
সেই সব দয়ালু মোরে হঞা সদয়।
মোর লাগি' প্রভুপদে করিবে বিনয়॥

* চৈ চ ম ১১।২৬-২৭; ১। চৈ চ ম ১২।৭-১০

তাঁ-সবার প্রসাদে মিলে শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভুকৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায় ॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি' যোগী হই' হইব ভিখারী ॥

ভট্টাচার্য রাজার এই পত্র পড়িয়া চিন্তিত হইলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের নিকট গিয়া সেই পত্র দেখাইলেন। সকলেই রাজার পত্র দেখিয়া প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে গজপতির ভক্তিতে বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। সকলেই প্রভুর দৃঢ়সঙ্কল্পে আস্থাবান্ ছিলেন ; সুতরাং মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া রাজার জন্য কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না।

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য ভক্তগণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—"আপনারা প্রভুকে রাজার সহিত মিলিত হইবার কথা না হয়, না বলিলেন ; কিন্তু রাজার ভক্তিনিষ্ঠার কথা প্রভুকে জানাইতে আপত্তি কি?" পরে সকলে মিলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই অগ্রণী হইয়া মহাপ্রভুর দর্শনকাতর রাজার প্রতিজ্ঞা প্রভু-সমীপে নিবেদন করিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের গাঢ় অনুরাগের কথা শুনিয়া প্রভুর অন্তর বিগলিত হইল, কিন্তু বাহিরে নিষ্ঠুর-প্রতিম বাক্য বলিলেন। অগত্যা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমতি লইয়া শ্রীগোবিন্দের নিকট হইতে প্রভুর একটি বহির্বাস চাহিয়া লইলেন। উহা শ্রীসার্বভৌমের দ্বারা রাজার নিকট পাঠাইলেন। সেই প্রসাদী বস্ত্রটি প্রভু হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া রাজা প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পূজা করিতে লাগিলেন।

ব্যবহারচতুর শ্রীরামানন্দ রায় আর একদিন রাজার প্রীতি ও নিষ্ঠার কথা বর্ণন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয় দ্রবীভূত করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রাজার সহিত সাক্ষাদ্ভাবে মিলিত হইতে সম্মত হইলেন না, তবে

বলিলেন,—"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'—এই শাস্ত্র-বাণী-অনুসারে রাজপুত্রকে আমার নিকট আনিতে পার।" শ্যামবর্ণ কিশোর-বয়স্ক রাজপুত্রকে দর্শন করিয়া প্রভুর শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপনা হইল। প্রভু শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজপুত্রের অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকাশিত হইল। কুমার 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' উচ্চারণ করিয়া নৃত্য ও রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে স্থির করাইলেন এবং প্রত্যহ তাঁহার সমীপে আসিতে বলিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র পুত্রকে দর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্পর্শানুভূতি লাভ করিলেন। সেই হইতে ভাগ্যবান্ রাজপুত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে গণিত হইয়াছেন।

রথযাত্রার দিন সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু 'পাণ্ডুবিজয়' দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রসহ শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণকে শ্রীজগন্নাথের রথবিজয়-দর্শনে সর্বপ্রকারে সহায়তা করিলেন। রাজা সুবর্ণ-সম্মার্জনীর দ্বারা রথের পথ স্বহস্তে সম্মার্জন ও পথে চন্দনজল সেচন করিলেন। রাজার সেই দৈন্যময়ী সেবা-দর্শনে মহাপ্রভুর অত্যন্ত সুখ হইল। তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে তৎপ্রতি শ্রীগৌরকৃপার অঙ্কুর বর্ধিত হইতে থাকিল।

বলগণ্ডি-উদ্যানে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবেশে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীসার্বভৌমের উপদেশে শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণববেশে যুক্তকরে শ্রীগৌরভক্তগণের আজ্ঞা লইয়া নিমীলিতনেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করিতে করিতে শ্রীগোপীগীতার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।* প্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া 'বল, বল' শব্দে আবৃত্তিকারীকে আদর করিলেন। "তব কথামৃতম্" শ্লোক শুনিবামাত্র

* শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য' ১৩৭৮-৮৭; শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর এই স্থানের বর্ণনা শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে'র বর্ণনার অনুরূপ।

প্রভু প্রেমাবেশে রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ভাবাবেশে শ্রীগোপী-গীতা-আবৃত্তিকারী রাজার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা অত্যন্ত দৈন্যভরে আপনাকে 'দাসানুদাস' বলিয়া পরিচয় দিলেন।

বিজয়া-দশমী-দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন; ক্রমশঃ শ্রীভুবনেশ্বর হইয়া কটকে উপনীত হইলেন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভু এক বকুল-বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলেন। * শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীরাম-রায়ের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুর সমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-অশ্রুতে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের দেহ অভিষিক্ত হইল। তদবধি শ্রীগৌরসুন্দর **'শ্রীপ্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা'** নামে খ্যাত হইলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীবৃন্দাবন-অভিমুখে গমনপথে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুখে বিচরণের জন্য নানাপ্রকার সুবন্দোবস্ত করাইলেন। সেই বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভু রামকেলি পর্যন্ত গমন করিয়া নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন এবং পরবৎসর রথযাত্রার পরে একাকী শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন।

একদিন রাজপুরোহিত শ্রীকাশীমিশ্র রাজার নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া শ্রীআলালনাথে গমনের দৃঢ়সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মিশ্র রাজবিত্তাপহারক শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কের ব্যবহারে ধর্মগোপ্তা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দুঃখ এবং সেইজন্যই আলালনাথে গিয়া নির্জনবাসের সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন। ইহা শুনিয়া রাজা শ্রীপ্রতাপ-রুদ্র বলিলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহাতে পুরীতে অবস্থান করেন, তজ্জন্য আমি সর্বস্ব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। ক্ষণকালও প্রভুর দর্শন

---

* 'শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য' ১৯।৭৮-৮২; শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভুর এই বর্ণনা 'শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে'র বর্ণনার অনুরূপ।

পরম লোভনীয়। উহার সহিত প্রাকৃত রাজৈশ্বর্য-লাভের তুলনাই হয় না।"

শ্রীকাশীমিশ্র রাজাকে বলিলেন,—"আপনি গোপীনাথকে রাজ-দায় হইতে অব্যাহতি দেন, ইহা প্রভুর ইচ্ছা নহে। কিন্তু শ্রীভবানন্দ, শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ পাছে হৃদয়ে দুঃখ পান, ইহাই প্রভুর চিন্তা।" রাজা বলিলেন,—"আমি গোপীনাথের শাস্তির কোন কথাই জানি না। শ্রীভবানন্দের বংশের প্রতি আমার চিরকালই স্বাভাবিক প্রীতি আছে।"

এদিকে রাজার নির্দেশানুসারে যুবরাজ শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ককে ডাকাইয়া বলিলেন,—"আমি তোমাকে সমস্ত দায় হইতে অব্যাহতি দিলাম এবং তোমার হস্তে 'মালজাঠ্যা দণ্ডপাট' (মেদিনীপুর) প্রদান করিলাম। তুমি আর এইরূপ রাজধন নষ্ট করিও না। অদ্য হইতে তোমার বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিলাম। তোমার উপর যে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা হইতেও তুমি মুক্তি পাইলে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদ্ভক্তের প্রতি রাজার এইসকল প্রীতির নিদর্শন মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের বৈষ্ণবতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শ্রীপ্রতাপ-রুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য সমস্ত রাজ্য, বিষয়, এমন কি, প্রাণ-পর্যন্ত-পরিত্যাগে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সমস্ত রাজকোষ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার সেবকমণ্ডলীর সেবার্থ সর্বক্ষণ উন্মুক্ত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনলাভের পূর্বে শ্রীরামানন্দপাদ ও শ্রীসার্বভৌমের সেবা-সুকৃতি এবং তৎপরে সমগ্র শ্রীগৌরপরিকরের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীব্রহ্ম-শিবাদির দুর্লভপদ শ্রীগৌরপাদপদ্ম দর্শন, স্পর্শন ও সেবনের সৌভাগ্য-সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের ন্যায় এরূপ ভাগ্যবান্ নৃপতি ত্রিজগতে দুর্লভ।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের বর্ণনা

শ্রীলোচনদাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে'র উপসংহারে দৃষ্ট হয়,—শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব লোকমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণাবলীর কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হ'ন। একদিন রাজা শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শনার্থ উপনীত হইয়া দেখেন—রত্নবেদীতে শ্রীজগন্নাথদেবের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ন্যাসিরূপে উপবিষ্ট আছেন। ইহা দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া 'পড়িছা'কে শ্রীজগন্নাথের সিংহাসনে কে উপবিষ্ট আছেন, জিজ্ঞাসা করেন। পড়িছা বলেন,—"শ্রীজগন্নাথদেবই সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন; আর কে থাকিবেন?" রাজা নিজের প্রত্যক্ষ দর্শনকে কিছুতেই অবিশ্বাস করিতে না পারিয়া পড়িছাকে রাজদণ্ডভয়ে সত্যকথা গোপন করিতে নিষেধ করেন। পড়িছা পুনরায় দৃঢ়ভাবে জানান যে, তিনি সিংহাসনে শ্রীজগন্নাথদেব ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। কিন্তু শ্রীপ্রতাপরুদ্র অত্যন্ত বিস্মিতচিত্তে চিন্তা করেন, তিনি কেনই বা রত্নবেদীতে শ্রীজগন্নাথের স্থানে এক সন্ন্যাসীকে দেখিতেছেন! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু যে 'টোটা'-মধ্যে সপরিকর অবস্থান করিতেছিলেন, রাজা অনুসন্ধানার্থ তথায় যাইয়া মহাপ্রভুকে শ্রীবৃন্দাবনীয়-কথা কীর্তন করিতে দেখেন। পুনরায় শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে আসিয়া রত্নবেদীতে শ্রীজগন্নাথদেবের পরিবর্তে সুমেরু-আকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ন্যাসিবরের দর্শন-প্রাপ্ত হন। ইহা দেখিয়া রাজার হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়বিশ্বাস হয় যে, শ্রীজগন্নাথই ন্যাসি-অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের মনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। তিনি শ্রীচৈতন্যপার্ষদ মহাভাগবতগণের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দর্শনলাভের জন্য কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। প্রথমে রাজা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দের

নিকট উপস্থিত হন ; পরে শ্রীল পুরীগোস্বামী প্রভৃতি মহাভাগবতগণের নিকট আবেদন জ্ঞাপন করেন।

যখন শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলে মিলিত হইলেন, তখন সকলে যুক্তি করিলেন যে তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীপ্রতাপরুদ্রের বিষয় জ্ঞাপন করিবেন। শ্রীপুরীগোস্বামীই অগ্রণী হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট রাজার কথা বলিলেন ; তাহাতে—

প্রভু বলে,—"সব জন ! শুনহ বচন।
সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে রাজ-দরশন ॥
আমি ত' সন্ন্যাসী—সেই হয় মহারাজ।
দোঁহার দর্শনে দোঁহার কিছু নাহি কাজ ॥" *

শ্রীল পুরীগোস্বামিপাদ বলিলেন,—"শ্রীপাদ ! রাজা এই কথা শুনিলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। আজ দশদিন যাবৎ আপনার চরণ-দর্শনের প্রত্যাশায় রাজা অন্ন-জল ও রাজকার্যাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

রাজা'র এইরূপ অনুরাগের কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তরে সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজাকে নিজ সম্মুখে আনিবার জন্য অনুমতি দিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্মসমীপে উপনীত হইয়া রাজা পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রেমবিহ্বল হইলেন। রাজার অঙ্গে সাত্ত্বিক-বিকার সমূহ প্রকাশিত হইল। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু সহাস্যবদনে রাজার সমীপে ষড়্‌ভুজ-রূপ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তম জানা

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের যে কিশোর-বয়স্ক শ্যামবর্ণ সুন্দর পুত্রকে শ্রীমন্মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর উক্তি-

---

* শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শেষখণ্ড, ১০৩-৪ ; ১৯৭ পৃষ্ঠা, গৌড়ীয়মঠ-সংস্করণ

অনুসারে যে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন 'প্রভুভক্তগণমধ্যে একজন'[১] বলিয়া গণিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম কি ? রাজধন নষ্ট করার অপরাধে যে 'বড় জানা' শ্রীভবানন্দরায়ের পুত্র শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ককে চাঙ্গে চড়াইয়াছিলেন, তিনি ও পূর্বোক্ত শ্রীগৌরভক্ত রাজকুমার কি এক ব্যক্তি ? 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র লেখক শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর বর্ণনানুসারে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পুত্র 'বড় জানা'র নাম—শ্রীপুরুষোত্তম জানা এবং তিনি গৌড়ীয়বৈষ্ণব ছিলেন। সেই শ্রীপুরুষোত্তম জানা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমদনমোহনের বামদেশে শ্রীরাধারাণী-শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। যখন শ্রীগোবিন্দদেব ও শ্রীমদনমোহনদেব প্রথমে প্রকটিত হন, তখন তাঁহাদের বামে শ্রীরাধিকার প্রাকট্য হয় নাই। শ্রীপুরুষোত্তম জানা ইহা শুনিয়া দুই ঠাকুরাণীকে শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। শ্রীমদনমোহন তাঁহার সেবাধিকারীকে স্বপ্নে জানান যে, শ্রীক্ষেত্র হইতে দুই ঠাকুরাণী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। লোকে উভয় শ্রীমূর্তিকেই শ্রীরাধিকা বলিলেও অপেক্ষাকৃত ছোট শ্রীমূর্তিটি শ্রীরাধিকা ও বড়টি শ্রীললিতা। ছোট শ্রীমূর্তিটি তাঁহার বামদেশে এবং বড় শ্রীমূর্তিটি যেন তাঁহার দক্ষিণে অধিষ্ঠিত করা হয়।

এই সংবাদ ক্রমে শ্রীক্ষেত্রে বড় জানার নিকট পৌঁছিলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং শ্রীগোবিন্দের জন্য শ্রীমতীকে পাঠাইবার যত্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম জানা একদিন চিন্তাযুক্ত হইয়া নিদ্রাগত হইলে স্বপ্নচ্ছলে শ্রীরাধিকা তাঁহাকে কৃপাপূর্বক দর্শন দান করিয়া বলিলেন,—'আমাকে শীঘ্র শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দসমীপে প্রেরণ কর। আমি বহুকাল যাবৎ চক্রবেড়ের মধ্যে অবস্থান করিতেছি।

১। চৈ চ ম ১২।৬৮

সকলে আমাকে 'লক্ষ্মী ঠাকুরাণী' নামে অভিহিত করে ; আমি যে শ্রীবৃষভানুকন্যা, ইহা কেহই জানে না।"

নিদ্রাভঙ্গ হইলে শ্রীপুরুষোত্তম জানা অতি ত্রস্ত হইয়া চক্রবেড়-মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং স্বরূপশক্তির শ্রীমূর্তি দর্শন করিলেন।

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবাধ্যক্ষ শ্রীল হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য শ্রীল রাধাকৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভু তৎকৃত 'সাধন-দীপিকা'-গ্রন্থে[১] শ্রীক্ষেত্রের চক্রবেড়স্থ শ্রীরাধিকা-মূর্তির প্রসঙ্গ উদ্ধার ও বর্ণনকরিয়াছেন। কোন এক সময়ে শ্রীরাধা শ্রীবৃন্দাবন হইতে ভক্ত-বাৎসল্য-বশতঃ উৎকল-দেশের শ্রীরাধানগরে বিজয় করেন। দক্ষিণদেশীয় বৃহদ্ভানু-নামক এক পরমবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ উক্ত শ্রীরাধানগরে বাস করিতেন। তিনি শ্রীমতীকে কন্যারূপে সেবা করিয়া শ্রীরাধার কৃপায় অভিষিক্ত হন। উক্ত বিপ্রের অপ্রকটের পর শ্রীক্ষেত্রের তদানীন্তন রাজা লোকমুখে এই অদ্ভুত বার্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধানগরে উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধিকার দিব্যশ্রীমূর্তি দর্শন করেন। শ্রীরাধিকা তাঁহাকে শ্রীজগন্নাথালয়ে লইয়া যাইবার জন্য রাজাকে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন। রাজা মহাহর্ষে শ্রীমতীকে পুরীতে আনয়ন করিয়া শ্রীজগন্নাথের চক্রবেড়ের রম্যস্থান-মধ্যে সযত্নে স্থাপন করেন। বহুদিন অতীত হইবার পর সাধারণ লোক সেই শ্রীমূর্তিকে 'লক্ষ্মী' বলিয়াই পূজা করিতে থাকেন। বস্তুতঃ সর্বলক্ষ্মীময়ী অংশিনী শ্রীরাধিকাকে 'লক্ষ্মী' নামে অভিহিত করা কিছু তত্ত্ববিরোধ নহে ; কারণ, অংশিনীর মধ্যেই অংশ-স্বরূপা অন্তর্ভুক্তা আছেন। শ্রীমতীর যখন পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে বিজয় করিবার অভিলাষ হইল, তখনই তিনি শ্রীপ্রতাপরুদ্র-নন্দন শ্রীপুরুষোত্তম জানাকে স্বপ্নাদেশ

১। শ্রীসাধনদীপিকা, ষষ্ঠকক্ষা, ৬-১৮ শ্লোক, শ্রীমদ্‌হরিদাসদাস-বাবাজীমহাশয়-সম্পাদিত।

করিলেন। * সেই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম জানা বহু লোকজন-সঙ্গে শ্রীরাধিকাকে শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন এবং শ্রীমতী শ্রীগোবিন্দের বামদেশে অধিষ্ঠিতা হন। †

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজ্য

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব যখন ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন বঙ্গদেশের হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া মাদ্রাজের গুন্টুর (Guntur) জেলা পর্যন্ত রাজ্য এবং তেলিঙ্গনার অধিকাংশ তাঁহার অধিকারে ছিল। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বের প্রথম ভাগ তাঁহার সাম্রাজ্য-বিস্তারের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। তখন বিদরের (Bidar) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাহ্‌মণী সুলতান মহম্মদ্ পরাক্রমহীন ছিলেন, বিজয়নগরের সালুব-বংশ ছিল ধ্বংসোন্মুখ এবং গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ্ তখনও প্রতাপশালী হইয়া উঠিতে পারেন নাই। শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রদেবের বৃথা রাজ্য-জয়-পিপাসা ছিল না বলিয়া তিনি এই-সকল সুযোগ গ্রহণ করিয়া সাম্রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অথবা ১৫১০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রবল পরাক্রান্ত কৃষ্ণদেবরায় বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহন করেন এবং কিছুকাল পরেই উড়িষ্যা-রাজ্যের দক্ষিণভাগ-বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। পর্তুগীজ লেখক নুনেজ (Fernao Nunez) শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের সহিত কৃষ্ণদেব-রায়ের যুদ্ধ-সমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই কৃষ্ণদেবরায় শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের

* 'শ্রীমৎপ্রতাপরুদ্রস্য পুত্রঃ পরমসুন্দরঃ। মহাভাগবতো ধীরঃ সম্মতঃ সাধু-মণ্ডলৈঃ।'—শ্রীসাধনদীপিকা ৬।১২ ;

† শ্রীভক্তিরত্নাকর, ষষ্ঠ তরঙ্গ, ৬৩-১০৯

সহিত বিরোধের সৃষ্টি করেন এবং প্রতাপরুদ্র তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণ সীমা রক্ষা করিবার জন্য দক্ষিণ দিকে বিজয় করেন। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সর্বপ্রথমে শ্রীনীলাচলে আগমন করেন, তখন প্রতাপরুদ্রদেব তথায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। এই কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে[১] এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—



শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ-স্তূপ (কটক)

যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে ॥
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়নগরে।
অতএব প্রভু না দেখিলা সেইবারে ॥

১। চৈ ভা অ ৩।২৬৯-৭০

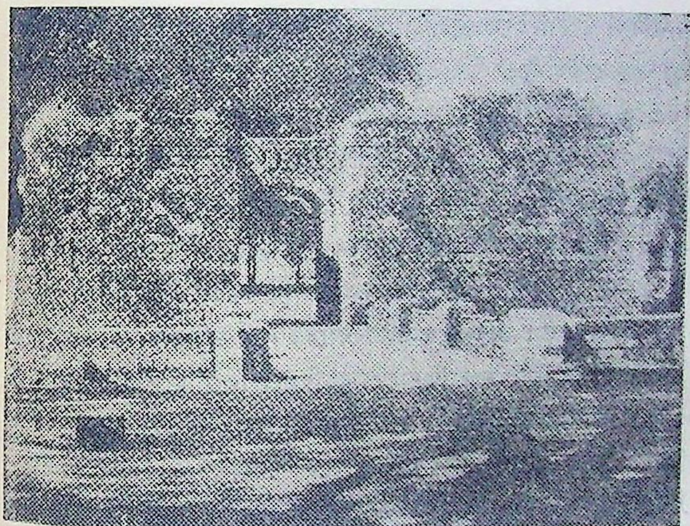
১৫১৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদেবরায় শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজ্যের দক্ষিণভাগে অবস্থিত নেলোর (Nellore) জেলার অন্তর্গত উদয়গিরি আক্রমণ করেন। কৃষ্ণদেবরায় ৩৪০০০ পদাতিক সৈন্য ও ৮০০ হস্তী লইয়া উদয়গিরিতে উপস্থিত হ'ন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের ১০০০০ পদাতিক সৈন্য ও ৪০০ অশ্বারোহী সৈন্য প্রায় দেড় বৎসরকাল কৃষ্ণদেবরায়ের বাহিনীকে বাধা দেয়। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে উদয়গিরির পতন হয়। অনুশাসন-লিপিসমূহে[১] উক্ত হইয়াছে যে, এই যুদ্ধের পরে কৃষ্ণদেবরায়ের 'তিরুমল রাঘবরায়' বা 'তিরুমল কান্তরায়' নামক শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের এক মাতুলকে উদয়গিরিতে বন্দী করেন।[২] ইহার পরেই কৃষ্ণদেবরায় গুন্টুর জেলার অন্তর্গত কোণ্ডবীড়ু আক্রমণ করেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব এক বিশাল বাহিনী লইয়া বাধা দেন, কিন্তু কোণ্ডবীড়ু-দুর্গ-হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে কৃষ্ণানদীর তীরে পরাজিত হ'ন। যুদ্ধের দুইমাস পরে কোণ্ডবীড়ু-দুর্গ আত্মসমর্পণ করে। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন, শনিবার কৃষ্ণদেবরায় কোণ্ডবীড়ু অধিকার করেন। কৃষ্ণদেবরায়ের মঙ্গলগিরি-অনুশাসনসমূহে এই তারিখ বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে কৃষ্ণদেবরায় শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের একজন পুত্রকে বন্দী করেন।* কোণ্ডবীড়ুর স্থানীয় ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের এই পুত্রের নাম শ্রীবীরভদ্র ; কৃষ্ণদেবরায়ের জয়ের পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোণ্ডবীড়ু-দণ্ডপাটের রাজপ্রতিনিধিরূপে শাসক (Viceroy) ছিলেন।† কৃষ্ণদেবরায় স্বরচিত 'আমুক্ত মাল্যদা' নামক তেলেগু

১। 'Nellore Inscriptions' By Butterworth and Venugopal Chetti, Nos. 37, 38, 40, 41.

২। Sources of Vijayanagar History, p. 137, foot-note (1)

* 'Epigraphia Indica'. Vol. VI, pp. 110-11 ; † 'A Sketch of the Dynasties of Southern India', p. 48.

কাব্যগ্রন্থে এবং নন্দি-তিম্ম-কবি তৎপ্রণীত 'পারিজাতাহরণম্' নামক তেলেগু কাব্যগ্রন্থে শ্রীবীরভদ্রের বন্দীকরণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।* কোণ্ডবীডু-অধিকারের পর কৃষ্ণদেবরায় কৃষ্ণানদী অতিক্রম করিয়া কোণ্ডপল্লীর বিশাল দুর্গ আক্রমণ করেন। ওড়িয়া মন্ত্রী প্রহররাজ



শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের দুর্গের তোরণ (কটক)

শিরশ্চন্দ্র মহাপাত্রের উপরে তখন উহার শাসন-ভার অর্পিত ছিল। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদেবরায় কোণ্ডপল্লী অধিকার করিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্র-দেবের একজন মহিষীকে, অপর একজন পুত্রকে এবং সাতজন প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীকে বন্দী করেন। † কৃষ্ণদেবরায় কোণ্ডপল্লী হইতে

* 'Sources of Vijayanagar History' pp. 133, 137 foot-note (2);

† 'History of Orissa' (Vol. 1), p. 325.

উত্তরদিকে অভিযান করিয়া 'সিংহাচলম্'-নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া নিকটবর্তি সকল স্থান অধিকার করেন এবং সিংহাচলম্-এবা সিংহাদ্রিতে (Simhadri Pottunur) একটি বিজয়-স্তম্ভ স্থাপন করেন। কৃষ্ণদেব-রায় তাঁহার প্রধানমন্ত্রী 'সাব' (সালুব) তিম্ম বা আপ্পাজীর পরামর্শ-অনুসারে উড়িষ্যার ষোলজন মহাপাত্রকে গোপনে ধনরত্নাদি উৎকোচ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পক্ষ পরিত্যাগ করান এবং শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজধানী ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কৌশলে তাঁহার রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ অধিকার করেন। কৃষ্ণদেবরায় শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সহিত সন্ধি করিলে শ্রীপ্রতাপরুদ্র তাঁহার কন্যা শ্রীজগন্মোহিনীকে (নামান্তর তুক্কা) কৃষ্ণদেবরায়ের সহিত বিবাহ দেন এবং যৌতুকস্বরূপ কৃষ্ণানদীর দাক্ষণে অবস্থিত তাঁহার অধিকৃত সমস্ত দেশ দান করেন।* 'রায়বাচকমু' নামক তেলেগু গ্রন্থে এবং বেঙ্কটরায় বা কুমার-ধূর্জটি-বিরচিত কৃষ্ণরায়-বিজয়ম্'-নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে এই বিবাহের কথা উল্লিখিত আছে।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব যখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তখন ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন গৌড়াধিপতি পাঠান সুলতান হুসেন শাহ্ অতর্কিতভাবে উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া অনেক দেবালয় ও বিগ্রহ ভগ্ন (?) করেন। মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব এই সংবাদ পাইয়া দক্ষিণ হইতে অবিলম্বে পুরীতে আসিলে সুলতান পলায়ন করেন; কিন্তু শ্রীপ্রতাপরুদ্র হুসেনশাহের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহাকে পরাজিত করেন। মাদলা-পাঞ্জীতেও এই বিবরণ পাওয়া যায়। সুলতান হুগলী-জেলার অন্তর্গত গড় মন্দারণে আশ্রয় গ্রহণ করিলে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব পুনরায় তাঁহাকে অবরোধ করেন; কিন্তু এই সময়ে

* Sources of Vijayanagar History, pp. 115-16, 132, 143-45; R. Sewell's 'A Forgotten Empire, p. 320.

গোবিন্দবিদ্যাধর নামে তাঁহার এক মন্ত্রী শত্রুপক্ষে যোগদান করায় তিনি আর বাধা না দিয়া উড়িষ্যায় ফিরিয়া যান। * মাদলা-পাঞ্জী অনুসারে এই সময় হইতে শ্রীপ্রতাপরুদ্র গোবিন্দ-বিদ্যাধরের উপর রাজ্যশাসনভার প্রদান করেন ; কিন্তু ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে একমত নহেন। † শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের ১৪৩২ শকাব্দের (১৫১০-১১ খৃষ্টাব্দ) কাবালি তাম্রশাসনে (Kavali Copper-plate) গৌড়ের সুলতানের সহিত তাঁহার যুদ্ধ-বিগ্রহের উল্লেখ আছে। এই তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব গৌড়ের সুলতানকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তৎকর্তৃক হৃতরাজ্য পুনরধিকার করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবকে 'পঞ্চ-গৌড়-অধিনায়ক' বলা হইয়াছে। 'শ্রীসরস্বতী-বিলাসে'র পুষ্পিকাসমূহে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের 'গৌড়েশ্বর', হুসনশাহি-সুরত্রাণ-শরণরক্ষণ' প্রভৃতি বিশেষণ হইতেও এই বিষয় সমর্থিত হয়। 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' ও 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে'ও হুসেন শাহ্ কর্তৃক উড়িষ্যায় দেবালয় ও শ্রীমূর্তির (?) প্রতি অত্যাচার এবং গৌড়ের যবনরাজের সহিত শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের যুদ্ধের উল্লেখ আছে,—

হুসেন শাহ্ সর্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল-বিশেষে॥ ‡

"রত্নাকরঃ—হন্ত, ইদানিং গৌড়াধিপতের্যবনভূপালস্য গজপতিনা সহ বিরোধে গমনাগমনমেব ন বর্ততে। কথময়ং চতুর্ভিরেব পরিজনৈঃ সহ গচ্ছতি!" §

* 'Journal of the Asiatic Society of Bengal,' Vol. LXIX, 1900, p. 186 ; † Prabhat Mukherjee's 'History of Medieval Vaisnavism in Orissa', p. 173-

‡ চৈ ভা অ ৪।৬৭

§ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্, ষষ্ঠ অঙ্ক, প্রবেশক, নির্ণয়সাগর সং, ১০২ পৃ

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বের শেষভাগে উড়িষ্যা-রাজ্যের সীমা ছিল —দক্ষিণে গোদাবরী-নদী ও উত্তরে রূপনারায়ণনদের তীরবর্তী 'পিছলদা' নামক গ্রাম। * শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উড়িষ্যাদেশের সীমা এইরূপ উক্ত[1] হইয়াছে,—

তবে ওড্রদেশ-সীমা প্রভু চলি' আইলা।
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥

* * *

মদ্যপ যবন-রাজার আগে অধিকার।
তাঁ'র ভয়ে পথ কেহ নারে চলিবার॥
'পিছলদা' পর্যন্ত সব তাঁ'র অধিকার।
তাঁ'র ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥
দিন কত রহ, সন্ধি করি' তাঁ'র সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥

* * *

জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি' সেই সৈন্য সঙ্গে নিল॥
'মন্ত্রেশ্বর'-দুষ্টনদে পার করাইল।
'পিছলদা' পর্যন্ত সেই যবন আইল॥

পুরীতে এবং অন্যান্য স্থানে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের কয়েকটি অনুশাসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের 'জয়-বিজয়-তোরণে'র বাম দিকে রাজত্বের ৪র্থ অঙ্কে (১৪৯৯ খৃষ্টাব্দের

---

* Dr. S. K. Ayyangar in 'Cambridge History of India', Vol. III, p. 497.

১। চৈ চ ম ১৬।১৫৬, ১৫৮-৬০, ১৯৮-৯৯

১৭ই জুলাই বুধবার) উৎকীর্ণ একটি লিপিতে শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীবলরামের সম্মুখে 'শ্রীগীতগোবিন্দ' গান করিবার আদেশ দিয়াছেন। *

মাদলা-পঞ্জী-অনুসারে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-সংগোপনের তিন বৎসর পূর্বে অপ্রকট হন ; কিন্তু 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে'র প্রস্তাবনা ও 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র (৩।২১৩-২১) বর্ণনানুসারে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-লীলা-কালেই তাঁহার পুত্রের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করেন। তৎপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-সংগোপনের সংবাদ পাইয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব প্রভুর বিয়োগ-দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীনীলাচল পরিত্যাগ করিয়া যান।

ময়ূরভঞ্জের রাজধানী 'বারিপদা' হইতে প্রায় ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 'প্রতাপপুর' নামক এক গ্রামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শ্রীজগন্নাথ ও দধিবামন শ্রীবিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। রাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেবের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম পূর্বে 'রামচন্দ্রপুর' ছিল, পরে 'প্রতাপপুর' নাম হয়। এ-সম্বন্ধে স্থানীয় পাণ্ডাগণ একটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র যখন শুনিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব পুরী ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবেন, তখন রাজা শ্রীচৈতন্যের ভাবী বিরহে ব্যাকুল হইয়া একটি দারুময়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীমূর্তি প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্য-দেব উৎকলদেশ ত্যাগ করিলে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রও তাঁহার সহিত

* 'Journal of the Asiatic Society of Bengal' Vol. LXII, Part I, 1893, p. 96 ; R. D. Banerjee's 'History of Orissa', Vol. 1, 1930. p. 334.

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমূর্তিটি সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তদানীন্তন রামচন্দ্রপুরে উপস্থিত হইয়া মহারাজ অসুস্থলীলাভিনয় করিলেন এবং তাঁহার নির্যাণকাল অতি সন্নিকট জানিয়া ৫৪জন পাণ্ডার উপর শ্রীবিগ্রহের সেবাভার অর্পণ ও তজ্জন্য ভূসম্পত্তি দান করিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অপ্রকটের পর রামচন্দ্রপুর 'প্রতাপপুর' নামে খ্যাত হইল। তদানীন্তন ভঞ্জরাজ একটি মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা কালাপাহাড়-কর্তৃক বিনষ্ট হয়। শ্রীবিগ্রহ হরিহরপুরের দুর্গে গোপনে স্থানান্তরিত হয়। কথিত হয় যে, 'প্রতাপপুর ডাকবাংলো'র পশ্চিমদিকে অনতিদূরে অবস্থিত একটি মন্দির শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের সমাধি-মন্দির বলিয়া বিদিত ছিল; কিন্তু নদীর ভাঙ্গনে সেই সমাধি-মন্দিরটিও সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছে। এখনও শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবতিথিতে প্রতাপপুরে প্রতিবৎসর শত শত যাত্রী উপস্থিত হইয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-মূর্তির আরাধনা করেন। কথিত হয় যে, শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরের তীরে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যারত শ্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্বামিপ্রভু ও সপার্ষদ শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মমূলে সাষ্টাঙ্গ-প্রণত শ্রীপ্রতাপরুদ্রের একটি আলেখ্য তাঁহার আদেশেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ঐ আলেখ্যেরই একটি প্রতিলিপি মুর্শিদাবাদ কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে। *

ঐতিহাসিকগণের মতে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে স্বধামে গমন করেন। মাদলা-পাঞ্জীর বিবরণ-অনুসারে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের পরে তাঁহার পুত্র কালুআ-দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং এক

* 'Archaeological Survey of Mayurabhanja' (Vol. I) by Nagendranath Vasu, pp. 31-35.

বৎসর পাঁচ মাস তিন দিন রাজত্ব করিবার পর গোবিন্দ-বিদ্যাধর-নামক শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের এক উচ্চ কর্মচারীর দ্বারা নিহত হন। ইহার পরে কখাড়ুআ-দেব নামক শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের আর এক পুত্র সম্ভবতঃ গোবিন্দ-বিদ্যাধরের চেষ্টায় ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের কোন কোন পুত্রের সহিত তিনিও নিহত হন। তৎপরে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ-বিদ্যাধর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 'ভোই রাজবংশে'র (Bhoi Dynasty) প্রতিষ্ঠা করেন। * গোবিন্দ-বিদ্যাধর 'ভোই' বা লেখক-কুলসম্ভূত ছিলেন বলিয়া তৎ-প্রতিষ্ঠিত বংশ এই নামে অভিহিত হইয়াছে। † গোবিন্দ-বিদ্যাধর তৎপুত্র চক্রপ্রতাপ ও পৌত্রদ্বয় নরসিংহ জেনা ও রঘুরাম জেনা প্রায় ১৮ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দদেব হরিচন্দন 'ভোই' রাজবংশের অবসান ঘটাইয়া উড়িষ্যার রাজা হন এবং তাঁহার মৃত্যুকালের (১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ) পূর্ব পর্যন্ত উড়িষ্যাকে যবন-আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে বহু যত্ন করেন। বঙ্গদেশ হইতে আফগানগণকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে বাদশাহ্ আকবর মুকুন্দদেব হরিচন্দনের সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব কামনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু মুকুন্দদেবের মৃত্যুর পরে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার 'কররাণী' সুলতানগণ উড়িষ্যাকে তাহাদের রাজ্যভুক্ত করে। সুলেমান কররাণীর পুত্র বায়জীদের সঙ্গে উড়িষ্যায় আসিয়া বিধর্মী কালাপাহাড় অনেক উৎপীড়ন করিবার চেষ্টা করে। ইহার পরে উড়িষ্যার অধিকার লইয়া মুঘল ও আফগানগণের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দিতা আরম্ভ হয়।

* 'History of Orissa' by R. D. Banerji (Vol. 1), pp. 337-38 ;

† 'An Advanced History of India' by Drs. R. C. Majumdar, H. C. Raychaudhuri and Kalikinkar Datta, Macmillan & Co., London, 1948, p, 385.

শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও তৎপূর্বপুরুষগণের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পুরীর বলিসাহি পল্লীতে 'পুরুণা নহর' নামে খ্যাত রহিয়াছে। প্রায় ৩০ একর ভূমি পুরাতন রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও চিহ্নসমূহ বক্ষে ধারণ করিয়া উড়িষ্যা-রাজগণের অতীতগৌরবের স্মৃতি এখনও ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব পরমবিদ্যোৎসাহী ও ধর্মপরায়ণ নৃপতি ছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের প্রধান মন্ত্রী ও দক্ষিণ-দেশীয়-রাজ্য-শাসক শ্রীল রায় রামানন্দপাদ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের আদেশে 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' রচনা করিয়াছিলেন। * শ্রীল কবিকর্ণপুর-প্রণীত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক'ও শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের আদেশে ও অভীষ্টানুসারে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের গুণ্ডিচাযাত্রাকালে অভিনীত হইয়াছিল। †

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের নামে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ আরোপিত হয়ঃ—
১। শ্রীসরস্বতীবিলাস, ২। শ্রীপ্রতাপমার্তণ্ড বা প্রৌঢ়প্রতাপমার্তণ্ড, ৩। নির্ণয়-সংগ্রহ, ৪। কৌতুকচিন্তামণি, ৫। একটি বাংলা পদ।

১। **শ্রীসরস্বতীবিলাসঃ**—শ্রীসরস্বতীবিলাস[১] একটি স্মৃতিসংগ্রহ-গ্রন্থ। London নগরীর India Office Library,[২] মহীশূরের Oriental Library, মাদ্রাজের Govt. Oriental Mss. Library

---

* "তেন প্রতিভট-নৃপঘটা-কালাগ্নিরুদ্রেণ শ্রীমৎপ্রতাপরুদ্রেণ শ্রীহরিচরণমধিকৃত্য কমপি প্রবন্ধমভিনেতুমাদিষ্টোঽস্মি।"—শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকম্, ১ম অঙ্ক ; † "...অবনি-ভৃতাঽনিভৃতাভিলাষেণ গজপতিনা প্রতাপরুদ্রেণাদিষ্টোঽস্মি।", "...ভগবতোঽবতো নিজকরুণাঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রিয়পার্ষদস্য শিবানন্দসেনস্য তনুজেন নির্মিতং পরমানন্দদাসকবিনা বিনাশিতহৃৎকষায়তিমিরং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ং নাম নাটক-মভিনীয় সমীহিতহিতমস্য নৃপতেঃ করিষ্যামি।"—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্, ১ম অঙ্ক ; ১। P. V. Kane's History of Dharmasastra', (Vol. 1), pp. 410-14 ; ২। 'Catalogue of Sanskrit Mss. at the India Office Library in London' Ed. by Dr. Eggelling p. 419, No. 1404.

ও Adyar Library-তে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য পুঁথিশালায় এই গ্রন্থের পুঁথি আছে। 'শ্রীসরস্বতীবিলাসে'র 'দায়ভাগ'-অংশ Rev. Thomas Foulkes-এর সম্পাদনায় ইংরেজী অনুবাদ-সহ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীসরস্বতী-বিলাসে'র সমগ্র 'ব্যবহারকাণ্ড' Dr. R. Shama Sastry মহাশয়ের সম্পাদনায় মহীশূর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (University of Mysore, Oriental Library Publications, Sanskrit Series No. 71)। সম্পূর্ণ 'শ্রীসরস্বতীবিলাস' এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

নয়টি মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে যথাক্রমে শ্রীশিব (কোন কোন পুঁথিতে শ্রীহয়গ্রীব), শ্রীগণেশ, শ্রীসরস্বতী, শ্রীহনূমান্, শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীপশুপতি, শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্ম-যুগল২ ও শ্রীদুর্গার স্তব করিয়া গ্রন্থপ্রণেতার বংশের প্রশস্তির অবতারণা ('কৃতিপ্রণেতৃবংশাবতারঃ') করা হইয়াছে। তৎপরে ২৮টি শ্লোকে সূর্যবংশীয় শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের পূর্বপুরুষ শ্রীসূর্যদেব, মহারাজ শ্রীরঘু, শ্রীদশরথ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকুশ, শ্রীঅতিথি ও তাঁহাদের বংশে আবির্ভূত গজপতি শ্রীকপিলেন্দ্রদেব, তৎপুত্র গজপতি শ্রীপুরুষোত্তমদেব এবং তদাত্মজ গজপতি শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রদেব বা শ্রীবীররুদ্রদেবের পরাক্রম ও গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পর উপমা-শ্লেষ-বিরোধাভাসাদি-অলঙ্কারযুক্ত সুমধুর গদ্যে শ্রী-প্রতাপরুদ্রদেবের শৌর্য-বীর্য-সৌন্দর্য-পাণ্ডিত্যাদি গুণ বিশেষভাবে কীর্তিত হইয়াছে। 'প্রবন্ধ-বংশাবতরণ'-নামক এই প্রথম বিলাসের শেষে 'শ্রীসরস্বতীবিলাস'-গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে,—"স

১। 'Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. at the Govt Oriental Mss. Library, Madras', Vol. V1, p. 2426. No. 3221 ; ২। "শ্রীবীররুদ্র-নৃপতেঃ শ্রিয়মাতনোতু, নীলাদ্রিনাথনিজপাদসরোজযুগ্মম্। যদ্যোগিভিহৃর্দয়পঙ্কজমধ্য-ভাগসংরোধনাদিব সমুদ্গতরক্তভাবম্॥"—শ্রীসরস্বতীবিলাসঃ, ১।৮

চায়ং বীররুদ্রো গজপতিঃ…মহানদীজলমধ্যমধ্যাসীনাং…কটকনগরীং পদ্মাপদ্মালয়েলামহিলাভিঃ সমং সম্মানয়ন্, প্রতিদিবসনিয়তরাজক-নিয়ত-ব্যবহাররূপধর্মাচরণমাচরন্, যথাবিহিতসভামণ্ডপান্তরে সভ্য-প্রাড্‌বিবাকামাত্যপুরোহিত-জ্যোতির্বিদাদিভিঃ সহিতঃ, বিজ্ঞানযোগ-ভারুচাপরার্ক-মেধাতিথ্যসহায়-চন্দ্রিকাদি-বহুগ্রন্থৈকবাক্যতাৎপর্যালোচন-বশায়াত-তৎক্লেশো মাভূদিতি সকলস্মৃতিসমুচ্চয়মতিগম্ভীরং নাতি-বিস্তৃতং প্রবন্ধং প্রস্তৌতি।" (মহীশূর-সংস্করণ, ১১-১২ পৃষ্ঠা।)

গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব যখন মহানদী-তীরস্থ কটকনগরী শ্রীপদ্মা, শ্রীপদ্মালয়া, শ্রীইলা ও শ্রীমহিলা (?)-নাম্নী মহিষীগণের সহিত শাসন করিতেছিলেন, তখন প্রতিদিনের নির্দিষ্ট রাজকার্য ও ব্যবহাররূপ ধর্ম আচরণ করিয়া যথাবিহিত-সভামণ্ডপের মধ্যে সভ্য, প্রধান বিচারক, মন্ত্রী, পুরোহিত, জ্যোতির্বিদ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সহিত বিজ্ঞানযোগী, ভারুচি, অপরার্ক, মেধাতিথি, অসহায় প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের রচিত গ্রন্থ ও 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' প্রভৃতি বহুগ্রন্থের বিভিন্ন মত ও বাক্য-সমূহের একতাৎপর্যপরতা প্রদর্শন করিয়া পাঠকগণের শ্রম-লাঘব সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে সকল স্মৃতিগ্রন্থের সমুচ্চয়হেতু গম্ভীর 'শ্রী-সরস্বতীবিলাস'-নামক এই অনতি-বিস্তৃত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় বিলাসের প্রারম্ভে ধর্মশাস্ত্রকারগণের এবং পুরাণসমূহের ও ইতিহাসাদির নাম উক্ত হইয়াছে। তৎপরে গ্রন্থকর্তা বলিতেছেন,—"একেন চরিতার্থত্বাদিতরানর্থতানয়ঃ। পূর্বপ্রবন্ধৈর্বিষয়ীভবেদিতি মনো-ভ্রমঃ॥ মদীয়গ্রন্থে জাগ্রতি পূর্বনিবন্ধৃনির্মিত-নিবন্ধেষু আনর্থক্যবিশ্রান্তি-রিতি।"—(১৪ পৃষ্ঠা)। প্রচলিত রীতি লঙ্ঘনপূর্বক 'আচারকাণ্ডে'র পূর্বেই 'ব্যবহারকাণ্ড'-রচনা আরম্ভ করিবার কারণ উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ-কর্তা বলিয়াছেন যে, শ্রীপ্রতাপরুদ্র-গজপতি-মহারাজের ইচ্ছানুসারেই

প্রথমে 'ব্যবহারকাণ্ড' আরম্ভ করা হইয়াছে,—"অস্মিন্ স্মৃতিসংগ্রহরূপে গ্রন্থে তত্তৎস্মৃত্যনুসারেণ তদুক্তক্রমেণ আচারকাণ্ড-নিরূপণানন্তরং ব্যবহার-কাণ্ডনিরূপণং যুক্তম্। তথাপি **বীর-রুদ্র-গজপতি-মহা-রাজস্যাকাঙ্ক্ষানুসারেণ** প্রথমং ব্যবহারকাণ্ডঃ প্রক্রম্যতে।"—(১৫ পৃষ্ঠা)। 'শ্রীসরস্বতী-বিলাসে'র 'ব্যবহার-কাণ্ড' পাঁচটি 'বিলাস' বা 'উল্লাসে' সমাপ্ত ; প্রতি 'উল্লাসে'র শেষে এইরূপ পুষ্পিকা আছে,—"ইতি বীর-শ্রীগজপতি-গৌড়েশ্বর-নবকোটিকর্ণাটক-কলুবারগেশ্বর-শরণা-গতজমুনাপুরাধীশ্বর-হুশনসাহিসুরত্রাণশরণরক্ষণ-শ্রীদুর্গাবরপুত্র-পবিত্র-চরিত্র-রাজাধিরাজ-রাজপরমেশ্বর-শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবমহারাজ-বিরচিতে স্মৃতিসংগ্রহে সরস্বতী-বিলাসে···নাম···বিলাসঃ (উল্লাসঃ)।"—(মহীশূর-সংস্করণ, ১২, ৬২, ৭৮, ২২০, ৫০৩ পৃষ্ঠা)

'শ্রীসরস্বতীবিলাসঃ' দাক্ষিণাত্যে একটি প্রামাণিক স্মৃতি-গ্রন্থরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকাল ১৪৯৭ হইতে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ ; সুতরাং 'শ্রীসরস্বতীবিলাসে'র রচনাকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

'শ্রীসরস্বতীবিলাসে' নিম্নলিখিত স্মৃতিশাস্ত্রগ্রন্থসমূহের ও স্মৃতিশাস্ত্র-কারগণের উল্লেখ আছে,—অঙ্গিরাঃ, অত্রি, অপরার্ক, অসহায়, আত্রেয়, আপস্তম্ব, কণাদ, কপিঞ্জল, কর্কিভাষ্য, কশ্যপ, কাত্যায়ন, কার্ষ্ণাজিনি, কুলার্ক, গার্গ, গুরু (প্রভাকর), গোভিল, গৌতম, চন্দ্রিকা (স্মৃতি-চন্দ্রিকা), ছাগলেয়, জনক, জমদগ্নি, জাতুকর্ণি, জাবালি, দক্ষ, দেবরাত, দেবল, দেবস্বামী, ধারেশ্বর, নচিকেত, নারদ, নিবন্ধনকার, পরাশর, পারস্কর, পিতামহ, পৈঠীনসি, প্রচেতাঃ প্রদীপ, প্রদীপিকাকার, বভ্রু, বোধায়ন, ভরদ্বাজ, ভবদেব, ভবনাথ, ভারুচি, মনু, মরীচি, মিতাক্ষরা, মেধাতিথি, যজ্ঞপতি, যম, যাজ্ঞবল্ক্য যোগীশ্বর, রাজলাসক,

লক্ষ্মীধর, লিখিত, লৌগাক্ষি, বৎস, বরদরাজ, বসিষ্ঠ, বিজ্ঞানযোগী, বিজ্ঞানেশ্বর, বিশ্বামিত্র, বৃত্তিকার, বৃহস্পতি, বৈখানস-সংহিতা, ব্যাঘ্রপাদ, ব্যাস, শঙ্খ, শন্তনু, শাতাতপ, শালিকানাথ, শ্রীকর, সংগ্রহকার, সংবর্ত, সত্যব্রত, সনৎকুমার, সুমন্তু, সোমশেখর, সোমেশ্বর, স্কন্দ, হারীত প্রভৃতি।

আধুনিক গবেষকগণের মত এই যে, 'শ্রীসরস্বতীবিলাসঃ' শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের নিজের রচনা নহে; পরন্তু রাজার অনুগ্রহ-প্রার্থী 'লোল্ল-লক্ষ্মীধর'-নামক কোনও সভাপণ্ডিত রাজার ও রাজবংশের প্রশস্তিযুক্ত 'শ্রীসরস্বতীবিলাসঃ' গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের নামে উহার প্রচার করিয়াছিলেন। * ইহার কারণরূপে গবেষকগণ নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করেন :— ১। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব স্বয়ং গ্রন্থকর্তা হইলে তিনি স্বকৃত-গ্রন্থে স্বীয় পরাক্রম ও গুণাবলীর সুদীর্ঘ প্রশস্তি নিজেই কীর্তন করিতেন না। ২। দ্বিতীয় বিলাসের প্রারম্ভে (১৫ পৃষ্ঠা) উক্ত হইয়াছে যে, 'শ্রীবীররুদ্রগজপতি-মহারাজের আকাঙ্ক্ষানুসারে প্রথমে ব্যবহারকাণ্ড রচনা করা হইতেছে।' শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব স্বয়ং গ্রন্থকর্তা হইলে এইরূপ উক্তি থাকা অসমঞ্জস। ৩। 'লোল্ল-লক্ষ্মীধর'-নামক শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের দক্ষিণ-দেশীয় এক সভা-পণ্ডিত 'শ্রীসরস্বতীবিলাসঃ' রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আধুনিক গবেষকগণ প্রমাণ করিয়াছেন। লোল্ল-লক্ষ্মীধর তৎপ্রণীত 'সৌন্দর্যলহরী-ব্যাখ্যা'র পুষ্পিকায় অন্যান্য অনেক গ্রন্থের সহিত 'শ্রীসরস্বতীবিলাসঃ' তাঁহারই রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ('…সরস্বতীবিলাসাদ্যনেকস্মৃতিনিবন্ধন

* Dr. R. Shama Sastry's 'Introduction' (in Sanskrit) to his edition of Sarasvati-vilasa, Mysore, 1927, p. 28.

...'ইত্যাদি)। উক্ত পুষ্পিকায় লোল্ল-লক্ষ্মীধর নিজেকে গজপতি শ্রীবীররুদ্রদেবের আশ্রিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ('...আশ্রয়ীকৃত-গজপতিবীররুদ্র...')। "বন্দামহে মহীয়াংসমংসলম্বিজটাধরম্। যৎ-কঙ্কণক্কণৎকাররূপং শব্দানুশাসনম্॥"—এই মঙ্গল-শ্লোকটি 'শ্রীসরস্বতী-বিলাস' ও 'সৌন্দর্যলহরী-ব্যাখ্যা' উভয় গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের সভাপণ্ডিত লোল্ল-লক্ষ্মীধরই 'শ্রীসরস্বতী-বিলাস' স্বয়ং প্রণয়ন বা সঙ্কলন করিয়া রাজার প্রশস্তি কীর্তন-পূর্বক এই গ্রন্থ তাঁহার আশ্রয়দাতা শ্রীপ্রতাপরুদ্র-দেবের নামে প্রচার করিয়াছিলেন—ইহাই গবেষকগণের অভিমত।* 'সরস্বতী-বিলাস' ও 'সৌন্দর্যলহরী-ব্যাখ্যা' ব্যতীত লোল্ল-লক্ষ্মীধর 'জ্যোতিষ-দর্পণ'-নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থ, 'মহানিবন্ধন'-নামক মানব-ধর্মশাস্ত্রের টীকা, 'বর্হাবতংস', 'কর্ণাবতংস' ও 'লক্ষ্মীধর'-নামক কাব্যত্রয় প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদেবরায়ের সহিত শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রদেবের কন্যার বিবাহের পরে লোল্ল-লক্ষ্মীধর বিজয়নগরে গমন করেন এবং কৃষ্ণদেবরায়ের সভাপণ্ডিত হন। লোল্ল-লক্ষ্মীধর শ্রীকৃষ্ণ-দেবরায়ের 'কোণ্ডবীড়ু' (Kondavidu) ও 'কাজা' (Kaza) অনুশাসনলিপি রচনা করিয়াছিলেন। †

---

* 'Sources of Vijayanagar History', pp. 151-52 ; Dr. V. Raghavan in the 'Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute', Vol. XVIII, Part II, 1937. pp. 206-7 ; P.K. Gode in the Calcutta Oriental Journal', Vol. II, No. 9, June, 1935, pp. 233-34 ; Dr. M. Krishnamachariar's 'History of Classical Sanskrit Literature', p. 1060, foot-note.

† Ed. by Dr. Luders in the 'Epigraphia Indica', Vol. VI, pp. 117 et seq. and pp. 233 et seq.

২। **শ্রীপ্রতাপমার্তণ্ড বা প্রৌঢ়প্রতাপমার্তণ্ড** :—ইহা শ্রী-প্রতাপরুদ্রদেবের নামে আরোপিত আর একটি স্মৃতিশাস্ত্রগ্রন্থ। * এই গ্রন্থের একটি পুঁথি পুণার Bhandarkar Oriental Research Insitute-এ আছে। † এই গ্রন্থ উৎকলাধিপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের প্রণীত এবং চিত্রোৎপলা-নদীর তীরে কটকনগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে সূর্যবংশীয় শ্রী-কপিলেশ্বর গজপতি ও তৎপুত্র শ্রীপুরুষোত্তমদেবের উল্লেখ আছে। গ্রন্থের পুষ্পিকায় শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের এইরূপ পরিচয় আছে,—'গজপতি-গৌড়েশ্বর-নবকোটি-কর্ণাট-কলবরগেশ্বর-রূপনারায়ণ' ইত্যাদি গ্রন্থখানি 'পদার্থনির্ণয়', 'বৎসরাদি-নিরূপণ', 'তিথিনিরূপণ', 'ব্রতনির্ণয়' ও 'বিষ্ণুভক্তি' এই পাঁচটি 'প্রকাশে' বিভক্ত। অনন্তভট্ট, অপরার্ক, কল্পতরু, কালাদর্শ, দেবদাস, পারিজাত, মাধবীয়, মিতাক্ষরা, রত্নাকর, স্মৃতিচন্দ্রিকা, হেমাদ্রি প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহ এই গ্রন্থে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রী-নীলকণ্ঠভট্ট কর্তৃক রচিত 'সময়ময়ূখ' (বা 'কালময়ূখ') ও 'শ্রাদ্ধময়ূখ'-(Ed. by J. R. Gharpure, Bombay) নামক দুইটি স্মৃতি-নিবন্ধ-গ্রন্থে 'শ্রীপ্রতাপমার্তণ্ড' গ্রন্থের উল্লেখ আছে। আধুনিক গবেষকগণ মনে করেন, 'শ্রীসরস্বতীবিলাসে'র ন্যায় 'প্রতাপমার্তণ্ড' গ্রন্থও শ্রী-প্রতাপরুদ্রদেবের একজন সভাপণ্ডিতের দ্বারা রচিত হইয়া মহারাজের নামে আরোপিত হইয়াছিল। পরাশর-গোত্রীয় শ্রীনারায়ণের পৌত্র

---

* P. V. Kane's 'History of Dharmasastra', Vol. I, p. 414; 'Naradasmriti', ed. by Dr. Jolly, Vol. X, pp. 222-225; † Deccan College Ms. No. 48 of 1872-73 (now lodged at the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona).

ও শ্রীমাধবের পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের আদেশে 'শ্রীপ্রতাপমার্তণ্ড' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। * শ্রীরামকৃষ্ণ এই গ্রন্থ ব্যতীত 'যুক্তি-স্নেহপ্রপূরণী' নামক 'শাস্ত্রদীপিকা'র টীকা ও 'তীর্থরত্নাকর' নামে আর একটি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আনুমানিক ১৫০০ হইতে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। শঙ্করভট্ট-কৃত 'দ্বৈতনির্ণয়ে' 'শ্রীপ্রতাপরুদ্রনিবন্ধ' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে; সম্ভবতঃ উহা 'শ্রীপ্রতাপমার্তণ্ড' হইতে অভিন্ন। †

৩। **নির্ণয়সংগ্রহ :**—এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে এযাবৎ কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

৪। **কৌতুকচিন্তামণি ঃ**—ইহা 'চিত্রবন্ধ', 'প্রহেলিকা' প্রভৃতি কাব্য-রচনা-বিষয়ক ও ইন্দ্রজাল-বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ। ‡ তিনটি 'দীপ্তি' বা অধ্যায়ে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। পুণার Bhandarkar Oriental Research Institute-এ এই গ্রন্থের দুইখানি পুঁথি এবং বিকানীর মহারাজের গ্রন্থাগারে দেবনাগরাক্ষরে লিখিত ৫৩ পত্রাত্মক একটি পুঁথি আছে। § আনুমানিক ১৫২০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থের প্রারম্ভ ও উপসংহারের পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল।

---

* Stein's Catalogue, p. 96.

† P. V. Kane's 'History of Dharmasastra', Vol. I, pp. 554, 585, 595, 729, ‡ P. V. Kane's 'History of Dharmasatra'. Vol. 1, pp. 536, 712-13; 'Naradasmriti', ed. by Dr. Jolly, Vol. IX, pp. 189-90; § Deccan College Mss. No. 981 of 1887-91 and No. 1031 of 1884-87; Catalogue of Sanskrit Mss, in the Library of His Highness the Maharaja of Bikaner, compiled by Rajendralal Mitra, Calcutta, 1880, p. 646, No. 1410.

প্রারম্ভ :—

ব্যামোহপ্রশমৌষধং মুনিমনোমুক্তিপ্রবৃত্তৌষধং
দৈত্যেন্দ্রান্তকরৌষধং ত্রিভুবনে সঞ্জীবনৈকৌষধম্।
ভক্তার্তিপ্রশমৌষধং ভবভয়প্রধ্বংসনৈকৌষধং
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিকরৌষধং পিব মনঃ শ্রীকৃষ্ণদিব্যৌষধম্ ॥
রচং রুচচিরারেচিচঞ্চচ্চারুরুচারুচঃ।
চচার রুচিরাচারশ্চারেরাচারচঞ্চুরঃ।

পুষ্পিকা :—

ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজ-প্রতাপরুদ্রদেবকৃতে চিন্তামণি গ্রন্থে কৌতুক-নিরূপণং নাম তৃতীয়া দীপ্তিঃ সমাপ্তা।

৫। **একটি বাংলা পদ** :—কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৯২ নং পুঁথিতে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 'বাংলা পুঁথির বিবরণ', তৃতীয় ভাগ, ১৬০ পৃষ্ঠা) 'শ্রীপ্রতাপরুদ্রে'র ভণিতা-যুক্ত একটি বাংলা পদ আছে। ঐ পদটি স্বয়ং শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রচিত কিনা, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। * পদটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

* * *

আভরণ-মাঝে হ'ব দুখানি নূপুর ॥
নখচন্দ্রে চকোর, পদকমলে ভ্রমর।
ও রূপে মুকুর হ'ব, নিরাগে চামর ॥
আর এক সাধ আমি করিয়াছি মনে।
অতি ক্ষীণ রেণু হৈয়া থাকিব চরণে ॥

---

* 'A History of Brajabuli Literature' by Dr. Sukumar Sen, University of Calcutta.

রেণু হৈতে না পাই যদি মনে অনুমানি।
প্রতাপরুদ্রে কৃপা করহ আপনি ॥

[পদটি শ্রীরাধার প্রতি উক্তি। পদের প্রথম তিনটি পঙ্‌ক্তি সুসিদ্ধান্ত-সম্মত নহে বলিয়া বর্জিত হইল।]

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের অধস্তন রাজগণ

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের পর হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত পুরীর মহারাজগণের নাম ও রাজত্বকালের তালিকা 'মাদলাপাঞ্জী' হইতে সংগৃহীত হইয়া নিম্নে প্রকাশিত হইল। Stirling, Hunter প্রভৃতি লেখকগণ এই তালিকাকে গ্রহণ করিলেও অনুশাসন-লিপি প্রভৃতি বিচার করিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ইহার প্রামাণিকতা সর্বাংশে স্বীকার করেন না।

১। কালুয়া-প্রতাপ (১৪৫৪-৫৫ শকাব্দ); ২। কখারুয়া-প্রতাপ (১৪৫৫-৫৬); ৩। গোবিন্দ-বিদ্যাধর (১৪৫৬-৬৬); ৪। চক্র-প্রতাপ (১৪৬৬-৭৪); ৫। নরসিংহদেব (১৪৭৪-৭৫); ৬। রঘুরাম-দেব (১৪৭৫-৭৬); ৭। মুকুন্দদেব হরিচন্দন (১৪৭৭-৮৪); ৮। রাম-চন্দ্রদেব (১৪৮৯-১৫২২); ৯। পুরুষোত্তমদেব (১৫২২-৪৩); ১০। নৃসিংহদেব (১৫৪৩-৫৮); ১১। গঙ্গাধরদেব (১৫৫৮-৬৮); ১২। বলভদ্রদেব (১৫৬৮-৭৭); ১৩। ২য় মুকুন্দদেব (১৫৭৭-১৬১০); ১৪। দিব্যসিংহদেব (১৬১০-৩৫); ১৫। হরেকৃষ্ণদেব (১৬৩৫-৪১); ১৬। গোপীনাথদেব (১৬৪১-৪৮); ১৭। ২য় রামচন্দ্রদেব (১৬৪৮-৫৯); ১৮। বীরকেশরীদেব (১৬৫৯-১৭০২); ১৯। ২য় দিব্যসিংহ-দেব (১৭০২-২০); ২০। ৩য় মুকুন্দদেব (১৭২০-৪০); ২১। ৩য় রামচন্দ্রদেব (১৭৪০-৭৭), ২২। ২য় বীরকেশরীদেব (১৭৭৭-৮২);

২৩। ৩য় দিব্যসিংহদেব (১৭৮২-১৮০৪); ২৪। ৪র্থ মুকুন্দদেব (১৮০৪-৪৮); ২৫। ৪র্থ শ্রীরামচন্দ্রদেব (১৮৪৮-)।

চতুর্থ রামচন্দ্রদেবই পুরীর বর্তমান রাজা।



তৃতীয় বৈভব

উৎকলবাসিনী ভাগবতী মহিলা

১। ওড়িয়া স্ত্রী

উড়িয়া এক স্ত্রী ভীড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি' দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরে প্রত্যহই গরুড়-স্তম্ভের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন। একদিন ঐরূপ ভাবে দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় একটি ওড়িয়া স্ত্রীলোক শ্রীজগন্নাথের দর্শনার্থিনী হইয়া তথায় আগমন করেন। লোকের ভীড়ে শ্রীজগন্নাথের দর্শন না পাইয়া স্ত্রীলোকটি গরুড়স্তম্ভের উপর আরোহণ করেন; অধিকন্তু এমন বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া যান যে, তলদেশে মহাপ্রভুর স্কন্ধের উপরে পদ স্থাপন করিয়া বিভোর ভাবে শ্রীজগন্নাথের দর্শন করিতে থাকেন। মহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দ ইহা দেখিবা-মাত্র স্ত্রীলোকটিকে নামাইয়া দিতে উদ্যত হন। ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোবিন্দকে নিষেধ করিয়া বলেন,—

* চৈ চ অ ১৪।২৪

আদিবস্যা এই স্ত্রীকে না কর' বর্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ॥ *

[তামিল ভাষায় 'আদিবস্যা'-শব্দের অর্থ 'প্রিয়া'।] শ্রীজগন্নাথদেবের প্রিয়া বা সুখানুসন্ধানকারিণী এই স্ত্রীলোকটিকে নামাইয়া দিও না ; ইনি ইচ্ছামত শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করুন।

এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটির বাহ্যজ্ঞান হইলে তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া ভূমিতে অবতরণ করেন এবং মহাপ্রভুকে দেখিয়া তাঁহার শ্রীচরণকমল বন্দনা করেন। উক্ত ওড়িয়া-মহিলার ঐরূপ আর্তি দর্শন করিয়া মহাপ্রভু দৈন্যভরে লোকশিক্ষার্থ বলেন,—

* * *

এত আর্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা!
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে, তাহা নাহি জানে ॥
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্তি আমার বা হয়! †

এই শ্রীনীলাচলেই অন্য আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগীতগোবিন্দ-গানকারিণী জনৈকা গায়িকার গান শুনিবা-মাত্র ভাবাবেশে সেই দিকে ধাবিত হইলে সেবক শ্রীগোবিন্দ-কর্তৃক উহা 'স্ত্রীলোকের গান' বলিয়া জানাইবা-মাত্র বাহ্যদশাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীগোবিন্দকে বলিয়াছিলেন,—

* * 'গোবিন্দ, আজ রাখিলা জীবন।
স্ত্রীপরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥
এ-ঋণ শোধিতে আমি নারিমু তোমার।' ‡

---

* চৈ চ অ ১৪।২৬ ; † চৈ চ অ ১৪।২৮-৩০ ; ‡ চৈ চ অ ১৩।৮৫-৮৬

কিন্তু 'আদিবস্যা ওড়িয়া মহিলা'র প্রতি সেইরূপ ভাব প্রদর্শন করেন নাই; বরং "অহো ভাগ্যবতী, বন্দি ইহার পায়"—এইরূপ বলিয়া তাঁহার আর্তি ও ব্যাকুলতারই প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীগৌরহরির এই দুইটি লীলার বৈশিষ্ট্য সেবোন্মুখচিত্তে অনুধাবন-যোগ্য।

২। শ্রীমাধবী দেবী

উৎকলবাসী দেউলকরণ শ্রীশিখিমাহিতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমুরারি মাহিতি, তাঁহারই কনিষ্ঠা ভগিনী পরমা ভাগবতী শ্রীমাধবী দেবী। শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে লিখিয়াছেন যে, শ্রীমাধবী দেবী অতিশয় শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন। ইঁহারই গুণে শ্রীশিখিমাহিতি, শ্রীমুরারি ও শ্রীমাধবী—তিন জন তিন ভ্রাতা বলিয়াই বৈষ্ণব-সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ তিন জনই শ্রীভগবৎসেবক সতীর্থ ভ্রাতৃ-তুল্য ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,২—

মাধবী দেবী—শিখিমাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী-মধ্যে যাঁর নাম গণি॥

শ্রীমাধবী দেবী শ্রীগৌরভক্তগণের মধ্যে কিরূপ পরমভাগবতী ছিলেন, তাহা শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদের বাক্য হইতে জানা যায়,৩—

মাহিতির ভগিনীর নাম—মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিন জন॥

১। শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য ১৩৷৯০, বহরমপুর-সংস্করণ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ; ২। চৈ চ আ ১০৷১৩৭; ৩। ঐ, অ ২৷১০৪-৬

স্বরূপ গোসাঞি, আর রায়রামানন্দ।
শিখিমাহিতি—তিন, তাঁ'র ভগিনী—অর্দ্ধজন ॥

আলালনাথের নিকট 'বেন্টপুর' গ্রামে শ্রীরায়রামানন্দপাদের আবির্ভাব-পীঠের সন্নিকটে শ্রীমাধবী দেবী শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কথিত হয় যে, শ্রীরামানন্দপাদের পিতৃচরণ শ্রীভবানন্দ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রই শ্রীশিখিমাহিতি। এখনও বেন্ট-পুরের সংলগ্ন গ্রামটি 'গোপীনাথপুর' নামে খ্যাত রহিয়াছে। * গোপী-নাথপুরে অদ্যাপি শ্রীগোপীনাথ-নামক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্তি ও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। জানা গিয়াছে, শ্রীমাধবী দেবীর প্রতিষ্ঠিত শৈলী শ্রীগোপীনাথ-মূর্তি বর্তমানে গুপ্ত হইয়া-ছেন। শুনা যায়—শ্রীমাধবী দেবী **'শ্রীপুরুষোত্তমদেব-নাটক'** নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি পরম ভাগবতী বিদুষী মহিলা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—তিনি মহারাজ শ্রীপ্রতাপ-রুদ্র-কর্তৃক শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের 'পাঞ্জিয়া' অর্থাৎ মাদলাপাঞ্জীর লেখিকা নিযুক্তা ছিলেন। "প্রভু লেখা করে"—এই উক্তিটি[১] হইতে কেহ কেহ শ্রীমাধবী দেবীকে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের পঞ্জীর লেখিকারূপে প্রমাণ করিতে চাহেন।

পদকর্তা শ্রীবৈষ্ণবদাসের সঙ্কলিত ও কলিকাতা 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ' হইতে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু'-গ্রন্থে 'মাধবী' ভণিতায় দুইটি ও মাধবীদাস ভণিতায় পাঁচটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। কেহ কেহ ঐ-সকল পদ শ্রীশিখিমাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর রচিত পদ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশ-চন্দ্র রায় মহাশয় তৎকৃত ভূমিকায়[২] উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন।

---

* গ্রন্থে 'বেন্টপুর' শীর্ষক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ; ১। চৈ চ অ ২।১০৫ ; ২। 'পদকল্পতরু-ভূমিকা' ১৮৮-৯১ পৃষ্ঠা, ৪র্থ শাখা, ১ম ভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ সং, কলিকাতা, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ।

'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়'[১] শ্রীমাধবী দেবী পূর্বলীলায় 'কলাকেলী'-নাম্নী শ্রীরাধার কিঙ্করী ছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শ্রীগৌরপার্ষদ ছোট শ্রীহরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার্থ শ্রীমাধবী দেবীর নিকট হইতে সূক্ষ্ম চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া লোক-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীহরিদাসের প্রতি 'দ্বারমানা'রূপ-দণ্ডলীলা-দ্বারা জ্ঞানমিশ্র অর্থাৎ মুমুক্ষু বিরক্ত সাধক জীবের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছিলেন।



চতুর্থ বৈভব

শ্রীক্ষেত্রভূষণ শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ

১। শ্রীকানাঞি খুঁটিয়া

এ-সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্তভাবে চিন্তে সবে তোমার চরণ॥ *

'খুঁটিয়া' উৎকল ব্রাহ্মণের উপাধি; মতান্তরে জাত্যন্তরেরও রাজপ্রদত্ত উপাধিবিশেষ। † কেহ কেহ বলেন, শ্রীজগন্নাথদেবের শৃঙ্গারের জন্য মাল্য-সরবরাহ করাই খুঁটিয়াগণের নির্দিষ্ট সেবা। ‡ অন্যমতে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরদ্বার-রক্ষকগণ 'খুঁটিয়া' নামে পরিচিত। তাঁহারা শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার-সেবার বিভিন্ন উপকরণও সরবরাহ করিয়া থাকেন। §

১। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা, ১৮৯ শ্লোক, বহরমপুর সং ৪০১ গৌরাব্দ; * চৈ চ ম ১০।৪৭; † ঈশ্বরদাস-কৃত ওড়িয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত, ৪৬ অঃ; ‡ vide 'The History of Medieval Vaishnavism in Orissa' by Prabhat Mukherjee, Calcutta, 1940, p. 129; § Ibid Page 83.

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে, শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু নন্দোৎসবের দিবস ভক্তগণের সহিত গোপবেশ ধারণপূর্বক নিজস্কন্ধে দধি-দুগ্ধের ভাণ্ড লইয়া যখন ব্রজলীলার অভিনয় করিতেন, তখন কানাই খুঁটিয়া শ্রীনন্দগোপের বেশে ও শ্রীজগন্নাথ মাহাতি ব্রজেশ্বরীর বেশে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সুখানুকূল্যের আবেশে স্ব-স্ব গৃহের যাবতীয় ধনাদি সামগ্রী বিতরণ করিতেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকানাই খুঁটিয়াকে পিতা ও শ্রীজগন্নাথ মাহাতিকে মাতৃজ্ঞানে বন্দনাদি করিতেন। শ্রীকানাই খুঁটিয়াকৃত 'মহাপ্রকাশ' বা 'মহাভাবপ্রকাশ'-নামক একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ঐ পুঁথিটির মূললিপি আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছে। ঐ পুঁথিটির প্রতিলিপির অসম্পূর্ণ পত্র আমরা কটকে দেখিয়াছি। অপ্রকাশিত 'পদরত্নাবলী' (৪৩৪ নং)গ্রন্থে শ্রীকানাই খুঁটিয়ার ভণিতায় একটি পদ দৃষ্ট হয়,—

* * *

কানাই খুঁটিয়া কয়, মোর মনে হেন লয়,
বংশী হৈল অবলা বধিতে॥

বস্তুতঃ এই পদটি ওড্র শ্রীগৌরপার্ষদ আলোচ্য শ্রীকানাই খুঁটিয়ার রচিত হইতে পারে না। কারণ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি-অনুসারে শ্রীকানাই খুঁটিয়া শ্রীনন্দের আবেশেই শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যময়ী সেবার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উদ্ধৃত পদটিতে মধুররসাশ্রিত কোন পরোঢ়া গোপীর উক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে।

অতিবড়ী-সম্প্রদায়ের দিবাকরদাসের জগন্নাথ-চরিতামৃতে জগন্নাথ-দাসের ষোলজন প্রধান শিষ্যের অন্যতম 'কাহ্নু খুঁটিয়া'-নামক এক ব্যক্তির নাম দৃষ্ট হয়। ইনিও শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীকানাই খুঁটিয়া হইতে পারেন না। শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদ অতিবড়ী জগন্নাথদাসের কোন

কথাই বলেন নাই। অতিবড়ীগণের সাম্প্রদায়িক গুরুপরম্পরাক্রমে অতিবড়ী জগন্নাথদাস শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে পঞ্চম অধস্তন। শ্রীকানাই খুঁটিয়া সেই জগন্নাথদাসের শিষ্য হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষষ্ঠ অধস্তন হইয়া পড়েন। গৌড়ীয়সম্প্রদায়-কর্তৃক পরিত্যক্ত ব্যক্তির শিষ্যকে শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদ শ্রীগৌরপার্ষদ ও শ্রীনন্দের অভিন্নবিগ্রহ বলিয়া বর্ণন করিবেন, ইহাও সিদ্ধান্তসহ হইতে পারে না। সুতরাং, শ্রীগৌরপার্ষদ কানাই খুঁটিয়া অতিবড়ী সম্প্রদায়ের ব্যক্তি নহেন। পুরীতে বর্তমানে যাঁহারা শ্রীকানাই খুঁটিয়ার বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহারা পুরীর পাণ্ডার (তীর্থগুরুর) কার্য করেন। কিন্তু তাঁহারা শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীকানাই খুঁটিয়া হইতে অবিচ্ছিন্ন বংশ-পরম্পরা প্রদর্শন করিতে পারেন না।

২। শ্রীকাশীমিশ্র

শ্রীকাশীমিশ্র—গজপতি-বংশের রাজপুরোহিত, শ্রীজগন্নাথদেবের সমস্ত সেবার অধ্যক্ষ (সর্বাধিকারী) ও পর্যবেক্ষক ছিলেন। ইঁহার গৃহ শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারের অতি নিকটেই অবস্থিত ছিল। * শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীল কাশীমিশ্রকে রাজগুরু-জ্ঞানে সম্মান এবং প্রত্যহ মিশ্রের পাদ-সম্বাহনাদি-দ্বারা সেবা করিতেন। † শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীকাশীমিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া নিজ গৃহের সহিত আত্মা প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকাশীমিশ্রের নিকট চতুর্ভুজ-মূর্তি প্রকট করিয়া মিশ্রকে আত্মসাৎ ও আলিঙ্গন করিলেন; শ্রীনিত্যানন্দাদি ভক্তবৃন্দের সহিত কাশীমিশ্রের ভবনে আসন গ্রহণ করিয়া মিশ্রের সেবা অঙ্গীকার করিলেন।

---

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, ৮।৩, বহরমপুর, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০১; † চৈ চ অ ৯।৮১-৮৩

কথিত হয় যে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পিতৃদেব মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম দেব-কর্তৃক আনীত শ্রীরাধাকান্তদেব শ্রীবিগ্রহ রাজগুরু শ্রীকাশীমিশ্র শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে পূজার্থ যাচ্ঞা করিয়া লইয়াছিলেন। তদবধি শ্রীকাশীমিশ্র সিংহদ্বারের নিকটবর্তী বালিসাহি-পল্লীর নির্জন-স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীকাশী-মিশ্রের ভবনে একটি ক্ষুদ্র মৃন্ময়-কুটীরে ('গম্ভীরা' নামে খ্যাত) শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়াদি ভক্তজনসহ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদন-লীলা প্রকট করিয়া-ছিলেন। উৎকল সাহিত্যে 'গম্ভীরী'-শব্দের অর্থ—ক্ষুদ্র নির্জন গৃহ। শ্রীকাশীমিশ্র নিজ বাসস্থানটি সমর্পণ করিয়া কেবল ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবা করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি গৌড়দেশাগত শ্রীগৌর-ভক্তগণকেও বাসস্থান প্রদান করিয়া তাঁহাদের শ্রীগৌর-সেবার ও শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের সহায়তা করিতেন। * শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকাশীমিশ্রের নিকট গম্ভীরার সন্নিকটস্থ পুষ্পের উদ্যানে শ্রীসিদ্ধবকুলে একটি নির্জনগৃহ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের জন্য যাচ্ঞা করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীকাশীমিশ্রের প্রীতিময়ী সেবা সর্বদাই অঙ্গীকার করিতেন। গুণ্ডিচা-মার্জনাদি লীলাকালেও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকাশীমিশ্র, পড়িছা ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট উক্ত সেবার অনুমতি যাচ্ঞা করিতেন। স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও লোক-শিক্ষাকল্পে বৈষ্ণবের আনুগত্যেই শ্রীভগ-বানের সেবার রীতি শিক্ষা দিতেন। শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জন-লীলার পর শ্রীকাশীমিশ্র ও তুলসী পড়িছা সগণ-শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার্থ পাঁচশত মূর্তির পরিমিত বিচিত্র মহাপ্রসাদের সংস্থান করিয়াছিলেন। হোরা-পঞ্চমীর দিন শ্রীপ্রতাপরুদ্রের ইচ্ছানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীতির জন্য শ্রীকাশীমিশ্র রথযাত্রা-অপেক্ষাও অধিকতর সমারোহে মহোৎসবের

* চৈ চ ম ১১।১১৯-২১

আয়োজন ও সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার আয়োজন করিতেন। * শ্রীনন্দোৎসবের সময় শ্রীকাশীমিশ্র প্রভৃতি ওড্রভক্তগণকে লইয়া শ্রীমন্-মহাপ্রভু নৃত্য-সংকীর্তন, দধি-দুগ্ধ-হরিদ্রা-ক্ষেপণাদি মহামহোৎসব করিতেন। যখন রাজকোষের অর্থ অপব্যয় করিবার অভিযোগে শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কের উপর রাজদণ্ড অর্পিত হইল, তখন মহাপ্রভুর ভক্তগণ গোপীনাথকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে শ্রীমন্মহা-প্রভু শ্রীকাশীমিশ্রের নিকট নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া আলালনাথ যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীকাশীমিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদ-পদ্ম ধরিয়া লোকশিক্ষার্থ যে কয়েকটি অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন, † তাহা প্রকৃত ভজনানুসন্ধিৎসু শুদ্ধভক্তিযাজনকারী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিত্য হৃদয়ে ধারণযোগ্য।

তোমার ভজনফলে তোমাতে 'প্রেমধন'।
বিষয় লাগি' তোমায় ভজে, সেই মূর্খ জন॥
তোমা লাগি' রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈলা।
তোমা লাগি' সনাতন 'বিষয়' ছাড়িলা॥
তোমা লাগি' রঘুনাথ সকল ছাড়িল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
তোমার চরণ-কৃপা হঞাছে তাঁহারে।
ছত্রে মাগি' খায়, 'বিষয়' স্পর্শ নাহি করে॥
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ-মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয়-বাঞ্ছা, তার ইচ্ছা নয়॥
তা'র দুঃখ দেখি' তা'র সেবকাদিগণ।
তোমারে জানাইল,—যা'তে 'অনন্যশরণ'॥

* চৈ চ ম ১৪।১০৬-১৫ ; † চৈ চ অ ৯।৬৯-৭৬

সেই 'শুদ্ধভক্ত', যে তোমা ভজে তোমা লাগি'।
আপনার সুখ-দুঃখে নহে ভোগ-ভাগী ॥

তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁরে তোমার চরণ ॥

বস্তুতঃ শ্রীকাশীমিশ্রের প্রীতিময়ী সেবা-চেষ্টায়ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্তোষ ও শ্রীপ্রতাপরুদ্রের দ্বারা শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক শ্রেয়োলাভ হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গী শ্রীকাশীমিশ্র শ্রীহরিদাসঠাকুরের নির্যাণ-মহোৎসব-কালেও মহাপ্রসাদাদি প্রদান করিয়া ভক্ত ও ভগবানের সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীকাশীমিশ্র কত যত্নে, কত অহৈতুকী প্রীতির সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। * শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন লিখিয়াছেন, †—

কাশীমিশ্র পরম বিহ্বল কৃষ্ণরসে।
আপনে রহিলা প্রভু যাঁহার আবাসে ॥

শ্রীকাশীমিশ্রের প্রীতিবন্ধনে তাঁহার গৃহে পুরটসুন্দরদ্যুতি শ্রীগৌরহরির অবস্থান-লীলার কথা এখনও উৎকলের গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য-গীতিতে এইরূপ গীত হইয়া থাকে,—

সুনার বরণ পোষাপক্ষীটিকু কি এসে দেখিছ ভাই রে।
* * *
কাশীমিশ্র তাকু বান্ধি রখিঅছি হৃদয়র ডোরী দেই রে ॥

৩। শ্রীকৃষ্ণদাস

শ্রীপুরুষোত্তমধামবাসী এই ভক্তপ্রবর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সুবর্ণ-বেত্রধারী সেবক ছিলেন। ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে অগ্রে

* চৈ চ অ ১১।৮৫-৮৮ ; † চৈ ভা অ ৫।২১৭

স্বর্ণবেত্র ধারণ-পূর্বক গমন করিতেন। মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশ হইতে পুরীতে প্রত্যাগমন করেন, তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য ইঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন,—

* * *

কৃষ্ণদাস নাম এই সুবর্ণবেত্রধারী। *

* * *

অয়ং স্বর্ণবেত্রধারী পার্ষদঃ কৃষ্ণদাসনামা। †

৪। শ্রীকৃষ্ণানন্দ

ইনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'ওড্রকৃষ্ণানন্দ' নামে উক্ত হইয়াছেন। ‡ ইনি শ্রীগৌরগতপ্রাণ উৎকলীয় ভক্ত।

৫। শ্রীগোপালগুরু

ইনি শ্রীগৌরপার্ষদবর শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য। কেহ কেহ বলেন, ইঁহার পূর্ব-নাম শ্রীমকরধ্বজ পণ্ডিত ও ইনি শ্রীমুরারিপণ্ডিতের আত্মজ, উৎকলে আবির্ভূত ব্রাহ্মণ; অতি বাল্য-কালেই শ্রীগৌরসেবক শ্রীগোবিন্দের সঙ্গে থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাসৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বালক সেবকটিকে 'গোপাল' বলিয়া স্নেহভরে ডাকিতেন। পরে 'শ্রীগোপাল' নামের সহিত 'গুরু' নাম সংযুক্ত হয়। § শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বা শ্রীচৈতন্য-

---

* চৈ চ ম ১০।৪২; † শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্, বহরমপুর-সং, ৮।৬, ৪০১ গৌরাব্দ; 'পুরুষোত্তমচন্দ্রিকা'-গ্রন্থানুসারে পড়িছাগণ শ্রীজগন্নাথের সেবার জন্য বেত্রধারণ করেন; ‡ চৈ চ আ ১০।১৩৫; § ইঁহার বিস্তৃত চরিত 'শ্রীক্ষেত্রে'র ২য় খণ্ডে ২৮০-৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভাগবতে শ্রীগোপালগুরুর নামোল্লেখ নাই। শ্রীগোপালগুরুর প্রসিদ্ধ শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র। শ্রীগোপালগুরু **'স্মরণক্রম-পদ্ধতি'** বা **সেবা-স্মরণ-পদ্ধতি** এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র 'ধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি' প্রণয়ন করিয়াছেন।

৬। শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক

শ্রীশ্রীগৌরপাদপদ্ম-সর্বস্ব শ্রীভবানন্দ রায়ের পঞ্চপুত্রের অন্যতম এবং শ্রীরায়রামানন্দপাদের ভ্রাতা শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অধীনে মালজাঠ্যা দণ্ডপাট-(বর্তমান মেদিনীপুর) নামক রাজ্যখণ্ডে 'রাজবিষয়ী' তহশীলদার ছিলেন। তিনি রাজাকে রাজস্ব আদায় করিয়া যে অর্থ দিয়াছিলেন, তাহাতে দুইলক্ষ কাহন কড়ি বাকী পড়িয়াছিল। এদিকে প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ যুবরাজের প্রতি কোনও কারণে বিদ্রূপ করায় শ্রীগোপীনাথ যুবরাজের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীগোপীনাথের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইল। শ্রীরামানন্দ রায়ের সম্পর্কে শ্রীস্বরূপদামোদরাদি শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ অনন্যোপায় হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট এই কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বাহ্যে লোকশিক্ষার্থ রোষাভাস প্রদর্শন করিলেও অন্তরে শ্রীরামানন্দ রায়ের সম্বন্ধে তাঁহারই একান্ত আশ্রিত শ্রীভবানন্দ-পুত্র-গণের প্রতি প্রচুর কৃপাদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। শ্রীকাশীমিশ্রের চেষ্টায় ও শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অনুগ্রহে শ্রীগোপীনাথের প্রাণ-রক্ষা হইল। বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্তোষের জন্যই শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীগোপীনাথকে রাজদণ্ড হইতে কেবল যে নিষ্কৃতি দিলেন, তাহা নহে, শ্রীগোপীনাথকে রাজ-সম্মানে বিভূষিত করিলেন; তাঁহাকে সমস্ত ঋণ হইতে অব্যাহতি দিয়া তাঁহার বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। শ্রীগোপীনাথ

শ্রীগৌরকৃপাভাসে উদ্ধার লাভ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পতিত হইয়া বলিলেন, *—

বাকী-কৌড়ি বাদ, আর দ্বিগুণ বর্তন কৈলা।
পুনঃ 'বিষয়' দিয়া 'নেতধটী' পরাইলা ॥
কাঁহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ-প্রমাদ !
কাঁহা 'নেতধটী' পুনঃ,—এ-সব প্রসাদ !!
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈলুঁ।
চরণ স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইলুঁ ॥
লোকে চমৎকার মোর এসব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাঞা ॥
কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই 'মুখ্যফল'।
'ফলাভাস' এই,—যাতে 'বিষয়' চঞ্চল ॥
রাম রায়ে, বাণীনাথে কৈলা 'নির্বিষয়'।
সেই কৃপা আমাতে নাহি, যাতে ঐছে হয় ॥
শুদ্ধ কৃপা কর', গোসাঞি, ঘুচাহ 'বিষয়'।
নির্বিণ্ণ হইনু, মোতে 'বিষয়' না হয় ॥

ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপীনাথকে বলিয়াছিলেন, †—

* * সন্ন্যাসী যবে হইবা পঞ্চজন।
কুটুম্ব-বাহুল্য তোমার কে করে ভরণ ?
মহাবিষয় কর', কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ—মোর 'নিজদাস' ॥
কিন্তু মোর করিহ এক 'আজ্ঞা'-পালন।
'ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন ॥

* চৈ চ অ ৯।১৩৩-৩৯ ; † চৈ চ অ ৯।১৪০-৪৪

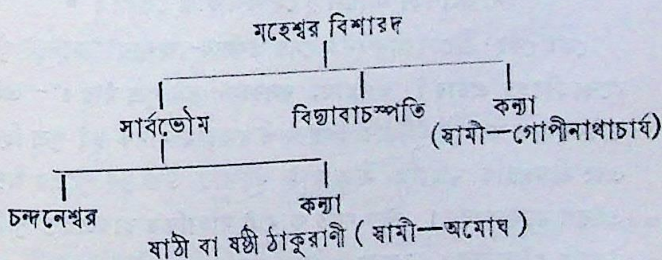
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্মে-কর্মে ব্যয়॥
অসদ্ব্যয় না করিহ, যা'তে দুইলোক যায়।'

*　　*　　*

৭। শ্রীচন্দনেশ্বর

শ্রীক্ষেত্রসন্ন্যাসী শ্রীগৌরপার্ষদ বিদ্বচ্ছিরোমণি শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের পুত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ভক্তগণকে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করাইতে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য নিজপুত্র শ্রীচন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

সার্বভৌম পাঠাইল সবা দর্শন করিতে।
চন্দনেশ্বর নিজপুত্র দিয়া সবার সাথে॥ *



দক্ষিণদেশ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলে তদ্দর্শনার্থী উৎকণ্ঠিত উড়িষ্যাবাসী ভক্তগণের সহিত সার্বভৌম ইঁহারও পরিচয় দিয়াছিলেন,—

চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস, ইঁহো ধ্যায় তোমার চরণ॥ †

* চৈ চ ম ৬।৩৩; † চৈ চ ম ১০।৪৫

৮। শ্রীজগন্নাথ মাহাতি

ইনি শ্রীনন্দোৎসবের সময় ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদার বেশ ধারণ করিয়া শ্রীযশোমতীর আবেশে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুকূল্যে গৃহের ধন-রত্নাদি বিতরণ করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই সময় শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের আবেশে শ্রীজগন্নাথ মাহাতিকে মাতা শ্রীযশোমতী-জ্ঞানে নমস্কার করিতেন।

কানাঞি খুঁটিয়া আছেন 'নন্দ'-বেশ ধরি'।
জগন্নাথ-মাহাতি হঞাছেন 'ব্রজেশ্বরী'॥

* * *

কানাঞি খুঁটিয়া, জগন্নাথ—দুইজন।
আবেশে বিলাইল, ঘরে ছিল যত ধন॥
দেখি' মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইলা।
মাতাপিতা জ্ঞানে দুঁহে নমস্কার কৈলা॥ *

কেহ কেহ[১] শ্রীদেবকীনন্দন দাসের 'বৈষ্ণব-বন্দনার' "কানাই খুঁটিয়া বন্দো বিশ্বের প্রচার। জগন্নাথ, বলরাম—দুই পুত্র যাঁর॥"—এইরূপ উক্তি হইতে কানাই খুঁটিয়ার জগন্নাথ ও বলরাম-নামক দুই পুত্র ছিলেন এবং শ্রীজগন্নাথ মাহাতি শ্রীকানাই খুঁটিয়ার উক্ত দুই পুত্রের অন্যতম এইরূপ মনে করেন। উক্ত মতে কানাই মাহাতির রাজপ্রদত্ত 'খুঁটিয়া' উপাধি হইয়াছিল। বস্তুতঃ এইরূপ অনুমান ভ্রান্তিমূলক। কানাই খুঁটিয়ার 'খুঁটিয়া' উপাধিটি উৎকল ব্রাহ্মণের উপাধি এবং 'মাহাতি'—উৎকলদেশীয় করণের উপাধিবিশেষ। পুরীর দক্ষিণ দরজার নিকটে হরচণ্ডীসাহি পল্লীতে কানাই খুঁটিয়ার বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ-পাণ্ডার বাস এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীদেবকী-

* চৈ চ ম ১৫।১৯, ২৯-৩০ ; ১। 'Th History of Medieval Vaishnavism of Orissa' by Prabhat Mukherjee, Calcutta, 194᾿, pp. 128-29.

নন্দন দাসের 'বৈষ্ণব-বন্দনায়' যে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরামের উল্লেখ আছে, তাহা শ্রীনীলাচলচন্দ্র ভগবান্ শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরাম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি হইতে স্পষ্টই জানা যায়, শ্রীকানাই খুঁটিয়াকে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনন্দ ও পিতৃজ্ঞানে নমস্কার করিতেন। দারু-ব্রহ্ম অচল জগন্নাথ ও নরব্রহ্ম সচল জগন্নাথ শ্রীগৌরহরি উভয়ই সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন বিগ্রহ। ভগবান্ শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরাম শ্রীনন্দের আবেশে আবিষ্ট বৎসল-রসরসিক শ্রীকানাই খুঁটিয়ার পুত্র ছিলেন বলিয়াই অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকানাই খুঁটিয়াকে শ্রীনন্দ এবং শ্রীজগন্নাথ মাহাতিকে শ্রীযশোদা-জ্ঞানে পূজা করিতেন।

৯। শ্রীজনার্দন

ইনি অনবসরকালে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গ সেবা করিতেন। *

জগন্নাথসেবক এই, নাম—জনার্দন।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবন ॥ †

১০। শ্রীতুলসী পড়িছা

শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সেবক শ্রীতুলসী পড়িছা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদের সংস্থানাদি করিয়া সেবা করিতেন।

কাশীমিশ্র, তুলসী-পড়িছা—দুই জন।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভোজন ॥
তত অন্ন-পিঠা-পানা, সব পাঠাইল।
দেখি' মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥ ‡

---

* "ভগবতোঽনবসরকালাঙ্গসেবকোঽন্তরঙ্গো জনার্দননামা।"—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, ৮।৬ বহরমপুর-সং, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০১ ; † চৈ চ ম ১০।৪১ ; ‡ চৈ চ ম ১২।১৫৪-৫৫ ।

শ্রীনীলাচলে শ্রীনন্দোৎসবের দিবস শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীপ্রতাপরুদ্র, শ্রীকাশী মিশ্র, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য ও শ্রীতুলসী পড়িছার সহিত মহানন্দে নৃত্যকীর্তন ও দধি-দুগ্ধ-হরিদ্রাজলাদি-ক্ষেপণ প্রভৃতি আনন্দ-উৎসব করিয়াছিলেন। সেই দিন শ্রীপ্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় শ্রীতুলসী পড়িছা শ্রীজগন্নাথদেবের একটি বহুমূল্য প্রসাদী বস্ত্র আনয়ন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমস্তকে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য-প্রমুখ শ্রীগৌরভক্তগণকেও শ্রীপ্রসাদী বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীতুলসী পড়িছা শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের শিক্ষাশিষ্য ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেদিন সর্বপ্রথম প্রেমোন্মাদে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন, সেই দিন এই শ্রীতুলসী পড়িছাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ অবগত না হইয়া প্রভুকে বেত্রাঘাতের দ্বারা নিবারণে উদ্যত হইলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য নিষেধ করিয়াছিলেন এবং প্রেম-মূর্চ্ছিত শ্রীগৌরহরিকে শিষ্য শ্রীতুলসী পড়িছার দ্বারা বহন করাইয়া নিজগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র, শ্রীতুলসী পড়িছা ও শ্রীকাশী মিশ্রের উপর শ্রীগৌরভক্ত বৈষ্ণবগণকে স্বচ্ছন্দ বাসস্থান ও স্বচ্ছন্দ মহাপ্রসাদ প্রদান এবং স্বচ্ছন্দ ভগবদ্দর্শন করাইবার ভার প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীতুলসী পড়িছা শ্রীজগন্নাথদেবের মাল্য-চন্দন ও মহাপ্রসাদ-দ্বারা এবং প্রভুর শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জন-সেবাকালে ঘটাদি বিভিন্ন সেবোপকরণ-সংগ্রহের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-সন্তোষ বিধান করিতেন।

১১। শ্রীদলই বা দ্বারপাল

সিংহদ্বারের এই দ্বারপালের হস্ত ধারণ করিয়া দিব্যোন্মাদ-গ্রস্ত শ্রীগৌরসুন্দর 'হে সখে দ্বারপাল! আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? তুমি তাঁহাকে শীঘ্র দেখাও'—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শনার্থ ব্যাকুল

হইয়াছিলেন। ইহা শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামিপাদ তৎকৃত 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরু'তে উল্লেখ করিয়াছেন *—

ক মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধন্নুন্মদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃততদ্-
ভুজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

'হে সখে! আমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? তুমিই এখানে সত্বর তাঁহাকে দর্শন করাও', যিনি উন্মত্তের ন্যায় শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের দ্বারপালকে এরূপ বলিলে, 'প্রিয়তমকে দর্শন করিবার জন্য সত্বর গমন কর', এইরূপ দ্বারপালের বাক্যানুসারে দ্বারপালের হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষযুক্ত করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানলীলা-প্রকটনকারী শ্রীগৌরসুন্দরকে উক্ত দ্বারপাল 'এই স্থানেই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন আছেন, তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে দর্শন করাইব'—এইরূপ বলিলে শ্রীগৌরসুন্দর সেই দ্বারপালকে 'তুমি আমার সখা, আমার প্রাণনাথ কোথায়, আমাকে দেখাও'—ইহা বলিয়া দ্বারপালের হস্তধারণ-পূর্বক শ্রীজগমোহনে বিজয় করিলে দ্বারপাল 'শ্রীপুরুষোত্তমকে নেত্র ভরিয়া দর্শন কর'—এইরূপ বলিয়াছিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথকে 'মুরলীবদন শ্যামসুন্দর'রূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

১২। শ্রী দাস-মহাসোয়ার

উৎকলের কোন কোন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষ্ণুদাস্যসূচক 'দাস' উপাধি দৃষ্ট হয়। ইহা চুল্লীভট্ট-সম্মত। দাস মহাসোয়ার

* শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবককল্পতরু স্তবে ৭ম শ্লোক

(সূপকার) শ্রীজগন্নাথদেবের মহানসাধিকারী অর্থাৎ পাকশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদ ইঁহাকে শ্রীজগন্নাথদেবের 'নিসর্গ ভক্ত' অর্থাৎ স্বাভাবিক-প্রীতিযুক্ত ভক্ত বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত ইঁহার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গিরূপে গণিত; যথা—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে[১]—"অয়ং দাসমহাসোআর-নামা মহানসাধিকারী।"

জগন্নাথের মহাসোয়ার ইঁহ 'দাস' নাম। *

১৩। শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্র

ইনি উৎকলবাসী শ্রীজগন্নাথদেবের ভক্ত ও শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাসঙ্গী। এইসকল বৈষ্ণব শ্রীক্ষেত্রের ভূষণস্বরূপ এবং একান্তভাবে শ্রীশ্রীচৈতন্য-স্মরণ-পরায়ণ। † শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্র মহাশয়।
যাঁ'র তনু শ্রীচৈতন্য, ভক্তিরসময়। ‡

১৪। শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'শ্রীপ্রদ্যুম্ন-মিশ্রের জীবন' § বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে শ্রীপুরীধামে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—'প্রদ্যুম্নমিশ্র ইঁহ বৈষ্ণব প্রধান'। ☸ উক্ত পদটির পরে 'জগন্নাথের

১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৮।৬), বহরমপুর-সং, চৈতন্যাব্দ ৪০১; * চৈ চ ম ১০।৪৩; † চৈ চ ম ১০।৪৬-৪৭; ‡ চৈ ভা অ ৪।২১২; § চৈ ভা আ ১৪।২; ☸ চৈ চ ম ১০।৪৩

মহাসোয়ার ইঁহ 'দাস' নাম' * এই উক্তিটি থাকায় ঐ প্রদ্যুম্ন মিশ্র 'দাস' উপাধি-ধৃক্ শ্রীজগন্নাথদেবের মহাসূপকার বা প্রধান পাককর্ত্তা ছিলেন—কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে উক্ত প্রসঙ্গেই শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য কর্তৃক উৎকল ভক্তগণের পরিচয়প্রদানকালে দাস-মহাসোয়ার-নামক মহানসাধিকারী (পাক-শালাধ্যক্ষ) † ও প্রদ্যুম্নমিশ্র দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ‡

উৎকল দেশে আবির্ভূত শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্ঞাতি ও ভ্রাতুষ্পুত্র (মতান্তরে খুল্লতাতপুত্র) শ্রীহট্টজেলার বুরুঙ্গাবাসী কীর্তি মিশ্রের বংশজাত শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র পৃথক্ ব্যক্তি। কেহ কেহ বলেন,—শ্রীহট্টের শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রই 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী'-নামক সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা। § শ্রীচৈতন্যভাগবতে উৎকলে আবির্ভূত শ্রীগৌরপার্ষদগণের মধ্যেই শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রের নাম উক্ত হইয়াছে। §§ যথা—

যে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইলা।
তাঁহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা॥
মিলিলা প্রদ্যুম্নমিশ্র—প্রেমের শরীর।
পরমানন্দ, রামানন্দ দুই মহাধীর॥

*　　*　　*

নীলাচলে জন্মিলা যতেক অনুচর।
সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর॥

---

* চৈ চ ম ১০।৪৩; † শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, ৮।৩, বহরমপুর-সং, চৈতন্যাব্দ ৪০১; ‡ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, ৮।৩, বহরমপুর-সং, চৈতন্যাব্দ ৪০১, ৪৫৭ পৃষ্ঠা এবং নির্ণয়সাগর-সং, (দ্বিতীয় সং) ১৯১৭ খৃঃ, ১৩৮ পৃ দ্রষ্টব্য; § শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহাশয়-কৃত শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন ১১৭ পৃ শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র-শব্দ দ্রষ্টব্য; §§ চৈ ভা অ ৩।১৮৩-৮৪, অ ৫।২১০-১১

প্রদ্যুম্ন মিশ্র—কৃষ্ণপ্রেমের সাগর।
আত্মপদ যাঁরে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর ॥

শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে প্রভু তাঁহাকে শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরামানন্দ গোস্বামিপাদের রাগাত্মিক সেবাদর্শ বুঝিতে না পারিয়া শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীরামানন্দের নিকট হইতে শ্রীহরিকথা-শ্রবণে অন্তরে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাহীনতার ভাব পোষণ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে মিশ্র পুনরায় শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকট গিয়া তত্ত্বোপদেশ লাভ করেন এবং শ্রীগৌরহরি ও তদভিন্নতনু শ্রীরামানন্দপাদের কৃপায় তাঁহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন।

১৫। শ্রীপ্রহররাজ মহাপাত্র

উৎকলে রাজগণের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, রাজার মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিকাল হইতে পরবর্তী উত্তরাধিকারীর সিংহাসনারোহণ বা অভিষেকের পূর্ব-পর্যন্ত **এক প্রহর-কাল** রাজকুল-পুরোহিত-বংশের একজন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজদণ্ড ধারণ করিবেন, যাহাতে রাজসিংহাসন শূন্যাবস্থায় পতিত না থাকে। ঐ পুরোহিতগণই বংশানুক্রমে **'প্রহররাজ'** নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে দৃষ্ট হয় যে—সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত পরম ভগবদ্ভক্ত প্রহররাজ মহাপাত্রের পরিচয় করাইয়াছিলেন। *

প্রহররাজ মহাপাত্র ইঁহ মহামতি। †

---

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, ৮।৬, বহরমপুর-সং, চৈতন্যাব্দ ৪০১;

† চৈ চ ম ১০।৪৬

১৬। শ্রীভবানন্দ রায়

পুরী জেলার আলালনাথ গ্রামের নিকটে বেন্টপুর গ্রামে বহুসদ্‌গুণ-নিবাস সর্ববিদ্যাবিশারদ শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীভবানন্দ রায় আবির্ভূত হন। ইনি শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়দেহ-স্বরূপ শ্রীশ্রীরামানন্দ রায়ের পিতৃদেব। ইঁহার পঞ্চ পুত্র মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ (১) শ্রীরামানন্দ রায়, তৎপরে (২) শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক, (৩) শ্রীকলানিধি, (৪) শ্রীসুধানিধি, ও (৫) শ্রীবাণীনাথ পট্টনায়ক। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীভবানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"রামানন্দ হেন রত্ন যাহার তনয়। তাহার মহিমা-লোকে কহন না যায়॥ সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী। পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি॥" *

শ্রীভবানন্দ রায় নিজ গৃহ, বিত্ত, ভৃত্য, পঞ্চপুত্রের সহিত স্বীয় সমগ্র সত্তা ও আত্মা শ্রীগৌরপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীবাণীনাথকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট রাখিয়া তাঁহার সেবায় নিয়োগ করিয়াছিলেন।

রাজকোষের অর্থ নষ্ট করায় শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ও প্রেরণায় শ্রীপ্রতাপরুদ্র সমস্ত ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে রাজসম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। শ্রীভবানন্দ রায় পঞ্চপুত্রের সহিত শ্রীগৌরপাদপদ্মে প্রণত হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলায় পঞ্চপাণ্ডবকে বিপদ হইতে উদ্ধারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া প্রভুর ভক্ত-বাৎসল্যের জয় গান করিয়াছিলেন।

১৭। শ্রীমঙ্গরাজ মহাপাত্র

ইনি শ্রীগৌরসুখানুসন্ধিৎসু মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের আজ্ঞাধীন শ্রীগৌরসেবক। শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা

---

* চৈ চ ম ১০।৫২-৫৩

করিয়া যখন গৌড়মণ্ডলের দিকে বিজয় করিতেছিলেন, তখন শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীমঙ্গরাজকে আদেশ করিলেন,—

এক নব্য নৌকা আনি' রাখিহ নদী-তীরে।
যাঁহা স্নান করি' প্রভু যা'ন নদী-পারে॥
তাঁহা স্তম্ভ রোপন কর' 'মহাতীর্থ' করি'।
নিত্যস্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি॥ *

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরায়রামানন্দপাদের অনুগমন করিয়া প্রভুর সেবা করিতে করিতে শ্রীমঙ্গরাজও প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছিলেন,—

রামানন্দ, মঙ্গরাজ, শ্রীহরিচন্দন।
সঙ্গে সেবা করি' চলে এই তিন জন॥ †

১৮। শ্রীমুরারি ব্রাহ্মণ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মচিন্তায় একান্ত রত ওড্র-ব্রাহ্মণ। ‡

১৯। শ্রীমুরারি মাহিতি

ইনি শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীশিখি মাহিতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি স্বভাবতই: শ্রীগৌরপাদ-পদ্মে অনুরক্ত ছিলেন। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট ইঁহার পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

মুরারি মাহিতি ইঁহ শিখি মাহিতির ভাই।
তোমার চরণ বিনা আর গতি নাই॥ §

২০। শ্রীবাণীনাথ পট্টনায়ক

শ্রীভবানন্দ রায়ের পুত্র ও রায় শ্রীরামানন্দপাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীভবানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিজগৃহ-বিত্ত-ভৃত্য-পঞ্চপুত্র-সহিত আত্মসমর্পণ-পূর্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

* চৈ চ ম ১৬।১১৪-১৫ ; † চৈ চ ম ১৬।১২৬ ; ‡ চৈ চ ম ১০।৪৫ ; § চৈ চ ম ১০।৪৪

এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা, তাহা করিবে সেবনে ॥ *

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীভবানন্দের সেই প্রার্থনানুসারে শ্রীভবানন্দের অন্যতম পুত্র শ্রীবাণীনাথকে স্বীকার করিয়াছিলেন।

বাণীনাথ পট্টনায়কে নিকটে রাখিল। †

শ্রীবাণীনাথ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকটে থাকিতেন। বাণীনাথের উপর শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদ্‌ভক্তগণের সেবার্থ মহাপ্রসাদের ব্যবস্থার ভার ছিল। 'চৌধুরী পট্টনায়ক' পদবীটি উৎকলরাজের প্রদত্ত উপাধি-বিশেষ। অদ্যাপি বেন্টপুর গ্রামে চৌধুরী পট্টনায়ক—এই উপাধি-ভূষিত করণ-বংশোদ্ভূত ভূম্যধিকারিগণ বাস করিতেছেন।

শ্রীবাণীনাথ পট্টনায়কের অন্যতম ভ্রাতা শ্রীগোপীনাথ রাজকোষের কিছু অর্থ নষ্ট করায় এবং অন্য কোন কারণে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠ-পুত্রের কু-নজরে পড়িয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীগোপীনাথের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হয় এবং শ্রীবাণীনাথ প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকেও রাজপুরুষগণ বাঁধিয়া লইয়া যা'ন। কিন্তু ঐরূপ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও বাণীনাথ নির্ভয়ে নির্বন্ধিত সংখ্যা-নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—

বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণনাম।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কহে অবিশ্রাম ॥
সংখ্যা লাগি' দুই হাতে অঙ্গুলিতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা ॥ ‡

বিপৎপ্রতিম অবস্থার মধ্যেও শ্রীবাণীনাথের এইরূপ নিষ্ঠার কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃপার

* চৈ চ ম ১০।৫৬; † চৈ চ ম ১০।৬১; ‡ চৈ চ অ ৯।৫৬-৫৭

আভাসে সবংশ শ্রীবাণীনাথের, বিপদ হইতে উদ্ধার, রাজসম্মান-লাভ ও শ্রীগৌরকৃপা-পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি হয়।

২১। শ্রীবিষ্ণুদাস

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উৎকলদেশীয় এই ভক্তের পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

বিষ্ণুদাস—ইঁহ ধ্যায়ে তোমার চরণ। *

২২। শ্রীশিখি মাহিতি

শ্রীদারুব্রহ্মের লীলাভূমি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীশিখি মাহিতি-(মহান্তি) নামক এক বিমলচিত্ত, করুণহৃদয় মহাত্মা বাস করিতেন। তিনি শ্রীনীলাচলতিলক শ্রীজগন্নাথের সেবক এবং শ্রীমন্দিরের 'লিখ-নাধিকারী' (দেউলকরণ) ছিলেন। 'মুরারি মাহিতি' ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীই শুদ্ধবুদ্ধিমতী শ্রীমাধবী দেবী। ইঁহার প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনী, উভয়েই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি স্বাভাবিক অনুরক্ত ছিলেন। শ্রীনীলাচলেন্দ্র শ্রীজগন্নাথের প্রেমভৃত্য নিজ-অগ্রজ শ্রীশিখি মাহিতিকে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করাইবার নিমিত্ত ইঁহারা নিরতিশয় যত্নবান্ ছিলেন। কিন্তু শিখি মাহিতি কিছুতেই গৌরভজনে রত হইলেন না।

একদিন অনুজ ভ্রাতা ও ভগ্নীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিতে করিতে শিখি মাহিতি নিদ্রিত হইলেন। 'রাত্রি-শেষে শ্রীগৌরপাদপদ্ম-দর্শনকারী অনুজগণ যেন তাঁহাকে জাগরিত করিতেছে' এইরূপ একটি স্বপ্ন দর্শন করিলেন। শ্রীশিখি মাহিতি এই আশ্চর্য স্বপ্নদর্শনের পর জাগ্রত হইয়াই সমীপাগত মহৎ অনুজদ্বয়কে

* চৈ চ ম ১০।৪৫

দেখিতে পাইয়া অতিশয় আনন্দভরে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইলেন। শ্রীশিখিমাহিতি বলিলেন,—"ভাই! আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, উহা অতি বিচিত্র, শ্রীশচীসুতের মহিমা যে অপ্রমেয়, অদ্যই কেবল আমার তাহাতে প্রত্যয় হইল। দেখিলাম, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীনীলাচলেন্দ্রকে দর্শনপূর্বক তাঁহাতে ক্ষণে ক্ষণে প্রবেশ ও পুনঃপুনঃ বহির্গত হইয়া আবার তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন;—এইরূপ অফুরন্ত লীলা তিনি বিস্তার করিতেছেন। কি আশ্চর্য! আমি এখনও পরমেশ্বর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে সেইরূপ ভাবেই দেখিতেছি, অথবা আমার চক্ষু কি ভ্রান্ত হইতেছে! হায়, সেই অসীম-কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর আমাকে শ্রীজগন্নাথদেবের সমীপস্থ দেখিয়া সস্নেহ আহ্বানপূর্বক দীর্ঘ উন্নত ললিত বাহুদ্বারা আমাকে যেন আলিঙ্গন করিলেন, এইরূপে উৎপুলকিতাঙ্গ হইয়া শ্রীশিখিমাহিতি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে প্রেমগদ্গদ বাক্যে ঐসকল কথা বলিতে বলিতে তথা হইতে বহির্গত হইলেন। শ্রীমুরারি ও শ্রীমাধবী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে গমন করিতে বলিলেন। তখন তিনজনেই নীলাচল-পতির দর্শনজন্য শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। শ্রীমুরারি ও শ্রীমাধবী মহাপ্রভুকে জগমোহনে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অগ্রজ শিখি-মাহিতি প্রভুকে স্বপ্নে যদ্রূপ দেখিয়াছিলেন, চতুর্দিকে শ্রীগৌরসুন্দরকে ঠিক তদ্রূপ-ভাববিশিষ্টই দর্শন করায় তাঁহার হৃদয় প্রেমে উৎফুল্ল হইল। মহাবদান্য মহাপ্রভুও শ্রীশিখিমাহিতিকে 'তুমি মুরারির অগ্রজ' এই বলিয়া বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীশিখিমাহিতি শ্রীগৌর-সেবাময়-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। তদবধি শ্রীশিখিমাহিতি সমস্ত ভুলিয়া অভীষ্টদেব শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবা করিতে লাগিলেন। *

---

* শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, ১৩।৮৯-১০৯, বহরমপুর-সং

শ্রীশিখিমাহিতি— সমগ্র শ্রীগৌরভক্তের মধ্যে যে 'সাড়ে তিনজন পাত্র', তাঁহাদের অন্যতম।

* * *

জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিন জন ॥
স্বরূপ গোসাঞি, আর রায়রামানন্দ।
শিখি মাহিতি—তিন, তাঁ'র ভগিনী—অর্দ্ধজন ॥ *

২৩। শ্রীশিবানন্দ

গৌড়দেশবাসী শ্রীগৌরপার্ষদ অন্যান্য শ্রীশিবানন্দ হইতে পৃথগ্‌ভাবে বুঝাইতে শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ ইঁহাকে 'ওড্র-শিবানন্দ' আখ্যা দিয়াছেন। † ইনি পুরুষোত্তম-ধামে বাস করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

২৪। শ্রীসিংহেশ্বর

'ওড্র-সিংহেশ্বর' নামে খ্যাত শ্রীনীলাচলবাসী শ্রীগৌরভক্ত। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য সিংহেশ্বরের পরিচয়প্রদান-কালে ইনি সতত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধ্যান করেন, এইরূপ বলিয়াছেন। ‡

২৫। শ্রীস্বপ্নেশ্বর বিপ্র

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিয়া কটকে আগমনপূর্বক শ্রীসাক্ষিগোপাল দর্শন করেন। তখন শ্রীস্বপ্নেশ্বর বিপ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া প্রভুর সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

---

* চৈ চ অ ২।১০৫-৬; † চৈ চ আ ১০।১৩৫; ‡ চৈ চ ম ১০।৪৫

এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌরগতপ্রাণ ও শ্রীগৌরলীলাসঙ্গী ওড্রদেশীয় আরও ভক্তবৃন্দের নামমাত্র পাওয়া যায়। তাঁহাদের চরিত-কথা বিশেষভাবে জানা যায় না।



পঞ্চম বৈভব

শ্রীল শ্যামানন্দদেব

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে তদানীন্তন উড়িষ্যার অন্তর্গত 'ধারেন্দা'-গ্রামে 'শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল'-নামক এক শ্রীকৃষ্ণভক্ত বাস করিতেন। উক্ত গ্রাম বর্তমানে মেদিনীপুর জেলায় বেঙ্গল-নাগপুর-রেলওয়ের খড়্গপুর ষ্টেসনের পশ্চিম-উত্তরে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। বাহাদুরপুর গ্রামটি ধারেন্দা-গ্রামের সংলগ্ন বলিয়া এই গ্রামকে সাধারণতঃ একত্র 'ধারেন্দাবাহাদুরপুর' নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল সদ্গোপকুলে আবির্ভূত হন। তাঁহার সহধর্মিণীর নাম 'শ্রীদুরিকা'।

উক্ত ভক্তদম্পতির গৃহে অনেকগুলি পুত্র-কন্যার জন্ম হইলেও একে একে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল; অবশেষে চৈত্রী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের এক নিজজন শ্রীদুরিকার ক্রোড়দেশ আলোকিত করিলেন। পূর্বে শ্রীদুরিকার একাধিক পুত্র-কন্যার বিয়োগ হইয়াছে দেখিয়া শ্রীদুরিকানন্দনের 'দুখিয়া'-নাম রাখা হইল।

'দুঃখী' বাল্যকাল হইতেই শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারায় তাঁহাদের নিকট শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রিয়পার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রিয়শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুর কথা শ্রবণ

করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীশ্রীবসুধা-জাহ্নবাদেবীর পিতৃদেব শ্রীসূর্যদাস সরখেল। শ্রীল সূর্যদাসের অন্যতম ভ্রাতা শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত। তিনি শালিগ্রাম হইতে গঙ্গাতীরে আসিয়া অম্বিকা-কালনায় বাস করেন। শ্রীল গৌরীদাসের শিষ্য—শ্রীল হৃদয়চৈতন্য।

'শ্রীরসিকমঙ্গলে'র বর্ণনানুসারে শ্রীহৃদয়চৈতন্য-প্রভু 'দুখিয়া'কে মন্ত্রোপদেশদানের পর 'শ্রীশ্যামানন্দ'-নাম দিয়াছিলেন। 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র ও 'শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশে'র বর্ণনা-মতে শ্রীহৃদয়চৈতন্য-প্রভু 'দুঃখী'কে কৃপা করিবার পর 'কৃষ্ণদাস'-নাম প্রদান করেন এবং পরে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার 'শ্রীশ্যামানন্দ'-নাম রাখেন। 'শ্রীশ্যামানন্দশতকে'র (শ্রীরসিকানন্দকৃত) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু-কৃত টীকায় (প্রথম শ্লোকের শেষভাগে) লিখিত আছে,—

"দ্বাদশবার্ষিকেণ সারাধনেন তপসা প্রসন্না শ্রীরাধাদেবী তত্রাবির্ভূতা তদর্পিতনূপুরা সতিলকং নাম তস্মৈ দদাবিত্যৈতিহ্যাৎ ; শ্যামামানন্দয়তীতি তন্নামনিরুক্তিঃ।"

অর্থাৎ শ্রীদুঃখিকানন্দনের দ্বাদশ বৎসরকাল আরাধনাময়ী তপস্যাদ্বারা তুষ্টা শ্রীরাধিকাদেবী তথায় (নিকুঞ্জে) আবির্ভূত হইয়া শ্রীদুঃখিকাতনয়-কর্তৃক কুঞ্জ-সম্মার্জনকালে প্রাপ্ত শ্রীরাধার পদ-স্খলিত শ্রীনূপুর তাঁহাকে (শ্রীরাধাকে) প্রদান করিলে শ্রীরাধা শ্রীদুঃখিকানন্দনকে তিলকের সহিত 'শ্রীশ্যামানন্দ'-নাম প্রদান করেন—এইরূপ ইতিহাস আছে। 'শ্রীশ্যামানন্দ'-নামের অর্থ—যিনি শ্যামাকে অর্থাৎ শ্রীরাধাকে সেবার দ্বারা নন্দিত বা সুখী করেন।

শ্রীহৃদয়চৈতন্য-প্রভু শ্রীশ্যামানন্দকে দীক্ষা প্রদান করিবার কিছুদিন পর শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনার্থ উপদেশ করেন। শ্রীশ্যামানন্দ শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীজীবগোস্বামিপাদের আনুগত্যে শাস্ত্র ও ভজন-শিক্ষা লাভ

করিতে থাকেন। তথায় শ্রীনিবাসাচার্য-প্রভু ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর-মহাশয়ও শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের শিক্ষায় সম্বর্দ্ধিত হইতেছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সহিত শ্রীশ্যামানন্দ শ্রীশ্রীজীবপাদের আনুগত্যময়ী সেবার মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন।

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাসংগোপনের পর শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপাদ সম্প্রদায়রক্ষক সার্বভৌম বৈষ্ণবাচার্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের শোচনীয় অবস্থার কথা-শ্রবণে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া নিজ সুযোগ্য শিক্ষাশিষ্য শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য-প্রভু ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়কে শ্রীগৌড়মণ্ডলে এবং অন্যতম শিক্ষা-শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে শুদ্ধভক্তি প্রচার ও আচার্যের কার্য করিবার জন্য শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দের রচিত ভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রন্থাবলী-সহ শ্রীগৌরভূমিতে প্রেরণ করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু উৎকলের পথে চলিতে চলিতে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে অনুরাগী করেন। তিনি নিজ আবির্ভাবস্থান ধারেন্দা-গ্রামে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়া মল্লভূমির মধ্যবর্তী 'রোহিণী'-গ্রামে বিজয় করেন। সেই দেশের অধিপতি রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র শ্রীরসিকমুরারি শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য হইবার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তাঁহার কৃপা লাভ করিলেন। শ্রীরসিকানন্দ পূর্ববাসস্থান ত্যাগ করিয়া অন্য একটি ভজনানুকূল স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করিলে শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুই শ্রীবিগ্রহের নামানুসারে সেই স্থানের নাম 'শ্রীগোপীবল্লভপুর' রাখেন এবং শ্রীরসিকানন্দকে লইয়া কীর্তন-প্রচারে বহির্গত হন। তখন উৎকল ও মেদিনীপুরে সহস্র সহস্র সংকীর্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এমন কি, ম্লেচ্ছগণ উহাতে যোগদান করিয়াছিল। অহিন্দু সুবাদার (হরিবোলা) আলমগঞ্জের মহোৎসবের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। নৃসিংহপুরের ভূম্যধিকারী

উদ্দণ্ড রায় নিষ্কিঞ্চন সাধু-বৈষ্ণবগণকে হত্যা করিয়া সাতশত আঠারটি কন্থা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পতিতপাবন শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু শ্রীরসিকানন্দের সহিত তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়া উদ্দণ্ডরায়কে উদ্ধার ও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং সেই কন্থাগুলি নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণকে বিতরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর তিন পত্নী—শ্রীগৌরাঙ্গদাসী, শ্রীশ্যামপ্রিয়া ও শ্রীযমুনা। ভীমধন-নামক এক ভূম্যধিকারী শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুকে শ্রীগোবিন্দপুর-গ্রাম সমর্পণ করিলে তথায় শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু ভজন-গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্যামানন্দ নিজ-প্রিয়শিষ্য শ্রীরসিকানন্দের সহিত ঘাটশিলার রাজার নিকট সাধুসেবার আনুকূল্যার্থ 'সাতুটি'-গ্রাম ভিক্ষা করেন; উহার নাম 'শ্যামসুন্দরপুর' রাখিয়া তথায় এক আশ্রম স্থাপন এবং অযোধ্যা (মেদিনীপুর জেলায়) ও ছোট গোবিন্দপুরে আবাস নির্মাণ করেন।

তমলুকে শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-বিগ্রহ কোন এক পাষণ্ডী সন্ন্যাসি-দ্বারা অপহৃত হন। স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু নিজশিষ্য শ্রীরসিকানন্দের দ্বারা মির্জাপুর গ্রাম হইতে উক্ত শ্রীবিগ্রহকে উদ্ধার করেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু শ্রীগোপীবল্লভপুরে **'দ্বাদশ-মহোৎসব'** সম্পন্ন করেন। কথিত হয় যে, শ্রীশ্যামানন্দকে রাসনৃত্য-পরায়ণ দেখিয়া সখ্যরসের রসিক শ্রীহৃদয়চৈতন্য-প্রভু শ্রীশ্যামানন্দের যোগ্যতা-পরীক্ষার্থ কৃত্রিম-ক্রোধলীলা প্রকাশপূর্বক কৃপাদণ্ডের বিধান করেন। ইহাতে স্বপ্নযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহৃদয়চৈতন্যকে বলেন যে, শ্রীশ্যামানন্দ মধুররসের যোগ্যপাত্র; সুতরাং তাঁহার স্বাভাবিক সেবার গতি প্রতিরোধ করা উচিত নহে। তখন শ্রীহৃদয়চৈতন্য-প্রভু শ্রীশ্যামানন্দের প্রতি দণ্ড প্রদান করায় নিজের অপরাধ

হইয়াছে মনে করিয়া শ্রীজীবগোস্বামিপাদ-প্রমুখ আচার্যগণের নিকট ঐ অপরাধ-ক্ষালনের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা লোকশিক্ষার্থ দ্বাদশ দিবসব্যাপী বৈষ্ণবের গুণ-কীর্তন ও বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদের দ্বারা তৃপ্ত করিবার বিধান প্রদান করেন। ইহাতে শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু দৈন্যভরে শ্রীগুরুদেবের নিকট ইহতে ঐ মহোৎসবের সেবা-ভার ভিক্ষা করিয়া ল'ন। তিনি প্রতিবর্ষে বিশেষ সমারোহে দ্বাদশ-দিন-ব্যাপী ঐ উৎসব সম্পাদন করিতেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর তিরোভাবের পর শ্রীরসিকানন্দ ও তৎপরে শ্রীগোপীবল্লভপুরের শ্রীগোবিন্দ-সেবাধিকার-প্র'প্ত মহান্তগণ শ্রীশ্যানামন্দের তিরোভাব-তিথির দ্বাদশ দিবস পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ মহোৎসব সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু ১৫৫২ শকাব্দায় (১৬৩০ খৃষ্টাব্দে) আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপ্রতিপদ্ তিথিতে (স্নানযাত্রার পরদিন) শ্রীনৃসিংহপুরে উদ্দণ্ডরায় ভুঁইয়ার গৃহে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর প্রধান দ্বাদশজন শিষ্য ও তাঁহাদের শ্রীপাটের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

	নাম	শ্রীপাট
১।	শ্রীকিশোর	কাশীয়াড়ী
২।	শ্রীউদ্ধব	,,
৩।	শ্রীপুরুষোত্তম	,,
৪।	শ্রীদামোদর	,,
৫।	শ্রীরসিকমুরারি	গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম
৬।	শ্রীদরিয়া-দামোদর	ধারেন্দা, খড়্গপুর থানা
৭।	শ্রীচিন্তামণি	বড়গ্রাম
৮।	শ্রীবলভদ্র	রাজগ্রাম

নাম	শ্রীপাট
৯। শ্রীজগতেশ্বর	হরিহরপুর
১০। শ্রীমধুসূদন	শাঁকোয়া
১১। শ্রীরাধানন্দ (শ্রীরসিকতনয়)	গোপীবল্লভপুর
১২। শ্রীআনন্দানন্দ	ভোগরাই

শ্রীল রসিকানন্দদেব

১৫১২ শকাব্দের (১৫৯০ খৃষ্টাব্দের) ১৮ই কার্তিক শুক্লা প্রতিপদে 'দীপমালিকা'-মহোৎসবের রাত্রিতে তদানীন্তন উৎকল-প্রদেশের মল্লভূমির অন্তর্গত **'রোহিণী'** (রয়ণী) গ্রামে **শ্রীঅচ্যুত পট্টনায়কের** গৃহে শ্রীরসিকানন্দের আবির্ভাব হয়। ইঁহার অপর নাম শ্রীরসিকমুরারি। সুবর্ণরেখার তীরস্থ রয়ণী গ্রামের ভূম্যধিকারী শ্রীঅচ্যুত পট্টনায়ক করণকুলে আবির্ভূত শ্রীহরিনাম-পরায়ণ বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি রাজা শ্রীঅচ্যুতানন্দ নামেও খ্যাত। তাঁহার সহধর্মিণীর নাম—শ্রীভবানীদেবী। শিশু রসিক রুচি-পরীক্ষার দিন শ্রীগৌরহরির ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কেহ বালককে কোন দ্রব্য বা খাদ্য উপহার দিলে বালক তাহা শ্রীতুলসীর নিকট অর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও সমাগত ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিয়া দিতেন। সমবয়স্ক বালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলাপর-ক্রীড়া ব্যতীত অন্য খেলা খেলিতেন না। শ্রীরসিক অল্পকালের মধ্যেই ব্যাকরণ-কাব্য-নাটকাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ষড়দর্শন-পাঠ সমাপন করিলেন এবং অধ্যাপক শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নিকট শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাসহিত শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়া স্বয়ং অধ্যাপককে শ্রীমদ্ভাগবতের অভিনব ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত ব্যাখ্যান শ্রবণ করাইয়া তাঁহার বিস্ময়োৎপাদন করিলেন। পরে তিনি শ্রীহরিদাস দ্বিবের নিকট

ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করেন। কৈশোর বয়সে শ্রীরসিকের হিজলীরাজ বলভদ্রদাসের কন্যা শ্রীমতী ইচ্ছাদেবীর সহিত বিবাহ হয়। বিবাহান্তে শ্রীমদ্ভাগবতের আস্বাদন করিয়া শ্রীরসিকের শ্রীকৃষ্ণভজনে ব্যাকুলতা-বৃদ্ধি হয় এবং স্বীয় পিতৃদেবের নিকট একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভজনের সত্যতা জ্ঞাপন করেন। শ্রীরসিক শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়া পর্যটন করিতে করিতে ঘাটশিলায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, নাম-সংকীর্তন ও বৈষ্ণবসেবায় সময় অতিবাহিত করেন। একদিন তিনি শ্রীহরিনাম করিতে করিতে ধ্যানস্থ হইলে শ্রীকৃষ্ণের চকিত দর্শন লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরসিককে শ্রীশ্যামানন্দের শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার উপদেশ প্রদান করেন। এদিকে ব্রজে যখন শ্রীশ্যামানন্দ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের আনুগত্যে ভজন করিতেছিলেন, তখন শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীশ্যামানন্দকেও উৎকলে গিয়া শ্রীরসিকানন্দের প্রতি ভজনের উপদেশ-প্রদানার্থ আদেশ করেন। শ্রীমদনগোপালদেব শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের প্রতিও শ্রীশ্যামানন্দকে উৎকলে প্রেরণ করিয়া শ্রীরসিকানন্দকে কৃপাসিক্ত করিবার প্রত্যাদেশ করেন। শ্রীগুরুগোস্বামিবৃন্দের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ-দেব উৎকলাভিমুখে বিজয়কালে পথে বহু ব্যক্তিকে কৃপাভিসিক্ত করেন এবং ক্রমে 'রোহিণী'তে শ্রীরসিকের অনুসন্ধান করিয়া 'ঘাটশিলা'র রাজসভায় শ্রীরসিকের শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণকালে তাঁহার সহিত প্রথম মিলিত হন। শ্রীশ্যামানন্দ তথা হইতে শ্রীরসিকভবনে বিজয় করেন এবং সর্বাগ্রে শ্রীরসিকানন্দ-দুহিতা দেবকীকে শ্রীমহামন্ত্র-প্রদান এবং তৎপরে শ্রীরসিকানন্দ ও তাঁহার সহধর্মিণীকে দীক্ষা-মন্ত্র উপদেশ করেন। শ্রীরসিকানন্দ-সহধর্মিণী 'শ্রীশ্যামদাসী' নাম প্রাপ্ত হন। শ্রীরসিকানন্দ তখন অষ্টাদশ বর্ষ-বয়স্ক তরুণ। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় শ্রীরসিকানন্দ শ্রীব্রজমণ্ডল-দর্শনার্থ গমন করেন এবং বনপথে উৎকলে

প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীরসিকের সাধুসঙ্গ, বৈষ্ণব-সেবা ও ভগবদ্ভজনে নিষ্ঠা-দর্শনে গ্রামবাসী বহির্মুখ দুর্জন ব্যক্তিগণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দা আরম্ভ করিলে সেই-সকল ব্যক্তির দুঃসঙ্গ বর্জন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরসিকানন্দ রোহিণী-গ্রামের গৃহ ত্যাগ করিয়া সুবর্ণরেখার তীরে 'কাশীপুরে' ভজনগৃহ নির্মাণপূর্বক বাস করেন। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু তথায় পদার্পণ করিয়া শ্রীরসিকানন্দের কৌলিক শ্রীবিগ্রহের নাম **'শ্রীগোপী-বল্লভ রায়'** ও কাশীপুর গ্রামের নাম **'শ্রীগোপীবল্লভপুর'** রাখেন। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর আদেশে শ্রীরসিক জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে মহামন্ত্র প্রদানপূর্বক কৃপা করেন। শ্রীরসিকের কৃপায় বহু যবন, পাপী, পাষণ্ডী, দুর্দান্ত, নাস্তিক ব্যক্তিও ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হয়। ময়ূরভঞ্জের তদানীন্তন রাজা স-সহোদর 'বৈদ্যনাথ ভঞ্জ', 'পটাশপুরে'র রাজা 'গজপতি', 'ময়না'র রাজা 'চন্দ্রভানু', পাপকর্মা দুর্দান্ত জমিদার 'ভীম' ও 'শ্রীকর', যবন সুবা 'আহম্মদবেগ' তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। এমন কি, শ্রীরসিকানন্দের কৃপায় দুষ্ট বন্যহস্তী শিষ্ট হইয়া 'গোপালদাস' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। বন্য ব্যাঘ্রদ্বয় শ্রীরসিকানন্দের নিকট শ্রীনামোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগুরুদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। শ্রীরসিকানন্দের কৃপায়—

ভঞ্জভূমে সর্বলোক হইলা বৈষ্ণব।
শৈব-শাক্ত জীবহত্যা ছাড়িলেন সব ॥ *

শ্রীরসিকানন্দ শ্রীগুরুদেবের সহিত প্রায় বিংশতি-বর্ষকাল শ্রীনাম-প্রচার-সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর অপ্রকটের পর নিজ ভক্তগোষ্ঠীর সহিত প্রায় ২৫ বৎসরকাল গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট-স্থাপন-পূর্বক ৬২ বৎসর ৪ মাস কাল ধরাধামে প্রকট ছিলেন।

* শ্রীরসিকমঙ্গল ১৬।৬, (২য় সংস্করণ), শ্রীপাটগোপীবল্লভপুর, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫৫

শ্রীরসিকানন্দ 'রেমুণা'-অভিমুখে যাত্রাকালে পথে 'বাঁশদা'-নামক গ্রামে শ্রীচরণে কন্টকাবিদ্ধ হইয়া জ্বরলীলা প্রকাশ করেন। সেই সময় সকলে শ্রীরসিকানন্দপ্রভুকে শ্রীগোপীবল্লভপুরে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া 'সরতা' গ্রামে সকলের অজ্ঞাতসারে আশ্চর্যজনকভাবে শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া রেমুণায় গমণ করেন এবং শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া 'ক্ষীরচোরা' শ্রীগোপীনাথজীউর শ্রীঅঙ্গে স-শরীরে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট হন। অতঃপর শ্রীগোপীনাথজীউর সম্মুখে শ্রীরসিকানন্দের সমাধি রচনা করা হয়। শ্রীরসিকানন্দের তিরোভাবকাল—১৫৭৪ শকাব্দার (১৬৫২ খৃষ্টাব্দ) ফাল্গুনী শুক্লা প্রতিপদ্।

শ্রীরসিকানন্দপ্রভু **'শ্রীশ্যামানন্দশতক'** ও **'শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টকে'**র রচয়িতা। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু 'শ্রীশ্যামানন্দশতকে'র একটি টীকা করিয়াছেন। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শ্রীরসিকমুরারির পঠিত শ্রীমদ্ভাগবত, নামের মালা, উৎকল-ভাষায় লিখিত তালপত্র-নির্মিত মাল্যাকারে গ্রথিত শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বংশী প্রভৃতি এবং রেমুণায় শয্যা, কাষ্ঠপাদুকা ও ভজনমালা অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন।

শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর তিন পুত্র—মহান্ত শ্রীরাধানন্দদেব, শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দদেব ও শ্রীরাধাকৃষ্ণদেব। ১৫৫২ শকাব্দে আষাঢ়ী কৃষ্ণপ্রতিপৎ-তিথিতে, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর অপ্রকটের অব্যবহিত পরেই শ্রীরসিকানন্দপ্রভু তাঁহার সুযোগ্য চতুর্দশবর্ষবয়স্ক জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীশ্যামানন্দশিষ্য শ্রীরাধানন্দদেবকে শ্রীগোপীবল্লভপুরের শ্রীশ্যামানন্দী গাদীশ্বর করিয়া স্বয়ং শ্রীনামপ্রচারে ও ভজনে ব্যাপৃত থাকেন। শ্রীরাধানন্দদেব শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দের অনুসরণে 'শ্রীরাধাগোবিন্দকাব্যম্'-নামক ষোড়শসর্গাত্মক একখানি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বর জেলায় রেমুণার নিকটে কোন গ্রামে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাবের ঠিক তারিখ জানা যায় নাই। তিনি ১৬৮৬ শকাব্দায় (১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে) শ্রীরূপপাদের 'স্তবমালার' টীকা রচনা করেন; * অর্থাৎ পলাশী-যুদ্ধের (১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে) পরেও তিনি প্রকট ছিলেন।

শ্রীবলদেব চিল্কাহ্রদের অপর পারে কোন বিদ্বদ্‌বসতিস্থলে ব্যাকরণ, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বেদ-অধ্যয়নের পর মহীশূরে গিয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। এই সময় তিনি তত্ত্ববাদীদিগের মঠে গিয়া তাঁহাদের শিষ্য ও তৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত হন। শ্রীবলদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ তদানীন্তন পণ্ডিত-মণ্ডলীকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করেন এবং তত্ত্ববাদিমঠে অবস্থান করেন। কিছুকাল পরে শ্রীরসিকানন্দ-মুরারির প্রশিষ্য কান্যকুব্জবাসী পণ্ডিত শ্রীরাধাদামোদরের নিকটে শ্রীষট্‌সন্দর্ভ অধ্যয়ন করিয়া তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। † শ্রীবলদেব জয়পুরে শ্রীসম্প্রদায়ের গাল্‌তার গাদীতে অন্য সম্প্রদায়ের মতবাদ নিরাস করিয়া শ্রীগোবিন্দজীর আদেশে বেদান্ত-সূত্রের **'শ্রীগোবিন্দভাষ্য'** রচনা করিয়া **'বিদ্যাভূষণ'** পদবী-প্রাপ্ত হন।

---

* শ্রীরূপগোস্বামিকৃত স্তবমালার 'উৎকলিকাবল্লরী'-নামক স্তবের 'স্তবমালা-বিভূষণ'-টীকার উপসংহারে শ্রীবলদেব—"ষড়শীতুত্তর-ষোড়শশতীগণিতে তস্মিন্ (১৬৮৩) শাকে তু টীকায়া নিষ্পত্তিঃ।"—এইরূপ লিখিয়াছেন।—(শ্রীস্তবমালা শ্রীবলদেব-বিরচিতভাষ্যসমেতা; মুম্বই নির্ণয়সাগর সং, ১৯০৩ খৃ)

† শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী-পত্রিকা, 'সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্ত-পীঠক' প্রবন্ধ (৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ)।

কেহ কেহ বলেন, শ্রীমদ্‌বলদেব বিরক্ত শ্রীপীতাম্বরদাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শিষ্য শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, তাঁহার শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য, তাঁহার দীক্ষা-শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ, তাঁহার দীক্ষা-শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ, যাঁহার দীক্ষা-শিষ্য শ্রীনয়নানন্দ (শ্রীরসিকানন্দের পৌত্র), শ্রীনয়নানন্দের শিষ্য শ্রীরাধাদামোদর। শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্যই শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ। শ্রীবলদেব পরে বিরক্ত বৈষ্ণববেষ গ্রহণ করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজে **'একান্তী গোবিন্দদাস'** নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রীবলদেবের দুইজন প্রধান শিষ্য শ্রীউদ্ধবদাস বা উদ্ধরদাস ও শ্রীনন্দনমিশ্রের নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ-রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়,— ১। শ্রীগোবিন্দভাষ্য (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য) ; ২। সিদ্ধান্তরত্ন (ভাষ্যপীঠক) ; ৩। বেদান্তস্যমন্তক[১] ; ৪। প্রমেয়রত্নাবলী ; ৫। সিদ্ধান্তদর্পণ ; ৬। সাহিত্যকৌমুদী ; ৭। কাব্যকৌস্তুভ ; ৮। ব্যাকরণকৌমুদী[২] ; ৯। পদকৌস্তুভ ; ১০। বৈষ্ণবানন্দিনী (শ্রীমদ্ভাগবত, দশমস্কন্ধের টীকা) ; ১১। গোপালতাপনী ভাষ্য ; ১২। ঈশাদি-দশোপনিষদ্‌-ভাষ্য[৩] ; ১৩। শ্রীগীতাভূষণ-ভাষ্য ; ১৪। শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য (নামার্থসুধা) ; ১৫। শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত-টিপ্পনী—'সারঙ্গরঙ্গদা' ; ১৬। তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকা ; ১৭। স্তবমালা-বিভূষণ-ভাষ্য (শ্রীরূপগোস্বামিপাদের স্তবমালার ভাষ্য) ; ১৮। নাটকচন্দ্রিকা-টীকা (দুষ্প্রাপ্য) ;

১। বেদান্তস্যমন্তক—কেহ কেহ ইহাকে শ্রীরাধাদামোদরের রচিত বলেন।

২। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

৩। ঈশোপনিষদ্‌ভাষ্য ব্যতীত অন্যান্য ভাষ্য দুষ্প্রাপ্য।

১৯। ছন্দঃকৌস্তুভ-ভাষ্য ; ২০। শ্রীশ্যামানন্দ-শতক-টীকা ; ২১। চন্দ্রালোক-টীকা (দুষ্প্রাপ্য)[১] ; ২২। সাহিত্যকৌমুদী-টীকা—কৃষ্ণানন্দিনী ; ২৩। শ্রীগোবিন্দভাষ্য-টীকা—'সূক্ষ্মা' ; ২৪। সিদ্ধান্তরত্ন-টীকা—'সূক্ষ্মা'।

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

উড়িষ্যা প্রদেশে কটক জেলার অন্তর্গত বিরূপা নদীর তীরে ছুটী-গোবিন্দপুর গ্রাম। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পিতামহ শ্রীরাজবল্লভ দত্ত তথায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তিনি একজন বিশেষ সাধক ও দৈবজ্ঞ মহাপুরুষ ছিলেন। ছুটীগ্রামে তাঁহার শ্রীশ্রীরাধামাধব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্য সেবা ছিল। শ্রীভক্তিবিনোদের পিতৃদেব শ্রীআনন্দচন্দ্রও তথায় গিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তের (১৫৪০ খৃষ্টাব্দ) বংশে অষ্টম পর্যায়ে শ্রীরাজবল্লভদত্ত, তৎপুত্রই পরমধার্মিক বিষয়-বিরক্ত শ্রীআনন্দচন্দ্র। তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীজগন্মোহিনীর পিতৃদেব—ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তৌফী নদীয়া জেলার 'উলা' গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। তাঁহারই গৃহে ১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৮ই ভাদ্র (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর) শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আবির্ভূত হন। ইঁহার মাতৃপ্রদত্ত নাম শ্রীল কেদারনাথ। ইনি দুই বৎসর বয়সেই কবিতাকারে কথা বলিতে পারিতেন। ছয় বৎসর বয়সে রামায়ণ ও মহাভারতের যাবতীয় তথ্য ও ইতিহাস ইনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। নয় বৎসর বয়সে জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনা করেন। তিনি তাঁহার

১। 'পীযূষবর্ষ'-উপাধিক জয়দেবকৃত-চন্দ্রালোকের (অলঙ্কারগ্রন্থ) টীকা ; এই জয়দেব শ্রীগীতগোবিন্দকার নহেন।

আত্ম-চরিতে লিখিয়াছেন যে, 'জগৎ কি, আমরাই বা কে?'—এই বিষয়ের অনুসন্ধান তাঁহার দশ বৎসর বয়স হইতে মনে জাগিতেছিল।* এগার বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার পরলোক-গমন হয় এবং বার বৎসর বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। তিনি কলিকাতার দেশবিখ্যাত কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে থাকিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ, সাহিত্য-চর্চা ও সাময়িক পত্রিকাসমূহে প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি লিখিতেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ স্নেহাস্পদ ছাত্র ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত 'বোধোদয়' পুস্তকে 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'—এই উক্তি পড়িয়া তিনি বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরকে দেখিয়া তিনি তাঁহার স্বরূপনির্ণয় করিয়াছেন কিনা? বিদ্যাসাগর মহাশয় সরলভাবে ছাত্রের নিকট ঈশ্বর-বিষয়ে স্বীয় অনভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করেন। তখন শ্রীভক্তিবিনোদ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারকারী মহাজনগণের বাণী অধ্যাপকের নিকট কীর্তন করিয়াছিলেন।

সিপাহীবিদ্রোহের অব্যবহিত অবসানকালে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের নিদাঘসময়ে বিংশবর্ষীয় এক তরুণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া কটক হইতে পদব্রজে শ্রীনীলাচলাভিমুখে ছুটিয়াছিলেন। তখন বাষ্পীয় যানের প্রচলন হয় নাই। তাঁহার সঙ্গে অন্য সম্বল কিছুই ছিল না। কেবলমাত্র ভোজ্যবস্তুর মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ ছাতু ছিল। তিনি 'ভুবনেশ্বরে' পৌঁছিয়া মহাপ্রসাদের 'তোড়ানি' পান করিয়া শীতল হইলেন। সেই তরুণ গৌড়দেশ হইতে শ্রীনীলাচলে আসিবার পথে যাজপুরে দুইদিন থাকিয়া ছুটীগোবিন্দপুরে পিতামহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন বাক্‌সিদ্ধ পিতামহ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

* স্বলিখিত-জীবনী, ৪১ পৃষ্ঠা।

"তুমি একজন বড় বৈষ্ণব হইবে"—ইহা বলিবামাত্রই ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া সেই সাধকের জীবনাবসান হয়। * যুবক ব্যাঘ্রাদিসঙ্কুল বনপথ অতিক্রম করিয়া পুরীর শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে রাত্রিযোগে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং এক পাণ্ডার আশ্রয়ে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন, শ্রীমহাপ্রসাদ ও সুশীতল তোড়ানি গ্রহণ করিলেন। তখন শ্রীচন্দনযাত্রাউৎসব চলিতেছিল।

কিছুকাল পরে যুবক স্বীয় অধ্যাপক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছায় কটক সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ও ভদ্রক সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সেই সময় 'Maths of Orissa' নামক একটি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। Sir William Hunter তাঁহার 'Orissa' নামক পুস্তকের মধ্যে পূর্বোক্ত গ্রন্থের অনেক কথা উদ্ধার করিয়াছেন। এই সময় শ্রীকেদারনাথ **'শ্রীচৈতন্যগীতা'**-নামক একটি পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন; † তাহাতে তিনি আপনাকে **'সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার'** নামে পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ-প্রকাশের পর তিনি 'সচ্চিদানন্দ-দাস' নামে পরিচিত হন। তৎপরে ৪০০ শ্রীচৈতন্যাব্দে শ্রীগৌড়ীয়-গোস্বামি-সঙ্ঘ হইতে **'ভক্তিবিনোদ'** নাম প্রাপ্ত হইয়া **'শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর'** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ক্রমে শিক্ষকের পদ হইতে বিচারকের পদে উন্নীত হন।

প্রায় দশবৎসর পরে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ কলিকাতা হইতে অনেক অনুসন্ধানফলে 'বটতলা'র মুদ্রিত একখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

---

* শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বলিখিত-জীবনী, ৯৩ পৃ;

† ৮৬২ খৃষ্টাব্দে স্বনামপ্রসিদ্ধ প্যারীচরণ সরকারের চেষ্টায় 'শ্রীচৈতন্যগীতা' কটক হইতে প্রকাশিত হয়।

ও শ্রীমদ্ভাগবত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় পুরী গমন করেন। এই সময় তিনি পুরীতে পাঁচ বৎসরের অধিককাল অবস্থান-পূর্বক শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবা করিয়াছিলেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার অতিবড়ী-সম্প্রদায়ের বিষ্‌কিষণ-(বিষ্বক্‌সেন) নামক একজন খণ্ডায়েৎ-বংশীয় ব্যক্তি কিছু যোগবল সঞ্চয় করিয়া অতিবড়ী-দলের কতিপয় কল্পিত পুস্তকের প্রমাণ দেখাইয়া আপনাকে 'মহাবিষ্ণু' বলিয়া প্রচার করিল। শ্রীভুবনেশ্বরের নিকট একটি বনের প্রান্তে দলবল লইয়া সেই ব্যক্তি এক মন্দির স্থাপন করিল এবং উড়িষ্যার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘোষণা করিল যে, সে ১৪ই চৈত্র পৃথিবীকে ম্লেচ্ছগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া চতুর্ভুজ-মূর্তি দেখাইবে ও ধর্ম সংস্থাপন করিবে।* সঙ্গে সঙ্গে সে যোগবল প্রকাশ করিয়া বহু লোকের বহু কঠিন ব্যাধি-নিরাময়, নানাপ্রকার অসাধ্য-সাধন ও বিভূতি দেখাইতে লাগিল। পূর্ণিমা-তিথির নিশাকালে সে রাসলীলা করিবে বলিয়া পল্লীর রমণীগণের নিকট সংবাদ পাঠাইল। ভৃঙ্গারকুলের চৌধুরী-মহিলাদের প্রতি কোন দৌরাত্ম্য প্রকাশিত হওয়ায় তথাকার পুরুষগণ উড়িষ্যার তদানীন্তন কমিশনার রেভেন্স্‌ সাহেবের নিকট একযোগে আবেদন করিলে কমিশনার সাহেব ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে এ বিষয় মীমাংসা করিবার সুযোগ্য পাত্র জানিয়া তাঁহার উপর বিচারের ভার দিলেন। ঠাকুর রাত্রিযোগে সেই জঙ্গলে গিয়া বিষ্‌-কিষণের সহিত আলাপ করিলেন। বিষ্‌কিষণ আপনাকে জীবন্ত মহাবিষ্ণু ও শ্রীজগন্নাথদেবকে অচেতন 'কাঠ' (!) বলিয়া জানাইল এবং

---

* বিষ্‌কিষণের প্রচারিত মালিকা—

বনেরে অছি, বিষকিষণ গুপ্তরে অছি ন জানই আন।

১৩ মীনরে আরম্ভিব রণ, চতুর্ভুজ হোই নাশিব ম্লেচ্ছগণ॥

তৎসঙ্গে ঠাকুরকে নানাপ্রকার তোষামোদ-বাক্য বলিল। অনেক কষ্টে ঠাকুর সশস্ত্র সৈন্যদ্বারা ঐ যোগীকে গ্রেপ্তার করিয়া পুরীতে লইয়া আসিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঐ মায়াবাদি-যোগীর সম্বন্ধে সাধারণের অভিমত ও প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য উড়িষ্যার বিভিন্ন পল্লী, পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহ এবং বৌদ্ধ-বিহার-ভূমি খণ্ডগিরি প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিলেন। পুরীতে বিচারকালে বিষ্‌কিষণ ঠাকুরকে অনেক প্রকার ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল; এমন কি, যোগবলে ঠাকুরের দৈহিক ও পারিবারিক অসুখ সংঘটন করাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ঠাকুর ঐসকল অগ্রাহ্য করিয়া বিষ্‌কিষণকে দেড় বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। বিষ্‌কিষণ একুশ দিন পর্যন্ত জলবিন্দুও গ্রহণ না করায় মেদিনীপুরের জেলে প্রাণত্যাগ করিল। যাজপুরে এক ব্যক্তি আপনাকে ব্রহ্মার অবতার এবং খুরদায় আর এক ব্যক্তি আপনাকে বলদেবের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিষ্‌কিষণের ন্যায় উহাদেরও শাস্তি হইল।

পুরীতে থাকা-কালে ঠাকুর উৎকল পণ্ডিত গোপীনাথ মিশ্রের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আলোচনা করেন। তাঁহারই সাহায্যে পুরীরাজের গ্রন্থাগার হইতে বহু অর্থব্যয়ে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের রচিত ষট্‌সন্দর্ভ পুঁথি সংগ্রহপূর্বক স্বহস্তে বঙ্গাক্ষরে উহার অনুলিপি করিয়া অধ্যয়ন করেন। 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থও এই সময় পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর রচিত গোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন, প্রমেয়রত্নাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থের কতিপয় প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা গ্রন্থের অনুলিপি করিয়াছিলেন। তখন দত্তকৌস্তুভ-নামক দার্শনিক গ্রন্থও রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণসংহিতার অনেক শ্লোকই সেই সময় রচিত হয়।

রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের পিতা বিন্দুমাধব বসু ও তাঁহার ভ্রাতা রাধারমণ বসু শ্রীক্ষেত্রবাসোপলক্ষে সর্বদা ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া পরমার্থ-বিষয়ে আলোচনা করিতেন। ঠাকুর সেই সময় শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর লিখিত 'ভক্তিরত্নাকর'-পুঁথি রাধারমণ বসুর নিকট প্রাপ্ত হন। এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তখন হইতে প্রায় ২৫ বৎসর পরে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরজন্মস্থান শ্রীমায়াপুরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। শ্রীপরমানন্দদাস-প্রণীত আর একখানি গ্রন্থ শ্রীনবদ্বীপের স্থান-অনুসন্ধান-বিষয়ে ঠাকুরের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। এই সময় শ্রীনিত্যানন্দদাস ও শ্রীপরমানন্দদাস-প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তি ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবত অধ্যয়ন করেন এবং শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে ঠাকুর **'ভাগবতসংসৎ'**-নামক একটি বৈষ্ণব-সভায় শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। মহান্ত শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীমোহন দাস, উত্তর-পার্শ্ব মঠের মহান্ত, শ্রীহরিহরদাস-প্রমুখ পণ্ডিতগণ সভায় আসিতেন। হাতী-আখড়ার কন্থাধারী শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী প্রথমে ঠাকুরের সভার বিরোধী হইয়া অনেককে সেই সভায় যাইতে নিষেধ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই একটি কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে স্বপ্ন প্রদান করেন যে, তিনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট অপরাধ করিয়াছেন এবং তিনি ক্ষমা করিলেই এই ব্যাধির কবল হইতে নিরাময় হইবেন। শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয় মহাপুরুষ ছিলেন; সুতরাং তিনি সকল কথা জানিতেন, কেবল লোকশিক্ষার জন্য ঐরূপ একটি লীলা করিয়াছিলেন। তিনি অমায়ায় দৈন্যভরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

'সাতাসনে'র ভজনকুটীতে কয়েকজন নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব ভজন করিতেন। মহাত্মা শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজী মহোদয় একজন সিদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন।

তাঁহার সহিত ঠাকুরের প্রায়ই শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনা হইত। ঠাকুর প্রতিদিনই সাধুসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ, নাম-কীর্তন ও কমলনয়ন-দর্শন করিবার জন্য শ্রীমন্দিরে যাইতেন। প্রতিদিনই মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র কে যেন ঠাকুরকে অড়হর ডাল-প্রসাদ দিয়া যাইতেন। শ্রীভক্তিবিনোদ স্মার্ত মায়াবাদি-শাসন ব্রাহ্মণগণের মুক্তি-মণ্ডপে গমন না করিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে ও শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীপাদ-পদ্মের নিকটে বসিতেন। মুক্তি-মণ্ডপের অনেক পণ্ডিত তথায় আসিয়া ঠাকুরের ভক্তিশাস্ত্র-আলোচনা শ্রবণ করিতেন। ঠাকুর ঐ স্থানটিকে 'ভক্তি-প্রাঙ্গণ' বা **'ভক্তিমণ্ডপ'** নাম দিয়াছিলেন।

একদিন ঠাকুর ভক্তিপ্রাঙ্গণে বসিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতেছিলেন; তখন পুরীর রাজা প্রায় পঞ্চাশজন অনুচরের সহিত ভক্তিমণ্ডপের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রাজার ঐরূপ ভাগবত ও বৈষ্ণব-মর্যাদা-লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজা রাজ্যের অধিকারী হইতে পারেন, কিন্তু যিনি রাজরাজেশ্বর শ্রীপুরুষোত্তম-মহাপ্রভু, তাঁহার ভক্তিমণ্ডপ বা ভক্তমণ্ডলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা রাজাধিরাজেরও কর্তব্য—ঠাকুর ইহা নির্ভীকভাবে জানাইতে ত্রুটি করিলেন না। পুরীর মাননীয় মহারাজ তাঁহার স্বভাবোচিত সৌজন্য-নিবন্ধন নিজের আচরণের ব্যতিক্রম বুঝিতে পারিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন। তখন শান্তিপুরের শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে শ্রীজগ-ন্নাথ-মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে জগদ্গুরু-নামধ্বক্ সারদামঠাধীশ একটি কৃষ্ণপ্রস্তরের কুক্কুর-মূর্তি

শ্রীজগন্নাথের নিকট পুনঃস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হন এবং অবৈধ উপায়ে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। অন্য এক সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিত্যক্ত পুরুষোত্তমস্থ সম্প্রদায়-বিশেষকে কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ অর্থগৃধ্নু ব্যক্তি লোভের বশবর্তী হইয়া গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্য উদ্যত হন এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে তাহাতে সাহায্য করিতে বলেন ; কিন্তু কোন ব্যাপারেই ঠাকুরের নিত্যসিদ্ধ সেবানুকূল ঐকান্তিক সত্যানুরাগকে কেহই কোনওরূপ প্রলোভনের দ্বারা বিন্দুমাত্রও খর্ব করিতে পারেন নাই।

আদি ব্রাহ্মসমাজের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কেদারনাথের সহপাঠী), কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু-প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহিত কেদারনাথ কিশোর বয়সে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকিলেও তিনি শ্রীভাগবত-ধর্মের অসমোর্দ্ধত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কেদারনাথ যখন নড়ালের (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ) মহকুমা-হাকিম ছিলেন, তখন শ্রীরাইচরণ ঘোষ মহাশয়ের (পরবর্তী কালে শ্রীরাধারমণচরণদাস বাবাজী-মহাশয় নামে খ্যাত) খুল্লতাত মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে শ্রীভক্তিবিনোদ মহিষখোলা (নড়ালের নিকট) গ্রামে গমন করেন। সেই সময় যুবক শ্রীরাইচরণ শ্রীল ভক্তি-বিনোদের নিকট উপদেশ লাভ ও ঠাকুরের 'কল্যাণকল্পতরু'র গান শিক্ষা করেন। ঠাকুর তাঁহাকে পারমার্থিক ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া স্নেহ করিতেন। পরে পুরীতে প্রায়ই শ্রীচরণদাস বাবাজী ভক্তিকুটীতে গিয়া শ্রী-ভক্তিবিনোদের নিকট অনেক সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত-কথা শ্রবণ করিতেন। তিনি একদা উপবীত ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীভক্তিবিনোদ বর্ণাশ্রমত্যাগী দৈন্যাশ্রিত বৈষ্ণবের পক্ষে উহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া জানান। তখন বাবাজী উপবীত ত্যাগ করেন। (ইং ১৩৬।১৯০৩ দিনপঞ্জী)

শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় ও তাঁহার নির্দেশে ডাক্তার শ্রীযুত রসিকমোহন চক্রবর্তী মহাশয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার অনেক উপদেশ লাভ করেন। শিশিরবাবু ষ্টার থিয়েটারে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের শ্রীচৈতন্যলীলার অভিনয়ের উদ্বোধন-দিবসে গিরিশ বাবুর বিশেষ আগ্রহে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদকে উক্ত অভিনয়-দর্শনার্থ সনির্বন্ধ প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাদর্শের বিরুদ্ধ ও ভক্তিপ্রতিকূল জানাইয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কিছুতেই সেই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে 'ভানুসিংহ' নামে পরিচয় দিয়া তাঁহার পদাবলী ভক্তিভবনে কীর্তন করাইয়াছিলেন এবং শ্রীভক্তি-বিনোদের নিকট ষড়্‌বেগবিজয়ী অপ্রাকৃত কবিকুলের শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর পদাবলীর বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। অবিমুক্তেশ্বর সিংহ, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-প্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রায়ই ঠাকুরের নিকট আসিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকে প্রামাণিক পুঁথি বলিয়া চালাইতে চাহিলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ তাহা সমর্থন করিতে পারেন নাই। শাস্ত্রী মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিনায়কত্ব করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণপর সাহিত্য ব্যতীত অন্য সাহিত্যের ভারবাহিতার দ্বারা লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি ইন্দ্রিয়-তর্পণ সংগ্রহ করা ভক্তিপ্রতিকূল জানাইয়া ঠাকুর তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পিতাঠাকুর নৃসিংহ বাবু শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে তাঁহার ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব নৃসিংহ বাবুর গৃহে পদার্পণ করেন। শ্রীভক্তিবিনোদকে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব

"যাঁ'দের হরি বল্‌তে নয়ন ঝুরে, তাঁরা দু'ভাই এসেছে রে"—এই গানটি কীর্তন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হন। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ তৎ-সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় * শ্রীরূপগোস্বামিপাদের শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুকথিত সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণের সহিত প্রতিবিম্ব বা ছায়ারত্যাভাসের শাস্ত্রীয় উদাহরণ উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন—জ্ঞান-কর্ম-যোগাদিদ্বারা অনাবৃতা যে স্বরূপ-সিদ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি তাহাতে চিজ্জড়সমন্বয়কারিনির্বিশেষবাদের কোন গন্ধ থাকিতে পারে না।

শ্রীবলরাম বসু মহাশয়ের পিতৃদেব শ্রীরাধারমণ বসু মহাশয় প্রায়ই ঠাকুরের নিকট বৈষ্ণব-ধর্ম আলোচনার্থ আগমন করিতেন। শ্রীরাধা-রমণঘেরার পরলোকগত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীগোপীলাল গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীরামচরণদাস বাবাজী মহাশয়, বহরমপুর শ্রীরাধারমণ যন্ত্রের শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়, ভবানীপুর-প্রবাসী শ্রীদুর্গাদাস দত্ত মহা-শয়, শ্রীনিত্যানন্দবংশীয় স্বধামগত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্যামলাল গোস্বামিপ্রভু, শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীঅদ্বৈতবংশীয় শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণ-ঘেরার শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম, পণ্ডিত শ্রীবনমালিলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়, পাবনা তড়াসের রায় বনমালী রায় বাহাদুর, টাকীর জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যারণ্য, এম্-এ, বি-এল্, চিরঞ্জীব সর্বাধিকারী, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, হারাধন দত্ত, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী প্রমুখ সজ্জনগণ শ্রীল ভক্তিবিনোদের নিকট ভগবৎকথা-প্রসঙ্গ লইয়া প্রায়ই যাতায়াত করিতেন।

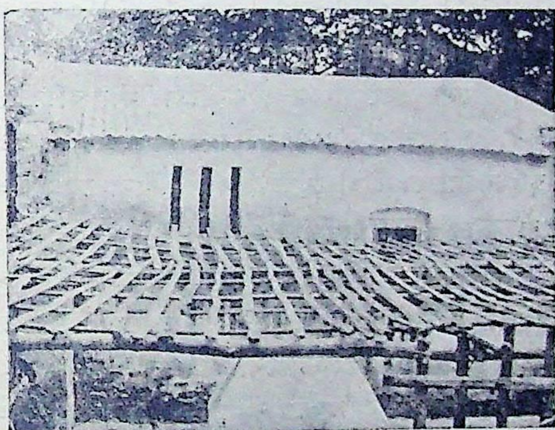
---

* শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ, ১১১-১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

শ্রীভক্তিবিনোদের নিকট শ্রীহরিনাম-সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করিয়া শিশিরবাবু তুলসীমালায় মহামন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করেন। তবে তিনি মালার ঝুলির ব্যবহার, কণ্ঠে তুলসীমালিকা-ধারণ, কিংবা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিচার-অনুসারে সাম্প্রদায়িক ধারায় দীক্ষাদি গ্রহণ, তদনুকূল বেষ ও নির্গুণ খাদ্যাদি-গ্রহণের অত্যাবশ্যকতা স্বীকার না করিয়াও নামের দ্বারা সর্বসিদ্ধি হয়—এইরূপ মত পোষণ করিতেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তদ্রচিত শ্রীকল্যাণকল্পতরুর একটি গীতির[১] মধ্যে সরল ভাষায় শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। সকল মনোভাবের লোক লইয়া হরি-সংকীর্তনের দল গঠন এবং প্লেগাদি মহামারি নিবারণ-কল্পে নগর-সংকীর্তনাদি প্রচার ভক্তিশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে এবং উহা নামাপরাধ—ইহাও শ্রীল ভক্তিবিনোদ অনুজোপম শিশিরবাবুকে নির্ভীকভাবে জ্ঞাপন করেন। শিশিরবাবু এইসকল সত্য কথায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা কলিকাতায় ওরিয়েন্টাল্ সেমিনারি, সিটি কলেজ, স্টার থিয়েটার প্রভৃতি সাধারণ-স্থানে বক্তৃতা করাইয়া শুদ্ধভক্তির কথা প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন। তখন শ্রীযুক্ত শিশিরবাবু শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে কলিকাতায় একটি বৈষ্ণবমঠ ও বৈষ্ণব মহাকোষ-গ্রন্থ-সঙ্কলনার্থ বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। শ্রীভক্তি-ভবনে শ্রীঅদ্বৈতদাস বাবাজী, শ্রীকুঞ্জদাস বাবাজী-প্রমুখ গায়কগণ আসিয়া ঠাকুরকে কীর্তন শ্রবণ করাইতেন। কিন্তু ঠাকুর শ্রোতা ও গায়কের অধিকার-বিচারের এবং কীর্তনব্যবসায়-রূপ অপরাধ বর্জন করিবার নির্ভীক উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি বলিতেন, ইহাতে গানপদ্ধতি উঠিয়া গেলেও জীবের মঙ্গল হইবে। *

১। কল্যাণকল্পতরুর ১৭ নং গীতি—'ফোটা, দীক্ষা মালা ধরি', ধূর্ত করে সুচাতুরী, তাই তাহে তোমার বিরাগ' ইত্যাদি। * স তো ৬।২, ২৫ পৃ

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গোদ্রুম-শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে পরমহংসপ্রবর শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ প্রত্যহ অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা-শ্রবণার্থ আসিতেন। কখনও বা তথায় একটি কুটীরে থাকিয়া ভজন করিতেন। স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ শ্রীবীরচন্দ্র শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট (১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে, জুলাই মাসে) শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণ করেন।



শ্রীল গৌরকিশোর-ভজন-কুটীর (শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ)

মহারাজের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী শ্রীরাধারমণ ঘোষ মহাশয় তখন উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময় ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদে ও রাজদরবারে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনামতত্ত্ব ও শ্রীগৌরলীলা-সম্বন্ধে কয়েকটি অভি-ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্রের স্বরচিত কয়েকটি সঙ্গীত শ্রীভক্তিবিনোদ-সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণীতে মুদ্রিত হয়। *

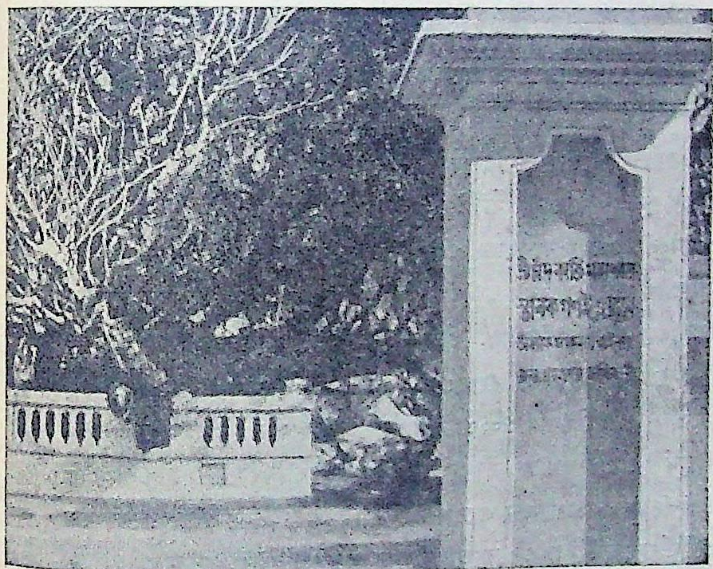
---

* শ্রীসজ্জনতোষণী, ৭।১০, ১৩০২ খৃষ্টাব্দ, মাঘ

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীব্রজমণ্ডল পর্যটনকালে শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের দর্শন ও কৃপা লাভ করেন। তখন তিনি ভেটপ্রথার অশাস্ত্রীয়তা জ্ঞাপন এবং ব্রজমণ্ডলের তীর্থযাত্রিগণের ধনপ্রাণহরণকারী 'কঞ্জড়'-নামক দস্যু-সম্প্রদায়ের দৌরাত্ম্য নিবারণ করেন। পরবর্তিকালে (১৮৮৭ খৃ) শ্রীল জগন্নাথদাসবাবাজী মহারাজ শ্রীভক্তিবিনোদকে শ্রীগোবর্ধনশিলা (শ্রীগিরিধারী) প্রদান করিয়াছিলেন। বাবাজী মহাশয়ই শ্রীগৌরজন্মভিটা নির্দেশ করেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীব্রজে নির্জন-ভজন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কোনও কার্যব্যপদেশে তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তারকেশ্বর গমন করিলে রাত্রিতে শ্রীতারকেশ্বর শ্রীল ভক্তিবিনোদকে শ্রীব্রজমণ্ডলে গমন না করিয়া শ্রীনবদ্বীপধামের লুপ্ত স্থানসমূহ উদ্ধারার্থ স্বপ্নাদেশ করেন। তদনুসারে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থাদি আলোচনা, শ্রীনবদ্বীপধামের বিভিন্ন লীলাস্থানে ভ্রমণ, নিত্যসিদ্ধ শ্রীশ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের কৃপানুগত্যে, অলৌকিক দর্শন, অনুভব ও প্রেরণায়-বিদ্বন্মণ্ডলীর সহযোগে শ্রীগৌরজন্মস্থান আবিষ্কার করিয়া ১৩০০ বঙ্গাব্দের (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২১ মার্চ) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীমূর্তি স্থাপন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-দিনের ন্যায় উক্ত ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে চন্দ্রগ্রহণ ও সমস্ত শুভযোগের সম্মিলন হইয়াছিল। প্রাচীন নবদ্বীপ প্রকাশিত হওয়ায় যাঁহারা অশাস্ত্রীয়ভাবে শ্রীধাম-শ্রীবিগ্রহাদি লইয়া ব্যবসায়াদি করিতেছিলেন, তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া সমালোচনা আরম্ভ করিলেও সিদ্ধ শ্রীশ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ-প্রমুখ বৈষ্ণব মহাত্মগণ এবং শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী,

শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম, শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী, শ্রীপ্যারীলাল গোস্বামী-প্রমুখ আচার্য-সন্তানগণ, শ্রীনবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন পণ্ডিত সারদাকান্ত পদরত্ন, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যারণ্য এম্-এ, বি-এল্, রায় বনমালী রায় বাহাদুর, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, অচ্যুত-



শ্রীগৌরকৃপালব্ধ কাজীর সমাধি (বামনপুকুর—প্রাচীন নবদ্বীপ)

চরণ চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রায় কানাইলাল বাহাদুর, সি-আই-ই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, নবীনচন্দ্র সেন, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহা-মহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রায় মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাদুর, গিরিজানাথ রায় ভক্তিসিন্ধু, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব প্রমুখ বহু

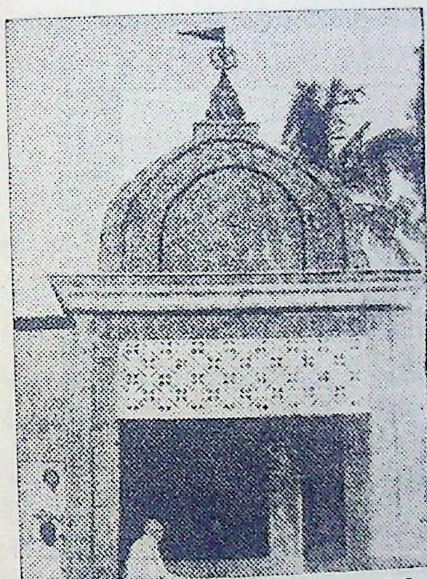
মনীষিব্যক্তি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরের সমর্থক হন। শ্রীমদ্ভাগবত-বিতরণকারী ত্রিপুরেশ্বর শ্রীবীরচন্দ্র দেব মাণিক্য-বাহাদুর শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ-সভার সভাপতি হইয়াছিলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধির সন্নিকটে 'ভক্তিকুটী'-নামক একটি ভজন-ভবন নির্মাণ করেন। তখনই শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম ও শ্রীগরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাদের কৃপা-প্রার্থনামুখে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিশেষ প্রেরণায় শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীভক্তিবিনোদানুগ শ্রীগৌর-ভক্তবর ভূতপূর্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায় সাহেব শ্রীগৌরশ্যাম মহান্তি মহাশয় শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের দক্ষিণদ্বারে শ্রীষড়্ভুজ মহাপ্রভুর সেবার ঔজ্জ্বল্যার্থ যত্ন করেন। বৈষ্ণবসার্বভৌম নিত্যসিদ্ধ শ্রীজগন্নাথপ্রভুর শিক্ষাশিষ্য শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীজগন্নাথসুত-মহাপ্রভু ও শ্রীনীলাচলচন্দ্র শ্রীজগন্নাথমহাপ্রভুর নিত্যসেবক ছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৯ই আষাঢ় (১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৩ জুন) শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামিপাদের তিরোভাব-তিথি-দিবস নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। ঐ তিথিতে শ্রীপুরুষোত্তমে সংকীর্তনমুখে তাঁহার তিরোভাব-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় শতাধিক ভক্তিগ্রন্থের রচয়িতা ও সম্পাদক। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'হরিকথা'-নামক প্রথম গ্রন্থটি বাংলা-পদ্যে রচিত হয়। তিনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে 'Maths of Orissa', তৎপরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'Stanzas on the Samaja of Srila Haridas Thakur on the sea-shore at Puri', 'The Temple of Jagannath at Puri', 'Akharas in

Puri', প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় প্রচার করেন। তাঁহার রচিত দত্তকৌস্তুভঃ, শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্, তত্ত্ববিবেকঃ, শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণ-মঙ্গল স্তোত্রম্, স্বনিয়মদ্বাদশকম্ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ; শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, জৈবধর্ম, তত্ত্বসূত্র, শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ভাব-তরঙ্গ, শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য, শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি শ্রী-ভজনরহস্য প্রভৃতি বঙ্গ-ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার Speech on Srimad Bhagavatam, Life and Teachings of Sriman Mahaprabhu (ইংরাজী ভাষায় লিখিত) গ্রন্থদ্বয় বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীশ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছে। স্বধামগত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় বহুবার স্বমুখে বলিয়াছেন যে, তিনি 'Speech on Srimad Bhagavatam' পাঠ করিয়াই সর্বপ্রথমে বৈষ্ণব-ধর্মে আকৃষ্ট হ'ন। তিনি শ্রীভক্তিবিনোদকে 'সপ্তমগোস্বামী' বলিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীশিক্ষাষ্টক (সংস্কৃতভাষ্যসহ), শ্রীদাসগোস্বামিপাদের শ্রীমনঃশিক্ষা (ব্যাখ্যা ও পদ্যানুবাদসহ),



শ্রীভক্তিবিনোদ সমাধি

(শ্রীস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ)

ঈশোপনিষদ্ (চূর্ণিকাসহ), শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অমৃতপ্রবাহভাষ্যসহ) শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ (সংস্কৃত ভাষ্যসহ), শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম (শ্রীবলদেবকৃত ভাষ্যসহ, সানুবাদ), শ্রীগুণরাজখান-কৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীবলদেবকৃত শ্রীসিদ্ধান্তদর্পণঃ (অনুবাদ-সহ), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদ ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও তাঁহাদের তাৎপর্যানুসহ), শ্রীগীতা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীহস্তাক্ষর (শ্রীশরণাগতি)

(শ্রীমধ্বভাষ্যসহ), শ্রীব্রহ্মসংহিতা (বঙ্গানুবাদ ও বাংলা বৃত্তিসহ), শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত (বাংলা ব্যাখ্যা ও অনুবাদসহ), শ্রীরূপগোস্বামিপাদের শ্রীউপদেশামৃত (বাংলা বৃত্তি ও পদ্যানুবাদসহ), শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শ্রীভগবদ্ধামামৃত ও শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তামৃত (সংস্কৃত ও বাংলা ভাষ্যসহ), শ্রীচক্রবর্তিপাদকৃত শ্রীসংকল্প-কল্পদ্রুম (বঙ্গানুবাদ-সহ), সমগ্র শ্রীপদ্মপুরাণ,

শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা (সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বনির্দেশমূলে গুম্ফিত, সানুবাদ শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক), শ্রীলোকাচার্য্য-কৃত শ্রীঅর্থপঞ্চক (অনুবাদ-সহ), শ্রীনিম্বার্ক-দশশ্লোকী (অনুবাদ ও বিবৃতিসহ), শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ের শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা, শ্রীগোপালভট্ট-কৃত শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা প্রভৃতি বহু প্রাচীন মৌলিক গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত শ্রীকল্যাণ-কল্পতরু, শ্রীশরণাগতি শ্রীগীতমালা ও শ্রীগীতাবলীর গীতিসমূহ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার ন্যায় ভজন-পিপাসুগণের আদরের বস্তু হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ-সম্পাদিত **শ্রীসজ্জনতোষণী**-পত্রিকা **বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মাসিক পত্রিকা।** শ্রীল ভক্তিবিনোদ **শ্রীগৌর-জন্মস্থলী** ও **শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের লুপ্তলীলাস্থলীসমূহের আবিষ্কারক ও উদ্ধারক**; শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার পুনঃপ্রবর্তক, **গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সংশুদ্ধিকারক ও পৃথিবীর সর্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারের অধিনায়ক শ্রীগৌরপ্রণয়ী ভক্তরাজ।**

শ্রীল ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"এই গৌড়ীয়সম্প্রদায়ে চারিশত বৎসরের মধ্যে অনেক প্রকার অনর্থের উদয় হইয়াছে; সেই সকল অনর্থের সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করা আচার্যের প্রধান কার্য।" *(১) সহজিয়া আউল, বাউল, কর্তাভজা, অতিবড়ী প্রভৃতি মতবাদিগণের কল্পিত নবীন মতবাদ, † (২) ভাগবত-কথকতা-নাম-ধাম-মন্ত্র-কীর্তন বিগ্রহাদি-ব্যবসায়, ‡ (৩) ভক্তিকে শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানপরা হ্লাদিনীর বৃত্তি না জানিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর ধর্ম মনে করা, ₽ (৪) সর্বসাধারণে রসগান-শ্রবণ-কীর্তনরূপ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ, § (৫) জাতি ও বংশগত বৈষ্ণবতা-

* শ্রীসজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড, ৩য় পৃষ্ঠা; † ঐ—৪র্থ খণ্ড, ১১৬ পৃ; ‡ জৈবধর্ম ২৮ অ; সতো ৮।৮; ₽ ঐ—৮।১০, § ঐ—৬।২;

নিরূপণ, * (৬) কাপট্য, ব্যভিচার, মূর্খতা, প্রতিষ্ঠাপ্রিয়তা, সিদ্ধান্ত-জ্ঞানহীনতা-প্রভৃতি অনর্থ ও অপরাধকে 'ভজন' বলিয়া মনে করা, †(৭) চিচ্ছরীরে প্রকটিত রাগানুগ-ভজনকে জড়দেহের ব্যাপার ও মনঃকল্পনার সহিত এক মনে করা,‡ (৮) অনধিকারীর ভেকাদি-বেষ-গ্রহণ ও গোপনে ব্যভিচার, § (৯) পঞ্চোপাসকগণের আদৃত বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম ও ভাগবত-ধর্মকে এক মনে করা, ℔ (১০) ভাগবতধর্মের অসমোর্দ্ধত্ব উপলব্ধি না করিয়া অন্যান্য মানবকল্পিত ধর্ম বা ধর্মার্থ-কামমোক্ষাভিসন্ধিমূলক ধর্মের সহিত একাকার, §§ (১১) ভাবপ্রবণতা, প্রতিবিম্বরত্যাভাস ও পিচ্ছিল-চক্ষুজাত অশ্রু বা কৃত্রিম দৈহিক ও মানসিক বিকারকে অপ্রাকৃত প্রেমের সাত্ত্বিক-বিকারাদির সহিত সমজ্ঞান ও তদ্দ্বারা সিদ্ধ মহাজন বা প্রেমিক ভক্ত কল্পনা, (১২) বংশগত বা কৌলিক-লৌকিক-গুরুগ্রহণাদি বহু-প্রকার অনর্থ, যাহা চারিশত বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের প্রকৃত স্বরূপ লোক-লোচনের নিকট আবৃত করিয়াছিল, তাহা ঠাকুর শ্রীভক্তি-বিনোদ সর্বতোমুখী আচার ও প্রচারের দ্বারা নিরাস করিয়া শুদ্ধ-ভাগবত-ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেবের অসমোর্দ্ধ অবদান পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করা ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের একটি বিশেষ মনোঽভীষ্ট ছিল। তিনি লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষের কতিপয় মানবকে উদ্ধার করিবার জন্য যে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার, এমত নয়। কিন্তু জগতের সর্বপ্রদেশে নিত্যধর্ম প্রচার করিয়া জীব-সকলকে উদ্ধার করাই তাঁহার প্রয়োজন ছিল। তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

পৃথিবী পর্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম।
সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥

---

* জৈবধর্ম—৯।৯, † ঐ—৫।১০ ; ‡ স তো—২।৬ ; § ঐ—৪।১০ ;
℔ জৈবধর্ম—৪র্থ অধ্যায়, §§ ঐ—৮ম অধ্যায়

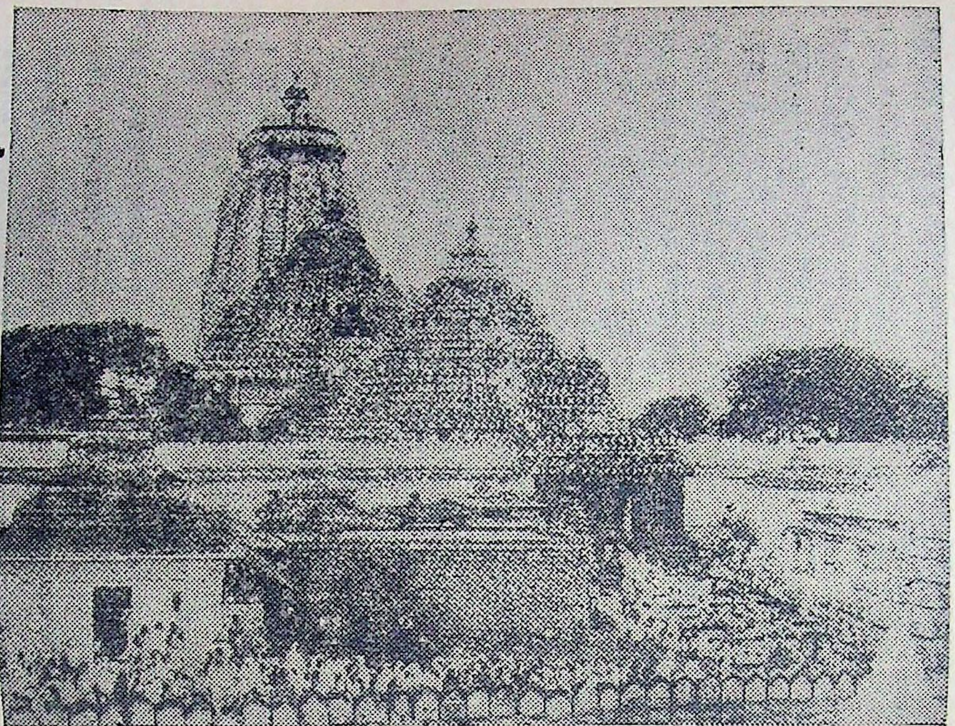
জগতের যত-প্রকার ধর্ম আছে, সেই সমস্তই পরিপক্কাবস্থায় এক নাম-সংকীর্তন-ধর্ম হইয়া পড়িবে ; ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া বোধ হয়। * * অহো! যে-দিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষ-সকল নিশান, ডঙ্কা, খোল, করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহুঃ নিজ-নিজ নগরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামোল্লেখ-পূর্বক হরিনাম-কীর্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে-দিন কবে হইবে! যে-দিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণবপ্রেমই সর্বজীবের একমাত্র ধর্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম অনন্ত বৈষ্ণব-ধর্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সে-দিন কবে হইবে!" *

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের (১২৮০ বঙ্গাব্দ) ৬ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে **শ্রীপুরী ধামে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকটে** 'নারায়ণ-ছাতা'র সংলগ্ন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হরি-কীর্তন-মুখরিত বাস-ভবনে শ্রীভগবতীদেবীর ক্রোড়ে অবতীর্ণ হন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীজগন্নাথদেবের পরাশক্তি শ্রীবিমলাদেবীর নামানুসারে এই শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন **—'শ্রীবিমলাপ্রসাদ'।**

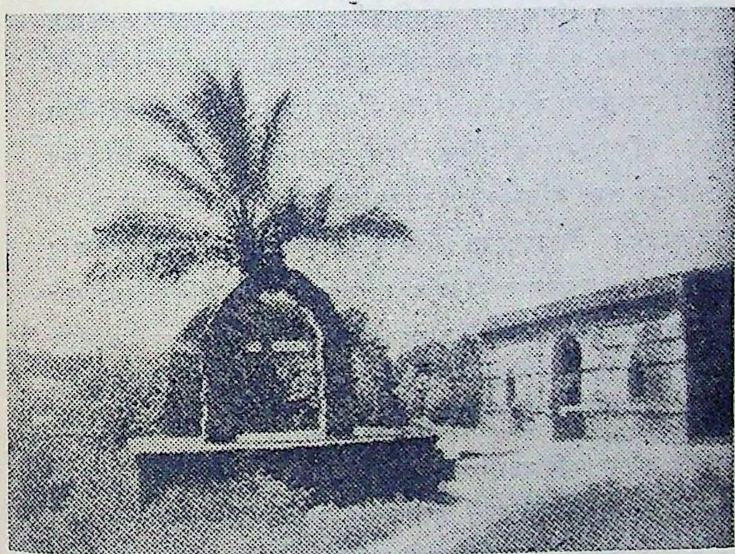
শিশুর আবির্ভাবের ছয়মাস পরে রথযাত্রা-মহোৎসব উপস্থিত হয়। সেই বৎসর ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের বাসগৃহের দ্বারের সম্মুখে তিন দিবসকাল রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেব স্বেচ্ছায় অবস্থান করেন। ঐ সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নেতৃত্বে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে তিনদিবস কাল শ্রীহরিকীর্তনোৎসব হইতে থাকে। তন্মধ্যে একদিন মাতৃক্রোড়-

* স তো ৪র্থ খণ্ড, ৪১ পৃঃ



'শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির'

শায়িত ছয়মাসের শিশু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হস্তপ্রসারণ-পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণ স্পর্শ এবং শ্রীজগন্নাথের গলদেশ হইতে একটি প্রসাদী মালা গ্রহণ করিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শিশুর মুখে মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া শিশুর অন্নপ্রাশন সম্পন্ন করেন। শিশু জননীর সহিত দশমাসকাল শ্রীপুরুষোত্তমে বাস করিয়া



শ্রীপুরীতে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীমন্দির

পাল্কীর ডাকে স্থলপথে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে থাকাকালে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ পুরী হইতে তুলসীর মালিকা আনাইয়া বালককে শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র প্রদান করেন।

বালক শ্রীগৌরপ্রণয়ী মহাভাগবতের গৃহে আবির্ভূত হইয়া নিত্য-সিদ্ধ শ্রীগৌরভক্তিতে উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গেই

শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীতুলসী, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীভাগবত, ভক্ত ও ভগবানের লীলা-স্থলীর সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ যখন কলিকাতায় তাঁহার 'ভক্তিভবন' নির্মাণ করেন, তখন গৃহের ভিত্তি-খননকালে শ্রীকূর্মদেবের শ্রীমূর্তির আবির্ভাব হয়। বালককে শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রী-বিষ্ণুপূজা ও তিলকাদি ধারণ ও বৈষ্ণব-সদাচার শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ কলিকাতায় একটি ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-বিভাগ ও তজ্জন্য মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলে বালক সেই সকল সেবায় মহাভাগবত শ্রীপিতৃ-চরণের সেবানুকূল্য করেন। তিনি বাল্যকালেই শ্রীগৌর-প্রণয়ী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত শ্রীগৌড়মণ্ডলস্থ শ্রীগৌর-পার্ষদবৃন্দের শ্রীপাটসমূহ ভ্রমণ করিয়া মহতের সেবা ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণের সুযোগ লাভ করেন। শ্রীরামপুরের পণ্ডিত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি ও আলোয়ার নিবাসী পণ্ডিত সুন্দরলাল-নামক অধ্যাপকদ্বয়ের নিকট গণিত-জ্যোতিষ-শাস্ত্র, পৃথ্বীধর শর্মার নিকট সিদ্ধান্তকৌমুদী ও বেদ এবং সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী অধ্যয়ন করেন। তাঁহার মহাভাগবত গুরুবর্গ তাঁহাকে বাল্যকাল হইতেই **শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী** নামে অভিহিত করেন। পরবর্তি-কালে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিয়া পরিব্রাজকাচার্য **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর** নামে বিদিত হন। তিনি বিশেষস্থলে **শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস** নামেও আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

৩৯৯ শ্রীচৈতন্যাব্দে (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের প্রতিষ্ঠিত **শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-রাজসভা** পুনঃ সংস্থাপন এবং ৪০০ শ্রীচৈতন্যাব্দে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ৪০০তম বার্ষিক আবির্ভা-বোৎসব সম্পাদন করেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সেই শিক্ষার অনুবর্তন করিয়া তাঁহার প্রকটকাল-পর্যন্ত গৌড়দেশে শ্রীগৌরজন্মোৎসবকে

বঙ্গের জাতীয় উৎসব এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের নিত্যারাধ্য ভক্ত্যনুষ্ঠান-রূপে আচার ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

যুবকালে শ্রীশ্রীসরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগমনে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের তীর্থসমূহ পরিভ্রমণ করেন। সেই সময় হইতে তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রের বিধান-অনুযায়ী নিয়মিতভাবে চাতুর্মাস্যব্রত-পালন, স্বহস্তে রন্ধন, ধরাপৃষ্ঠে পাত্রহীন ভোজন ও উপাধানাদি পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন ও একনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য-ব্রত-ধারণ-পূর্বক নির্বন্ধসহকারে শ্রীনামভজন করিতেন। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ চাতুর্মাস্য-ব্রত পালন-লীলা করিতেন। তাঁহা হইতে তদনুগ শ্রীল ভক্তিবিনোদ এবং তাঁহার শিক্ষাদর্শে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বৈষ্ণববিধানে একান্ত শ্রীনামভজনপর চাতুর্মাস্যব্রত পালন করেন।

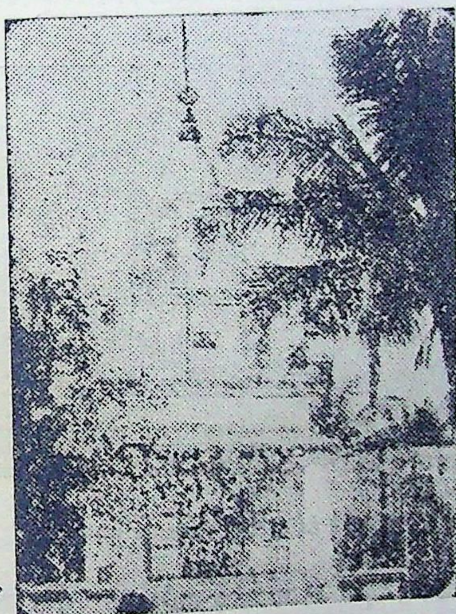
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপের শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে সরস্বতী নদীর তীরে **'আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ'** নামক ভজনকুঞ্জ স্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় অতিমর্ত্য অবধূতবর নিত্যসিদ্ধ ভাগবত-পরমহংস **শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের** দর্শন ও সেবাসুযোগ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশক্রমে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বাবাজী মহারাজের নিকট হইতে **ভাগবতী দীক্ষা** লাভ করেন। ইহার কিছুকাল পূর্বে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত শ্রীসরস্বতী ঠাকুর শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলস্থ শ্রীগৌরপদাঙ্কিত তীর্থসমূহ পর্যটন করিয়া পুরীতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধিমঠ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ভজনস্থলী 'ভক্তি-কুটী'র সংলগ্ন সুপ্রাচীন শ্রীসাতাসন-মঠের অন্যতম 'শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারি'-আসনের সেবাভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রত্যহ শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, দ্বারে-দ্বারে শ্রদ্ধালুব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্তন ও শ্রীল ভক্তিবিনোদের

আদিষ্ট বৈষ্ণবমহাকোষ 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা'র সংকলনসেবার্থ বিবিধ উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিতেন। এই সময় শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সহিত পুরীর গোবর্ধনমঠের মঠাধীশ শ্রীমধুসূদন তীর্থ, শ্রীসমাধিমঠের শ্রীবাসুদেব-রামানুজদাস, শ্রীদামোদর-রামানুজদাস, এমার মঠের শ্রীরঘুনন্দন-রামানুজদাস, পাপড়িয়া মঠের শ্রীজগন্নাথদাস, স্বর্গদ্বার-ছাতার ওঙ্কার-জপী বৃদ্ধ তাপস, নিম্বার্কসাধু দুঃখী শ্রীশ্যামবাবা, শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের শ্রীবিহারীদাস, শ্রীরাধাকান্ত-মঠের শ্রীনরোত্তমদাস, মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্রপ্রমুখ সজ্জনগণের ভক্তিশাস্ত্র প্রসঙ্গ হইত। অতঃপর তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফব্রুয়ারী দক্ষিণ ভারতের শ্রীগৌরপদাঙ্কিত তীর্থসমূহ পর্যটনে বহির্গত হন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীগৌর-জন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান-পূর্বক নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অনুগমনে প্রত্যহ অপতিতভাবে তিন লক্ষ মহামন্ত্র নির্বন্ধ-সহকারে গ্রহণ করিয়া শতকোটি মহামন্ত্র-কীর্তন-ব্রত উদ্‌যাপন করেন। শ্রীমায়াপুরে শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে একটি ভজন-ভবন নির্মাণ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতট-বিচারে তথায় নিরন্তর ভজন করিতে থাকেন।

স্মার্তপদানুগ সম্প্রদায় শ্রীল দাসগোস্বামিপাদপ্রমুখ শ্রীগৌরপার্ষদগণের প্রতি প্রাকৃত বিচারে নানা-প্রকার পাষণ্ড-মত প্রচার করিলে শ্রীল সরস্বতীঠাকুর মেদিনীপুরের নিকট 'বালিঘাই'-নামক স্থানে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বংশাবতংস পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামীর সভাপতিত্বে ও শ্রীধাম-বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ-ঘেরার স্বনামখ্যাত পণ্ডিত শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম মহাশয়ের অনুরোধ-ক্রমে 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব'-শীর্ষক একটি সন্দর্ভ পাঠ করিয়া কর্মজড়-স্মার্তসম্প্রদায়ের জিহ্বা স্তম্ভন ও বৈষ্ণবের অসমোর্দ্ধ্ব মহত্ত্ব প্রচার করেন। কোলদ্বীপে 'বড় আখড়া'য় অবধূতবর শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে

শ্রীগৌরমন্ত্রের মীমাংসা আহূত বৈষ্ণব-সভায় শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর অথর্ব-বেদান্তর্গত শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ ও অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণ হইতে **শ্রীগৌর-মন্ত্রের নিত্যত্ব স্থাপন করেন।**

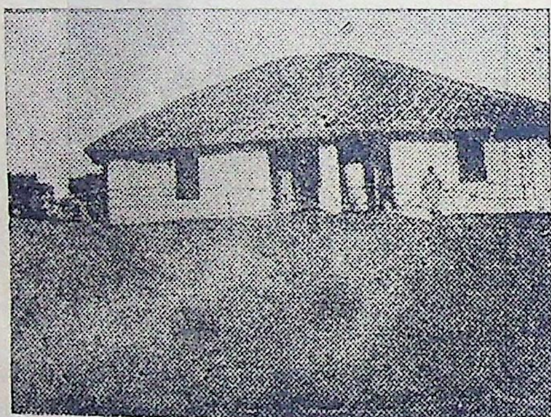
১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীসজ্জন-তোষণী পত্রিকা ও বিবিধ ভক্তি-



শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ (কটক)

গ্রন্থাবলীর সম্পাদন করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে উত্থান-একাদশী তিথিতে শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিলে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কোলদ্বীপের চড়ায় নিজ শ্রীগুরুদেবের সমাধি স্বহস্তে প্রদান করেন। তৎপরে সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা প্রকাশ

করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা এবং কলিকাতায়, বিশেষভাবে প্রচারকার্য আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা, **শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার পুনঃপ্রবর্তন**, পুরী, আলালনাথ, ভুবনেশ্বর, কটক, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে মঠ স্থাপন, **শ্রীপুরুষোত্তমধাম-পরিক্রমা**, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমনে গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জন-সেবাশিক্ষাদান, সাপ্তাহিক **'গৌড়ীয়'** পত্র প্রচার, **শ্রীমদ্ভাগবত** প্রচার, কাশী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে



শ্রীচটকপর্বত (শ্রীটোটাগোপীনাথের সম্মুখে)

বৈষ্ণব-দর্শন-সম্বন্ধে বক্তৃতা, **শ্রীগৌড়মণ্ডল** ও **শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা** এবং **উৎকলে শতাহব্যাপী উৎসবাদি** প্রবর্তন করেন।

তিনি নিজাবির্ভাবস্থান শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীগিরিগোবর্ধনাভিন্ন চটক-পর্বতে শ্রীগোবর্ধন-পূজোৎসব ও নিজপ্রভু শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামিপাদের বিরহ-উৎসব সম্পাদন করেন। সেই সময়ই তিনি তাঁহার লীলা-সঙ্গোপনের ইঙ্গিত প্রকাশ করেন। শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম হইতে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১৬ই পৌষ, কৃষ্ণা চতুর্থী তিথির শেষভাগে নিশান্তে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

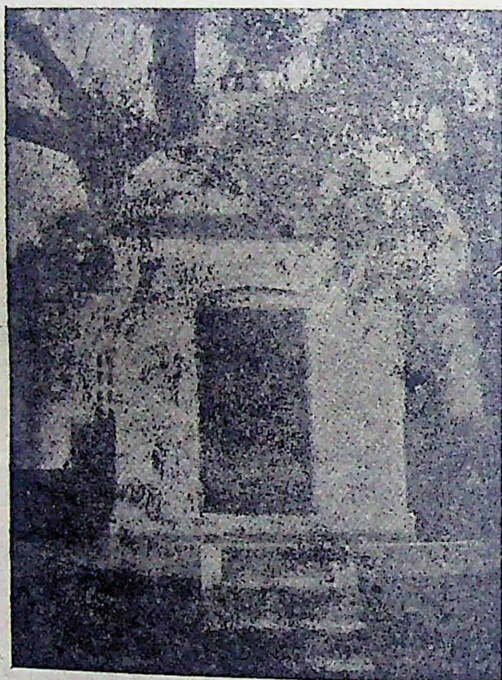
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের নির্দেশানুসারে ও শ্রীভক্তিবিনোদানুগত্যে মাস, বার, তিথি, অব্দ প্রভৃতির পারমার্থিক শাস্ত্রীয় নামযুক্ত শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার



শ্রীটোটাগোপীনাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে শ্রীবংশীবট

প্রচার করেন। তিনি ভক্তিশাস্ত্রপরীক্ষা ও শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, আসামী ও ওড়িয়া ভাষায় তিনি দশটি পারমার্থিক সাময়িক সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান হইতে বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' নামক **পারমার্থিক দৈনিক পত্রিকা** প্রকাশ করেন। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থস্থানে এবং ভারতের প্রধান নগরীসমূহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীপ্রচারার্থ মঠ স্থাপন ও পর্যটন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের বাহিরে

রেঙ্গুণে ও লণ্ডনে দুইটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শ্রীগৌরপদাঙ্কিত ১০৮টি স্থানে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। তন্মধ্যে মন্দার, কানাইনাটশালা, যাজপুর, কুর্মক্ষেত্র, সিংহাচল, কভুর, মঙ্গলগিরি ও ছত্রভোগ—এই আটটি স্থানে স্বহস্তে শ্রীগৌরপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা



শ্রীগৌরপাদপীঠ (শ্রীযাজপুর)

করিয়াছেন। তিনি সর্বসাধারণের নিকট শ্রীগৌরহরির শিক্ষা ও সিদ্ধান্তপ্রচারের সৌকর্যার্থে শ্রীকুরুক্ষেত্র, শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ, কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা, শ্রীকাশী ও শ্রীপ্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে পারমার্থিক প্রদর্শনী-

সমূহ উন্মোচন করিয়াছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ, সন্দর্ভ, প্রবন্ধ ও নিবন্ধের রচয়িতা ও সম্পাদক। তিনি একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র'-নামক একটি পঞ্চ অধ্যায়াত্মক পারমার্থিক বাংলা কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অনুভাষ্য', শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের শ্রীউপদেশামৃতের 'অনুবৃত্তি', শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'-রস-বিবৃতি, শ্রীশ্রীগৌরহরির শ্রীশিক্ষাষ্টকের লঘুবিবরণ, উৎকলকবি শ্রীগোবিন্দদেব-কৃত শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়, সঙ্গীত-মাধব-মহাকাব্য, অন্বয়-অনুবাদ তথ্য-বিবৃতি ও টীকাসহ সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত, সানুবাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদকৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপ-শতক, শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত সানুবাদ প্রমেয়রত্নাবলী, শ্রীজীবগোস্বামিপাদকৃত শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, সানুবাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, শ্রীমধ্বাচার্যকৃত সানুবাদ সদাচার-স্মৃতি, শ্রীরামানুজাচার্যের নামে আরোপিত বেদান্ত-তত্ত্বসার (সানুবাদ), শ্রীলোচনদাসঠাকুর-কৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি বহু প্রাচীন মৌলিক গ্রন্থ সম্পাদন করেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গভাষায় এক বৈষ্ণবমহাকোষ সংকলনার্থে উপকরণ-সমূহ সংগ্রহ করিয়া **'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি'** নামক গ্রন্থ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত করেন। তিনি একবার বিশ হাজার 'শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' মুদ্রিত করিয়া তাহা শ্রদ্ধা-মূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবতের ইংরাজী অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত তিনি ইংরাজী ভাষায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের একটি বিস্তৃত চরিত ও ইংরাজীতে শ্রীব্রহ্মসংহিতার অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। 'Rai Ramananda', 'Relative Worlds', A few Words on Vedanta,' 'The Vedanta, Its Morphology and Ontology' প্রভৃতি আরও কতিপয় গ্রন্থ তিনি ইংরাজী ভাষায় রচনা করেন।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর মুদ্রাযন্ত্রকে সংকীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের নামপ্রচারের **'বৃহদ্-মৃদঙ্গ'** বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। কলিযুগের যান্ত্রিক-সভ্যতার অবদান মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর সর্বত্র ভগবৎ-কথা বিস্তারিত হইতে পারে, এইজন্যই তিনি উহাকে 'বৃহদ্-মৃদঙ্গ' বলিতেন।

পাশ্চাত্যজাতির উচ্ছিষ্টভোজী যুগমানব যখন নির্বিশেষগতি চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ ও জীবসেবাব্রতের নামে ইহসর্বস্ববাদোত্থ রজোগুণকে নির্গুণ ভাগবতধর্ম অপেক্ষাও বরণীয় বলিয়া ভুঁই ও ভুঁড়ির চিন্তায় উৎক্ষিপ্ত গণগড্ডলিকার সম্মুখে প্রচার করিতেছিল এবং সচ্চিদানন্দময়ী ভক্তিদেবীকে 'মেয়েলী'-মনোভাব-সুলভা দুর্বলা বৃত্তি মনে করিয়া বঞ্চিত হইতেছিল ; আধ্যক্ষিকতা, আরোহবাদ প্রভৃতি জড়যান্ত্রিক সভ্যতার দম্ভদানব যখন নানাভাবে বহির্মুখতার বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া জগজ্জীবকে বিপথগামী করিতেছিল ; অন্যদিকে মূর্খতা, ব্যভিচার, কৃত্রিম, ভাবুকতা, কল্পিত অবতারবাদ, বুজরুগীসিদ্ধিবাদ, সুলভপ্রেম-বিকারবাদ, শাস্ত্রমন্ত্রাদি-ব্যবসায়, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বেষোপজীবিকা প্রভৃতি অনর্থ বৈষ্ণবধর্মের রূপ ধারণ করায় বহির্মুখগণেরও থুৎকারের বস্তু হইয়াছিল, সেই সময় এই মহাপুরুষসিংহের হুঙ্কার অনেকের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যসিংহের অসমোর্ধ্ব মাহাত্ম্য উপলব্ধি করাইয়াছিল।

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য, সিংহের হুঙ্কার॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে॥

* চৈ চ আ ৩।৩০-

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীপাদের এই আশীর্বাদ সেই সময় মোহ-নিদ্রাগ্রস্ত মায়ামূঢ় জীবজগৎকে জানাইবার একটি বিশেষ যুগপ্রয়োজন হইয়াছিল।

শ্রীল ভক্তিবিনোদের সমসাময়িক যুগে ধর্মজগতে কল্পিত অবতার-বাদের একটা হিড়িক পড়িয়াছিল। উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশ ছল-অবতার-বাদের প্রধান আখড়া হইয়াছিল। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এককালেই কয়েক গণ্ডা মহাপ্রভু (!), অদ্বৈতপ্রভু (!) ও তাহাদের কল্পিত পার্ষদসমূহ খাড়া হইয়াছিল। এই সময় বৈষ্ণবজগতে বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কএকজন ব্যক্তি কে কে গৌর (!), নিত্যানন্দ (!) ও অদ্বৈত (!) হইবেন, মনে মনে ঠিক করিয়া শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী করিবার জন্য ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিলে ঠাকুর তাহাদিগকে তীব্রভাষায় শাসন করিয়া বিতাড়িত করেন। এই সময় সুলভ আলু-পটোল সিদ্ধের ন্যায় সিদ্ধবাবাজী দলের (?) ছড়াছড়ি, হাটে-বাজারে সিদ্ধপ্রণালী ও রাইকানুর রসগানের হুড়াহুড়ি, মাথার ছিট, বুজরুগী, সিদ্ধাই প্রভৃতিকে প্রেমিকতা ও বৈষ্ণবসিদ্ধির আদর্শ বলিয়া চালাইবার সংক্রামক ব্যাধি প্রাকৃত সহজিয়া-সমাজে প্রবল হইয়াছিল। শিক্ষিত ব্যক্তিগণও অজ্ঞাতসারে ঐ ব্যাধির কবলে কবলিত হইতেছিল। পাঁচ-মিশালি সহজিয়াদল 'অনিন্দুক' হইবার ছলনায় সমন্বয়বাদী ও প্রকৃত ভাগবতগণের প্রচ্ছন্ননিন্দক ও মৎসর হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজের অনুশাসনগর্ভে থাকায় কোন দিনই পাঁচমিশালি বৈষ্ণবধর্ম বা মনো-ধর্মের ভাবকেলি দেখিয়া যাহাকে তাহাকে 'সিদ্ধ', 'প্রেমিক' বা 'বৈষ্ণব' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন,—"মহারাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর অত্যন্ত সরল-

প্রকৃতির ব্যক্তি এবং আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার আহূত প্রথমবারের বৈষ্ণব-সম্মিলনী শ্রীগৌরজন্মোৎসবের দিন নির্ধারিত হওয়ায় তাঁহার বিশেষ আমন্ত্রণ-সত্ত্বেও আমি তথায় যাইতে পারি নাই। এজন্য তিনি আমাকে অনুযোগপত্র দেন। শ্রীযোগপীঠের উৎসব ছাড়িয়া সেইদিন আমার অন্যত্র যাওয়া অসম্ভব—এই উত্তর পাইয়া তিনি পরবর্তি-সম্মিলনীর অধিবেশনের দিন শ্রীগৌরজন্মোৎসবের কয়েক দিন পরে নির্দেশ করায় আমি তাঁহার আহ্বানে কাশিমবাজারে যাই। কিন্তু বিভিন্নপ্রকার বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের সঙ্গ আমার শ্রীগুরুদেবের অভিপ্রেত নহে, এই বিচারে তথায় আমি হরিকথা-মাত্র কীর্তন করি। তথায় তিন দিন ছিলাম। মহারাজের প্রেরিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ হইতে প্রত্যহ একটি করিয়া তুলসী-মঞ্জরী মাত্র গ্রহণ করিয়া তিন দিবস উপবাসী থাকিয়া: চতুর্থ দিবসে শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবর্তন করি। ইহাতে মহারাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র পুনরায় আমাকে অনুযোগ দিয়া পত্র লেখেন। তৎপরের বৎসর কুলিয়া-শ্রীনবদ্বীপে বৈষ্ণব-সম্মিলনী হওয়ায় মহারাজের আহ্বানে শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে প্রসাদ গ্রহণপূর্বক আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করি। আমাকে প্রসাদ সম্মান করিবার জন্য মহারাজ বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু আমি পূর্বেই প্রসাদ পাইয়াছি; বিশেষতঃ শ্রীগুরুদেবের অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র প্রসাদ পাওয়া সম্ভবপর নহে—ইহা বলায় মহারাজ অতিশয় দুঃখিত হন। আমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে (শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজের শ্রীচরণে) উপস্থিত হইলে শ্রীগুরুদেব আমাকে ঐরূপ পাঁচমিশালি বৈষ্ণবসম্মিলনীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করায় কৃপাপূর্বক কিছু শাসনগর্ভ উপদেশ করেন। তিনি কৃপাপূর্বক আমাকে উপদেশ প্রদানমুখে বলেন,—'ঐরূপ পাঁচমিশালি জনসঙ্ঘের

মধ্যে কখনও হরিভক্তি হয় না। অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি শ্রীকৃষ্ণভক্ত পাওয়া সুদুর্লভ। তিনি সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ; সুতরাং একসঙ্গে শত শত বৈষ্ণবের সম্মিলন এক সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ব্যতীত অন্যত্র হইতে পারে না। অতএব তুমি শ্রীমায়াপুরে গিয়া নির্জনে কেবল শ্রীহরিনাম কর।' এই বলিয়া আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই সময়ে কয়েকটি বাঁশ ও তাহার উপর একটি চাদর টাঙ্গাইয়া, উহাকে বৈষ্ণব-সভামণ্ডপ বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন এবং তথায় বৈষ্ণব-সভা হইতেছে, এই বলিয়া আনন্দে ভাবাবেশে নৃত্যকীর্তন করিতে থাকেন।"

শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ যখন শ্রীকুলিয়া-নবদ্বীপের ধর্মশালায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর নিজ-প্রভুকে ব্রজের ভজনানন্দী মহাত্মাগণের কথা জিজ্ঞাসা করেন। 'ভজনানন্দী ও 'সিদ্ধ' বলিয়া বিখ্যাত যাঁহার কথাই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, শ্রীল গৌরকিশোর কেবল হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সব—নকল।" শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট হইতে কোন এক আচার্য-সন্তান শ্রীল গৌরকিশোর পরমহংসপাদের নিকট অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ পদ্ধতি জানিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া কয়েকদিন ধরিয়া ধন্না দিয়াছিলেন। অবশেষে শ্রীল বাবাজী মহারাজ উক্ত আচার্য-সন্তানটিকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি কৃপা-শাসন-গর্ভ উপদেশ প্রদানমুখে বলেন,—"**মহতের সেবা-কৃপা-সঙ্গে নিরন্তর নিজাভিষ্টদেবের নামকীর্তন ও তৎফলে রাগ ও আবেশের সহিত নামরসাস্বাদন হইলেই শ্রীনামই রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলারূপে আত্মপ্রকাশ করেন।** কৃত্রিম-ভাবে লীলা-স্মরণ বা কল্পনাদ্বারা অথবা পুস্তক পড়িয়া সিদ্ধ-দেহ লাভ হয় না"।

শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই সিদ্ধান্ত শ্রীশ্রী-

জীবগোস্বামিপাদের শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ধৃত "প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণং··· লীলানাং স্ফূরণং সুষ্ঠু ভবতি।" (২৫৬ অনু) সিদ্ধান্তের সহিত সমসূত্রে গ্রথিত। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও গাহিয়াছেন,—

শুদ্ধভকত-চরণরেণু, ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা, পরমসিদ্ধি, প্রেমলতিকার মূল ॥

* * *

প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম, হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুন, দেখায় নিজ রূপ-গুণ, চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ।
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপবিলাস।
মোরে সিদ্ধদেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্বনাশ ॥

* * *

কবে গৌর-বনে, সুরধুনী-তটে, হা রাধে হা কৃষ্ণ বলে'।
কাঁদিয়া বেড়াব, দেহ-সুখ ছাড়ি', নানা লতাতরুতলে ॥
শ্বপচ-গৃহেতে, মাগিয়া খাইব, পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব, করি' কৃষ্ণ-কোলাহল ॥
ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া, মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ, রেণু গায় মাখি', ধরি' অবধূত-বেশ ॥
গৌড়-ব্রজ-জনে, ভেদ না দেখিব, হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে, হইব রাধার দাসী ॥

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

'শ্রীক্ষেত্র'-গ্রন্থ সম্পূর্ণ।



পরিশিষ্ট[১] (১)

শ্রীচন্দ্রিকাদেবী বা শ্রীচন্দ্রাদেবীর শিলালিপি[২]

(লণ্ডন্-স্থিত 'রয়্যাল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটী অব্ গ্রেট্-ব্রিটেন্ এ্যাণ্ড্ আয়ার্ল্যাণ্ড্' নামক প্রত্নতাত্ত্বিক-সংস্থায় রক্ষিত)

ওঁ

সম্ভ্রান্ত-জন্তু-রিপু-সম্পদুপাস্যমান-
লীলালসেন্দু-নয়নাঞ্চল-শাসনানি।
ভিক্ষা-বিলাস-চরিতানি জয়ন্তি শম্ভো-
র্নেত্রামৃতানি সুর-রাজ-পুরাঙ্গনানাম্ ॥ ১

বীরঃ সম্রাট্ সমরদলিতারাতি-রাজন্য-বক্ত্র-
স্মেরাম্ভোজৈরকৃত বসুধা-দেবতারাধনং যঃ।
আ গোদান্তাদমরসরিতং যাবদেকো ভুবোঽভূদ্
ভোক্তা সোঽস্তে সুরসহচরীকামুকশ্চোড়গঙ্গঃ ॥ ২

যদ্বংশে বৈজয়ন্তী-পট ইব সুভটোঽনঙ্কভীমঃ প্রভাব-
প্রধ্বস্তারাতি-রাজ-ব্রজ-যুবতি-জনোদ্গীত-গম্ভীর-সারঃ।

১। গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের সপ্তম বৈভবে 'শ্রীভুবনেশ্বর' প্রবন্ধের অন্তর্গত শ্রীঅনন্ত-বাসুদেব মন্দিরের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২। এই শিলালিপিতে বর্তমানে উপলভ্যমান ২৩টি পদ্যে নিম্নলিখিত ছন্দঃসমূহ প্রযুক্ত হইয়াছে:—অনুষ্টুপ্ (পদাঙ্ক ৫, ৮, ৯, ১৩, ১৮, ২৩); আর্যা (৭); পুষ্পিতাগ্রা (১৬); পৃথ্বী (১০); মন্দাক্রান্তা (২); বসন্ততিলক (১, ১৫, ১৭ ২২); শার্দূলবিক্রীড়িত (৪, ৬, ১১, ১২, ১৪, ১৯, ২০, ২১); স্রগ্ধরা (৩)

আসীদাশীবিষারেরধিকতরতরস্তাদৃগর্বোরুগর্বঃ
স্বন্তে স্বন্তোপসর্গজ্জবমপি জ(য) বনং সঙ্গরে সঞ্জহার ॥ ৩
শেষঃ স্বীয়-শিরঃ-সহস্র-বিলসন্মাণিক্য-মালাচ্ছলাদ্
যত্তেজঃকণিকাভিরেষ বিধুরোঽমজ্জৎ ফণিগ্রামণীঃ।
পাতালাম্ভসি কিঞ্চ যৎ-করি-ঘটা-ঝঙ্কারি-নাসানিলৈ-
রুদ্‌বাতা গগনে ববুশ্চিরমসাবুড্ডীনপর্ণায়তে ॥ ৪
তস্মাদ্ ভূপতি-ভূচন্দ্রা-,চ্চন্দ্রিকাজনি সুন্দরী।
চন্দ্রানন্দামৃতাসারৈঃ, স্নপয়ন্তী জগন্মনঃ ॥ ৫
লক্ষ্মীর্যদ্‌বদনারবিন্দ-বসতির্নো চিন্তয়ত্যব্জিনীং
মুগ্ধেন্দীবর-নেত্র-নিত্য-নিলয়া কৃষ্ণেন তৃষ্ণাবতী।
কিঞ্চালিঙ্গ্য তদঙ্গকানি মুদিতা চিত্তে ন ধত্তে স্মরা-
নেষাশেষ-জগদ্-বিলোচন-বশীকারায় কারায়তে ॥ ৬
হৈহয়বংশাবতংসঃ, পরমর্দী সহজ-সারতা-রূপঃ।
তারাপতিমতিশেতে, পতিরস্যাঃ সমর-পারীণঃ ॥ ৭
অস্ত্যৎকলোঽয়ং বিষয়ো, যত্র তে চক্ষুরাদয়ঃ।
পঞ্চ পঞ্চেষু-সুহৃদো, ভান্তি পূর্ণ-মনোরথাঃ ॥ ৮
তত্র চ ক্ষেত্রমেকাম্র-, মাম্রারাম-শত-শ্রিতম্।
একদেবকুলং দেব-,কুলৈরাকুলমদ্ভুতম্ ॥ ৯
স যত্র গিরিজা-পতির্বসতি গন্ধ-সিন্ধোর্মিষা-
ন্নিধায় বিকটে[১] ধুনীমমরসার্থ-সার্থ-প্রপাম্।
যদন্বয়-কৃপা-ভরান্ন্যধিত কৃত্তিবাসাঃ শ্রিয়ং
মহেন্দ্র-পদ-জিত্বরীং সুভট-চোড়গঙ্গেন তাম্ ॥ ১০

১। 'নিকটে'—শ্রীপরমানন্দ আচার্য-সম্মত পাঠ (Proccdings of the Indian History Congress, Third Session, Calcutta, 1939, p, 317)

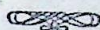
যস্মিন্ বিন্দু-সরঃ সরস্বদসদৃগ্-দৃক্-পেয়-পাথঃ পতৎ
পান্থ-শ্রান্তি-হরং সুধা-জনিত-নিঃস্যন্দদ্বপুঃ শাম্ভবীম্।
যদ্বিন্দোরপি নানুযান্তি পদবীং তীর্থানি তানি স্ফুটং
ভূতানুগ্রহ-নির্মিতং পুর-জিতা লোকৈকশোকাপহম্ ॥ ১১
পশ্যান্তঃ-প্লবমান-বৃদ্ধ-কমঠী-পৃষ্ঠ-স্থল-স্থায়ুক-
প্রেঙ্খদ্-[ব্যাকুল-?] কামিনীভিরকলি ক্রীড়োড়ুপ-প্রাপিতা।
মগ্নায়ামনুমজ্জতাভিরিহ ভৎ-কাপেয়-পারিপ্লবা-
দুৎপ্লুত্যাভিমুখং প্রতীর-তরলো লোকঃ সমুদ্ভ্রাস্যতে ॥ ১২
তত্তীর্থ-মণ্ডনস্যাস্য, তীরে নানাবনী-ঘনে।
শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীবলাবাস-, বাসিতে নন্দনায়িতে ॥ ১৩
অত্র ব্যোম-বিয়ৎ-ফণীন্দ্ররসনা-চন্দ্র-প্রমাণৈর্মিতা-
তীতাসু ক্ষিতিভৃচ্ছকাবধি সমাস্বাবারিধি ক্ষ্মামিমাম্।
ভূপে শ্রীনরসিংহদেব-তনয়ে ভানৌ চিরং শাসতি
প্রাসাদং স্থিরমারবীন্দু বিদধে সেয়ং হরের্ভীমভূঃ ॥ ১৪
প্রাসাদমূর্দ্ধ-শিখর-স্থির-হেম-কুম্ভ-
দম্ভোপদর্শিত-জগজ্জনি-কোষ-ভাণ্ডম্।
ব্রহ্মস্বরূপমনুরূপমনুপ্রবিষ্টৌ-
বংশৌ মহার্ণব-শয়স্য হরেস্তমেতৌ ॥ ১৫
অয়মতিশয়িতুং মৃগাঙ্ক-চূড়া-
মণিমুররীকৃত-হেলি-মৌলি-ভাবঃ।
অপি তু দিনধরং জহাস দেব-
দ্বয়-ময়-মণ্ডন-গুম্ভ-গহ্বর-শ্রীঃ ॥ ১৬
তস্যৈতয়া বিরচিতস্য রসাৎ প্রশস্তিং
শ্রীমানুমাপতিকবিস্ত্রিপুরারিদাসঃ।

তত্তৎ-সমগ্র-গুণ-সম্পদমাততান
সম্যক্ সুবর্ণরুচিরামচিরাৎ পতাকাম্ ॥ ১৭
মুগ্ধাং চন্দ্রমিবৈতস্যা-, [স্ত্রিলোক-?] দুহিতুঃ কিল।
চন্দ্রা-দেবীমুবাচৈনাং, নাম্না ভীম-মহীপতিঃ ॥ ১৮
গীতজ্ঞা লয়-তাল-নর্তন-কলা-কৌশল্য-লীলালয়া
বাল্যাদচ্যুত-ভক্তি-ভাবিত-মতির্দত্তানুরূপ-শ্রিয়ে।
পিত্রা হৈহয়-বংশজায় শুচয়ে চন্দ্রায় (বৈ)[১] চন্দ্রিকা
পুত্রীয়ং পরমাদি-নাম ভজতে ক্ষত্রায় রত্নান্বিতা ॥ ১৯
স ক্রীড়ামনয়া বিধায় বিবিধাং রাগানুবদ্ধোৎসবাং
পত্ন্যা বীর-নৃসিংহদেব-নৃপতের্দ্বেষ্যান্ রণে রজ্যতঃ।
বিত্বা তান্ সুরলোকগানপি রুষা জেতুং স্বয়ং (স্বর্যযৌ)[২]
মন্যেঽসৌ পরম্যাদিদেব-সুভটঃ কীর্তিং সমুল্লাসয়ন্ ॥ ২০
একাম্রাহ্বয়-বেদিতে সুমহসি শ্রীকৃত্তিবাসঃ-প্রিয়ে
ক্ষেত্রে পুণ্যবলে শ্রুতামৃতফলে সর্বর্তুপুষ্পোজ্জ্বলে।
প্রাসাদং পুরুষোত্তমস্য সকলং[৩] সৌষ্ঠ্য-প্রদং বৈষ্ণবং
গন্তুং মঙ্গল-পূর্ণকুম্ভ-শিরসং শ্রদ্ধাশ্রিতাচীকরৎ ॥ ২১
পাদাৎ শিরোঽবধি জগৎ-কমনীয়-রূপং
মূর্তস্থ-কেশবমসৌ শুভকর্মভাজম্।
সচ্চক্র-সঙ্গতিমতিপ্রসর-প্রসাদং
প্রাসাদমেতসমমং স্বমিব ব্যধত্ত ॥ ২২

১। Dr. L. D Barnett 'চন্দ্রায়(তে)—এইরূপ কষ্টকল্পিত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন (Epigraphia Indica, Vol. XIII, 1915-16); ২। Dr. L. D. Barnett 'স্বং যযৌ (সংযযৌ ?)'—এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন; ৩। 'সবলং,—শ্রীপরমানন্দ আচার্য-সম্মত পাঠ (Proceedings of the Indian History Congress, Third Session, Calcutta, 1939, P, 318.)

মুকুটাদ্যৈরলঙ্কারৈঃ শক্ত্যা ভক্ত্যা মুদান্বিতা।
বলকৃষ্ণৌ সুভদ্রাঞ্চ শ্রেয়সেঽসাবভূষয়ৎ ॥ ২৩

* * * *



ভট্টশ্রীভবদেবের শিলালিপি *

(ভুবনেশ্বরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন)

ওঁ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

গাঢ়োপগূঢ়কমলাকুচকুম্ভপত্র-
মুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ।
মা লুপ্যতামভিনবা বনমালিকেতি
বাগ দেবতোপহসিতোঽস্তু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ ॥ ১
বাল্যাৎ প্রভৃত্যহরহর্যদুপাসিতাসি
বাগ দেবতে তদধুনা ফলতু প্রসীদ।
বক্তামি ভট্টভবদেবকুলপ্রশস্তি-
সূক্তাক্ষরাণি রসনাগ্রমধিশ্রয়েথাঃ ॥ ২
সাবর্ণস্য মুনের্মহীয়সি কুলে যে জজ্ঞিরে শ্রোত্রিয়া-
স্তেষাং শাসনভূময়ো জনিগৃহগ্রামাঃ শতং সন্তু তে।

---

* এই শিলালিপিতে ৩৩টি পদ্যে নিম্নলিখিত ছন্দঃসমূহ প্রযুক্ত হইয়াছে :—অনুষ্টুপ্ (পদ্যাঙ্ক ৬, ১০, ১৩) ; আর্যা (৫, ২৪) ; উপজাতি (৭, ২৯) ; প্রহর্ষিণী (৩৩) ; মন্দাক্রান্তা (৩১) ; মালিনী (৩২) ; বংশস্থবিল (১১) ; বসন্ততিলক (১, ২, ৪, ৯, ১২, ১৬, ১৯, ২১, ২২, ২৫) ; শার্দূলবিক্রীড়িত (৩, ১৪, ১৫, ১৭, ২০, ২৬, ২৭, ৩০) ; শিখরিণী (৮, ১৮) ; স্রগ্ধরা (২৩, ২৮)

আর্যাবর্তভুবাং বিভূষণমিহ খ্যাতস্তু সর্বাগ্রিমো
গ্রামঃ সিদ্ধল এব কেবলমলঙ্কারোঽস্তি রাঢ়াশ্রিয়ঃ ॥ ৩

সৎপল্লবঃ স্থিতিময়ো দৃঢ়বদ্ধমূলঃ
শাখাগ্রলগ্নমুখরদ্বিজশীলিতশ্রীঃ।
ন গ্রন্থিলো ন কুটিলঃ সরলঃ সুপর্বা
সর্বোন্নতঃ সুখমিহ প্রসসার বংশঃ ॥ ৪

তদ্‌বংশোত্তংসমণিঃ, [ফলস্য১ ?] দাতাপি তাপনপ্রতিমঃ।
ভব ইব বিদ্যাতত্ত্ব-,প্রভবঃ প্রবভূব ভবদেবঃ ॥ ৫
অগ্রজানুজয়োর্মধ্যে, মহাদেবাট্টহাসয়োঃ।
স জজ্ঞে যজ্ঞপুরুষো, বিরিঞ্চিহরয়োরিব ॥ ৬

স শাসনং গৌড়নৃপাদবাপ
শ্রীহস্তিনীভিট্টমভীষ্টভূমি।
অষ্টৌ সুতান অষ্ট মহেশমূর্তি-
প্রখ্যান্ বিজজ্ঞেঽথ রথাঙ্গমুখ্যান্ ॥ ৭

রথাঙ্গাদত্যঙ্গঃ সমজনি জনানন্দজননঃ
শশীব ক্ষীরোদাদবিকলকলাকেলিনিলয়ঃ।
স্ফুরৎপ্রজ্ঞাজ্যোতিঃ স্ফুরিত ইতি নাম্না দিশি দিশি
প্রকাশোঽভূৎ সৌম্যগ্রহ ইব বুধস্তস্য তনয়ঃ ॥ ৮

তস্মাদভূদভিজনাভ্যুদয়ৈকবীজ-
মব্যাজপৌরুষমহাতরুমূলকন্দঃ।
শ্রীআদিদেব ইতি দেব ইবাদিমূর্তি-
র্মর্ত্যাত্মনা ভুবনমেতদলঙ্করিষ্ণুঃ ॥ ৯

১। এইস্থানের পাঠ শিলালিপিতে অস্পষ্ট থাকায় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন পাঠ কল্পনা করিয়াছেন ; তন্মধ্যে James Prinsep-এর সম্মত 'ফলস্য' পাঠটি কথঞ্চিৎ অর্থ-বোধের সহায়ক।

যো বঙ্গরাজরাজ্যশ্রী-, বিশ্রামসচিবঃ শুচিঃ।
মহামন্ত্রী মহাপাত্র-, মবন্ধ্যঃ সন্ধিবিগ্রহী ॥ ১০
স দেবকীগর্ভভবং ভুবঃ স্থিতৌ, সমর্থমুচ্চৈঃপদলব্ধপৌরুষম্।
সরস্বতীজানিমজীজনৎ সুতং, জগৎসু গোবর্ধনমচ্যুতোপমম্ ॥ ১১

বীরস্থলীষু চ সভাসু চ তীর্থিকানাং
দোর্লীলয়া চ কলয়া চ বচস্বিতায়াঃ।
যো বর্ধয়ন্ বসুমতীঞ্চ সরস্বতীঞ্চ
দ্বেধা ব্যধত্ত নিজনামপদং সদর্থম্ ॥ ১২
বন্দ্যাং বন্দ্যঘটীয়স্য, ব্রহ্মণঃ প্রযতাং সুতাম্।
সাঙ্গোকামঙ্গনারত্নং, পত্নীং স পরিণীতবান্ ॥ ১৩
তস্যাং স্বপ্নবিধানবোধিতনিজোৎপাদঃ স দেবো হরি-
র্জাতঃ শ্রীভবদেবমূর্তিরমুতঃ ক্ষমামণ্ডলীকশ্যপাৎ।
যৎপাণিপ্রণয়ী দ্বয়ঞ্জলজয়োরালক্ষিতং লক্ষ্মণা
যস্যান্তর্নিহিতো(হ)স্তি কৌস্তুভ ইতি-জ্ঞাতং প্রকাশোদয়াৎ ॥১৪
লক্ষ্মীং দক্ষিণদোষ্ণি মন্ত্রবিভবে বিশ্বন্তরামণ্ডলং
জিহ্বাগ্রে চ সরস্বতীং রিপুতনৌ নাগান্তকং পত্রিণম্।
চক্রং পাদতলে নিবেশিতবতা দিব্যং তদাত্তং বপু-
র্নিহ্নোতুং নিজচিহ্নমেতদমুনা নূনং বিপর্যাসিতম্ ॥ ১৫
যন্মন্ত্রশক্তিসচিবঃ সুচিরং চকার
রাজ্যং স ধর্ম বিজয়ী হরিবর্মদেবঃ।
তন্নন্দনে বলতি যস্য চ দণ্ডনীতি-
বর্ত্মানুগা বহলকল্পলতেব লক্ষ্মীঃ ॥ ১৬
সৎপাত্রস্য মহাশয়স্য কমলাধারস্য যস্য ক্ষমাং
বিভ্রাণস্য গুণাম্বুধেরকলিতস্যান্তর্ন দীনাত্মনঃ।

মর্যাদামহিমপ্রসাদশুচিতাগাম্ভীর্যধৈর্যস্থিতি-
প্রায়াঃ প্রায়শ এব বাক্পথমতিক্রান্তাঃ স্বদন্তে গুণাঃ ॥ ১৭

মহাগৌরী কীর্তিঃ স্ফুরদসিকরালা ভুজলতা
রণক্রীড়া চণ্ডী রিপুরুধিরচর্চা রণভুবঃ।
মহালক্ষ্মীর্মূর্তিঃ প্রকৃতিললিতাস্তা গির ইতি
প্রপঞ্চঃ শক্তীনাং যমিহ পরমেশং প্রথয়তি ॥ ১৮

যদ্ব্রাহ্মতেজসি বলীয়সি মন্দবীর্যঃ
খদ্যোতপোতকরণিং তরণিস্তনোতি।
উচ্চৈরুদঞ্চতি যদীয়যশঃশরীরে
জাতস্তুষারশিখরী ননু জানুদঘ্নঃ ॥ ১৯

ব্রহ্মাদ্বৈতবিদামুদাহরণভুরুদ্ভূতবিদ্যাদ্ভুত-
স্রষ্টা ভট্টগিরাং গভীরিমগুণপ্রত্যক্ষদৃশ্বা কবিঃ।
বৌদ্ধাম্ভোনিধিকুম্ভসম্ভবমুনিঃ পাষণ্ডবৈতণ্ডিক-
প্রজ্ঞাখণ্ডনপণ্ডিতোঽয়মবনৌ সর্বজ্ঞলীলায়তে ॥ ২০

সিদ্ধান্ততন্ত্রগণিতার্ণবপারদৃশ্বা
বিশ্বাদ্ভুতপ্রসবিতা ফলসংহিতাসু।
কর্তা স্বয়ং প্রথয়িতা চ নবীনহোরা-
শাস্ত্রস্য যঃ স্ফুটমভূদপরো বরাহঃ ॥ ২১

যো ধর্মশাস্ত্রপদবীষু জরন্নিবন্ধা-
নন্ধীচকার রচিতোচিতসৎপ্রবন্ধঃ।
সুব্যাখ্যয়া বিশদয়ন্মুনিধর্মগাথাঃ
স্মার্তক্রিয়াবিষয়[১]-সংশয়মুন্মমার্জ ॥ ২২

১। ইহা পণ্ডিত রাজচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সম্মত পাঠ (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫২শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা) ; Inscriptions of Bengal (Vol III) পুস্তকে মুদ্রিত পাঠ ('স্মার্তক্রিয়াবিধ'-) গ্রহণ করিলে ছন্দোভঙ্গ হয়।

পরিশিষ্ট (২) *

শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌরলীলাসঙ্গী ভক্তবৃন্দ

(ক) কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ।
সংক্ষেপে করিয়ে কিছু সে সব কথন॥
নীলাচলে প্রভুসঙ্গে সব ভক্তগণ।
সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম দুই জন॥
পরমানন্দপুরী, আর **স্বরূপ দামোদর।**
গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর, বক্রেশ্বর॥
দামোদর পণ্ডিত, ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য, আর রঘুনাথদাস॥
ইত্যাদিক পূর্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি, প্রভুর করেন সেবন॥

(খ) আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দে প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি'॥

(গ) নীলাচলে প্রভুসহ প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণের এবে করিয়ে গণন॥
বড়শাখা এক,—সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য॥
কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ॥

---

* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে 'উৎকলীয় শ্রীগৌরভক্তবৃন্দে'র চরিত দ্রষ্টব্য

আলিঙ্গন করি' তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব—তোমার নন্দন॥
রামানন্দরায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার—মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র॥
প্রতাপরুদ্র রাজা, আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ।
পরমানন্দ মহাপাত্র, ওড্র শিবানন্দ॥
ভগবান্ আচার্য, ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী।
শ্রীশিখি মাহিতি, আর মুরারি মাহিতি॥
মাধবী-দেবী—শিখি মাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসীমধ্যে যাঁর নাম গণি॥
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর॥
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভুস্থানে মিলিল আসিয়া॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দুঁহাকারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি' সেবা দিলেন দোঁহারে॥
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর॥
অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে।
মনুষ্য ঠেলি' পথ করে কাশী বলবানে॥
রামাই-নন্দাই—দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥

বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই।
গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই॥
কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য—ভক্তি-অধিকারী।
মথুরা-গমনে প্রভুর যেঁহো ব্রহ্মচারী॥
বড় হরিদাস, আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥
রামভদ্রাচার্য, আর ওড্র সিংহেশ্বর।
তপন আচার্য, আর রঘু, নীলাম্বর॥
সিঙ্গাভট্ট, কামাভট্ট, দন্তুর শিবানন্দ।
গৌড়ে পূর্বে ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ॥
অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-আচার্য-তনয়।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয়॥
নির্লোম গঙ্গাদাস, আর বিষ্ণুদাস।
এই সবের প্রভুসঙ্গে নীলাচলে বাস॥ *

* * * *

পণ্ডিত-গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস॥
জগদানন্দ, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ-দামোদর॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভু-সঙ্গে এইসব নিত্য কৈল স্থিতি॥ †

* চৈ চ আ ১০।১২৩-১৫১ ; † ঐ, ম, ১।২৫২-৫৪

শ্রীশ্রীল গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামিপাদ

পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীশ্রীগৌরহরির শক্তি-অবতার শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামিপাদ শ্রীমাধব-মিশ্র ও শ্রীরত্নাবতীর নন্দন। শ্রীনবদ্বীপে শ্রী-গদাধরের সহিত শ্রীনিমাই পণ্ডিতের প্রায়ই ন্যায়শাস্ত্রের কোন্দল হইত। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ তৎকৃত 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত'-গ্রন্থ শ্রীগদাধরকে পড়াইয়া-ছিলেন। আজন্ম সংসার-বিরক্ত ও বৃহদ্-ব্রতীর লীলাভিনয়কারী শ্রী-গদাধর-পণ্ডিত চট্টগ্রামবাসী মহাভাগবতবর শ্রীল পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধিকে বাহ্যে 'ভোগীর প্রায়' দেখিয়া প্রথমে তাঁহার বৈষ্ণবতা-সম্বন্ধে কিছু সংশয়ের লীলা প্রকাশ করেন; কিন্তু পরে বিদ্যানিধির অপূর্ব বিপ্রলম্ভ-প্রেমবিকার-দর্শনে জীবশিক্ষার্থ স্বীয় অপরাধ-ক্ষালন-লীলাপ্রদর্শনকল্পে শ্রীপুণ্ডরীকের নিকট দীক্ষামন্ত্র-গ্রহণ-লীলা প্রকট করেন।

শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে গমন করিলে নবদ্বীপ-লীলাসঙ্গী শ্রীগদাধর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসেবাসঙ্গ-লালসায় শ্রীনীলাচলে আগমন করেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগদাধরকে পুরীর সমুদ্রোপকূলে শ্রীযমেশ্বর শিবের তোটায় (উদ্যানে) বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন। কথিত হয় সেই তোটায় শ্রীগৌরসুন্দর নিজ দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীগোপীনাথ-শ্রীবিগ্রহের আবিষ্কার করিয়া শ্রীগদাধরকে সেই শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রদান করেন। শ্রীগদা-ধরপণ্ডিতের এই শ্রীনীলাচলবাসলীলা **'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস'** নামে পরিচিত।

গদাধর-পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে।
যমেশ্বরে প্রভু যাঁরে করাইলা আবাসে।*

সাধারণতঃ যাঁহারা স্বীয় পূর্ব-বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্রে হরিভজনার্থ নিষ্ঠার সহিত আজীবন বাস করেন, তাঁহাদের

* চৈ চ ম ১৫।১৮৩

সেই আশ্রমকে 'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস' বলে। শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতের এই ক্ষেত্র-সন্ন্যাসলীলা সাধক-জীবের ন্যায় কোন আশ্রমবিশেষ নহে; কারণ, তিনি আশ্রমাতীত পরমহংসগণেরও নিত্য আরাধ্যতত্ত্ব। তিনি রাসরস-প্রবর্তক বংশীবটতটস্থিত শ্রীমান্ গোপীনাথের বেণু-স্বনের দ্বারা নিত্য-আকৃষ্টা শ্রীগোপী; বংশীবট-তটস্থিত উপবনে শ্রীগোপীনাথের সেবার্থই নিত্য বাস করেন। বস্তুতঃ এই সন্ন্যাসের অপর নাম 'বিপ্রলম্ভ' বা 'দিব্যোন্মাদ'। শ্রীগদাধর শ্রীরাধাভাববিভাবিত বিপ্রলম্ভমূর্তি শ্রীগৌর-সুন্দরের বিপ্রলম্ভের পরিপোষণকারী। শ্রীগদাধর শ্রীনীলাচলে নিরন্তর মহাপ্রভুর সঙ্গে অবস্থান করিতেন।

কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা পর্যটনে।
গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে॥
গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত।
শুনি' প্রভু হন প্রেমরসে মহামত্ত॥
গদাধর বাক্যে মাত্র প্রভু সুখী হয়।
ভ্রমে' গদাধর-সঙ্গে বৈষ্ণব-আলয়॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে আগমন করিয়া যমেশ্বরতোটায় শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের ভবনে উপস্থিত হইলে শ্রীগদাধর শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে মগ্ন থাকিলেও তাহা পরিত্যাগপূর্বক শ্রীনিত্যানন্দের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর শ্রীনিত্যানন্দকে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীগোপীনাথের ভোগার্থ শ্রীগৌড়দেশ হইতে কিছু সূক্ষ্ম তণ্ডুল ও একখানি রঙ্গীন সুন্দর বস্ত্র আনিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগদাধরের হস্তে প্রদান করিলেন। পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রদত্ত রঙ্গীন বস্ত্র

* চৈ ভা অ ৩।২২৯-৩১

পরিধান করাইলেন এবং স্বয়ং তোটা হইতে স্বচ্ছন্দজাত শাক চয়ন ক'রিয়া রন্ধনের কার্য আরম্ভ করিলেন। তেঁতুল-বৃক্ষের সুকোমল পত্র আনয়ন করিয়া তাহা বাটিয়া নোনাজল দিয়া এক অম্ল-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন। পরে শ্রীগদাধর শ্রীগোপীনাথের অগ্রে ভোগ প্রদান করিলে অকস্মাৎ শ্রীগৌরসুন্দর "হরে কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে শ্রীগদাধর-ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং হাসিয়া বলিলেন,—

* * * কেন গদাধর!
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর?
আমি ত' তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই।
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি লই॥
নিত্যানন্দ-দ্রব্য, গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন—মোর ইথে আছে ভাগ॥ *

শ্রীগদাধর শ্রীগোপীনাথপ্রসাদ শ্রীগৌরচন্দ্রের সম্মুখে ধারণ করিলে,—

প্রভু বলে,—"এ অন্নের গন্ধেও সর্বথা।
কৃষ্ণভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা॥
* * *
গদাধর, কি তোমার বিচিত্র রন্ধন!
তেঁতুল-পত্রের কর এমত ব্যঞ্জন!!
বুঝিলাঙ, বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি।
তবে আর আপনাকে লুকাও বা কেনি?" †

শ্রীনীলাচলে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-গদাধর নিরন্তর একসঙ্গে অবস্থান করিতেন, একসঙ্গে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন এবং একসঙ্গে সংকীর্তনরসে মগ্ন থাকিতেন। ‡

---

* চৈ ভা অ ৭।১৪৪-৪৬, † ঐ, অ ৭।১৫৩, ১৫৫-৫৬ ; ‡ ঐ, ৭।১৬৪-৬৫

একদিন শ্রীগদাধর শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বলিলেন,—

ইষ্ট-মন্ত্র আমি যে কহিলুঁ কারো প্রতি।
সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি॥
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্বার।
তবে মন-প্রসন্নতা হইবে আমার॥ *

ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগদাধরকে বলিলেন,—"তোমার গুরুদেব শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি; তুমি তাঁহার নিকট পাছে অপরাধী হও, এইজন্য আমি তোমাকে মন্ত্রোপদেশ করিতে পারি না। বস্তুতঃ তোমাকে মন্ত্রপ্রদান কেন, আমি প্রাণ-পর্যন্ত সমর্পণ করিতে পারি।"

যিনি হ্লাদিনীশক্তির প্রকাশবিশেষ, সেই গদাধর কামবীজ, কামগায়ত্রী, যাহা শ্রীগোপীজনবল্লভের স্বরূপ, তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন না। বস্তুতঃ এই লীলা জীবশিক্ষাময়ী। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে সদনুগ্রহ ভগবানের কৃপা তদ্ভক্তবাহনা ও শ্রীমন্ত্রগুরুর একত্ব—সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; তাহাই শ্রীগৌরগদাধরের এই শিক্ষালীলার দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

শ্রীল গদাধর শ্রীগৌরসুন্দরের সমীপে নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র ও শ্রীধ্রুব-চরিত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশেষভাবে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতেন। শ্রীগদাধরের শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও শ্রীস্বরূপের কীর্তনে প্রভুর অতিশয় সন্তোষ হইত।

গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনিঞা প্রকাশে' প্রভু প্রেমভাব যত॥
ভাগবত-পাঠে গদাধর মহাশয়।
দামোদর-স্বরূপের কীর্তন বিষয়॥ †

---

* চৈ ভা অ ১০।২৩-২৪; † ঐ, অ ১০।৩৩, ৩৬

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীনীলাচলে আগমন করিলে শ্রীগদাধর শ্রীবিদ্যানিধির নিকট পুনরায় ইষ্টমন্ত্র-গ্রহণলীলা প্রকাশ করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনীলাচল হইতে গৌড়দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার উদ্যোগ করিলে তিলার্ধও প্রভুর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে অসমর্থ শ্রীগদাধর শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমন করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"গদাধর! তুমি ক্ষেত্রসন্ন্যাস ছাড়িও না।" কিন্তু পণ্ডিত শ্রীগদাধর বলিলেন,—

* * "যাঁহা তুমি, সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥"

তখন,—

প্রভু কহে,—"ইঁহা কর গোপীনাথ-সেবন।"
পণ্ডিত কহে,—"কোটিসেবা ত্বৎপাদ-দর্শন॥" †

তখন আবার,—

প্রভু কহে,—"সেবা ছাড়িবে, আমায় লাগে দোষ।
ইঁহা রহি' সেবা কর,—আমার সন্তোষ॥" ‡

শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রাপ্ত হইয়া নীলাচলে অবস্থানপূর্বক অপতিতভাবে সেই সেবা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর সহিত গৌড়দেশে যাইতে হইলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও সেবা-ত্যাগ—এই দুইটি দোষ উপস্থিত হয়। কিন্তু যিনি রাগাত্মিক জন, তিনি ঐরূপ বিধির দ্বারা বাধ্য নহেন। পণ্ডিত-গোস্বামিপাদ অভিমানভরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে না গিয়া পৃথগ্‌ভাবে চলিলেন। কটকে আসিয়া শ্রীমহাপ্রভু শ্রীগদাধরকে নিজসঙ্গে আনয়ন করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

---

* চৈ চ ম ১৬।১৩১ ; † ঐ, ম ১৬।১৩২ ; ‡ ঐ, ম ১৬।১৩৩

পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ-প্রেম বুঝন না যায়।
'প্রতিজ্ঞা', 'শ্রীকৃষ্ণসেবা' ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥ *

শ্রীমহাপ্রভু শ্রীগদাধরকে বলিলেন,—

আমার সঙ্গে রহিতে চাহ,—বাঞ্ছ' নিজ-'সুখ'।
তোমার দুই ধর্ম যায়,—আমার হয় 'দুঃখ'।
মোর সুখ চাহ যদি, নীলাচলে চল।
আমার শপথ, যদি আর কিছু বল ॥ †

ইহা বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর নৌকায় আরোহণ করিলেন। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রতিজ্ঞা-রক্ষণার্থ স্বীয় সত্যবাদিতারূপ ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীগৌরহরিও ভক্ত শ্রীগদাধরের অপতিতভাবে শ্রীগোপীনাথ-সেবার প্রতিজ্ঞামর্যাদা-রক্ষার্থ শ্রীগদাধরের সঙ্গ-সুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীবল্লভভট্ট পরে যিনি 'শ্রীবল্লভাচার্য' নামে খ্যাত হন, শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীধরস্বামিপাদের আনুগত্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করেন এবং তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শুনাইতে প্রস্তুত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাপূর্বক শ্রীবল্লভভট্টকে বাক্যদণ্ডের দ্বারা শোধন করেন। শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের শ্রীবল্লভভট্টের প্রতি প্রীতি উপলক্ষ করিয়া পণ্ডিতের প্রতি বাহ্য কৃত্রিম ক্রোধলীলা-প্রদর্শন-পূর্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগদাধরের প্রেম-পরীক্ষা-লীলা প্রকট করেন। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ শ্রীরুক্মিণীর প্রতি উপহাস করিলে শ্রীরুক্মিণীর মনে ত্রাস উপস্থিত হইয়াছিল, শ্রীরুক্মিণীর অবতার শ্রীগদধরেরও সেইরূপ ভীতি উপস্থিত হইল। শ্রীবল্লভভট্ট পূর্বে বাৎসল্য-রসে ভজন ও বালগোপালমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতেন। শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের সঙ্গ-

* চৈ চ ম ১৬।১৩৭ † ঐ, ম ১৬।১৪০-৪১

ফলে তাঁহার মধুররসে ভজন-প্রবৃত্তি হইল; তিনি শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের নিকট মন্ত্র-গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গৈকগতি শ্রীগদাধর ইহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—

আমি—পরতন্ত্র, আমার প্রভু—গৌরচন্দ্র।
তাঁ'র আজ্ঞা বিনা আমি না হই 'স্বতন্ত্র'॥*

কয়েকদিবস-পর, শ্রীবল্লভভট্টের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর প্রসন্ন হইলেন এবং শ্রীবল্লভভট্টের গৃহে ভিক্ষা-নিমন্ত্রণের দিনে প্রভুর কৃত্রিম ক্রোধে সন্ত্রস্ত শ্রীগদাধরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীজগদানন্দ ও শ্রীগোবিন্দকে পাঠাইয়া ডাকিয়া আনিলেন। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া শ্রীগদাধরকে আলিঙ্গনপূর্বক সকলকে শুনাইয়া বলিলেন,—

আমি চালাইলুঁ তোমা, তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকল সহিলা॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা॥ †

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

পণ্ডিতের ভাব-মুদ্রা কহন না যায়।
'গদাধর-প্রাণনাথ' নাম হৈল যায়॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায়।
'গদাই-গৌরাঙ্গ' বলি' যাঁ'রে লোকে গায়॥
চৈতন্য-প্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে?
এক লীলায় বহে গঙ্গার শত-শত ধারে॥
পণ্ডিতের সৌজন্য, ব্রহ্মণ্যতা-গুণ।
দৃঢ় প্রেমমুদ্রা লোকে করিলা ক্ষেপণ॥ ‡

---

* চৈ চ অ ৭।১৭৪ ; † ঐ, অ ৭।১৫৭-৫৮ ; ‡ ঐ, অ ৭।১৫৯-৬২

ইহার পরে একদিন শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভিক্ষা-দানার্থ নিমন্ত্রণ করেন। তখন শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া শ্রীগদাধর-পণ্ডিতগোস্বামিপাদের নিকট হইতে 'কিশোর-গোপাল'-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতগোস্বামিপাদ গোষ্ঠ্যানন্দী জগদ্গুরুর লীলা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেক বিবিক্তানন্দী মহাজন দৃষ্ট হয়, যথা—শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপাদ, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামিপাদ দ্বিজ শ্রীবাণীনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুপণ্ডিত-(ইতি শ্রীগদাধর-শিষ্য শ্রীপরমানন্দ-গোস্বামিপাদ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রাপ্ত হন) * প্রমুখ ভক্তবৃন্দ। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের জ্যেষ্ঠাত্মজ শ্রীঅচ্যুতানন্দ, বরাহনগরের শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য, শ্রীচন্দ্রশেখর, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র, শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্তী, শ্রীশিবানন্দ চক্রবর্তী, শ্রীঅনন্ত আচার্য, শ্রীধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমামুঠাকুর, কাষ্ঠকাটা শ্রীজগন্নাথ-দাস, শ্রীঅমোঘ পণ্ডিত-প্রমুখ শ্রীগৌরভক্তগণ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামিপাদের শিষ্য বলিয়া কথিত। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপাদের নামে আরোপিত কয়েকটি পদ্যে এবং 'শ্রীসাধনদীপিকা' ও 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' † শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপাদ-কৃত করচার শ্লোক বলিয়া উদ্ধৃত শ্লোকে ও শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার প্রচলিত সংস্করণে শ্রীশ্রী-গদাধর পণ্ডিতগোস্বামিপাদকে শ্রীরাধা-স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীঅনন্তাচার্য, তচ্ছিষ্য শ্রীহরিদাস

* "শ্রীগোপীনাথস্য সেবা শ্রীপরমানন্দগোস্বামিনা শ্রীমধুপণ্ডিতগোস্বামিনে সমর্পিতা" —(শ্রীসাধনদীপিকা, ১ম কক্ষা, শ্রীমৎ হরিদাস দাস-সম্পাদিত-সং, ৪৬০ শ্রীচৈতন্যাব্দ, শ্রীনবদ্বীপ)

† ৮ম তরঙ্গ, ৩১৩ সংখ্যা, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সং

পণ্ডিত, তচ্ছিষ্য শ্রীমদ্‌রাধাকৃষ্ণ-গোস্বামী তৎকৃত শ্রীসাধনদীপিকা-গ্রন্থে শ্রীগদাধর-গোস্বামিপাদকে সাক্ষাৎ শ্রীরাধার স্বরূপ বলিয়াই স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল নরহরি-সরকার-ঠাকুর তৎকৃত 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতে'ও সেইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীমুরারি-গুপ্তের করচায় (প্রচলিত মুদ্রিত সংস্করণ, ২।১৫।১০) শ্রীশ্রীল গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামিপাদ 'গোপিকা' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। **শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদের** উক্তি, যাহা শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামিপাদ ও শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি, তাহাতে কিছু **সিদ্ধান্ত-বৈশিষ্ট্য** লক্ষিত হয়। শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজশাখা-বর্ণনে বলিয়াছেন,—

বড় শাখা,—গদাধর-পণ্ডিত-গোসাঞি।
তেঁহো **লক্ষ্মীরূপা**, তাঁ'র সম কেহ নাই॥ *

পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজশক্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন,—

গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর **নিজশক্তি**।
তাঁ'-সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি॥ †

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ অন্যত্রও বলিয়াছেন,—

গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর **'শক্তি'-অবতার**।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত করি' গণন যাঁহার॥ ‡

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতকে শ্রীরুক্মিণীদেবীর অবতাররূপে বর্ণন করিয়াছেন,—

গদাধর-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
রুক্মিণীদেবীর যৈছে 'দক্ষিণ-স্বভাব'॥ §

---

* চৈ চ আ ১০।১৫; † ঐ, আ ১।৪১; ‡ ঐ, আ ৭।১৭; § ঐ, অ ৭।১৪০

শ্রীশ্রীল স্বরূপদামোদর-গোস্বামিপাদ

শ্রীগৌরসুন্দরের একান্ত মর্মী, দ্বিতীয়স্বরূপ, প্রেমরসের মূর্তবিগ্রহ, শ্রীগৌড়ীয়েশ্বর শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদর-গোস্বামিপাদ পূর্বাশ্রমে শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য' নামে বিদিত ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরহরির নবদ্বীপ-লীলাকালে তাঁহারই শ্রীচরণান্তিকে অবস্থান করিতেন। শ্রীগৌরহরির সন্ন্যাস-লীলার পর শ্রীল পুরুষোত্তম বিরহোন্মত্ত হইয়া শ্রীকাশীধামে শ্রীচৈতন্যানন্দ নামক সন্ন্যাস-গুরুর নিকট হইতে কেবল শিখাসূত্রত্যাগ-রূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, কিন্তু যোগপট্ট, সন্ন্যাস-নাম বা দণ্ডাদি গ্রহণ করেন নাই ; এজন্য তাঁহার নৈষ্ঠিক **ব্রহ্মচর্যসূচক 'স্বরূপ'** নামটি থাকিয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপের সঙ্গীতবিদ্যায় অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখিয়া পূর্বেই তাঁহাকে **'দামোদর'**-নাম দিয়াছিলেন। উভয় নাম মিলিয়া তাঁহার 'দামোদর-স্বরূপ' বা 'স্বরূপদামোদর' নাম হয়। শুনা যায়, 'সঙ্গীত-দামোদর'-নামক সঙ্গীত-শাস্ত্রের একটি মৌলিক গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদরপাদের শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌরপদান্তিকে আগমন-বার্তা-বর্ণনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

গুরু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগি' আইলা **নীলাচলে।**
রাত্রিদিনে কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দে বিহ্বলে ॥
পাণ্ডিত্যের অবধি, বাক্য নাহি কারো সনে।
নির্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে ॥
কৃষ্ণরস-তত্ত্ব-বেত্তা, দেহ—প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ ॥
গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভু-পাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে, প্রভু তাহা শুনে ॥

ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ, আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥
অতএব স্বরূপ-গোসাঞি করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করা'ন শ্রবণ॥
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করা'ন প্রভুর আনন্দ॥
সঙ্গীতে—গন্ধর্ব-সম, শাস্ত্রে—বৃহস্পতি।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ-সম॥ *

শ্রীল দামোদর শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধারণ-পূর্বক এই শ্লোকটি পাঠ করেন,—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥ †

---

* চৈ চ ম ১০।১০৯-১৭; † 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্' (৮।১০), নির্ণয়সাগর প্রেস্, দ্বিতীয় সংস্করণ, বোম্বাই, ১৯১৭ খৃঃ

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্মলতা আছে যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদের পরিসমাপ্তি হয়, যাহা রসবর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদ-ক্রিয়া সর্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য-মর্যাদাদ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।

নীলাচলে আগমন করিবে, ইহা আমি অন্য স্বপ্নে দর্শন করিয়াছি। ভালই হইয়াছে ; আমি অন্ধ ছিলাম, তোমার আগমনে যেন দুইটি নয়ন পাইলাম।" শ্রীল স্বরূপ বলিলেন,—"প্রভো! আমি তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছিলাম. ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার শ্রীচরণে আমার প্রীতির লেশমাত্রও নাই, তাই তোমাকে ছাড়িয়া দেশান্তরে গমন করিয়াছিলাম। আমি তোমাকে ছাড়িয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর নাই, বলিয়াই আমার গলায় কৃপাপাশ বন্ধন করিয়া তোমার শ্রীচরণতলে পুনরায় লইয়া আসিয়াছ।"

শ্রীস্বরূপ শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপকে নির্জনে একটি বাসাঘর প্রদান করিলেন এবং জলাদি-পরিচর্যার জন্য একজন সেবক দিলেন। শ্রীল রামানন্দ রায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলে শ্রীল স্বরূপের সহিত শ্রীরামরায়ের মিলন হইল।

শ্রীরথযাত্রার প্রাক্কালে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভারতী, শ্রীপুরী ও শ্রীস্বরূপ দামোদরকে সঙ্গে লইয়া স্বহস্তে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জনলীলা প্রকট করিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ জল আনয়ন করিয়া ইঁহাদের সেবার সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জনকালে একটি ঘটনা হইল। এক গৌড়ীয়-ভক্ত স্বহস্তস্থিত ঘটের জল শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণযুগলে নিক্ষেপ করিয়া সেই শ্রীচরণধৌত জল স্বয়ং পান করিলেন। জগদ্গুরু-আচার্যের লীলা-প্রদর্শনকারী শ্রীগৌরসুন্দর ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য বাহ্যে মহারোষ প্রদর্শন করিলেন এবং শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এই দেখ, তোমার গৌড়ীয়-ভক্তের ব্যবহার। শ্রীভগবন্মন্দিরে আমার পাদপ্রক্ষালন করিয়া সেই

জল লইয়া পান করিয়াছে। **'তোমার গৌড়ীয়া'** আমার এইরূপ দুর্গতি করিল!" তখন শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপাদ সেই গৌড়ীয়-ভক্তের ঘাড় ধরিয়া গুণ্ডিচা হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সেই ভক্ত পুনরায় গুণ্ডিচায় প্রবেশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে অত্যন্ত বিনীতভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন। **'তোমার গৌড়ীয়া'**-বাক্যের দ্বারা মহাপ্রভু নিখিল বৈষ্ণব-সমাজকে ইহাই জানাইলেন যে, সকল গৌড়ীয়বৈষ্ণবই শ্রীদামোদর-স্বরূপের অধীন; শ্রীস্বরূপ-দামোদরপাদ গৌড়ীয়গণের অধিনায়ক। গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জনের পর শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে লইয়া মহাসংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীস্বরূপের উচ্চকীর্তনে মহাপ্রভুর প্রেমানন্দ আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

স্বরূপের উচ্চ-গান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায়॥ *

শ্রীরথযাত্রার কীর্তন-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান কীর্তনীয়াই ছিলেন —স্বরূপ-দামোদর ও শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত। শ্রীস্বরূপ-দামোদরপাদ মহাপ্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্তের ভাবানুযায়ী সঙ্গীত কীর্তন করিতেন। শ্রীরথযাত্রাকালে শ্রীশ্রীস্বরূপের নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমানন্দ বিধান করিত,—

সেই ত' পরাণ-নাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু॥ †

শ্রীস্বরূপ যখন এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন, তখন শ্রীগৌর-সুন্দর সানন্দে মধুর নৃত্য করিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে

---

* চৈ চ ম ১২।১৪১ ; ‡ ঐ, ম ১৩।১১৩

শ্রীগৌরসুন্দর নৃত্য করিতে করিতে হস্ত উত্তোলনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে এই শ্লোকটি পুনঃপুনঃ পাঠ করিতেছিলেন,—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিত-মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
স চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবা-রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ *

একমাত্র শ্রীস্বরূপ-দামোদর ব্যতীত এই শ্লোকের অর্থ আর কেহই জানেন না। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীস্বরূপের সহিত দিবারাত্রি একান্তে বসিয়া এই শ্লোকের অর্থ আস্বাদন করিতেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

স্বরূপ-গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁ'র কায়, বাক্য, মন ॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট হঞা করে গান আস্বাদন ॥
ভাবের আবেশে কভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জনীতে ভূমে লিখে অধোমুখ হঞা ॥
অঙ্গুলিতে ক্ষত হ'বে জানি' দামোদর।
ভয়ে নিজ-করে নিবারয়ে প্রভু-কর ॥
প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান।
যবে যেই রস, তাহা করে মূর্তিমান্ ॥ †

শ্রীস্বরূপের কীর্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরা শ্রীরাধার ভাববৈচিত্র্যসমূহ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইত।

---

* কাব্যপ্রকাশে ১ম উ, ৪র্থ অঙ্ক-ধৃত, সাহিত্য-দর্পণে ১ম ও ৩য় পরিচ্ছেদ এবং শ্রীপদ্যাবলীতে ৩৮২ অঙ্ক-ধৃত বচন; † চৈ চ ম ১৩।১৬৩-৬৭

শ্রীরথযাত্রার পরে হেরা-পঞ্চমীর দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া শ্রীল স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'স্বরূপ! শ্রীজগন্নাথদেব যদিও দ্বারকায় বিহার করেন, তথাপি বৎসরের মধ্যে একবার তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা হইয়া থাকে; শ্রীসুন্দরাচলের উপবনসমূহ শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায়। এজন্যই জগন্নাথদেব বাহ্যে রথযাত্রার ছল করিয়া নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে গমন করেন এবং তথায় বিবিধ পুষ্পোদ্যানে অহর্নিশ নানাপ্রকার লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে লইয়া যা'ন না কেন?" শ্রীস্বরূপ বলিলেন,—প্রভো! শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অধিকার নাই। এই লীলায় একমাত্র শ্রীব্রজগোপীগণই শ্রীকৃষ্ণের সহায়। গোপী-ব্যতীত আর কেহই শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করিতে পারেন না।" শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় শ্রীস্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদি লক্ষ্মীদেবীর সেই লীলায় অধিকার না থাকে, তবে তিনি এত রোষ প্রকাশ করেন কেন?" শ্রীস্বরূপ বলিলেন,—"প্রেমবতীর ইহাই স্বভাব যে, তিনি কান্তের ঔদাস্যলেশও সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাতে তাঁহার ক্রোধাভিমান হয়।"

শ্রীমহাপ্রভু শ্রীস্বরূপদামোদরকে ব্রজের মানের প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীস্বরূপের মুখে শ্রীব্রজের নিগূঢ় প্রেমতত্ত্বসমূহ শ্রবণের লীলা করিলেন। শ্রীরাধার ভাব-ব্যাখ্যা-শ্রবণে শ্রীগৌরসুন্দর আনন্দাতিশয্যে শ্রীস্বরূপকে আলিঙ্গন ও প্রশ্ন করিয়া শ্রীরাধার বিলাসাদি ভাবের বিষয় শ্রবণ করিলেন।

ঐশ্বর্যরসরসিক শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতের সহিত রঙ্গচ্ছলে শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদরপাদের মহাবৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য ও শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য গরিমা লইয়া সংলাপ হইল। শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদরপাদ শ্রীশ্রীবাসকে বলিলেন,—"মহা-বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য শ্রীবৃন্দাবনের স্বাভাবিক ঐশ্বর্যের কণামাত্র। শ্রীকৃষ্ণ

যেস্থানে ঐশ্বর্য পরিত্যাগপূর্বক পত্র-পুষ্পাদির মাধুর্যে আপনাকে ধনী মনে করেন, তাহার নাম—'শ্রীবৃন্দাবনধাম'।

শ্রীস্বরূপের মুখে শ্রীরাধার সর্বশ্রেষ্ঠ সেবারসের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীস্বরূপপ্রভুও ব্রজরস-সঙ্গীত কীর্তন করিতে থাকিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বল বল' বলিয়া শ্রীস্বরূপের শ্রীমুখের সম্মুখে কাণ পাতিয়া রাখিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম প্রেম-বন্যায় প্লাবিত হইল।

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রতি শ্রীস্বরূপ-দামোদরের সখ্য-প্রীতি ছিল। শ্রীবিদ্যানিধি নীলাচলে আগমন করিলে তিনি শ্রীস্বরূপ-দামোদর-গোস্বামীর সহিত কৃষ্ণ-কথারঙ্গে একত্র অবস্থান করিতেন।

শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোগত-ভাব অবলম্বন করিয়া 'যঃ কৌমারহরঃ'-শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য-জ্ঞাপক একটি শ্লোক তালপত্রে লিখিয়া তাহা স্বীয় ভজন-কুটীরের চালাতে গুঁজিয়া রাখিয়া দিয়া-ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আগমন করিয়া কুটীরের চালায় শ্রীরূপ-কৃত শ্লোকটি দেখিয়া পাঠ করিতে করিতে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীরূপকে চাপড় মারিয়া বলিলেন,—

গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলা কেমনে? *

প্রভু সেই শ্লোকটি লইয়া শ্রীস্বরূপকে দেখাইলেন এবং অজ্ঞতার ভাণে রহস্যপূর্বক শ্রীস্বরূপকে শ্রীস্বরূপ-কর্তৃক নিজ মনোভাব-অবগতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীস্বরূপ বলিলেন,—"তুমি শ্রীরূপকে কৃপা করিয়াছ, নতুবা তোমার হৃদয়ের ভাব-দ্যোতক 'যঃ কৌমারহরঃ'-শ্লোকের এই অর্থ কিছুতেই অনুভূতির বিষয় হইতে পারে না।" শ্রীস্বরূপগোস্বামিপাদ শ্রীরূপ-কৃত শ্লোকটি পাঠ করিয়া সকলের চিত্ত চমৎকৃত করিলেন,—

* চৈ চ অ ১।৮৪

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ *

শ্রীপুরুষোত্তমে পরম-বৈষ্ণব সুপণ্ডিত শ্রীভগবান্-আচার্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে অবস্থান করিতেন। শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপাদের সহিত তাঁহার সখ্য-ব্যবহার ছিল। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিতেন। শ্রীভগবান্ আচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপাল-ভট্টাচার্য কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া শ্রীভগবান্-আচার্যের নিকট আগমন করিলে শ্রীভগবান্ আচার্য শ্রীল স্বরূপ-দামোদরপাদকে শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত বেদান্তভাষ্য-শ্রবণার্থ অনুরোধ করিলেন। ইহাতে আচার্যের প্রতি প্রেম-ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া শ্রীস্বরূপ বলিলেন,—

বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর' মানে ॥
মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁ'র।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁ'র ॥ †

শ্রীভগবান্-আচার্য বলিলেন,—"আমাদের কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তকে মায়াবাদভাষ্য কিছুতেই ফিরাইতে পারিবে না।" তাহা শুনিয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদরপাদ বলিলেন,—

* * তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে।
'চিৎ ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা'—এইমাত্র শুনে ॥
জীব-জ্ঞান—কল্পিত, ঈশ্বরে—সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মনঃপ্রাণ ॥ ‡

---

* পদ্যাবলী, ৩৮৩, শ্রীপুরীদাস-গোস্বামি-সং ; † চৈ চ অ ২।৯৫-৯৬ ; ‡ ঐ, অ ২।৯৮-৯৯

শ্রীল স্বরূপ-গোস্বামিপাদের এই সকল কথা শুনিয়া শ্রীভগবান-আচার্য লজ্জা ও ভয় পাইয়া মৌন হইলেন এবং তখনই গোপালকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

যখন শ্রীগৌরসুন্দর জীব-শিক্ষার জন্য নিজ-ভক্ত ছোট শ্রীহরিদাসের প্রতি দণ্ডলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ছোট শ্রীহরিদাস-প্রভু গভীর দুঃখে তিনদিন উপবাসী ছিলেন, সেই সময় শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপাদ শ্রীহরিদাসকে পুনরায় মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শন-প্রাপ্তির আশা ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। ছোট শ্রীহরিদাস শ্রীমহাপ্রভুর দর্শন না পাইয়া ত্রিবেণীর জলে প্রবেশ করিলে শ্রীস্বরূপ-দামোদর-গোস্বামিপাদ ত্রিবেণীর প্রভাবে ছোট শ্রীহরিদাসের শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদত্ব-প্রাপ্তির সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীল স্বরূপ-দামোদরপাদকে তাঁহার অন্তরঙ্গ-নিজজন জানিয়া সমস্ত ভক্তি-সিদ্ধান্তের পরীক্ষকরূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্-আচার্যের পরিচিত পূর্ববঙ্গবাসী এক ব্রাহ্মণ-কবি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে একটি নাটক রচনা করিয়া প্রথমে সেই নাটকখানি শ্রীভগবান্ আচার্য ও তত্রতা বৈষ্ণবগণকে শুনাইলেন। সকলে সেই নাটককে 'পরমোত্তম' বলিয়া প্রশংসা করিলেন ও তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শুনাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। ইহাতে শ্রীভগবান্-আচার্য প্রথমে শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে ঐ নাটক শ্রবণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইহাতে শ্রীস্বরূপ-দামোদর বলিলেন,—

'যদ্বা-তদ্বা' কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥

* * *

কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌর-পাদপদ্ম যাঁ'র হয় প্রাণ-ধন ॥ *

তথাপি শ্রীভগবান্-আচার্যের সনির্বন্ধ অনুরোধে শ্রীস্বরূপ-দামোদর নাটক-শ্রবণে সম্মত হইলেন। কবি তাঁহার নাটকের নিম্নলিখিত নান্দী-শ্লোকটি পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন,—

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভবাং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ ॥ †

শ্রীজগন্নাথদেব সুন্দর-দেহ, আর শ্রীচৈতন্যদেব সেই দেহের দেহী; অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ দারুময়ী প্রতিমা, আর শ্রীচৈতন্যদেব সেই প্রতিমার প্রাণ-স্বরূপ। সহজ জড়বস্তু দারুময়ী শ্রীজগন্নাথ-প্রতিমাকে চেতন করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে আবির্ভূত হইয়াছেন।

এই সিদ্ধান্ত (?) শ্রবণ করিয়া সকল শ্রোতার হৃদয়ই আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু একমাত্র শ্রীস্বরূপ-দামোদর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ক্রোধের সহিত বলিতে লাগিলেন,—

আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্বনাশ!
দুই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস!
পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁ'রে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায়!
পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্।
তাঁ'রে কৈলি ক্ষুদ্রজীব স্ফুলিঙ্গ-সমান ॥

---

* চৈ চ অ ৫।১০২, ১০৬; † ঐ, অ ৫।১১২

দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি !
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে, তা'র এই গতি !
আর এক করিয়াছ পরম 'প্রমাদ' !
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলা 'অপরাধ' ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ,—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ ॥
কাঁহা 'পূর্ণানন্দৈশ্বর্য' কৃষ্ণ 'মহেশ্বর' !
কাঁহা 'ক্ষুদ্র' জীব 'দুঃখী', 'মায়ার কিঙ্কর' ! *

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীগৌড়ীয়েশ্বর শ্রীস্বরূপদামোদর-পাদের এইরূপ কৃপাশাসনগর্ভ সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সভাসদ্‌গণ স্তম্ভিত হইলেন এবং উক্ত প্রাকৃত কবিরও ইহাতে লজ্জা, ভয় ও বিস্ময় উপস্থিত হইল। তিনি যেন 'হংসের মধ্যে বকে'র ন্যায় মৌনী হইয়া রহিলেন। কবির দুঃখ দেখিয়া শ্রীস্বরূপপাদ পরম সদয় হইয়া উক্ত কবির মঙ্গলের জন্য পুনরায় উপদেশ করিলেন,—

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্মল ॥ †

শ্রীশ্রীস্বরূপ-দামোদরপাদ কবির সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ-বিচার নির্দেশ করিয়া পরে মূর্খ ও বিদ্বেষীর কৃষ্ণ-নিন্দোক্তি প্রভৃতি-দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ-সেবিকা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীরূপিণী শুদ্ধা সরস্বতী কিরূপে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের

---

* চৈ চ অ ৫।১১৭-২২, ১২৬; † ঐ, অ ৫।১৩১-৩৩

সেবা করিয়া থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইন্দ্রের নিন্দোক্তি হইতে প্রদর্শন করিলেন। বিদ্বেষী জরাসন্ধ ও শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে-সকল নিন্দোক্তিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাও শুদ্ধা-সরস্বতী কৃষ্ণস্তুতিপর-রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীস্বরূপও শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের স্তুতিপর ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত কবিকে বলিলেন,—"তোমার পঠিত অর্থে নিন্দা ও অপরাধ উপস্থিত হয়, কিন্তু শুদ্ধা-সরস্বতী শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীচৈতন্যদেবের স্তুতিপর ব্যাখ্যাই করিয়াছেন,—

জগন্নাথ হন কৃষ্ণের 'আত্মস্বরূপ'।
কিন্তু ইঁহা দারুব্রহ্ম—স্থাবর-স্বরূপ॥
তাঁহা-সহ আত্মতা একরূপ হঞা।
কৃষ্ণ একতত্ত্বরূপ দুইরূপ হঞা॥
সংসারতারণ-হেতু যেই ইচ্ছা-শক্তি।
তাহার মিলন কহি একেতে ঐছে প্রাপ্তি॥
সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গম-রূপে কৈলা অবতার॥
জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায় সংসার।
সব-দেশের সব-লোক নারে আসিবার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দেশে দেশে যাঞা।
সব-লোকে নিস্তারিলা জঙ্গম-ব্রহ্ম হঞা॥
সরস্বতীর অর্থ এই কহিলুঁ বিবরণ।
এহো ভাগ্য,—তোমার ঐছে করিলা বর্ণন॥
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তা'র 'মুক্তি'র কারণ॥ *

* চৈ চ অ ৫।১৪৮-৫৫

কবি শ্রীগৌড়ীয়েশ্বর-প্রভুর কৃপাশাসন বরণ করিয়া বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের কৃপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন ও কৃপা লাভ করিলেন। তদবধি কবি সমস্ত ত্যাগ করিয়া নীলাচলে ভক্তসঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদ যখন তাঁহার বিষয়ী পিতা ও পিতৃব্যের সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগের লীলা প্রদর্শন করিয়া নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরঘুনাথের উৎকণ্ঠা-দর্শনে কৃপার্দ্রচিত্ত হইয়া শ্রীশ্রীস্বরূপ-দামোদরকে বলিলেন,—

এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্য-রূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥
তিন 'রঘুনাথ' নাম হয় মোর স্থানে।
'স্বরূপের রঘু'—আজি হৈতে ইঁহার নামে॥ *

শ্রীল রঘুনাথ সেই হইতে বৈষ্ণবমণ্ডলে "স্বরূপের রঘু' বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। শ্রীরঘুনাথ শ্রীশ্রীস্বরূপের শ্রীপাদপদ্মে একদিন নিজ-কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরঘুনাথ অনেক সময়ই শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া শ্রীস্বরূপ ও শ্রীগোবিন্দের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিজ বক্তব্য নিবেদন করিতেন। শ্রীস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট "শ্রীরঘুনাথের কি কর্তব্য"-বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাতে শ্রীদামোদর-স্বরূপকেই শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিবার জন্য শ্রীরঘুনাথকে আজ্ঞা করিলেন এবং বলিলেন,—

'সাধ্য'-'সাধন'-তত্ত্ব শিখ' ইঁহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি, ইঁহো তত জানে॥ †

* চৈ চ অ ৬।২০২-২০৩; † ঐ, অ ৬.২৩৪

এই উক্তিদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর নিজ দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীদামোদর-স্বরূপপাদকেই গৌড়ীয়গণের নিত্যপ্রভু বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং সমগ্র সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আচার্য-শিরোমণি বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীরঘুনাথ শ্রীস্বরূপের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেবা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত শ্রীগুঞ্জামালা ও শ্রীগোবর্ধনশিলা শ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারিরূপে অনুভব করিয়াতাঁহাদের শুদ্ধ সাত্ত্বিক-সেবা করিতেন। শ্রীস্বরূপের অনুরোধক্রমে শ্রীরঘুনাথ সেই শ্রীবিগ্রহকে শ্রীগোবিন্দ-প্রদত্ত সন্দেশ সমর্পণ করিলেন। যে-সকল মহাপ্রসাদান্ন অবিক্রীত-অবস্থায় থাকিয়া পর্যু্ষিত হইয়া যাইত, পসারিগণ সেই প্রসাদান্ন সিংহদ্বারে গাভীগণকে ভক্ষণার্থ প্রদান করিত। তৈলঙ্গী গাভীগণও দুর্গন্ধে যাহা ভক্ষণ করিতে পারিত না, সেই পর্যুষিত ও কর্দমাক্ত মহাপ্রসাদান্ন রাত্রিকালে ঘরে আনয়ন করিয়া প্রক্ষালনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ-উচ্ছিষ্ট চিদ্বস্তু-জ্ঞানে শ্রীরঘুনাথ প্রত্যহ গ্রহণ করিতেন। একদিন শ্রীস্বরূপ-দামোদরপাদ শ্রীরঘুনাথকে উহা ভোজন করিতে দেখিয়া তাহা যাচ্ঞা করিয়া লইয়া ভোজন করিলেন,—

স্বরূপ কহে,—"ঐছে অমৃত খাও নিতি-নিতি।
আমা-সবায় নাহি দেহ',—কি তোমার প্রকৃতি?" *

শ্রীগোবিন্দের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুও একদিন—

খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ' কেনে? †

—এই বলিয়া এক গ্রাস গ্রহণ করিলেন; তখন শ্রীস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্ত ধারণ-করত নিবারণপূর্বক "তোমার ইহা যোগ্য নহে" বলিয়া দ্বিতীয় গ্রাস শ্রীমহাপ্রভুর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন। এই আদর্শের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়েশ্বর শ্রীশ্রীল স্বরূপদামোদর-গোস্বামিপাদ

---

* চৈ চ অ ৬।৩২০; † ঐ, অ ৬।৩২২

আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, সাধকের স্বয়ং কৃষ্ণপ্রীতির জন্য বৈরাগ্য-আচরণরূপ সাধনচেষ্টা থাকিলেও শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবকে একমাত্র প্রভু-জ্ঞানে সর্বোৎকৃষ্ট চিদ্-উপকরণের দ্বারাই সেবা করা কর্তব্য।

শ্রীনীলাচলে শ্রীবল্লভ-ভট্ট শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মগোপনপূর্বক ভক্তগণেরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীদামোদর-স্বরূপের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—

দামোদর-স্বরূপ—'প্রেমরস'-মূর্তিমান্।
যাঁ'র সঙ্গে হৈল ব্রজ-মধুর-রস-জ্ঞান ॥
'শুদ্ধপ্রেম' ব্রজদেবীর—কামগন্ধহীন।
'কৃষ্ণসুখতাৎপর্য',—এই তা'র চিহ্ন ॥

* * *

সর্বোত্তম ভজন এই সর্বভক্তি জিনি'।
অতএব কৃষ্ণ কহে,—'আমি তোমার ঋণী' ॥

* * *

ঐশ্বর্য-জ্ঞান হৈতে কেবল-ভাব—প্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব-সমান ॥
তেঁহ যাঁ'র পদধূলি করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইলুঁ এ-সব শিক্ষণ ॥ *

শ্রীল স্বরূপ-দামোদরপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ ও কোনরূপ অপরাধ-জনক বিচার ও আচার সহ্য করিতে পারিতেন না, কিন্তু সর্বত্রই ঐকান্তিক ভক্তের ক্ষুদ্র ও আগন্তুক ত্রুটী-বিচ্যুতির প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাকর্ষণ বা ভক্তগণের আবদার রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট যত্নাগ্রহের

* চৈ চ অ ৭।৩৮-৩৯, ৪২, ৪৪-৪৫

আদর্শ তাঁহাতে দৃষ্ট হইত। ছোট শ্রীহরিদাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাকর্ষণের জন্য চেষ্টা, তথা শ্রীল রামরায়ের স্বজনরক্ষার্থ শ্রীমহাপ্রভুর ঔদাসীন্য-পরিত্যাগের জন্য অনুরোধ, শ্রীজগদানন্দের হৃদয়ে দুঃখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীল জগদানন্দ-প্রদত্ত শয্যায় শয়ন করাইবার চেষ্টা প্রভৃতির আদর্শ শ্রীগৌড়ীয়েশ্বরের মহোদার হৃদয়ের ও ভক্ত-পক্ষপাতিত্বের সাক্ষ্য দান করে।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরে সাতসম্প্রদায়ে 'বেড়া-সংকীর্তন আরম্ভ করিয়া মহৈশ্বর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রভুর স্বয়ং নৃত্য করিবার অভিলাষ হইলে শ্রীল স্বরূপ-দামোদরকে শ্রীমন্মহাপ্রভু একটি উৎকল-সঙ্গীতের পদ গান করিতে আজ্ঞা করিলেন।

জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ *

—এই কীর্তন-শ্রবণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত সাত্ত্বিক-বিকারসমূহ প্রকটিত হইয়াছিল।

শ্রীনামাচার্য শ্রীল ঠাকুর-হরিদাস শ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাতে নির্যাণ-লীলা প্রকট করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবকগণের অগ্রগণ্য শ্রীল স্বরূপ-দামোদরপাদ শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া শ্রীনাম-সংকীর্তন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনির্যাণোৎসব সম্পন্ন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীল হরিদাসের নির্যাণোৎসবের জন্য পসারিগণের নিকট 'আঁচল পাতিয়া' শ্রীমহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিতেছিলেন, তখন পসারিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ঝুড়িসমেত সমস্ত প্রসাদ-প্রদানে উদ্যত হইলে তাহা বহন করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কষ্ট হইবে জানিয়া শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপাদ পসারিগণকে নিষেধ করিলেন এবং প্রভুকে গৃহে পাঠাইয়া

* চৈ চ অ ১০।৬৮ ; জগমোহন—শ্রীশ্রীজগন্নাথ ; পরিমুণ্ডা—শরণাগতি, নমস্কার, নির্মঞ্ছন।

ঐ মহোৎসব-কার্যের ভার স্বয়ং স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। বিরহোৎসবে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বৈষ্ণবগণকে স্বহস্তে শ্রীমহাপ্রসাদ পরিবেষণ করিতে উদ্যত হইলে প্রভুকে বিরত করিয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদরপাদ শ্রীজগদানন্দ, শ্রীকাশীশ্বর ও শ্রীশঙ্করকে লইয়া প্রসাদ পরিবেষণ করিলেন।

শ্রীজগদানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য 'গেরুয়া ওয়াড়' দিয়া তোষক ও বালিশ নির্মাণ করিয়া উহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহারের জন্য শ্রীগোবিন্দকে প্রদান করিলেন এবং শ্রীস্বরূপকেও তজ্জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন। শ্রীস্বরূপ ও শ্রীগোবিন্দ তদ্দ্বারা প্রভুর শয্যা রচনা করিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রোধলীলা-প্রকাশপূর্বক ঐরূপ তোষক ও বালিশ-নির্মাণকারীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই শয্যা দূরে নিক্ষেপপূর্বক কদলী-পত্রে শয়ন করিলেন। শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপাদ শ্রীজগদানন্দের হৃদয় ব্যথিত হইবে বলিয়া প্রভুকে জানাইলে প্রভু আপনাকে 'বিরক্ত-যতি'-অভিমানে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে সেবা-চতুর শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপাদ কদলীর বহু শুষ্কপত্র আনয়ন করিয়া নখে চিরিয়া চিরিয়া তাহা অতি সূক্ষ্ম করিলেন এবং তাহা প্রভুর বহির্বাসে ভরিয়া তোষক নির্মাণ করিলেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদরের অনেক চেষ্টা ও অনুরোধের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীজগদানন্দ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শ্রীমথুরায় চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলেন এবং শ্রীস্বরূপগোস্বামীর নিকট ইহা জানাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীস্বরূপের অনুরোধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগদানন্দকে ডাকিয়া শ্রীমথুরায় তাঁহার কর্তব্যোপদেশ জানাইলেন।

একদিন শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে তিন দ্বার বন্ধ করিয়া রাত্রিকালে শ্রীস্বরূপ, শ্রীগোবিন্দ প্রভৃতি বিশ্রামার্থ গমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু

গম্ভীরার মধ্যে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তন করিতেছিলেন। কিন্তু প্রভুর শ্রীনামসংকীর্তনের ধ্বনি শুনিতে না পাইয়া শ্রীস্বরূপ মহাপ্রভুর গৃহের দ্বার উন্মোচন করিলেন ; দেখিলেন তিন দ্বার পূর্বের ন্যায় বন্ধ আছে, কিন্তু প্রকোষ্ঠ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু অদৃশ্য হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া শ্রীস্বরূপদামোদর অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য ব্যাকুলচিত্তে সর্বত্র অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে সিংহদ্বারের উত্তরদিকে একস্থানে অচেতনাবস্থায় শ্রীমন্মহা-প্রভুকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে প্রভুর সন্ধিসকল শ্লথ হইয়া হস্তপদের দৈর্ঘ্য অধিক হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভূমিতে বিকলভাবে গদ্গদবচনে লুণ্ঠন করিতে করিতে রোদন করিতেছিলেন। তখন শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপাদ ভক্তগণসহ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কর্ণযুগলে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে থাকিলে বহুক্ষণ পরে প্রভু বাহ্যদশায় অবতরণ করিলেন। শ্রীস্বরূপ তখন মহাপ্রভুকে গৃহে আনয়ন করিলেন।

আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু অকস্মাৎ সমুদ্রতীরে চটকপর্বত দর্শন করিয়া শ্রীগোর্বর্ধন-জ্ঞানে পর্বতাভিমুখে মহাভাবাবেশে শ্রীমদ্ভাগবতের "হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো" * শ্লোকটি পাঠ করিতে করিতে ধাবিত হইলেন এবং অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার প্রকট করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। শ্রীস্বরূপাদি ভক্তগণ উচ্চ-সংকীর্তন ও প্রভুর সর্বাঙ্গে জল সেচন করিলেন। প্রভু অর্ধ বাহ্যদশা লাভ করিয়া নিজ অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপাদের নিকট স্বীয় ভাবসমূহ ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে শ্রীরাস-রাত্রিতে গোপীগণ যেরূপ বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়াছিলেন, প্রভুরও সেই সকল ভাব উদিত হইতে লাগিল।

* ভা ১০।২১।১৮

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপকে সেই-সেই ভাবানুকূল এক সঙ্গীত কীর্তন করিতে বলিলে শ্রীস্বরূপ—

রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্॥ *

—পদটি কীর্তন করিলেন। ঐ গান-শ্রবণে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে থাকিলেন, প্রভুর শ্রীঅঙ্গে যুগপৎ অষ্টসাত্ত্বিক-বিকারের উদয় হইল। প্রভুর অত্যন্ত ভাববিহ্বলতা দেখিয়া শ্রীস্বরূপ ঐ গান হইতে বিরত হইলেন।

একদিন শ্রীল শিবানন্দ-সেন শ্রীপরমানন্দ-পুরীদাস-পুত্র-সহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বালককে 'শ্রীকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ আদেশ প্রদান এবং শ্রীশিবানন্দও তজ্জন্য বহুবার যত্ন করিলেও বালক কিছুতেই 'শ্রীকৃষ্ণ'-নাম উচ্চারণ করিলেন না। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—"আমি স্থাবর-জঙ্গম পর্যন্ত সমগ্র জগৎকে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইলাম কিন্তু এই ক্ষুদ্র বালককে গ্রহণ করাইতে পারিলাম না,—ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়!" তখন শ্রীশ্রীল স্বরূপ-গোস্বামিপাদ শ্রীপুরীদাসের মৌনাবস্থানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া প্রভুকে বলিলেন,—"তুমি ইহাকে শ্রীকৃষ্ণনামমন্ত্র উপদেশ করিয়াছ; বালক অপরের সম্মুখে সেই মন্ত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহে। বালক মনে-মনে ঐ মন্ত্র নিশ্চয়ই জপ করিতেছে, মুখে উচ্চারণ করিতেছে না,—ইহাই ইহার মনঃকথা বলিয়া আমি অনুমান করি।"

তুমি কৃষ্ণনাম-মন্ত্র কৈলা উপদেশে।
মন্ত্র পাঞা কা'র আগে না করে প্রকাশে॥

---

* শ্রীগীতগোবিন্দ ২।২

মনে-মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান॥ *

শ্রীস্বরূপের অনুমান যে সত্য, তাহা আর এক দিনের ঘটনায়ই প্রকাশিত হইল। একদিন সেই সপ্তবর্ষ-বয়স্ক বালক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জয়সূচক একটি শ্লোক রচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইলেন। **শ্রীশ্রীপুরীদাসের এই আচরণ ও শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসম্রাট্ শ্রীগৌড়ীয়েশ্বরের এই সিদ্ধান্ত** উভয়ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র অসংখ্যাত কীর্তনীয় নহে, তাহা নির্বন্ধসহকারে সাধনভক্তির অঙ্গরূপেই নিত্যসেব্য, ইহাই প্রমাণ করিতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দিবারাত্রি দিব্যোন্মাদগ্রস্ত থাকিতেন এবং প্রেমাবেশে নানাপ্রকার প্রলাপ করিতেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামানন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণকথায় অর্ধরাত্রি অতিবাহিত করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবোপযোগী সঙ্গীতের দ্বারা শ্রীল স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিয়াছিলেন। প্রভুকে শয়ন করাইয়া শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরামরায় স্ব-স্ব-স্থানে গমন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অর্ধরাত্রিতে উচ্চনাম-সংকীর্তন করিতেছিলেন, এমন অবস্থায় অকস্মাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কর্ণযুগলে শ্রীকৃষ্ণ-বেণুগান প্রবিষ্ট হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু দ্বারোদ্‌ঘাটন না করিয়াই তিনটি প্রাচীর উলজ্ঘনপূর্বক ভাবাবেশে বাহিরে আসিয়া সিংহদ্বারের দক্ষিণে —যে-স্থানে তৈলঙ্গী গাভীগণ থাকে, তথায় আসিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। শ্রীগোবিন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শব্দ না পাইয়া শ্রীস্বরূপকে ডাকিলেন। শ্রীস্বরূপ প্রদীপ জ্বালিয়া ভক্তগণের সহিত প্রভুর অন্বেষণ করিতে করিতে সিংহদ্বারে আসিয়া গাভীগণের মধ্যে কমঠাকারে অচেতন-অবস্থায় প্রভুকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীস্বরূপ অনেক চেষ্টা

---

* চৈ চ অ ১৬।৭১-৭২

করিয়া প্রভুকে গৃহে লইয়া আসিলেন এবং উচ্চ-সংকীর্তনের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চৈতন্য বিধান করিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু অর্ধবাহ্য-দশায় শ্রীস্বরূপের নিকট নিজের অবস্থা বর্ণন করিলেন এবং কৃষ্ণধ্বনি-শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীস্বরূপ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব বুঝিতে পারিয়া সেই ভাবানুরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন,—

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত-,
সম্মোহিতার্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ *

শ্রীস্বরূপের শ্রীমুখে এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপী-ভাবাবিষ্ট হইয়া চিত্রজল্পোক্তিসমূহ আরম্ভ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ এইরূপ লিখিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করেন আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি 'গণ'॥ †

একদিন শারদীয়া জ্যোৎস্নময়ী রাত্রিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু আই-টোটা হইতে সমুদ্র দেখিতে পাইয়া শ্রীযমুনাজ্ঞানে ঝম্প প্রদান করিলেন। কোন ধীবর একটি বৃহৎ মৎস্য ভাবিয়া প্রেমমূর্ছিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জালের দ্বারা টানিয়া তীরে উঠাইয়া স্পর্শ করিবামাত্র প্রেমাবিষ্ট হইল। ধীবর ইহাতে ভীত হইয়া মনে করিল যে, তাহাকে ভূতে পাইয়াছে। ইহা মনে করিয়া সে যখন ওঝার অনুসন্ধানে যাইতেছিল, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নানাভাবে অন্বেষণ করিয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামিপাদ-প্রমুখ ভক্তগণ সমুদ্রের তীরে তীরে

* ভা ১০।২৯।৪০ ; † চৈ চ অ ১৮।২২

আসিতে আসিতে ধীবরকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। জালিয়াকে জিজ্ঞাসাক্রমে তাহার নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপাদ বুঝিতে পারিলেন যে, সেই জালিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জল হইতে তীরে তুলিয়াছে। শ্রীস্বরূপ ভীত ধীবরকে বলিলেন,—"আমি বড় ওঝা, আমি, ভূত ছাড়াইতে জানি।" ইহা বলিয়া মন্ত্র পড়িয়া ধীবরের মস্তকে শ্রীস্বরূপপাদ তাঁহার শ্রীহস্ত প্রদান করিলেন এবং তিন চাপড় মারিয়া বলিলেন,—"তোমার ভূত পলাইয়াছে।" জালিয়া কিছু স্থির হইলে শ্রীস্বরূপ বলিলেন,—"তুমি যাঁহাকে ভূত জ্ঞান করিয়াছ, তিনি ভূত নহেন; তিনি—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। প্রেমাবেশে তিনি সমুদ্রের জলে ঝম্প দিয়াছিলেন। তাঁহার স্পর্শমাত্রে তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয় হইয়াছে।" অতঃপর শ্রীস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চৈতন্য-সম্পাদনার্থ যত্ন ও নানাভাবে তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে অর্ধবাহ্যদশায় আনয়ন করিলেন এবং সেই দশায় প্রভু নানাপ্রকার চিত্রজল্পোক্তি করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বাহ্য দশায় আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কেন আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছ?" তখন শ্রীস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন এবং প্রভুও স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তৎপরে শ্রীস্বরূপগোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্নান করাইয়া গৃহে লইয়া আসিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভু শ্রীশান্তিপুর হইতে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট একটি প্রহেলিকা প্রেরণ করিলেন। শ্রীস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে ঐ প্রহেলিকার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় অবতারের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি ও লীলা-সঙ্গোপনের আভাস ইঙ্গিতে প্রদান করিলেন। শ্রীস্বরূপের হৃদয় বিমর্ষ-ভাবাক্রান্ত হইল এবং সেই দিন হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহদশাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অহর্নিশ কৃষ্ণ-বিরহবিধুর হইয়া পরম-শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ-নিজজন শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরায়-রামানন্দপাদের সহিত কখন শ্রীজয়দেব-কৃত 'শ্রীগীতগোবিন্দ', কখনও 'শ্রীমদ্ভাগবত', কখনও শ্রীরায়-রামানন্দ-কৃত শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-নাটক', কখনও শ্রীবিল্বমঙ্গল-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' হইতে শ্লোক শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইতেন ; শ্রীশ্রী-স্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া শ্রীনাম-সংকীর্তনের অসমোর্দ্ধ্ব মহিমা ও বিপ্রলম্ভ-প্রেম-পরাকাষ্ঠার গীতি-সমূহ কীর্তন করিতেন। শ্রীস্বরূপদামোদর-পাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'সাড়ে তিন জন শ্রীমতীর গণে'র অন্যতম। তিনি শ্রীগৌড়ীয়েশ্বর বা গৌড়ীয়গণের মূল শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে বিপ্রলম্ভময়ী অন্ত্যলীলা শ্রীস্বরূপ-দামোদরপাদ ও 'শ্রীস্বরূপের শ্রীরঘু' করচা-আকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীস্বরূপরূপানুগ-সম্প্রদায়ের ভজন-রাজ্যের উপজীব্য-স্বরূপ হইয়াছে। এইজন্য শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

'স্বরূপ-গোসাঞি', আর রঘুনাথ দাস।
এই দুইর করচাতে এ লীলা-প্রকাশ॥
সেকালে এ-দুই রহেন মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব করচা-কর্তা রহেন দূরদেশে॥

* * *

স্বরূপ—'সূত্রকর্তা', রঘুনাথ—'বৃত্তিকার'।
তা'র বাহুল্য বর্ণি পাঁজি-টীকা ব্যবহার॥ *

শ্রীগৌড়ীয়েশ্বর শ্রীশ্রীল স্বরূপ-গোস্বামিপাদের কৃপায়ই শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের অবতারের মূল-প্রয়োজন ও গূঢ়-কারণ জগতে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার কৃপায়ই শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব, শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব ও পঞ্চ-

* চৈ চ অ ১৪।৭-৮, ১০

তত্ত্বের স্বরূপ গৌড়ীয়-ভক্তগণ অবগত হইয়াছেন। শ্রীস্বরূপের কৃপায়ই শ্রীগৌরসুন্দরের চিত্তবৃত্তি ও হৃদয়ের গূঢ়ভাব সমগ্র গৌড়ীয়-সমাজের উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে ও হইতে পারে। শ্রীস্বরূপ-দামোদরপাদ শ্রীল রঘুনাথের কণ্ঠে শ্রীগৌরসুন্দরের গূঢ় অন্ত্যলীলা করচার আকারে সংরক্ষণ না করিলে জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের মূল-প্রয়োজনের বিষয় কেহই জানিতে পারিতেন না।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাম-রায়ের শ্রীমুখে যে-সকল নিগূঢ় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীরামরায়ের অভিন্ন মিত্রবর শ্রীস্বরূপগোস্বামিপাদ সেই সকল তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত শ্রীগৌরসুন্দরের অন্ত্যলীলার করচার মধ্যে প্রকাশ করিয়া তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তকে লীলাদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইজন্যই শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের কিঙ্কর শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ।
রসিক-শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য নিজ।
অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর-স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ-সব প্রসঙ্গ ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেইভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি-দিনে ॥
রাত্রে প্রলাপ করে **স্বরূপের কণ্ঠ ধরি'।**
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি' ॥
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥

অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপগোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥
যেবা কেহ অন্য জানে, সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্যগোসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম যাতে॥ *

যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর, তিনিই শ্রীব্রজ-লীলায় শ্রীরাধিকার দ্বিতীয়-স্বরূপিণী শ্রীললিতা। কোনও মতে,—

কলামশিক্ষয়দ্রাধাং যা বিশাখা ব্রজে পুরা।
সাদ্য স্বরূপগোস্বামী তত্তদ্ভাববিলাসবান্॥ †

যিনি পূর্বে শ্রীব্রজে 'শ্রীবিশাখাদেবী' নামে প্রসিদ্ধা হইয়া শ্রীরাধিকাকে সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনিই শ্রীগৌরলীলায় তত্তদ্ভাব-বিলাসী 'শ্রীস্বরূপগোস্বামী' নামে পরিচিত।

শ্রীশ্রীল পরমানন্দপুরী-গোস্বামিপাদ

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন যে, শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌর-লীলাসঙ্গী সমস্ত ভক্তের অধ্যক্ষ ও মহাপ্রভুর মর্মজ্ঞ দুই মহাপুরুষ—(১) শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদর-গোস্বামিপাদ ও (২) শ্রীশ্রীপরমানন্দপুরী-গোস্বামিপাদ। শ্রীপরমানন্দপুরী শ্রীচৈতন্যপ্রেমকল্পতরুর মধ্যমূল।

মধ্যমূল পরমানন্দপুরী মহাধীর। ‡

শ্রীপরমানন্দ-পুরীপাদ শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের শিষ্য। ত্রিহুতে ইঁহার পূর্বনিবাস ছিল। শ্রীল ঠাকুর-বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।
আর নাহি, এক পুরীগোসাঞি সে মাত্র॥

---

* চৈ চ আ ৪।১০৩-১০৫, ১০৮-১০, ১৬০-৬১; † গৌ গ ১৬০ শ্লোক;
‡ চৈ চ আ ৯।১৬

দামোদরস্বরূপ পরমানন্দপুরী।
সন্ন্যাসি-পার্ষদে এই দুই অধিকারী ॥
নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ ॥
পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্তন।
ন্যাসি রূপে ন্যাসি-দেহে বাহু দুই জন ॥ *

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস।
গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের (মুখ্য) রসানন্দ,
এই চারিভাবে প্রভু বশ ॥ †

দক্ষিণদেশে ভ্রমণলীলাকালে শ্রীগৌরহরি ঋষভপর্বতে শ্রীনারায়ণ দর্শন করিয়া শুনিতে পা'ন যে শ্রীপরমানন্দ-পুরীপাদ চাতুর্মাস্য-উপলক্ষে নিকটেই অবস্থান করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিন দিন শ্রীকৃষ্ণকথা-রঙ্গে অহোরাত্র যাপন করেন। শ্রীপুরীগোস্বামিপাদ তখন শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট শ্রীপুরুষোত্তম দর্শন করিয়া গৌড়দেশে গমনের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। শ্রীগৌরহরি শ্রীপুরী-গোস্বামিপাদকে গৌড়দেশ হইতে শীঘ্র নীলাচলে ফিরিয়া আসিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন এবং উভয়ে নীলাদ্রি আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণকথা-রঙ্গে দিন যাপন করিবেন—এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীপুরীপাদ দক্ষিণদেশ হইতে গঙ্গাতীরে-তীরে নদীয়ায় শ্রীশচীমাতার মন্দিরে শুভ-বিজয় করেন এবং তথায় ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের কথা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত দ্বিজ-শ্রীকমলকান্তকে সঙ্গে লইয়া শ্রীপুরী-

* চৈ ভা অ ১০।৪৩।৪৯ ; † চৈ চ ম ২।৭৮

পাদ শীঘ্রই নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীপুরীপাদ পরস্পর প্রেমাবিষ্ট হইয়া উভয়েই নীলাদ্রিতে অবস্থান করেন। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীপুরীপাদকে শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে একটি নির্জন কুটীর ও একজন সেবক প্রদান করেন। শ্রীল শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস এতৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

পরম সন্তোষ প্রভু তাঁহারে পাইয়া।
রাখিলেন নিজসঙ্গে পার্ষদ করিয়া॥
পরমানন্দপুরীরে প্রভুর বড় প্রীত।
পূর্বে যেন শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন দুই মিত॥
কৃষ্ণকথা পরস্পর রহস্য-প্রসঙ্গে।
নিরবধি পুরীসঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে॥

শ্রীপরমানন্দ-পুরীপাদ শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে একটি মঠ স্থাপনপূর্বক ভজন করিতেন। মঠের সংলগ্ন একটি কূপ ছিল। শ্রীগৌরহরির ইচ্ছায় সেই কূপে ভোগবতী-গঙ্গা প্রবেশ করেন এবং ঐ কূপের অব্যবহার্য জল তখন হইতে অতিশয় স্বচ্ছ ও পরমপাবন হয়।

প্রভু বলে,—"শুনহ, সকল ভক্তগণ।
এ-কূপের জলে যে করিবে স্নান, পান॥
সত্য সত্য হৈব তার গঙ্গা-স্নান-ফল।
কৃষ্ণভক্তি হৈব তার পরম নির্মল॥"
প্রভু বলে, "আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে।
জানিহ কেবল পুরী-গোসাঞির প্রীতে॥
পুরী-গোসাঞির আমি—নাহিক অন্যথা।
পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্বথা॥ †

* চৈ ভা অ ৩।১৭৩, ২৩৩-৩৪ ; † চৈ ভা অ ৩।২৫১-৫২, ২৫৫-৫৬

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপুরীগোস্বামিপাদকে শ্রীঈশ্বর-পুরীপাদের সম্বন্ধে গুরুবুদ্ধি ও সর্বত্রই সম্ভ্রম-লীলা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু আদর্শ নিরপেক্ষ আচার্যলীলা-প্রকটনকারী শ্রীগৌরহরি জীব-শিক্ষার্থ কোন অনুরোধ বা উপরোধের বশবর্তী হইয়া সাধক-জীবের প্রতি শাস্ত্রীয় শিক্ষার মর্যাদাকে কখনই ক্ষুণ্ণ করিবার অবসর প্রদান করিতেন না। স্বীয় পার্ষদ ছোট-শ্রীহরিদাস-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু এই শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীপরমানন্দপুরী শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের অনুরোধে শ্রীগৌর-সুন্দরের নিকট ছোট-শ্রীহরিদাস প্রভুর প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য আবেদন করেন। ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপুরী-গোস্বামিপাদকে সম্ভ্রমের সহিত বলেন যে, তিনি যদি বৈষ্ণবগণের পক্ষ হইয়া এইরূপ অন্যায় অনুরোধ করেন, তাহা হইলে তিনি বৈষ্ণবগণকে লইয়া পুরীতে থাকুন, তাঁহাকে (মহাপ্রভুকে) আলালনাথ যাইতে আজ্ঞা প্রদান করুন। মহাপ্রভু ইহা বলিয়া আলালনাথ গমনোদ্যত হইলে শ্রীপুরীগোস্বামী সদৈন্যে প্রভুকে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন,—

লোকহিত লাগি' তোমার সব ব্যবহার।
আমি-সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥ *

শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জনলীলাকালে, শ্রীসার্বভৌমগৃহে ভিক্ষালীলা-কালে, শ্রীহরিদাস-নির্যাণোৎসব-লীলাকালে ও শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে জল-কেলি-লালাকালে সর্বত্রই শ্রীপরমানন্দ-পুরীপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-সঙ্গী ছিলেন। শ্রীপরমানন্দ-পুরীপাদ পূর্বলীলায়—শ্রীউদ্ধব। †

শ্রীপরমানন্দ-পুরীপাদের অনুরোধে শ্রীশ্রীগৌরহরি প্রতি বৎসর বাৎসল্য-রস-রসিকা বিচ্ছেদবিধুরা শ্রীশ্রীশচীমাতার জন্য নবদ্বীপে বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ প্রেরণ করিতেন।

---

* চৈ চ অ ২।১৩৬; † গৌ গ ১১৮

শ্রীশ্রীল জগদানন্দ-পণ্ডিত

পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ শ্রীনবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনে, শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে ও নগর-সংকীর্তনে মহাপ্রভুর কীর্তন-সঙ্গী ছিলেন। শ্রীগৌরহরির সন্ন্যাসলীলান্তে শ্রীনীলাচল-পথে শ্রীজগদানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড বহন ও ভিক্ষা করিতেন। * শ্রীজগদানন্দ পাককার্যে সুনিপুণ ছিলেন।

শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্য স্বরচিত শ্রীগৌর-স্তুতিপর প্রসিদ্ধ দুইটি শ্লোক তালপত্রে লিখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাহা প্রদান করিবার জন্য পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দের দ্বারা প্রেরণ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে তাঁহার নিষেধসত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করেন; তাহাতে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কণ্ডুরসা লাগায় শ্রীসনাতনের অপরাধ হয়—এইকথা অতিশয় দৈন্য ও দুঃখভরে শ্রীল সনাতন শ্রীজগদানন্দকে জানাইলে শ্রীজগদানন্দ শ্রীসনাতনকে 'প্রভুদত্ত' শ্রীধাম-বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতে বলেন। ইহা কথাপ্রসঙ্গে শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে গৌরবদান ও শ্রীজগদানন্দকে 'কালিকার পড়ুয়া জগা' বলিয়া তিরস্কার-লীলা প্রদর্শন করেন। ইহাতে শ্রীসনাতন শ্রীমহাপ্রভুকে বলেন,—

জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি নিম্ব-নিশিন্দা-রস ॥ †

একবার শ্রীরথযাত্রার পর শ্রীশচীমাতার জন্য প্রসাদ-বস্ত্রের সহিত শ্রীজগদানন্দ গৌড়দেশে গমন করেন।

চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে, সেই মানে,—'পাইলুঁ চৈতন্য' ॥ ‡

---

* চৈ ভা অ ২।২০২-৩; † চৈ চ অ ৪।১৬৩; ‡ চৈ চ অ ১২।১০১

শ্রীজগদানন্দ শ্রীশিবানন্দ-সেনের গৃহে থাকিলেন। তথা হইতে চন্দনাদিতৈল প্রস্তুত করাইয়া একটি বড় মৃৎ-কলসীতে ভরিয়া অতি যত্নে শ্রীমহাপ্রভুর জন্য নীলাচলে লইয়া আসিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দের নিকট ঐ তৈল রাখিয়া উহা যাহাতে প্রভু মস্তকে ব্যবহার করেন, তজ্জন্য অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং সেব্যবস্তু হইলেও তিনি লোকশিক্ষক-লীলাভিনয়কারী; তিনি শ্রীগোবিন্দকে বলিলেন,—তৈল-ব্যবহারে সন্ন্যাসীর অধিকার নাই, তাহাতে আবার সুগন্ধি তৈল! ঐ তৈল শ্রীজগন্নাথদেবের প্রদীপের জন্য দিয়া দাও।" শ্রীগোবিন্দ শ্রীজগদানন্দকে এই কথা জানাইলেন। শ্রীগোবিন্দ পুনরায় দশ দিন পরে মহাপ্রভুকে শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিতের অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু গোবিন্দকে বলিলেন—"সুগন্ধিতৈল ব্যবহার করিলে লোকে আমাকে 'দারী-সন্ন্যাসী' বলিয়া উপহাস করিবে। প্রাতঃকালে শ্রীজগদানন্দ মহাপ্রভুর নিকট আসিলে প্রভু বলিলেন,—"জগদানন্দ! তুমি এই তৈল শ্রীজগন্নাথদেবের প্রদীপে ব্যবহার করিবার জন্য প্রদান কর। তাহা হইলে তোমার পরিশ্রম সার্থক হইবে। আমি সন্ন্যাসী হইয়া কিরূপে তৈল ব্যবহার করিব?" ইহা শুনিয়া শ্রীজগদানন্দ হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং নিজ অভীষ্ট-দেবের সেবা করিতে পারিলেন না বলিয়া প্রেমক্রোধবশতঃ ঘর হইতে তৈলপূর্ণ কলসটি আনিয়া মহাপ্রভুর সম্মুখেই আঙ্গিনার মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং নিজগৃহে যাইয়া কপাট বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকিলেন। শ্রীজগদানন্দ দুইদিন-যাবৎ উপবাস করিয়া শুইয়া আছেন জানিয়া তৃতীয় দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগদানন্দের গৃহদ্বারে যাইয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—"জগদানন্দ! আমি আজ মধ্যাহ্নে তোমার নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিব, তুমি রন্ধন কর।" তখন শ্রীজগদানন্দ গাত্রোত্থান-

পূর্বক বহুবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া মনের সাধে মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলেন এবং পরে মহাপ্রভুর পুনঃপুনঃ অনুরোধে 'অবশেষ' গ্রহণ করিলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

জগদানন্দে-প্রভুতে প্রেম চলে এই মতে।
সত্যভামা-কৃষ্ণে যৈছে শুনি ভাগবতে॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা?
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহ সে উপমা॥
জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত' শুনে যেই জন।
প্রেমের 'স্বরূপ' জানে, পায় প্রেমধন॥ *

নীলাচলে বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর কলার বল্কলে শয়ন করেন দেখিয়া শ্রীজগদানন্দের মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি মহাপ্রভুর জন্য লেপ ও বালিশ তৈয়ার করাইলেন। কিন্তু লোকশিক্ষক শ্রীমহাপ্রভু তাহা গ্রহণ করিলেন না। পরে শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপাদ কলার পেটো চিরিয়া চিরিয়া লেপ ও বালিশের মত তৈয়ার করিয়া দিলেন; তাহা অনেক আপত্তির সহিত শ্রীমহাপ্রভু স্বীকার করিলেন। ইহা দেখিয়া ভক্তগণের সুখ হইলেও শ্রীজগদানন্দের অভিলাষ পরিপূর্ণ না হওয়ায় তিনি অন্তরে ও বাহিরে অত্যন্ত দুঃখীত হইয়া রহিলেন।

অনেক-দিন হইতেই মনের দুঃখে শ্রীজগদানন্দের শ্রীবৃন্দাবন-গমনের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মহাপ্রভু আজ্ঞা না দেওয়ায় তিনি শ্রীবৃন্দাবন যাইতে পারিতেছিলেন না। দুঃখের কারণ এই যে, তিনি প্রাণ ভরিয়া প্রাণপতির সেবা করিতে পারিলেন না। মহাপ্রভুর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া শ্রীজগদানন্দ শ্রীল স্বরূপের আশ্রয় লইলেন। শ্রীল স্বরূপের কথায়

* চৈ চ অ ১২।১৫২-৫৪

মহাপ্রভু অনুমতি দিলেন এবং শ্রীজগদানন্দকে ডাকাইয়া কোন্ পথে, কি ভাবে, যাইতে হইবে এবং পথে যে-সকল দস্যু-তস্করাদির ভয় আছে, তদ্বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিলেন। আরও বলিয়া দিলেন,—"শ্রীমথুরায় গেলে শ্রীসনাতনের সঙ্গে সর্বদা থাকিবে। শ্রীমথুরায় পৌরগণকে দূর হইতে ভক্তি করিবে; তাঁহাদের সঙ্গ করিবে না, যাঁহারা রাগমার্গ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের ব্রজবাস করা উচিত নহে, ব্রজদর্শনপূর্বক শীঘ্র চলিয়া আসা ভাল। শ্রীসনাতন প্রণয়িভক্ত, সুতরাং প্রণয়িভক্তের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্থান-বনাদি দর্শন করিবে। শ্রীগোপাল দর্শন করিবার জন্য গোবর্ধনে চড়িবে না, শ্রীগোবর্ধন সাক্ষাৎ-ভগবৎ-স্বরূপ। সনাতনকে বলিও যে আমিও শীঘ্রই শ্রীবৃন্দাবনে যাইব; আমার জন্য একটি স্থান করিয়া রাখিতে বলিবে।" মহাপ্রভু এইসকল উপদেশ দিয়া শ্রীজগদানন্দকে আলিঙ্গনপূর্বক বিদায় দিলেন। শ্রীজগদানন্দও ক্রমে বনপথে কাশীতে আসিয়া শ্রীতপনমিশ্র ও শ্রীচন্দ্রশেখরের সহিত সাক্ষাৎকার এবং কিছুদিনের মধ্যে শ্রীমথুরায় পৌঁছিয়া শ্রীল সনাতন-গোস্বামিপাদের দর্শন করিলেন। শ্রীসনাতন শ্রীজগদানন্দকে দ্বাদশ-বন দর্শন করাইলেন। দুইজনেই মহাবন দর্শন করিয়া শ্রীগোকুলে রহিলেন। শ্রীসনাতন গোফাতে থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতও রহিলেন। শ্রীসনাতন মাধুকরী করিতেন, কিন্তু শ্রীজগদানন্দ দেবালয়ে গিয়া রন্ধন করিয়া প্রসাদ সেবা করিতেন।

একদিন শ্রীজগদানন্দ শ্রীসনাতনপাদকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পণ্ডিত পাক চড়াইয়াছেন, এমন সময় শ্রীসনাতন শ্রীমুকুন্দ-সরস্বতী-নামক এক সন্ন্যাসিপ্রদত্ত গৈরিক-বহির্বাস মস্তকে বাঁধিয়া শ্রীজগদানন্দের বাসার দ্বারে আসিয়া বসিলেন। গৈরিকবস্ত্র-দর্শনে মহাপ্রভুর বসনের স্মৃতির উদ্দীপন হওয়াতে শ্রীজগদানন্দ প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। পণ্ডিত

শ্রীসনাতনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই রাতুল-বস্ত্র আপনি কোথায় পাইলেন ?" শ্রীসনাতন বলিলেন,—"ইহা মুকুন্দ-সরস্বতী-নামক এক সন্ন্যাসী আমাকে দিয়াছেন।" শ্রীসনাতনের এই কথা শুনিয়াই শ্রীজগদানন্দ ক্রোধে ভাতের হাঁড়ি লইয়া শ্রীসনাতনকে মারিতে উদ্যত হইলেন এবং সক্রোধবচনে বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীসনাতনপাদ ! আপনি প্রভুর প্রিয়তম প্রধান-পার্ষদ হইয়া অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র শিরে ধারণ করিয়াছেন ; কোন্ লোক আপনার ঐরূপ দৈন্যজ্ঞাপক কার্য দেখিয়া তাহা সহ্য করিতে পারে ?" শ্রীসনাতন বলিলেন,—"জগদানন্দ, এইরূপ শ্রীচৈতন্যনিষ্ঠা তোমারই যোগ্য বটে ! তুমি এইরূপ শ্রীগৌরনিষ্ঠা না শিখাইলে আমরা কিরূপে শিক্ষা করিব ? আমি যে উদ্দেশ্যে রক্ত-বস্ত্রটি মস্তকে বাঁধিয়াছিলাম তাহা সফল হইয়াছে। আমি আজ অপূর্ব প্রেম প্রত্যক্ষ করিলাম। বর্ণাশ্রমধর্মপরিত্যাগকারী বৈষ্ণবের পক্ষে বৈধ সন্ন্যাসিগণের পরিধেয় গৈরিকবসন পরিধান করা যোগ্য নহে। অতএব আমি উহা কোনও প্রবাসীকে দিয়া দিব। উহা-দ্বারা আমার কোনও কার্য নাই।" শ্রীজগদানন্দ রন্ধন সমাপ্ত করিয়া শ্রীগৌরহরিকে ভোগ নিবেদন করিলেন এবং তৎপরে দুইজনে বসিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীজগদানন্দ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীসনাতন শ্রীজগদানন্দের সহিত রাসস্থলীর বালু, গোবর্ধনের শিলা, শুষ্ক ও পক্ক পীলুফল এবং গুঞ্জামালা ভেটস্বরূপে দিয়া দিলেন। শ্রীমন্মহা-প্রভু ও ভক্তগণ শ্রীজগদানন্দকে পুনরায় নীলাচলে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিবৎসর বাৎসল্য-রসাপ্লুতা বিরহকাতরা অভিন্ন-শ্রীযশোমতী শ্রীশচীদেবীকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিতকে শ্রীজগন্নাথদেবের গোপবেশ সম্বন্ধীয় প্রসাদবস্ত্রের সহিত নীলাচল হইতে গৌড়ে প্রেরণ করিতেন।

একবার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীজগদানন্দের দ্বারা তাঁহার মনোগতভাব একটি হেঁয়ালিতে লিখিয়া পাঠাইলেন,—

বাউলকে কহিহ,—লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিহ,—কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ,—ইহা কহিয়াছে বাউল॥ *

এই তরজার অর্থ মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন এবং অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে বলিলেন। সেইদিন হইতে মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ-দশা আরও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল।

শ্রীশ্রীল সার্বভৌম-ভট্টাচার্য

শ্রীল সার্বভৌম-ভট্টাচার্য বর্তমান নবদ্বীপ বা চাঁপাহাটী হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে বিদ্যানগর-পল্লীর স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্রীমহেশ্বর-বিশারদের পুত্র। ইনি ষড়দর্শনে, বিশেষতঃ শাঙ্কর-বেদান্তশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া শেষ বয়সে ক্ষেত্রসন্ন্যাস অবলম্বন-পূর্বক শ্রীক্ষেত্রে সপরিবারে বাস ও বেদান্তের অধ্যাপনায় রত ছিলেন। কথিত হয়, ইনি মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। মহেশ্বর-বিশারদের দুই পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীসার্বভৌম ও তদনুজ শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি এবং তাঁহাদের অনুজা এক কন্যা; ইঁহারই স্বামী—শ্রীগোপীনাথ-আচার্য, যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ছিলেন। শ্রীসার্বভৌমের পুত্র শ্রীচন্দনেশ্বর ও কন্যা শ্রীমতী ষষ্ঠী (যাঁহার ডাক নাম 'ষাঠী') এবং ষাঠীর স্বামী অমোঘপণ্ডিত নীলাচলেই বাস করিতেন।

* চৈ চ অ ১৯।২০-২১

সন্ন্যাসলীলা-আবিস্কার করিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে শ্রীনীলাচলের পথে আঠারনালায় আসিয়া একাকীই প্রেমাবিষ্টচিত্তে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শন-লালসায় শ্রীমন্দিরের দিকে চলিলেন। তদবস্থায় তিনি শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া কমল-নয়নকে দর্শন করিয়াই দিব্যোন্মাদে শ্রীজগন্নাথকে আলিঙ্গন করিবার উদ্দেশ্যে ধাইয়া চলিলেন ; কিন্তু মূর্ছিত হইয়া শ্রীমন্দিরের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। প্রভুকে উন্মত্তপ্রায় দেখিয়া অজ্ঞ পড়িছা (ছড়িদার-সেবক) মহাপ্রভুকে বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইল, দৈবক্রমে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীজগন্নাথ-দর্শনার্থ সেই সময় মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পড়িছাকে বাধা দিলেন। শ্রীসার্বভৌম তাঁহার শিষ্য-পড়িছার দ্বারা প্রভুকে বহন করাইয়া নিজগৃহে আনাইয়া এক পবিত্র স্থানে শোয়াইয়া রাখিলেন। ভট্টাচার্যপাদ সূক্ষ্ম তুলা আনিয়া প্রভুর নাসাগ্রে ধরিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং প্রাণ আছে জানিয়া আশ্বস্ত হইলেন। শ্রীসার্বভৌম শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—ইহা সাধারণ মূর্ছা নহে, কৃষ্ণপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার—মহাভাবের লক্ষণ।

এদিকে সিংহদ্বারে উপনীত শ্রীমুকুন্দের সহিত তৎপূর্বপরিচিত শ্রী-গোপীনাথ-আচার্যের সাক্ষাৎকার হওয়ায় তাঁহার সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দপাদ প্রমুখ সকলেই শ্রীসার্বভৌম-ভবনে গমন করিয়া প্রেমমূর্ছিত মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীসার্বভৌম বৈষ্ণবগণকে অভ্যর্থনা ও যথাযোগ্য অভিবাদনাদির পর নিজ পুত্র শ্রীচন্দনেশ্বরের দ্বারা শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে পাঠাইলেন। তাঁহারা দর্শন করিয়া পুনরায় শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম-সংকীর্তন করিতে থাকিলে বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভু বাহ্যদশা লাভ করিলেন। প্রভু 'হরি হরি' বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। শ্রীসার্বভৌম আনন্দে মহাপ্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া

মহাপ্রভুকে মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপনপূর্বক মহাপ্রসাদান্ন ভিক্ষাদানার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাপ্রভু সমুদ্র-স্নান করিয়া আসিয়া শ্রীসার্বভৌম-পরিবেষিত মহাপ্রসাদ ভক্তগণের সহিত গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্য স্বীয় ভগিনীপতি শ্রীগোপীনাথ-আচার্যকে সঙ্গে লইয়া মায়াবাদী সন্ন্যাসীকে সম্ভাষণ করিবার প্রথানুযায়ী 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু 'কৃষ্ণে মতিরস্তু' বলিয়া প্রতিসম্ভাষণ করিলেন। বস্তুতঃ শুদ্ধা-সরস্বতী শ্রীশ্রীসার্বভৌমের মুখে শ্রীগৌরনারায়ণের নমস্কারসূচক উক্তিই প্রকাশ করিয়াছিলেন। সার্বভৌম মহাপ্রভুর প্রতি সম্ভাষণসূচক বাক্য হইতে প্রভুকে বৈষ্ণবসন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিলেন। শ্রীগোপীনাথ-আচার্যের নিকট হইতে প্রভুর পূর্বাশ্রমাদির সমস্ত পরিচয় পাইলেন। প্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তী ও সার্বভৌমের পিতা শ্রীমহেশ্বর-বিশারদ সহাধ্যায়ী ছিলেন। অমানীমানদ মহাপ্রভু দৈন্যভরে শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্যকে সম্মান দিলেন। একদিন সার্বভৌম শ্রীগোপীনাথ-আচার্যের নিকট হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসনাম, সন্ন্যাসগুরু ও সম্প্রদায় প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক কথা প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইলেন এবং বলিলেন,—"ইঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামটি সর্বোত্তম বটে, কিন্তু ইনি যে ভারতী-সম্প্রদায় হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা মধ্যম সম্প্রদায়।" প্রভুর কোন বাহ্যাপেক্ষা নাই সুতরাং তিনি কোন উচ্চাবচ সম্প্রদায়ের অপেক্ষা করেন নাই—ইহা শ্রীগোপীনাথ-আচার্য জানাইলে ভট্টাচার্য পুনরায় বলিলেন,—"ইঁহার পূর্ণ যৌবন; ইনি যদি নিরন্তর বেদান্ত অনুশীলন ও বৈরাগ্যময় অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ না করেন, তাহা হইলে ইঁহার পক্ষে সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা করা কঠিন হইবে। ইনি সম্মত হইলে পুনরায় যোগপট্ট দিয়া সংস্কার-বিধানপূর্বক ইঁহাকে উত্তম সম্প্রদায়ে আনা যায়।"

সার্বভৌম মহাপ্রভুকে একজন মর্ত্যজীব ও সাধারণ সন্ন্যাসী মনে করিয়াছেন দেখিয়া শ্রীগোপীনাথ-আচার্য দুঃখে ও ক্ষোভে বলিলেন,—"ভট্টাচার্য! তুমি ইঁহার মহিমা ও তত্ত্ব কিছুই জান না। ইনি স্বয়ং ভগবান্। ভগবৎ-স্বরূপলক্ষণের পরাকাষ্ঠা ইঁহাতে প্রকটিত, তবে তাহা বিদ্বদ্গণেরই অনুভবযোগ্য।" ইহা শুনিয়া সার্বভৌমের ছাত্রগণ আচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কি লক্ষণ ঈশ্বরত্ব-বিষয়ে প্রমাণ?" আচার্য বলিলেন,—"বিদ্বদনুভবই ঈশ্বরলক্ষণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেহ ঈশ্বরতত্ত্ব অনুভব করিতে পারে না। ঈশ্বরের কৃপাসংস্পর্শহীন পাণ্ডিত্যের দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না।" ইহাতে সার্বভৌম একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিলেন,—"গোপীনাথ! সাবধানে কথা বল। তুমি যে ঈশ্বরকৃপা লাভ করিয়াছ, তাহারই বা প্রমাণ কি?" আচার্য শ্রীগৌরহরির কৃপাবলে বলীয়ান্ হইয়া 'মদ কৃষ্ণগুণগানে'—এই ভক্তিবিচার অবলম্বনপূর্বক বলিলেন,—"ভট্টাচার্য! তুমি ইঁহার মহাপ্রেমাবেশাদির ঈশ্বরলক্ষণ, নগ্রোধপরিমণ্ডলত্বাদি ঈশ্বরের শারীরিক লক্ষণ স্বচক্ষে দেখিয়াও ইঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পার নাই। কিন্তু আমি তাঁহার কৃপায় তাহা পারিয়াছি। ইহা পরমেশ্বরেরই কৃপা—আমার কোন শক্তি নহে।"

শ্রীসার্বভৌম—"শাস্ত্র বলেন, কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই; সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগেই তাঁহার অবতার হয়। এজন্যই তাঁহার একটি নাম 'ত্রিযুগ'। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবদবতার নহেন, তিনি মহাভাগবত।"

আচার্য,—"ভট্টাচার্য! দুইটি প্রধানশাস্ত্র—শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমহাভারত, কলিযুগে স্বয়ং-ভগবানের অবতার-কথা বলেন। কলিযুগে যে অবতারের নিষেধ আছে, তাহা লীলাবতারের সম্বন্ধে; কলিতে

লীলাবতার হয় না। কিন্তু অন্য অবতার হইতে পারে। যদি কলিতে সমস্ত অবতার নিষিদ্ধ হইত, তবে যুগাবতার কিরূপে হয়? প্রতিযুগে তাঁহার অবতারের কথা শ্রীগীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনকে বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কিন্তু যুগাবতার নহেন; তিনি—স্বয়ংভগবান্। "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥" *—শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, পূর্বে কোন এক কলিতে শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" † এই শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে যে, বর্তমান কলিতেও স্বয়ং ভগবানই পীতবর্ণরূপে সপরিকরে অবতীর্ণ হইবেন এবং সুবুদ্ধিব্যক্তিগণ সংকীর্তনবহুল-যজ্ঞের দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিবেন। মহাভারতান্তর্গত শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রেও—"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণঃ॥" ‡ এই উক্তিতে শ্রীগৌরাবতারের নাম, রূপ ও লীলার কথা দৃষ্ট হয়। কলিতে শ্রীভগবান্ প্রচ্ছন্ন থাকেন বলিয়া তিনি 'ত্রিযুগ' নামে খ্যাত, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীপ্রহ্লাদোক্তি হইতে জানা যায়,—"ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।" § প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে তাঁহার কৃপায় তুমিও একদিন জানিতে পারিবে এবং তখন তুমিও এই সকল সিদ্ধান্ত কীর্তন করিবে।

শ্রীসার্বভৌমের প্রার্থনায় শ্রীগোপীনাথ সপরিকর মহাপ্রভুকে ভট্টাচার্যগৃহে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাপ্রভু তৎসম্বন্ধে সার্বভৌমের উক্তি শুনিয়া দৈন্যভরে বলিলেন,—"ভট্টাচার্যের আমার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও

* ভা ১০।৮।১৩; † ভা ১১।৫।৩২; ‡ মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীশ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম-স্তোত্র ৯২ ও ৭৫ সংখ্যা; § ভা ৭।৯।৩৮

অনুগ্রহ। তিনি বাৎসল্য ও করুণায় আমার সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা করিতে উদ্‌গ্রীব।" আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্যের সহিত শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া ভট্টাচার্যের গৃহে আগমন করিলেন। সার্বভৌম মহাপ্রভুকে আসন দিয়া বসাইয়া বেদান্ত পড়িয়া শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। ভট্টাচার্যের অনুরোধে প্রভু সাতদিন-পর্যন্ত সার্বভৌমের গৃহে শাঙ্কর-ভাষ্যসম্মত বেদান্তব্যাখ্যা শ্রবণ করিলেন। কিন্তু পাঠ শুনিয়া প্রভু ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। অষ্টমদিবসে শ্রীসার্বভৌম মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি সাতদিন ধরিয়া বেদান্ত শ্রবণ করিতেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ মৌনীই রহিয়াছেন; ভালমন্দ, বা কি বুঝিতেছেন, না বুঝিতেছেন, কিছুই বলেন না।" মহাপ্রভু দৈন্যভরে বলিলেন,—"আমি মূর্খ, আমার অধ্যয়ন নাই। আপনার আজ্ঞায় বেদান্ত শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসীর ধর্মমাত্র পালন করিতেছি। আপনি বেদান্তের যে ব্যাখ্যা করেন, তাহা বুঝিতে পারি না। বেদান্তসূত্রের অর্থ পরিষ্কার বুঝিতে পারি। কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার মন বিকল হয়। আপনি কষ্টকল্পিত অর্থের দ্বারা সূত্রের সহজ অর্থ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিতেছেন। 'ব্রহ্ম'-শব্দে বেদ ও পুরাণ-সমন্বয়ে সর্ববৃহত্তম তত্ত্বকেই নির্দেশ করেন। সেই তত্ত্ব সর্বৈশ্বর্যপরিপূর্ণ। তাঁহাকে কিরূপে নিরাকার ও নির্বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, বুঝি না। কোন কোন শ্রুতি যে ব্রহ্মকে নিরাকার নির্বিশেষ বা নির্গুণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কেবল ব্রহ্মের প্রাকৃত আকার, প্রাকৃত বিলাস ও প্রাকৃত গুণ নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত আকার, অপ্রাকৃত বিলাস ও অপ্রাকৃত গুণের ইঙ্গিত প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে। ইহাই শাস্ত্র কীর্তন করে। * যে ব্রহ্ম হইতে প্রাণীসমূহ জন্মগ্রহণ করে, যে ব্রহ্মের দ্বারা

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৬।৬৭ সংখ্যাধৃত-শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবাক্য।

প্রাণীসমূহ জীবিত থাকে, যে ব্রহ্মে প্রাণীসকল সৃষ্টিধ্বংসকালে সূক্ষ্মরূপে লয়প্রাপ্ত হয়, *—এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মের লক্ষণে ব্রহ্মই অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারক। ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির শক্তি, বিশ্বপালন করিবার শক্তি ও বিশ্বকে আশ্রয় প্রদানের শক্তি আছে। এই সকল শক্তিতে শক্তিমান্ বলিয়া ব্রহ্ম সবিশেষ। উক্ত তিনটি কারকই সবিশেষত্বের চিহ্ন। শ্রুতিতে 'সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়', † 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়' ‡ অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম এই কামনা করিলেন,—'আমি প্রজার (জীবের) নিমিত্ত (তদন্তর্যামিরূপে বহু হইব।' তিনি ঈক্ষণ করিলেন,—'আমি প্রজার নিমিত্ত বহু হইব।' যে সময়ে ব্রহ্ম বহু হইবার কামনা করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখনও প্রাকৃত সৃষ্টি হয় নাই। কারণ ব্রহ্মের দৃষ্টির (ঈক্ষণের) পরেই প্রাকৃত সৃষ্টি হইয়াছিল; সুতরাং ব্রহ্মের ঐ মন ও নয়ন প্রাকৃত নহে। ব্রহ্মের অপ্রাকৃত মন, নয়নাদি-ইন্দ্রিয় থাকায় তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ সাকার। 'অপাণিপাদ' ꣿ শ্রুতি ব্রহ্মের প্রাকৃত হস্তপদ নিষেধ করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহার অপ্রাকৃত নেত্রে দর্শন, অপ্রাকৃত কর্ণে শ্রবণ, অপ্রাকৃত হস্তে গ্রহণ, অপ্রাকৃত পদে গমনের কথা বলিয়াছেন। ব্রহ্ম-সূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত § পরমানন্দ-সনাতন-পূর্ণ-ব্রহ্ম বলিতে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকেই নির্দেশ করিয়াছেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মের সবিশেষত্ব ও স্বাভাবিকী শক্তি-সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-শক্তি, অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি,

---

* যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি (তৈঃ ৩।১); † (তৈঃ ২।৬); ‡ (ছাঃ ৬।২।৩); ꣿ শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯; § ভা ১০।১৪।৩২

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ও তটস্থা জীবশক্তির বিশ্লেষণ এবং শ্রীগীতায় জীবকে যে শক্তিরূপে স্থাপন এবং জীবের নিত্যত্ব ও সনাতনত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই প্রমাণ দেখাইয়া শাঙ্কর-মায়াবাদ নিরাস করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—'শক্তি-পরিমানবাদই ব্যাসসূত্রসম্মত।' মহাপ্রভু বিবর্তবাদের নিরাস, জগতের মিথ্যাত্ব-খণ্ডন, প্রণবের মহাবাক্যতা, তত্ত্বমস্যাদি-জীববিষয়ক বাক্যের প্রাদেশিকতা প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া শ্রীব্যাসের বাক্য হইতে শ্রীশঙ্করাচার্যের ঈশ্বরাজ্ঞায় বিমুখমোহনের জন্য নাস্তিক-শাস্ত্রের রচনা প্রভৃতি বহু বিষয়ের অবতারণা করিলেন।

এই সকল সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সার্বভৌম-ভট্টাচার্য স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। 'পরমমুক্ত আত্মারামগণও শ্রীহরির গুণাকৃষ্ট হইয়া তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করেন'—শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত এই সিদ্ধান্তগর্ভ-শ্লোকটি * শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্তন করিলে ভট্টাচার্য এই শ্লোকের অর্থ প্রভুর নিকট শ্রবণ করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। মহাপ্রভু সার্বভৌমকে প্রথমে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে বলিলে ভট্টাচার্য পাণ্ডিত্য প্রতিভাবলে উক্ত শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিলেন; কিন্তু মহাপ্রভু ঐ অর্থের একটিও স্পর্শ না করিয়া আঠার প্রকার ভক্তিপর ব্যাখ্যা করিলেন। পরবর্তিকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীতে শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদের নিকট উক্ত আত্মারাম-শ্লোকের একষট্টি প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। †

এখন শ্রীসার্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে 'সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া অবধারণ করিয়া আত্মনিন্দা করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শ্রীসার্বভৌমকে প্রথমে চতুর্ভুজরূপ ও পরে দ্বিভুজ-মুরলীধর শ্রীশ্যামসুন্দররূপ, যাহা প্রভুর নিজস্ব-স্বরূপ, তাহা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায়

* ভা ১।৭।১০; † চৈ চ ম ২৪।৪-৩০৭

সার্বভৌমের হৃদয়ে প্রভুর সমস্ত তত্ত্বের স্ফূর্তি হইল। তিনি মুহূর্তের মধ্যে মহাপ্রভুর নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির মাহাত্ম্যব্যঞ্জক একশত শ্লোক রচনা করিয়া প্রভুকে স্তুতি করিলেন। প্রভুর কৃপালিঙ্গনে অভিষিক্ত হইয়া ভট্টাচার্য প্রেমবিকার-কদম্বে বিভূষিত হইলেন। শ্রীসার্বভৌম কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া প্রভুকে বলিলেন,—

জগৎ নিস্তারিলে তুমি,—সেহ অল্পকার্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি,—এ শক্তি আশ্চর্য্য॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি' যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি, প্রতাপ প্রচণ্ড॥ *

আর একদিন প্রাতঃকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের উত্থান দর্শন করিয়া পূজারীপ্রদত্ত মালা ও প্রসাদান্ন লইয়া ভট্টাচার্যের গৃহে আগমন করিলেন। সার্বভৌম সবেমাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন, তখনও তাঁহার দন্তধাবন বা মুখপ্রক্ষালনাদি প্রাতঃকৃত্য কিছুই হয় নাই; এমতাবস্থায় মহাপ্রভু স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল হইতে মহাপ্রসাদান্ন খুলিয়া সার্বভৌমের হস্তে দিলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় সদাচারনিষ্ঠ সার্বভৌম শাস্ত্রোক্ত শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রাপ্তিমাত্রেই মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন। ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু বিশেষ আনন্দিত হইয়া ভট্টাচার্যকে আলিঙ্গনপূর্বক প্রেমনৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—

আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ-আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব অভিলাষ।
সার্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥ †

---

* চৈ চ ম ৬।২১৩-১৪; † চৈ চ ম ৬।২৩০-৩১

আর একদিন শ্রীসার্বভৌম শ্রীজগন্নাথ দর্শন না করিয়াই পূর্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্থানে আসিয়া নিজ পূর্ব-দুর্মতির কথা অতি দৈন্যভরে জ্ঞাপন করিলেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিসাধন-সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনামসংকীর্তনই সমস্ত সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এই উপদেশ করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিপাদক শাস্ত্রপ্রমাণ ভট্টাচার্যকে শুনাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া শ্রীসার্বভৌম শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীজগদানন্দের সহিত শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে গমন করিলেন এবং বহু উত্তম মহাপ্রসাদ ও স্বকৃত দুইটি শ্লোক তালপত্রে লিখিয়া শ্রীজগদানন্দের সহিত মহাপ্রভুর নিকট পাঠাইলেন। সেই শ্লোক-দুইটি এই,—

বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং য প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥*

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

এই দুই শ্লোক—ভক্তকণ্ঠে মণিহার।
সার্বভৌমের কীর্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার॥
সার্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একজন।
মহাপ্রভুর সেবা-বিনা নাহি অন্য মন॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসূত গুণধাম।'
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম॥ †

আর একদিন শ্রীসার্বভৌম শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মস্তবোক্ত একটি শ্লোকের শেষ-চরণে 'মুক্তিপদে'-শব্দের স্থানে 'ভক্তিপদে' পাঠ পরিবর্তন করিয়া প্রভুর নিকট ঐ শ্লোক পাঠ করিলেন। প্রভু বলিলেন,—'সার্বভৌম!

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৬।৭৪ ; † চৈ চ ম ৬।২৫৫-৫৮

মূলশ্লোকে ত' 'মুক্তিপদে' পাঠ আছে, তুমি 'ভক্তিপদে' পাঠ বলিতেছ কেন ?" সার্বভৌম বলিলেন,—"মুক্তি কখনও ভক্তির ফল নহে। উহা ভগবদ্বিমুখের দণ্ডমাত্র।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বিগ্রহ, তাঁহার পাঠ-পরিবর্তনে কাহারও অধিকার নাই। 'মুক্তিপদ'-শব্দে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরকেও বুঝায়। মুক্তি যাঁহার পদাশ্রয় করিয়া অবস্থিত, সেই পরমেশ্বরই 'মুক্তিপদ'। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়-স্কন্ধে নবম পদার্থ—'মুক্তি' এবং দশম-পদার্থ, যিনি নবম-পদার্থের আশ্রয়রূপে উক্ত হইয়াছেন তিনিই স্বয়ং ভগবান্। সুতরাং যিনি মুক্তির আশ্রয়, তিনিই ভগবান্।" তখন সার্বভৌম বলিলেন,—"যদিও আপনার কথিত ঐ অর্থে 'মুক্তিপদ'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়, তথাপি উহার দ্বারা সাযুজ্য-মুক্তিকেও বুঝাইতে পারে, এই আশঙ্কায়ই আমি 'ভক্তিপদে' পাঠ করিয়াছি।"

যে সার্বভৌম মায়াবাদভাষ্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া সাযুজ্য-মুক্তিকে চরম প্রয়োজন মনে করিতেন, তাঁহার শ্রীচৈতন্যকৃপায় এইরূপ দশা হইয়াছিল! ভট্টাচার্যের এইরূপ বৈষ্ণবতা দেখিয়া নীলাচলবাসী সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে জ্ঞান করিলেন এবং শ্রীকাশীমিশ্র-প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যচরণে শরণ গ্রহণ করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার দক্ষিণদেশ-ভ্রমণের সংকল্প সার্বভৌমকে জানাইলে ভট্টাচার্য প্রভুর ভাবী-বিরহ অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন,—

শিরে বজ্র পড়ে যদি, পুত্র মরি' যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়॥ *

ভট্টাচার্যের অনুরোধে মহাপ্রভু আরও পাঁচদিন নীলাচলে থাকিলেন। ভট্টাচার্য শ্রীগোপীনাথ-আচার্যের দ্বারা চারিখানি নূতন কৌপীন ও বহির্বাস গৃহ হইতে আনাইয়া প্রভুকে দিলেন এবং গোদাবরী-তীরে শ্রীরামানন্দ-

* চৈ চ ম ৭।৪৮

রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা প্রভুর নিকট বিশেষভাবে জ্ঞাপন করিলেন। ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর কৃপা পাইয়া শ্রীরামানন্দপাদের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তৎপূর্বে তাঁহার হৃদয়ে স্মার্তমত ও মায়াবাদের বিচার প্রবল থাকায় তিনি শ্রীরামরায়কে বৈষ্ণবজ্ঞানে পরিহাস করিয়াছেন—ইহাও বলিলেন।

বিজ্ঞশিরোমণি শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্যের বাক্যে শ্রদ্ধালু মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস হইল এবং তিনি মহাপ্রভুর একবারমাত্র দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ভট্টাচার্যের নির্দেশানুসারে শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে ভট্টাচার্য মহাপ্রভুকে শ্রীকাশীমিশ্রের গৃহে বাসস্থান প্রদান করিলেন এবং মহাপ্রভুর নিকট শ্রীপুরুষোত্তমবাসী ভক্তগণের প্রত্যেকের পরিচয় প্রদান করিলেন। শ্রীসার্বভৌম নিজগৃহে মহাপ্রভুকে লইয়া গিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা প্রভুর ভিক্ষা করাইলেন।

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ শূদ্রসেবক শ্রীগোবিন্দকে স্বীয় সেবার্থ রাখিয়াছিলেন জানিয়া সার্বভৌমের যে সংশয় হইয়াছিল, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা ছেদন করিলেন। শ্রীব্রহ্মানন্দ-ভারতী মহাপ্রভুর কৃপায় মৃগচর্মাম্বর পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর তত্ত্ব উপলব্ধি করিলে সার্বভৌম-ভট্টাচার্য ভক্ত ও ভগবানের কোন্দল-লীলায় ভক্তের জয় ঘোষণা করিলেন।

শ্রীসার্বভৌম শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট মহাপ্রভুর রাজদর্শনে দৃঢ়া অচলা বিতৃষ্ণার কথা জ্ঞাপন করিলে রাজা বলিলেন যে তিনি যদি মহাপ্রভুর কৃপা-দর্শন না পান, তবে তাঁহার রাজ্য, দেহ সমস্তই বৃথা। ভট্টাচার্য রাজাকে সান্ত্বনা দিয়া মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকারের একটি উপায় নির্ধারণ করিলেন। রথযাত্রার দিনে রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে যখন

মহাপ্রভু প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিবেন, তখন বৈষ্ণববেশে রাজাকে রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক পাঠ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-দর্শন-স্পর্শন-সেবা-লাভের পরামর্শ দিয়া ভট্টাচার্য রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন। শ্রীরথযাত্রা-উপলক্ষে গৌড়দেশ হইতে মহাপ্রভুর ভক্তগণের আগমন সংবাদ পাইয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্র ভক্তসেবার্থ যাবতীয় ব্যবস্থা করিলেন এবং প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া ভট্টাচার্য ও গোপীনাথ-আচার্যের সাহায্যে গৌড়ীয় ভক্তগণের দর্শনলাভমুখে পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন।

মহাপ্রভুর শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জনলীলায় সার্বভৌম প্রভুর সন্তোষ-বিধান করিয়াছিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীগোপীনাথ সার্বভৌমকে উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ প্রদান করিলে সার্বভৌম দৈন্যভরে বলিলেন,—

* * * আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পৎ-সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে,—ঐছে কোন্ হয়॥
তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ-ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ' 'হরি'॥
কাঁহা বহির্মুখ তার্কিক-শিষ্যগণ-সঙ্গে।
কাঁহা এই সঙ্গসুধা-সমুদ্র-তরঙ্গে॥ *

শ্রীরথযাত্রাকালে সার্বভৌমের বিশেষ চেষ্টায় ও কৃপায় শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রের মহাপ্রভুর দর্শন লাভ হইল। শ্রীরথযাত্রার পর গৌড়ীয়-ভক্তগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে একদিন সার্বভৌম মহাপ্রভুকে স্বগৃহে একমাস-কাল ধরিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর একমাসের স্থানে মহাপ্রভু

* চৈ চ ম ১২।১৮১-৮৪

পাঁচ দিন সার্বভৌমের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সার্বভৌম স্বয়ং সহধর্মিণীর সহিত রন্ধনকার্যে নিযুক্ত হইলেন এবং মহাপ্রভুর জন্য বিচিত্র নৈবেদ্য প্রস্তুত করিলেন। সার্বভৌমের কন্যা শ্রীমতী ষষ্ঠীর স্বামী অমোঘ পণ্ডিত স্মার্তবিচারসম্পন্ন ও লোক-নিন্দক ছিল। সে প্রভুর ভোজনের বিবিধ উপকরণ দেখিতে পাইলে পাছে প্রভুর সাক্ষাতেই তাঁহার কোন নিন্দা করিয়া বসে—এই আশঙ্কায় সার্বভৌম অমোঘকে গৃহ-প্রবেশে বাধা দিবার জন্য হাতে লাঠি লইয়া ভোগগৃহের দ্বারে বসিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুকে পরিবেষণ করিবার সময় সার্বভৌম কিছু অন্যমনস্ক হইলে সেই সুযোগে অমোঘ আসিয়া প্রভুর পাতে বিবিধ সেবোপকরণ দেখিয়া প্রভুর নিন্দা আরম্ভ করিল। ভট্টাচার্য লাঠি লইয়া অমোঘকে প্রহার করিতে ধাবিত হইলে অমোঘ পলাইয়া গেল। ভট্টাচার্য-পাদ অমোঘকে গালি ও অভিশাপ দিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় নিন্দা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। সার্বভৌমের গৃহিণী অত্যন্ত দুঃখে, বক্ষে ও শিরে করাঘাত করিতে করিতে 'ষাঠী বিধবা হউক' এইরূপ বলিতে লাগিলেন। শ্রীসার্বভৌম ও তৎসহধর্মিণীর প্রার্থনায় মহাপ্রভু ভোজন করিয়া তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিলেন। প্রভুর ভোজনের পর ভট্টাচার্য প্রভুর অনুব্রজ্যা করিয়া প্রভুর বাসা-পর্যন্ত প্রভুকে পৌঁছাইয়া দিলেন। প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে আনিয়া নিন্দা শুনাইলেন বলিয়া সার্বভৌম নিজকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দিলেন। প্রভুর নিন্দাকারী অমোঘকে হত্যা অথবা আত্মহত্যা করিতে পারিলে তাঁহার দুঃখের কিঞ্চিৎ উপশম হইত—ইহা সহধর্মিণীর নিকট বলিতে লাগিলেন এবং শাস্ত্রীয় বিধানমতে ঐরূপ নিন্দক ও পতিত স্বামীকে ত্যাগ করাই কর্তব্য—ইহা ষাঠীকে জানাইতে বলিলেন। এদিকে পরদিবস প্রাতঃকালেই সংবাদ পাওয়া গেল, অমোঘ বিসূচিকা-

ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া ভট্টাচার্য শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ঈশ্বরের প্রতি অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড-বিষয়ক-শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম ও তৎসহধর্মিণী প্রভুর নিন্দা শুনিয়া কেহই জলগ্রহণও করেন নাই; দুইজনই উপবাসী ছিলেন। এদিকে অমোঘও বিসূচিকা-ব্যাধিতে মুমূর্ষু দশায় উপনীত। ইহা গোপীনাথ-আচার্যের নিকট শুনিয়া মহাপ্রভু অমোঘের নিকট তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া তাহার বুকে হাত দিয়া অহৈতুকী কৃপা করিয়া তাহার অপরাধ ক্ষালন ও 'কৃষ্ণনাম' উচ্চারণ করাইলেন। অমোঘ কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নাচিতে লাগিলেন এবং প্রভুর শ্রীচরণ ধরিয়া স্বীয় অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা ও স্বহস্তে নিজের গাল চড়াইতে চড়াইতে আত্মধিক্কার দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—

সার্বভৌম-গৃহে দাস দাসী, যে কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর॥ *

মহাপ্রভু সার্বভৌমের গৃহে আসিয়া সার্বভৌমকে অমোঘের প্রতি প্রসন্ন করাইয়া ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করাইলেন।

শ্রীসার্বভৌম-সহধর্মিণী

শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্যের গৃহিণী 'ষাঠীর মাতা'-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

'ষাঠীর মাতা' নাম ভট্টাচার্যের গৃহিণী।
প্রভুর মহাভক্ত তেঁহো স্নেহেতে জননী॥ †

* চৈ চ ম ১৫।২৮৪; † চৈ চ ম ১৫।২০০

সার্বভৌম-সহধর্মিণী পতির সহিত শ্রীক্ষেত্র-সন্ন্যাস করিয়া পতির ধর্মের সাহায্য করিতেন,—

ঘরে আসি' ভট্টাচার্য তাঁ'রে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইল॥

* * * *

আপনি ভট্টাচার্য করে পাকের সব কর্ম।
ষাঠীর মাতা—বিচক্ষণা, জানে পাকের কর্ম॥ *

এইরূপ পত্নীই যথার্থ সহধর্মিণী পদবাচ্য। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের সুখানুসন্ধানে তাঁহার স্বাভাবিকী নিপুণতা নিযুক্ত করিয়া তিনি বৈষ্ণব-পতির ও পরমপতির সেবা করিতেন। তাই তিনি জামাতা-কর্তৃক মহাপ্রভু-লঙ্ঘন সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণাধিকা কন্যার বৈধব্য-পর্যন্ত কামনা করিয়াছিলেন এবং ভট্টাচার্যও ষাঠীকে পতিত-ভর্তাকে পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিয়া প্রকৃত-সহধর্মিণীর আদর্শ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্-গোবিন্দ

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ তাঁহার নির্যাণকালে তাঁহার প্রিয়শিষ্য ও সেবক শ্রীগোবিন্দকে নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট গিয়া অবস্থান ও তাঁহার সেবা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীগোবিন্দ নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট ইহা জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু একদিকে—'গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার', অন্যদিকে—'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া', এই উভয় সঙ্কটের কথা শ্রীসার্বভৌমকে জানাইয়া গুরুর আজ্ঞা-পালনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্যবোধে শ্রীগোবিন্দকে শ্রীঅঙ্গসেবায় অধিকার প্রদান করেন।

* চৈ চ ম ১৫।২০১, ২০৩

শ্রীগোবিন্দ সর্বদা ছায়ার ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাসঙ্গী ছিলেন। শ্রীগোবিন্দের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি শুদ্ধদাস্যরস ছিল। মহাপ্রভুর আদেশে মালাপ্রসাদাদির দ্বারা গৌড়ীয় ভক্তগণের অভ্যর্থনায়, শ্রীহরিদাস-ঠাকুরকে মহাপ্রভুর প্রেরিত প্রসাদান্ন প্রদানে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রের জন্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর যাচিত মহাপ্রভুর বহির্বাস-প্রদানে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে কাঙ্গালীভোজন-সম্পাদন-কার্যে, শ্রীরাঘবের ঝালি সাবধানে সংরক্ষণে, ভক্তদত্ত-দ্রব্যসমূহ মহাপ্রভুকে নিবেদন-কার্যে, শ্রীরঘুনাথ-ভট্টগোস্বামিপাদ-প্রমুখ প্রভুভক্তগণের বাসা-সমাধান-সেবায় শ্রীরঘুনাথ-দাস-গোস্বামিপ্রভু ও তাঁহার জ্ঞাতীখুড়া শ্রীকালীদাসকে প্রভুর অবশেষ-প্রদান-সেবায়, শ্রীজগন্নাথ দর্শনরত ওড়িয়া স্ত্রীকে ভগবচ্চরণে অপরাধ হইতে সতর্কীকরণে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার সঙ্গীরূপে, প্রভুর দিব্যোন্মাদ-অবস্থায় চটক-পর্বতাভিমুখে ধাবিত হইবার কালে তাঁহার অনুগমনে ও মহাপ্রভুর অদর্শনে তাঁহার অন্বেষণে, গম্ভীরায় প্রভুর নিত্য-সেবা-সঙ্গে শ্রীগোবিন্দের সৌভাগ্যের সীমা ছিল না।

প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি' সবে করে মান।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান ॥ *

শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভুর পাদ-সেবন ও অবশেষ-ভোজনের নিত্য-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীগোবিন্দের সেবায় আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছার লেশমাত্র ছিল না। সেবক শ্রীগোবিন্দের নামোচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহার **'সেবা সে নিয়ম'** কথাটি সকলের হৃদয়ে উদিত হয়।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রসাদ-সেবনের পর গম্ভীরার দ্বারে আসিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। সেবক শ্রীগোবিন্দের একটি প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল যে, যে-সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রসাদ সম্মান করিয়া বিশ্রাম

* চৈ চ ম ১০।১৪৮

করিতেন, শ্রীগোবিন্দ সেই সময় তাঁহার পাদসম্বাহন সেবা করিতেন এবং মহাপ্রভু নিদ্রিত হইলে শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভুর অবশেষ গ্রহণার্থ গমন করিতেন। সেইদিন মহাপ্রভু অত্যন্ত শ্রান্ত হওয়ায় গম্ভীরার সমস্ত দ্বার ব্যাপিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীগোবিন্দ ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রভুর পাদসেবন করিতে না পারায় প্রভুকে কিঞ্চিৎ পার্শ্বপরিবর্তনপূর্বক গমনের স্থান প্রদান করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন'—"আমি সরিতে পারিব না। তোমার যাহা ইচ্ছা কর।" তখন গোবিন্দ অগত্যা নিজের বহির্বাসদ্বারা মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া মহাপ্রভুকে উলঙ্ঘন করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার শ্রীপাদ-সম্বাহন-সেবা করিতে লাগিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পরে মহাপ্রভু গোবিন্দকে গৃহের অভ্যন্তরে দেখিয়া অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিলেন এবং এতক্ষণ অনাহারে তথায় বসিয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীগোবিন্দ বলিলেন,—"আপনি দ্বারে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, আমি কি করিয়া যাই?" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"তুমি যেইভাবে ভিতরে আসিয়াছিলে, সেইভাবেই বাহিরে গেলে না কেন?" শ্রীগোবিন্দ নিরুত্তর হইয়া মনে-মনে বিচার করিতে লাগিলেন,—

* * আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিংবা নরকে গমন।
সেবা লাগি' কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি॥ *

---

* চৈ চ অ ১০।৯৫-৯৬

শ্রীমৎ-কাশীশ্বর-গোস্বামী

শ্রীকাশীশ্বর-পণ্ডিত-গোস্বামী বা শ্রীকাশীশ্বর-ব্রহ্মচারী শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের শিষ্য। ইনি কাঞ্জিলাল কানুবংশোদ্ভব বাৎস্যগোত্রীয় বাসুদেব-ভট্টাচার্যের আত্মজ ছিলেন। ইঁহাদের উপাধি—চৌধুরী। হুগলী জেলার শ্রীরাম-পুর ষ্টেশন হইতে এক মাইলের মধ্যে চাতরা গ্রামে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ একটি প্রাচীন মন্দিরমধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন। ইনি খুব বলশালী ছিলেন এবং সেই বলসম্পত্তি-দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। এজন্য ইনি 'বলবান্ কাশীশ্বর' নামে খ্যাত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথদর্শন-গমনকালে বা শ্রীরথযাত্রা-কালে ইনি অগ্রবর্তী হইয়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া প্রভুর গমনপথ সুগম করিয়া দিতেন; প্রভুর শ্রীঅঙ্গে যাহাতে লোকস্পর্শ না হয়, তাহা করিতেন। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ তাঁহার নির্যাণকালে তাঁহার প্রিয়-অনুচর শ্রীগোবিন্দ ও ব্রহ্মচারী-শ্রীকাশীশ্বরকে নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট অবস্থানপূর্বক তাঁহার সেবার্থ আদেশ করিয়া যান। তদনুসারে পূর্বে শ্রীগোবিন্দ এবং কিছুদিন পরে তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মচারী-শ্রীকাশীশ্বর মহাপ্রভুর নিকট আগমন করেন। প্রভু শ্রীকাশীশ্বরকে সসম্মানে নিজ-স্থানে রাখিলেন। বলবান্ শ্রীকাশীশ্বরের নিত্য সেবা ছিল,—

প্রভুকে লঞা করা'ন ঈশ্বর-দরশন।
লোক-ভীড় আগে সব করি' নিবারণ॥ *

*　　　*　　　*

অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে।
মনুষ্য ঠেলি' পথ করে কাশী-বলবানে॥ †

ইনি শ্রীপুরুষোত্তমে ভক্তগণের কীর্তনান্তে প্রসাদ পরিবেষণ করিতেন।

---

* চৈ চ ম ১০।১৮৩; † চৈ চ আ ১০।১৪২

শ্রীরামাই ও শ্রীনন্দাই

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

রামাই-নন্দাই—দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥
বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই।
গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই॥ *

মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীস্বরূপের সঙ্গে রথাগ্রে নর্ত্তনে, শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিতগোস্বামীর সহিত শ্রীমহাপ্রভুর ভোগরন্ধনের সহায়তায় শ্রীরামাই বিশেষ সহায়ক ছিলেন। দিব্যোন্মাদ-দশায় যখন মহাপ্রভু গোবর্ধনজ্ঞানে সমুদ্রতীরে চটক-পর্বতাভিমুখে ধাবিত হইতেন, তখন শ্রীগোবিন্দাদি-ভক্তগণের অনুগমনে শ্রীশ্রীরামাই-নন্দাই প্রভুর অনুসন্ধান-সেবা করিতেন। শ্রীগোবিন্দের আনুগত্যে নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাই শ্রীরামাই-নন্দাইর নিত্য ব্রত ছিল।

শ্রীশ্রীল হরিদাস-ঠাকুর

শ্রীগৌরহরি শ্রীনীলাচলে আগমন করিলে শ্রীনামাচার্য শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গলোভে গৌড়ীয়-ভক্তগণের সহিত শ্রীনীলাচলে আগমন করিলেন। কিন্তু, অত্যন্ত দৈন্যবশতঃ তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে গেলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে ভক্তগণ রাজপথপ্রান্তে দণ্ডবৎপ্রণত ও শ্রীনাম-কীর্তনরত শ্রীহরিদাসকে মহাপ্রভুর নিকট লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইলে শ্রীহরিদাস দৈন্যভরে বলিলেন,—

* চৈ চ আ ১০।১৪৩-৪৪

* * * আমি নীচ-জাতি ছার।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটা-মধ্যে স্থান যদি পাঙ।
তাঁহা পড়ি' রহোঁ, একলে কাল গোঙাঙ॥
জগন্নাথ-সেবকের মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি' রহোঁ,—মোর এই বাঞ্ছা হয়॥ *

শ্রীনামাচার্যের এইরূপ দৈন্যোক্তি শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তরে বিশেষ সুখী হইলেন এবং স্বীয় বাসগৃহের নিকটস্থ নির্জন পুষ্পোদ্যানে একটি কুটীর শ্রীকাশীমিশ্রের নিকট হইতে স্বয়ং যাচ্ঞা করিয়া লইলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীহরিদাসের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক পথ হইতে উঠাইলেন। শ্রীহরিদাস দৈন্যভরে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন। তখন—

প্রভু কহে,—"তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র-ধর্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব-তীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপো দান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন॥ †

ইহা বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসকে উক্ত নির্জন পুষ্পোদ্যানের কুটীরে লইয়া গিয়া বাসা দিলেন। ঐস্থানই বর্তমানে 'সিদ্ধবকুল' নামে খ্যাত। শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বলিলেন,—

এইস্থানে রহি' কর নাম-সংকীর্তন।
প্রতিদিন আসি' আমি করিব মিলন॥

---

* চৈ চ ম ১১।১৬৫-৬৭; † ঐ, ম ১১।১৮৯-৯১

মন্দিরের চক্র দেখি' করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন॥ *

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন যখন নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারাও দৈন্যবশতঃ শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের স্থানে অবস্থান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুখানুসন্ধান করিতেন। শ্রীরথযাত্রাকালে নামাচার্যের অদ্ভুত নৃত্য-কীর্তন মহাপ্রভুর বিশেষ আনন্দ বর্ধন করিত।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাসের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হরিদাস! গো-ব্রাহ্মণ-হিংসক মহাদুরাচার অসংখ্য যবন-গণের কলিকালে কিরূপে উদ্ধার হইবে?" শ্রীনামাচার্য বলিলেন,—"হা-রাম, হা-রাম' বলায় নামাভাসেই যবনগণের অনায়াসে মুক্তি হইবে। নামাভাস হইতে সর্বপাপক্ষয় ও সংসারের ক্ষয় হয়।" পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—পৃথিবীস্থ স্থাবর-জঙ্গম জীবসমূহের উদ্ধারের উপায় কি?" শ্রীনামাচার্য উত্তরে বলিলেন,—"তুমি যে পৃথিবীতে উচ্চ-সংকীর্তন প্রবর্তন করিয়াছ, তাহার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হইতেই স্থাবর-জঙ্গমাদি জীবের মুক্তি হইবে। তোমার কৃপায় ঝারি-খণ্ডের বন্যপশু ও তৃণ-গুল্ম-লতা উচ্চ-কীর্তন শ্রবণ করিয়া প্রেমাপ্লুত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব মুক্ত হইয়া গেলে, এই ব্রহ্মাণ্ড যে জীবশূন্য হইয়া যাইবে, তখন কি হইবে?" শ্রীনামাচার্য বলিলেন,—"তোমার কৃপায় সর্বজীবের উদ্ধারান্তে পুনরায় কারণোদশায়ী মহাবিষ্ণু-প্রকটিত জীবের দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত হইবে। পূর্বে যেরূপ তোমার শ্রীরামচন্দ্রাবতারে অযোধ্যাবাসী সমস্ত জীব বৈকুণ্ঠে গিয়াছিল এবং অন্য জীব আসিয়া স্থান পূর্ণ করিয়াছিল, তোমার শ্রীকৃষ্ণ-লীলাতেও যেরূপ হইয়াছিল, শ্রীনবদ্বীপলীলাতেও সেইরূপই হইবে।

* চৈ চ ম ১১।১৯৪-৯৫

ঠাকুর শ্রীহরিদাস তাঁহার নির্যাণ-লীলার শেষ দিনেও সংখ্যা-নামের মর্যাদা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ হৃদয়ে ধারণ, নয়নে তাঁহার দিব্যরূপ দর্শন, জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীহরিদাস ঠাকুর নির্যাণ-লীলা আবিষ্কার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসকে ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করেন এবং বিমানে চড়াইয়া কীর্তন করিতে করিতে সমুদ্রতীরে লইয়া গিয়া স্বহস্তে শ্রীহরিদাসের সমাধি দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া শ্রীহরিদাসের তিরোভাব উৎসব ভক্তগণের সহিত সম্পন্ন করেন।

শ্রীল ছোট-হরিদাস

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলাসঙ্গীর মধ্যে দুইজন শ্রীগৌরপার্ষদ-কীর্তনীয়া শ্রীহরিদাসের নাম করিয়াছেন ;—

বড় হরিদাস, আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥ *

মহাপ্রভুর কীর্তনীয়া ও পার্ষদ শ্রীছোট-হরিদাসের দ্বারা শ্রীগৌরহরি মুমুক্ষুজীবকে (জ্ঞানমিশ্র বৈরাগী-সাধককে) একটি মহতী শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ সর্বদা নিজজনের দ্বারাই জগতে লোকশিক্ষা প্রদান করেন ; কিন্তু বহির্মুখ জীব মায়াকৃত বুদ্ধিবিপর্যয়ে ভগবৎপার্ষদকে বা কোনও ভক্তমহৎকে যদি মর্ত্যজীবের ন্যায় দোষী ও অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করে, তবে মহতের নিন্দারূপ সর্বাপেক্ষা গুরুতম দুর্দৈব ও অপরাধ উপস্থিত হয়—ইহাও শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের দণ্ড-লীলায়

* চৈ চ অ্যা ১০।১৪৭

শ্রীস্বরূপ-শ্রীপরমানন্দপুরীপাদাদি পার্ষদবৃন্দের শ্রীছোট-হরিদাসের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ও বিচারের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীভগবানাচার্যের অনুরোধে শ্রীছোট-হরিদাস বৃদ্ধা-তপস্বিনী ও পরমাবৈষ্ণবী শ্রীমাধবীদেবীর নিকট গিয়া কিছু সূক্ষ্ম চাউল ভিক্ষা করিয়া আচার্যকে আনিয়া দিয়াছিলেন। সেই ভিক্ষালব্ধ সূক্ষ্ম তণ্ডুলের অন্ন শ্রীভগবান্-আচার্যের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাপূর্বক ভোজন করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীমাধবীদেবীর নিকট হইতে বৈরাগী শ্রীছোট-হরিদাসের ঐ চাউল-আনয়নরূপ অপরাধের (?) জন্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোবিন্দের দ্বারা শ্রীছোট-হরিদাসকে বাহ্যতঃ চিরতরে নিজ-সমীপে আসিতে নিষেধ করাইয়া দেন।

শ্রীপরমানন্দপুরীপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীহরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য অনুরোধ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়া 'আলালনাথে' গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পূর্ণ একবৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া শ্রীহরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাপ্রাপ্তির সঙ্কল্প করিয়া শ্রীপ্রয়াগে আসিয়া 'ত্রিবেণী'তে প্রবেশপূর্বক প্রাণ-বিসর্জন করিলেন।

সেইক্ষণে প্রভুস্থানে দিব্যদেহে আইলা।
প্রভুকৃপা লঞা অন্তর্ধানে রহিলা॥
গন্ধর্ব-দেহে গান করেন অন্তর্ধানে।
রাত্র্যে প্রভুরে শুনান, অন্য নাহি জানে॥ *

শ্রীমহাপ্রভুর নিত্যকীর্তনসেবক দিব্যদেহে অপরের অলক্ষ্যে মহাপ্রভুর সমীপে কীর্তন-গান করিতেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকারী স্বীয় পার্ষদকে কখনই স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিতে পারেন না,—

* চৈ চ অ ২।১৪৮-৪৯

একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে।
'হরিদাস কাঁহা? তারে আনহ এখানে'॥ *

ভক্তগণ বাহ্যতঃ শ্রীহরিদাস-সম্বন্ধে যাহা জানিতেন, তাহাই অর্থাৎ তাঁহার প্রয়াগে দেহত্যাগের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জানাইলেন;—

শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিল।
সব ভক্তগণ-মনে বিস্ময় জন্মিল॥ †

একদিন সমুদ্রস্নানে গিয়া শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকাশীশ্বরাদি ভক্তবৃন্দ অলক্ষ্যে শ্রীল হরিদাসের গান শুনিতে পাইলেন। শ্রীগোবিন্দ-প্রমুখ কোন কোন ভক্ত অনুমান করিয়া বলিলেন,—"হরিদাস আত্মহত্যা করায় ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছেন। এজন্যই তাঁহার শব্দমাত্র শুনা যায়, কিন্তু আকার দেখা যায় না।" শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তসম্রাট্ শ্রীস্বরূপদামোদরপাদ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—

* * * "এই মিথ্যা অনুমান"
আজন্ম কৃষ্ণকীর্তন, প্রভুর সেবন।
প্রভু-কৃপাপাত্র, আর ক্ষেত্রের মরণ॥
দুর্গতি না হয় তার, সদ্গতি সে হয়।
প্রভু-ভঙ্গী এই, পাছে জানিবা নিশ্চয়॥ ‡

এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপাদের সিদ্ধান্তসার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

স্বরূপাদি মিলি' তবে বিচার করিলা।
ত্রিবেণী প্রভাবে হরিদাস প্রভুপাশ আইলা॥

* * * *

---

* চৈ চ অ ২।১৫০; † ঐ, অ ২।১৫২; ‡ ঐ' অ ২।১৫৭-৫৯

আপন কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ়-অনুরাগ-প্রকটীকরণ ॥
তীর্থের মহিমা, নিজ-ভক্তে আত্মসাৎ।
এক লীলায় করেন প্রভু কার্য পাঁচ-সাত ॥ *

শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতগোস্বামী

শ্রীধামনবদ্বীপবাসী শ্রীল বক্রেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষলীলায় তাঁহার সংকীর্ত্তনে নিত্য নৃত্য ও প্রভুর সেবা করিবার লোভে শ্রীনীলাচলে গিয়া স্থায়িভাবে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীকাশীমিশ্রের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবস্থান করিতেন। কথিত হয় যে, পরে সেইস্থান শ্রীবক্রেশ্বর-পণ্ডিত লাভ করেন এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীগোপাল গুরু-গোস্বামীর সময় তথায় "শ্রীশ্রীরাধাকান্তবিগ্রহ" স্থাপিত হন।

বক্রেশ্বর-পণ্ডিত বড় প্রিয়ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁ'র নৃত্য ॥
আপনে মহাপ্রভু গাহেন যাঁ'র নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি' বক্রেশ্বর বলে ॥
"দশসহস্র গন্ধর্ব মোরে দেহ, চন্দ্রমুখ।
তা'রা গায়, মুঞি নাচি, তবে মোর সুখ ॥"
প্রভু বলেন,—"তুমি মোর পক্ষ—এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাঙ, পাঙ আর পাখা ॥" †

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-গঠিত সংকীর্তন-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের মধ্যে নৃত্যকারী মহান্তের অন্যতম ছিলেন—শ্রীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত। শ্রীবক্রেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে ভিক্ষা করাইতেন।

* চৈ চ অ ২।১০৩, ১৩৮-৩৯; † চৈ চ আ ১০।১৭-২০

শ্রীল দামোদর-পণ্ডিত

শ্রীদামোদর-পণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত শ্রীনীলাচলে আসিয়াছিলেন। শ্রীদামোদর-ব্রহ্মচারীর অতিশয় নিরপেক্ষতা দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

লোকাপেক্ষা নাহি ইঁহার কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে॥ *

পুরীতে একটি পরমসুন্দর সুশান্ত পিতৃহীন ওড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রত্যহ আসিয়া মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎপ্রণাম ও প্রভুর সঙ্গে বাক্যালাপ করিত। বালকের প্রভুতে অতুলনীয়া প্রীতি ছিল। মহাপ্রভু বালককে অহৈতুকী কৃপা করিতেন। অতিশয় নিরপেক্ষ শ্রীদামোদর-ব্রহ্মচারী উক্ত ব্রাহ্মণকুমারকে প্রভুর নিকট আসিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও বালক প্রভুকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। বালসুলভধর্মবশে উক্ত ব্রাহ্মণকুমার স্নেহময় প্রভুর সমীপে প্রত্যহ আগমন করিলেও দামোদরের তাহাতে হৃদয়ে দুঃখ হইত। অন্য একদিন উক্ত বালক প্রভুর নিকট হইতে চলিয়া গেলে শ্রীদামোদর স্বীয় হৃদয়ের ভাব আর গোপন রাখিতে পারিলেন না। তিনি মুখর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

'অন্যোপদেশে পণ্ডিত' (কহে) গোসাঞির ঠাঞি।
'গোসাঞি' 'গোসাঞি' এবে জানিমু 'গোসাঞি'॥
এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে।
গোসাঞি-প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হইবে॥ †

মহাপ্রভু বলিলেন,—"দামোদর! তুমি কি বলিতেছ?" শ্রীদামোদর বলিলেন,—"তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তোমার স্বচ্ছন্দ-আচারের বিরুদ্ধে আমি

---

* চৈ চ ম ৭।২৭; † চৈ চ অ ৩।১১-১২

কি বলিব ? তুমি মুখর জগতের মুখ আচ্ছাদন করিতে পার! তুমি পণ্ডিত হইয়াও কেন অবিচারক হইলে। তুমি একজন বিধবা ব্রাহ্মণীর বালকের প্রতি কেন স্নেহ প্রদর্শন কর ? যদিও ব্রাহ্মণী তপস্বিনী ও সাধ্বী, তথাপি তাঁহার একটি দোষ—তিনি সুন্দরী যুবতী। তুমিও পরমসুন্দর নবীন যুবক। লোকের কাণাকাণি কথায় কেন সুযোগ দাও ?”

দামোদরের এই উক্তি-শ্রবণে প্রভু অন্তরে সন্তুষ্ট হইয়া মনে করিলেন—

ইহারে কহিয়ে শুদ্ধপ্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর-সম মোর নাহি ‘অন্তরঙ্গ’ ॥ *

কয়েকদিন পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীদামোদরকে শ্রীশচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই বলিয়া নদীয়ায় পাঠাইয়া দিলেন,—

তোমা সম ‘নিরপেক্ষ’ নাহি মোর গণে।
‘নিরপেক্ষ’ নহিলে ‘ধর্ম’ না যায় রক্ষণে ॥

* * *

মাতার গৃহে রহ যাই’ মাতার চরণে ॥
তোমার আগে নাহি কা’র স্বচ্ছন্দাচরণে ॥ †

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় পণ্ডিত-দামোদর শ্রীশচীমাতার সেবার্থ গৌড়ে গমন করিয়া পুনরায় রথযাত্রার প্রাক্কালে গৌড়ীয়ভক্তগণের সহিত নীলাচলে যাইতেন। একবার শ্রীদামোদর শ্রীনবদ্বীপ হইতে পুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীমাতার কিরূপ ভক্তি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীদামোদর বলিলেন যে, তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই সর্বান্তর্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐরূপ প্রশ্নলীলা করিয়াছেন,—

মূর্তিমতী ভক্তি আই—কহিল তোমারে।
জানিয়াও মায়া করি’ জিজ্ঞাস’ আমারে ॥ ‡

* চৈ চ অ ৩।১৯ ; † ঐ, অ ৩।২৩,২৫ ; ‡ চৈ ভা অ ৯।১০১

শ্রীশঙ্কর-পণ্ডিত

শ্রীদামোদর-পণ্ডিতের অনুজ ভ্রাতা শ্রীশঙ্কর-পণ্ডিত 'প্রভু-পাদোপাধান' বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীদামোদর ও শ্রীশঙ্কর নীলাচলে আগমন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীদামোদরকে বলিলেন,—"দামোদর! তোমার উপরে আমার সঙ্কোচমিশ্রিত প্রীতি আছে। কিন্তু শঙ্করের সম্বন্ধে আমার কোনরূপ সঙ্কোচই নাই। তাহার উপর আমার শুদ্ধ-কেবল-প্রেম। অতএব শঙ্করকে আমার নিকট রাখ।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-দশায় শ্রীল স্বরূপ-গোস্বামিপাদ ভক্তগণের সহিত যুক্তি করিয়া প্রভুর গতিবিধির দিকে সর্বক্ষণ দৃষ্টি এবং রাত্রিকালে গম্ভীরায় প্রভুর সেবা করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট শ্রীশঙ্কর-পণ্ডিতকে শয়ন করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীশঙ্কর মহাপ্রভুর পাদতলে শয়ন করিতেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশঙ্করের দেহের উপর পাদপ্রসারণ করিতেন। এজন্য শঙ্করের নাম হইয়াছিল 'প্রভু-পাদোপাধান'।

প্রভু-পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তাঁ'র উপর করেন পাদ-প্রসারণ॥
'প্রভু-পাদোপাধান' বলি' তাঁর নাম হইল।
পূর্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল॥ *
ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং, সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপাধানম্।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং, প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট॥ †
শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন।
ঘুমাঞা পড়েন, তৈছে করেন শয়ন॥

---

* চৈ চ অ ১৯।৬৮-৬৯; † ভা ৩।১৩।৫

উঘাড়-অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি' আপন কাঁথা তাহারে জড়ায় ॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র চেতন।
বসি' পাদ চাপি' করে রাত্রি জাগরণ ॥
তাঁর ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে যাইতে।
তাঁর ভয়ে নারেন ভিত্তো মুখাব্জ ঘষিতে ॥ *

উৎকল-ব্রাহ্মণকুমার

পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া-ব্রাহ্মণকুমার।
পিতৃশূন্য, মহাসুন্দর, মৃদুব্যবহার ॥
প্রভুস্থানে নিত্য আইসে, করে নমস্কার।
প্রভু-সনে বাত্ কহে প্রভু—প্রাণ তা'র ॥
প্রভুতে তাহার প্রীতি, প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে ॥
বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে।
প্রভুরে না দেখিলে সেই রহিতে না পারে ॥
নিত্য আইসে, প্রভু তারে করে মহাপ্রীত।
যাঁহা প্রীতি তাঁহা আইসে,—বালকের রীত ॥ †

শ্রীকমলানন্দ

ইনি পূর্বে গৌড়দেশে অবস্থান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। পরে শ্রীপুরীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট বাস করিয়াছিলেন। ‡

---

* চৈ চ অ ১৯।৭১-৭৪ ; † ঐ, অ ৩।৩-৭ ; ‡ ঐ, আ ১০।১৪৯

শ্রীকামাভট্ট

সিঙ্গাভট্ট, কামাভট্ট, দন্তুর শিবানন্দ। *

ইঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনীলাচল-লীলাসঙ্গী শ্রীপুরুষোত্তমবাসী ভক্ত।

শ্রীকৃষ্ণদাস

কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ-গমন॥ †

সরলবিপ্র কৃষ্ণদাস দক্ষিণদেশে ভট্টথারীগণের প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করিয়া নীলাচলে লইয়া আসেন। শ্রীনিত্যানন্দাদি ভক্তগণ যুক্তি করিয়া প্রভুর নীলাচলে আগমনবার্তা জানাইবার জন্য শ্রীমহাপ্রসাদাদিসহ শ্রীকৃষ্ণদাসকে শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন।

নির্লোম-শ্রীগঙ্গাদাস

শ্রীবিষ্ণুদাস, শ্রীনন্দন ও নির্লোম-শ্রীগঙ্গাদাস—এই তিন ভ্রাতা নবদ্বীপবাসী ভট্টাচার্য। শ্রীবিষ্ণুদাস ও শ্রীগঙ্গাদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কিছুদিন নীলাচলে বাস করিয়া প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন।

নির্লোম গঙ্গাদাস, আর বিষ্ণুদাস।
এই সবের প্রভুসঙ্গে নীলাচলে বাস॥ ‡

শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য

গৌড়দেশবাসী এই ব্রাহ্মণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শান্তিপুর হইতে পুরীতে আগমন করেন। শ্রীমহাপ্রভু নীলাচল হইতে বনপথে শ্রীবৃন্দাবন-

---

* চৈ চ আ ১০।১৪৯; † ঐ, আ ১০।১৪৫; ‡ ঐ, আ ১০।১৫১

গমনের ইচ্ছা করিলে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায় বলভদ্র-ভট্টাচার্যকে মহাপ্রভুর সঙ্গে দিয়াছিলেন।

বলভদ্র ভট্টাচার্য—ভক্তিঅধিকারী।
মথুরা-গমনে প্রভুর যেঁহো ব্রহ্মচারী॥ *

কাশীতে মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণের উদ্ধারের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ববৎ ঝারিখণ্ড-পথে শ্রীবলভদ্রের সহিত পুরী-যাত্রা করিয়াছিলেন এবং আঠারনালায় পৌঁছিয়া ভট্টাচার্যের দ্বারা নিজভক্তগণকে সংবাদ দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুরীতে আগমন করিলে কিছুদিন পরে শ্রীল সনাতনপাদ পুরী গমন করেন এবং শ্রীবলভদ্রের নিকট হইতে মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনযাত্রার বিবরণসমূহ লিখিয়া লয়েন। †

শ্রীব্রহ্মানন্দ-ভারতী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরুর নয়টি মূলস্বরূপ যে নয় জন সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহাদেরই অন্যতম—শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্রহ্মানন্দকে গুরুপর্যায়ভুক্ত বিচার করিতেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনার্থ শ্রীব্রহ্মানন্দ-ভারতীর পুরীতে মহাপ্রভুর বাসস্থানের দ্বারে আগমনের কথা শ্রবণ করিয়া গুরুবৎমান্য ব্যক্তির অভ্যর্থনার্থ স্বয়ংই মহাপ্রভু ভারতী-গোস্বামীর সহিত দেখা করিতে যান। তিনি সম্মুখে আসিয়া দেখেন, ভারতী মৃগচর্ম পরিধান করিয়াছেন। গুরুস্থানীয় ব্রহ্মানন্দকে দম্ভের চিহ্নসূচক মৃগচর্ম পরিতে দেখিয়া তিনি মর্মাহত হন এবং উহা স্বয়ং পরিত্যাগের আদেশ না করিয়া এক কৌশলময় ছলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ভারতীকে দেখিয়াও যেন দেখেন নাই—

* চৈ চ আ ১০।১৪৬ ; † ঐ, অ ৪।২০৯-১০

এইভাব প্রকাশ করেন। তিনি শ্রীমুকুন্দকে বলিলেন,—"ভারতী-গোস্বামী কোথায়? তিনি ত' চর্মাম্বর পরিতে পারেন না! তুমি অন্য কোনও ব্যক্তিকে ভারতী-গোস্বামী বলিতেছ।" ইহা শুনিয়া ভারতীগোস্বামী লজ্জিত হন এবং আর দম্ভসূচক চর্মাম্বর পরিবেন না, স্থির করেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু ভারতীর মনের কথা জানিতে পারিয়া একখণ্ড বস্ত্রের বহির্বাস আনাইলেন। ভারতী চর্মাম্বর ত্যাগ করিয়া তাহা পরিধান করিলেন। তখন মহাপ্রভু ভারতীকে নমস্কার করিলেন। ভারতী বলিলেন,—"গুরুপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিবার জন্যই তুমি আমাকে নমস্কার করিলে, কিন্তু দ্বিতীয়বার তুমি আর আমাকে নমস্কার করিও না। তাহাতে আমার অপরাধ হইবে।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় নির্মলচিত্ত ভারতী-গোস্বামী প্রভুর স্তুতি করিয়া বলিলেন,—"বর্তমানে শ্রীনীলাচলে সচল ও অচল দুই ব্রহ্ম আবির্ভূত হইয়াছেন। অচলব্রহ্ম শ্যামবর্ণ বলিয়া তাঁহাকে শ্যামব্রহ্ম বলা যায়। আর সচলব্রহ্ম তুমি গৌরবর্ণ বলিয়া তোমাকে গৌরব্রহ্ম বলা হয়। মহাপ্রভু রহস্য করিয়া সেই কথার উত্তর দিলেন। তখন শ্রীভারতী শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্যকে মধ্যস্থ মানিলে শ্রীসার্বভৌম ভারতীগোস্বামীর অর্থাৎ ভক্তেরই জয় সাব্যস্ত করিলেন। প্রভু আবার রহস্য করিয়া বলিলেন,—"ভারতী-গোস্বামী আমার গুরু এবং আমি তাঁহার শিষ্য। সুতরাং শিষ্যেরই পরাজয় হওয়া স্বাভাবিক।" ইহাতে ভারতী বলিলেন,—"তুমি আমার শিষ্য বলিয়া পরাজিত হও নাই। আমি তোমার সেবক। সেবকবাৎসল্য তোমার স্বাভাবিক গুণ। সেই স্বভাববশতঃই তুমি তোমার সেবকের নিকট পরাজিত হইয়াছ।"

শ্রীব্রহ্মানন্দ-ভারতীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি পরমেশ্বর-বুদ্ধি উদিত হইয়াছিল। তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে অবস্থান করিয়া প্রভুর

সহিত গুণ্ডিচা-মার্জন-লীলায়, ভিক্ষাদি-গ্রহণলীলায়, শ্রীহরিদাসনির্যাণ-মহোৎসবে, শ্রীগৌরভক্তগণের সহিত শ্রীগৌর-সুখানুসন্ধানে তথা প্রভুর দিব্যোন্মাদকালে চটকপর্বতাভিমুখে প্রভুর অনুগমনে নিত্যসঙ্গী ছিলেন।

শ্রীভগবান্-আচার্য

পূর্বে হালিসহরবাসী খঞ্জ-লীলাপ্রকটকারী* শ্রীভগবান্-আচার্য সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অবস্থান করেন। † ইনি পরমপণ্ডিত ; সরলপ্রকৃতি ও শ্রীস্বরূপগোস্বামিপাদের সহিত সখ্যভাবযুক্ত ছিলেন। ইঁহার পিতা শতানন্দ খাঁ ঘোর বিষয়ী ছিলেন। ইঁহার অনুজ গোপাল-ভট্টাচার্য কাশীতে বেদান্তের শাঙ্করভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া পুরীতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট গমন করিলে ইনি স্নেহ-বশতঃ বৈষ্ণবগণকে গোপালের মায়াবাদ-ব্যাখ্যা শুনাইতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীস্বরূপপাদ তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ইঁহার পূর্বপরিচিত এক বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবির নাটক শ্রবণে ইনি সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুকেও তাহা শুনাইতে আগ্রহ করিলে শ্রীস্বরূপপাদ প্রথমে উক্ত নাটক পরীক্ষার্থ নান্দীশ্লোক শুনিয়াই তাহাতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ প্রদর্শন করেন। ইঁহারই গৃহে মহাপ্রভুর ভিক্ষাকালে শ্রীছোট-হরিদাসের বর্জন-লীলার সূত্রপাত হয়। ইনি খঞ্জ হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদে গোবর্ধনজ্ঞানে চটকপর্বতাভিমুখে ধাবিত হইবার কালে ধীরে ধীরে মহাপ্রভুর অনুগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামভদ্রাচার্য

মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীরামভদ্র ও শ্রীভগবান্-আচার্য সর্বকার্য পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর সেবা করেন। ‡

* চৈ চ অ ১৪।৯০ ; † ঐ ম ১০।১৮৪ ; ‡ চৈ চ আ ১০।১৪৮

প্রত্যব্দ শ্রীনীলাচলগত শ্রীগৌরজনবৃন্দ

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, বাসুদেব, মুরারি,—যত দাস ॥
প্রতিবর্ষ আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস।
তাঁ-সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥ *

শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দ-প্রভু

শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-লীলা-প্রকট করিয়া শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে গমনে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু নিত্যানন্দ-প্রভুর চাতুরীতে পড়িয়া শ্রীশান্তিপুরে আসিলেন। তথা হইতে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমুকুন্দাদি-ভক্তগণের সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। পথে শ্রীরেমুণায় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রী-নিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণের নিকট শ্রীঈশ্বরপুরী-কথিত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর ক্ষীরচোরা শ্রীগোপীনাথের কথা ও কটক-নগরে পৌঁছিলে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীসাক্ষিগোপালের কথা কীর্তন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কমলপুরে ভার্গী-নদীর তীরে যখন কপোতেশ্বর-শিব দর্শন করিতে গমন করেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে স্বীয় দণ্ডটি প্রদান করেন। ইত্যবসরে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের দণ্ডটিকে তিন খণ্ড করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দেন।

শ্রীনিত্যানন্দের সহিত ভক্তগণ শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্যের গৃহে আসিয়া প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরহরির দর্শনলাভ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুও শ্রী-চৈতন্য-রসোন্মত্ত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হন। একদিন সুবর্ণ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শ্রীবলরামকে আলিঙ্গন ও তাঁহার গলার মালা নিজের গলায় ধারণ করেন।

---

* চৈ চ ম ১।২৫৫-৫৭

শ্রীগৌরসুন্দর একাকী দক্ষিণদেশে গমনের সঙ্কল্প করিলে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু তাঁহার অনুগমনে ইচ্ছুক হন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর তাহাতে অস্বীকৃত হইলে তাঁহার কৌপীন, বহির্বাস ও জলপাত্র-বাহকরূপে শ্রীকৃষ্ণদাস-নামক এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে প্রদান করেন। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীকৃষ্ণদাস-বিপ্রকে মহাপ্রসাদাদি-সহ শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইয়া শ্রীশচীমাতার নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-প্রত্যাগমনের কথা জানান।

শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে যে চারিটি সংকীর্তন-সম্প্রদায় রচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাদের অন্যতম মহান্ত ছিলেন—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের বৈষ্ণবতা ও গাঢ়-অনুরাগের কথা নিবেদন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে কৃপা করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অনুরোধ করেন। অবশেষে শ্রীগোবিন্দের নিকট হইতে একখণ্ড বহির্বাস যাচ্ঞা করিয়া লইয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীসার্বভৌমের দ্বারা শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট পাঠাইয়া দেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুও গুণ্ডিচামন্দির-মার্জনলীলা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রী-জগন্নাথের রথাগ্রে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সংকীর্তন-সম্প্রদায়ের নেতৃরূপে নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দ-মহোৎসবের দিন তিনি গোপ বেশে লগুড় আলোড়ন করিয়াছিলেন।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে গৌড়দেশে অনর্গল প্রেমভক্তি-প্রচারার্থ প্রেরণ করেন। যদিও শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীগৌর-বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু পুনরায় নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচলে আসিয়া একটি পুষ্পোদ্যানে অবস্থান করেন। শ্রীগৌরসুন্দর তথায় তাঁহার

সহিত একাকী সাক্ষাৎ করেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে এইরূপ স্তুতি করেন,—

গৃহ্লায়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ-পদাম্বুজম্॥ *

শ্রীনিত্যানন্দের স্তুতি করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন যে, শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে যে স্বর্ণ, মুক্তা, হীরক, রৌপ্যাদি অলঙ্কার, তাহা সাক্ষাৎ নবধা-ভক্তি।

শ্রীশিবানন্দ-সেন পুরীর পথে ভক্তগণের সেবা করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজগোপালের ভাবে ক্ষুধার্তের অভিনয় করিয়া শ্রীশিবানন্দকে অভিশাপ দিয়া বলিয়াছিলেন,—"শিবার তিন পুত্র মরুক্।" এই অভিশাপ শ্রবণ করিয়া শ্রীশিবানন্দ-পত্নী ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীশিবানন্দ উপস্থিত হইবামাত্রই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ক্রোধ-লীলার অভিনয় করিয়া শ্রীশিবানন্দের অঙ্গে পদাঘাত করিলেন। শ্রীশিবানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীপাদ-প্রহারকে অত্যন্ত সৌভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া বরণ করিলেন।

শ্রীগদাধর-পণ্ডিত গৌড়দেশ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আনীত দেবভোগ্য সূক্ষ্ম তণ্ডুল ও একখানি সুন্দর রঙ্গীনবস্ত্র শ্রীগোপীনাথের সেবায় প্রদান করেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের প্রদত্ত তণ্ডুল ও পণ্ডিতের পাকের প্রশংসা করিতে করিতে শ্রীগোপীনাথের প্রসাদ-ভোজনলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে পুনঃ পুনঃ নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"তুমি গৌড়দেশে থাকিয়াই আমার মনোঽভীষ্ট প্রচার কর। তথায়ই আমার নিত্যকাল সঙ্গ পাইবে।"

---

* শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি শ্লোক

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য-প্রভু

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য শ্রীশচীদেবীর নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া পত্নী, পুত্র, দাস, দাসী ও ভক্তগোষ্ঠীর সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভিক্ষার জন্য নানাবিধ প্রভুপ্রিয় দ্রব্যসম্ভার-সঙ্গে সমস্ত পথ সংকীর্তন করিতে করিতে উৎকল-প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি-যুক্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অগ্রেই কটকে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ প্রেরণ করিলেন। শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য আসিয়াছেন শুনিয়া প্রিয়-গোষ্ঠীর সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীআচার্যকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রে গমন করিলেন। আঠারনালাতে সগোষ্ঠী শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সহিত সগোষ্ঠী শ্রীগৌরসুন্দরের মিলন, পরস্পর প্রেমসম্ভাষণ, আনন্দ-ক্রন্দন, পরস্পর দণ্ডবন্নতি, আলিঙ্গন মহাসংকীর্তন, মহানৃত্য ও প্রেমবিকার প্রকাশিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের গলদেশে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদি-মালা প্রদান করিলেন। সগোষ্ঠী উভয়েই আঠারনালা হইতে শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরে আগমন করিয়া শ্রীচন্দনযাত্রা ও তৎপরে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য রন্ধন-নিপুণা শ্রীসীতাদেবী ও প্রভুপ্রিয় নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারের সহিত শ্রীনীলাচলে পৌছিয়া একদিন প্রভুকে ভিক্ষাদানার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু স্বহস্তে রন্ধন করিলেন। শ্রীঅচ্যুত-জননী রন্ধন-কার্যের দ্রব্যাদির সজ্জা করিয়া আচার্যের সাহায্য করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের অভিলাষ ছিল যে, মহাপ্রভু একাকী আসিয়া ভিক্ষা করেন; কারণ, সন্ন্যাসি-গোষ্ঠীর সহিত আগমন করিলে প্রভু ভিক্ষা সঙ্কোচ করিবেন। এই সময় অকস্মাৎ অত্যন্ত ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সুতরাং যে সকল সন্ন্যাসী সচরাচর মহাপ্রভুর সহিত ভিক্ষার্থ গমন করিতেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর সঙ্গ-বিচ্যুত হইলেন এবং মহাপ্রভু একাকীই

শ্রীঅদ্বৈতের বাসস্থানে ভিক্ষার্থ আগমন করিয়া আচার্যের বহুদিনের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন।

একদিন শ্রীনীলাচলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য পরমানন্দে মত্ত হইয়া সকল ভক্তের প্রতি এক আদেশ প্রচার করিলেন,—

শুন ভাই-সব, এক কর সমবায়।
মুখ ভরি' গাই' আজি শ্রীচৈতন্যরায়॥
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব-অবতারময়—চৈতন্যগোসাঞি॥ *

শ্রীগৌরাবতারের যশোগানে সকল বৈষ্ণব আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন; শ্রীঅদ্বৈতাচার্য স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের গীত রচনা করিয়া তাহা কীর্তন করিতে করিতে নৃত্য করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতের শ্রীমুখের পদ এই,—

শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ করুণাসাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু, মোরে দয়া কর'॥ †

একদিন শ্রীগৌরহরি শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীশ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীগৌরহরি লোকশিক্ষার্থ শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পণ্ডিত, তুমি অদ্বৈতাচার্যকে কিরূপ বৈষ্ণব মনে কর?" শ্রীশ্রীবাস বলিলেন,—"আচার্যকে আমি শ্রীশুক বা শ্রীপ্রহ্লাদের ন্যায় বৈষ্ণব মনে করি।" ইহা শুনিয়া লোকশিক্ষার্থ শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে এক চড় মারিয়া বলিলেন,—

কি বলিলি, কি বলিলি, পণ্ডিত শ্রীবাস!
মোহার নাড়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ!!
যে শুকেরে 'মুক্ত', তুমি বল সর্বমতে।
কালিকার বালক শুক নাড়ার আগেতে॥ ‡

* চৈ ভা ম ৯।১৫৮-৫৯; † ঐ, অ ৯.১৬৮; ‡ ঐ, অ ৯।২৮৬-৮৭

একদিন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে উপস্থিত হইলে শ্রীগৌরহরি শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, আচার্য্য শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখ-কমল দর্শন করিবার পর পাঁচ-সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু রহস্য করিয়া বলিলেন,—"আচার্য! তুমি এখানে পরাজিত; কারণ, প্রদক্ষিণকালে যতক্ষণ শ্রীভগবানের পৃষ্ঠদেশের দিকে যাওয়া যায়, ততক্ষণ শ্রীমুখকমল দর্শনে বাধা হয়; কিন্তু আমি যতক্ষণ ধরিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করি, ততক্ষণ আমার চক্ষু নিমেষকালের জন্যও আর কোনদিকে পতিত হয় না—সর্বক্ষণ শ্রীজগন্নাথের শ্রীমুখকমল-মধুই পান করে।" শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পরাজয়-লীলা স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে, একমাত্র শ্রীগৌরহরিই এই কথার মর্ম অবগত আছেন।

একদিন মহাপ্রভু প্রেমাবেশে কূপমধ্যে পতিত হইলেন; তাহা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈত এক সম্মোহ-লীলা করিলেন। প্রভুর স্পর্শে সেই কূপ নবনীতময় হইয়াছিল। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রমুখ ভক্তগণ প্রভুকে কূপ হইতে উত্তোলন করিলেন।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জনকালে শ্রীঅদ্বৈতাত্মজ শ্রীগোপাল শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞায় নৃত্য করিতে করিতে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। পুত্রের শ্বাসরহিত অবস্থা দেখিয়া আচার্য 'শ্রীনৃসিংহমন্ত্র' উচ্চারণ করিয়া পুত্রের মুখে জল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীগোপালের বক্ষে হস্ত দিয়া 'গোপাল উঠ' বলিবামাত্রই শ্রীগোপাল চৈতন্যলাভ করিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে যে সম্প্রদায়ে শ্রীল শ্রীবাস-পণ্ডিত মূলগায়ক হইলেন, সেই দলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু নৃত্য করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীজগন্নাথ সুন্দরাচলে উপবেশন করিলে

গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দকে ত্রিসন্ধ্যা কীর্তনের মধ্যে নৃত্য করাইলেন ; শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরের শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে শ্রীমন্মহাপ্রভু জলের উপরে ভাসাইয়া আচার্যকে 'শেষ-শয্যা'রূপে প্রকাশ করিয়া স্বয়ং তাঁহার উপর শয়নপূর্বক শেষশায়ি-লীলা করিলেন।

শ্রীরথযাত্রা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নিজঘরে বসিয়া নামসংকীর্তন করিতেছিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতচার্য শ্রীগৌরহরিকে সচন্দন-পুষ্প-তুলসী, গন্ধ-মালা ও স্তব-পাঠ প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিলেন। পূজাপাত্রে যে পুষ্প-তুলসী অবশিষ্ট ছিল, উহার দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরহরি শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে 'যোঽসি সোঽসি নমঽস্তুতে'—এই মন্ত্র পাঠ ও মুখবাদ্য করিয়া পূজা করিলেন। এইভাবে পরস্পর নমস্কার ও বন্দনা করিবার পর অদ্বৈতাচার্য শ্রীগৌরসুন্দরকে নিজগৃহে ভিক্ষা করাইলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীজগদানন্দের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট একটি 'তর্জা-প্রহেলিকা' প্রেরণ করিলেন। ঐ তর্জার মধ্যে ইঙ্গিতে কয়েকটি রহস্য-কথা ছিল ; তাহা একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আর কেহ বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীস্বরূপ-দামোদর ঐ তর্জার অর্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন,—

প্রভু কহেন,—আচার্য হয় পূজক প্রবল।
আগমন-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি' দেবের করেন আবাহন।
পূজা লাগি' কত কাল করেন নিরোধন॥
পূজা-নির্বাহণ হৈলে পাছে করেন বিসর্জন।
তরজার না জানি অর্থ, কিবা তাঁর মন॥ *

* চৈ চ অ ১৯।২৫-২৭

শ্রীল অচ্যুতানন্দ-গোস্বামিপ্রভু

অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-আচার্য-তনয়।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয় ॥ *

শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের প্রিয়তম শিষ্য ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভুর জ্যেষ্ঠাত্মজ শ্রীশ্রীল অচ্যুতানন্দ অতি বাল্যকাল হইতেই শ্রীগৌরসুন্দরে প্রীতি ও পরমেশ্বরবুদ্ধিযুক্ত ছিলেন। শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামিপাদ শ্রীক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীনীলাচলে অবস্থান করেন। তখন শ্রীঅচ্যুতানন্দও গৌরশক্তি গদাধরের কৃপা লাভ করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয়ে নীলাচলে অবস্থানপূর্বক শ্রীশ্রীগৌরহরির সুখানুসন্ধান করেন। রথাগ্রে নৃত্যকীর্তনের মধ্যে আমরা শ্রীঅচ্যুতানন্দকে প্রতিবারই দর্শন করি।

শান্তিপুরের আচার্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তথা, আর সব গায় ॥ †

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া ভক্তগণের সহিত যখন সংকীর্তনে নৃত্য করিতেন, তখন—

কভু অদ্বৈতে নাচায়, কভু নিত্যানন্দে।
কভু হরিদাসে নাচায়, কভু **অচ্যুতানন্দে** ॥ ‡

বেড়া-সংকীর্তন-নৃত্যেও শ্রীঅচ্যুতানন্দই একসম্প্রদায়ের প্রধান নর্তক ছিলেন। ¶ সত্যসত্যই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস লিখিয়াছেন,—

ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যেন পিতা, তেন পুত্র, উচিত মিলন ॥ §

---

* চৈ চ আ ১০।১৫০ ; † ঐ, ম ১৩।৪৫ ; ‡ ঐ, ম ১৪।৭১ ; ¶ ঐ, অ ১০।৬০ ;
§ চৈ ভা অ ৪।২০৭

শ্রীল শ্রীবাস-পণ্ডিত

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনীলাচলে অবস্থান করিলে প্রতিবৎসরই শ্রীবাস-পণ্ডিত সহধর্মিণী শ্রীমালিনীদেবী ও পরিবারবর্গের সহিত শ্রীনীলাচলে গমন করিয়া মহাপ্রভুর সংকীর্তনে নৃত্য, রথাগ্রে নৃত্য, গুণ্ডিচামন্দির-মার্জনোৎসবে যোগদান, নরেন্দ্র-সরোবরে জলকেলি ও বিবিধভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। সময় সময় ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি শ্রীনীলাচলে শ্রীশ্রীবাসের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া সপরিকর শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতের মনের বাসনা পূর্ণ করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছিলেন, তখন মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া আবিষ্টভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন করিতেছিলেন। শ্রীবাস-পণ্ডিতও প্রেমাবিষ্টচিত্তে রাজার অগ্রভাগে থাকিয়া মহাপ্রভুর নর্তন-লীলার অনুসরণ করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতকে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অগ্রভাগে দেখিতে পাইয়া হরিচন্দন শ্রীশ্রীবাসকে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিয়া এক পাশ হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাস নৃত্যাবেশে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তথাপি পুনঃ পুনঃ হরিচন্দন শ্রীশ্রীবাসকে ঠেলিতেছেন দেখিয়া নৃত্য-সেবায় বিঘ্নহেতু শ্রীশ্রীবাস ক্রুদ্ধ হইয়া হরিচন্দকে চপেটাঘাত করিলেন। হরিচন্দন শ্রীশ্রীবাসকে কিছু বলিবার জন্য উদ্যত হইলে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র হরিচন্দনকে নিবারণ করিয়া বলিলেন,—"তুমি পরম ভাগ্যবান্; যেহেতু শ্রীগৌরহরির নিজজন শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতের হস্তস্পর্শ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ, আমার এইরূপ ভাগ্য নাই।"

হেরাপঞ্চমীর দিন নারদপ্রকৃতি শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতের সহিত শুদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদরের বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য-ভাব ও শ্রীব্রজের মাধুর্য-ভাবের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল।

একদিন শ্রীনীলাচলে শ্রীশ্রীবাসাদি-ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরের গুণ-গান করিয়া সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীমহাপ্রভু ক্রোধলীলা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তখনই দশদিক হইতে কোটি কোটি লোক 'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলিয়া কোলাহল আরম্ভ ও সদৈন্যে মহাপ্রভুর কৃপা-দর্শন প্রার্থনা করিলেন। দয়ার সাগর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বাহিরে আসিয়া সকলকে দর্শন-দান করিলেন। তখন কোটিকণ্ঠে সকলে শ্রীগৌরসুন্দরকে 'শ্রীভগবান্' বলিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। এই স্তব শুনিয়া, সুযোগ বুঝিয়া শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি অনুযোগ করিয়া বলিলেন,—"এখন কেন ঘরে লুকাইয়া থাকিতে পারিলে না? এই বিশাল জনতাকে কে তোমার স্তব শিখাইয়াছে? এখন তোমার হস্ত-দ্বারা ইহাদের সকলের মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখ! সূর্যের উদয়কে কি হাতের দ্বারা গোপন করিয়া রাখা যায়"? ভক্তজয়বৃদ্ধিকারী শ্রীভগবান্ ভক্তের নিকট পরাজিত হইলেন।

শ্রীল পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি

পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম জেলার মেখলাগ্রামে আবির্ভূত শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীপুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি (নামান্তর—আচার্যনিধি বা প্রেমনিধি) প্রতি-বৎসরই শ্রীরথযাত্রার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গলোভে নীলাচলে আগমন করিতেন। এক বৎসর শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ভক্তগণের প্রত্যাগমনের পরেও শ্রীনীলাচলে রহিয়া গেলেন। শ্রীস্বরূপপাদের সহিত বিদ্যানিধির সখ্য-প্রীতি থাকায় উভয়েই কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে একত্র অবস্থান করিলেন। বিদ্যানিধি শ্রীগদাধর-পণ্ডিতকে পুনরায় মন্ত্র প্রদান করিলেন। শীতাগমে 'ওড়নষষ্ঠী'-যাত্রা-দিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে মাণ্ডুয়া-বসন অর্থাৎ তন্তুবায়ের মাড়-যুক্ত অধৌত-বস্ত্র শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রার

শ্রীঅঙ্গে প্রদান করা হয়। শ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে মাড়যুক্ত বস্ত্র দেখিয়া শ্রীবিদ্যানিধি শ্রীস্বরূপদামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এদেশে শ্রুতি-স্মৃতির প্রচার থাকিতেও মাড়যুক্ত অধৌত বস্ত্র কি করিয়া শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে প্রদান করা হয়?" শ্রীদামোদরস্বরূপ বলিলেন যে, এইরূপই চিরকাল হইয়া আসিতেছে। শ্রীজগন্নাথের যদি ইহাতে আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিত, তবে রাজা নিশ্চয়ই নিষেধ করিতেন। বিদ্যানিধি পুনরায় বলিলেন,—"শ্রীজগন্নাথ পরমেশ্বর, তিনি সকলই করিতে পারেন। তাই বলিয়া সকলেই কি তাঁহার আচরণের অনুকরণ করিবে?"

তানে দোষ নাহি বিধি-নিষেধ লঙ্ঘিলে।
এগুলাও ব্রহ্ম হৈল থাকি' নীলাচলে !!
ইহারাও ছাড়িলেক লোকব্যবহার !
সবেই হইল ব্রহ্মরূপ-অবতার !! *

সেই দিনই রাত্রিতে শ্রীবিদ্যানিধি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলদেব দুই ভাই একত্রে বিদ্যানিধির গালে চপেটাঘাত করিতেছেন এবং বিদ্যানিধিকে বলিতেছেন,—

মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি।
সকল জানিলা তুমি রহি' এই ঠাঞি ॥
তবে কেনে রহিয়াছ জাতিনাশা-স্থানে।
জাতি রাখি' চল তুমি আপন-ভবনে ॥
আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ।
তাহাতেও ভাব' অনাচারের সম্বন্ধ !! †

শ্রীবিদ্যানিধি শ্রীজগন্নাথ-শ্রীবলরামের নিকট কাতরভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং তিনি তাঁহাদের শাসন পরমকৃপা ও অনুগ্রহরূপে বরণ

* চৈ ভা অ ১০।১১৭-১৮ ; † ঐ, অ ১০।১৩২-৩৪

করিলেন। বিদ্যানিধি জাগ্রত হইয়া স্বীয় গণ্ডস্ফিতি দর্শনে স্বীয় অপরাধের অনুরূপ শাস্তি হইয়াছে, অনুভব করিলেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদরও উহা দেখিলেন এবং বিদ্যানিধির নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। স্বপ্নযোগে ভগবৎ-কৃপার এরূপ সাক্ষাৎ নিদর্শন অবগত হইয়া শ্রীস্বরূপদামোদর বিদ্যানিধির মহিমা অবধারণ করিলেন।

শ্রীমুরারিগুপ্ত-ঠাকুর

শ্রীহট্টে অবতীর্ণ ও পরে শ্রীনবদ্বীপ-বাসী শ্রীমুরারিগুপ্ত-ঠাকুর প্রতি-বৎসরই গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুর দর্শনার্থ পুরী আগমন করিতেন। শ্রীমুরারি শ্রীনীলাচলে আসিয়া অতিশয় দৈন্যবশতঃ দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া বাহিরে পড়িয়া রহিলেন। মুরারিকে দেখিতে না পাইয়া মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে মুরারির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মুরারি দুই-গুচ্ছ তৃণ দন্তে ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর সম্মুখে দৈন্যভরে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু মুরারিকে স্পর্শ করিতে ধাবিত হইলে মুরারি দৈন্যভরে প্রভুকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন। মুরারির দৈন্যে মহা-প্রভুর হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তিনি বল-প্রয়োগে মুরারিকে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইয়া শ্রীমুরারির শ্রীঅঙ্গ মার্জন করিতে লাগিলেন।

রথাগ্রে কীর্তনকালে ও ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে জলকেলি-কালে শ্রীমুরারি মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন। রথযাত্রার পরে ভক্তগণকে বিদায় প্রদান করিবার কালে ভক্তগণের নিকট শ্রীমুরারিগুপ্তের ইষ্ট-নিষ্ঠার কথা কীর্তন করিয়া মহাপ্রভু শ্রীমুরারির প্রশস্তি গান করিলেন ;—

সেই মুরারিগুপ্ত এই মোর প্রাণ সম।
ইঁহার দৈন্য শুনি' মোর ফাটয়ে জীবন ॥ *

---

* চৈ চ ম ১৫।১৫৭

শ্রীশ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ

শ্রীঅনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির পর শ্রীরূপ-পাদ অতিশয় উৎকণ্ঠিত মনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শনার্থ শ্রীনীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীরূপ সত্যভামাপুর গ্রামে যখন এক রাত্রি বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন শ্রীসত্যভামাদেবী শ্রীরূপকে দর্শন দিয়া বলেন,—"আমার সম্বন্ধে নাটকটি তুমি পৃথক্ করিয়া রচনা করিও।" শ্রীরূপ পূর্বে শ্রীব্রজলীলা ও দ্বারকা-লীলা একত্রেই নাটকাকারে গ্রন্থন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন; এখন শ্রীসত্যভামাদেবীর আজ্ঞানুসারে নাটকটি পৃথক্-পৃথক্ দুইভাগে রচনা করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

শ্রীরূপ নীলাচলে আসিয়া শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের বাসস্থানে উঠিলেন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রতিদিনের ন্যায় পদার্পণ করিলে শ্রীরূপকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তের সহিত শ্রীরূপের পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীল অদ্বৈতাচার্যকে শ্রীরূপের প্রতি কায়মনে কৃপাবর্ষণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কি গৌড়ীয়, কি উৎকলবাসী—প্রভুর যাবতীয় ভক্তের নিকটেই শ্রীরূপ প্রীতিভাজন হইলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু প্রত্যহ শ্রীহরিদাসের বাসস্থানে আসিয়া শ্রীরূপের সহিত সাক্ষাৎকার ও ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন এবং শ্রীমন্দির হইতে যে মহাপ্রসাদ পাইতেন, তাহা দুইজনকে প্রদান করিতেন।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপের বাসায় আসিয়া শ্রীরূপকে বলিলেন,—

কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে॥ *

* চৈ চ অ ১।৬৬

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্র-নন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ *

শ্রীযদুকুমার শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীবাসুদেব-তত্ত্ব। তিনি শ্রীমথুরা ও শ্রীদ্বারকায় লীলা করেন। যিনি শ্রীগোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীসত্যভামাদেবী ও শ্রীমহাপ্রভু উভয়েই যে পৃথগ্‌ভাবে 'শ্রীললিতমাধব' ও 'শ্রীবিদগ্ধমাধব' নাটক লিখিতে আদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহা শ্রীরূপপাদের হৃদয়ে দৃঢ় হইল।

শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব সমাগত হইলে শ্রীল শ্রীরূপ রথাগ্রে বিপ্রলম্ভ-ভাবান্বিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য ও শ্রীমুখকীর্তিত একটি শ্লোকশ্রবণে তদ্-ভাবসূচক একটি শ্লোক সেইস্থানেই রচনা করিলেন। শ্লোকটি এই,—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ †

একদিন শ্রীরূপের বাসস্থানে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈবাৎ ঊর্ধ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং কুটীরের চালের মধ্যে গোঁজা তালপত্রে লিখিত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি"—এই শ্লোকটি দেখিতে পাইলেন; শ্লোক পাঠ করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইলেন।

আর একদিন শ্রীরূপ তাঁহার বাসস্থানে বসিয়া নাটক লিখিতেছিলেন, তখন তথায় মহাপ্রভুর অকস্মাৎ আগমন হইল। 'কি পুঁথি লিখিতেছ?' বলিয়া শ্রীরূপের নাটকের একটি পাণ্ডুলিপির পত্র হস্তে গ্রহণপূর্বক শ্রীরূপের মুক্তার পঙ্‌ক্তির ন্যায় অতিসুন্দর হস্তাক্ষর-দর্শনে অত্যন্ত প্রীত

* যামলবচন; † শ্রীপদ্যাবলী, ৩৮৩, শ্রীমৎ-পুরীদাস-গোস্বামি-সং

হইয়া মহাপ্রভু অক্ষরের স্তুতি করিলেন এবং সেই পত্রে লিখিত একটি শ্লোক দেখিয়া তাহা পাঠ করিতেই প্রেমে আবিষ্ট হইলেন।

অন্য একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনান্তে শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্য, শ্রীরায়-রামানন্দ ও শ্রীস্বরূপাদি-ভক্তগণের সহিত শ্রীল রূপের বাসস্থানে আগমন করিলেন। শ্রীরামরায় 'শ্রীললিতমাধব-নাটকে'র এক একটি করিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরূপ যথা-যথ শ্লোকসমূহ উদ্ধার করিয়া উত্তর দান করিলেন। শ্রীল রামরায় উভয় নাটকের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাগ্রে সহস্রমুখে শ্রীরূপের কবিত্বের অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শ্রীরূপ শ্রীদোলযাত্রা-পর্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে নীলাচলে অবস্থান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে কৃপা-শক্তিসঞ্চার করিলেন এবং শ্রীব্রজে গমনপূর্বক ভক্তিরসশাস্ত্র-রচনা, লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দিরের সেবাসংস্থাপন ও অপ্রাকৃত ভক্তিরস প্রচার করিয়া প্রভুর মনোঽভীষ্ট সংস্থাপন করিবার কৃপাদেশ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে একবার শ্রীসনাতনকে নীলাচলে প্রেরণ করিবার কথাও বলিয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীল সনাতন-গোস্বামিপাদ

শ্রীরূপ পুরী হইতে গৌড়ে গমন করিলে শ্রীসনাতন শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঝারিখণ্ড-বনপথে উপবাসাদি করিয়া একাকী শ্রীনীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন। উপবাস ও ঝারিখণ্ডের জলের দোষে শ্রীসনাতনের শ্রীঅঙ্গে কণ্ডূরসা (কষানিযুক্ত খোসপাঁচড়া) বাহ্যদৃষ্টিতে প্রকাশিত হইল। নিত্যসিদ্ধ বিপ্রলম্ভ-রসাশ্রিত দৈন্যমূর্তি শ্রীসনাতন আত্মধিক্কার করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীজগন্নাথের অগ্রে শ্রীরথযাত্রাকালে চক্রতলে দেহ-ত্যাগ করিবেন—এই সঙ্কল্প করিয়া পুরীতে শ্রীহরিদাস-

ঠাকুরের বাসস্থানে সমুপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় আসিয়া শ্রীসনাতনকে দেখিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলে শ্রীসনাতন বলিলেন,—

মোরে না ছুঁইহ, প্রভু, পড়োঁ, তোমার পায়।
একে নীচজাতি অধম, আর কণ্ডূরসা গায় ॥ *

শ্রীগৌরসুন্দর বলপূর্বক নিজপ্রেষ্ঠ ভক্তবরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সমস্ত ভক্তের সহিত শ্রীসনাতনের সাক্ষাৎকার করাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের সহিত অবস্থান করিতে আজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের উভয়ের জন্য শ্রীগোবিন্দের দ্বারা শ্রীমহাপ্রসাদ প্রেরণ করিলেন। শ্রীসনাতন অতিশয় দৈন্যভরে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিতেন না; শ্রীমন্দিরের চক্র দেখিয়া প্রণাম করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহ শ্রীল সনাতন ও শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের নিকট ইষ্টগোষ্ঠী ও কৃষ্ণ-কথা কীর্তন করিতেন। একদিন অন্তর্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের অন্তরের সঙ্কল্প ভঙ্গীর সহিত প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—

প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পায় মরিতে॥

* * *

তোমার শরীর—মোর প্রধান 'সাধন'।
এ শরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন ॥ †

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের দেহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার শ্রীল হরিদাসের উপর অর্পণ করিলেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে শ্রীযমেশ্বর টোটায় ভক্তানুরোধে ভিক্ষা স্বীকার করেন। শ্রীসনাতনকেও মধ্যাহ্ন-

* চৈ চ অ ৪।২০ ; † ঐ, অ ৪।৭১, ৭৮

ভিক্ষাকালে তথায় নিমন্ত্রণ করেন। মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালুকা অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হয়; কিন্তু 'শ্রীমন্মহাপ্রভু আহ্বান করিয়াছেন', ইহা অনুভব করিয়া শ্রীসনাতন অত্যন্ত আনন্দিত-মনে উল্লাসভরে সেই তপ্ত বালুকার পথে মুক্তপদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইলেন। তপ্ত বালুকায় তাঁহার পদতল দগ্ধ ও তজ্জন্য বহু ব্রণ হইল, কিন্তু প্রভু-প্রীতিতে ইহা কিছুই শ্রীসনাতনের অনুভবের বিষয় হইল না। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শ্রীসনাতন কোন্ পথে আসিয়াছেন', জিজ্ঞাসা করায় শ্রীল সনাতন বলিলেন,—"সিংহদ্বারে আমার যাইবার অধিকার নাই। তথায় শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ গমনাগমন করেন। দৈবাৎ স্পর্শ ঘটিলে বিশেষ অপরাধ হইবে, এই আশঙ্কায় সমুদ্রপথে আসিয়াছি।" শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তরে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন।
তোমা-স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ॥
তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্যাদা-রক্ষণ।
মর্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥ *

শ্রীজগদানন্দের নিকট শ্রীসনাতন একদিন দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইলেন যে, তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিষেধসত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করায় প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কণ্ডূরসার স্পর্শ লাগে দেখিয়া তিনি বড়ই ব্যথিত আছেন। ইহা শুনিয়া শ্রীজগদানন্দ শ্রীসনাতনকে 'প্রভুপ্রদত্ত-স্থান শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যাইবার উপদেশ দেন। এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগদানন্দের প্রতি তিরস্কার-লীলা প্রকাশ করায় শ্রীসনাতন দৈন্যবশে স্বীয় দুর্ভাগ্য ও শ্রীজগদানন্দের সৌভাগ্য প্রখ্যাপন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকেই অধিক আদর করিলেন।

* চৈ চ অ ৪।১২৯-৩০

শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস-ঠাকুরের নিকট শ্রীসনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলেন,—"বৈষ্ণবের দেহ কখনই প্রাকৃত নহে। ভক্তের দেহ অপ্রাকৃত চিদানন্দময়। ভক্ত দীক্ষাকালে যখন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ আত্মসমর্পণকারীকে আত্মসাৎ করিয়া আত্মসম করিয়া থাকেন। ভগবৎপার্ষদতনু শ্রীসনাতনের শ্রীঅঙ্গে প্রথম দিবসেই আমি অপ্রাকৃত চন্দন, কর্পূর, কস্তুরী ও কুঙ্কুম-মিশ্রিত সুগন্ধি দ্রব্যের ঘ্রাণ পাইয়াছিলাম।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন ; তাহাতে বাহ্যদৃষ্টিতেও শ্রীসনাতনের শ্রীঅঙ্গের সমস্ত কণ্ডু তিরোহিত হইয়া সুবর্ণকান্তি প্রকাশিত হইল। দোলযাত্রার পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতনকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন।

শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদ

মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য—রঘুনাথদাস।
সর্ব ত্যজি' কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥ *

শ্রীগোবর্ধনদাসের পুত্রলীলাভিনয়কারী শ্রীরঘুনাথদাসপ্রভু শ্রীচৈতন্য-পদতলে বাসের আকাঙ্ক্ষা করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন এবং পুরী-গমনের প্রশস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উপপথ ও বহু কুগ্রামের মধ্য দিয়া অনাহারে অনিদ্রায় দ্বাদশ দিবসে শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদতলে আসিয়া

* চৈ চ আ ১০।৯১-৯৩

উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপের হস্তে শ্রীরঘুনাথকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার 'স্বরূপের রঘু' নাম প্রদান করিলেন। শ্রীরঘুনাথ পাঁচদিন শ্রীস্বরূপের নিকট থাকিয়া মহাপ্রভুর অবশেষ ভোজন করিলেন। ষষ্ঠ দিবস হইতে শ্রীরঘুনাথ রাত্রিতে প্রসাদার্থিরূপে সিংহদ্বারে প্রতীক্ষা করিয়া ভিক্ষা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। শ্রীক্ষেত্রে নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত-ভক্তগণ এইরূপ সারাদিন নামসংকীর্তন ও শ্রীজগন্নাথদর্শন করিয়া রাত্রিকালে সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকেন। যদি কেহ কিছু প্রসাদ প্রদান করেন তাহা হইলে তাঁহারা তদ্দ্বারা ভিক্ষা নির্বাহ করেন, নতুবা উপবাসী থাকেন, কাহারও নিকট কিছু চাহেন না। শ্রীরঘুনাথের এই বৈরাগ্য-প্রধান আচরণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জানাইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

"বৈরাগী করিবে সদা নামসংকীর্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবনরক্ষণ ॥ *

শ্রীল রঘুনাথ শ্রীস্বরূপদামোদরের নিকট নিজ-কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীস্বরূপ তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শ্রীস্বরূপদামোদরই তোমার উপদেষ্টা'—ইহা শ্রীরঘুনাথকে জানাইলেন এবং শ্রীরঘুনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া রাগানুগভক্তিযাজকের পালনীয় আচার উপদেশ করিলেন ;—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানি-মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥ †

নীলাচলে শ্রীরঘুনাথের কঠোর বৈরাগ্যের কথা শ্রীশিবানন্দসেনের নিকট হইতে লোকমুখে শ্রবণ করিয়া শ্রীগোবর্ধনদাস শ্রীরঘুনাথকে

* চৈ চ অ ৬।২২৩ ; † ঐ, অ ৬,২৩৬-২৩৭

প্রদানার্থ শ্রীশিবানন্দের সঙ্গে চারিশত মুদ্রা, দুইজন ভৃত্য ও একজন পাচক দিয়া নীলাচলে পাঠাইলেন। শ্রীরঘুনাথ পিতার প্রদত্ত সেই সকল অর্থ বা সেবক নিজে গ্রহণ করিলেন না; সেবক অর্থাদিসহ নীলাচলেই থাকিল। শ্রীরঘুনাথ পিতার প্রেরিত অর্থের দ্বারা প্রতিমাসে মহাপ্রভুকে দুইবার ভিক্ষা দিতেন। দুইবৎসর পরে শ্রীরঘুনাথ মহাপ্রভুর ঐরূপ নিমন্ত্রণকার্য পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীরঘুনাথ বিচার করিলেন,—

বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায়, জানি প্রভুর মন॥
মোর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নির্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি,—'প্রতিষ্ঠা'-মাত্র ফল॥
উপরোধে প্রভু মোর মানেন নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হইবেক মূর্খজন॥ *

শ্রীস্বরূপের নিকট শ্রীরঘুনাথের হৃদ্গত এই বিচার শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় 'রাজস' নিমন্ত্রণ।
দাতা, ভোক্তা, দুঁহার মলিন হয় মন॥ †

কিছুদিন শ্রীরঘুনাথ সিংহদ্বারে ভিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ছত্রে গিয়া অন্ন গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

* *—"ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি—বেশ্যার আচার॥" ‡

---

* চৈ চ অ ৬।২৭৪-৭৬; † ঐ, অ ৬।২৭৮-৭৯; ‡ ঐ, অ ৬।২৮৪

শ্রীশঙ্করানন্দ-সরস্বতী নামক এক সন্ন্যাসী শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীগুঞ্জা-মালা ও শ্রীগোবর্ধন-শিলা আনিয়া মহাপ্রভুকে দিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-হরি স্মরণের কালে গুঞ্জাকে শ্রীগান্ধর্বা ও শ্রীগোবর্ধনশিলাকে 'শ্রীগিরি-ধারি'-জ্ঞানে তিনবৎসরকাল সেবা করিবার পর ঐ দুইটি হৃদয়ের বস্তু শ্রীরঘুনাথকে প্রদান করিলেন এবং শুদ্ধসাত্ত্বিক-সেবাপ্রণালী উপদেশ করিয়া শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবার্থ আজ্ঞা করিলেন। 'প্রভুর স্বহস্ত-প্রদত্ত শ্রীগোবর্ধনশিলা'—ইহা চিন্তা করিয়া শ্রীরঘুনাথ প্রেমাবিষ্ট হইয়া সেবা করিতেন। একদিন শ্রীস্বরূপের আজ্ঞাক্রমে শ্রীগিরিধারীকে সন্দেশ-ভোগ অর্পণ করিলেন। শ্রীনীলাচলে 'শ্রীস্বরূপের রঘু' যে বিপ্রলম্ভময়ী সেবা প্রকট করিয়াছিলেন, শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদের ভাষায় তাহা এই—

আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ॥
অনন্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা?
রঘুনাথের নিয়ম,—যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাতপ্রহর যায় কীর্তন-স্মরণে।
সবে চারি-দণ্ড আহার-নিদ্রা কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত-কথন।
আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিণ্ডা-কানি কাঁথা বিনা না পরেন বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন॥
প্রাণ-রক্ষা লাগি' যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনার করে নির্বেদন॥ *

* চৈ চ অ ৬।৩০৮-১৩

শ্রীরঘুনাথ ছত্রে মাধুকরী-গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রসাদ-বিক্রেতাদের যে সমস্ত প্রসাদ বিক্রয় না হইত এবং যাহা দুই তিন দিন হইয়া গেলে পসারিগণ সিংহদ্বারের নিকট কোন এক স্থানে গাভীদিগকে বিলাইয়া দিত, পচা-গন্ধে গাভীও যাহা ভক্ষণ করিতে না পারিয়া চলিয়া যাইত, শ্রীরঘুনাথ রাত্রিকালে, লোকে না দেখিতে পায় এইরূপ-ভাবে, ঐসকল পর্যুষিত অন্ন ঘরে লইয়া আসিয়া জলে ধৌত করিতেন এবং ভিতরের শক্ত-অন্ন সংগ্রহ করিয়া লবণ-সংযোগে কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট চিদ্‌বস্তুজ্ঞানে গ্রহণ করিতেন। একদিন শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপাদ শ্রীরঘুনাথের এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া সানন্দে শ্রীরঘুনাথের নিকট হইতে সেই মহাপ্রসাদ কিছু চাহিয়া লইলেন এবং তাহা আস্বাদন করিয়া শ্রীল রঘুনাথকে বলিলেন,—

* *—"ঐছে অমৃত খাও নিতি-নিতি।
আমা-সবায় নাহি দেহ',—কি তোমার প্রকৃতি ?" *

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীগোবিন্দের মুখে এই কথা শুনিলেন, তখন তিনি শ্রীরঘুনাথের নিকট আসিয়া শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীস্বরূপকে বলিলেন,—

"খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ' কেনে ?" †

—এই বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীরঘুনাথের নিকট হইতে এক গ্রাস অন্ন বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া ভোজন করিলেন।

সত্য সত্যই শ্রীশিবানন্দ-সেন শ্রীরঘুনাথের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততস্নিগ্ধঃ স্বরূপানুগো
বৈরাগ্যস্য নিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্॥ ‡

* চৈ চ অ ৬।৩২০; † ঐ, অ ৬।৩২২; ‡ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক (১০।৩ নির্ণয়সাগর-সং ১৯১৭)—শ্রীগৌরকৃপাতিশয়ে নিত্যপ্রেমবান্ শ্রীস্বরূপের অনুগ ও বৈরাগ্যের সাগরস্বরূপ বা মুখ্যাশ্রয় শ্রীল রঘুনাথকে নীলাচলবাসী কোন্ ব্যক্তিই না অবগত আছেন ?

'শ্রীস্বরূপের রঘু' শ্রীস্বরূপের সহিত দিব্যোন্মাদী শ্রীশ্রীগৌরহরির শ্রীচরণান্তিকে তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবা ও লীলার সঙ্গীরূপে নীলাচলে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ শ্রীশ্রীগৌরহরির অন্তরঙ্গলীলা-তরঙ্গবিলাস জগতে বিস্তারিত হইতে পারিয়াছে। ইহা আমরা শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথানুগবর শ্রীমৎ কবিরাজগোস্বামিপাদের কৃপায় জানিতে পারিয়াছি।

শ্রীল রঘুনাথভট্ট-গোস্বামিপাদ

শ্রীগৌরহরি কাশীতে শ্রীতপনমিশ্রের গৃহে দুইমাসকাল ভিক্ষা-স্বীকার-লীলাকালে শ্রীতপন-নন্দন বালক শ্রীরঘুনাথ মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট-মার্জন ও পাদ-সম্বাহনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। বড় হইয়া শ্রীরঘুনাথ কাশী হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাসঙ্গলালসায় নীলাচলে গমন করেন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আটমাস থাকিয়া মধ্যে মধ্যে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা দিতেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে বৃদ্ধ বৈষ্ণব-মাতাপিতার প্রকটকাল-পর্যন্ত তাঁহাদের সেবা করিবার এবং বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হইবার জন্য উপদেশ দিয়া স্বীয় কণ্ঠমালা শ্রীরঘুনাথের গলায় প্রসাদরূপে প্রদান করিয়া কাশীতে পাঠাইয়া দেন। কাশীতে ফিরিয়া শ্রীরঘুনাথ চারি বৎসরকাল মাতাপিতার সেবা ও বৈষ্ণবপণ্ডিতের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিলেন। মাতাপিতার কাশীপ্রাপ্তির পর শ্রীরঘুনাথ পুনরায় নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হন। এবারও শ্রীরঘুনাথ পুরীতে আটমাস বাস করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট গিয়া তথায় শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্তন ও শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে থাকেন।

শ্রীল রঘুনাথ-বৈদ্য

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীরঘুনাথ-বৈদ্য,[১] শ্রীরঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায়[২] ও শ্রীরঘুনাথ-বৈদ্যওঝা[৩]—এই তিন নাম দৃষ্ট হয়। এই তিন নামের প্রসঙ্গেই ইঁহাদের শ্রীনীলাচলে গমনের কথা দৃষ্ট হয়। শ্রীরঘুনাথ-বৈদ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরঘুনাথ-বৈদ্যওঝা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর 'গণ' ছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে পুরী হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত তিন রঘুনাথ[৪]—(১) শ্রীবৈদ্য-রঘুনাথ, (২) শ্রীভট্ট-রঘুনাথ ও (৩) শ্রীস্বরূপানুগ শ্রীদাস-রঘুনাথ। শ্রীরঘুনাথ পুরীর[৫] নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়, কিন্তু তিনি পরে 'আচার্য শ্রীবৈষ্ণবানন্দ' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথবৈদ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্বসঙ্গী এবং নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন।

শ্রীল বাসুদেব-দত্তঠাকুর

চট্টগ্রামে অবতীর্ণ শ্রীমুকুন্দ-দত্তঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতাই শ্রীবাসুদেব-দত্তঠাকুর। ইনি গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুর দর্শনার্থ প্রতিবৎসরই নীলাচলে আগমন করিতেন। পুরীতে শ্রীবাসুদেবকে দেখিয়া মহাপ্রভুর বড়ই উল্লাস হইত। শ্রীবাসুদেব পুরীতে আগমন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন যে, তিনি দক্ষিণদেশ হইতে শ্রীব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত নামক দুইটি গ্রন্থ শ্রীবাসুদেবের জন্য আনিয়াছেন। প্রভুর আদেশানুসারে শ্রীবাসুদেব শ্রীস্বরূপের নিকট হইতে সেই গ্রন্থদ্বয়ের প্রতিলিপি গ্রহণ করেন। রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত চারিটি কীর্তন-সম্প্রদায়ের অন্যতম

১। চৈ ভা অ ৮।৫৯ ; ২। ঐ, অ ৫।২৩৯ ; ৩। ঐ, অ ৫।২৩১ ; ৪। চৈ চ অ ৬।২০৩ ; ৫। চৈ চ আ ১১।৪২

যে-সম্প্রদায়ে শ্রীমুকুন্দ-দত্ত মূলগায়ক ও শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর প্রধান নর্তক ছিলেন, শ্রীল বাসুদেব-দত্তঠাকুর সেই সম্প্রদায়ে কীর্তন করিতেন। নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু সহস্র বদনে শ্রীবাসুদেবের গুণকীর্তন করিতে থাকিলে শ্রীবাসুদেব শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধরিয়া বলেন,—

জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক-ভোগ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাহ ভবরোগ॥ *

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসুদেবকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ, তুমি যখন ব্রহ্মাণ্ডবাসী সমস্ত জীবের উদ্ধারের ইচ্ছা করিয়াছ, তখন তাহাদের কর্মফল-ভোগ-ব্যতীতই উদ্ধার হইবে। একটি ডুমুরগাছে যেমন কোটি-কোটি ফল ধরে, সেইরূপ এক কারণসমুদ্রে কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে। ডুমুরগাছের কোটি কোটি ফলের মধ্যে একটি ফল পড়িয়া যদি নষ্ট হয়, তাহাতে যেমন গাছের কোনই ক্ষতি হয় না; সেইরূপ কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যদি একটি ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধার হয়, তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকৃষ্ণের কোনই অনিষ্ট হয় না। কোটি কামধেনু-পতির একটি ছাগী মরিয়া গেলে যেমন তাঁহার কোনই ক্ষতি হয় না; তদ্রূপ পরব্যোমাদি চিন্ময়রাজ্যের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও সমগ্র প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার হইলেও কোনই ক্ষতি নাই।

শ্রীবাসুদেবদত্ত-ঠাকুর পরমকরুণ ও বৈষ্ণবসেবায় পরমব্যয়ী ছিলেন; কিছুমাত্র সঞ্চয় রাখিতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শিবানন্দ-সেনকে শ্রীবাসুদেবের তত্ত্বাবধায়ক হইয়া তাঁহার সমস্ত ব্যয়নির্বাহ করিবার ভার দিয়াছিলেন।

* চৈ চ ম ১৫।১৬২-৬৩

শ্রীল মুকুন্দদত্ত-ঠাকুর

শ্রীগৌরবিহিত-কীর্তনসম্রাট্ শ্রীমুকুন্দদত্ত-ঠাকুর নবদ্বীপে শ্রীনিমাইয়ের সহিত অধ্যয়নকালে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীত-বিশারদ ও সর্ববৈষ্ণবের প্রিয় হইয়াছিলেন। শ্রীমুকুন্দের সহিত শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের বিশেষ মৈত্রী ছিল।

শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কারের পর শ্রীশান্তিপুর হইতে শ্রীনীলাচলাভিমুখে গমনকালে শ্রীমুকুন্দ অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্যের ভগ্নীপতি পূর্বনদীয়া-নিবাসী শ্রীগোপীনাথ-আচার্যের সহিত শ্রীমুকুন্দের পূর্বপরিচয় ছিল। শ্রীগোপীনাথকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমুকুন্দ সার্বভৌমের গৃহে গমনপূর্বক মহাপ্রভুকে মূর্ছিতাবস্থায় দর্শন করেন। পরে সার্বভৌমের নিকট শ্রীগোপীনাথ শাস্ত্র-যুক্তির দ্বারা শ্রীগৌরহরি যে স্বয়ং-ভগবান্—এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে শ্রীমুকুন্দের হৃদয়ে সন্তোষ হয়।

শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্রহ্মানন্দ-ভারতীর মৃগ-চর্মাম্বর মোচন করাইয়া শ্রীমুকুন্দের সম্মুখে নির্বিশেষবাদের আচার ও বিচার নিরাস করিয়া চিদ্বিলাস-সৌন্দর্য গৌরব প্রকট করেন। শ্রীরথযাত্রাকালে সাত-সম্প্রদায়ের অন্যতম এক সম্প্রদায়ের মূল-গায়ক হইতেন—শ্রীমুকুন্দদত্ত-ঠাকুর। শ্রীল মুকুন্দ অদ্ভুত বলী ছিলেন। শ্রীরথযাত্রাকালে মহাপ্রভুর নিকট হইতে লোক-নিবারণার্থ যেরূপ মহাবলী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিতেন, বলবান্ শ্রীকাশীশ্বরের সহিত শ্রীমুকুন্দ-দত্তঠাকুরও সেইরূপ প্রভুর সেবা করিতেন।

শ্রীমৎ কালিদাস-ঠাকুর

শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদের জ্ঞাতি-পিতৃব্য ও সর্ব-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টসেবী শ্রীকৃষ্ণ-নামপরায়ণ মহাভাগবত শ্রীমৎ-কালিদাস-ঠাকুর গৌড়ীয়-ভক্তগণের সহিত শ্রীনীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু

শ্রীজগন্নাথদর্শনে গমনকালে সিংহদ্বারের নিকটে সোপানাবলী-নিম্নে একটি গর্তমধ্যে প্রতিদিনই পদধৌত করিয়া যাইতেন। তাঁহার পাদজল যাহাতে কেহই লইতে না পারে, তজ্জন্য শ্রীগোবিন্দের প্রতি প্রভুর কঠোর আদেশ ছিল। একদিন মহাপ্রভুর পাদপ্রক্ষালন-কালে শ্রীকালিদাস হাত পাতিয়া প্রভুর পাদধৌত-জল তিন অঞ্জলি পান করিয়া ফেলিলেন। মহাপ্রভু শ্রীকালিদাসের বৈষ্ণবে বিশ্বাসের কথা জানিয়া অন্তরে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। সুতরাং স্বীয় পাদোদক-গ্রহণে কালিদাসকে বাধা দিলেন না; কিন্তু তিন অঞ্জলি গ্রহণের পর আর গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেইদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর স্বীয় অবশেষ-পাত্র শ্রীকালিদাসকে প্রদান করিবার জন্য শ্রীগোবিন্দের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। একমাত্র বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-সেবার ফলেই শ্রীকালিদাস স্বয়ং-ভগবানের চরম কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীগোবিন্দ-শ্রীমাধব-শ্রীবাসুদেবঘোষ-ঠাকুর

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীরথাকর্ষণকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীবাসুদেব ঘোষঠাকুর-প্রমুখ তিন ভ্রাতা মূল-গায়করূপে সংকীর্তন-মণ্ডলীতে কীর্তন করিতেন। শ্রীবাসুঘোষ ও শ্রীমাধবঘোষ শ্রীনিত্যানন্দের সহিত গৌড়ে আগমন করেন। শ্রীগোবিন্দ-ঘোষ পুরীতে মহাপ্রভুর নিকট থাকেন।* শ্রীবাসুদেব তমলুকে, শ্রীমাধব দাঁইহাটে ও শ্রীগোবিন্দঘোষ অগ্রদ্বীপে শ্রীপাট প্রকাশ করেন।

গোবিন্দ, মাধবঘোষ, এই বাসুঘোষ।
তিনভাইর কীর্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ॥ †

* * *

---

* চৈ চ আ ১০।১১৮; † চৈ চ ম ১১।৮৮

বাসুদেব-গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥ *

প্রত্যক্ষলীলাদর্শী শ্রীবাসুঘোষের একটি গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

সিংহদ্বার তেজি' গোরা সমুদ্র-আড়ে ধায়।
কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, সভারে সুধায়॥
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়।
মাঝে কনয়া-গিরি ধূলায় লুটায়॥
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি' যায়।
দীঘল শরীর গোরা পড়ি' মুরছায়॥
উত্তান-শয়ন মুখে ফেনা বাহিরায়।
বাসুদেব ঘোষের হৃদয় বিদরিয়া যায়॥ †

শ্রীপরমেশ্বর-মোদক

নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের গৃহের নিকটে শ্রীপরমেশ্বর-মোদকের আবাস ও মিষ্টান্নের দোকান ছিল। এই ভাগ্যবান্ মোদক বালক নিমাইকে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রীতিভরে প্রদান করিতেন। মহাপ্রভু পরে সন্ন্যাস লইয়া শ্রীপুরীতে চলিয়া গেলে সস্ত্রীক মোদকমহাশয় প্রভুর দর্শনার্থ পুরী গমন করেন। পরমেশ্বরের পুত্রের নাম ছিল 'মুকুন্দ'। মহাপ্রভু যদি তাঁহার বাল্যকালের পরিচিত ক্ষুদ্রব্যক্তির কথা ভুলিয়া গিয়া থাকেন, তাই দণ্ডবৎ করিয়া মোদক-মহাশয় প্রভুকে বলিলেন,—"মুঞি পরমেশ্বর্যা"। তাঁহাকে দেখিয়া প্রভু সানন্দে কহিলেন,—"পরমেশ্বর! সব কুশল ত?" তখন শ্রীপরমেশ্বর কহিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ, সব কুশল। 'মুকুন্দার মাতা'ও আপনার দর্শনে আসিয়াছে।" সন্ন্যাসি-লীলাকারী

* চৈ চ অা ১১।১৯; † শ্রীপদকল্পতরু, ১৬৬২

শ্রীমন্মহাপ্রভু 'মুকুন্দার মাতা' নাম শুনিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিত হইলেও পরমেশ্বরকে কিছু বলিলেন না। তাঁহার সস্নেহ ও সহজ গ্রাম্য-সরলতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

শ্রীল মুকুন্দ-নরহরি-রঘুনন্দন-ঠাকুর

শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীমুকুন্দদাস-ঠাকুর, শ্রীমাধবদাস ও শ্রীনরহরি-সরকার-ঠাকুর—তিন ভ্রাতা ছিলেন। শ্রীল মুকুন্দদাস জ্যেষ্ঠ ও শ্রীল নরহরি-সরকার-ঠাকুর সর্বকনিষ্ঠ। শ্রীল মুকুন্দদাসের আত্মজ—শ্রীল রঘুনন্দন-ঠাকুর। শ্রীকবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন,—"শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দন-প্রমুখ কতিপয় চিরভাগ্যবান্ শ্রীখণ্ডবাসী প্রধান প্রধান ভক্তবৃন্দ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে দর্শন করেন নাই; ইঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের পর হইতে প্রতিবৎসর শরৎকালে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া থাকেন। *

মহাভাগবতবর শ্রীল মুকুন্দদাস-ঠাকুর হুসেনসাহের দরবারে রাজ-বৈদ্যের কার্য করিতেন বটে, কিন্তু ইঁহার অন্তর শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে অভিষিক্ত ছিল। † একদিন নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল মুকুন্দদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুকুন্দ! তুমি ও শ্রীরঘুনন্দন—এই দুইয়ের মধ্যে কে পিতা কে পুত্র?" শ্রীমুকুন্দ উত্তরে বলিলেন,—"শ্রীরঘুনন্দনই আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র; কারণ, আমাদের সকলের কৃষ্ণভক্তি শ্রীরঘুনন্দনের অনুগ্রহেই প্রকাশিত হইয়াছে।" এই সিদ্ধান্ত শ্রবণে শ্রীমন্মহাপ্রভু অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যথাক্রমে শ্রীমুকুন্দকে ধনার্জন, শ্রীরঘুনন্দনকে শ্রীবিগ্রহ-সেবা ও শ্রীনরহরিকে ভক্তগণের সঙ্গে অবস্থান করিবার কৃপাদেশ করেন।

---

* শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, ৯।৫, বহরমপুর-সং, চৈতন্যাব্দ ৪০১;

† চৈ চ ম ১৫।১২০; ‡ চৈ চ ম ১৫।১৩০-৩২

শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীচিরঞ্জীব (যাঁহার পুত্র শ্রীরামচন্দ্র-কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ) ও শ্রীসুলোচন-প্রমুখ গৌরভক্তগণও প্রতিবৎসরই পুরীতে গমন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর দর্শন ও প্রভুর আনুগত্যে রথাগ্রে নৃত্য-কীর্তন করিতেন। শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে শ্রীখণ্ডের কীর্তন-সম্প্রদায়ে শ্রীনরহরি-সরকার-ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন নৃত্য করিতেন।

শ্রীল রাঘব-পণ্ডিত, শ্রীদময়ন্তীদেবী ও শ্রীমকরধ্বজ কর

পাণিহাটী-নিবাসী শ্রীল রাঘব-পণ্ডিত প্রতিবৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য বিবিধ প্রকার ভোগ-সামগ্রী ও উপকরণ লইয়া নীলাচলে যাইতেন। শ্রীরাঘবের মহাভাগবতী সহোদরা শ্রীদময়ন্তীদেবী সেই সমস্ত দ্রব্য প্রগাঢ় প্রীতির সহিত প্রস্তুত করিয়া এবং ঝালির মধ্যে ভরিয়া মুখ বাঁধিয়া উহার উপরে সিল-মোহর দিয়া দিতেন; যেন প্রভুর ভোগোপকরণ কোনরূপে অপরের দৃষ্টিগোচর বা নষ্ট না হয়। এই ঝালি 'রাঘবের ঝালি' নামে প্রসিদ্ধ। এই ঝালি বহন করিবার জন্য তিনজন ব্যক্তি নিযুক্ত হইতেন এবং পাণিহাটী-নিবাসী শ্রীমকরধ্বজ কর মহোদয় ঐ ঝালির 'মুন্সিব' অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক হইয়া প্রাণপণে ঝালি রক্ষা করিয়া চলিতেন। শ্রীদময়ন্তীদেবীর প্রেরিত প্রভুপ্রিয় অসংখ্য-প্রকার ভোগোপকরণ সারা বৎসর প্রভুর সেবায় লাগিত। শ্রীদময়ন্তীদেবীর শুদ্ধা স্বারসিকী প্রীতিতে ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু অতীব সন্তুষ্ট হইতেন। অন্যান্য গৌড়ীয়ভক্তগণও নানাপ্রকার বহুমূল্য উত্তম প্রসাদ শ্রীগোবিন্দের নিকট প্রদান করিয়া শ্রীগোবিন্দকে স্ব-স্ব-প্রদত্ত দ্রব্য শ্রীগৌরহরির সেবায় প্রদান করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইতেন। শ্রীগোবিন্দ বিবিধ কৌশল, প্রার্থনা ও যত্নে মহাপ্রভুকে তাহা ভোজন করাইতেন।

একবৎসর-পরেও শ্রীরাঘবের ঝালির নৈবেদ্যসমূহ অবিকৃত-অবস্থায় থাকিত। শ্রীস্বরূপপাদ রাঘবের ঝালি খুলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ঐ-সকল দ্রব্য পরিবেষণ করিতেন। *

নীলাচল হইতে গৌড়ীয়-ভক্তগণকে বিদায়-দানকালে শ্রীরাঘব-পণ্ডিতের শুদ্ধপ্রেমে শ্রীমন্মহাপ্রভু কিরূপ বশীভূত, তাহা তিনি সর্বজন-সমক্ষে বলিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাঘব-পণ্ডিতের শ্রীবিগ্রহসেবায় নিষ্ঠা, প্রীতি ও পারিপাট্যের বহু প্রশংসা করিতেন।

সপরিবার শ্রীল শিবানন্দ-সেন

শ্রীমন্মহাপ্রভু হালিসহর-নিবাসী শ্রীল শিবানন্দ-সেনকে প্রতিবৎসর শ্রীরথযাত্রার পূর্বে গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণকে পথ-প্রদর্শন করিয়া এবং যাতায়াতের ব্যয়বহন ও তত্ত্বাবধান-পূর্বক নীলাচলে লইয়া যাইবার সেবাভার প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীশিবানন্দ, সহধর্মিণী ও পুত্র-ভৃত্যাদিসহ প্রতিবৎসরই পুরী যাইতেন। ইঁহার তিন পুত্র—শ্রীচৈতন্য দাস, শ্রীরামদাস ও শ্রীপরমানন্দ-দাস (নামান্তর—পুরীদাস বা শ্রীকবি-কর্ণপুর) একান্ত গৌরভক্ত ছিলেন। একদিন নীলাচলে শ্রীশিবানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাপ্রকার গুরুপাকদ্রব্য ভোজন করাইলে প্রভুর চিত্তপ্রসন্ন না হওয়ায় পরদিন শ্রীচৈতন্যদাস দধিভাতাদি লঘু উপকরণের দ্বারা প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীপরমানন্দদাসের নাম রাখেন শ্রীপুরীদাস। শ্রীপুরী-দাস (শ্রীকবিকর্ণপুর) একবার বাল্যকালে পিতামাতার সহিত পুরীতে আগমন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপুরীদাসের মুখে স্বীয় শ্রীপদাঙ্গুষ্ঠ প্রদান করেন এবং সপরিবার-শ্রীশিবানন্দকে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-জন-জ্ঞানে স্বীয়

* চৈ চ অ ১০।১৩১

অবশেষপাত্র প্রত্যহ প্রদান করেন। একদিন স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপুরীদাসকে শ্রীকৃষ্ণ-নাম-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে বলিলেও বালক কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণনাম-মন্ত্র বাহ্যে উচ্চারণ করিলেন না। অন্য আর একদিন সাত-বৎসরের বালক শ্রীপুরীদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জয়সূচক একটি সংস্কৃত-শ্লোক * রচনা করিয়া প্রভুর সম্মুখে তাহা পাঠ করিলেন। শ্রীশিবানন্দের একটি শ্রীগৌরভক্ত কুকুর ছিল, সেই কুকুরটিও নীলাচলে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত নারিকেল-শস্য-প্রসাদসেবন এবং প্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীনামের শ্রবণ ও অনুকীর্তন করিয়াছিল। কুকুরটি অপরের অলক্ষ্যে নীলাচলে সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে।

শ্রীশিবানন্দের দুই ভাগিনেয়—শ্রীবল্লভ ও শ্রীকান্ত, শ্রীশিবানন্দের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীতিভাজন ছিলেন। তাঁহারাও শ্রীনীলাচলে প্রভুর দর্শন, সম্ভাষণ, রথাগ্রে কীর্তন-নর্তনাদি সেবায় যোগদান করিতেন।

সপরিকর শ্রীসত্যরাজ ও শ্রীরামানন্দ-বসু

কুলীনগ্রামের গুণরাজ খাঁ শ্রীমালাধর-বসুর বংশাবতংস ও শ্রীল ঠাকুর-হরিদাসের কৃপাভাজন শ্রীসত্যরাজ-খাঁ ও শ্রীরামানন্দ-বসুকে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথদেবের রথাকর্ষণের জন্য প্রতি বৎসরই পট্টডোরী আনয়ন করিবার কৃপাদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীসত্যরাজ ও শ্রীরামানন্দের পরিপ্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু **শ্রীবৈষ্ণবসেবা, শ্রীকৃষ্ণসেবা ও নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তন** গৃহস্থের একান্ত-কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনীলাচলাগত কুলীনগ্রামবাসী শ্রীসত্যরাজাদি-প্রমুখ ভক্তগণকে যথাক্রমে তিনবৎসরে 'বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম'—এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবের লক্ষণ জ্ঞাপন করেন। এই ত্রিবিধ

* শ্রীকবিকর্ণপুর-রচিত আর্যাশতকের ১ম-শ্লোক

বৈষ্ণব-সেবাই গৃহস্থের কর্তব্য। মহাপ্রভু প্রথমবৎসরে বলিলেন যে, যাঁহার মুখে একটি কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ যাঁহার **নামাভাস** হয়, তিনিই বৈষ্ণব।

অতএব **যাঁ'র মুখে এক কৃষ্ণনাম।**
সেই ত' **বৈষ্ণব,** করিহ তাঁহার সম্মান ॥ *

দ্বিতীয়বৎসরে শ্রীমহাপ্রভু নীলাচলাগত কুলীনগ্রামিগণকে প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, যিনি রুচি ও প্রীতির সহিত অনুক্ষণ নিরপরাধে শ্রীনামভজনপর, তিনি বৈষ্ণবতর ;—

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই **বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ,** ভজ তাঁহার চরণে ॥ †

তৃতীয়বৎসর নীলাচলাগত শ্রীসত্যরাজ-প্রমুখ কুলীনগ্রামিগণের প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বৈষ্ণবতম বা মহাভাগবতোত্তমের লক্ষণ বলিলেন,—

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি **'বৈষ্ণব-প্রধান'** ॥ ‡

শ্রীনীলাচললীলাসঙ্গী অন্যান্য-ভক্তবৃন্দ

এই গ্রন্থের চতুর্থখণ্ডের প্রথম হইতে পঞ্চম বৈভবে **উৎকলে আবির্ভূত** শ্রীগৌরপার্ষদ-ভক্তবৃন্দ ও পরবর্তী আচার্যবৃন্দের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীল সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর উৎকলে আবির্ভূত না হইলেও তিনি তরুণ-কাল হইতে শ্রীপুরুষোত্তমের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সেবা-সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারও শিক্ষাপ্রদ সংক্ষিপ্ত চরিত গ্রথিত হইয়াছে। এই পরিশিষ্টে নীলাচলে শ্রীগৌরলীলাসঙ্গী কতিপয় ভক্তবৃন্দের চরিত বর্ণিত হইল। অসংখ্য ব্যক্ত ও অব্যক্ত শ্রীগৌরলীলা-

* চৈ চ ম ১৫।১১১ ; † চৈ চ ম ১৬।৭২ ; ‡ ঐ ম ১৬।৭৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নির্ঘণ্ট

[শব্দসমূহের পার্শ্বস্থিত সংখ্যাগুলি গ্রন্থের পৃষ্ঠা-নির্দেশক]

